

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (الجلال السيوطي)
القسم: علوم الحديث

الكتاب: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)
حقيقه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
الناشر: دار طيبة
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
«التقريب والتيسير» للنووي بأعلى الصفحة، يليه - مفصلاً بفواصل - شرحه
«تدريب الراوي» للسيوطي
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

তাদরিবুর রাবী ফী শারহি তাকরিবিন নাবাবী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী)

বিভাগ: উলুমুল হাদীস

কিতাব: তাদরিবুর রাবী ফী শারহি তাকরিবিন নাবাবী

মুআল্লিফ: আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (ওফাত ৯১১ হিঃ)

তাহকীক করেছেন: আবু কুতাইবা নাযার মুহাম্মাদ আল-ফারিয়াবী

প্রকাশক: দারু তাইয়্যিবাহ

খণ্ডের সংখ্যা: ২

[কিতাবের সংখ্যায়ন মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ]

«আত-তাকরীব ওয়াত-তাইসীর» আন-নাবাবীর পৃষ্ঠার উপরে, যার নিচে - একটি বিভাজক

দ্বারা বিভক্ত - এর ব্যাখ্যা «তাদরিবুর রাবী» আস-সুয়ুতীর

শামেলার প্রকাশনার তারিখ: ৮ যুল হিজ্জাহ ১৪৩১

[مقدمة السيوطي]

بسم الله الرحمن الرحيم

مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ أَسْبَابَ مَنْ انْقَطَعَ إِلَيْهِ مَوْصُولَةٌ، وَرَفَعَ مَقَامَ الْوَاقِفِ بِبَابِهِ،
وَأَتَاهُ مَنَاهُ وَسُؤْلُهُ، وَأَدْرَجَ فِي زُمْرَةِ أَحْبَابِهِ مَنْ لَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ بِزَخَارِفِ الْمُبْطِلِينَ
مَعْلُومَةً، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً بِرِذَاءِ الْإِخْلَاصِ مَشْمُولَةً،
وَلِلْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى صَاعِدَةً مَقْبُولَةً، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي بَلَغَ
بِهِ مِنْ إِكْمَالِ الدِّينِ مَأْمُولُهُ، وَأَتَاهُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ، فَتَنَقَّ بِجَوَاهِرِ الْحِكْمِ، وَفَاحَتْ مِنْ
حَدَائِقِ أَحَادِيثِهِ فِي الْخَافِقِينَ شَذَا أَزْهَارِهَا الْمَطْلُومَةِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
ذَوِي الْأُصُولِ الْكَرِيمَةِ وَالْأَمْجَادِ الْمَأْتُولَةِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ رَفِيعُ الْقَدْرِ، عَظِيمُ الْفَخْرِ، شَرِيفُ الذِّكْرِ، لَا يَعْتَنِي بِهِ إِلَّا
كُلُّ حَبْرٍ، وَلَا يُحَرِّمُهُ إِلَّا كُلُّ غَمْرٍ، وَلَا تَفْنَى مَحَاسِنُهُ عَلَى مَمَرِ الدَّهْرِ، وَكُنْتُ مِمَّنْ عَبَّرَ
إِلَى لُجَّةِ قَامُوسِهِ، حَيْثُ وَقَفَ غَيْرِي بِشَاطِئِهِ، وَلَمْ أَكْتَفِ بِوُرُودِ مَجَارِيهِ، حَتَّى بَقَرْتُ
عَنْ مَنَبَعِهِ وَمَنَاشِئِهِ، وَقُلْتُ لِمَنْ عَلَى الرَّاحَةِ عَوَّلَ، مُتَمَثِّلًا بِقَوْلِ الْأَوَّلِ:
لَسْنَا وَإِنْ كُنَّا ذَوِي حَسَبٍ ... يَوْمًا عَلَى الْأَحْسَابِ نَتَّكِلُ

আস-সুয়ূতী'র ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থকারের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর প্রতি উৎসর্গীকৃতদের সমস্ত উপায়কে সংযুক্ত করেছেন,
তাঁর দ্বারে দণ্ডায়মানদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, এবং তাদের আকাজ্ঞা ও প্রার্থনা পূর্ণ
করেছেন; এবং তাদের আপনজনদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাদের আত্মা বাতিলপন্থীদের বাহ্যিক
চাকচিক্যে কলুষিত হয়নি। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই,
তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; এমন শাহাদাহ যা ইখলাসের আবরণে আবৃত এবং যা

উর্ধ্বলোকে আরোহী ও গ্রহণযোগ্য। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমাদের নেতা মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যার মাধ্যমে তিনি দ্বীনকে পূর্ণতার কাজ্জিত পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন, এবং তাঁকে 'জাওয়ামি'উল কালিম' (সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ বাক্যসমূহ) দান করেছেন, ফলস্বরূপ তিনি হিকমতের (জ্ঞানের) মণিমুক্তাসম বাক্য উচ্চারণ করেছেন, এবং তাঁর হাদিসের উদ্যান থেকে উভয় প্রান্তে (পূর্ব ও পশ্চিমে) সিক্ত পুষ্পের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সম্মানিত বংশধর ও প্রামাণ্য কীর্তিসমূহ সম্পন্ন সাহাবীগণের প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর: নিঃসন্দেহে হাদীস শাস্ত্র উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, মহান গৌরবের অধিকারী এবং পবিত্র স্মরণীয়। একমাত্র জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এর প্রতি যত্নশীল হন, আর একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এর থেকে বঞ্চিত হয়। এর সৌন্দর্য কালের পরিক্রমায় কখনও বিলীন হয় না। আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা এর গভীর সাগরে প্রবেশ করেছে, যেখানে অন্যরা এর তীরে অবস্থান করেছিল। আমি শুধু এর স্রোতধারায় উপনীত হয়েই ক্ষান্ত হইনি, বরং এর উৎস ও উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত খনন করেছি। এবং আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছি, যারা আরামে নির্ভর করে, পূর্ববর্তীর বাণীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে:

আমরা যদিও উচ্চ বংশের অধিকারী ... তবুও একদিনও আমরা বংশমর্যাদার উপর নির্ভর করি না।

(ص: 24) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

تَبْنِي كَمَا كَانَتْ أَوَائِلُنَا ... تَبْنِي وَتَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوا
مَعَ مَا أَمَدَّنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْعُلُومِ، كَالْتَفْسِيرِ الَّذِي بِهِ يُطَّلَعُ عَلَى فَهْمِ الْكِتَابِ
الْعَزِيزِ، وَعُلُومِهِ الَّتِي دَوَّنْتُهَا وَلَمْ أُسَبِّقْ إِلَى تَحْرِيرِهَا الْوَجِيزِ، وَالْفِقْهِ الَّذِي مَنْ جَهِلَهُ
فَأَنَّى لَهُ الرِّفْعَةُ وَالتَّمْيِيزُ، وَاللُّغَةِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ فَهْمِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ، وَالنَّحْوِ الَّذِي
يَفْتَضِحُ فَاقِدُهُ بِكَثْرَةِ الزَّلَلِ وَلَا يَصْلُحُ الْحَدِيثُ لِلْحَاجِّ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُلُومِ الْمَعَانِي
وَالْبَيَانِ، الَّتِي لِبَلَاغَةِ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ تَبْيَانٌ، وَقَدْ أَلْفْتُ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُؤَلَّفَاتٍ، وَحَزَرْتُ
فِيهَا قَوَاعِدَ وَمُهَمَّاتٍ، وَلَمْ أَكُنْ كَغَيْرِي مِمَّنْ يَدَّعِي الْحَدِيثَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَقَصَارَى أَمْرِهِ

كَثْرَةُ السَّمَاعِ عَلَى كُلِّ شَيْخٍ وَعَجُوزٍ، غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا يَحْتَاجُ الْمُحَدِّثُ إِلَيْهِ أَنْ يَحُوزَ، وَلَا مُكْتَرِثٍ بِالْبَحْثِ عَمَّا يَنْتَبِغُ أَوْ يَجُوزُ، ثُمَّ ظَنَّ الْإِنْفِرَادَ بِجَمْعِ الْكُتُبِ وَالصَّنِّ بِهَا عَلَى طُلَّابِهَا، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا عَارِيًّا عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِخَطَابِهَا. إِنَّ سُئَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْمُصْطَلَحِ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى جَوَابِهَا، أَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ فِي دِينِهِ لَمْ يَعْرِفْ خَطَأَهَا مِنْ صَوَابِهَا، أَوْ لَوْ تَلَفَّظَ بِكَلِمَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَزِلَّ فِي إِعْرَابِهَا، فَصَارَ بِذَلِكَ ضُحْكَةً لِلنَّاظِرِينَ، وَهُزْأَةً لِلْسَّاخِرِينَ، وَاللَّهُ تَعَالَى حَسْبِي وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ.

هَذَا، وَقَدْ طَالَ مَا قَيَّدْتُ فِي هَذَا الْفَنِّ فَوَائِدَ وَزَوَائِدَ، وَعَلَّقْتُ فِيهِ نَوَادِرَ وَشَوَارِدَ، وَكَانَ يَخْطُرُ بِبَالِي جَمْعُهَا فِي كِتَابٍ، وَنَظَّمُهَا فِي عَقْدٍ لِيَنْتَفِعَ بِهَا الطُّلَّابُ، فَرَأَيْتُ كِتَابَ "التَّقْرِيبِ وَالتَّيْسِيرِ" لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْحَافِظِ، وَلِيِّ

আমরা নির্মাণ করি যেমন আমাদের পূর্বসূরিগণ নির্মাণ করতেন ... তারা নির্মাণ করেছেন, আর আমরাও তাদের মতোই করি যা তারা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা যে জ্ঞান দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তার সাথে — যেমন তাফসীর, যার মাধ্যমে মহিমাম্বিত কিতাব (কুরআন)-এর মর্মার্থ উপলব্ধ হয়, এবং এর সংশ্লিষ্ট সেই জ্ঞান যা আমি লিপিবদ্ধ করেছি ও সংক্ষিপ্ত আকারে এর সম্পাদনায় কেউ আমার অগ্রবর্তী হয়নি; আর ফিকহ (ইসলামী আইন), যে এ বিষয়ে অজ্ঞ, তার জন্য কিভাবে উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ সম্ভব? এবং ভাষা, যার উপর সুন্নাহ ও কুরআনের উপলব্ধির ভিত্তি নির্ভরশীল; আর নাহু (ব্যাকরণ), যার অভাবকারী ব্যক্তি ভুল-ত্রুটির আধিক্যের কারণে অপদস্থ হয় এবং যে ভুল উচ্চারণ করে তার জন্য হাদীস বর্ণনা করা শোভনীয় নয় — এছাড়াও মাদানী (অর্থতত্ত্ব) ও বায়ান (অলঙ্কারশাস্ত্র)-এর অন্যান্য জ্ঞান, যা কিতাব ও হাদীসের অলঙ্কারময়তা ব্যাখ্যা করে। আর আমি এই সব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছি এবং তাতে নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বিন্যাস করেছি। আমি অন্যদের মতো ছিলাম না, যারা জ্ঞান ছাড়া হাদীস বর্ণনার দাবি করে। তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হলো প্রতিটি শায়খ ও বৃদ্ধার নিকট থেকে অধিক শ্রবণ করা; তারা এই দিকে মনোযোগ দেয় না যে একজন মুহাদ্দিসকে কী জানতে হবে, এবং তারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করারও পরোয়া করে না যে কী নিষিদ্ধ বা কী জায়েজ। অতঃপর তারা মনে করে যে কেবল

কিতাব সংগ্রহ করলেই একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের থেকে তা লুকিয়ে রাখে। অতঃপর তারা এমন গাধার ন্যায়, যা বইয়ের বোঝা বহন করে কিন্তু সেগুলোর মর্মার্থ থেকে কোনো উপকৃত হয় না।

যদি তাকে মুস্তালাহ (হাদীস পরিভাষা) সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, সে তার উত্তর খুঁজে পায় না; অথবা যদি তার দ্বীনের বিষয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয়, সে তার ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করতে পারে না; অথবা যদি সে হাদীসের একটি শব্দও উচ্চারণ করে, সে তার ই'রাব (ব্যাকরণগত কারক)-এ ভুল করার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। ফলস্বরূপ, সে দর্শকদের কাছে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয় এবং বিদ্রূপকারীদের কাছে হাস্যরসের বিষয় হয়। আর আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

এই হলো (আমার কাজ)। আর এই শাস্ত্রে আমি বহু ফায়দা ও বাড়তি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি, এবং তাতে দুর্লভ ও বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করেছি। আমার মনে সেগুলোকে একটি গ্রন্থে একত্রিত করার এবং একটি মালায় সজ্জিত করার চিন্তা আসতো, যাতে শিক্ষার্থীরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে। অতঃপর আমি শায়খুল ইসলাম আল-হাফিজ ওয়ালি-

(ص: 25) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی - ج 1

اللّٰهُ تَعَالٰی اَبٰی زَكَرِيَّا النَّوَاوِيَّ، كِتَابًا جَلَّ نَفْعُهُ، وَعَلَا قَدْرُهُ، وَكَثُرَتْ فَوَائِدُهُ، وَغَزِرَتْ
لِلطَّالِبِينَ مَوَائِدُهُ، وَهُوَ مَعَ جَلَالَتِهِ وَجَلَالَةِ صَاحِبِهِ وَتَطَاوُلِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ مِنْ حِينِ وَضْعِهِ
لَمْ يَتَصَدَّ أَحَدٌ إِلَى وَضْعِ شَرْحٍ عَلَيْهِ، وَلَا الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ.
فَقُلْتُ لَعَلَّ ذَلِكَ فَضْلٌ ادَّخَرَهُ اللَّهُ تَعَالٰی لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْعَبِيدِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا
مَا يُرِيدُ، فَقَوَّيَ الْعَزْمُ عَلَى كِتَابَةِ شَرْحٍ عَلَيْهِ كَافِلٍ بِإِيضَاحِ مَعَانِيهِ، وَتَحْرِيرِ أَلْفَظِهِ
وَمَبَانِيهِ، مَعَ ذِكْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْلِهِ مِنَ التَّفَاوُتِ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، أَوْ إِيرَادٍ أَوْ
اعْتِرَاضٍ، مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ إِنْ كَانَ مُضِيفًا إِلَيْهِ زَوَائِدَ عَلَيْهِ، وَفَوَائِدَ جَلِيَّةً، لَا تُوجَدُ
مَجْمُوعَةً فِي غَيْرِهِ، وَلَا سَارَ أَحَدٌ قَبْلَهُ كَسِيرِهِ، فَشَرَعْتُ فِي ذَلِكَ مُسْتَعِينًا بِاللّٰهِ تَعَالٰی،

وَمُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ، وَحَبَذًا ذَاكَ اتِّكَالًا، وَسَيِّئُهُ: "تَدْرِيبُ الرَّاوي فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوي
"، وَجَعَلْتُهُ شَرْحًا لِهَذَا الْكِتَابِ خُصُوصًا، ثُمَّ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَلِسَائِرِ كُتُبِ الْفَنِّ
عُمُومًا.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لَوَجْهِهِ، فَهُوَ بِإِجَابَةِ السَّائِلِ أُخْرَى، وَيَنْفَعَ بِهِ
مُؤَلِّفُهُ وَقَارِئُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى.

[فوائد من المقدمة]

[الفائدة الأولى في حَدِّ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَمَا يَتَّبَعُهُ]

وَهَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ فِيهَا فَوَائِدُ:

الأولى: فِي حَدِّ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَمَا يَتَّبَعُهُ: قَالَ ابْنُ الْأَكْفَانِيِّ فِي كِتَابِ إِرْشَادِ الْقَاصِدِ،
الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى أَنْوَاعِ الْعُلُومِ: عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ: عِلْمٌ يَشْتَبِلُ عَلَى
نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ، وَرِوَايَتِهَا، وَضَبْطُهَا، وَتَحْرِيرُ

ইমাম আবু যাকারিয়া আন-নওয়াবীর (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্মানিত করুন) একটি গ্রন্থ, যার
উপযোগিতা ব্যাপক, যার মর্যাদা সুউচ্চ, যার উপকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জ্ঞান
অন্বেষণকারীদের জন্য যার জ্ঞানভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। এটি তার ও তার রচয়িতার মহিমা
সত্ত্বেও এবং এর রচনার পর এই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ এর উপর কোনো
ব্যাখ্যা রচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কিংবা এর প্রতি মনোযোগ দেয়নি।

আমি বললাম, সম্ভবত এটি এমন একটি অনুগ্রহ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে
যাকে ইচ্ছা তার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। আর জগতে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত অন্য কিছু
হয় না। অতঃপর এর উপর একটি ব্যাখ্যা রচনার সংকল্প দৃঢ় হলো, যা এর অর্থসমূহ সুস্পষ্ট
করবে এবং এর শব্দাবলী ও গঠনশৈলীকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করবে। এর মূল গ্রন্থের সাথে এর
যে তারতম্য রয়েছে — তা বৃদ্ধি বা হ্রাস, অথবা বর্ণনা বা আপত্তি যা-ই হোক না কেন — তার
উল্লেখসহ তার জবাব প্রদান করা হবে। (আর এই ব্যাখ্যা) উচ্চতর অতিরিক্ত বিষয়াবলী ও
সুস্পষ্ট উপকারিতা যোগ করবে, যা অন্য কোনো গ্রন্থে একত্রে পাওয়া যায় না এবং এর পূর্বে
কেউ এর মতো পথ অনুসরণ করেনি। অতঃপর আমি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এবং
তাঁর উপর ভরসা করে এই কাজে প্রবৃত্ত হলাম। এই নির্ভরতা কতই না উত্তম! এবং এর

নামকরণ করলাম: "তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন-নওয়াবী"। এবং এটিকে বিশেষত এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং অতঃপর ইবনুস সালাহর 'মুখতাসার' ও সাধারণভাবে এই ফনের অন্যান্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা হিসেবে তৈরি করলাম।

এবং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এটিকে তাঁর সত্তার জন্য নিবেদিত করেন। কেননা, প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দিতে তিনিই সর্বাধিক যোগ্য। এবং যেন এর দ্বারা এর রচয়িতা ও পাঠককে ইহকাল ও পরকালে উপকৃত করেন।

[ভূমিকা থেকে প্রাপ্ত উপযোগিতাসমূহ]

[প্রথম উপযোগিতা: ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী]

এবং এই ভূমিকায় কতিপয় উপযোগিতা বিদ্যমান:

প্রথমত: ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী প্রসঙ্গে: ইবনুল আকফানী তাঁর 'ইরশাদুল কাসিদ' নামক গ্রন্থে, যেখানে তিনি বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে বলেন: রিওয়ায়াত সংক্রান্ত ইলমে হাদীস (হাদীসশাস্ত্র) এমন একটি জ্ঞান যা নবী করুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্মের বর্ণনা, এর রিওয়ায়াত, এর সংরক্ষণ ও এর পরিশুদ্ধকরণ

(ص: 26) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْفَاطِهَاتُ.

وَعِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالدِّرَايَةِ: عِلْمٌ يُعَرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الرَّوَايَةِ؛ وَشُرُوطُهَا، وَأَنْوَاعُهَا، وَأَحْكَامُهَا، وَحَالُ الرُّوَاةِ، وَشُرُوطُهُمْ، وَأَصْنَافُ الْمَرْوِيَّاتِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا. انْتَهَى.

فَحَقِيقَةُ الرَّوَايَةِ: نَقْلُ السُّنَّةِ وَنَحْوُهَا وَإِسْنَادُ ذَلِكَ إِلَى مَنْ عَزَى إِلَيْهِ بِتَحْدِيثٍ أَوْ إِخْبَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَشُرُوطُهَا: تَحْمُلُ رَاوِيَهَا لِمَا يَرْوِيهِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّحْمُلِ، مِنْ سَمَاعٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ إِجَازَةٍ وَنَحْوِهَا. وَأَنْوَاعُهَا: الْإِتِّصَالُ وَالْإِنْقِطَاعُ وَنَحْوُهُمَا. وَأَحْكَامُهَا:

الْقَبُولُ وَالرَّدُّ. وَحَالُ الرُّوَاةِ: الْعَدَالَةُ وَالْجَرَحُ، وَشُرُوطُهُمْ فِي التَّحْقُلِ وَفِي الْأَدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي.

وَأَصْنَافُ الْمَرْوِيَّاتِ: الْمَصْنَفَاتُ مِنَ الْمَسَانِيدِ وَالْمَعَاجِمِ وَالْأَجْزَاءِ وَغَيْرِهَا، أَحَادِيثُ وَأَثَارًا وَغَيْرُهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا: هُوَ مَعْرِفَةُ اصْطِلَاحِ أَهْلِهَا. وَقَالَ الشَّيْخُ عَزُّ الدِّينِ بُنُ جَمَاعَةَ: عِلْمُ الْحَدِيثِ: عِلْمٌ بِقَوَانِينِ يُعْرِفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ.

وَمَوْضُوعُهُ: السَّنَدُ وَالْمَتْنُ.

وَأَغَايَتُهُ: مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ بُنُ حَجَرٍ: أَوَّلَى التَّعَارِيفِ لَهُ أَنْ يُقَالَ: مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ وَالْمَعْرِفَةُ بِحَالِ الرَّاويِّ وَالْمَرْوِيِّ، قَالَ: وَإِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ لَفْظَ "مَعْرِفَةُ" فَقُلْتَ الْقَوَاعِدُ إِلَى آخِرِهِ.

وَقَالَ الْكُرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ

এর শব্দাবলি।

এবং দিরায়াহ-সংক্রান্ত হাদিস-বিজ্ঞান: এমন একটি বিজ্ঞান, যা থেকে বর্ণনার বাস্তবতা; এর শর্তাবলি, এর প্রকারভেদ, এর বিধানাবলি, বর্ণনাকারীদের অবস্থা, তাদের শর্তাবলি, বর্ণিত বিষয়সমূহের শ্রেণি এবং এর সাথে যা কিছু সম্পর্কিত, তা জানা যায়। সমাপ্ত।

সুতরাং বর্ণনার বাস্তবতা হলো: সুন্নাহ ও অনুরূপ বিষয়াদি বর্ণনা করা এবং তাকে এমন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধিত করা যার দিকে তা সম্বন্ধিত করা হয়েছে, তা তাহদীস (হাদিস বর্ণনা), ইখবার (সংবাদদান) বা অন্য কিছুর মাধ্যমে হোক। আর এর শর্তাবলি হলো: বর্ণনাকারীর দ্বারা যা তিনি বর্ণনা করছেন, তা তাহামুল (গ্রহণ)-এর কোনো একটি প্রকারের মাধ্যমে গ্রহণ করা, যেমন সামা' (শ্রবণ), আরদ (উপস্থাপন) বা ইজাযাহ (অনুমতি) ও অনুরূপ কিছু। এর প্রকারভেদ হলো: ইতিসাল (সংযুক্ততা) ও ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) এবং এ দুটোর অনুরূপ। এর বিধানাবলি হলো: কবুল (গ্রহণযোগ্যতা) ও রদ (প্রত্যাখ্যান)। বর্ণনাকারীদের অবস্থা হলো: আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ও জারহ (ক্রটি), এবং তাদের তাহামুল ও আদা (বর্ণনা) সংক্রান্ত শর্তাবলি যা পরবর্তীতে আসবে।

আর বর্ণিত বিষয়সমূহের শ্রেণি হলো: মুসান্নাফ গ্রন্থাবলি যেমন মাসানীদ, মা'আজিম, আজযা ও অন্যান্য, (তা হতে পারে) আহাদীস, আছার বা অন্যান্য। আর এর সাথে যা কিছু সম্পর্কিত, তা হলো এর বিশেষজ্ঞদের পরিভাষা জানা।

শাইখ ইজ্জুদ্দীন ইবনে জামা'আহ বলেছেন: হাদিস-বিজ্ঞান: এমন একটি বিজ্ঞান, যা দ্বারা সনদ ও মাতনের অবস্থা জানা যায় এমন নিয়ামাবলির জ্ঞান।

এবং এর বিষয়বস্তু: সনদ ও মাতন।

এবং এর উদ্দেশ্য: সহীহকে অন্যান্য থেকে পৃথকভাবে চেনা।

শাইখুল ইসলাম আবুল ফাদল ইবনে হাজার বলেছেন: এর জন্য সবচেয়ে উত্তম সংজ্ঞা হলো বলা: নিয়ামাবলির জ্ঞান এবং বর্ণনাকারী ও বর্ণিত বিষয়ের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান। তিনি বলেছেন: যদি তুমি চাও, "মা'রিফাতু" (জ্ঞান) শব্দটি বাদ দিতে পারো এবং বলতে পারো "নিয়ামাবলি" থেকে শেষ পর্যন্ত।

আর কারমানী বুখারীর শারহে বলেছেন: এবং জেনে রাখো যে, হাদিস

(ص: 27) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

مَوْضُوعُهُ ذَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ.
وَحَدُّهُ: هُوَ عِلْمٌ يُعَرَفُ بِهِ أَقْوَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ.
وَعَايَتُهُ: هُوَ الْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ.
وَهَذَا الْحَدُّ مَعَ شُؤْلِهِ لِعِلْمِ الْإِسْتِنْبَاطِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ، وَلَمْ يَزَلْ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ مُحْيِي
الدِّينِ الْكَافِي جِي يَتَعَجَّبُ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْحَدِيثِ ذَاتُ الرَّسُولِ، وَيَقُولُ:
هَذَا مَوْضُوعُ الطَّبِّ لَا مَوْضُوعُ الْحَدِيثِ.
وَأَمَّا السَّنَدُ فَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةَ وَالطَّبِيبِيُّ: هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ.
قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: وَأَخْذُهُ إِمَّا مِنَ السَّنَدِ، وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ وَعَلَا مِنْ سَفْحِ الْجَبَلِ؛ لِأَنَّ
الْمُسْنَدَ يَرْفَعُهُ إِلَى قَائِلِهِ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَلَانٌ سَنَدٌ، أَيْ مُعْتَمَدٌ، فَسَيَّ الْإِخْبَارُ عَنْ
طَرِيقِ الْمَتْنِ سَنَدًا لِاعْتِمَادِ الْحَقَاطِ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا الْإِسْنَادُ فَهُوَ رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى قَائِلِهِ.

এর বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা, এই দিক থেকে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।

আর এর সংজ্ঞা: এটি এমন এক জ্ঞান, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি, কর্ম ও অবস্থা জানা যায়।

আর এর উদ্দেশ্য: তা হলো উভয় জাহানের সুখ অর্জন করা।

আর এই সংজ্ঞা, যদিও এতে ইস্তিহ্বাতের (শরয়ী সিদ্ধান্ত বের করার) জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত, সুবিন্যস্ত বা সুসংহত নয়। আমাদের শাইখ আল্লামা মুহিউদ্দীন আল-কাফিজী সর্বদা তাঁর এই কথা শুনে বিস্মিত হতেন যে, ইলমে হাদীসের বিষয় রাসূলের সত্তা, এবং তিনি বলতেন, এটি তো طب (চিকিৎসা)-এর বিষয়, হাদীসের বিষয় নয়।

আর সনদ প্রসঙ্গে বদর ইবনে জামাআ ও তীবী বলেছেন: তা হলো মতন পর্যন্ত পৌঁছার পথের খবর দেওয়া।

ইবনে জামাআ বলেছেন: আর এর উদ্ভব হয় 'সানাদ' থেকে, যা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঁচু ও উপরে উঠে গেছে; কারণ মুসনিদ (হাদীস বর্ণনাকারী) তা তার প্রবক্তা পর্যন্ত উঁচিয়ে নিয়ে যান। অথবা তাদের উক্তি 'অমুক ব্যক্তি সানাদ' অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য থেকে; তাই মতন পর্যন্ত পৌঁছার পথের খবর দেওয়াকে সনদ বলা হয়েছে, কারণ হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ধারণে হাফেজগণ এর উপর নির্ভর করেন।

আর ইসনাদ প্রসঙ্গে, তা হলো হাদীসকে তার প্রবক্তা পর্যন্ত উন্নীত করা।

(ص: 28) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

قَالَ الطَّبِيُّ: وَهَذَا مُتَقَارِبَانِ فِي مَعْنَى اعْتِمَادِ الْحِفَاطِ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: الْمُحَدِّثُونَ يَسْتَعْمِلُونَ السَّنَدَ وَالْإِسْنَادَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ. وَأَمَّا الْمُسْنَدُ بِفَتْحِ النُّونِ فَلَهُ اعْتِبَارَاتٌ: أَحَدُهَا: الْحَدِيثُ الْآتِي تَعْرِيفُهُ فِي النَّوعِ الرَّابِعِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

الثَّانِي: الْكِتَابُ الَّذِي جُمِعَ فِيهِ مَا أَسْنَدَهُ الصَّحَابَةُ، أَيْ رَوَوْهُ، فَهُوَ اسْمٌ مَفْعُولٍ. الثَّلَاثُ: أَنْ يُطْلَقَ وَيُرَادَ بِهِ الْإِسْنَادُ، فَيَكُونُ مَصْدَرًا، كَمُسْنَدِ الشَّهَابِ، وَمُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ: أَيْ أَسَانِيدُ أَحَادِيثِهِمَا.

وَأَمَّا الْمَتْنُ فَهُوَ: أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا الْمَعَانِي، قَالَهُ الطَّبْرِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: هُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ غَايَةُ السَّنَدِ مِنَ الْكَلَامِ، وَأَخْذُهُ إِمَّا مِنَ الْمُبَاطَنَةِ،
وَهِيَ: الْمُبَاعَدَةُ فِي الْغَايَةِ؛ لِأَنَّهُ غَايَةُ السَّنَدِ، أَوْ مِنْ مَتْنُ الْكَبْشِ: إِذَا شَقَقْتُ جِلْدَةً
بِضِئَتِهِ وَاسْتَخْرَجْتُهَا، فَكَأَنَّ الْمُسْنَدَ اسْتَخْرَجَ الْمَتْنَ بِسَنَدِهِ؛ أَوْ مِنَ الْمَتْنِ وَهُوَ: مَا
صَلَبَ وَارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمُسْنَدَ يُقَوِّيهِ بِالسَّنَدِ وَيَرْفَعُهُ إِلَى قَائِلِهِ؛ أَوْ مِنْ تَمَتَّنَ
الْقَوْسُ أَيُّ شَدَّهَا بِالْعَصَبِ؛ لِأَنَّ الْمُسْنَدَ يُقَوِّي الْحَدِيثَ بِسَنَدِهِ.

وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: الْمُحَدِّثُونَ يَسْتَعْمِلُونَ السَّنَدَ وَالْإِسْنَادَ لَشَيْءٍ وَاحِدٍ

الثَّانِي: الْكِتَابُ الَّذِي جُمِعَ فِيهِ مَا أَسْنَدَهُ الصَّحَابَةُ، أَيْ رَوَوْهُ، فَهُوَ اسْمٌ مَفْعُولٌ

الثَّالِثُ: أَنْ يُطْلَقَ وَيُرَادَ بِهِ الْإِسْنَادُ، فَيَكُونُ مَصْدَرًا، كَمُسْنَدِ الشَّهَابِ، وَمُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ: أَيَّ أَسَانِيدُ أَحَادِيثَهُمَا.

وَأَمَّا الْبُتْنُ فَهُوَ: أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا الْمَعَانِي، قَالَهُ الطَّبِيبُ

وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: هُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ غَايَةُ السَّنَدِ مِنَ الْكَلَامِ، وَأَخَذَهُ إِمَّا مِنَ الْمُسَانَدَةِ، وَهِيَ: الْمُبَاعَدَةُ فِي الْغَايَةِ؛ لِأَنَّهُ غَايَةُ السَّنَدِ، أَوْ مِنْ مَتْنُ الْكَبْشِ: إِذَا شَقَّقْتَ جِلْدَةً يَبْضِئُهَا وَاسْتَخْرَجْتَهَا، فَكَانَ الْمُسْنَدُ اسْتِخْرَاجَ الْمُنِّ بِسَنَدِهِ؛ أَوْ مِنَ الْمُنِّ وَهُوَ: مَا صَلَبَ وَارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمُسْنَدَ يُقْوِيهِ بِالسَّنَدِ أَل-وَيَرْفَعُهُ إِلَى قَائِلِهِ؛ أَوْ مِنْ تَمَتَّنَ الْقَوْسُ أَيَّ شَدَّهَا بِالْعَصَبِ؛ لِأَنَّ الْمُسْنَدَ يُقْوِي الْحَدِيثَ بِسَنَدِهِ

ত্বীবী বলেছেন: এবং উভয়ের অর্থ কাছাকাছি, হাফিযগণ হাদিসের শুদ্ধতা ও দুর্বলতার ক্ষেত্রে তাদের (উভয়ের) উপরই নির্ভর করেন।

ইবনু জামাআহ বলেছেন: মুহাদ্দিসগণ ‘সনদ’ ও ‘ইসনাদ’ একই অর্থে ব্যবহার করেন।

আর নূন-এ ফাতাহ (যবর) সহ ‘আল-মুসনাদ’ শব্দটির কয়েকটি বিবেচনা (অর্থ) রয়েছে:

প্রথমত, সেই হাদিস যার সংজ্ঞা গ্রন্থকারের আলোচনার চতুর্থ প্রকারে আসবে।

দ্বিতীয়ত, সেই কিতাব যেখানে সাহাবিগণ যা বর্ণনা করেছেন – অর্থাৎ, যা তাঁরা রিওয়াযাত করেছেন – তা সংকলিত হয়েছে। সুতরাং এটি ইসমে মাফউল (কর্মবাচক বিশেষ্য)।

তৃতীয়ত, এটি ব্যবহার করা হয় এবং এর দ্বারা ‘ইসনাদ’ উদ্দেশ্য হয়, ফলে এটি মাসদার (ক্রিয়ামূল) হয়। যেমন ‘মুসনাদুশ শিহাব’ এবং ‘মুসনাদুল ফিরদাউস’ – অর্থাৎ, তাদের হাদিসসমূহের সনদ।

আর ‘মাতন’ হল: হাদিসের সে সকল শব্দ যা দ্বারা অর্থ গঠিত হয়। এটি আল-ত্বীবী বলেছেন। ইবনু জামাআহ বলেছেন: এটি হল সেই বক্তব্য যেখানে সনদের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর এর ব্যুৎপত্তি হতে পারে ‘আল-মুমাতানাহ’ থেকে, যা হল লক্ষ্য অর্জনে দূরত্ব বজায় রাখা; কারণ এটি সনদের শেষপ্রাপ্ত। অথবা ‘মাতানতুল কাবশ’ (ভেড়ার অণ্ডকোষের চামড়া চিড়ে ভেতরের জিনিস বের করা) থেকে, যেন মুসনিদ তার সনদ দ্বারা মাতন বের করেছেন। অথবা ‘মাতন’ থেকে, যা হল: মাটির শক্ত ও উঁচু অংশ; কারণ মুসনিদ সনদ দ্বারা এটিকে শক্তিশালী করেন এবং এর বক্তার দিকে উন্নীত করেন। অথবা ‘তামাতানা আল-কাওস’ (অর্থাৎ, ধনুককে শিরা দ্বারা শক্ত করা) থেকে; কারণ মুসনিদ সনদ দ্বারা হাদিসকে শক্তিশালী করেন।

(ص: 29) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَأَصْلُهُ: ضِدُّ الْقَدِيمِ، وَقَدْ اسْتُعْمِلَ فِي قَلِيلِ الْخَبَرِ وَكَثِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُحَدَّثُ شَيْئًا فَشَيْئًا.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ: مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ مُقَابَلَةُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَدِيمٌ. وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: الْحَدِيثُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفَعْلَهُمْ وَتَقْرِيرَهُمْ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ: الْخَبَرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ، فَيُطْلَقَانِ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ.

وَقِيلَ: الْحَدِيثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ: مُحَدِّثٌ، وَبِالتَّوَارِيخِ وَنَحْوِهَا أَخْبَارِيٌّ. وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ وَلَا عَكْسٌ. وَقِيلَ: لَا يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْفُوعِ إِلَّا بِشَرْطِ التَّقْيِيدِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي النَّوعِ السَّابِعِ: أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَ الْمَرْفُوعَ وَالْمَوْقُوفَ بِالْأَثَرِ، وَأَنَّ فَقَهَاءَ خُرَاسَانَ يُسَمُّونَ الْمَوْقُوفَ بِالْأَثَرِ وَالْمَرْفُوعَ بِالْخَبَرِ. وَيُقَالُ: أَثَرْتُ الْحَدِيثَ بِسَعْنَى رَوَيْتُهُ، وَيُسَمَّى الْمُحَدِّثُ أَثَرِيًّا نِسْبَةً لِلْأَثَرِ.

[الفائدة الثانية في حَدِّ الْحَافِظِ وَالْمُحَدِّثِ وَالْمُسْنِدِ]

الثَّانِيَّةُ: فِي حَدِّ الْحَافِظِ وَالْمُحَدِّثِ وَالْمُسْنِدِ.

اعْلَمْ أَنَّ أَدْنَى دَرَجَاتِ الثَّلَاثَةِ، الْمُسْنِدُ بِكُسْرِ التَّوْنِ، وَهُوَ مَنْ يَرْوِي

وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَأَصْلُهُ: ضِدُّ الْقَدِيمِ، وَقَدْ اسْتُعْمِلَ فِي قَلِيلِ الْخَبَرِ وَكَثِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُحَدَّثُ شَيْئًا فَشَيْئًا

আর হাদীসের মূল অর্থ: প্রাচীন-এর বিপরীত। এটি অল্প বা বেশি উভয় সংবাদেই ব্যবহৃত হয়; কারণ এটি ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়।

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ فِي عَرَفِ الشَّرْعِ: مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَأَنَّهُ أَرِيدَ بِهِ مُقَابَلَةُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَدِيمٌ

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার (রহ.) বুখারীর ব্যাখ্যায় বলেছেন: শরীয়তের পরিভাষায় হাদীস বলতে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। যেন এর দ্বারা কুরআনের মুকাবিলা উদ্দেশ্য, কারণ কুরআন তো প্রাচীন।

وَقَالَ الطَّبْرِيُّ: الْحَدِيثُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ وَفَعَلَهُمْ وَتَقَرَّرَهُمْ.

তাইয়্যাবি (রহ.) বলেছেন: হাদীস নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি, সাহাবীর উক্তি, তাবেয়ীর উক্তি এবং তাদের কাজ ও সমর্থন—এ সবার চেয়ে ব্যাপক।

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ: الْخَبَرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ، فَيُطْلَقَانِ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ.

শায়খুল ইসলাম 'শারহুন নুখবা'য় বলেছেন: এই বিদ্যার আলেমগণের নিকট 'আল-খবর' (সংবাদ) 'আল-হাদীস'-এর সমার্থক, তাই এ দুটি শব্দ মারফু', মাওকুফ এবং মাকতু' সব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

وَقِيلَ: الْحَدِيثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ. وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَنِ: مُحَدِّثٌ، وَبِالتَّوَارِيخِ وَنَحْوِهَا أُخْبَارِيٌّ.

আবার বলা হয়েছে: হাদীস হলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে, আর খবর হলো যা তাঁর ব্যতীত অন্য কারো থেকে এসেছে। এজন্যই যারা সুন্নাহ নিয়ে কাজ করেন, তাদের মুহাদ্দিস বলা হয়, আর যারা ইতিহাস ও এ জাতীয় বিষয় নিয়ে কাজ করেন, তাদের আখবারী বলা হয়।

وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُّطْلَقٌ، فَكُلُّ حَدِيثٍ حَبْرٌ وَلَا عَكْسَ.

আরও বলা হয়েছে: উভয়ের মাঝে 'আমূম ও খুসূস মুতলাক' (নিরঙ্কুশ ব্যাপকতা ও সীমাবদ্ধতা) বিদ্যমান। সুতরাং, প্রতিটি হাদীসই খবর, কিন্তু এর বিপরীত নয় (অর্থাৎ, প্রতিটি খবর হাদীস নয়)।

وَقِيلَ: لَا يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْفُوعِ إِلَّا بِشَرْطِ التَّقْيِيدِ.

আবার বলা হয়েছে: মারফূ' ব্যতীত অন্য কিছু উপর 'হাদীস' শব্দ প্রয়োগ করা হয় না, তবে শর্ত হলো তা মَقِيد (শর্তযুক্ত) হতে হবে।

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي النَّوعِ السَّابِعِ: أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَ الْمَرْفُوعَ وَالْمَوْقُوفَ بِالْأَثَرِ، وَأَنَّ فَهْمَاءَ خُرَاسَانَ يُسَمُّونَ الْمَوْقُوفَ بِالْأَثَرِ وَالْمَرْفُوعَ بِالْخَبَرِ. وَيُقَالُ: أَثَرْتُ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى رَوَيْتُهُ، وَيُسَمَّى الْمُحَدِّثُ أَثَرِيًّا نِسْبَةً لِلْأَثَرِ.

লেখক সপ্তম প্রকারের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন: মুহাদ্দিসগণ মারফূ' ও মাওকুফ উভয়কেই 'আসার' (আসর) বলেন, আর খোরাসানের ফকীহগণ মাওকুফকে 'আসার' এবং মারফূ'কে 'খবর' বলেন। বলা হয়: 'আসারতুল হাদীস' মানে 'আমি হাদীস বর্ণনা করেছি'। আর মুহাদ্দিসকে 'আসারী' বলা হয়, 'আসার'-এর দিকে সম্বন্ধ করে।

[الفائدة الثانية في حدِّ الحافظ والمحدث والمُسْنِدِ]

[দ্বিতীয় উপকারিতা: হাফেয, মুহাদ্দিস ও মুসনিদ-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে]

الثَّانِيَّةُ: فِي حَدِّ الْحَافِظِ وَالْمُحَدِّثِ وَالْمُسْنِدِ.

দ্বিতীয় উপকারিতা: হাফেয, মুহাদ্দিস ও মুসনিদ-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে।

اعْلَمْ أَنَّ أَدْنَى دَرَجَاتِ الثَّلَاثَةِ، الْمُسْنِدُ بِكَسْرِ النُّونِ، وَهُوَ مَنْ يَزُوي مध्ये सर्वनिम्न स्तर হলো মুসনিদ (নুন-এ যের সহকারে), আর সে হলো এমন ব্যক্তি যে বর্ণনা করে

الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِهِ أَوْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مُجَرَّدُ رِوَايَةٍ، وَأَمَّا الْمُحَدِّثُ فَهُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: إِذَا أُوصِيَ لِلْعُلَمَاءِ لَمْ يَدْخُلِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ، وَلَا عِلْمَ لَهُمْ بِطَرَقِهِ وَلَا بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْمُتُونِ؛ لِأَنَّ السَّمْعَ الْمُجَرَّدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ. وَقَالَ التَّاجُ بْنُ يُونُسَ فِي "شَرْحِ التَّعْجِيزِ": إِذَا أُوصِيَ لِلْمُحَدِّثِ تَنَاوَلَ مَنْ عِلْمَ طَرُقِ إِثْبَاتِ الْحَدِيثِ وَعَدَالَةِ رِجَالِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ افْتَصَرَ عَلَى السَّمْعِ فَقَطْ لَيْسَ بِعَالِمٍ. وَكَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ فِي "شَرْحِ الْمِنْهَاجِ".

وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: ذَكَرَ عَيْسَى بْنُ أَبَانَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ؛ وَيُؤْخَذُ عَمَّنْ سِوَاهُمْ: لَا يُؤْخَذُ عَنْ مُبْتَدِعٍ يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ، وَلَا عَنْ سَفِيهِ يُعْلِنُ بِالسَّفَهِ، وَلَا عَمَّنْ يَكْذِبُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ يَصْدُقُ فِي أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَمَّنْ لَا يَعْرِفُ هَذَا الشَّأْنَ. قَالَ الْقَاضِي: فَقَوْلُهُ وَلَا عَمَّنْ لَا يَعْرِفُ هَذَا الشَّأْنَ، مُرَادُهُ إِذَا لَمْ

হাদীসকে তার ইসনাদসহ (সনদ) বর্ণনা করে, সে সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, বা শুধু বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। পক্ষান্তরে, মুহাদ্দিস তার চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন।

ইমাম রাফেয়ী ও অন্যান্য উলামা বলেছেন: যদি 'উলামাদের জন্য ওসিয়ত করা হয়, তবে যারা কেবল হাদীস শুনে এবং এর সনদসমূহ, বর্ণনাকারীদের নাম ও মতুন (হাদীসের মূল পাঠ) সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না, তারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ কেবল শোনা ইলম (জ্ঞান) নয়।

এবং তাজ ইবনে ইউনুস তাঁর "শারহুত তা'জীজ" গ্রন্থে বলেছেন: যদি 'মুহাদ্দিসের জন্য ওসিয়ত করা হয়, তবে এর আওতায় তারাই আসবেন যারা হাদীস প্রমাণের পদ্ধতি এবং এর বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন; কারণ যে ব্যক্তি কেবল শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সে 'আলিম নয়।

আর অনুরূপভাবে সুবকী "শারহুল মিনহাজ" গ্রন্থে বলেছেন।

এবং কাযী আব্দুল ওয়াহহাব বলেছেন: ঈসা ইবনে আবান ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: চার প্রকারের লোক থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে না; আর এদের ছাড়া অন্য সবার থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে: এমন বিদ‘আতী থেকে গ্রহণ করা যাবে না যে তার বিদ‘আতের প্রতি আহ্বান জানায়, এমন নির্বোধ থেকে গ্রহণ করা যাবে না যে প্রকাশ্যে নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে, এমন ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করা যাবে না যে সাধারণ মানুষের কথোপকথনে মিথ্যা বলে, যদিও সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সত্যবাদী হয়, এবং এমন ব্যক্তি থেকেও গ্রহণ করা যাবে না যে এই বিষয়টি (শা aan) জানে না। কাযী বলেছেন: সুতরাং তাঁর এই উক্তি, "এবং এমন ব্যক্তি থেকেও গ্রহণ করা যাবে না যে এই বিষয়টি জানে না", এর উদ্দেশ্য হলো যখন সে না

(ص: 31) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

يَكُنْ مِمَّنْ يَعْرِفُ الرِّجَالَ مِنَ الرُّوَاةِ، وَلَا يَعْرِفُ هَلْ زَيْدٌ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ أَوْ نَقَصٌ؟
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَاسْمُ الْمُحَدِّثِ عِنْدَهُمْ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى مَنْ حَفِظَ مَتْنَ
الْحَدِيثِ، وَعِلْمَ عَدَالَةِ رِجَالِهِ وَجَرَحَهَا، دُونَ الْمُفْتَصِّرِ عَلَى السَّمْعِ.
وَأُخْرِجَ ابْنُ السَّعَّانِي فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ
الشَّيْرَازِيِّ قَالَ: الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرِفُ الْمَتْنَ وَالْإِسْنَادَ جَمِيعًا، وَالْفَقِيهُ الَّذِي عَرَفَ الْمَتْنَ
وَلَا يَعْرِفُ الْإِسْنَادَ، وَالْحَافِظُ الَّذِي يَعْرِفُ الْإِسْنَادَ وَلَا يَعْرِفُ الْمَتْنَ، وَالرَّاهِي الَّذِي لَا
يَعْرِفُ الْمَتْنَ وَلَا يَعْرِفُ الْإِسْنَادَ.
وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو شَامَةَ: عُلُومُ الْحَدِيثِ الْآنَ ثَلَاثَةٌ:
أَشْرَفُهَا حِفْظُ مُتُونِهِ وَمَعْرِفَةُ غَرِيبِهَا وَفَقْهَهَا.
وَالثَّانِي: حِفْظُ أَسَانِيدِهَا وَمَعْرِفَةُ رِجَالِهَا وَتَمْيِيزُ صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيئِهَا، وَهَذَا كَانَ مُهِمًّا
وَقَدْ كُفِيَهِ الْمُشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ بِمَا صُنِّفَ فِيهِ وَالْفَ فِيهِ مِنَ الْكُتُبِ، فَلَا فَايِدَةَ إِلَّا
تَخْصِيلُ مَا هُوَ حَاصِلٌ.

وَالثَّالِثُ: جَمْعُهُ وَكِتَابَتُهُ وَسَمَاعُهُ وَتَطْرِيقُهُ وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ، وَالرَّحَلَةُ إِلَى الْبُلْدَانِ،
وَالْمُسْتَغْلُ بِهَذَا مُسْتَغْلٌ عَمَّا هُوَ الْأَهَمُّ مِنَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ، فَضْلًا عَنِ الْعَمَلِ بِهِ الَّذِي
هُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَصْلِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَهْلِ

যে বর্ণনাকারীদের (রিজাল) চিনতে পারে, কিন্তু হাদীসে কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে নাকি হ্রাস করা হয়েছে তা জানে না?

আর যারকাশী বলেছেন: ফকীহগণের নিকট 'মুহাদ্দিস' উপাধি কেবল তাদের উপর প্রযোজ্য, যারা হাদীসের মতন মুখস্থ রেখেছেন, এবং এর বর্ণনাকারীদের সততা (আদালত) ও দুর্বলতা (জারহ) সম্পর্কে অবগত, কেবল শ্রবণের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির উপর নয়।

ইবন আস-সাম'আনী তাঁর তারিখে তাঁর সনদসহ আবু নাসর হুসাইন ইবন আব্দুল ওয়াহিদ আশ-শিরায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: 'আলিম' হলেন তিনি যিনি মতন ও ইসনাদ উভয়ই জানেন। 'ফকীহ' হলেন তিনি যিনি মতন জানেন কিন্তু ইসনাদ জানেন না। 'হাফিয' হলেন তিনি যিনি ইসনাদ জানেন কিন্তু মতন জানেন না। আর 'রাবী' হলেন তিনি যিনি মতনও জানেন না এবং ইসনাদও জানেন না।

আর ইমাম হাফিয আবু শামা বলেছেন: এখন হাদীস বিজ্ঞান তিন প্রকার:

এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো এর মতনসমূহ মুখস্থ করা এবং এর অপরিচিত শব্দ ও ফিকহ (বুঝা) জানা।

এবং দ্বিতীয়টি হলো: এর ইসনাদসমূহ মুখস্থ করা, এর বর্ণনাকারীদের (রিজাল) জানা এবং এর সহীহকে তার ত্রুটিযুক্ত থেকে পৃথক করা। এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তবে ইলম চর্চাকারী ব্যক্তি এর উপর লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে এই বিষয়ে যথেষ্ট পেয়েছেন। সুতরাং যা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান, তা নতুন করে হাসিল করার কোনো ফায়দা নেই।

এবং তৃতীয়টি হলো: এর সংগ্রহ, লিপিবদ্ধকরণ, শ্রবণ, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা, উচ্চ সনদ (উলুউ) তালাশ করা এবং দেশ-দেশান্তরে সফর করা। আর যে ব্যক্তি এতে ব্যস্ত থাকে, সে উপকারী জ্ঞানসমূহের মধ্যে যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা থেকে ব্যস্ত থাকে, উপরন্তু, এর উপর আমল করা, যা মূল উদ্দেশ্য, তা থেকেও সে বিরত থাকে। তবে এর জন্য কোনো দোষ নেই তাদের জন্য যারা

الْبَطَالَةُ لِمَا فِيهِ مِنْ بَقَاءِ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلَةِ بِأَشْرَفِ الْبَشَرِ.
قَالَ: وَمِمَّا يُزْهَدُ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِيهِ يَتَشَارَكُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، وَالْفَدْمُ وَالْبَاهِمُ، وَالْجَاهِلُ
وَالْعَالِمُ.

وَقَدْ قَالَ الْأَعْمَشُ: حَدِيثٌ يَتَدَاوُلُهُ الْفُقَهَاءُ خَيْرٌ مِنْ حَدِيثٍ يَتَدَاوُلُهُ الشُّيُوخُ.
وَلَا مَرَّ إِنْسَانٌ أَحْمَدَ فِي حُضُورِ مَجْلِسِ الشَّافِعِيِّ وَتَرْكِهِ مَجْلِسَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ
لَهُ أَحْمَدُ: اسْكُتْ فَإِنَّ فَاتَكَ حَدِيثٌ بَعْلُو تَجِدُهُ بِنُزُولٍ وَلَا

এটি নিষ্ক্রিয়তা নয়; কারণ এতে রয়েছে সর্বোত্তম মানব [অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সা.)]-এর সাথে
সংযুক্ত ইসনাদের ধারাবাহিকতার স্থায়িত্ব।

তিনি বললেন: আর যা মানুষকে এতে অনাগ্রহী করে তোলে, তা হলো এতে বয়স্ক ও তরুণ,
অমার্জিত ও নির্বোধ এবং অজ্ঞ ও জ্ঞানী সকলেই অংশীদার হয়।

আর আল-আ'মশ বলেছেন: যে হাদীস ফুকাহাগণ আদান-প্রদান করেন, তা ঐ হাদীস অপেক্ষা
উত্তম যা শাইখগণ আদান-প্রদান করেন।

আর একজন ব্যক্তি আহমদের সমালোচনা করলেন শাফিঈর মজলিসে তাঁর উপস্থিতি হওয়া
এবং সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার মজলিস পরিত্যাগ করার কারণে। তখন আহমদ তাকে
বললেন: নীরব থাকুন! কেননা যদি আপনি উচ্চ সনদবিশিষ্ট কোনো হাদীস বাদ দেন, তাহলে
আপনি তা নিম্ন সনদবিশিষ্ট রূপে পাবেন। আর না

يَضُرُّكَ، وَإِنْ فَاتَكَ عَقْلُ هَذَا الْفَقِيٍّ أَخَافُ أَنْ لَا تَجِدَهُ. انْتَهَى.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَفِي بَعْضِ كَلَامِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَهَذَا قَدْ كُفِيَهِ الْمُشْتَغَلُ بِمَا صُنِفَ
فِيهِ قَدْ أُنْكِرَهُ الْعَلَامَةُ أَبُو جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُ، وَيُقَالُ عَلَيْهِ: إِنْ كَانَ التَّصْنِيفُ فِي
الْفَنِّ يُوجِبُ الْإِتِّكَالَ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمَ الْإِشْتِغَالِ بِهِ، فَالْقَوْلُ كَذَلِكَ فِي الْفَنِّ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ
فِقْهَ الْحَدِيثِ وَغَرِيبَهُ لَا يُحْصَى كَمَا صُنِفَ فِيهِ، بَلْ لَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّ التَّصَانِيفَ فِيهِ

أَكْثَرُ مِنَ التَّصَانِيفِ فِي تَنْبِيهِ الرِّجَالِ، وَالصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ لَمَّا أَبْعَدَ، بَلْ ذَلِكَ هُوَ
الْوَاقِعُ. فَإِنْ كَانَ الْإِشْتِغَالُ بِالْأَوَّلِ مُهِمًّا فَلَا إِشْتِغَالَ بِالثَّانِي أَهْمٌ؛ لِأَنَّهُ الْمِرْقَاةُ إِلَى
الْأَوَّلِ، فَمَنْ أَخْلَ بِهِ خَلَطَ السَّقِيمَ بِالصَّحِيحِ، وَالْمُعَدَّلَ بِالْمُجَرَّحِ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ.
قَالَ: فَالْحَقُّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مُهِمٌّ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ جَمَعَهُمَا حَازَ الْقُدْحَ
الْمُعَلَّى مَعَ قُصُورٍ فِيهِ إِنْ أَخْلَ بِالثَّالِثِ، وَمَنْ أَخْلَ بِهِمَا فَلَا حَظَّ لَهُ فِي اسْمِ الْحِفَظِ،
وَمَنْ أَحْرَزَ الْأَوَّلَ وَأَخْلَ بِالثَّانِي كَانَ بَعِيدًا مِنْ اسْمِ الْمُحَدِّثِ عُرْفًا، وَمَنْ أَحْرَزَ الثَّانِي
وَأَخْلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَبْعُدْ عَنْهُ اسْمُ الْمُحَدِّثِ، وَلَكِنْ فِيهِ نَقْصٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ، وَبَقِيَ
الْكَلَامُ فِي الْفَنِّ الثَّالِثِ.

এটি তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যদি এই যুবকের জ্ঞান তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়,
তাহলে আমি ভয় পাই যে তুমি তা আর খুঁজে পাবে না। সমাপ্ত।

শাইখুল ইসলাম বলেন: তার কিছু বক্তব্যে আপত্তি রয়েছে; কারণ তার এই উক্তি: "আর এই
বিষয়ে যিনি লিখিত গ্রন্থাবলীতে নিজেকে নিযুক্ত করেন, তার জন্য তা যথেষ্ট" – এই উক্তিটি
আল্লামা আবু জাফর ইবনুল জুবাইর ও অন্যান্যরা অস্বীকার করেছেন। এবং এর বিরুদ্ধে বলা
হয়: যদি কোনো শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা তার উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং এতে নতুনভাবে কাজ না
করাকে অপরিহার্য করে তোলে, তাহলে প্রথম শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কারণ
হাদীসের ফিকহ ও এর গারীব অংশ নিয়ে কত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তা গণনা করা যায় না। বরং
যদি কেউ দাবি করে যে, এতে রচিত গ্রন্থাবলী রিজালশাস্ত্র এবং সহীহ ও সাকিম (দুর্বল) হাদীস
পার্থক্যকরণ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর চেয়েও বেশি, তাহলে সে ভুল বলবে না; বরং সেটাই বাস্তব।
সুতরাং, যদি প্রথম বিষয়ে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিষয়ে কাজ করা আরও
বেশি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এটি প্রথমটিতে পৌঁছানোর সোপান। যে ব্যক্তি এতে অবহেলা করে, সে
সহীহ হাদীসের সাথে সাকিম (দুর্বল) হাদীস এবং বিশ্বস্ত রাবীর সাথে সমালোচিত রাবীকে
মিশিয়ে ফেলবে, অথচ সে নিজেই তা উপলব্ধি করতে পারবে না।

তিনি বলেন: সুতরাং সত্য হলো, হাদীস শাস্ত্রে এই দুটোর প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এতে
কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি এ দুটিকে একত্রিত করেছে, সে শ্রেষ্ঠ অংশ অর্জন করেছে,
যদিও তৃতীয় বিষয়টি উপেক্ষা করলে তার মধ্যে ত্রুটি থেকে যায়। আর যে ব্যক্তি এ দুটিকেই
উপেক্ষা করেছে, হাফিযগণের নামকরণে তার কোনো অংশ নেই। আর যে ব্যক্তি প্রথমটি অর্জন

করেছে কিন্তু দ্বিতীয়টি উপেক্ষা করেছে, সে প্রচলিত অর্থে মুহাদ্দিস উপাধি থেকে বহু দূরে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয়টি অর্জন করেছে কিন্তু প্রথমটি উপেক্ষা করেছে, মুহাদ্দিস উপাধি তার থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তবে প্রথমটির তুলনায় তার মধ্যে একটি অপূর্ণতা রয়েছে। এবং তৃতীয় শাস্ত্রের আলোচনা বাকি রইল।

(ص: 34) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ جَمَعَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ كَانَ أَوْفَرَ سَهْمًا وَأَحْظَّ قِسْمًا، وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ كَانَ أَحْسَنَ حَظًّا وَأَبْعَدَ حِفْظًا، فَمَنْ جَمَعَ الثَّلَاثَةَ كَانَ فَقِيهًا مُحَدِّثًا كَامِلًا، وَمَنِ انْفَرَدَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا كَانَ دُونَهُ، إِلَّا أَنْ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الثَّانِي وَالثَّلَاثِ فَهُوَ مُحَدِّثٌ صِرْفٌ، لَا حَظَّ لَهُ فِي اسْمِ الْفَقِيهِ، كَمَا أَنَّ مَنْ انْفَرَدَ بِالْأَوَّلِ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي اسْمِ الْمُحَدِّثِ، وَمَنِ انْفَرَدَ بِالْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَهَلْ يُسَمَّى مُحَدِّثًا؟ فِيهِ بَحْثٌ. انْتَهَى.

وَفِي غُضُونِ كَلَامِهِ مَا يُشْعِرُ بِاسْتِوَاءِ الْمُحَدِّثِ وَالْحَافِظِ، حَيْثُ قَالَ: فَلَا حَظَّ لَهُ فِي اسْمِ الْحَافِظِ. وَالْكَلَامُ كُلُّهُ فِي الْمُحَدِّثِ.

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُطْلِقُونَ الْمُحَدِّثَ وَالْحَافِظَ بِسَعْنَى، كَمَا رَوَى أَبُو سَعْدٍ السَّعْنَانِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عَشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ إِمْلَاءً لَمْ يُعَدَّ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ جِهَةِ النَّفْيِ، قَالَ: سَمِعْتُ هُشَيْبًا يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَحْفَظْ الْحَدِيثَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَافِظَ أَحْصَى، وَقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِهِ مُعِيدِ النِّعَمِ: مِنَ النَّاسِ فِرْقَةٌ ادَّعَتْ الْحَدِيثَ فَكَانَ قُصَارَى أَمْرِهَا النَّظَرُ فِي مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ لِلصَّاعَانِيِّ. فَإِنْ تَرَفَّعَتْ [ارْتَفَعَتْ] إِلَى مَصَابِيحِ الْبَغَوِيِّ، وَظَنَّتْ أَنَّهَا بِهِذَا

এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা এগুলোর সমন্বয় করেছিলেন, তাঁরাই সর্বাধিক সুযোগ ও শ্রেষ্ঠতর ভাগের অধিকারী ছিলেন। আর যে কেবল এর উপর

সীমাবদ্ধ থাকতো, সে ছিল কম ভাগ্যবান এবং স্মৃতিশক্তির দিক থেকে দুর্বল। সুতরাং, যে তিনটি বিষয়ই একত্রিত করলো, সে পূর্ণাঙ্গ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হলো। আর যে দু'টি বিষয় নিয়ে এককভাবে পারদর্শী হলো, সে তার (পূর্ণাঙ্গের) চেয়ে নিম্নস্তরের। তবে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ থাকলো, সে নিছকই একজন মুহাদ্দিস; ফকীহ নামকরণের ক্ষেত্রে তার কোনো অংশ নেই। যেমন, যে কেবল প্রথম বিষয়ে এককভাবে পারদর্শী হলো, মুহাদ্দিস নামকরণের ক্ষেত্রে তার কোনো অংশ নেই। আর যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে এককভাবে পারদর্শী হলো, তাকে কি মুহাদ্দিস বলা যাবে? এ বিষয়ে পর্যালোচনা প্রয়োজন। সমাপ্ত হলো। তাঁর বক্তব্যের মাঝে এমন কিছু বিদ্যমান, যা মুহাদ্দিস ও হাফিযের সমতাকে নির্দেশ করে, যেখানে তিনি বলেছেন: "হাফিয" নামের সাথে তার কোনো অংশ নেই। অথচ সমগ্র আলোচনাটি মুহাদ্দিস সম্পর্কে।

সালাফগণ (পূর্বসূরিগণ) মুহাদ্দিস ও হাফিয উভয় পদ একই অর্থে ব্যবহার করতেন, যেমন আবু সা'দ আস-সাম'আনী তাঁর সনদসহ আবু জুর'আ আর-রাযীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন: আমি আবু বকর ইবন আবি শায়বাহকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বিশ হাজার হাদিস শ্রুতিলিখন দ্বারা লিপিবদ্ধ করেনি, তাকে হাদিস বিশারদ গণ্য করা হবে না।"

ইবন আদী-এর 'আল-কামিল' গ্রন্থে আন-নুফাইলি-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমি হুশায়মকে বলতে শুনেছি: "যে হাদিস মুখস্থ করেনি, সে আহলুল হাদিসের (হাদিস বিশারদদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।"

আর সত্য হলো, হাফিয (পদবি) অধিকতর সুনির্দিষ্ট। তাজ আস-সুবকী তাঁর 'মু'ঈদুন নি'আম' গ্রন্থে বলেছেন: "মানুষের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা হাদিসচর্চার দাবি করে, অথচ তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল আস-সাগানীর 'মাশারিকুল আনওয়ার' গ্রন্থটি দেখা। যদি তারা (জ্ঞানার্জনে) উন্নত হয়

[উদ্ধৃত হয়] আল-বাগাভী-এর 'মাসাবীহ' পর্যন্ত, আর তারা মনে করে যে, এর মাধ্যমে তারা...

(ص: 35) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْقَدْرِ تَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الْمُحَدِّثِينَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا بِجَهْلِهَا بِالْحَدِيثِ، فَلَوْ حَفِظَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَضَمَّ إِلَيْهِمَا مِنَ الْمُتُونِ مِثْلَيْهِمَا لَمْ يَكُنْ مُحَدِّثًا، وَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مُحَدِّثًا حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فَإِنْ رَامَتْ بُلُوغَ الْغَايَةِ فِي

الْحَدِيثِ عَلَى زَعْمِهَا اشْتَغَلَتْ بِجَمَاعِ الْأُصُولِ لِابْنِ الْأَثِيرِ، فَإِنْ ضَمَّتْ إِلَيْهِ "عُلُومَ
 الْحَدِيثِ" لِابْنِ الصَّلَاحِ أَوْ مُخْتَصَرَهُ الْمُسَيَّ "بِالتَّقْرِيبِ وَالتَّيْسِيرِ لِلنَّوَوِيِّ" وَنَحْوِ
 ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ يُنَادَى مَنْ انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ: بِمُحَدِّثِ الْمُحَدِّثِينَ وَبُخَارِيِّ الْعَصْرِ،
 وَمَا نَاسَبَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الْكَاذِبَةَ، فَإِنَّ مَنْ ذَكَرْنَاهُ لَا يُعَدُّ مُحَدِّثًا بِهَذَا الْقَدْرِ، وَإِنَّمَا
 الْمُحَدِّثُ مَنْ عَرَفَ الْأَسَانِيدَ وَالْعِلَلَ، وَأَسْمَاءَ الرِّجَالِ وَالْعَالِيَّ وَالنَّازِلَ، وَحَفِظَ مَعَ ذَلِكَ
 جُمْلَةً مُسْتَكْتَرَةً مِنَ الْمُتُونِ، وَسَمِعَ الْكُتُبَ السِّتَّةَ، وَمُسْنَدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَسَنَّ
 الْبَيْهَقِيَّ، وَمُعْجَمَ الطَّبْرَانِيِّ، وَضَمَّ إِلَى هَذَا الْقَدْرِ أَلْفَ جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْحَدِيثِيَّةِ. هَذَا
 أَقْلُ دَرَجَاتِهِ، فَإِذَا سَمِعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَكَتَبَ الطَّبَاقَ وَدَارَ عَلَى الشُّيُوخِ وَتَكَلَّمَ فِي الْعِلَلِ
 وَالْوَفَيَّاتِ وَالْمَسَانِيدِ كَانَ فِي أَوَّلِ دَرَجَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، ثُمَّ يَزِيدُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مَا يَشَاءُ.
 وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ: وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ طَائِفَةٌ طَلَبَتْ الْحَدِيثَ

সেই পরিমাণ [হাদিস দ্বারা] তারা মুহাদিসদের স্তরে পৌঁছে যায়, অথচ তা হাদিস সম্পর্কে
 তাদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং, যদি বর্ণিত ব্যক্তি এই দুটি কিতাব মুখস্থ করে
 এবং এর সাথে আরও দ্বিগুণ পরিমাণ মুতুন (হাদিসের মূল পাঠ) যোগ করে, তাহলেও সে
 মুহাদিস হতে পারবে না। আর এর দ্বারা সে মুহাদিস হবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্র দিয়ে
 প্রবেশ করে। অতঃপর, যদি সে তার ধারণা অনুযায়ী হাদিস শাস্ত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়,
 তবে ইবনুল আসীরের "জামি'উল উসূল" নিয়ে কাজ করবে। যদি এর সাথে ইবনুস সালাহ-এর
 "উলুমুল হাদীস" অথবা তার সংক্ষিপ্ত রূপ, যা আন-নাওয়াওয়া-এর "আত-তাকরীব ওয়াত-
 তাইসীর" নামে পরিচিত, এবং অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ যুক্ত করে, তখন এই পর্যায়ে পৌঁছানো
 ব্যক্তিকে ডাকা হবে: 'মুহাদিসদের মুহাদিস' এবং 'যুগের বুখারী' বলে, এবং এই মিথ্যা
 উপাধিগুলোর অনুরূপ শব্দে। কারণ, বর্ণিত ব্যক্তিকে এই পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা মুহাদিস গণ্য করা
 যাবে না। বরং মুহাদিস তো তিনিই, যিনি সনদসমূহ, ইলল (হাদিসের সূক্ষ্ম ত্রুটি), রিজাল
 (বর্ণনাকারীদের নাম), আল-আলী (উচ্চতর সনদ) এবং আন-নাযিল (নিম্নতর সনদ) সম্পর্কে
 জানেন এবং এর সাথে প্রচুর পরিমাণে মুতুন (হাদিসের মূল পাঠ) মুখস্থ করেন, এবং সিহাহ
 সিভাহ, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, সুনানে বাইহাকী এবং মু'জামুত তাবারানী শ্রবণ করেন,
 এবং এই পরিমাণের সাথে হাদিসের হাজার খণ্ড (জুজু) যুক্ত করেন। এটি তার সর্বনিম্ন স্তর।
 অতঃপর, যখন সে পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলো শ্রবণ করে, "তিবাক" (সনদের স্তর) লিখে,

শায়খদের কাছে যাতায়াত করে, এবং ইলল, ওয়াফায়াত (মৃত্যুর বিবরণ) ও মাসানীদ (মুসনাদ গ্রন্থাবলি) সম্পর্কে আলোচনা করে, তখন সে মুহাদ্দিসদের প্রথম স্তরে থাকে। অতঃপর আল্লাহ যাকে চান, যা চান, তা বৃদ্ধি করে দেন।

এর অন্য এক স্থানে তিনি বলেছেন: জ্ঞানীদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা হাদিসের অনুসন্ধান করেছে...

(ص: 36) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَجَعَلَتْ دَأْبَهَا السَّمَاعَ عَلَى الْمَشَايخِ وَمَعْرِفَةَ الْعَالِي مِنَ الْمَسْبُوعِ وَالنَّازِلِ. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُجْهِدُ نَفْسَهُ فِي تَهْجِي الْأَسْمَاءِ وَالْمُتُونِ وَكَثْرَةِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ فَهَمٍّ لِمَا يَقْرَأُ، وَلَا تَتَعَلَّقُ فِكْرَتُهُ بِأَكْثَرِ مِنْ أُنْيٍ حَصَلَتْ جُزْءُ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ سَبْعِينَ شَيْخًا، وَجُزْءُ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَذَا كَذَا شَيْخًا. [وَجُزْءُ ابْنِ الْفِيلِ] وَجُزْءُ الْبِطَاقَةِ، وَنُسْخَةُ أَبِي مُسَهِّرٍ، وَأَنْحَاءَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ السَّلَفُ يَسْتَمِعُونَ فَيَقْرَأُونَ فَيَرْحَلُونَ فَيُفَسِّرُونَ، وَيَحْفَظُونَ فَيَعْمَلُونَ، وَرَأَيْتُ مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ فِي وَصِيَّةٍ لِبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذِهِ الطَّائِفَةِ: مَا حَظُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنْ يَسْمَعَ لِيَرْوِيَ فَقَطْ، فَلْيُعَاقِبَنَّ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلْيُشْهِرْهُ اللَّهُ بَعْدَ سَنَرِهِ مَرَّاتٍ، وَلْيَبْقَيْنَ مُضْغَةً فِي الْأَكْسَنِ، وَعِبْرَةٌ بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ ثُمَّ لِيُطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ؛ ثُمَّ قَالَ: فَهَلْ يَكُونُ طَالِبٌ مِنْ طُلَّابِ السُّنَّةِ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَوَاتِ أَوْ يَتَعَانَى تِلْكَ الْعَادَاتِ؟ وَأَنْحَسَ مِنْهُ مُحَدِّثٌ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِهِ وَيَخْتَلِقُ الْفُشَارَ، فَإِنْ تَرَقَّتْ هَيْئَتُهُ الْبُفْتَنَةُ إِلَى الْكَذِبِ فِي النَّقْلِ وَالتَّزْوِيرِ فِي الطَّبَاقِ فَقَدْ اسْتَرَاخَ، وَإِنْ تَعَانَى سَرِقَةَ الْأَجْزَاءِ وَكَشَطَ الْأَوْقَافِ فَهَذَا لَصٌّ بِسَمْتِ مُحَدِّثٍ، فَإِنْ كَمَلَ نَفْسَهُ بِتَلَوُّطٍ أَوْ قِيَادَةٍ، فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْإِفَادَةُ، وَإِنْ اسْتُعْبِلَ فِي الْعُلُومِ فَقَدْ ارْدَادَ مَهَانَةً وَخَبَطًا، إِلَى أَنْ قَالَ: فَهَلْ فِي مِثْلِ هَذَا الضَّرْبِ خَيْرٌ؟ لَا أَكْثَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. اهـ.

وَلِبَعْضِهِمْ:

إِنَّ الَّذِي يَرْوِي وَلَكِنَّهُ ... يَجْهَلُ مَا يَرْوِي وَمَا يَكْتُبُ

আর তাদের অভ্যাস ছিল শাইখদের নিকট শ্রবণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা এবং শ্রুত হাদিসসমূহের মধ্যে 'আলী (উচ্চ সনদ) ও নাযিল (নিম্ন সনদ) সম্পর্কে অবগত হওয়া। এরাই প্রকৃত অর্থে মুহাদ্দিস (হাদিস বিশারদ)। কিন্তু তাদের অনেকেই নামের বানান ও মূল পাঠ (মুতুন) উচ্চারণে এবং যা পাঠ করে তা না বুঝে শুধু প্রচুর শ্রবণের পেছনে নিজেদেরকে পরিশ্রমী করে। আর তাদের চিন্তা এর বেশি কিছুতে আবদ্ধ থাকে না যে, আমি ইবনে 'আরাফার 'জুয' সত্তরজন শাইখের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি এবং আনসারীর 'জুয' এত এত শাইখের নিকট থেকে।

[ইবনুল ফীল-এর 'জুয'], 'জুযুল বিতাকা', আবু মুসহিরের 'নুসখা' এবং এ ধরনের অন্যান্য। অথচ সালাফগণ (পূর্বসূরিগণ) শ্রবণ করতেন, অতঃপর পাঠ করতেন, অতঃপর সফর করতেন, অতঃপর ব্যাখ্যা করতেন এবং মুখস্থ করে সে অনুযায়ী আমল করতেন। আর আমি আমাদের শাইখ আয-যাহাবী (রহ.)-এর একটি ওসিয়ত-এ (উপদেশমূলক কথায়) এই সম্প্রদায়ের কিছু মুহাদ্দিসের সম্পর্কে দেখেছি: এদের কারো ভাগ্য (প্রাপ্তি) শুধু এতটুকুই যে, সে কেবল বর্ণনা করার জন্য শোনে। অতএব, সে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত শাস্তি পাবে এবং আল্লাহ তার গোপনীয়তা বারবার উন্মোচন করবেন, আর সে মানুষের মুখে মুখে আলোচনার খোরাক হয়ে থাকবে এবং মুহাদ্দিসদের মাঝে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, অতঃপর আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। তারপর তিনি বললেন: সুন্নাহর একজন ছাত্র কি এমন হতে পারে যে সালাতে অবহেলা করে অথবা সে ধরনের অভ্যাসগুলো আঁকড়ে ধরে? তার চেয়েও নিকৃষ্ট হচ্ছে সেই মুহাদ্দিস যে তার হাদিসে মিথ্যা বলে এবং বাজে কথা বানিয়ে তোলে। যদি তার প্রলুব্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্ণনায় মিথ্যা বলা এবং 'তাবাক্ব' (শিক্ষকদের নিকট প্রাপ্ত হাদিসের তালিকা) জালিয়াতি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে সে (নিজের থেকে) স্বস্তি পেল (অর্থাৎ তার নৈতিক পতন পূর্ণ হল)। আর যদি সে 'জুয' চুরি করা এবং ওয়াকফকৃত (কিতাব) থেকে কভার/প্রথম পাতা উঠিয়ে ফেলা (নাম মুছে ফেলা) তে লিপ্ত হয়, তবে সে মুহাদ্দিসের বেশে একজন চোর। আর যদি সে নিজেকে সমকামিতা বা দালালির (অনৈতিক কাজের) মাধ্যমে পূর্ণতা দেয়, তবে তার জন্য উপকার পূর্ণ হলো (এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক বাক্য)। আর যদি তাকে জ্ঞানের কাজে নিযুক্ত করা হয়, তবে তার অপমান ও পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়। পরিশেষে তিনি বললেন: এমন ধরনের মানুষের মধ্যে কি কোনো কল্যাণ আছে? আল্লাহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন। সমাপ্ত।

আর তাদের কেউ বলেছেন:

নিশ্চয় সে ব্যক্তি যে বর্ণনা করে, কিন্তু সে যা বর্ণনা করে ও যা লেখে তা জানে না ...

সেই পাথরের মতো যার থেকে পানি নির্গত হয়, যা ভূমিকে সেচ দেয় অথচ সে নিজে পান করে না ...

(ص: 37) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَقَالَ بَعْضُ الظُّرَفَاءِ فِي الْوَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ:
إِنَّ قَلِيلَ الْمَعْرِفَةِ وَالْمُخْبَرَةِ ... يَمْشِي وَمَعَهُ أَوْرَاقٌ وَمُحْبَرَةٌ
مَعَهُ أَجْزَاءُ يَدُورُ بِهَا عَلَى شَيْخٍ وَعَجُوزٌ ... لَا يَعْرِفُ مَا يَجُوزُ مِمَّا لَا يَجُوزُ
وَمُحَدِّثٌ قَدْ صَارَ غَايَةً عَلَيْهِ ... أَجْزَاءُ يَرْوِيهَا عَنِ الدِّمِّيَاطِيِّ
وَفُلَانَةٌ تَرْوِي حَدِيثًا عَالِيًا ... وَفُلَانٌ يَرْوِي ذَاكَ عَنْ أَسْبَاطِ
وَالْفَرْقِ بَيْنَ غَرِيبِهِمْ وَعَزِيزِهِمْ ... وَأَفْصَحُ عَنِ الْخِيَّاطِ وَالْحَنَّاظِ
وَابْنِ فُلَانٍ مَا اسْبُغَهُ وَمَنِ الَّذِي ... بَيْنَ الْأَنَامِ مُلَقَّبٌ بِسَنَاظِ
وَعُلُومِ دِينِ اللَّهِ نَادَتْ جَهْرَةً ... هَذَا زَمَانٌ فِيهِ طَيُّ بَسَاطِي
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ: إِنَّهُ سَأَلَ الْحَافِظَ جَمَالَ الدِّينِ الْبِزْزِيَّ عَنْ حَدِّ
الْحِفْظِ الَّذِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ؟ قَالَ: يُرْجَعُ إِلَى أَهْلِ
الْعُرْفِ، فَقُلْتُ: وَأَيُّنَ أَهْلِ الْعُرْفِ؟ قَلِيلٌ جِدًّا، قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ
الَّذِينَ يَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُ تَرَاجُمَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَبُلْدَانَهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُهُمْ،
لِيَكُونَ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ، فَقُلْتُ لَهُ هَذَا عَزِيزٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ، أَدْرَكْتَ أَنَّ أَحَدًا كَذَلِكَ؟
فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الدِّمِّيَاطِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ كَانَ
لَهُ فِي هَذَا مُشَارَكَةٌ جَيِّدَةٌ، وَلَكِنْ أَيْنَ الثَّرَى مِنَ الثَّرَى، فَقُلْتُ: كَانَ يَصِلُ إِلَى هَذَا

الْحَدِّ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا كَانَ يُشَارِكُ مُشَارَكَةً جَيِّدَةً فِي هَذَا، أَعْنِي فِي الْأَسَانِيدِ، وَكَانَ فِي الْمُتُونِ أَكْثَرَ لِأَجْلِ الْفَقْهِ وَالْأُصُولِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ فَتَحَ الدِّينِ بُنْ سَيِّدِ النَّاسِ: وَأَمَّا الْمُحَدِّثُ فِي عَصْرِنَا فَهُوَ:

وَقَالَ بَعْضُ الظَّرَفَاءِ فِي الْوَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ:

يَنْشِي وَمَعَهُ أَوْرَاقٌ وَمَحْبَرَةٌ ... إِنَّ قَلِيلَ الْمَعْرِفَةِ وَالْمُخْبَرَةِ

لَا يَعْرِفُ مَا يَجُوزُ مِمَّا لَا يَجُوزُ ... مَعَهُ أَجْزَاءُ يَدُورُ بِهَا عَلَى شَيْخٍ وَعَجُوزُ

أَجْزَاءُ يَرْوِيهَا عَنِ الدِّمِيَّاطِيِّ ... وَمُحَدِّثٌ قَدْ صَارَ غَايَةً عَلَيْهِ

وَفُلَانٌ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أُسْبَاطٍ ... وَفُلَانَةٌ تَرْوِي حَدِيثًا عَالِيًا

وَأَفْصَحُ عَنِ الْخِيَّاطِ وَالْحَنَّاظِ ... وَالْفَرْقُ بَيْنَ غَرِيبِهِمْ وَعَزِيزِهِمْ

بَيْنَ الْأَنَامِ مُلَقَّبٌ بِسَنَاطٍ ... وَابْنُ فُلَانٍ مَا اسْمُهُ وَمَنْ الَّذِي

هَذَا زَمَانٌ فِيهِ طَيُّ بِسَاطِي ... وَعُلُومُ دِينِ اللَّهِ نَادَتْ جَهْرَةً

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ: إِنَّهُ سَأَلَ الْحَافِظَ جَمَالَ الدِّينِ الْبَزْزِيَّ عَنْ حَدِّ الْحِفْظِ الَّذِي إِذَا انْتَهَى

إِلَيْهِ الرَّجُلُ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ؟ قَالَ: يُرْجَعُ إِلَى أَهْلِ الْعُرْفِ، فَقُلْتُ: وَأَيُّنَ أَهْلِ الْعُرْفِ؟ قَلِيلٌ

جَدًّا، قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي يَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُ تَرَاجُمَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَبُلْدَانَهُمْ أَكْثَرَ

مِنَ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُهُمْ، لِيَكُونَ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ، فَقُلْتُ لَهُ هَذَا عَزِيزٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ، أَدْرَكْتَ أَنَّكَ أَحَدًا

كَذَلِكَ؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ الشَّيْخِ شَرَفِ الدِّينِ الدِّمِيَّاطِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ كَانَ لَهُ فِي هَذَا

مُشَارَكَةٌ جَيِّدَةٌ، وَلَكِنْ أَيْنَ الثَّرَى مِنَ الثَّرَى، فَقُلْتُ: كَانَ يَصِلُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا كَانَ يُشَارِكُ

مُشَارَكَةً جَيِّدَةً فِي هَذَا، أَعْنِي فِي الْأَسَانِيدِ، وَكَانَ فِي الْمُتُونِ أَكْثَرَ لِأَجْلِ الْفَقْهِ وَالْأُصُولِ.

এই গোত্রের এক ব্যক্তি

সম্পর্কে কিছু রসিকজন বলেছেন:

নিশ্চয়ই যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় স্বল্প ... সে হাঁটে কাগজ আর দোয়াত নিয়ে।

তার কাছে থাকে কিতাবের অংশ, যা নিয়ে সে ঘুরতে থাকে কোনো শায়খ ও বৃদ্ধার কাছে, ...

হালাল-হারামের পার্থক্য সে জানে না।

আর মুহাদ্দিস, যার জ্ঞানের চরম পরিণতি হয়েছে ... দিমিয়াতের সূত্রে বর্ণিত কিছু অংশ।

অমুক মহিলা বর্ণনা করে উচ্চ সনদযুক্ত হাদিস, ... আর অমুক পুরুষ বর্ণনা করে আসবাত

থেকে।

তাদের গরীব ও আযীয হাদিসের পার্থক্য, ... এবং আল-খায়্যাত ও আল-হান্নাত সম্পর্কে সে

সাবলীল।

অমুকের ছেলের নাম কী, আর কে সেই ব্যক্তি ... যে মানুষের মাঝে 'সুনাত' উপাধিতে পরিচিত?

এবং আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞানসমূহ উচ্চস্বরে ডেকে বলল, ... 'এ এমন এক যুগ, যেখানে আমার বিছানা গুটিয়ে নেওয়া হবে!'

শায়খ তাকীউদ্দীন সুবকী বলেছেন: তিনি হাফিয জামালুদ্দীন আল-মিযযীকে এমন সূতির সীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যা একজন পুরুষ অর্জন করলে তাকে 'হাফিয' বলা জায়েয হবে? তিনি বললেন: 'প্রথাগত জ্ঞানীজনদের কাছে ফিরে যেতে হবে।' আমি বললাম: 'প্রথাগত জ্ঞানীজনরা কোথায়? তারা তো অত্যন্ত বিরল!' তিনি বললেন: 'সর্বনিম্ন শর্ত হলো, যেসকল পুরুষদেরকে সে চেনে এবং যাদের জীবনী, অবস্থা ও জন্মস্থান সম্পর্কে সে অবগত, তাদের সংখ্যা তার অচেনা পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হবে, যাতে প্রচলিত মতটি প্রবল হয়।' আমি তাকে বললাম: 'এই যুগে এটি অত্যন্ত বিরল। আপনি কি এমন কাউকে পেয়েছেন?' তিনি বললেন: 'আমরা শায়খ শরাফুদ্দীন আদ-দিমিয়াতের মতো কাউকে দেখিনি।' তারপর তিনি বললেন: 'ইবনু দাক্কীফিল ঈদ-এরও এ বিষয়ে ভালো অংশগ্রহণ ছিল, তবে মাটির সাথে মাটির তফাৎ কোথায়?' আমি বললাম: 'তিনি কি এই সীমায় পৌঁছেছিলেন?' তিনি বললেন: 'না, তিনি কেবল এ বিষয়ে, অর্থাৎ সনদসমূহে, ভালো অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি ফিকহ ও উসূলের কারণে মাতনসমূহে অধিক পারদর্শী ছিলেন।'

শায়খ ফাতহ উদ্দীন ইবনে সাযিয়দুন-নাস বলেছেন: আর আমাদের যুগে মুহাদ্দিস হলেন:

(ص: 38) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

مَنْ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيثِ رَوَايَةً وَدِرَآيَةً، وَجَمَعَ رَوَاةً، وَاطَّلَعَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الرُّوَاةِ وَالرِّوَايَاتِ فِي عَصْرِهِ، (وَتَمَيَّزَ فِي ذَلِكَ حَتَّى عَرَفَ فِيهِ حِفْظَهُ) وَاشْتَهَرَ فِيهِ ضَبْطُهُ، فَإِنْ تَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى عَرَفَ شُيُوخَهُ، وَشُيُوخَ شُيُوخِهِ، طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، بِحَيْثُ يَكُونُ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ أَكْثَرَ مِمَّا يَجْهَلُهُ مِنْهَا فَهَذَا هُوَ الْحَافِظُ، وَأَمَّا مَا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ صَاحِبَ حَدِيثٍ مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ فِي الْإِمْلَاءِ، فَذَلِكَ بِحَسَبِ أَرْوَاقِهِمْ. انْتَهَى.

وَسَأَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَجَرٍ شَيْخَهُ أَبَا الْفَضْلِ الْعِرَاقِيَّ فَقَالَ: مَا يَقُولُ سَيِّدِي فِي الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الطَّالِبُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُسَمَّى حَافِظًا؟ وَهَلْ يُتَسَامَحُ بِنَقْصِ بَعْضِ الْأَوْصَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبِرَزِّيُّ وَأَبُو الْفَتْحِ فِي ذَلِكَ لِنَقْصِ زَمَانِهِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: الْاجْتِهَادُ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِي وَقْتٍ بِبُلُوغِ بَعْضِهِمْ لِلْحِفْظِ وَغَلَبَتِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ، وَبِاخْتِلَافِ مَنْ يَكُونُ كَثِيرَ الْخَالَطَةِ لِلَّذِي يَصِفُهُ بِذَلِكَ. وَكَلَامُ الْبِرَزِّيِّ فِيهِ ضَبْطٌ، بِحَيْثُ لَمْ يُسَمِّ مَنَّ رَأَاهُ بِهَذَا الْوَصْفِ إِلَّا الدِّمِيَاطِيَّ، وَأَمَّا كَلَامُ أَبِي الْفَتْحِ فَهُوَ أَسْهَلُ، بِأَنْ يَنْشَطَ

যে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা (রিওয়ায়াত) ও বুঝার (দিরায়াত) কাজে নিয়োজিত হয়, রাবী (বর্ণনাকারী) সংগ্রহ করে এবং তার যুগে বহু রাবী ও রিওয়ায়াত সম্পর্কে অবগত হয়, (এবং এ বিষয়ে সে এত বেশি পারদর্শী হয় যে, তার স্মৃতিশক্তি (হিফজ) সুবিদিত হয়) এবং তার নির্ভুলতা (দাবত) প্রসিদ্ধি লাভ করে; অতঃপর যদি সে এ বিষয়ে এতদূর প্রসারিত হয় যে, সে তার শাইখদের, এবং তার শাইখদের শাইখদের, স্তর-পর-স্তর জানে, এই পরিমাণ যে, সে প্রতিটি স্তর থেকে যা জানে তা যা জানে না তার চেয়ে বেশি হয় – তবে সে-ই হাফেজ। আর মুতাকাদিমীন (পূর্ববর্তী আলেমগণ)-এর কারো কারো থেকে যা বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছেন: "যে বিশ হাজার হাদীস শ্রুতিলেখক হিসেবে লিপিবদ্ধ করেনি, আমরা তাকে হাদীস বিশারদ (সাহিবুল হাদীস) হিসেবে গণ্য করতাম না," – তা ছিল তাদের সময়কালের প্রেক্ষাপটে। সমাপ্ত।

শাইখুল ইসলাম আবুল ফজল ইবনে হাজার তাঁর শাইখ আবুল ফজল আল-ইরাকী-কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন: "আমার সাইয়্যিদ (প্রভু/উস্তাদ), ঐ সীমা সম্পর্কে কী বলেন, যা এই যুগের একজন শিক্ষার্থী অর্জন করলে তাকে 'হাফেজ' উপাধি দেওয়ার উপযুক্ত হবে? এবং মিয়যী ও আবুল ফাতহ এ বিষয়ে যে গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, বর্তমান সময়ের দুর্বলতার কারণে কি সেগুলোর কিছু কমতি ক্ষমা করা হবে, নাকি নয়?"

তিনি উত্তর দিলেন: "এ বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা/অভিমত) বিভিন্ন সময়ে কারো কারো হিফজ (স্মৃতিশক্তি)-এর উচ্চতার ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার তারতম্যের উপর নির্ভর করে, এবং যে ব্যক্তি তাকে এই গুণে ভূষিত করছে তার সাথে তার ঘন ঘন মেলামেশার তারতম্যের উপরও।

মিযযীর বক্তব্য এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ; এমনভাবে যে, তিনি যাদেরকে দেখেছেন তাদের মধ্যে দিময়াতী ব্যতীত আর কাউকেই এই গুণে অভিহিত করেননি। আর আবুল ফাতহ-এর বক্তব্য অপেক্ষাকৃত সহজ, এই শর্তে যে সে যেন সক্রিয় হয়

(ص: 39) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

بَعْدَ مَعْرِفَةِ شُيُوخِهِ إِلَى شُيُوخِ شُيُوخِهِ، وَمَا فَوْقَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَظِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَانَ شُيُوخُهُمُ التَّابِعِينَ أَوْ أَتْبَاعَ التَّابِعِينَ، وَشُيُوخُ شُيُوخِهِمُ الصَّحَابَةُ أَوْ التَّابِعِينَ، فَكَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَسْهَلَ بِاعْتِبَارِ تَأَخُّرِ الزَّمَانِ، فَإِنْ اكْتَفَى بِكَوْنِ الْحَافِظِ يَعْرِفُ شُيُوخَهُ وَشُيُوخَ شُيُوخِهِ، أَوْ طَبَقَةً أُخْرَى، فَهُوَ سَهْلٌ لِمَنْ جَعَلَ فَنَّهُ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ حِفْظِ الْمُتُونِ وَالْأَسَانِيدِ، وَمَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ كُلِّهَا، وَمَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ، وَالْمَعْمُولِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ فَهُوَ أَمْرٌ مُمَكِّنٌ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغٍ وَطُولِ عُمُرٍ، وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُولَدُ الْحَافِظُ إِلَّا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

فَإِنْ صَحَّ كَانَ الْمُرَادُ رُتْبَةَ الْكَمَالِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِثْقَانِ، وَإِنْ وُجِدَ فِي زَمَانِهِ مَنْ يُوصَفُ بِالْحِفْظِ. وَكَمْ مِنْ حَافِظٍ غَيْرُهُ أَحْفَظُ مِنْهُ. انْتَهَى. وَمِنْ أَلْفَافِ النَّاسِ فِي مَعْنَى الْحِفْظِ، قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: الْحِفْظُ: الْإِثْقَانُ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْإِثْقَانُ أَكْثَرُ مِنْ حِفْظِ السَّرْدِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْحِفْظُ: الْمَعْرِفَةُ.

নিজের শায়খদের পরিচয় থেকে শুরু করে তাদের শায়খদের শায়খগণ পর্যন্ত, এবং এর উপরের স্তর পর্যন্ত (জ্ঞান রাখা)। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অগ্রবর্তী হাফেজগণের একটি দল এমন ছিল যাদের শায়খগণ ছিলেন তাবেয়ীন অথবা তাবা' আত-তাবেয়ীন, এবং তাদের শায়খদের শায়খগণ ছিলেন সাহাবা অথবা তাবেয়ীন। ফলে, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানের কারণে এই যুগে (হাফেজের সংজ্ঞা সংক্রান্ত) বিষয়টি সহজতর হয়েছিল। যদি একজন হাফেজ কেবল

তার শায়খগণ এবং তার শায়খদের শায়খগণ, অথবা অন্য কোনো একটি স্তর সম্পর্কে জানার মাধ্যমেই যথেষ্ট মনে করেন, তবে এটি তার জন্য সহজ, যিনি তার জ্ঞানচর্চাকে কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন, মুতুন (মূল পাঠ) ও আসানিদ (সনদসমূহ) মুখস্থ করা, হাদিস বিজ্ঞানের সকল প্রকার সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, সহীহ থেকে দুর্বলকে চেনা, আমলযোগ্য থেকে অনামলযোগ্যকে পার্থক্য করা, উলামাদের মতপার্থক্য এবং আহকাম (বিধানাবলি) উদ্ভাবন করা ব্যতীত। এটি (অর্থাৎ কেবল শায়খদের পরিচয় জানা) একটি সম্ভাব্য বিষয়। পক্ষান্তরে, পূর্বে উল্লেখিত সকল বিষয় (যেমন মুতুন মুখস্থ করা, সকল হাদিস বিজ্ঞান জানা ইত্যাদি), তার জন্য প্রয়োজন অবসর, দীর্ঘ জীবন এবং সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি। যুহরি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: প্রতি চল্লিশ বছরে কেবল একজন হাফেজের জন্ম হয়। যদি এটি সহীহ হয়, তবে এর দ্বারা হেফজ ও নিপুণতায় পূর্ণাঙ্গতার স্তর উদ্দেশ্য, যদিও তার সময়ে হাফেজ নামে পরিচিত কেউ বিদ্যমান ছিল। অনেক হাফেজ আছেন যাদের চেয়ে অন্যেরা অধিকতর হাফেজ। সমাপ্ত।

হাফেজ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লোকেদের কিছু উক্তি হলো: ইবনে মাহদি (রহ.) বলেছেন: হেফজ মানে নিপুণতা। আবু জুরআহ (রহ.) বলেছেন: নিপুণতা কেবল আদ্যোপান্ত মুখস্থ করার চেয়েও বেশি। অন্য একজন বলেছেন: হেফজ মানে জ্ঞান।

(ص: 40) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

قَالَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلْفِ النَّسْفِيِّ: سَأَلْتُ أَبَا عَلِيٍّ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ قُلْتُ: يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَلْ يَحْفَظُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ. قَالَ: قُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَحْفَظُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَعْرِفُ. انْتَهَى.

وَمِمَّا رُوِيَ فِي قَدْرِ حِفْظِ الْحَفَاطِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: انْتَقَيْتُ الْمُسْنَدَ مِنْ سَبْعِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ وَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفِ حَدِيثٍ، قِيلَ لَهُ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: ذَاكَرْتُهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ الْأَبْوَابَ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَتَبْتُ بِيَدِي أَلْفَ أَلْفِ حَدِيثٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ.
وَقَالَ مُسْلِمٌ: صَنَّفْتُ هَذَا الْمُسْنَدَ الصَّحِيحَ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ مَسْمُوعَةٍ.

আব্দুল মু'মিন ইবনে খালাফ আন-নাসাফী বলেছেন: আমি আবু আলী সালিহ ইবনে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, বললাম: ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন কি (হাদীস) মুখস্থ রাখতেন? তিনি বললেন: না, তার তো কেবল (সাধারণ) জ্ঞান ছিল। আমি বললাম: তাহলে আলী ইবনে আল-মাদীনী কি মুখস্থ রাখতেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এবং তিনি জানতেনও। সমাপ্ত।

হাফিয়দের মুখস্থ শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন: আমি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদীস থেকে 'মুসনাদ' সংকলন করেছি।

আবু যুর'আ আর-রাযী বলেছেন: আহমাদ ইবনে হাম্বল দশ লক্ষ হাদীস মুখস্থ রাখতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি এটি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন: আমি তাঁর সাথে আলোচনা করেছি এবং তাঁর কাছ থেকে (হাদীসের) অধ্যায়গুলো গ্রহণ করেছি।

ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন বলেছেন: আমি নিজ হাতে দশ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি।

আল-বুখারী বলেছেন: আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস এবং দুই লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ রাখি।

মুসলিম বলেছেন: আমি এই সহীহ মুসনাদকে তিন লক্ষ শ্রুত হাদীস থেকে সংকলন করেছি।

(ص: 41) تدریب الراوی فی شرح تقریب النوای - ج 1

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَتَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ،
اِتَّخَذْتُ مِنْهَا مَا صَمَّنْتُهُ كِتَابَ السُّنَنِ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمُدْخَلِ: كَانَ الْوَاحِدُ مِنَ الْحُقَافِ يَحْفَظُ خَمْسِ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ،
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الرَّازِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَارَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بَنِي سَابُورَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ:

صَحَّ مِنَ الْحَدِيثِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَكَسْرٌ، وَهَذَا الْفَتْحُ، يَعْنِي أَبَا زُرْعَةَ، قَدْ حَفِظَ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ مَا صَحَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَأَقْوِيلُ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ أَبَا زُرْعَةَ يَحْفَظُ مِائَتَيْ أَلْفٍ حَدِيثٍ، هَلْ يَحْنُثُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفٍ حَدِيثٍ كَمَا يَحْفَظُ الْإِنْسَانُ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؛ وَفِي الْمَذَاكِرَةِ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفٍ حَدِيثٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ: كَانَ أَبُو زُرْعَةَ يَحْفَظُ سَبْعُمِائَةِ

আবু দাউদ বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাঁচ লক্ষ হাদীস লিখেছি, সেগুলোর মধ্য থেকে যা আমার সুনান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছি, তা নির্বাচন করেছি। আল-হাকিম 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে বলেছেন: হাফিযগণের মধ্যে একজন পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ রাখতেন। আমি আবু জা'ফর আর-রাযীকে বলতে শুনেছি: আমি আবু আবদুল্লাহ ইবন ওয়ারাকে বলতে শুনেছি: আমি নাইসাবুরে ইসহাক ইবন ইব্রাহীমের কাছে ছিলাম। তখন ইরাকের এক ব্যক্তি বলল: আমি আহমদ ইবন হাম্বলকে বলতে শুনেছি: সহীহ হাদীসের সংখ্যা সাত লক্ষের কিছু বেশি, আর এই যুবক, অর্থাৎ আবু যুর'আহ, সাত লক্ষ মুখস্থ রেখেছেন। আল-বায়হাকী বলেছেন: তিনি সহীহ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবিঈদের উক্তি বোঝাতে চেয়েছেন। অন্য একজন বলেছেন: আবু যুর'আহকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তালাকের কসম করেছে যে আবু যুর'আহ দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ রাখেন, সে কি শপথ ভঙ্গকারী হবে? তিনি বললেন: না। তারপর তিনি বললেন: আমি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ রাখি যেমন মানুষ সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ মুখস্থ রাখে; আর আলোচনা (মুযাকারাহ) সাপেক্ষে তিন লক্ষ হাদীস।

হাফিয আবু বকর মুহাম্মদ ইবন উমার আর-রাযী বলেছেন: আবু যুর'আহ সাত লক্ষ

(ص: 42) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

أَلْفٍ حَدِيثٍ، وَكَانَ يَحْفَظُ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا فِي التَّفْسِيرِ وَالْقِرَاءَاتِ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظَ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَحْفَظْ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ثَلَاثِمِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: كَتَبْتُ بِأَصَابِعِي عَنْ مُطَيِّنٍ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ. وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْمُرَزِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ خُشْرَمٍ يَقُولُ: كَانَ إِسْحَاقُ بْنَ رَاهَوِيَّةٍ يُسَلِّي سَبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ حِفْظًا. وَأَسْنَدَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَلَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ بِحَدِيثٍ قَطُّ إِلَّا حَفِظْتُهُ، فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ إِسْحَاقُ بْنَ رَاهَوِيَّةٍ فَقَالَ: تَعْجَبُ مِنْ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْمَعَ شَيْئًا إِلَّا حَفِظْتُهُ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سَبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ، أَوْ قَالَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ فِي كُتُبِي. وَأَسْنَدَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْخَفَّافِ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوِيَّةٍ يَقُولُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ فِي كُتُبِي، وَثَلَاثِينَ أَلْفًا أُسْرُدُهَا.

হাজার হাদীস, এবং তিনি তাফসীর ও ক্বিরাআত বিষয়ে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার হাদীস মুখস্থ রাখতেন।

আল-হাকিম বলেন: এবং আমি কুফায় হাফিয আবু বকর ইবনে আবী দারিমকে বলতে শুনেছি: আমি আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছি: আমি আহলে বাইতের জন্য তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ রাখি। তিনি (আবুল আব্বাস) বলেন: এবং আমি আবু বকরকে বলতে শুনেছি: আমি আমার আঙুল দিয়ে মুতাইয়ানের নিকট থেকে এক লক্ষ হাদীস লিখেছি।

এবং আমি আবু বকর আল-মুযানীকে বলতে শুনেছি: আমি ইবনে খুযাইমাহকে বলতে শুনেছি: আমি আলী ইবনে খাশরামকে বলতে শুনেছি: ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ মুখস্থ সত্তর হাজার হাদীস শ্রুতিলিখন করাতেন।

এবং ইবনে আদী, ইবনে শুবরুমাহ থেকে শা'বীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, শা'বী বলেন: আমি আজ পর্যন্ত কালোকে সাদার উপর লিখিনি (অর্থাৎ, কাগজে কিছু লিখিনি), এবং কোনো ব্যক্তি আমাকে কখনো কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি যা আমি মুখস্থ করিনি। অতঃপর আমি ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহকে এই হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন: তুমি কি এতে বিস্মিত হচ্ছে? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: আমি এমন কিছু শুনতাম না যা আমি মুখস্থ করতাম না,

এবং যেন আমি আমার কিতাবসমূহে সত্তর হাজার হাদীস, অথবা তিনি বললেন সত্তর হাজারেরও বেশি হাদীসের দিকে তাকিয়ে আছি।

এবং তিনি আবু দাউদ আল-খাফফাফ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন: আমি ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহকে বলতে শুনেছি: যেন আমি আমার কিতাবসমূহে এক লক্ষ হাদীসের দিকে তাকিয়ে আছি, এবং ত্রিশ হাজার হাদীস আমি অনর্গল বলতে পারি।

(ص: 43) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَأُسْنَدُ الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوِيَةَ يَقُولُ: أَعْرِفُ مَكَانَ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَحْفَظُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِي، وَأَحْفَظُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ مُرَوَّرَةً.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَالَ أَبِي لِدَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو الضَّبِّيِّ وَأَنَا أَسْبَعُ: كَانَ يُحَدِّثُكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِحِفْظِهِ؟ قَالَ نَعَمْ، مَا رَأَيْتُ مَعَهُ كِتَابًا قَطُّ، قَالَ لَهُ لَقَدْ كَانَ حَافِظًا؟ كَمْ كَانَ يَحْفَظُ؟ قَالَ شَيْئًا كَثِيرًا، قَالَ: أَكَانَ يَحْفَظُ عَشْرَةَ آلَافٍ؟ قَالَ: عَشْرَةَ آلَافٍ وَعَشْرَةَ آلَافٍ وَعَشْرَةَ آلَافٍ، فَقَالَ أَبِي: هَذَا كَانَ مِثْلَ وَكَيْعٍ. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَحْفَظُ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ بِإِسْنَادِهِ وَلَا فُخْرَ، وَأَحْفَظُ لِلشَّامِيِّينَ عِشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ. وَقَالَ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ: كَانَ عِنْدَ هُشَيْمٍ عِشْرُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ. وَقَالَ الْأَجْرِيُّ: كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ يَحْفَظُ عَشْرَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ.

[الفائدة الثالثة أول من صنف في الاصطلاح]

الفائدة الثالثة: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي

وَأُسْنَدُ الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوِيَةَ يَقُولُ: أَعْرِفُ مَكَانَ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَحْفَظُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِي، وَأَحْفَظُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ مُرَوَّرَةً.

আল-খাতিব মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু খালিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহকে বলতে শুনেছি: আমি এক লক্ষ হাদিসের স্থান জানি, যেন আমি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এবং সত্তর হাজার হাদিস মুখস্থ জানি, আর চার হাজার জাল হাদিস মুখস্থ রাখি।

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَالَ أَبِي لِدَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ: كَانَ يُحَدِّثُكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِحِفْظِهِ؟ قَالَ نَعَمْ، مَا رَأَيْتُ مَعَهُ كِتَابًا قَطُّ، قَالَ لَهُ لَقَدْ كَانَ حَافِظًا؟ كَمْ كَانَ يَحْفَظُ؟ قَالَ شَيْئًا كَثِيرًا. قَالَ: أَكَانَ يَحْفَظُ عَشْرَةَ آلَافٍ؟ قَالَ: عَشْرَةَ آلَافٍ وَعَشْرَةَ آلَافٍ وَعَشْرَةَ آلَافٍ، فَقَالَ أَبِي: هَذَا كَانَ مِثْلَ وَكَيْعٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন: আমার পিতা দাউদ ইবনু আমর আদ-দাঙীকে জিজ্ঞাসা করেন, আর আমি শুনছিলাম: ইসমাইল ইবনু আইয়াশ কি তোমাদের কাছে এই হাদিসগুলো তাঁর মুখস্থ শক্তি দিয়ে বর্ণনা করতেন? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি কখনোই তাঁর সাথে কোনো কিতাব দেখিনি।’ আমার পিতা তাকে বললেন, ‘তিনি কি আসলেই হাফিয ছিলেন? তিনি কতটুকু মুখস্থ রাখতেন?’ তিনি বললেন, ‘অনেক কিছু।’ আমার পিতা বললেন, ‘তিনি কি দশ হাজার মুখস্থ রাখতেন?’ তিনি বললেন, ‘দশ হাজার, আর দশ হাজার, আর দশ হাজার।’ তখন আমার পিতা বললেন, ‘ইনি ওয়াকী’র মতোই ছিলেন।’

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَحْفَظُ خَمْسَةَ وَعَشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ بِإِسْنَادِهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَحْفَظُ لِلشَّامِيِّينَ عَشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ. وَقَالَ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ: كَانَ عِنْدَ هُشَيْمٍ عَشْرُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ. وَقَالَ الْأَجْرِيُّ: كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ يَحْفَظُ عَشْرَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ.

ইয়াযীদ ইবনু হারুন বলেন: আমি পঁচিশ হাজার হাদিস সনদসহ মুখস্থ জানি, এতে কোনো গর্ব নেই, আর শামবাসীদের সূত্রে বর্ণিত বিশ হাজার হাদিস মুখস্থ জানি। ইয়াকুব আদ-দাওরাকী বলেন: হুশাইমের কাছে বিশ হাজার হাদিস ছিল। আল-আজুরী বলেন: উবাইদুল্লাহ ইবনু মু'আয আল-আনবারী দশ হাজার হাদিস মুখস্থ রাখতেন।

[তৃতীয় ফায়দা: পরিভাষাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা]

তৃতীয় ফায়দা: শাইখুল ইসলাম বলেন: যারা পরিভাষাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন

الإصطلاح القاضي أبو محمد الرامهرمزي، فعمل كتابه "المحدث الفاصل" لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله التيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجاً، وأبقى فيه أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتاباً سبأه: "الكفاية" وفي آدابها كتاباً سبأه: "الجامع لإداب الشيخ والسامع"، وقلَّ فنٌّ من فنون الحديث إلا وقد صنّف فيه كتاباً مفرداً، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كلُّ من أنصف علمه أن المحدثين بعده عيالٌ على كتبه، ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه "الإلماع"، وأبو حفص البيهقي جزء "ما لا يسع المحدث جهله" وغير ذلك.

إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق فجمع لهما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملأه شيئاً فشيئاً، واعتنى بتصانيف الخطيب المفارقة فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب فوائد، فاجتمع في كتابه ما تفرّق في غيره؛ فلهذا عكف الناس عليه، فلا يحصى كم ناظم له، ومختصر ومُستدرك عليه، ومقتصر، ومعارض له، ومُنْتَصِر.

قال: إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب: بأن يذكر ما يتعلّق بالمتن وحده، وما يتعلّق بالسند وحده، وما يشتركان فيه معاً؛ وما

পরিভাষা সংক্রান্ত কাজে কাজী আবু মুহাম্মাদ আর-রামাহরমুযী, তাঁর গ্রন্থ "আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল" রচনা করেন, কিন্তু তিনি তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। আর আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ আন-নিসাবুরী [কাজ করেন], কিন্তু তাঁর গ্রন্থকে পরিশীলিত বা বিন্যস্ত করা হয়নি। এরপর আবু নু'আইম আল-আসফাহানী তাঁর গ্রন্থের উপর একটি মুস্তাখরাজ রচনা করেন, এবং তাতে কিছু বিষয় সমালোচকদের জন্য রেখে দেন। অতঃপর তাদের পরে এসেছিলেন আল-খাতীব আল-বাগদাদী, যিনি রেওয়ায়েতের নীতিমালার উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দেন: "আল-কিফায়া", এবং এর আদব-কায়দার উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দেন: "আল-জামি"

লি আদাবিশ শাইখ ওয়াস সামি"। হাদীসশাস্ত্রের এমন খুব কমই শাখা ছিল যার উপর তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেননি। তাই হাফিয আবু বকর ইবনে নুকতা যেমনটি বলেছেন: "যে কেউ ইনসাফ করবে, সে জানবে যে তার পরের মুহাদ্দিসগণ তার গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভরশীল।" এরপর তাঁর পরবর্তীকালে কাজী আইয়ায তাঁর গ্রন্থ "আল-ইলমা" সংকলন করেন, এবং আবু হাফস আল-মায়ানাজী "মা লা ইয়াসা" আল-মুহাদ্দিসা জাহলুহ" নামক অংশ এবং অন্যান্য [গ্রন্থ সংকলন করেন]।

অবশেষে যখন দামেস্কের বাসিন্দা হাফিয ইমাম তাক্বী উদ্দীন আবু আমর উসমান ইবনুস সালাহ আশ-শাহরাযূরী আল-আশরাফিয়া মাদ্রাসায় হাদীসের অধ্যাপনা শুরু করেন, তখন তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে পরিশীলিত করেন এবং ধীরে ধীরে তা মুখে মুখে লেখান। তিনি আল-খাতীবের বিক্ষিপ্ত রচনাগুলোর প্রতি মনোযোগ দেন এবং সেগুলোর উদ্দেশ্যগুলোকে একত্রিত করেন। তিনি এর সাথে অন্যান্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ উপকারী বিষয়াদি যোগ করেন। ফলে, যা অন্যদের মাঝে বিক্ষিপ্ত ছিল, তা তাঁর গ্রন্থে একত্রিত হলো। এ কারণেই মানুষ তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কতজন যে এর উপর নজম (পদ্য) রচনা করেছে, সংক্ষিপ্ত করেছে, সংযোজন করেছে, সীমিত করেছে, বিরোধিতা করেছে এবং সমর্থন করেছে তা গণনা করা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন: "তবে এর বিন্যাসটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি: অর্থাৎ, যা শুধু মতন (হাদীসের মূল পাঠ) সম্পর্কিত, যা শুধু সনদ (বর্ণনাকারীদের ধারা) সম্পর্কিত, এবং যা উভয়টির সাথে যৌথভাবে সম্পর্কিত, সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এবং যা

(ص: 45) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

يَخْتَصُّ بِكَيْفِيَّةِ التَّحْمِلِ وَالْأَدَاءِ وَحَدَهُ، وَمَا يَخْتَصُّ بِصِفَاتِ الرُّوَاةِ وَحَدَهُ لِأَنَّهُ جَمَعَ
مُتَفَرِّقَاتِ هَذَا الْفَنِّ مِنْ كُتُبٍ مُطَوَّلَةٍ فِي هَذَا الْحَجْمِ اللَّطِيفِ، وَرَأَى أَنَّ تَحْصِيلَهُ وَإِقْلَاعَهُ
إِلَى طَالِبِيهِ أَهَمُّ مِنْ تَأْخِيرِ ذَلِكَ، إِلَى أَنْ تَحْصَلَ الْعِنَايَةُ التَّامَّةُ بِحُسْنِ تَرْتِيبِهِ.
وَقَدْ تَبَعَهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْعِرَاقِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ
وَعِزُّهُ جَمَاعَةٌ، كَابْنِ جَمَاعَةٍ وَالتَّبْرِيزِيُّ وَالطَّبِيبِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.

[الفائدة الرَّابِعَةُ أَنْوَاعُ عُلُومِ الْحَدِيثِ كَثِيرَةٌ لَا تُعَدُّ]
الرَّابِعَةُ: اَعْلَمْ أَنَّ أَنْوَاعَ عُلُومِ الْحَدِيثِ كَثِيرَةٌ لَا تُعَدُّ، قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِ "
الْعَجَالَةِ": "عِلْمُ الْحَدِيثِ يَشْتَبِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ تَبْلُغُ مِائَةً، كُلُّ

এটি কেবলমাত্র তাহামুল (হাদীস গ্রহণ) ও আদায়ের (হাদীস বর্ণনা) পদ্ধতি এবং কেবল রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) গুণাবলী বিষয়ে বিশেষায়িত। কারণ এটি এই ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রন্থে এ ফনের (শাস্ত্রের) বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি বিস্তারিত গ্রন্থাবলি থেকে সংকলন করেছে। এবং তিনি এর সংগ্রহ ও তা এর অন্বেষণকারীদের কাছে পেশ করাকে, এর উত্তম বিন্যাসের প্রতি পূর্ণ যত্ন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন।

এবং এই বিন্যাসে একদল বিদ্বান তাঁর অনুসরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুসান্নিফ (গ্রন্থকার), ইবনে কাসির, ইরাকী, বুলকিনী এবং ইবনে জামাআ, তাবরিযী, তীবী ও যারকাশী সহ অন্যান্যরা।

[চতুর্থ ফায়দা: হাদীস শাস্ত্রের প্রকারভেদ অসংখ্য ও অগণিত]

চতুর্থত: জেনে রাখুন যে, হাদীস শাস্ত্রের প্রকারভেদ অসংখ্য ও অগণিত। হাযিমী তাঁর "আল-উজালাহ" কিতাবে বলেছেন: "হাদীস শাস্ত্র অনেক প্রকারভেদ সম্বলিত যা একশত পর্যন্ত পৌঁছে, প্রতিটি...

(ص: 46) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

نَوْعٍ مِنْهَا عِلْمٌ مُسْتَقِلٌّ لَوْ أَنْفَقَ الطَّالِبُ فِيهِ عُمُرَهُ لَمَا أَدْرَكَ نِهَائَتَهُ.
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْهَا - وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ - خُمْسَةً وَسِتِّينَ، وَقَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ
بِآخِرِ الْمُسْكِنِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّنْوِيعِ إِلَى مَا لَا يُحْصَى إِذْ لَا تُحْصَى أَحْوَالُ رَوَاةِ
الْحَدِيثِ، وَصِفَاتُهُمْ، وَأَحْوَالُ مُتَوْنِ الْحَدِيثِ، وَصِفَاتُهَا، وَمَا مِنْ حَالَةٍ مِنْهَا وَلَا صِفَةٍ
إِلَّا وَهِيَ بِصَدَدٍ أَنَّ تَفَرَّدَ بِالذِّكْرِ وَأَهْلُهَا، فَإِذَا هِيَ نَوْعٌ عَلَى حَيَالِهِ. اهـ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدْ أَحَلَّ بِأَنْوَاعٍ مُسْتَعْمَلَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ: مِنْهَا الْقَوِيُّ وَالْجَيِّدُ
وَالْمَعْرُوفُ وَالْمَحْفُوظُ وَالْمُجَوَّدُ وَالثَّابِتُ وَالصَّالِحُ.

وَمِنْهَا فِي صِفَاتِ الرُّوَاةِ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ، كَمَنْ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّوَايِ عَنْهُ، وَكَمَنْ اتَّفَقَ
اسْمُهُ وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ أَوْ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، أَوْ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ،
وَعَبَّرَ ذَلِكَ.

وَاسْتَدْرَكَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَحَاسِنِ الْإِصْطِلَاحِ خَمْسَةَ أَنْوَاعٍ أُخَرَ غَيْرَ مَا ذَكَرَ، وَسَيَأْتِي الْإِحَاقُ
كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَيْضًا أَحْكَامَ أَنْوَاعٍ فِي ضَمَنِ نَوْعٍ مَعَ إِمْكَانٍ إِفْرَادِهَا بِالذِّكْرِ،
كَذِكْرِهِ فِي نَوْعِ الْمُعْضَلِ أَحْكَامَ الْمُعَلَّقِ وَالْمُعْنَعِ، وَهَبَا نَوْعَانِ مُسْتَقْلَلَانِ أَفْرَدَهُمَا ابْنُ
جَمَاعَةَ، وَذَكَرَ الْغَرِيبَ وَالْعَزِيزَ وَالْمَشْهُورَ وَالْمُتَوَاتِرَ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ.

এর প্রতিটি প্রকার একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র; যদি কোনো শিক্ষার্থী এতে তার জীবন ব্যয় করে, তবুও সে এর শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না।

ইবনুস সালাহ এর মধ্যে পঁয়ষট্টিটি প্রকারের উল্লেখ করেছেন – এবং গ্রন্থকারও তাঁকে অনুসরণ করেছেন – এবং তিনি বলেছেন: এটি এর সম্ভাব্য শেষ সীমা নয়; কারণ এটি অগণিত প্রকারে বিভক্ত হওয়ার যোগ্য, যেহেতু হাদীসের বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও তাদের গুণাবলী অগণিত, এবং হাদীসের মতনসমূহের অবস্থা ও সেগুলোর গুণাবলীও (অগণিত)। এমন কোনো অবস্থা বা গুণ নেই যা পৃথকভাবে উল্লেখ করা এবং তার নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে গণ্য করা যায়।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: তিনি (ইবনুস সালাহ) হাদীস বিশারদদের নিকট প্রচলিত কতিপয় প্রকারের উল্লেখ বাদ দিয়েছেন: সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: ‘ক্বাওয়া’ (শক্তিশালী), ‘জাইয়িদ’ (উত্তম), ‘মা’রুফ’ (সুপরিচিত), ‘মাহফুয’ (সংরক্ষিত), ‘মুজাওয়াদ’ (উন্নত), ‘ছাবিত’ (সুপ্রতিষ্ঠিত) এবং ‘সালিহ’ (সঠিক/গ্রহণযোগ্য)।

এবং বর্ণনাকারীদের গুণাবলী সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যেমন যার শাইখের নাম এবং তাঁর থেকে বর্ণনাকারীর নাম একই; এবং যার নাম, তার শাইখের নাম ও তার শাইখের শাইখের নাম একই; অথবা যার নাম, তার পিতার নাম ও তার দাদার নাম একই; অথবা যার নাম ও কুনিয়াত (উপাধি) একই; এবং এজাতীয় অন্যান্য বিষয়।

আল-বুলকীনি তাঁর 'মাহাসিনুল ইসতিলাহ' গ্রন্থে উল্লিখিত (প্রকার) ছাড়াও আরও পাঁচটি প্রকারের সংযোজন করেছেন, এবং ইন শা আল্লাহ তায়ালা, সেগুলোর সবগুলোর সংযুক্তি (পরে) আসবে।

ইবনুস সালাহ এমন কিছু প্রকারের বিধানও একটি প্রকারের অধীনে উল্লেখ করেছেন, যদিও সেগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা সম্ভব ছিল, যেমন তিনি 'মু'দাল' (المعضل) প্রকারের অধীনে 'মু'আল্লাক' (المعلق) ও 'মু'আনআন' (المعنن) এর বিধান উল্লেখ করেছেন, অথচ এগুলো দুটি স্বতন্ত্র প্রকার যা ইবনু জামাআহ পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি 'গরীব' (الغريب), 'আজিজ' (العزیز), 'মাশহুর' (المشهور) ও 'মুতাওয়াতির' (المتواتر) একটি প্রকারের অধীনে উল্লেখ করেছেন।

(ص: 47) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، وَوَقَعَ لَهُ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ تَعَدُّ أَنْوَاعٍ وَهِيَ مُتَّحِدَةٌ، وَالْمُصَرِّفُ تَابِعٌ لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَهَذَا حِينَ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ. فَأَقُولُ:

আর তা চারটি, এবং তার ক্ষেত্রে এর বিপরীতটি ঘটেছে, আর তা হলো প্রকারসমূহের বহুত্ব অথচ সেগুলো একীভূত। আর গ্রন্থকার এ সব বিষয়ে তাঁর অনুসারী, এবং এর ব্যাখ্যা শীঘ্রই আসবে, যদি আল্লাহ তা'আলা চান।

আর এই হল উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রবেশ করার সময়, উপাস্য বাদশাহর (আল্লাহর) সাহায্যে।
সুতরাং আমি বলছি:

(ص: 48) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[مقدمة النووي] [الروايات الواردة في الابتداء بالبسملة]

بسم الله الرحمن الرحيم

[تدريب الراوي]

أَخْبَرَنِي شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاضِي الْقَضَاةِ عَلَمُ الدِّينِ صَالِحُ بْنُ شَيْخِ
الْإِسْلَامِ سِرَاجِ الدِّينِ عُمَرَ بْنِ رَسْلَانَ الْبُلْقِينِيَّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِجَازَةً مِنْهُمْ، كُلُّهُمْ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ التَّنُوخِيِّ، أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ الْعَطَّارِ الدِّمَشْقِيَّ أَخْبَرَهُ
قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَاوِيُّ قَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ)، أَبِي أَبَدًا امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ»، رَوَاهُ الرَّهَّالِيُّ فِي الْأَرْبَعِينَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ.

وَتَصْدِيرُ الِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَهُ بِهَا مَشْهُورٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

[ইমাম নববীর ভূমিকা] [বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার বিষয়ে বর্ণিত বর্ণনা সমূহ]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

[তাদরীবুর রাবী]

আমাদের শায়খ, শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন, ক্বাযীউল কুযাত আলাউদ্দীন সালিহ ইবনে শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন উমার ইবনে রাস্মান আল-বুলক্বীনী আমাকে অবহিত করেছেন, এবং তাদের থেকে আরও অনেকে ইজাযাতের মাধ্যমে, তাঁরা সকলেই আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আহমদ আত-তানূখী থেকে, যে, আবুল হাসান ইবনে আল-আত্তার আদ-দিমাশক্বী তাকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে শায়খুল ইসলাম হাফিয আবু যাকারিয়া আন-নববী অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন: (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)। অর্থাৎ, আমি শুরু করছি তাঁর বাণী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যে: «প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দ্বারা শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ (বরকতহীন)।» এটি রূহাবী তার আল-আরবাঈন কিতাবে আবু হুরায়রাহ (রা) এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাঁর পত্রাদি বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য গ্রন্থে প্রসিদ্ধ।

[تدريب الراوي]

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ وَهْبٍ الْجَنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ: «هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ إِلَّا كَمَا بَيْنَ سَوَادِ الْعَيْنِ وَبَيَاضِهَا مِنَ الْقُرْبِ» .

قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ الْمُعَاذِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَرَبَ الْغَيْمُ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَسَكَتَ الرِّيحُ، وَهَاجَ الْبَحْرُ، وَأَصْغَتِ الْبَهَائِمُ بِأَذَانِهَا، وَرُجِمَتِ الشَّيَاطِينُ، وَحَلَفَ اللَّهُ بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ أَنْ لَا يُسَيِّ اسْمُهُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بَارَكَ فِيهِ» .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحَلِيَّةِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: «أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَسْلَمَتْهُ أُمُّهُ إِلَى الْكِتَابِ لِتُعَلِّمَهُ، فَقَالَ لَهُ الْمُعَلِّمُ: اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ لَهُ عِيسَى: وَمَا بِاسْمِ اللَّهِ؟ قَالَ الْمُعَلِّمُ: لَا أُدْرِي، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: الْبَاءُ بِهَاءِ اللَّهِ، وَالسِّينُ سَنَاءُوهُ وَالْيَمِيمُ مَمْلَكَتُهُ، وَاللَّهُ إِلَهُ الْآلِهَةِ.

আল-হাকিম তাঁর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং ইবনু আবি হাতিম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে জাফর ইবনু মুসাফির থেকে, তিনি যায়দ ইবনু মুবারাক আস-সান'আনী থেকে, তিনি বিলাল ইবনু ওয়াহাব আল-জানাদী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসমান ইবনু আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "এটি আল্লাহর নামসমূহের একটি। আর এর এবং আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নামের মধ্যে তেমন দূরত্ব নেই, যেমন চোখের কালো অংশ ও সাদা অংশের মধ্যে নৈকট্য থাকে।"

আল-হাকিম বলেছেন: এর সনদ সহীহ।

ইবনু মারদাওয়াইহ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আব্দুল কাবীর ইবনু মু'আফা ইবনু ইমরান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি উমার ইবনু যার থেকে, তিনি আতা ইবনু আবি রাবাহ থেকে, তিনি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: "যখন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অবতীর্ণ হলো, মেঘমালা প্রাচ্যের দিকে পলায়ন করল, বাতাস শান্ত হলো, সমুদ্র উদ্বেলিত হলো, চতুষ্পদ জন্তুরা তাদের কান পেতে শুনল, শয়তানদেরকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো, এবং আল্লাহ তাঁর ইজ্জত ও জালালিয়্যাতের কসম করে বললেন যে, তাঁর নাম কোন কিছুর উপর উল্লেখ করা হলে তাতে তিনি বরকত দেবেনই।"

ইবনু জারীর এবং ইবনু মারদাওয়াইহ তাঁদের নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে, এবং আবু নু'আইম 'আল-হিলইয়া' গ্রন্থে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনু ইয়াহিয়া থেকে, তিনি মিস'আর থেকে, তিনি আতিয়া থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "ঈসা ইবনু মারিয়ামকে তাঁর মা শিক্ষার জন্য কুততাবে (মক্তবে) সমর্পণ করলেন। শিক্ষক তাকে বললেন: 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখো। ঈসা তাকে বললেন: 'বিসমিল্লাহ' মানে কী? শিক্ষক বললেন: আমি জানি না। তখন ঈসা তাকে বললেন: 'বা' (ب) হলো আল্লাহর সৌন্দর্য (বাহা), 'সীন' (س) হলো তাঁর মহিমা (সানা'), এবং 'মীম' (م) হলো তাঁর রাজত্ব (মামলাকা)। আর 'আল্লাহ' (الله) হলেন সকল উপাস্যের উপাস্য (ইলাহুল আলিহা)।

[تدريب الراوي]

وَالرَّحْمَنُ رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالرَّحِيمُ رَحِيمُ الْآخِرَةِ»، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَقَدْ يَكُونُ صَحِيحًا مَوْقُوفًا أَوْ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ لَا مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ بَشْرِ بْنِ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي رَوْحٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اللَّهُ ذُو الْأُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ، وَالرَّحْمَنُ - الْفَعْلَانُ - مِنَ الرَّحْمَةِ، وَالرَّحِيمُ الرَّفِيقُ بِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْحَمَهُ، وَالْبَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُضْعِفَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ، وَبَشَرٌ ضَعِيفٌ، وَالضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأُسْنَدُ ابْنِ جَرِيرٍ عَنِ الْعَزْزَمِيِّ قَالَ: الرَّحْمَنُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، الرَّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَأُسْنَدُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: اللَّهُ هُوَ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ.

[তারবীদ আল-রাবী]

এবং 'আর-রাহমান' (পরম করুণাময়) দুনিয়া ও আখিরাতের পরম করুণাময়, এবং 'আর-রাহীম' (পরম দয়ালু) আখিরাতের পরম দয়ালু।" এবং এই হাদিসটি অত্যন্ত গরীব (বিরল) ধরণের।

ইবনে কাসীর বলেন: এটি সহীহ মাওকুফ (সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) হতে পারে অথবা ইসরাঈলিয়াত (ইহুদী ও খ্রিস্টান সূত্র থেকে আগত বর্ণনা) থেকে, মারফু' (নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) বর্ণনা থেকে নয়।

ইবনে জারীর বিশর ইবনে উমারা, তিনি আবু রাওক, তিনি আদ-দাহহাক, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপর উলূহিয়াত (প্রভুত্ব) ও 'উবুদিয়াত (দাসত্ব) এর অধিকারী। এবং 'আর-রাহমান' – (আরবি ব্যাকরণের) 'ফা'লান' ওজনের একটি শব্দ – যা 'রাহমাহ' (করুণা) থেকে এসেছে। এবং 'আর-রাহীম' (দয়ালু) হলেন তিনি, যিনি যাকে দয়া করতে চান তার প্রতি কোমল। এবং যিনি যাকে শাস্তি

কঠোর করতে চান তার প্রতি কঠিন ও প্রবল। আর বিশর দুর্বল (হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে) এবং দাহহাক ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে শোনেননি।

ইবনে জারীর আল-'আরযামী থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: 'আর-রাহমান' সমস্ত সৃষ্টির জন্য, 'আর-রাহীম' মুমিনদের জন্য। এবং ইবনে আবি হাতিম জাবির ইবনে যায়িদ থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: 'আল্লাহ' হলো ইসমে আ'যম (সর্বশ্রেষ্ঠ নাম)।

(ص: 51) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْحَمْدُ لِلَّهِ

-

[تدريب الراوي]

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا} [مريم: 65] قَالَ: لَا أَحَدٌ يُسَيِّئُ لِلَّهِ.

وَأَسْنَدَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: الرَّحْمَنُ اسْمٌ مَمْنُوعٌ، أَيْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَتَسَيَّئَ بِهِ.

وَأَسْنَدَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا قَالَ: الرَّحِيمُ اسْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ أَنْ يَنْتَحِلُوهُ، تَسَيَّ بِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَبِهَذِهِ الْأَثَارِ عَرَفْتُ مُنَاسَبَةَ جَمِيعِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ.

[الروايات الواردة في الابتداء بالحمدلة]

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ، وَالذَّيْلِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَدَبِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ، مَا شَكَرَ اللَّهُ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهُ».

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَعَانَ قَالَ: «سُرِقَتْ نَاقَةٌ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدْعَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْتُنِي
رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيَّ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

-

[তাদরীবুর রাবী]

বায়হাকী ও অন্যান্যরা ইবনে আব্বাস থেকে তাঁর (আল্লাহর) বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন:
{তুমি কি তাঁর কোনো সমনামধারী জানো?} [মারিয়াম: ৬৫]। তিনি বলেন: কেউ আল্লাহ নামে
নামকরণ হয় না।

ইবনে জারীর হাসান বসরী থেকে সনদ সহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আর-রাহমান
একটি নিষিদ্ধ নাম, অর্থাৎ, কেউ এই নামে নাম ধারণ করতে পারে না।

ইবনে আবী হাতিম হাসান থেকেও সনদ সহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আর-রাহীম
এমন একটি নাম যা মানুষ নিজেদের জন্য গ্রহণ করতে পারে না, বরকতময় ও সুউচ্চ আল্লাহ
নিজেই এই নামে নাম ধারণ করেছেন।

এই বর্ণনাগুলো দ্বারা আপনি বাসমালার মধ্যে এই তিনটি নামেরই উপযোগিতা জানতে
পারলেন।

[হামদালার মাধ্যমে শুরু করা সংক্রান্ত বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ]

(আলহামদু লিল্লাহ) খাতাবী তাঁর 'গারীব' গ্রন্থে, দায়লামী তাঁর 'মুসনাদুল ফিরদাউস' গ্রন্থে এবং
বায়হাকী 'আল-আদাব' গ্রন্থে এমন একটি সনদ সহ বর্ণনা করেছেন যার বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত,
কিন্তু তা মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), ইবনে আমর থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন: «সমস্ত প্রশংসা হলো শুকরিয়ার প্রধান অংশ, যে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করে না, সে
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।»

তাবারানী 'আল-আওসাত' গ্রন্থে একটি দুর্বল সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, নাওয়াস ইবনে
সাম'আন থেকে, তিনি বলেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আল-জাদআ'
নামক উটনীটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:
"যদি আল্লাহ তা আমাকে ফিরিয়ে দেন

[تدريب الراوي]

لَأَشْكُرَنَّ رَبِّي، فَرُدَّتْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، "فَنَظَرُوا هَلْ يُحْدِثُ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً؟ فَظَنُّوا أَنَّهُ نَسِيَ، فَقَالُوا لَهُ، قَالَ: "أَلَمْ أَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ؟".

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَدْ شَكَرْتَ اللَّهَ فَرَادَكَ».

وَأَسْنَدَ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَ الشُّكْرُ لِلَّهِ، وَالِاسْتِخْدَاءُ لِلَّهِ وَالْإِقْرَارُ بِنِعْمَتِهِ، وَابْتِدَاؤُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَأَسْنَدَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقٍ أَحْسَنَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ: شَكَرَنِي عَبْدِي.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا: «الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ».

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو، وَرَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ.

وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ».

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّنْسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ».

[তাদরীবুর রাবী]

আমি অবশ্যই আমার রবের শুকরিয়া আদায় করব।" তখন (তাকে) ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।" অতঃপর তারা দেখতে

লাগল, সে কি রোজা বা সালাত আদায় করছে? তারা মনে করল সে ভুলে গেছে। তখন তারা তাকে বলল। তিনি বললেন, "আমি কি আলহামদুলিল্লাহ বলিনি?"

ইবনু জারীর দুর্বল সূত্রে হাকাম ইবনু উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, যার সাহচর্য ছিল (অর্থাৎ তিনি সাহাবী ছিলেন)। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তুমি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' (সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য) বলবে, তখন তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলে এবং তিনি তোমাকে বাড়িয়ে দেবেন।" এবং দাহহাকের সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আলহামদুলিল্লাহ" হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, আল্লাহর প্রতি বিনীত হওয়া, তাঁর নেয়ামত স্বীকার করা এবং এর সূচনা (অর্থাৎ প্রশংসা দ্বারা কোনো কাজ শুরু করা) ও অন্যান্য বিষয়।

ইবনু আবী হাতিম তার চেয়ে উত্তম সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আলহামদুলিল্লাহ" হলো শোকরের বাণী। যখন কোনো বান্দা বলে: "আলহামদুলিল্লাহ", তখন আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দা আমার শুকরিয়া আদায় করেছে।"

সহীহ মুসলিম-এ আবু মালিক আল-আশ'আরী থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

"আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) মীযানকে (দাঁড়িপাল্লাকে) পূর্ণ করে দেয়।"

আর তিরমিযী এটি ইবনু 'আমর এবং বানী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ ইবনু হিব্বান এবং তিরমিযী-তে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে: "সর্বোত্তম যিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই) এবং সর্বোত্তম দু'আ হলো 'আলহামদুলিল্লাহ'।"

ইবনু হিব্বান, আবু দাউদ ও নাসায়ী আবু হুরায়রা থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

"গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি কাজ, যা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয়নি, তা অসম্পূর্ণ (বা বরকতহীন)।"

(ص: 53) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْفَتْحِ الْمَنَّانِ، ذِي الطَّوْلِ وَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ، الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ، وَفَضَّلَ دِينَنَا
عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ، وَمَحَا بِحَبِيبِهِ وَخَلِيلِهِ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ.

[تدريب الراوي]

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيحٍ مَرْفُوعًا: «إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ» .

[تفسير الفتاح والمنان وبيان معنى العبودية والخلة]

(الْفَتْح) صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ الْفَتْحِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ، قَالَ تَعَالَى: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} [الأعراف: 89] .

(الْمَنَانِ) صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ الْمَنِّ، بِمَعْنَى الْكَثِيرِ الْإِنْعَامِ، وَسَيَأْتِي فِي النَّوعِ الْخَامِسِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي أَثَرِ مُسْلَسٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ.
(ذِي الطَّوْلِ) كَمَا وَصَفَ تَعَالَى بِذَلِكَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَفَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، بِذِي السَّعَةِ وَالْغِنَى.

(وَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ) بِأَنْ هَدَانَا إِلَيْهِ وَوَفَّقَنَا لَهُ.

১-ফাত্তাহ, আল-মান্নান, যিনি অসীম অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব ও দয়ার অধিকারী; যিনি আমাদের প্রতি ঈমানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, এবং আমাদের দ্বীনকে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, এবং তাঁর প্রিয়, অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রতিমা পূজা নির্মূল করেছেন।

[তারিবুর রাবী]

আহমদ ও নাসায়ী আসওয়াদ ইবনে সারী'র হাদিস থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন:
«নিশ্চয়ই তোমার রব প্রশংসা পছন্দ করেন।»

[আল-ফাত্তাহ ও আল-মান্নানের ব্যাখ্যা এবং দাসত্ব ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের অর্থ]

(আল-ফাত্তাহ) 'ফাতহ' থেকে গঠিত মুবালাগা-এর রূপ, যার অর্থ বিচার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: {হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করুন, আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ বিচারক।} [আল-আ'রাফ: ৮৯]

(আল-মান্নান) 'মান্ন' থেকে গঠিত মুবালাগা-এর রূপ, যার অর্থ প্রচুর অনুগ্রহকারী। এবং পঁয়তাল্লিশতম প্রকারভেদে আলী (রা) থেকে বর্ণিত একটি মুসালাসাল আছার (বর্ণনা) অনুসারে আসবে যে, তিনিই, যিনি চাওয়ার আগেই দান শুরু করেন।

(যি-ত-তাওলি) যেমন আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিজের বর্ণনা করেছেন তাঁর কিতাবে। এবং ইবনে আবী হাতিম কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরে ইবনে আব্বাস এর ব্যাখ্যা করেছেন প্রাচুর্য ও সম্পদের অধিকারী হিসেবে।

(এবং অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব, যিনি আমাদের প্রতি ঈমানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন) এই পথে আমাদের হেদায়েত দিয়ে এবং এর জন্য আমাদের সামর্থ্য দান করে।

(ص: 54) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَفَضَّلَ دِينَنَا) وَهُوَ الْإِسْلَامُ (عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ) كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْمَشْهُورَةُ.
(وَمَحَا بِحَبِيبِهِ وَخَلِيلِهِ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ) أَيْ
الْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا كُفَّارُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي زَمَنِ الْفِتْرَِةِ بَعْدَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا أَرْبَعَ صِفَاتٍ مِنْ أَشْرَفِ أَوْصَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالْحَبِيبُ وَرَدَ
فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ». .
وَرَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَبْرَأُ
إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ، وَلَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَإِنَّ
صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ». .

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي تَفْسِيرِ الْخُلَّةِ وَاشْتِقَاقِهَا، فَقِيلَ: الْخَلِيلُ الْمُنْقَطِعُ إِلَى اللَّهِ بِلَا مَرِيَّةٍ،
وَقِيلَ الْمُخْتَصُّ بِهِ، وَقِيلَ الصَّفِيُّ الَّذِي يُؤَالِي فِيهِ وَيُعَادِي فِيهِ، وَقِيلَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَأَصْلُ الْمَحَبَّةِ الْمَيْلُ، وَهِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تَبْكِينُهُ لِعَبْدِهِ مِنَ السَّعَادَةِ وَالْعِصَةِ،
وَتَهْيِئَةُ أَسْبَابِ الْقُرْبِ، وَإِفَاضَةُ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِ، وَكَشْفُ الْحُجُبِ عَنْ قَلْبِهِ، وَالْأَكْثَرُ عَنْ
أَنَّ دَرَجَةَ الْمَحَبَّةِ أَرْفَعُ، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى ثُبُوتَ الْخُلَّةِ
لِغَيْرِ رَبِّهِ، وَاثْبَتَ الْمَحَبَّةَ

[তাদরিবুর রাবী]

(এবং আমাদের ধর্মকে) যা ইসলাম (অন্যান্য সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন),
যেমনটি এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

(এবং তাঁর প্রিয়তম, তাঁর বন্ধু, তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
মাধ্যমে প্রতিমা পূজা বিলুপ্ত করেছেন) অর্থাৎ সেইসব মূর্তি যা জাহিলিয়াতের কাফিররা ঈসা
আলাইহিস সালাম-এর পরবর্তী ফাতরা (নবীবিহীন বিরতি) কালে পূজা করত। গ্রন্থাকার
এখানে তাঁর (সা.) চারটি শ্রেষ্ঠ গুণাবলি উল্লেখ করেছেন: কারণ 'হাবীব' (প্রিয়তম) শব্দটি
তিরমিযী ও অন্যান্যদের হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:
«সাবধান! আমি আল্লাহর হাবীব, এতে কোনো গর্ব নেই।»

আহমদ ও অন্যান্যরা ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে
বর্ণনা করেছেন: «আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে মুক্ত। যদি আমি কাউকে বন্ধু (খলীল)
বানাতাম, তবে আবু বকরকে খলীল বানাতাম। নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আল্লাহর খলীল
(বন্ধু)।»

এবং 'খুল্লাহ' (গভীর বন্ধুত্ব) এর ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ
বলেছেন: খলীল হলেন তিনি যিনি নির্দিধায় আল্লাহর প্রতি নিবেদিত। কেউ বলেছেন: যিনি তাঁর
সাথে বিশেষভাবে জড়িত। কেউ বলেছেন: তিনি পবিত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর জন্য বন্ধুত্ব করেন এবং
তাঁর জন্য শত্রুতা করেন। এবং কেউ বলেছেন: তাঁর মুখাপেক্ষী।

এবং মুহাব্বত (ভালোবাসা)-এর মূল অর্থ হলো প্রবণতা। আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এর
অর্থ হলো, তিনি তাঁর বান্দাকে সৌভাগ্য ও নিষ্পাপতা দান করেন, এবং তাঁর নৈকট্য লাভের
উপায় প্রস্তুত করেন, তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর অন্তর থেকে আবরণ উন্মোচন
করেন। অধিকাংশের মতে, মুহাব্বতের মর্যাদা উচ্চতর। কেউ কেউ এর বিপরীত বলেছেন;

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালক ব্যতীত অন্যের জন্য 'খুল্লাহ' এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, তবে 'মুহাব্বত' এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

(ص: 55) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

لِفَاطِمَةَ وَابْنِهَا وَأُسَامَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ، وَالْعَبْدُ: مِنْ أَشْرَفِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ. أَسْنَدَ الْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ عَنِ الدَّقَاقِ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، وَلَا اسْمٌ أَتَمُّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبُعْرَاجِ - وَكَانَ أَشْرَفَ أَوْقَاتِهِ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} [الإسراء: 1] {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ} [النجم: 10]، وَلَوْ كَانَ اسْمٌ أَجَلَ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ لَسَمَّاهُ بِهِ. وَأَسْنَدَ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: الْعُبُودِيَّةُ أَتَمُّ مِنَ الْعِبَادَةِ، فَأَوْلَا عِبَادَةً وَهِيَ لِلْعَوَامِّ، ثُمَّ عُبُودِيَّةٌ وَهِيَ لِلْخَوَاصِّ، ثُمَّ عُبُودِيَّةٌ وَهِيَ لِلْخَوَاصِّ الْخَوَاصِّ. وَفِي الْمُسْنَدِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ مَلَكًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ؛ أَفَبَلِّغُكَ نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ فَقَالَ جَبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ، يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: " بَلْ عَبْدًا رَسُولًا » .

[তাদরীবুর রাবী]

ফাতিমা, তাঁর পুত্র, উসামা এবং অন্যান্যদের জন্য। এবং বলা হয়েছে যে, তারা উভয়ই সমান। আর বান্দা (আল-আবদ) হলো সৃষ্টজীবের সবচেয়ে মহিমাম্বিত গুণাবলীর একটি। কুশাইরি তাঁর 'রিসালা' গ্রন্থে দাক্কাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: দাসত্বের (আল-উবুদিয়াহ) চেয়ে মহিমাম্বিত আর কিছু নেই এবং মুমিনের জন্য এর চেয়ে পরিপূর্ণ কোনো নাম নেই। আর এই কারণেই মেরাজের রাতে তাঁর (সা.) গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে—যা তাঁর জীবনের

সবচেয়ে মহিমাম্বিত সময় ছিল—আল্লাহ বলেছেন: {পবিত্র ও মহিমাম্বিত তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন} [আল-ইসরা: ১], {অতঃপর তিনি তাঁর বান্দার প্রতি ওহী করলেন যা করার ছিল} [আন-নাজম: ১০]। যদি দাসত্বের চেয়ে আরও মহিমাম্বিত কোনো নাম থাকত, তবে তিনি তাঁকে সেই নামেই ডাকতেন।

এবং তাঁর (দাক্কাকের) সূত্রে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: দাসত্ব (আল-উবুদিয়াহ) ইবাদতের (আল-ইবাদাহ) চেয়ে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। প্রথমে হলো ইবাদত, যা সাধারণ মানুষের জন্য; এরপর হলো দাসত্ব, যা বিশেষ (খাওয়াস) শ্রেণির মানুষের জন্য; তারপর হলো (আরও গভীর) দাসত্ব, যা বিশেষদেরও বিশেষ (খাওয়াসুল খাওয়াস) শ্রেণির মানুষের জন্য।

মুসনাদ (গ্রন্থ) এবং অন্যান্য গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে: “একবার একজন ফেরেশতা নবী (সা.) এর কাছে এসে বললেন: ‘নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন; তিনি কি আপনাকে ফেরেশতা-নবী বানাবেন, নাকি বান্দা-রাসূল?’ তখন জিবরীল (আ.) বললেন: ‘হে মুহাম্মদ, আপনার রবের প্রতি বিনয়ী হোন।’ তিনি (নবী সা.) বললেন: “বরং একজন বান্দা-রাসূল।””

(ص: 56) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَخَصَّهُ بِالْمُعْجَزَةِ وَالسَّنَنِ الْمُسْتَمِرَّةِ عَلَى تَعَاقِبِ الْأَزْمَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَآلِ كُلِّ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ، وَمَا تَكَرَّرَتْ حِكْمُهُ وَذِكْرُهُ، وَتَعَاقِبِ الْجَدِيدَانِ.

[تدريب الراوي]

وَالْأَشْهَرُ فِي مَعْنَى الرَّسُولِ أَنَّهُ إِنْسَانٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ، فَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ فَنَبِيٌّ فَقَطْ، وَمِمَّنْ جَزَمَ بِهِ الْحَلِيبِيُّ، وَقِيلَ: وَكَانَ مَعَهُ كِتَابٌ، أَوْ نُسْخٌ لِبَعْضِ شَرْعٍ مِّنْ قَبْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَنَبِيٌّ فَقَطْ وَإِنْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ، فَالنَّبِيُّ أَعْمُ عَلَيْهِمَا، وَقِيلَ هُمَا بَعْنَى، وَهُوَ الْأَوَّلَى.

ثُمَّ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ دُونَ الْمَلَائِكَةِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَلِيبِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعْبِ وَالرَّازِيُّ وَالتَّنَسُفِيُّ فِي تَفْسِيرِيهِمَا.

وَنَقَلَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، مِنْهُمْ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكْتِهِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ،
وَالشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَاخْتَارَ الْبَارِزِيُّ وَالسُّبْكِيُّ أَنَّهُ
مُرْسَلٌ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَيْضًا، وَهُوَ اخْتِيَارِي وَقَدْ أَلْفَتْ فِيهِ كِتَابًا، وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي شَرْحِ
اسْمِهِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ بَسَطْنَاهُ فِي شَرْحِ الْأَسْمَاءِ النَّبَوِيَّةِ.

[إدخاله في الصلاة سائر الأنبياء ومن هم آل النبي]
(وَخَصَّهُ بِالْمُعْجَزَةِ) الْمُسْتَمِرَّةِ، أَيْ الْقُرْآنِ (وَالسُّنَنِ الْمُسْتَمِرَّةِ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَرْمَانِ) فِي
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ
وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَيْ اخْتَصَصْتُهُ مِنْ
بَيْنِهِمْ

এবং তাকে অলৌকিক নিদর্শন ও যুগ-যুগান্তরে অব্যাহত সুন্নাহ দ্বারা বিশেষিত করেছেন।
আল্লাহ তাঁর এবং অন্যান্য সকল নবীর উপর এবং প্রত্যেকের পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ
করুন যতক্ষণ দিন ও রাত পরিবর্তিত হয়, এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও স্মরণ পুনরাবৃত্ত হয়, এবং দিন ও
রাত আবর্তিত হয়।

[তাওদ্রিবুর রাবী]

রাসূলের অর্থের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত হলো যে, তিনি এমন একজন মানুষ যার প্রতি
শরীয়ত ওহী করা হয়েছে এবং তাকে তা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যদি তাকে
(প্রচার করতে) নির্দেশ না দেওয়া হয়, তবে তিনি কেবলই নবী। এ মতটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত
করেছেন হালিমী। এবং বলা হয়েছে: তাঁর সাথে কিতাব ছিল, অথবা তাঁর পূর্ববর্তী কারো
শরীয়তের কিছু অংশ বাতিলকারী বিধান ছিল। যদি তা না থাকে, তবে তিনি কেবলই নবী,
যদিও তাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং, উভয় মতানুসারে নবী শব্দটি
রাসূলের চেয়ে ব্যাপক। এবং বলা হয়েছে যে, উভয়টি (নবী ও রাসূল) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়,
আর এটিই অধিকতর সঠিক।

অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফেরেশতাদের ব্যতীত মানবজাতি ও জিনজাতির প্রতি প্রেরিত। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন হালিমী, বাইহাকী তাঁর 'আশ-শু'আব' গ্রন্থে এবং রায়ী ও নাসাফী তাঁদের তাফসীর গ্রন্থদ্বয়ে। এবং পরবর্তী আলেমগণ এটি বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাফিয আবুল ফাদল আল-ইরাকী তাঁর 'নুকাত আলা ইবনুল সালাহ' গ্রন্থে এবং শাইখ জালালুদ্দীন আল-মাহাল্লী তাঁর 'শরহ জাম'উল জাওয়ামি' গ্রন্থে। আর বারিজী ও সুবকী মত দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশতাদের প্রতিও প্রেরিত। এটি আমারও পছন্দ, আর আমি এ বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেছি। আর তাঁর 'মুহাম্মদ' নামের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা আমরা 'শরহুল আসমা আন-নাবাবিয়াহ' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

[তাঁর প্রতি দরুদে অন্যান্য নবী এবং নবীর পরিবার কারা, তা অন্তর্ভুক্ত করা]
(এবং তাকে অলৌকিক নিদর্শন দ্বারা বিশেষিত করেছেন) যা অব্যাহত, অর্থাৎ কুরআন (এবং যুগ-যুগান্তরে অব্যাহত সুন্নাহসমূহ দ্বারা)। সহীহাইন গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নবীগণের মধ্যে এমন কোন নবী নেই যাকে এমন নিদর্শন দেওয়া হয়নি যার অনুরূপ বিষয় দেখে মানুষ ঈমান এনেছে। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা হলো এমন ওহী যা আল্লাহ আমার প্রতি নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমি তাদের মধ্যে সর্বাধিক অনুসারী বিশিষ্ট হবো।" অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁকে (মুহাম্মদকে) অন্যান্য নবীদের মধ্য থেকে বিশেষিত করেছেন।

(ص: 57) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

بِالْقُرْآنِ الْمُعْجَزِ لِلْبَشَرِ، الْمُسْتَمِرِّ إِعْجَازُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمُعْجَزَاتِ فَإِنَّهَا انْقَضَتْ فِي وَقْتِهَا.

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَسَلَّم (وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَآلِ كُلِّ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ) أَيْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ، يُقَالُ: لَا أَفْعَلُهُ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ، الْوَاحِدُ مَلًا بِالْقَصْرِ (وَمَا تَكَرَّرَتْ حِكْمُهُ وَذِكْرُهُ وَتَعَاقَبَ الْجَدِيدَانِ) أَيْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَيْضًا قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: إِنَّ الْجَدِيدَيْنِ إِذَا مَا اسْتَوَلِيَا ... عَلَى جَدِيدِ أَدْنِيَاهُ لِلْبَلَى وَقِيلَ: هُمَا الْغَدَاةُ وَالْعَشِيُّ.

وَأَدْخَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّلَاةِ سَائِرِ النَّبِيِّينَ، لِحَدِيثٍ: «صَلُّوا عَلَى أَنْبِيََاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّهُمْ بُعِثُوا كَمَا بُعِثْتُ». أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ. وَآلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَقَارِبُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ فِي الصَّدَقَةِ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ».

—
হরীবুর রাবী [হাদীস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

মানুষের জন্য মু'জিয়াস্বরূপ কুরআন দ্বারা, যার মু'জিয়া কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, অন্যান্য মু'জিয়াগুলোর ব্যতিক্রম, কেননা সেগুলো তাদের নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হয়ে গেছে। (আল্লাহ তাঁর উপর) সালাত বর্ষণ করুন (এবং অন্যান্য সকল নবী ও তাঁদের বংশধরদের উপরও, যতদিন দুই 'মালাওয়ান' পরিবর্তিত হয়) অর্থাৎ রাত ও দিন। এটি 'আস-সিহাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে। বলা হয়: আমি তা করব না যতদিন দুই 'মালাওয়ান' পরিবর্তিত হয়। এর একবচন হলো 'মালা' (কসর সহ)। (এবং যতদিন তাঁর হিকমত ও যিকির পুনরাবৃত্ত হয় এবং দুই 'জাদিদান' পর্যায়ক্রমে আসে) অর্থাৎ রাত ও দিনও। ইবনু দুরাইদ বলেছেন: নিশ্চয় দুই 'জাদিদাইন' যখন কর্তৃত্ব করে ... কোনো নতুন কিছু উপর, তখন তাকে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

এবং বলা হয়েছে: তারা হলো সকাল ও সন্ধ্যা।

লেখক সালাতের মধ্যে অন্যান্য নবীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এই হাদীসের কারণে: «আল্লাহর নবী ও রাসূলদের উপর সালাত পাঠ করো, কেননা তাদেরও একইভাবে পাঠানো হয়েছে যেমন আমাকে পাঠানো হয়েছে»। এটি খতীব ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

শাফেঈর মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আল' (বংশধর) হলেন: বনু হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের তাঁর ঈমানদার আত্মীয়রা, সদকা (যাকাত) সম্পর্কিত মুসলিমের হাদীসের কারণে: «নিশ্চয় এটি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের 'আল' (বংশধর)-এর জন্য হালাল নয়»।

(ص: 58) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

"أَمَّا بَعْدُ" فَإِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ وَهُوَ بَيَانُ طَرِيقِ خَيْرِ الْخَلْقِ وَأَكْرَمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ؟ وَهَذَا كِتَابٌ اخْتَصَرْتُهُ مِنْ كِتَابِ "الْإِرشَادِ" الَّذِي اخْتَصَرْتُهُ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْمُتَّقِنِ أَبِي عَمْرِو عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الصَّلَاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَبَالِغَ فِيهِ فِي الْإِخْتِصَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِالْمَقْصُودِ، وَأَحْرِصُ عَلَى إِبْضَاحِ الْعِبَارَةِ، وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ الْإِعْتِمَادُ، وَإِلَيْهِ التَّفْوِيضُ وَالِاسْتِنَادُ.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ: «إِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ». وَقَدْ قَسَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمْسَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ تَارِكًا أَخَوَيْهِمْ بَنِي نَوْفَلٍ وَعَبْدِ شَمْسٍ مَعَ سُؤَالِهِمْ لَهُ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَأَوْلَادُهُمَا، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ آلُ الْبَاقِينَ. وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ عَنِ السُّنَّةِ بِالْحَكْمِ، أَخْذًا مِنْ تَفْسِيرِ الْحِكْمَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: 129]، وَقَوْلِهِ: {وَإِذْ كُنَّا مَا يَنْتَلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34] بِالسُّنَّةِ. قَالَ ذَلِكَ قِتَادَةُ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا.

[ورود أما بعد في خطب النبي وبيان منهجه في الكتاب]
 (أَمَّا بَعْدُ) أَتَى بِهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ", رَوَاهُ
 الطَّبْرَانِيُّ، وَذَكَرَهَا فِي خُطْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْهُورٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِي
 حَدِيثٍ: "إِنَّهَا فَضْلُ الْخُطَابِ الَّذِي أُوتِيَهُ دَاوُدُ" رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ
 حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.

(فَإِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبِ) جَمْعُ قُرْبَةٍ أَيُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ (إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ)

"অতঃপর," নিশ্চয়ই হাদিস শাস্ত্র রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর কেনই বা হবে না, যখন এটি শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি এবং পূর্বাপর সকলের সম্মানিত ব্যক্তিত্বের পথের সুস্পষ্ট বর্ণনা? আর এটি একটি গ্রন্থ যা আমি "আল-ইরশাদ" নামক কিতাব থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি, যা আবার আমি শায়খ, ইমাম, হাফেজ, আল-মুতকীন আবু আমর উসমান ইবন আবদুর রহমান, যিনি ইবনুল সালাহ নামে পরিচিত, (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন) রচিত 'উলুমুল হাদিস' থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি। ইন শা আল্লাহ তায়ালা, আমি এতে মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রেখে সংক্ষেপণে বিশেষভাবে যত্নবান হবো, এবং আমি স্পষ্ট বাক্য বিন্যাসের প্রতি সচেতন থাকব। আর দয়াময় আল্লাহর উপরই নির্ভরতা, এবং তাঁরই প্রতি সমর্পণ ও আস্থা।

-

[তাদরীবুর রাবী]

আর তাবারানী বর্ণিত এক হাদিসে তিনি বলেছেন: «নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য গনীমতের পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশে (অর্থাৎ এক পঁচিশমাংশে) এমন কিছু আছে যা তোমাদের জন্য যথেষ্ট অথবা তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে»।

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের পঞ্চমাংশ বনু হাশিম ও মুত্তালিবের মধ্যে বন্টন করেছেন, তাদের দুই ভাই বনু নওফল ও আবদে শামসকে বাদ দিয়ে, যদিও তারা তাঁর কাছে এর জন্য আবেদন করেছিল, যেমনটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং, ইব্রাহিমের পরিবারবর্গ হলেন: ইসমাঈল ও ইসহাক এবং তাদের বংশধরগণ। এবং এর দ্বারা অন্যদের পরিবারবর্গও অনুমান করা হয়।

এবং গ্রন্থকারের সুন্নাহকে 'হিকাম' (প্রজ্ঞা) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে আল্লাহর এই উক্তি থেকে 'হিকমাহ'র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে: {তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন} [আল-বাকারাহ: ১২৯], এবং তাঁর উক্তি: {আর তোমাদের গৃহে আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ থেকে যা পাঠ করা

হয়, তা স্মরণ করো} [আল-আহযাব: ৩৪], যেখানে 'হিকমাহ' দ্বারা সুন্নাহকে বোঝানো হয়েছে। কাতাদা, হাসান এবং অন্যান্যরা এ কথা বলেছেন।

[নবীজির খুতবায় 'আম্মা বা'দ' এর আগমন এবং কিতাবে তাঁর পদ্ধতি বর্ণনা]

(অতঃপর) তিনি এটি এনেছেন কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই খুতবা দিতেন, তখন বলতেন: "অতঃপর", যেমনটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। তাঁর খুতবাগুলোতে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উল্লেখ সহীহাইন ও অন্যান্য গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ। এবং এক হাদিসে আছে: "নিশ্চয়ই এটি (অর্থাৎ 'অতঃপর') হলো ফাসলুল খিতাব যা দাউদকে দেওয়া হয়েছিল", যা দায়লামী আবু মূসা আশআরী বর্ণিত হাদিস থেকে তাঁর 'মুসনাদুল ফিরদাউস' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(নিশ্চয়ই হাদিস শাস্ত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম) 'কুরব' হলো 'কুরবাহ' এর বহুবচন, অর্থাৎ যার দ্বারা নৈকট্য লাভ করা যায় (রাব্বুল আলামীনের প্রতি)।

(ص: 59) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَكَيفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهُوَ بَيَانُ طَرِيقِ خَيْرِ الْخَلْقِ وَالْأَكْرَمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
وَالشَّيْءُ يَشْرَفُ بِشَرَفِ مُتَعَلِّقِهِ، وَهُوَ أَيْضًا وَسِيلَةٌ إِلَى كُلِّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ. أَمَّا الْفِقْهُ
فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ: فَلِأَنَّ أَوَّلَى مَا فُسِّرَ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى مَا ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ.

(وَهَذَا كِتَابٌ) فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ (اخْتَصَرْتُهُ مِنْ كِتَابِ الْإِرْشَادِ الَّذِي اخْتَصَرْتُهُ مِنْ)
كِتَابِ (عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْمُحَقِّقِ الْمُتَّقِنِ تَقِيِّ الدِّينِ (أَبِي عَمْرٍو
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الشَّهْرُزُورِيِّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيِّ (المُعْرُوفِ بِأَبْنِ الصَّلَاحِ) ، وَهُوَ
لَقَبُ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَبَالِغُ فِيهِ فِي الْإِخْتِصَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ

بِالْمَقْصُودِ، وَأَحْرَضَ عَلَى إِيضَاحِ الْعِبَارَةِ، وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ الْإِعْتِمَادُ، وَإِلَيْهِ التَّفْوِيضُ
وَالِاسْتِنَادُ .

[أنواع الحديث]

[النوع الأول الصحيح]

[حد الصحيح]

(الْحَدِيثُ) فِيمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ، وَتَبَعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ: يَنْقَسِمُ عِنْدَ أَهْلِهِ
عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: (صَحِيحٌ، وَحَسَنٌ، وَضَعِيفٌ) لِأَنَّهُ إِمَّا مَقْبُولٌ أَوْ مَرْدُودٌ، وَالْمَقْبُولُ إِمَّا
أَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ الْقَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا، وَالْأَوَّلُ: الصَّحِيحُ، وَالثَّانِي: الْحَسَنُ،
وَالْمَرْدُودُ لَا حَاجَةَ إِلَى تَقْسِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ بَيْنَ أَفْرَادِهِ.

وَاغْتَرِضَ بِأَنَّ مَرَاتِبَهُ أَيْضًا مُتَفَاوِتَةٌ، فَمِنْهُ مَا يَصْلُحُ لِلْإِعْتِبَارِ وَمَا لَا يَصْلُحُ، كَمَا سَيَأْتِي،
فَكَانَ يَنْبَغِي الْإِهْتِمَامُ بِتَبْيِيزِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصَّالِحَ لِلْإِعْتِبَارِ دَاخِلٌ فِي قِسْمِ الْمَقْبُولِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ،
وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهِ بِإِعْتِبَارِ ذَاتِهِ، فَهُوَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الضَّعِيفِ، وَقَدْ تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الصَّحِيحِ
أَيْضًا وَلَمْ تُنَوَّعْ أَنْوَاعًا، وَإِنَّمَا لَمْ يُذَكَّرِ الْمَوْضُوعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِحَدِيثٍ
اصْطِلَاحًا، بَلْ بِزَعْمِ وَاضِعِهِ، وَقِيلَ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَضَعِيفٌ فَقَطْ، وَالْحَسَنُ مُدْرَجٌ فِي
أَنْوَاعِ الصَّحِيحِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكْتِهِ: وَلَمْ أَرْ مَنْ سَبَقَ الْخَطَّابِيَّ إِلَى تَقْسِيمِهِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ

[তারিখের রাবী]

(আর তা কেনই বা তেমন হবে না) যেহেতু (তা হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম ও শেষ সকলের
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠের পথের ব্যাখ্যা)। আর বস্তু তার সংশ্লিষ্টের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সম্মানিত হয়। এটি
সকল শরয়ী ইলমেরও একটি মাধ্যম। ফিকহের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে:

কারণ আল্লাহ তায়া'লার কালামের ব্যাখ্যা করার জন্য সর্বোত্তম হলো যা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত, আর এর জন্য এর (ইলমের) জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

(এটি একটি গ্রন্থ) হাদীস বিজ্ঞান বিষয়ে (যা আমি সংক্ষিপ্ত করেছি 'আল-ইরশাদ' নামক গ্রন্থ থেকে, যা আমি সংক্ষিপ্ত করেছি) শায়খ, ইমাম, হাফেজ, মুহাক্কিক, মুতকিন তাকিউদ্দীন (আবু আমর উসমান ইবনে আব্দুর রহমান) শাহরযুরী, অতঃপর দামেস্কী, (যিনি ইবনে সালাহ নামে পরিচিত) এর 'উলুমুল হাদীস' গ্রন্থ থেকে। আর এটি তাঁর পিতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) এর উপাধি। আমি এতে সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে অত্যধিক যত্নবান হয়েছি, ইনশাআল্লাহ তায়ালা, মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে। আর আমি স্পষ্ট বাক্যবিন্যাসের প্রতি আগ্রহী। সকল নির্ভরতা মহান আল্লাহ তায়া'লার উপর, এবং তাঁর কাছেই সমর্পণ ও আশ্রয়।

[হাদীসের প্রকারভেদ]

[প্রথম প্রকার: সহীহ]

[সহীহ'র সংজ্ঞা]

(হাদীস) খাতাবী 'মা'আলিমুস সুনান' গ্রন্থে যা বলেছেন এবং ইবনে সালাহও তাঁকে অনুসরণ করেছেন: হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট তিন প্রকারে বিভক্ত: (সহীহ, হাসান, এবং যঈফ)। কারণ এটি হয় মাকবুল (গ্রহণযোগ্য) অথবা মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত)। আর মাকবুল হয়তো কবুলিয়াতের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে অথবা করে না। প্রথমটি: সহীহ, এবং দ্বিতীয়টি: হাসান। আর মারদূদকে বিভক্ত করার প্রয়োজন নেই; কারণ এর উপবিভাগগুলোর মধ্যে কোনো অগ্রাধিকার নেই।

তবে এতে আপত্তি করা হয়েছে যে, এর পর্যায়গুলোও ভিন্ন ভিন্ন; এর মধ্যে কিছু আছে যা ই'তিবারের (পর্যবেক্ষণের) জন্য উপযুক্ত এবং কিছু অনুপযুক্ত, যেমনটি পরবর্তীতে আসবে। সুতরাং, প্রথমটিকে অন্যগুলো থেকে পৃথক করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

জবাবে বলা হয়েছে যে, ই'তিবারের জন্য উপযুক্ত হাদীস মাকবুলের বিভাগের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এটি হাসান লি-গাইরিহি'র প্রকারের। আর যদি তার সত্তার দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে এটি যঈফের সর্বোচ্চ পর্যায়। সহীহ এর পর্যায়গুলোও ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু সেগুলোকে ভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা হয়নি। আর মাওয়ু' (বানোয়াট) উল্লেখ করা হয়নি, কারণ পরিভাষাগতভাবে এটি

প্রকৃতপক্ষে হাদীস নয়, বরং এর উদ্ভাবকের দাবি অনুযায়ী হাদীস। এবং বলা হয়েছে: হাদীস কেবল সহীহ ও যঈফ, আর হাসানকে সহীহের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইরাকী তার 'নুকাত' গ্রন্থে বলেন: আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি খাতাবীর পূর্বে উল্লিখিত বিভাজনে অগ্রণী ছিলেন, যদিও ছিল

(ص: 60) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْحَدِيثُ: صَحِيحٌ، وَحَسَنٌ، وَضَعِيفٌ.
الْأَوَّلُ: الصَّحِيحُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأَوَّلَى: فِي حَدِّهِ، وَهُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ
الضَّابِّطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ.

[تدريب الراوي]

الْحَدِيثُ: صَحِيحٌ، وَحَسَنٌ، وَضَعِيفٌ.

প্রথমত: সহীহ, এবং এতে কয়েকটি মাসআলা (আলোচ্য বিষয়) রয়েছে: প্রথমটি: এর সংজ্ঞায়।
আর তা হলো যাঁর সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) আদেল (ন্যায়পরায়ণ) ও জাবেত (সুসংরক্ষণকারী)
বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে শায় (বিরলতা) ও ইল্লত (ত্রুটি) মুক্ত অবস্থায় সংযুক্ত।

[তাদরিবুর রাবী]

(ص: 61) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ ذِكْرُ الْحَسَنِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَابْنِ خَرِيٍّ وَجَمَاعَةٍ، وَلَكِنَّ الْخَطَّابِيَّ نَقَلَ التَّفْسِيمَ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَهُوَ إِمَامٌ ثِقَةٌ، فَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ، أَيْ الْأَكْثَرُ، أَوْ الْأَعْظَمُ، أَوِ الَّذِي اسْتَقَرَّ اتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِخْتِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ.

(تَنْبِيْهُ)

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذَا التَّفْسِيمُ إِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَيْسَ إِلَّا صَحِيحٌ وَكَذِبٌ، أَوْ إِلَى اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ، فَهُوَ يَنْقَسِمُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي، وَالْكُلُّ رَاجِعٌ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ.

(الْأَوَّلُ الصَّحِيحُ) وَهُوَ فَعِيلٌ - بِمَعْنَى فَاعِلٍ - مِنَ الصِّحَّةِ، وَهِيَ حَقِيقَةُ فِي الْأَجْسَامِ، وَاسْتِعْمَالُهَا هُنَا مَجَازٌ. أَوْ اسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ.

(وَفِيهِ مَسَائِلُ، الْأَوَّلَى: فِي حَدِّهِ، وَهُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ: الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَأَشْمَلُ لِلْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ.

(بِالْعُدُولِ الضَّابِطِينَ) جُمِعَ بِاعْتِبَارِ سِلْسِلَةِ السَّنَدِ، أَيْ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ إِذْ تَوَهَّمُ أَنْ يَرْوِيَهُ جَمَاعَةٌ ضَابِطُونَ عَنْ جَمَاعَةٍ ضَابِطِينَ، وَلَيْسَ مُرَادًا.

قِيلَ: كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِنَقْلِ الثِّقَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جَمْعِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَالتَّعَارِيفُ تُصَانُ عَنِ الْإِسْهَابِ.

[তাদরিবুর রাবী]

পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্যে 'হাসান' (হাদীস) এর উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং এটি শাফিঈ, বুখারী ও অন্যদের বক্তব্যে বিদ্যমান। তবে খাতাবী আহলে হাদীসের থেকে (হাদীসের) এই

বিভাজনটি বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম, ফলে ইবনুস সালাহ তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজার বলেন: এবং স্পষ্টত, তাঁর 'আহলে হাদীসের নিকট' এই উক্তিটি একটি সাধারণ উক্তি যা দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ, অধিকাংশের (নিকট), অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ (মত) দ্বারা, অথবা যা পূর্ববর্তী মতভেদের পর তাদের ঐকমত্যে স্থিত হয়েছে।

(দ্রষ্টব্য)

ইবনু কাসীর বলেন: এই বিভাজনটি যদি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয়, তবে তা সহীহ ও কাযিব (মিথ্যা) ব্যতীত আর কিছু নয়। অথবা যদি মুহাদ্দিসগণের পরিভাষার ভিত্তিতে হয়, তবে তাদের নিকট এটি এর চেয়েও বেশি ভাগে বিভক্ত হয়। এর জবাব হলো, উদ্দেশ্য দ্বিতীয়টি (মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা), এবং সবই এই তিনটির দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

(প্রথমত: আস-সাহীহ) এটি 'সিহহাত' (সুস্থতা) শব্দ থেকে উদ্ভূত একটি 'ফা'ইল' ওজনের শব্দ - যা 'ফা'ইল' (কর্তা) অর্থে ব্যবহৃত। এবং এটি শরীরের ক্ষেত্রে (শারীরিক সুস্থতার অর্থে) প্রকৃত অর্থ। আর এখানে এর ব্যবহার রূপক, অথবা এটি একটি 'ইস্তিআরা তাবাইয়্যাহ' (আনুষঙ্গিক রূপক)।

(এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে। প্রথমটি: এর সংজ্ঞা বিষয়ে। এটি হলো যার সনদ অবিচ্ছিন্ন।) (গ্রন্থকার) ইবনুস সালাহর উক্তি, 'আল-মুসনাদ হলো যার ইসনাদ অবিচ্ছিন্ন,' থেকে সরে এসেছেন; কারণ এটি (বর্তমান সংজ্ঞা) সংক্ষিপ্ততর এবং মারফু ও মাওকুফ উভয়ের জন্য অধিকতর ব্যাপক।

(আদল ও জাবতকারী রাবীগণের মাধ্যমে) এটি সনদের শৃঙ্খলের বিবেচনায় বহুবচন। অর্থাৎ, একজন আদল ও জাবতকারী রাবী অপর একজন আদল ও জাবতকারী রাবী থেকে সনদের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করবেন, যেমনটি ইবনুস সালাহ ব্যাখ্যা করেছেন, এবং এটি গ্রন্থকারের বাক্য অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট; কারণ (গ্রন্থকারের বাক্য) এই ধারণা দিতে পারে যে, একদল জাবতকারী রাবী একদল জাবতকারী রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, যা উদ্দেশ্য নয়।

বলা হয়েছে: 'সিক্বাহ' (নির্ভরযোগ্য) রাবীর বর্ণনার মাধ্যমে' বলা অধিক উত্তম ছিল; কারণ 'সিক্বাহ' তিনিই যিনি আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ও দবত (স্মৃতিশক্তির দৃঢ়তা) উভয় গুণের অধিকারী। এবং সংজ্ঞাগুলো দীর্ঘতা থেকে মুক্ত রাখাই উচিত।

[تدريب الراوي]

(مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ) فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ الْمُنْقَطِعِ وَالْمُعْضَلِ وَالْمُعَلَّقِ وَالْمُدَلَّسِ وَالْمُرْسَلِ عَلَى رَأْيٍ مَنْ لَا يَقْبَلُهُ، وَبِالثَّانِي مَا نَقَلَهُ مَجْهُولٌ عَيْنًا أَوْ حَالًا، أَوْ مَعْرُوفٌ بِالضَّعْفِ، وَبِالثَّالِثِ مَا نَقَلَهُ مُغْفَلٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ، وَبِالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ الشَّاذُّ وَالْمُعَلَّلُ.

- 1

[تَنْبِيهَاتٌ]

الأَوَّلُ: حَدَّ الْخَطَائِي الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ وَعَدِلَتْ نَقْلَتُهُ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَلَمْ يُشْتَرَطْ ضَبْطُ الرَّاوي وَلَا السَّلَامَةُ مِنَ الشُّدُوزِ وَالْعِلَّةِ، قَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّ ضَبْطَهُ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَفَحُشَّ، اسْتَحَقَّ التَّزَكُّ.

قُلْتُ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عِبَارَتِهِ، وَأَنَّ بَيْنَ قَوْلِنَا: الْعَدْلُ وَعَدْلُوهُ فَرْقًا؛ لِأَنَّ الْمُغْفَلَ الْمُسْتَحَقَّ لِلتَّزَكُّ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّهِ: عَدْلُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا فِي دِينِهِ، فَتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ فِي نُكْتِهِ مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ يَسْتَدْعِي صِدْقَ الرَّاوي وَعَدَمَ غَفْلَتِهِ وَعَدَمَ تَسَاهُلِهِ عِنْدَ التَّحْمُلِ وَالْأَدَاءِ.

وَقِيلَ: إِنَّ اشْتِرَاطَ نَفْيِ الشُّدُوزِ يُغْنِي عَنِ اشْتِرَاطِ الضَّبْطِ؛ لِأَنَّ الشَّاذَّ إِذَا كَانَ

[তাদরীবুর রাবী]

(কোনো শুযুয ও ইলাত ছাড়া)। অতএব, প্রথম শর্ত দ্বারা বাদ পড়লো মুনকাতি', মু'দাল, মু'আল্লাক, মুদাল্লাস এবং মুরসাল—তাদের মতানুযায়ী যারা এটিকে (মুরসালকে) গ্রহণ করেন না। আর দ্বিতীয় শর্ত দ্বারা বাদ পড়লো যা এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যার পরিচয় অজ্ঞাত বা অবস্থা অজ্ঞাত, অথবা দুর্বল হিসেবে পরিচিত। আর তৃতীয় শর্ত দ্বারা (বাদ পড়লো) যা অনেক

ভুলকারী অসাবধান ব্যক্তি বর্ণনা করেছে। আর চতুর্থ ও পঞ্চম শর্ত দ্বারা (বাদ পড়লো) শায় এবং মু'আল্লাল।

1 -

[গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্যসমূহ]

প্রথমত: আল-খাতাবী 'সহীহ'র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, এটি হলো যাঁর সনদ যুক্ত এবং বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ। আল-ইরাকী বলেছেন: (তাঁর সংজ্ঞায়) রাবীর 'যবত'

(স্মৃতিশক্তি/যথার্থতা) এবং শুযু ও ইলাত থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত করা হয়নি। তিনি (ইরাকী)

আরও বলেন: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর (রাবীর) যবত (যথার্থতা) থাকা অপরিহার্য; কারণ যার হাদীসে অনেক ভুল হয় এবং তা গুরুতর হয়, তাকে বর্জন করা আবশ্যিক।

আমি বলি: আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এটি তাঁর (আল-খাতাবীর) বর্ণনার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, এবং আমাদের কথা 'আল-'আদল' (ন্যায়পরায়ণ) ও 'আদালুহ' (তারা তাকে ন্যায়পরায়ণ বলেছেন) এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ সেই অসাবধান ব্যক্তি, যাকে বর্জন করা আবশ্যিক, তার সম্পর্কে এটি বলা সঠিক হবে না যে: 'হাদীস বিশারদগণ তাকে ন্যায়পরায়ণ বলেছেন', যদিও সে তার দ্বীনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হয়। অতএব, চিন্তা করুন।

তারপর আমি শাইখুল ইসলামকে দেখেছি যে তিনি তাঁর 'নুকাত' গ্রন্থে এর অর্থ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: নিশ্চয়ই 'আদালত' (ন্যায়পরায়ণতা) শর্ত করা রাবীর সততা, তার অসাবধানতা না থাকা এবং হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার সময় তার শিথিলতা না থাকাকে আবশ্যিক করে।

এবং বলা হয়েছে: নিশ্চয়ই 'শুযু' (বিচ্ছিন্নতা) না থাকার শর্ত 'যবত' (যথার্থতা) শর্ত করার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়; কারণ 'শায়' (বিচ্ছিন্ন) যদি হয়

(ص: 63) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

هُوَ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ، وَكَانَ شَرْطُ الصَّحِيحِ أَنْ يَنْتَفِيَ، كَانَ مَنْ كَثُرَتْ مِنْهُ الْمُخَالَفَةُ وَهُوَ غَيْرُ الضَّابِطِ أَوَّلَى. وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ فِي مَقَامِ التَّبْيِينِ، فَأَرَادَ التَّنْصِصَ وَلَمْ يَكْتَفِ بِالْإِشَارَةِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَأَمَّا السَّلَامَةُ مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ، فَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الْاِقْتِرَاحِ: إِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ زَادُوا ذَلِكَ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ، قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مُقْتَضَى نَظَرِ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي يُعَلَّلُ بِهَا الْمُحَدِّثُونَ لَا تَجْرِي عَلَى أَصُولِ الْفُقَهَاءِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَالْجَوَابُ أَنَّ مَنْ يُصَنِّفُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا يَذْكُرُ الْحَدَّ عِنْدَ أَهْلِهِ لَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ عِلْمٍ آخَرَ، وَكَوْنُ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ لَا يَشْتَرِطُونَ فِي الصَّحِيحِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ لَا يُفْسِدُ الْحَدَّ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُهُمَا، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ الْحَدِّ: فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالصَّحَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ فِي صِحَّةِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، لِاخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُودِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فِيهِ، أَوْ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ بَعْضِهَا كَمَا فِي الْمُرْسَلِ. الثَّانِي: قِيلَ: بَقِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: وَلَا انْكَارَ. وَرَدَّ بِأَنَّ الْمُنْكَرَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الصَّلَاحِ هُوَ وَالشَّاذُّ سَيِّانٌ، فَذَكَرَهُ مَعَهُ تَكْرِيرٌ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الشَّاذِّ؛ فَاشْتِرَاطُ نَفْيِ الشُّذُوزِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ نَفْيِهِ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى.

[তাদরিবুর রাবী]

তা হলো সেই একক বর্ণনাকারী যে ব্যতিক্রমী তথ্য দেয়, আর সহীহ হওয়ার শর্ত ছিল এই (ব্যতিক্রমের) অনুপস্থিতি। (প্রশ্ন হতে পারে,) যার থেকে অধিক ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এবং যে নির্ভরযোগ্য নয়, সে তো (বিশেষভাবে উল্লেখের জন্য) অধিকতর যোগ্য ছিল। এর উত্তরে বলা হয়েছে: এটি স্পষ্টীকরণের প্রেক্ষাপটে (বর্ণনা করা হয়েছে), তাই তিনি সুস্পষ্ট উল্লেখ চেয়েছেন এবং শুধু ইঙ্গিত দিয়ে যথেষ্ট মনে করেননি।

আল-ইরাকী বলেছেন: শায় (অস্বাভাবিকতা) ও ইল্লাত (ত্রুটি) থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে ইবনে দাকিক আল-ঈদ 'আল-ইকতিরাহ' গ্রন্থে বলেছেন: নিশ্চয়ই হাদীস বিশারদগণ সহীহের সংজ্ঞায় এটি যোগ করেছেন। তিনি বলেন: এতে ফকীহগণের (ইসলামী আইনজ্ঞ) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আপত্তির অবকাশ রয়েছে, কারণ মুহাদ্দিসগণ যে সকল ইল্লাতের কারণে হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত আখ্যা দেন, তার অনেকগুলো ফকীহগণের মূলনীতি অনুসারে প্রযোজ্য হয় না।

আল-ইরাকী বলেছেন: এর উত্তর হলো, যিনি হাদীস বিজ্ঞানে গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি কেবল তাঁর বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রচলিত সংজ্ঞা উল্লেখ করেন, অন্য কোনো বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রচলিত সংজ্ঞা নয়। আর ফকীহগণ ও উসুলীগণ (ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ) সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে এই দুটি শর্ত না দিলেও, যারা এই শর্তগুলো আরোপ করেন, তাদের নিকট সংজ্ঞাটি অকার্যকর হয় না। একারণেই ইবনে সালাহ সংজ্ঞা দেওয়ার পর বলেছেন:

"সুতরাং এটিই সেই হাদীস যা হাদীস বিশারদদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছাড়াই সহীহ বলে বিবেচিত হয়।" আর তারা কিছু হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কারণ সেই হাদীসে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বিদ্যমানতা নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকে, অথবা সেগুলোর কিছু শর্তারোপ নিয়ে তাদের মতবিরোধ থাকে, যেমন মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়: বলা হয়েছে: তার (গ্রন্থকারের) বলা বাকি রয়ে গেছে যে, "আর যেন মুনকার (অস্বীকৃত) না হয়।"

এর খণ্ডন করা হয়েছে এই বলে যে, গ্রন্থকার ও ইবনে সালাহ-এর মতে মুনকার ও শায় একই জিনিস, সুতরাং এর সাথে তার উল্লেখ পুনরাবৃত্তি হবে। আর তাদের ছাড়া অন্যদের মতে, মুনকার শায়ের চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকে; তাই শায়ের অনুপস্থিতির শর্তারোপ মুনকারের অনুপস্থিতির শর্তারোপকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবশ্যিক করে।

(ص: 64) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(الثالثُ) : قِيلَ: لَمْ يُفْصَحْ بِرُادِهِ مِنَ الشُّذُوزِ هُنَا، وَقَدْ ذَكَرَ فِي نَوْعِهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: مُخَالَفَةُ الثِّقَّةِ لِأَرْجَحِ مِنْهُ. وَالثَّانِي: تَفَرُّدُ الثِّقَّةِ مُطْلَقًا. وَالثَّالِثُ: تَفَرُّدُ الرَّائِي مُطْلَقًا. وَرَدَّ الْأَخِيرَيْنِ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ هُنَا الْأَوَّلَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا وَرَوَاتُهُ كُلُّهُمْ عُدُولًا ضَابِطِينَ، فَقَدْ انْتَفَتْ عَنْهُ الْعِلَلُ الظَّاهِرَةُ. ثُمَّ إِذَا انْتَفَى كَوْنُهُ مَعْلُولًا فَمَا الْمَانِعُ مِنَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ؟ فَمَجَرَّدُ مُخَالَفَةِ أَحَدِ رَوَاتِهِ لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ عَدَدًا لَا يَسْتَلْزِمُ الضَّعْفَ، بَلْ يَكُونُ مِنْ بَابِ صَحِيحٍ وَأَصَحِّ.

قَالَ: وَلَمْ يُرَوْ مَعَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ اشْتِرَاطُ نَفْيِ الشُّذُوزِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْمُخَالَفَةِ. وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ تَقْدِيمُ بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ فِي الصِّحَّةِ. وَأَمِثْلُ ذَلِكَ مَوْجُودَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمَا أَخْرَجَا قِصَّةَ جَمَلِ جَابِرٍ مِنْ طُرُقٍ، وَفِيهَا اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي مِقْدَارِ الشَّئْنِ، وَفِي اشْتِرَاطِ رُكُوبِهِ، وَقَدْ رَجَّحَ الْبُخَارِيُّ الطُّرُقَ الَّتِي فِيهَا الْإِشْتِرَاطُ عَلَى غَيْرِهَا، مَعَ تَخْرِيجِ الْأَمْرَيْنِ، وَرَجَّحَ أَيْضًا كَوْنَ الشَّئْنِ أَوْقِئَةً مَعَ تَخْرِيجِهِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ فِيهِ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْإِضْطِجَاعِ قَبْلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَقَدْ خَالَفَهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ كَمَعْمَرٍ وَيُونُسَ وَعَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ أَبِي ذُئْبٍ وَشُعَيْبٍ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرُوا الْإِضْطِجَاعَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَجَّحَ جَمْعُ مِنَ الْحِفَاطِ رَوَايَتَهُمْ عَلَى رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَأَخَّرْ أَصْحَابُ

-

[তাদরিবুর রাবী]

(তৃতীয়টি): বলা হয়েছে যে, এখানে 'শুজুজ' (বিরলতা/বিচ্ছিন্নতা) দ্বারা তার উদ্দেশ্য তিনি স্পষ্ট করেননি। তিনি এই প্রকারের অধীনে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন; প্রথমটি হলো: বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করা। দ্বিতীয়টি হলো: বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর এককভাবে বর্ণনা করা, শর্তহীনভাবে। তৃতীয়টি হলো: বর্ণনাকারীর এককভাবে

বর্ণনা করা, শর্তহীনভাবে। তিনি শেষোক্ত দুটি মত প্রত্যাখ্যান করেছেন; সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এখানে প্রথমটিই উদ্দেশ্য করেছেন।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এটি একটি সমস্যাপূর্ণ বিষয়; কারণ, যদি সনদটি মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) হয় এবং এর সকল রাবী 'আদল' (ন্যায়পরায়ণ) ও 'দাবেত' (স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন) হন, তবে তা থেকে প্রকাশ্য ত্রুটিসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়। এরপর যখন এটির 'মা'লুল' (ত্রুটিযুক্ত) হওয়া অপ্রমাণিত হয়, তখন এটিকে সহীহ হিসেবে রায় দিতে কিসের বাধা? কারণ, এর একজন রাবীর তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত বা সংখ্যায় অধিক রাবীর বিরোধিতা করা দুর্বলতার কারণ হয় না, বরং এটি 'সহীহ' ও 'আসাহহ' (সর্বাধিক সহীহ)-এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি (শায়খুল ইসলাম) আরও বলেছেন: এতদসত্ত্বেও, হাদীসের কোনো ইমাম থেকে 'শুজুজ' (যা বিরোধিতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়) না থাকার শর্ত বর্ণিত হয়নি। বরং তাদের কার্যক্রম থেকে যা পাওয়া যায় তা হলো সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে একটার উপর অন্যটাকে প্রাধান্য দেওয়া।

এর উদাহরণ সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য কিতাবে বিদ্যমান। যেমন, তাঁরা দু'জন (বুখারী ও মুসলিম) জাবেরের উটের ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর তাতে মূল্য এবং সওয়ার হওয়ার শর্ত নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। আর বুখারী (রহ.) উভয় বিষয় (শর্তযুক্ত ও শর্তবিহীন) বর্ণনা করা সত্ত্বেও, যে সূত্রগুলোতে শর্তের উল্লেখ আছে সেগুলোকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি এমন বর্ণনাও উল্লেখ করা সত্ত্বেও যেটিতে এর বিপরীত তথ্য আছে, এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, মূল্য ছিল এক উকিয়া। এবং এর মধ্যে আরেকটি হলো যে, ইমাম মুসলিম তার কিতাবে মালিক থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের পূর্বে ইদ্বতিজা' (একপাশে হেলান দিয়ে শোয়া) সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ যুহরীর অধিকাংশ শাগরেদ যেমন মা'মার, ইউনুস, আমর ইবনুল হারিস, আওয়াযী, ইবনু আবী যি'ব এবং শুয়াইব প্রমুখ, যুহরী থেকে মালিকের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা (শাগরেদগণ) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের পর এবং ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে ইদ্বতিজা'র কথা উল্লেখ করেছেন। আর হাফেযদের একটি দল মালিকের বর্ণনার উপর তাদের (যুহরীর শাগরেদদের) বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আসহাবরা (হাদীসবিদগণ) পিছপা হননি।

[تدريب الراوي]

الصَّحِيحَ عَنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِ مَا لِكَ فِي كُتُبِهِمْ. وَأُمِثْلُهُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.
ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ أَنْ يُسَيَّ الْحَدِيثُ صَحِيحًا وَلَا يُعْمَلَ بِهِ - قُلْتُ: لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، لَيْسَ كُلُّ صَحِيحٍ يُعْمَلُ بِهِ، بِدَلِيلِ الْمُنْسُوحِ - قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ، إِنَّ الْمُخَالَفَ الْمَرْجُوحَ لَا يُسَيَّ صَحِيحًا؛ فَفِي جَعْلِ انْتِفَائِهِ شَرْطًا فِي الْحُكْمِ لِلْحَدِيثِ بِالصَّحَّةِ نَظَرٌ، بَلْ إِذَا وَجَدْتَ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ أَوَّلًا حُكِمَ لِلْحَدِيثِ بِالصَّحَّةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِ شُدُودًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشُّدُودِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ أَصْلًا مَأْخُودٌ مِنْ عَدَالَةِ الرَّاوي وَضَبْطِهِ، فَإِذَا ثَبَتَ عَدَالَتُهُ وَضَبْطُهُ كَانَ الْأَصْلُ أَنَّهُ حَفِظَ مَا رَوَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ.

(الرَّابِعُ) : عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ: وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا. فَأَعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفِ الْمُعْلُولِ حَيْثُ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لَكِنَّ مَنْ غَيَّرَ عِبَارَةَ ابْنِ الصَّلَاحِ، فَقَالَ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ، احْتِجَاجٌ أَنْ يَصِفَ الْعِلَّةَ بِكَوْنِهَا قَادِحَةً وَبِكَوْنِهَا خَفِيَّةً، وَقَدْ ذَكَرَ الْعِرَاقِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ الْوُصْفَ الْأَوَّلَ وَأَهْمَلَ الثَّانِيَّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ وَبَدَّرَ الدِّينَ بْنَ جَمَاعَةَ الْإِثْنَيْنِ، فَبَقِيَ الْإِعْتِرَاضُ مِنْ وَجْهَيْنِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يُصَبِّ مَنْ قَالَ: لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْعِلَّةِ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى مَا كَانَ قَادِحًا. فَلَفْظُ الْعِلَّةِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ.

(الخَامِسُ) : أُوْرِدَ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ مَا سَيَأْتِي: إِنَّ الْحَسَنَ إِذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ

সহীহ (হাদীসের মান নির্ণয়) তাদের কিতাবসমূহে মালিক (রহঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করা প্রসঙ্গে। এর উদাহরণ অনেক।

অতঃপর তিনি বললেন: যদি বলা হয়, (তাহলে) হাদীসকে সহীহ নামকরণ করা আবশ্যিক হয়, অথচ তা দ্বারা আমল করা হয় না। আমি বললাম: এতে কোনো বাধা নেই। সকল সহীহ (হাদীস) দ্বারা আমল করা হয় না, মানসুখ (রহিতকৃত) হাদীসের দৃষ্টান্ত দ্বারা (প্রমাণিত)। তিনি বললেন: এবং যদি আমরা মেনেও নেই যে, দুর্বল বিরোধী হাদীসকে সহীহ বলা হয় না; তবে হাদীসকে সহীহ বলে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে এর (বিরোধীর) অনুপস্থিতিকে শর্ত করা নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। বরং, যখন পূর্বে উল্লেখিত শর্তাবলি পাওয়া যায়, তখন হাদীসকে সহীহ বলে রায় দেওয়া হয়, যতক্ষণ না এর পরে তাতে শুযুয (বিচ্ছিন্নতা/ব্যতিক্রম) প্রকাশ পায়; কারণ মূলনীতি হলো শুযুয না থাকা। আর এই মূলনীতিটি রাবীর আদালত (ন্যায়নিষ্ঠা) ও দবত (স্মৃতিশক্তি/যথার্থতা) থেকে গৃহীত। সুতরাং যখন তার আদালত ও দবত প্রমাণিত হয়, তখন মূলনীতি হলো সে যা বর্ণনা করেছে তা মুখস্থ রেখেছে, যতক্ষণ না এর বিপরীত স্পষ্ট হয়। (চতুর্থ): ইবনুল সালাহ (রহঃ)-এর বাক্য: "এবং তা শায় (বিচ্ছিন্ন) ও মু'আল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হবে না।" এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, তাকে অবশ্যই 'ক্ষতিকর ত্রুটি' (ইল্লত কাদিহা) উল্লেখ করতে হবে। এবং এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তা (ক্ষতিকর ত্রুটি) 'মু'আল্লাল' (ত্রুটিযুক্ত হাদীস)-এর সংজ্ঞা থেকে গ্রহণ করা হয়, যেখানে তা তার স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। শাইখুল ইসলাম বললেন: কিন্তু যে ইবনুল সালাহ (রহঃ)-এর বাক্য পরিবর্তন করে এবং বলল: "শায় ও ইল্লত (ত্রুটি) ব্যতীত", তার ইল্লতকে 'ক্ষতিকর' (কাদিহা) এবং 'গোপন' (খাফিয়া) হিসাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন হবে। আল-ইরাকী (রহঃ) তার মানযুমাতে প্রথম বিশেষণটি উল্লেখ করেছেন এবং দ্বিতীয়টি বাদ দিয়েছেন, অথচ সেটি আবশ্যিক। আর মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ও বদরুদ্দিন ইবনু জামাআ (রহঃ) উভয়টিই বাদ দিয়েছেন। ফলে দুই দিক থেকে আপত্তি রয়ে গেছে।

শাইখুল ইসলাম বললেন: যে বলল: "এর প্রয়োজন নেই", সে সঠিক বলেনি; কারণ 'ইল্লত' (ত্রুটি) শব্দটি কেবল ক্ষতিকর ত্রুটির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। (আসলে) 'ইল্লত' শব্দটি এর চেয়েও ব্যাপক।

(পঞ্চম): এই সংজ্ঞার উপর উত্থাপন করা হয়েছে যা সামনে আসবে: যে, হাসান (হাদীস) যখন একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়

[تدريب الراوي]

ارْتَقَى مِنْ دَرَجَةِ الْحُسْنِ إِلَى مَنْزِلَةِ الصَّحَّةِ، وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي هَذَا الْحَدِّ، وَكَذَا مَا اعْتُضِدَ بِتَلْقِي الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْكَمُ لِلْحَدِيثِ بِالصَّحَّةِ إِذَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِذْكَارِ: لِمَا حُكِيَ عَنِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ صَحَّحَ حَدِيثَ الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهَوْرُ مَاوُهُ»، وَأَهْلَ الْحَدِيثِ لَا يُصَحِّحُونَ مِثْلَ إِسْنَادِهِ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ عِنْدِي صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ. وَقَالَ فِي التَّنْهِيدِ: رَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قَيْدًا»، قَالَ: وَفِي قَوْلِ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى مَعْنَاهُ غَنَى عَنِ الْإِسْنَادِ فِيهِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ: تُعَرَفُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ إِذَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أُمَّةٍ الْحَدِيثُ بِغَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ.

وَقَالَ نَحْوُهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَزَادَ بَأْنَ مَثَلُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ: «فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَفِي مَائَتِي دِرْهَمٍ خُمْسَةُ دَرَاهِمٍ».

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحَصَّارِ فِي تَقْرِيبِ الْمَدَارِكِ، عَلَى مُوَطَّأِ مَالِكٍ: قَدْ يَعْلَمُ الْفَقِيهُ صِحَّةَ الْحَدِيثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي سَنَدِهِ كَذَابٌ بِمُوَافَقَةِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ بَعْضِ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ، فَيَحْبِلُهُ ذَلِكَ عَلَى قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِّ الصَّحِيحِ

(হাদীসটি) হুসনের স্তর থেকে সহীহের স্তরে উন্নীত হয়েছে, এবং এটি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে, যা উলামায়ে কিরামের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে (তাও অনুরূপ)। তাদের কেউ কেউ বলেছেন: হাদীসকে সহীহ হিসেবে গণ্য করা হয় যখন মানুষ তা গ্রহণ করে নেয়, যদিও তার সহীহ সনদ না থাকে।

ইবনু আদিল বার (রহ.) 'আল-ইসতিযকার' গ্রন্থে বলেছেন: যেমন ইমাম তিরমিযী থেকে বর্ণিত যে, ইমাম বুখারী সমুদ্রের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন: «এর পানি পবিত্রকারী», অথচ হাদীস বিশারদগণ এর সনদের মতো সনদকে সহীহ বলেন না। কিন্তু আমার মতে, হাদীসটি সহীহ; কারণ উলামায়ে কিরাম এটিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে বলেছেন: জাবির (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন: «এক দীনার চব্বিশ কিরাত হয়»। তিনি বলেন: একদল আলেমের উক্তি এবং এর অর্থের উপর মানুষের ঐকমত্য এর সনদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারাজী (রহ.) বলেছেন: হাদীসের সহীহ হওয়া তখন বোঝা যায় যখন তা হাদীসের ইমামদের কাছে তাদের কোনো আপত্তি ছাড়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইবনু ফুরকও অনুরূপ বলেছেন, এবং এর উদাহরণ হিসেবে এই হাদীসটি উল্লেখ করে অতিরিক্ত বলেছেন: «রূপার যাকাত হচ্ছে উশরের এক চতুর্থাংশ, এবং দুইশো দিরহামে পাঁচ দিরহাম»।

আবু আল-হাসান ইবনু আল-হাস্‌সার (রহ.) 'মুয়াত্তা মালিক'-এর উপর রচিত 'তাকরীবুল মাদারিক' গ্রন্থে বলেছেন: ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) হাদীসের সহীহ হওয়া জানতে পারেন, যদি তার সনদে কোনো মিথ্যাবাদী না থাকে এবং তা আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত অথবা শরীয়তের কিছু মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তখন এটি তাকে তা গ্রহণ করতে ও সে অনুযায়ী আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, 'সহীহ হাদীসের' সংজ্ঞায় উদ্দেশ্য হলো

(ص: 67) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

لِذَاتِهِ لَا لِغَيْرِهِ، وَمَا أُورِدَ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي.

(السَّادِسُ) : أُورِدَ أَيْضًا: الْمُتَوَاتِرُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ قَطْعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَجْمُوعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَكِنْ يُبْكَرُنَ أَنْ يُقَالَ: هَلْ يُوْجَدُ حَدِيثٌ مُتَوَاتِرٌ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ؟

(السَّابِعُ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَدْ اعْتَنَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ بِجَعْلِ الْحَسَنِ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِذَاتِهِ وَالْآخَرُ بِاعْتِضَادِهِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِالصَّحِيحِ أَيْضًا، وَيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ فِي بَابِهِ، وَذَكَرَ الصَّحِيحَ لِغَيْرِهِ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ فِي بَابِهِ، وَيَذْكَرَ الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ فِي نَوْعِ الضَّعِيفِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ.

- 1

فَائِدَتَانِ

الأولى: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ هُنَا مِنْ كَلَامِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: شَرَطُ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ بِنَقْلِ الثِّقَّةِ عَنِ الثِّقَّةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ غَيْرَ شَاذٍّ وَلَا مُعَلَّلٍ، وَهَذَا هُوَ حَدُّ الصَّحِيحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يَتَّبِعْنِي لِي أَخْذُهُ انْتِفَاءً الشُّذُوزِ مِنْ كَلَامِ مُسْلِمٍ، فَإِنْ كَانَ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ فِي غَيْرِ مُقَدِّمَةٍ صَحِيحِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَالِنَظَرِ السَّابِقِ فِي السَّلَامَةِ مِنَ الشُّذُوزِ بَاقٍ.

قَالَ: ثُمَّ ظَهَرَ لِي مَا أَخَذَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ الشَّاذَّ وَالْمُنْكَرَ اسْمَانِ لِمُسَيِّ

-

[তাদরীবুর রাবী]

তার স্বকীয়তার জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়, এবং যা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

(যষ্ঠ): আরও উল্লেখ করা হয়েছে: মুতাওয়াতির হাদিস নিশ্চিতভাবে সহীহ, এবং এতে এই শর্তসমূহের সমষ্টি শর্ত করা হয় না। শায়খুল ইসলাম বলেছেন: তবে বলা যেতে পারে: এমন কি কোনো মুতাওয়াতির হাদিস আছে যেখানে এই শর্তগুলো একত্রিত হয়নি?

(সপ্তম): ইবনু হাজার বলেছেন: ইবনুস সালাহ এবং গ্রন্থকার হাসান হাদিসকে দুটি ভাগে বিভক্ত করার প্রতি যত্নবান হয়েছেন: একটি তার স্বকীয়তার জন্য এবং অন্যটি তার সমর্থন দ্বারা। সুতরাং, সহীহ হাদিসের প্রতিও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল, এবং উল্লেখ করা উচিত ছিল যে, এরও অনুরূপ দুটি ভাগ রয়েছে। অন্যথায়, যদি তিনি তার অধ্যায়ে 'সহীহ লি-জাতিহি'-এর সংজ্ঞা প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকেন এবং 'সহীহ লি-গাইরিহি'-কে হাসান হাদিসের প্রকারের মধ্যে উল্লেখ করেন, কারণ এটি তার মূল, তাহলে তার উচিত ছিল তার অধ্যায়ে 'হাসান লি-জাতিহি'-এর সংজ্ঞা প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকা, এবং 'হাসান লি-গাইরিহি'-কে দুর্বল হাদিসের প্রকারের মধ্যে উল্লেখ করা, কারণ এটি তার মূল।

১ -

দুটি ফায়দা

প্রথমটি: ইবনু হাজার বলেছেন: ইবনুস সালাহ-এর সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যায় তার বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি এখানে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি মুসলিমের বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি (মুসলিম) বলেছেন: তার সহীহ গ্রন্থে মুসলিমের শর্ত হলো যে, হাদিসটি মুত্তাসিলুল ইসনাদ হবে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (বর্ণিত হবে), শাদ্দ (বিরল) বা মুআল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হবে না। আর এটিই মূলত সহীহ হাদিসের সংজ্ঞা।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: মুসলিমের বক্তব্য থেকে শায় (বিরলতার) অনুপস্থিতির শর্ত গ্রহণের বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। যদি তিনি সহীহ মুসলিমের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোথাও মুসলিমের বক্তব্যে এর উল্লেখ পেয়ে থাকেন, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, অন্যথায়, শায় থেকে সুরক্ষার বিষয়ে পূর্ববর্তী মত (পর্যালোচনা) বহাল থাকবে।

তিনি বলেছেন: অতঃপর আমার কাছে ইবনুস সালাহ-এর উৎস স্পষ্ট হয়েছে, আর তা হলো, তিনি মনে করেন যে 'শায়' ও 'মুনকার' একই বিষয়ের দুটি নাম।

[تدريب الراوي]

وَاحِدٍ. وَقَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِأَنَّ عَلَامَةَ الْمُنْكَرِ أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوي عَنْ شَيْخٍ كَثِيرِ الْحَدِيثِ وَالرُّوَاةُ شَيْئًا يَنْفَرِدُ بِهِ عَنْهُمْ، فَيَكُونُ الشَّاذُّ كَذَلِكَ، فَيُشْتَرَطُ انْتِفَاؤُهُ.

- 1

(الثَّانِيَّةُ) : بَقِيَ لِلصَّحِيحِ شُرُوطٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا: مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مَشْهُورًا بِالطَّلَبِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ الشُّهُرَةُ الْمُخْرِجَةُ عَنِ الْجَهَالَةِ، بَلْ قَدَرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ: لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا عَلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالطَّلَبِ، وَعَنْ مَالِكٍ نَحْوُهُ، وَفِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمْ الْحَدِيثُ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَالظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ صَاحِبِي الصَّحِيحِ اعْتِبَارُ ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَثُرَتْ مَخَارِجُ الْحَدِيثِ فَيَسْتَغْنِيَانِ عَنِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ، كَمَا يُسْتَعْنَى بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ عَنِ اعْتِبَارِ الضَّبْطِ التَّامِّ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: اشْتِرَاطُ الضَّبْطِ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ، إِذِ الْمَقْصُودُ بِالشُّهُرَةِ بِالطَّلَبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزِيدٌ اعْتِنَاءٍ بِالرِّوَايَةِ لِتَرْكَنَ النَّفْسُ إِلَى كَوْنِهِ ضَبْطَ مَا رَوَى. وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ السَّعَائِيُّ فِي الْقَوَاطِعِ: أَنَّ الصَّحِيحَ لَا يُعْرَفُ بِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِأَلْفِهِمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَكَثْرَةِ السَّمَاعِ وَالْمَذَاكِرَةِ.

[তাদরীবুর রাবী]

এককের। আর মুসলিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুনকার-এর আলামত হলো এই যে, একজন রাবী এমন একজন শায়খ থেকে বর্ণনা করবে যিনি প্রচুর হাদিস ও বর্ণনাকারীর মধ্যে

প্রসিদ্ধ, এবং সে (রাবী) তাদের থেকে এমন কিছু এককভাবে বর্ণনা করবে যা অন্যেরা বর্ণনা করেনি। ফলে শাযও অনুরূপ হবে; সুতরাং, এর অনুপস্থিতি শর্ত।

১ -

(দ্বিতীয়ত): সহীহ হাদিসের জন্য এমন কিছু শর্ত অবশিষ্ট আছে, যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো যা হাকিম তার 'উলুমুল হাদীস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: রাবীকে ইলম তলবে প্রসিদ্ধ হতে হবে। তার উদ্দেশ্য এই প্রসিদ্ধি নয় যা জাহালাত (অজ্ঞাতপরিচয় হওয়া) থেকে মুক্তি দেয়, বরং এর চেয়েও অধিক কিছু।

আব্দুল্লাহ ইবনে আওন বলেছেন: ইলম কেবল তার কাছ থেকেই গ্রহণ করা হবে যার ইলম তলবে প্রসিদ্ধি প্রমাণিত। ইমাম মালিক থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। আর মুসলিমের মুকাদ্দিমায় আবু যিনাদ থেকে বর্ণিত আছে: আমি মদীনায় একশ জন লোক পেয়েছি, যাদের সবাই নির্ভরযোগ্য ছিল, কিন্তু তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করা হতো না। বলা হতো: তারা এর (হাদিস বর্ণনার) যোগ্য নয়।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: সহীহ-এর দুই গ্রন্থকারের (বুখারী ও মুসলিম) কর্মপদ্ধতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা এটি (এই শর্ত) বিবেচনা করেছেন, তবে যদি হাদিসের সনদসমূহ অধিক হয়, তাহলে তারা এটি বিবেচনার প্রয়োজন মনে করেননি। যেমন, সনদের আধিক্যের কারণে পূর্ণাঙ্গ 'দবত' (স্মৃতিশক্তি/সংরক্ষণ ক্ষমতা)-এর বিবেচনা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায়।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এটাও বলা যেতে পারে যে, 'দবত' (ضبط) শর্ত করা এই (ইলম তলবে প্রসিদ্ধি)-এর প্রয়োজন পূরণ করে, কেননা ইলম তলবে প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্য হলো বর্ণনার প্রতি তার অধিক মনোযোগ থাকবে, যাতে মন এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে যে, সে যা বর্ণনা করেছে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেছে। এর মধ্যে একটি হলো যা সাম'আনী তার 'আল-কাওয়াতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: সহীহ কেবল নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার মাধ্যমে পরিচিত হয় না, বরং তা বোধগম্যতা, জ্ঞান, অধিক শ্রবণ এবং আলোচনার মাধ্যমে পরিচিত হয়।

[تدريب الراوي]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ اشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاعَ عَلَى ذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْفَهْمِ وَالْمَذَاكِرَةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ بَعْضَهُمْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِعَانِي الْحَدِيثِ، حَيْثُ يَزْوِي بِالْمَعْنَى، وَهُوَ شَرْطُ لَا بُدَّ مِنْهُ، لِكِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الضَّبْطِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ اشْتَرَطَ فِقْهَ الرَّائِي.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ أَوْ عِنْدَ التَّفَرُّدِ بِمَا تَعَمُّ بِهِ الْبُلُو.

وَمِنْهَا: اشْتِرَاطُ الْبُخَارِيِّ ثُبُوتِ السَّمَاعِ لِكُلِّ رَاوٍ مِنْ شَيْخِهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِإِمْكَانِ اللَّقَاءِ وَالْمُعَاصَرَةِ كَمَا سَيَأْتِي. وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَى أَنَّهُ شَرْطُ الصَّحِيحِ بَلِ الْأَصَحِّيَّةِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ بَعْضَهُمْ اشْتَرَطَ الْعَدَدَ فِي الرِّوَايَةِ كَالشَّهَادَةِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: حَكَاهُ الْحَازِمِيُّ فِي شُرُوطِ الْأَثَمَةِ عَنْ بَعْضِ مُتَأَخَّرِي الْمُعْتَزِلَةِ، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدْ فَهَمَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ كَلَامِ الْحَاكِمِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَفِي الْمَدْخَلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ الْأَثِيرِ

[তাদরিবুর রাবী]

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এটি সেই শর্ত থেকে গৃহীত হয়েছে যে, (বর্ণনাকারীর বর্ণনা)

‘ইল্লতপূর্ণ’ (দোষযুক্ত) হবে না; কারণ এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় উল্লেখিত প্রজ্ঞা, আলোচনার মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায়ে।

এবং এর মধ্যে একটি হলো: তাদের কেউ কেউ শর্তারোপ করেছেন যে, বর্ণনাকারীর হাদীসের অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, বিশেষত যখন সে অর্থগতভাবে বর্ণনা করে। এটি একটি

অবশ্যম্ভাবী শর্ত, তবে এটি 'দাবত্ব' (স্মৃতিশক্তির দৃঢ়তা ও নির্ভুলতা) এর অন্তর্ভুক্ত, যেমনটি পরে আসবে যখন আমরা দেখব কার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

এবং এর মধ্যে একটি হলো: আবু হানিফা (রহ.) বর্ণনাকারীর ফিকহী জ্ঞানকে শর্ত করেছেন। শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এবং বাহ্যত মনে হয় যে, এটি শুধুমাত্র তখনই শর্ত করা হয় যখন বিরোধিতা হয় অথবা এমন বিষয়ে একক বর্ণনা থাকে যা ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এবং এর মধ্যে একটি হলো: বুখারী (রহ.)-এর এই শর্ত যে, প্রতিটি বর্ণনাকারীর তার শাইখ (উস্তাদ) থেকে শ্রবণের প্রমাণ থাকতে হবে, এবং তিনি সাক্ষাৎ ও সমসাময়িকতার সম্ভাবনাকে যথেষ্ট মনে করেননি, যেমনটি পরে আসবে। এবং বলা হয়েছে: এই বিষয়ে কেউ এই মত পোষণ করেননি যে, এটি সহীহ হাদীসের শর্ত, বরং এটি 'আসহাহিয়াত' (অধিক সহীহ হওয়ার) শর্ত।

এবং এর মধ্যে একটি হলো: তাদের কেউ কেউ শাহাদাত (সাক্ষ্য) এর মতো বর্ণনার ক্ষেত্রে সংখ্যাকে শর্ত করেছেন।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: আল-হাযিমী 'শুরুতুল আইম্মাহ' গ্রন্থে মু'তাযিলাদের কিছু পরবর্তী পণ্ডিতদের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং এটি হাদীসশাস্ত্রবিদদের কারো কারো থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এবং তাদের কেউ কেউ হাকিম (রহ.)-এর 'উলুমুল হাদীস' এবং 'আল-মাদখাল' গ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমে এটি বুঝেছেন, যেমনটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সম্পর্কে আলোচনায় আসবে, এবং ইবনুল আসীর এটি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন।

(ص: 70) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فِي مُقَدِّمَةِ جَامِعِ الْأُصُولِ وَغَيْرِهِ، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْبَيَّانَجِيُّ فِي كِتَابٍ " مَا لَا يَسَعُ الْمُحَدِّثُ جَهْلُهُ ": شَرُطُ الشَّيْخَيْنِ فِي صَحِيحِهِمَا أَنْ لَا يَدْخُلَا فِيهِ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدَهُمَا، وَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَأَكْثَرُ، وَأَنْ يَكُونَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ. انْتَهَى.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهُوَ كَلَامٌ مَنْ لَمْ يُمَارِسِ الصَّحِيحَيْنِ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَيْسَ فِي الْكِتَابَيْنِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَمَّا أُبْعِدَ.

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ الْمَوْطَأِ: كَانَ مَذْهَبُ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَرْوِيَهُ اثْنَانِ. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ، بَلْ رِوَايَةُ الْوَاحِدِ عَنِ الْوَاحِدِ صَحِيحَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ حَدِيثٍ: " الْأَعْمَالِ ": انْفَرَدَ بِهِ عُمَرُ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ، رَوَاهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

قَالَ: وَحَدِيثُ عُمَرَ وَإِنْ كَانَ طَرِيقُهُ وَاحِدًا، وَإِنَّمَا بَنَى الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ عَلَى حَدِيثٍ يَرْوِيهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الْفَقْنِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ قَالَهُ عَلَى الْبُخَارِيِّ بِمُخْضَرٍ

[তাদরীবুর রাবী]

জামি'উল উসূল' গ্রন্থের ভূমিকা এবং অন্যান্য স্থানে, এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হলো, মায়ানাজী তাঁর "মা লা ইয়াসা'উল মুহাদিসা জাহলুহ" (মুহাদিসের জন্য যা অজানা থাকা সমীচীন নয়) নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে: শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এই শর্তারোপ করেছেন যে, তাঁরা তাতে কেবল সেটাই অন্তর্ভুক্ত করবেন যা তাঁদের নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত। আর তা হলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, এবং প্রতিটি সাহাবী থেকে চারজন বা ততোধিক তাবেঈ যা বর্ণনা করেছেন, আর প্রতিটি তাবেঈ থেকে চারজনের অধিক বর্ণনাকারী থাকতে হবে। সমাপ্ত।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এ এমন ব্যক্তির কথা যে সহীহাইন সম্পর্কে ন্যূনতম চর্চাও করেনি। যদি কেউ বলে যে, এই উভয় গ্রন্থে এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি হাদীসও নেই, তবে তা অসত্য হবে না।

ইবনুল আরাবী 'শারহুল মুয়াত্তা' গ্রন্থে বলেছেন: শায়খাইনের মাযহাব (মত) হলো, হাদীস সাব্যস্ত হয় না যতক্ষণ না দুজন তা বর্ণনা করে। তিনি বলেন: এটি একটি বাতিল মাযহাব। বরং, একজনের থেকে একজনের বর্ণনাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সহীহ হতে পারে।

তিনি 'শারহুল বুখারী'তে 'আল-আ'মাল' (আমলসমূহ) শীর্ষক হাদীস সম্পর্কে বলেছেন: এটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উমার (রা.) একক ছিলেন, তবে এটি আবু সাঈদের সূত্রেও এসেছে, যা বাযযার দুর্বল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন: উমার (রা.)-এর হাদীসের সূত্র যদিও একটি, আর বুখারী তাঁর গ্রন্থ এমন হাদীসের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন যা একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তবে এই হাদীসটি সেই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ উমার (রা.) তা মিস্বরে উপস্থিতদের সামনে বলেছেন

(ص: 71) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

الأَعْيَانِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَصَارَ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّ عُمَرَ ذَكَرَهُمْ لَا أَخْبَرَهُمْ.
قَالَ ابْنُ رَشِيدٍ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَبَّانٍ فِي أَوَّلِ صَحِيحِهِ - أَنَّ مَا ادَّعَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرُهُ
- مِنْ أَنَّ شَرْطَ الشَّيْخَيْنِ ذَلِكَ مُسْتَحِيلُ الْوُجُودِ، قَالَ: وَالْعَجَبُ مِنْهُ كَيْفَ يَدَّعِي
عَلَيْهَا ذَلِكَ ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ، فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ أَعْلَمَهُ بِأَنَّهَا اشْتَرَكَا ذَلِكَ؟
إِنْ كَانَ مَنْقُولًا فَلْيُبَيِّنْ طَرِيقَهُ لِنَنْظُرَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ عَرَفَهُ بِإِلَاسْتِقْرَاءٍ فَقَدْ وَهَمَ فِي
ذَلِكَ، وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِيهِ فِي ذَلِكَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِي الْبُخَارِيِّ، وَمَا اعْتَدَرَ بِهِ عَنْهُ فِيهِ
تَقْصِيرٌ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَحْدَهُ، بَلِ انْفَرَدَ بِهِ عُلَمَاءُ عَنْهُ، وَانْفَرَدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَانْفَرَدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ يَحْيَى تَعَدَّدَتْ رُؤَاؤُهُ.

وَأَيْضًا فَكَوْنُ عُمَرَ قَالَهُ عَلَى الْمُنْبَرِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ السَّامِعِينَ بِمَا هُوَ عَنْهُمْ، بَلْ هُوَ مُحْتَبَلٌ لِلْأَمْرَيْنِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْكِرُوهُ لِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ ثِقَّةٌ، فَلَوْ حَدَّثَهُمْ بِمَا لَمْ يَسْمَعُوهُ قَطُّ لَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ. اهـ.

وَقَدْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ رَجُلَيْنِ عَنْ رَجُلَيْنِ فِي شَرْطِ الْقَبُولِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عَلِيَّةَ، وَهُوَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، إِلَّا أَنَّهُ مَهْجُورُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْأَيْمَةِ، لِمَبِيلِهِ إِلَى الْإِعْتِرَالِ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيُحَذِّرُ مِنْهُ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ مِنَ الْمُعْتَرِلَةِ: لَا يَقْبَلُ الْخَبْرُ إِذَا رَوَاهُ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ، إِلَّا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ خَبْرٌ عَدْلٍ آخَرَ، أَوْ عَضْدَةٌ مُوَافَقَةٌ ظَاهِرِ الْكِتَابِ، أَوْ ظَاهِرِ خَبَرٍ آخَرَ، أَوْ

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

সাহাবায়ে কিরামের বরণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে, ফলে তা সর্বসম্মত বিষয়ের মতো হয়ে গেল; যেন উমার (রা.) তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, সংবাদ দেননি।

ইবনু রশীদ বলেছেন: ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনুল আরাবী ও অন্যান্যরা যা দাবি করেছেন তা হলো—শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর সেই শর্তের অস্তিত্ব অসম্ভব (অবাস্তব)। তিনি (ইবনু হিব্বান) বলেছেন: তার প্রতি আশ্চর্য যে, কীভাবে তিনি তাঁদের (শাইখাইনের) উপর এই দাবি করেন, অতঃপর দাবি করেন যে এটি একটি বাতিল মতবাদ! হায়! আমি যদি জানতাম কে তাকে জানালো যে তাঁরা (শাইখাইন) এই শর্তারোপ করেছেন? যদি তা বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে সে যেন তার সূত্রটি স্পষ্ট করে, যাতে আমরা তা পর্যালোচনা করতে পারি। আর যদি সে তা অন্ত্বেষণের মাধ্যমে জেনে থাকে, তাহলে সে এতে ভুল করেছে। এ বিষয়ে বুখারীর প্রথম হাদীসটি তার জন্য যথেষ্ট ছিল। এবং এর জন্য সে যে ওজর পেশ করেছে তাতে ত্রুটি রয়েছে; কারণ উমার (রা.) একাকী এটি বর্ণনা করেননি, বরং আলকামা তাঁর থেকে এটি একাকী বর্ণনা করেছেন, আর মুহাম্মদ ইবনু ইবরাহীম,

আলকামার থেকে একাকী বর্ণনা করেছেন, আর ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, মুহাম্মদের থেকে একাকী বর্ণনা করেছেন, এবং ইয়াহইয়ার থেকে তার বর্ণনাকারীগণ বহুবিধ।

আরও, উমার (রা.) মিসরে দাঁড়িয়ে এটি বলার অর্থ এই নয় যে, তিনি শ্রোতাদেরকে এমন কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যা তাদের জানা ছিল, বরং এটি উভয় সম্ভাবনারই যোগ্য। আর তারা এটি অস্বীকার করেনি কারণ তিনি তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। অতএব, যদি তিনি তাদেরকে এমন কিছু বলতেন যা তারা এর আগে কখনো শোনেনি, তাহলেও তারা তাকে অস্বীকার করত না। সমাপ্ত।

গ্রহণযোগ্যতার শর্তে দুই ব্যক্তি থেকে দুই ব্যক্তির বর্ণনার শর্তারোপের কথা বলেছেন ইবরাহীম ইবনু ইসমাইল ইবনু উলাইয়্যা। তিনি ফুকাহা (আইনজ্ঞ) ও মুহাদ্দিসীন (হাদীস বিশারদ)দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তবে তার বক্তব্য আইম্মার (ইমামদের) কাছে পরিত্যাজ্য ছিল, কারণ তার মু'তাজিলা মতবাদের প্রতি ঝোঁক ছিল। আর ইমাম শাফিয়ী তার বিরোধিতা করতেন এবং তার থেকে সতর্ক করতেন।

আর মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের আবু আলী আল-জুবায়ী বলেছেন: একমাত্র বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী যদি কোনো খবর বর্ণনা করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে না, তবে যদি তার সাথে আরেকজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর খবর যুক্ত হয়, অথবা কিতাবের (কুরআনের) বাহ্যিকতার সাথে তার সামঞ্জস্যতা এটিকে সমর্থন করে, অথবা অন্য কোনো খবরের বাহ্যিকতা (এর সমর্থন করে), অথবা

(ص: 72) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

يَكُونُ مُنْتَشِرًا بَيْنَ الصَّحَابَةِ، أَوْ عَمِلَ بِهِ بَعْضُهُمْ، حَكَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَأَطْلَقَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا إِذَا رَوَاهُ أَرْبَعَةٌ.

وَلِلْمُعْتَزِلَةِ فِي رَدِّ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجْجٌ: مِنْهَا قِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ، وَكَوْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّفَ فِي خَبَرِهِ حَتَّى تَابَعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَقِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ تَوَقَّفَ فِي خَبَرِ الْمُغِيرَةِ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ حَتَّى تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقِصَّةُ عُمَرَ

[তাদরিবুর রাবী]

সাহাবিদের মধ্যে এটি সুপ্রচলিত হওয়া, অথবা তাদের কেউ এর উপর আমল করেছে। আবুল হাসান আল-বসরি আল-মু'তামাদ গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। আর উস্তাদ আবু মানসুর আত-তামিমি আবু আলীর সূত্রে সাধারণভাবে বলেছেন যে, এটি ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না চারজন এটি বর্ণনা করে।

একক ব্যক্তির খবর (হাদীস) প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে মু'তামাদদের বেশ কিছু যুক্তি রয়েছে: সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যুল-ইয়াদাইনের ঘটনা, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খবরের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত থেমে গিয়েছিলেন যতক্ষণ না অন্য কেউ তাকে সমর্থন করেছিল। এবং আবু বকরের ঘটনা, যখন তিনি নানি বা দাদির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মুগীরাহ (রা.)-এর খবরের ব্যাপারে থেমে গিয়েছিলেন যতক্ষণ না মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ তাকে সমর্থন করেছিলেন। এবং উমরের ঘটনা

(ص: 73) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

حِينَ تَوَقَّفَ عَنْ خَبَرِ أَبِي مُوسَى فِي الْإِسْتِئْذَانِ حَتَّى تَابَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ. وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ: فَأَمَّا قِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ، فَإِنَّمَا حَصَلَ التَّوَقُّفُ فِي خَبَرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمْرُ الصَّلَاةِ لَا يَرْجِعُ الْمُصَلِّي فِيهِ إِلَى خَبَرِ غَيْرِهِ، بَلْ وَلَوْ بَلَّغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ، فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا تَذَكَّرَ عِنْدَ إِخْبَارِ غَيْرِهِ. وَقَدْ بَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رُسُلَهُ وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدَ عَلَيْهِ الْآحَادُ مِنَ الْقَبَائِلِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى قَبَائِلِهِمْ، وَكَانَتِ الْحُجَّةُ قَائِمَةً بِإِخْبَارِهِمْ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّعَدُّدِ. وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّمَا تَوَقَّفَ إِرَادَةً لِلزِّيَادَةِ فِي التَّوَثُّقِ، وَقَدْ قَبِلَ خَبَرَ عَائِشَةَ وَحَدَّثَهَا فِي قَدْرِ كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا قِصَّةُ عُمَرَ فَإِنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ عَقِبَ إِنْكَارِهِ عَلَيْهِ رُجُوعَهُ، فَأَرَادَ التَّثَبُّتَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ قَبِلَ خَبَرَ ابْنِ عَوْفٍ وَحَدَّثَهُ فِي أَخْذِ الْجَزِيَّةِ مِنَ الْمَجُوسِ، وَفِي الرُّجُوعِ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهَا الطَّاعُونَ، وَخَبَرَ الضَّحَّاكَ بْنَ

-
[বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

যখন তিনি আবু মূসা (রা)-এর অনুমতি প্রার্থনা বিষয়ক সংবাদে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, যতক্ষণ না আবু সাঈদ তাকে সমর্থন করলেন।

আর এর সবগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে: যুল-ইয়াদাইন (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে, তার সংবাদের ব্যাপারে দ্বিধা হয়েছিল; কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাজের ব্যাপারে খবর দিয়েছিলেন, আর সালাতের বিষয়ে মুসল্লি অন্য কারও সংবাদের উপর নির্ভর করে না, বরং এমনকি যদি তারা (সংবাদদাতা) তাওয়াতুরের পর্যায় পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তাহলে সম্ভবত তিনি (রাসূল সা.) অন্যের সংবাদ প্রদানের সময় স্মরণ করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দূতদেরকে এককভাবে বাদশাহদের নিকট পাঠিয়েছিলেন, এবং গোত্রসমূহ থেকে একক প্রতিনিধিগণ তাঁর নিকট আগমন করত, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের গোত্রসমূহের নিকট (দূত হিসেবে) প্রেরণ করতেন। আর তাঁর পক্ষ থেকে তাদের সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতো, যদিও সংখ্যাধিক্যের শর্ত ছিল না।

আর আবু বকর (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে, তিনি কেবল অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। আর তিনি একাকী আয়েশা (রা)-এর সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফনের পরিমাণ সম্পর্কে।

আর উমর (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে, আবু মূসা (রা) তাকে সেই হাদিসটি জানিয়েছিলেন তাঁর (উমরের) তার (আবু মূসার) প্রত্যাবর্তন অস্বীকার করার পর। অতঃপর তিনি (উমর) সে

ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। আর তিনি একাকী ইবনে আওফ (রা)-এর সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন অগ্নিপূজকদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ সম্পর্কে, এবং যে শহরে মহামারী (প্লেগ) ছিল সেখান থেকে ফিরে আসা সম্পর্কে, আর দাহহাক ইবনে

(ص: 74) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

سُفْيَانُ فِي تَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشِيمَ.

قُلْتُ: وَقَدْ اسْتَدَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَلَى ثُبُوتِ الْخَبَرِ بِأَلْوَحِدِ بِحَدِيثِ: «نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا فَأَدَّاهَا»، وَفِي لَفْظٍ: «سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرُهُ»، وَبِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ»، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ تَرَكُوا قِبْلَةً كَانُوا عَلَيْهَا بِخَبَرٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَبِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ: «إِنِّي لَقَائِمٌ أُسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَّغَكُمْ الْخَبَرَ؟ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالَ: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ». وَبِحَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمَوْقِفِ بِأَوَّلِ سُورَةِ بَرَاءةٍ، وَبِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ: «كُنَّا بِعَرَفَةَ فَأَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَا مُرُكُمُ أَنْ تَقِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ».

[তারবিবুর রাবী]

আশইয়ামের স্ত্রীকে উত্তরাধিকার দান সম্পর্কে সুফিয়ান (এর অভিমত)।

আমি বলি: ইমাম বাইহাকী তাঁর 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে একক সূত্রে বর্ণিত সংবাদ প্রমাণিত হওয়ার সপক্ষে এই হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: «আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দাকে সজীব রাখুন যে আমার কথা শুনলো, তা মুখস্থ করলো এবং তা পৌঁছে দিলো», এবং অন্য বর্ণনায় আছে: «আমাদের থেকে একটি হাদীস শুনলো এবং তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিলো», এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস দ্বারা: «কুবাবাসীরা ফজরের নামাজ পড়ছিল, এমন সময় তাদের কাছে একজন আগমনকারী এসে বলল: "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ তা'আলা আজ রাতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং তাকে কাবা শরীফের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরাও কাবা শরীফের দিকে মুখ করো।" তাদের মুখ ছিল শামের দিকে, অতঃপর তারা কাবার দিকে ঘুরে গেল।» ইমাম শাফিঈ বলেছেন: তারা যে কিবলাহর দিকে ছিল, তা একজন লোকের খবরের ভিত্তিতে পরিত্যাগ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই কাজকে অস্বীকার করেননি।

এবং আনাস (রা.) থেকে সহীহাইন-এর হাদীস দ্বারা: «আমি আবু তালহা, অমুক ও অমুককে পান করাচ্ছিলাম, এমন সময় একজন লোক প্রবেশ করে বলল: "তোমাদের কাছে কি খবর পৌঁছেছে?" আমরা বললাম: "সেটা কী?" সে বলল: "মদ হারাম করা হয়েছে।" (আনাস রা. বলেন,) তখন (কেউ) বলল: "আনাস, এই মটকাগুলো ঢেলে দাও।" আনাস (রা.) বলেন, লোকটি খবর দেওয়ার পর তারা সে বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেনি এবং কোনো পর্যালোচনাও করেনি।»

এবং বারাত সূরার প্রথম অংশ নিয়ে আলী (রা.)-কে (হজ্জের ঘোষণা প্রদানকালে) মাওকিফে প্রেরণের হাদীস দ্বারা, এবং ইয়াযীদ ইবনে শাইবান (রা.)-এর হাদীস দ্বারা: «আমরা আরাফাতে ছিলাম, তখন ইবনে মিরবা' আল-আনসারী আমাদের কাছে এসে বললেন: "আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত ব্যক্তি। তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের এই মাশায়িরে (পবিত্র স্থানসমূহে) অবস্থান করো।"»

وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ، لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَإِذَا قِيلَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَمَعْنَاهُ لَمْ يَصَحَّ
إِسْنَادُهُ

[تدريب الراوي]

وَبِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُنَادِي فِي النَّاسِ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ
فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا» الْحَدِيثُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.

وَقَدْ ادَّعَى ابْنُ حَبَّانٍ نَقِيضَ هَذِهِ الدَّعْوَى فَقَالَ: إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ
يَنْتَهِيَ لَا تَوْجَدُ أَصْلًا، وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَزِيزِ، وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو
مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ: أَنَّ بَعْضَهُمْ اشْتَرَطَ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ: أَنْ يَرُوِيَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَى مُنْتَهَاهُ،
وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعَةً عَنْ أَرْبَعَةٍ، وَبَعْضُهُمْ خَمْسَةً عَنْ خَمْسَةٍ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعَةً عَنْ
سَبْعَةٍ.

[قوله هذا حديث صحيح وهذا غير صحيح]

(وَإِذَا قِيلَ) هَذَا حَدِيثٌ (صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ) أَيُّ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ
الْمَذْكُورَةِ، فَقَبْلُنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ (لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، لِحُجُوزِ
الْخَطَأِ وَالنَّسِيَانِ عَلَى الثِّقَةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْقَطْعَ، حَكَاهُ ابْنُ
الصَّبَّاحِ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَعَزَاهُ الْبَاجِي لِأَحْمَدَ وَابْنِ خُوَيْزِ مَنَّادَ لِمَالِكٍ،
وَإِنْ نَازَعَهُ فِيهِ الْبَازِرِيُّ، بَعْدَ وَجُودِ نَصِّ لَهُ فِيهِ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ حُسَيْنِ
الْكَرَابِيسِيِّ وَابْنِ حَزْمٍ عَنْ دَاوُدَ.

وَحَكَى السُّهَيْلِيُّ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَالِكٍ
وَأَحْمَدَ وَسُفْيَانَ، وَإِلَّا فَلَا يُوجِبُهُ.

এবং যখন ‘সহীহ’ বলা হয়, তখন এর অর্থ এই, এমন নয় যে, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। আর যখন ‘গাইরু সহীহ’ (অসহীহ) বলা হয়, তখন এর অর্থ হল এর সনদ সহীহ প্রমাণিত হয়নি।

-

[তাদরিবুর রাবী]

এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস অনুযায়ী সালমা ইবনুল আকওয়া' (রা.) থেকে বর্ণিত: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিনে আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে: 'আজ আশুরার দিন। সুতরাং, যে কেউ খেয়ে ফেলেছে, সে যেন আর কিছু না খায়'» ...হাদীসটি, এবং অন্যান্য।

আর ইবনু হিব্বান এই দাবীর বিপরীত দাবী করেছেন এবং বলেছেন: "দুইজন কর্তৃক দুইজন থেকে বর্ণনা, যা শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে, তা মূলত বিদ্যমান নেই।" এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আল-আযীয প্রসঙ্গে করা হবে। আর উস্তাদ আবু মানসূর আল-বাগদাদী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কেউ কেউ খবরের গ্রহণযোগ্যতার জন্য শর্ত করেছেন যে, এর শেষ পর্যন্ত তিনজন বর্ণনাকারী থাকবেন। আর কেউ কেউ চারজন কর্তৃক চারজন থেকে বর্ণনার শর্ত করেছেন, এবং কেউ কেউ পাঁচজন কর্তৃক পাঁচজন থেকে, আর কেউ কেউ সাতজন কর্তৃক সাতজন থেকে (বর্ণনার শর্ত করেছেন)।

[তাঁর উক্তি: এটি সহীহ হাদীস এবং এটি গাইরু সহীহ]

(এবং যখন বলা হয়) এটি একটি (সহীহ) হাদীস, (তখন এর অর্থ এই), অর্থাৎ: যার সনদ উল্লিখিত গুণাবলী সহকারে সংযুক্ত থাকে, সুতরাং আমরা সনদের বাহ্যিকতার উপর আমল করে তা গ্রহণ করি। (এমন নয় যে, এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত) প্রকৃত অর্থে, কারণ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকেও ভুল ও বিস্মৃতি সম্ভব। যারা বলেন যে, 'ওয়াহিদ' (একাকী) বর্ণনাকারীর খবর নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে, তাদের মতের বিপরীত। ইবনু সাক্বাগ হাদীস বিশারদদের একটি দল থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং আল-বাজী এটিকে ইমাম আহমদের দিকে, আর ইবনু খুওয়াইয মান্দাদ ইমাম মালিকের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। যদিও আল-মাযিরী এ বিষয়ে ইমাম মালিকের সুস্পষ্ট কোনো উদ্ধৃতি না থাকার কারণে তাঁর সাথে বিতর্ক করেছেন। আর ইবনু আবদিল বার এটি হুসাইন আল-কারাবিসী থেকে এবং ইবনু হাযম দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর সুহায়লী শাফিয়ী মাযহাবের কিছু আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই বিষয়টি শর্তযুক্ত, যদি তার সনদে মালিক, আহমদ ও সুফিয়ানের মতো কোনো ইমাম থাকেন। অন্যথায় তা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না।

(ص: 76) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ فِي إِسْنَادٍ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا.

[تدريب الراوي]

وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبَصُّرَةِ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَشِبْهِهِ، أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَسَيِّئَاتِي الْكَلَامِ فِيهِ. (وَإِذَا قِيلَ) هَذَا حَدِيثٌ (غَيْرُ صَحِيحٍ) لَوْ قَالَ: ضَعِيفٌ لَكَانَ أَحْصَرَ، وَأُسْلَمَ مِنْ دُخُولِ الْحَسَنِ (فَمَعْنَاهُ لَمْ يَصَحَّ إِسْنَادُهُ) عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، لَا أَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، لَجَوَازِ صَدَقِ الْكَاذِبِ وَإِصَابَةِ مَنْ هُوَ كَثِيرُ الْخَطَأِ.

[هل يُجْزَمُ فِي إِسْنَادٍ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا]

(وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا) لِأَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ مُرْتَبَّبٌ عَلَى تَمَكُّنِ الْإِسْنَادِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَيَعَزُّ وَجُودُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْقَبُولِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ الْكَائِنِينَ فِي تَرْجَمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ وَلِهَذَا اضْطَرَبَ مَنْ خَاصَ فِي ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اسْتِقْرَاءٌ تَامٌّ، وَإِنَّمَا رَجَّحَ كُلُّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا قَوِيَ عِنْدَهُ خُصُوصًا إِسْنَادَ بَلَدِهِ لِكَثْرَةِ اعْتِنَائِهِ بِهِ، كَمَا رَوَى الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، سَبَعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غِيلَانَ يَقُولُ: قِيلَ لَوَكَيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَفْلَحُ بْنُ حُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ، وَسُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، أَيُّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَا نَعْدِلُ بِأَهْلِ بَلَدِنَا أَحَدًا.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
هَكَذَا رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يُقَدِّمُونَ.

নির্বাচিত মত হলো যে, কোনো ইসনাদ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সেটিই সকল ইসনাদের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে সর্বাধিক সহীহ।

-

[তাদরীবুর রাবী]

আর শাইখ আবু ইসহাক ‘আত-তাবসিরাহ’ গ্রন্থে কিছু মুহাদ্দিস থেকে মালিক, নাফি’ থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে বর্ণিত হাদীসের এবং এর অনুরূপ হাদীসের ব্যাপারে এ কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যা শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) অথবা তাদের কোনো একজন বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

(আর যখন বলা হয়) এই হাদীসটি (গায়রে সহীহ) অর্থাৎ অ-সহীহ (যদি বলা হতো: দুর্বল, তবে তা সংক্ষিপ্ত হতো এবং হাসান হাদীস অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকত), তবে এর অর্থ হলো: উল্লিখিত শর্তানুযায়ী এর ইসনাদ সহীহ প্রমাণিত হয়নি, বাস্তবে এটি মিথ্যা এমন নয়; কেননা মিথ্যাবাদীর সত্য বলাও সম্ভব এবং যে অধিক ভুলকারী তার সঠিক হওয়াও সম্ভব।

[কোনো ইসনাদ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে কি যে, সেটি নিরঙ্কুশভাবে সর্বাধিক সহীহ?]

(আর নির্বাচিত মত হলো যে, কোনো ইসনাদ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সেটিই সকল ইসনাদের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে সর্বাধিক সহীহ।) কারণ সহীহ হওয়ার স্তরসমূহের পার্থক্য ইসনাদের সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পূরণের উপর নির্ভরশীল। আর একটি মাত্র বর্ণনাসূত্রে (তারজুমায়) বিদ্যমান ইসনাদের প্রতিটি রাবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতার স্তর পাওয়া অত্যন্ত বিরল; আর এই কারণে যারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, যেহেতু তাদের কাছে সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ (ইস্তিকরা) ছিল না। বরং তাদের প্রত্যেকে তার কাছে যা শক্তিশালী মনে হয়েছে, তার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, বিশেষ করে তার অঞ্চলের ইসনাদকে, কেননা সে এটির প্রতি অধিক মনোযোগ দিত। যেমন আল-খতীব ‘আল-জামি’ গ্রন্থে আহমাদ ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন,) আমি মাহমুদ ইবনে গায়লানকে বলতে শুনেছি: ওয়াকী ইবনুল জাররাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে, তিনি আয়িশাহ থেকে; আফলাহ ইবনে হুমাইদ,

কাসিম থেকে, তিনি আয়িশাহ থেকে; এবং সুফিয়ান, ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি আয়িশাহ থেকে (বর্ণিত হাদীস), এদের মধ্যে কোনটি আপনার কাছে অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন: আমরা আমাদের অঞ্চলের লোকদের সাথে কাউকে সমান মনে করি না। আহমাদ ইবনে সাঈদ বললেন: আর আমি বলি: হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে, তিনি আয়িশাহ থেকে (বর্ণিত হাদীস) আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আমার সাথীদেরকে এভাবেই প্রাধান্য দিতে দেখেছি।

(ص: 77) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ عَلَى إِسْنَادٍ مُّعَيَّنٍ بِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَعَ عَدَمِ اتِّفَاقِهِمْ تَرْجِيحُ
بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مَعَ أَنَّهُ يُمَكِّنُ لِلنَّازِلِ الْمُتَّقِنِ تَرْجِيحُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ حَيْثُ
حِفْظُ الْإِمَامِ الَّذِي رَجَّحَ وَاتِّقَانُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يَخْلُو النَّظَرُ فِيهِ
مِنْ فَائِدَةٍ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ مَا نُقِلَ عَنِ الْأَثَرَةِ مِنْ ذَلِكَ يُفِيدُ تَرْجِيحَ التَّرَاجِمِ الَّتِي
حَكَمُوا لَهَا بِالْأَصَحِّيَّةِ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ لَهُ حُكْمٌ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

- 1

تَنْبِيْهُ

عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ: وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ عَنِ الْحُكْمِ لِإِسْنَادٍ أَوْ حَدِيثٍ بِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى
الْإِطْلَاقِ، قَالَ الْعَلَايُ: أَمَّا الْإِسْنَادُ فَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِذَلِكَ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا يُحْفَظُ
عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَثَرَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ كَذَا أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا

يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْإِسْنَادِ أَصَحَّ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَنُ كَذَلِكَ، فَلِأَجْلِ ذَلِكَ مَا خَاصَّ
الْأَثْمَةَ إِلَّا فِي الْحُكْمِ عَلَى الْإِسْنَادِ. انْتَهَى.

وَكَانَ الْمُصَنِّفُ حَذَفَهُ لِذَلِكَ، لَكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: سَيَأْتِي أَنَّ مِنْ لَازِمٍ مَا قَالَهُ
بَعْضُهُمْ: إِنَّ أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنْ يَكُونَ أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ لَمْ

-

[তা'দরীবুর রাবী]

তাহলে একটি নির্দিষ্ট ইসনাদ সম্পর্কে সাধারণভাবে 'সবচেয়ে সহীহ' বলে ফয়সালা করা,
তাদের ঐকমত্য না থাকা সত্ত্বেও, কোনো প্রাধান্য প্রদানকারী কারণ ছাড়াই প্রাধান্য দেওয়ার
শামিল।

শাইখুল ইসলাম বলেন: যদিও নিপুণ পর্যবেক্ষকের পক্ষে সেগুলোর কোনোটিকে অন্যটির উপর
প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব, ঐ ইমামের মুখস্থশক্তি ও পাণ্ডিত্য বিবেচনা করে, যিনি প্রাধান্য
দিয়েছেন। আর যদি তা সাধারণভাবে সম্ভব নাও হয়, তবুও এ বিষয়ে পর্যালোচনা অর্থহীন নয়;
কারণ, ইমামগণ থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত সমষ্টিগত বিষয়াদি সেই 'তারাজিম' (বর্ণনাকারীদের
জীবনী) গুলোকে প্রাধান্য দেয়, যাদের ক্ষেত্রে তাঁরা 'সবচেয়ে সহীহ' হওয়ার ফয়সালা
দিয়েছেন, তাদের থেকে এমন কিছু উপর যার উপর কারো কোনো ফয়সালা আসেনি।

1 -

দ্রষ্টব্য

ইবনুল সালাহ-এর উক্তি: "আর এজন্য আমরা কোনো ইসনাদ বা হাদীসকে সাধারণভাবে
'সবচেয়ে সহীহ' বলে ফয়সালা করা থেকে বিরত থাকা উচিত বলে মনে করি।" আলাঈ বলেন:
ইসনাদের ব্যাপারে তো একদল আলেম এ কথা স্পষ্ট করেছেন। আর হাদীসের ব্যাপারে
হাদীসের কোনো ইমাম থেকে এটা সংরক্ষিত নেই যে, তিনি বলেছেন: 'অমুক হাদীস
সাধারণভাবে সব হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে সহীহ'; কারণ, একটি ইসনাদ অন্য ইসনাদের চেয়ে
বেশি সহীহ হলেই যে তার মতনও (মূলপাঠ) তেমন হবে, এমনটা অপরিহার্য নয়। এ কারণেই
ইমামগণ ইসনাদের উপর ফয়সালা করা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে বেশি আলোচনা করেননি।
সমাপ্ত।

যেন সংকলক (মুসান্নিফ) এ কারণেই তা বাদ দিয়েছেন। তবে শাইখুল ইসলাম বলেন: শীঘ্রই আসবে যে, তাদের কারো কারো কথা থেকে যা অপরিহার্যভাবে আসে তা হলো: সবচেয়ে সহীহ ইসনাদ হলো যা আহমদ, শাফিঈ থেকে, শাফিঈ মালিক থেকে, মালিক নাফি' থেকে, নাফি' ইবন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তাহলে সবচেয়ে সহীহ হাদীস হবে সেই হাদীস যা আহমদ এই ইসনাদে বর্ণনা করেছেন, কারণ, তিনি তা করেননি।

(ص: 78) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَقِيلَ: أَصْحَاهُ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: ابْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ،
وَقِيلَ: الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقِيلَ الرَّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، وَقِيلَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَعَلَى هَذَا قِيلَ:
الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

[تدريب الراوي]

يَرَوْنَ فِي مُسْنَدِهِ بِهِ غَيْرُهُ فَيَكُونُ أَصَحَّ الْأَحَادِيثِ عَلَى رَأْيٍ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ. قُلْتُ: قَدْ
جَزَمَ بِذَلِكَ الْعَلَايُ نَفْسُهُ فِي عَوَالِي مَالِكٍ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: إِنَّهُ أَصَحُّ حَدِيثٍ
فِي الدُّنْيَا.

[أصح الأسانيد مطلقاً]

(وَقِيلَ: أَصْحَاهُ) مُطْلَقًا مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ شَهَابٍ (الرَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ) بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (عَنْ أَبِيهِ) ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ
بِنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بِنِ رَاهَوِيٍّ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ.
(وَقِيلَ) أَصْحَاهُ مُحَمَّدُ (ابْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ) السَّلْمَانِيُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ (عَنْ عَلِيٍّ) بِنِ
أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْفَلَّاسِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ:

أَجُودُهَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

(وَقِيلَ) أَصْحُهَا سُلَيْمَانُ (الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بْنِ قَيْسٍ (عَنْ) عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ مَسْعُودٍ) وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَعِينٍ، صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ. (وَقِيلَ) أَصْحُهَا (الزُّهْرِيُّ عَنْ) زَيْنِ الْعَابِدِينَ (عَلَيْهِ) بْنُ الْحُسَيْنِ (عَنْ أَبِيهِ) الْحُسَيْنِ (عَنْ) أَبِيهِ (عَلَيْهِ) بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْعِرَاقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

এবং বলা হয়েছে: সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো যুহরি, সালিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে (বর্ণনা করেছেন)। এবং বলা হয়েছে: ইবন সীরিন, উবাইদা থেকে, তিনি আলী থেকে। এবং বলা হয়েছে: আ'মাশ, ইব্রাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবন মাসউদ থেকে। এবং বলা হয়েছে: যুহরি, আলী ইবনুল হুসাইন থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আলী থেকে। এবং বলা হয়েছে: মালিক, নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে। এই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে: শাফিঈ, মালিক থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি তার মুসনাদ গ্রন্থে এ দ্বারা অন্যকে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং যারা এই মতে বিশ্বাসী, তাদের মতে এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস। আমি বলি: আলায়ী নিজেই 'আওয়ালী মালিক' গ্রন্থে এ বিষয়ে দৃঢ় মত দিয়েছেন, অতঃপর তিনি উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন: "এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস।"

[সর্বোপরি বিশুদ্ধতম সনদসমূহ]

(এবং বলা হয়েছে: সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো) সাধারণভাবে যা বর্ণনা করেছেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন শিহাব (যুহরি, সালিম) ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমার থেকে (তিনি তার পিতা থেকে)। আর এটি আহমাদ ইবন হাম্বাল ও ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি-এর মত। ইবনুল সালাহ এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

(এবং বলা হয়েছে) সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো মুহাম্মাদ (ইবন সীরিন, উবাইদা) আস-সালমানী (আইন অক্ষরের ফাতহা সহ) থেকে (তিনি আলী) ইবন আবি তালিব থেকে। আর এটি ইবনুল মাদীনী, আল-ফাল্লাস এবং সুলাইমান ইবন হারব-এর মত। তবে সুলাইমান বলেছেন: "সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী, ইবন সীরিন থেকে (বর্ণনা করেছেন)।" এবং ইবনুল মাদীনী (বলেছেন): আব্দুল্লাহ ইবন আউন, ইবন সীরিন থেকে (বর্ণনা করেছেন)। এটি ইবনুল সালাহ বর্ণনা করেছেন।

(এবং বলা হয়েছে) সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো সুলাইমান (আল-আ'মাশ, ইব্রাহীম) ইবন ইয়াযীদ আন-নাখঈ থেকে (তিনি আলকামা) ইবন কায়স থেকে (তিনি আব্দুল্লাহ) ইবন মাসউদ থেকে। আর এটি ইবন মা'ঈন-এর মত। ইবনুল সালাহ এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

(এবং বলা হয়েছে) সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো (যুহরি, যাইনুল আবিদীন) আলী ইবনুল হুসাইন থেকে (তিনি তার পিতা) হুসাইন থেকে (তিনি তার পিতা) আলী ইবন আবি তালিব থেকে। এটি ইবনুল সালাহ আবু বকর ইবন আবি শাইবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং ইরাকী, আব্দুল রাজ্জাক থেকে (বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 79) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

(وَقِيلَ) أَصْحَهَا (مَالِكُ) بَنُ أَنْسٍ (عَنْ نَافِعٍ) مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) وَهَذَا قَوْلُ
الْبُخَارِيِّ، وَصَدَّرَ الْعِرَاقِيُّ بِهِ كَلَامَهُ، وَهُوَ أَمْرٌ تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفُوسُ، وَتَنْجَذِبُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ.
رَوَى الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ: يَا أَبَا زُرْعَةَ،
لَيْسَ ذَا زَعْرَعَةٍ، عَنْ زَوْبَعَةٍ، إِنَّمَا تَرَفَعُ السِّتْرُ فَتَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالصَّحَابَةِ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(فَعَلَى هَذَا قِيلَ) عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَبَنَى الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ
التَّيْسِيُّ أَنَّ أَجَلَ الْأَسَانِيدِ (الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ).
وَاحْتِجَّ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ أَجَلٌ مِنَ الشَّافِعِيِّ،
وَبَنَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَجْلَهَا رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ
مَالِكٍ؛ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَجَلَ مَنْ أَخَذَ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ
الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَتُسَمَّى هَذِهِ التَّرْجَمَةُ سِلْسِلَةَ الذَّهَبِ، وَلَيْسَ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى كِبَرِهِ بِهَذِهِ
التَّرْجَمَةِ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ وَهُوَ فِي الْوَأَقِعِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ جَمَعَهَا وَسَاقَهَا مَسَاقَ
الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ،

-

[তাদরীবুর রাবী]

(এবং বলা হয়েছে) এর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হচ্ছে (মালিক) ইবনে আনাস (নাফি' থেকে),
যিনি ইবনে উমরের মাওলা, (ইবনে উমর থেকে)। এটি বুখারীর অভিমত, এবং ইরাকী তাঁর
আলোচনা এর মাধ্যমেই শুরু করেছেন, আর এটি এমন একটি বিষয় যার প্রতি আত্মা ঝুঁকে
পড়ে এবং অন্তর আকৃষ্ট হয়।

খতীব তাঁর 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনে বাকর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু
জুরআহ আর-রাযীকে বলেছিলেন: হে আবু জুরআহ, এটি কোনো দুর্বল বা অস্থিতিশীল (বর্ণনা)
নয়, বরং তুমি পর্দা তুলে সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণকে
দেখছ, মালিক - নাফি' - ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে।

(সুতরাং এর ভিত্তিতে বলা হয়েছে) ইবনুল সালাহর উক্তি অনুযায়ী, এবং ইমাম আবু মানসুর
আব্দুল কাহির ইবনে তাহির আত-তামিমি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ইসনাদসমূহের মধ্যে
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে (শাফি'ঈ - মালিক - নাফি' - ইবনে উমর)।

তিনি হাদীস বিশারদদের ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন
এমন বর্ণনাকারীদের মধ্যে শাফি'ঈর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ ছিল না। এবং কিছু মুতাআখখিরিন
(পরবর্তী যুগের আলেমগণ) এর ভিত্তিতে বলেছেন যে, ইসনাদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ
হচ্ছে আহমদ ইবনে হাম্বলের শাফি'ঈ থেকে মালিকের সূত্রে বর্ণনা; কারণ হাদীস বিশারদগণ

এই বিষয়ে একমত যে, শাফি'ঈ থেকে হাদীস গ্রহণকারীদের মধ্যে ইমাম আহমদই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই বর্ণনাধারা 'সিলসিলাতুজ্জাহাব' (স্বর্ণসূত্র) নামে পরিচিত, তবে তাঁর বিশাল মুসনাদ গ্রন্থে এই বর্ণনাধারাতে একটি মাত্র হাদীস রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে চারটি হাদীস, কিন্তু তিনি সেগুলোকে একত্রে সংকলন করে একটি হাদীসের ন্যায় উপস্থাপন করেছেন।

(ص: 80) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بَلْ لَمْ يَقَعْ لَنَا عَلَى هَذِهِ الشَّرِيطَةِ غَيْرُهَا، وَلَا خَارِجَ الْمُسْنَدِ.
أَخْبَرَنِي شَيْخُنَا الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ الشُّمَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقِرَائَتِي عَلَيْهِ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْبَلِيِّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعُرْضِيُّ، أَخْبَرْتُنَا زَيْنَبُ بِنْتُ مَكِّيٍّ، ح وَأَخْبَرَنِي عَلِيًّا مُسْنَدُ الدُّنْيَا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُقْبِلٍ الْحَلَبِيُّ مَكَاتِبَةً مِنْهَا، عَنِ الصَّلَاحِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُقَدِسِيِّ وَهُوَ آخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، قَالَا: أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّصَافِيُّ، أَنَا هَبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَبَانَا أَبُو عَلِيٍّ التَّيَمِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ، أَنَبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَنَبَانَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَنَهَى عَنِ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ، وَالْمُرَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُفَرَّقًا، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، إِلَّا النَّهْيَ عَنِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

[তাদরিবুর রাবী]

বরং এই শর্তে এটি ছাড়া অন্য কিছু আমাদের কাছে পাওয়া যায়নি, এমনকি মুসনাদের বাইরেও নয়।

আমাদের শায়খ, ইমাম তাক্বিয়ুদ্দিন আশ-শুমনী, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, আমাকে অবহিত করেছেন—আমার তাঁর কাছে পাঠের মাধ্যমে; আমাকে (অবহিত করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-হানবালী, আমাকে (অবহিত করেছেন) আবুল হাসান আল-উরদী, আমাদেরকে যায়নাব বিনত মাক্কী অবহিত করেছেন। (৮) এবং আমাকে উচ্চতর সনদসহ অবহিত করেছেন দুনিয়ার একক মুসনিদ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুক্বিল আল-হালাবী, তাঁর পক্ষ থেকে পত্রযোগে, সালাহ ইবনে আবি উমার আল-মাক্বদিসী থেকে—আর তিনিই তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন সর্বশেষ ব্যক্তি, আমাকে (অবহিত করেছেন) আবুল হাসান ইবনুল বুখারী—আর তিনিই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সর্বশেষ ব্যক্তি; তাঁরা দুজন বলেছেন: আমাকে (অবহিত করেছেন) আবু আলী আর-রুসফী, আমাকে (অবহিত করেছেন) হিবাতুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, আমাদেরকে আবু আলী আত-তামিমী সংবাদ দিয়েছেন, আমাকে আবু বকর আল-ক্বাত্বীঈ (অবহিত করেছেন), আমাদেরকে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ সংবাদ দিয়েছেন, আমাকে আমার পিতা (আহমাদ ইবনে হাম্বল) হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ সংবাদ দিয়েছেন, আমাদেরকে মালিক নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে (আল্লাহ তাঁদের দুজনের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) সংবাদ দিয়েছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «তোমাদের কেউ যেন অন্যের বেচাকেনার উপর বেচাকেনা না করে, এবং তিনি নাজাশ (প্রতারণামূলক দর বাড়ানো) থেকে নিষেধ করেছেন, এবং তিনি 'হাবলুল হাবালা' (গর্ভের সন্তানের গর্ভ) বেচা থেকে নিষেধ করেছেন, এবং তিনি মুজাবানাহ থেকে নিষেধ করেছেন, আর মুজাবানাহ হলো: পরিমাপ করে খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা এবং পরিমাপ করে আগুরের বিনিময়ে কিসমিস বিক্রি করা।» এটি বুখারী বিক্ষিপ্তভাবে মালিকের হাদীস থেকে সংকলন করেছেন, এবং এটি মুসলিম মালিকের হাদীস থেকে সংকলন করেছেন, তবে 'হাবলুল হাবালা'র নিষেধাজ্ঞা (বর্ণনা) ব্যতীত, কারণ তিনি সেটি অন্য সূত্রে সংকলন করেছেন।

১ -

[تدريب الراوي]

تَنْبِيهَاتٌ

الأَوَّلُ: اعْتِرَاضُ مُغْلَطَايَ عَلَى التَّبْيِيهِ فِي ذِكْرِهِ الشَّافِعِيَّ بِرِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ،
إِنْ نَظَرْنَا إِلَى الْجَلَالَةِ، وَابْنِ وَهْبٍ وَالْقَعْنَبِيِّ إِنْ نَظَرْنَا إِلَى الْإِثْقَانِ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي "مَحَاسِنِ الْإِصْلَاحِ": فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَهُوَ وَإِنْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ كَمَا
ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، لَكِنْ لَمْ تَشْتَهَرْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، كَاشْتَهَارِ رِوَايَةِ الشَّافِعِيَّ، أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ
وَابْنُ وَهْبٍ فَأَيُّنَ تَقَعُ رُتْبَتُهُمَا مِنْ رُتْبَةِ الشَّافِعِيَّ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِيهَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ:
رِوَايَةُ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِهِ، وَفِي "الْمُدَبَّحِ" لَيْسَتْ
مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ ابْنِ عُمرَ، وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي ذَلِكَ، قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَ الْخَطِيبُ حَدِيثًا
كَذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكٍ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَمَّا اعْتِرَاضُهُ بِأَبِي حَنِيفَةَ، فَلَا يَحْسُنُ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ تَثْبُتْ
رِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا أُورِدَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْخَطِيبُ لِرِوَايَتَيْنِ وَقَعَتَا لَهُمَا عَنْهُ
بِإِسْنَادَيْنِ فِيهِمَا مَقَالٌ، وَأَيْضًا فَإِنَّ رِوَايَةَ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ مَالِكٍ إِنَّمَا هِيَ فِيهَا ذَكَرَهُ

[বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যসমূহ

প্রথমত: তামীমী কর্তৃক শাফিঈকে আবু হানিফা কর্তৃক মালিক থেকে বর্ণনার সাথে যুক্ত করার
উপর মুগলতায়ী আপত্তি জানিয়েছেন; যদি আমরা সমান ও মহত্বের দিক থেকে দেখি, এবং
ইবনে ওয়াহাব ও কা'নাবীর ক্ষেত্রে, যদি আমরা নিখুঁততার (ইতকান) দিক থেকে দেখি।

বুলক্বীনী 'মাহাসিনুল ইসলাহ' গ্রন্থে বলেছেন: আবু হানিফার ক্ষেত্রে, যদিও তিনি মালিক থেকে
বর্ণনা করেছেন, যেমনটি দারাকুতনী উল্লেখ করেছেন, তবে তার কাছ থেকে তার বর্ণনা

শাফিঈর বর্ণনার মতো প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। কিন্তু কা'নাবী ও ইবনে ওয়াহাবের ক্ষেত্রে, শাফিঈর মর্যাদার তুলনায় তাদের মর্যাদা কোথায়? আর ইরাকী তার নিজ হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিতে যা দেখেছি তাতে বলেছেন: আবু হানিফা কর্তৃক মালিক থেকে বর্ণনা, যা দারাকুতনী তার 'গারাইব' এবং 'আল-মুদাব্বাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তা ইবনে উমর থেকে তার বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং বিষয়টি এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি (ইরাকী) বললেন: হ্যাঁ, খতীবও মালিক থেকে বর্ণনা প্রসঙ্গে অনুরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আর শাইখুল ইসলাম বলেছেন: আবু হানিফাকে নিয়ে তার আপত্তি শোভন নয়; কারণ আবু হানিফার মালিক থেকে বর্ণনা প্রমাণিত হয়নি, বরং দারাকুতনী এবং পরবর্তীতে খতীব দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যা তাদের কাছে দুটি সূত্রে তার থেকে পৌঁছেছে, যে সূত্রগুলোতে আপত্তি রয়েছে। এছাড়াও, আবু হানিফা কর্তৃক মালিক থেকে বর্ণনা কেবল সেই বিষয়ে, যা তিনি উল্লেখ করেছেন...

(ص: 82) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

فِي الْمَذَاكِرَةِ، وَلَمْ يَقْصِدِ الرَّوَايَةَ عَنْهُ كَالشَّافِعِيِّ الَّذِي لَزِمَهُ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْمُوَطَّأَ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا اعْتِرَاضُهُ بِأَبْنِ وَهْبٍ وَالْقَعْنَبِيِّ، فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّهُ سَمِعَ الْمُوَطَّأَ مِنَ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ سَمَاعِهِ لَهُ مِنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ الرَّوَايَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ بِكَثْرَةٍ، قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُهُ فِيهِ ثَبَّتًا، فَعَلَّلَ إِعَادَتَهُ لِسَمَاعِهِ وَتَخْصِيصَهَا بِالشَّافِعِيِّ بِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى التَّثَبُّتِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُمَا.

قَالَ: نَعَمْ، أَطْلَقَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّ الْقَعْنَبِيَّ أَثْبَتَ النَّاسَ فِي الْمُوَطَّأِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُؤْجُودِينَ عِنْدَ إِطْلَاقِ تِلْكَ الْمَقَالَةِ، فَإِنَّ الْقَعْنَبِيَّ عَاشَ بَعْدَ الشَّافِعِيِّ مُدَّةً، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مُعَارَضَةُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِمِثْلِهَا، فَقَدْ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التَّنَيْسِيِّ.

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ التَّقْدِيمِ مِنْ جِهَةٍ مِّنْ سَبْعٍ كَثِيرًا مِّنَ الْمُوَطِّأِ مِنْ لَفْظِ مَالِكٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّاعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ أَتَقَنَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا ابْنُ وَهْبٍ فَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: إِنَّهُ غَيْرُ جَيِّدِ التَّحْمُلِ، فَيُحْتَاجُ إِلَى صَحَّةِ النَّقْلِ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِنْ كَانَ أَتَقَنَّ الرُّوَاةَ عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ كَانَ كَثِيرَ اللُّزُومِ لَهُ.

قَالَ: وَالْعَجَبُ مِنْ تَرْدِيدِ الْمُعْتَرِضِ بَيْنَ الْأَجَلِيَّةِ وَالْأَثْنَيْنِيَّةِ، وَأَبُو مَنْصُورٍ إِنَّمَا عَبَّرَ بِأَجَلٍ، وَلَا يَشْكُ أَحَدٌ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ، لِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ

[তারবীবুর রাবী]

আলোচনার মধ্যে, এবং তার থেকে রেওয়ায়েত করার ইচ্ছা করেননি, যেমন শাফেঈ, যিনি দীর্ঘকাল তার সাহচর্য অবলম্বন করেছেন এবং নিজে তার কাছে মুওয়াত্তা পাঠ করেছেন। আর ইবনে ওয়াহাব ও আল-কানবীর দ্বারা তার আপত্তি প্রসঙ্গে, তো ইমাম আহমদ বলেছেন: তিনি মুওয়াত্তা শাফেঈ থেকে শুনেছেন, ইবনে মাহদীর (যিনি ইমাম মালিক থেকে এটি বহুলাংশে বর্ণনা করেছেন) কাছ থেকে শোনার পরেও। তিনি বলেছেন: "কারণ আমি তাকে এতে সুদৃঢ় পেয়েছি।" অতএব, তিনি শাফেঈ থেকে পুনরায় শোনার কারণ এবং তাকেই নির্দিষ্ট করার কারণ হিসেবে সুদৃঢ়তা সংক্রান্ত একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শাফেঈ তাদের দুজনের চেয়ে হাদীস সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী।

তিনি বলেছেন: হ্যাঁ, ইবনুল মাদীনী নির্বিশেষে বলেছেন যে, আল-কানবী মুওয়াত্তা'র ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুদৃঢ় ব্যক্তি। আর বাহ্যত এটি সেই সময়কার বিদ্যমান ব্যক্তিদের তুলনায় যখন এই উক্তিটি করা হয়েছিল। কারণ আল-কানবী শাফেঈর পরে কিছুকাল জীবিত ছিলেন। আর এটিকে সমর্থন করে এই উক্তির অনুরূপ আরেকটি উক্তি, কারণ ইবনে মা'ঈন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আত-তিননিসীর ব্যাপারেও একই কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন: এবং সম্ভবত, প্রাধান্য দেওয়ার কারণ তাদের দিক থেকে হতে পারে যারা ইমাম মালিকের মুখ থেকে মুওয়াত্তা'র অনেক অংশ শুনেছেন, এই ভিত্তির ওপর যে, শাইখের মুখ থেকে শোনা তার কাছে পাঠ করার চেয়ে অধিক নির্ভুল। আর ইবনে ওয়াহাব প্রসঙ্গে, একজন নয়, অনেকে বলেছেন যে, তিনি হাদীস ধারণে খুব সুদৃঢ় ছিলেন না। সুতরাং, যদি তিনি

ইমাম মালিক থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁতও হন এবং তার সাথে বহুলাংশে সংশ্লিষ্টও থাকেন, তবুও হাদীস বিশারদদের থেকে তার বর্ণনা সঠিক হওয়ার প্রয়োজন হয়। তিনি বলেছেন: আপত্তিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব ও নিখুঁততার মধ্যে দোদুল্যমানতা বিস্ময়কর, আর আবু মানসূর তো শুধু 'আজাল্লা' (শ্রেষ্ঠ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং কেউই সন্দেহ করে না যে, শাফেঈ তাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা তার মধ্যে বহু গুণাবলী সম্মিলিত হয়েছিল।

(ص: 83) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْعِلْيَّةُ الْمَوْجِبَةُ لِتَقْدِيرِهِ، وَأَيْضًا فَرِيَادَةُ إِثْقَانِهِ لَا يَشْكُ فِيهَا مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِأَخْبَارِ النَّاسِ، فَقَدْ كَانَ أَكْبَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَأْتُونَهُ فَيُذَاكِرُونَهُ بِأَحَادِيثَ أَشْكَلَتْ عَلَيْهِمْ، فَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا أَشْكَلَ، وَيُوقِفُهُمْ عَلَى عِلَلٍ غَامِضَةٍ، فَيَقُومُونَ وَهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، وَهَذَا لَا يُنَازِعُ فِيهِ إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَغَافِلٌ.

قَالَ: لَكِنَّ إِيرَادَ كَلَامِ أَبِي مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَرْجِيحِ تَرْجَمَةِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى غَيْرِهَا، إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا وَقَعَ فِي الْمَوْطَأِ، فَرَوَاتُهُ فِيهِ سَوَاءٌ مِنْ حَيْثُ الْإِشْتِرَاكُ فِي رِوَايَةِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، وَيَتِمُّ مَا عَبَّرَ بِهِ أَبُو مَنْصُورٍ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجْلَّهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا شَكَّ، أَنَّ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِهِ خَارِجَ الْمَوْطَأِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَالْمَقَامُ عَلَى هَذَا مَقَامُ تَأْمُلٍ، وَقَدْ نُوزِعَ فِي أَحْمَدَ بِمِثْلِ مَا نُوزِعَ فِي الشَّافِعِيِّ مِنْ زِيَادَةِ الْمُبَارَسَةِ وَالْمَلَازِمَةِ لِغَيْرِهِ؛ كَالرَّبِيعِ مَثَلًا، وَيُجَابُ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِي: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ، وَبَقِيَ أَقْوَالٌ أُخَرُ: فَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَعْنِي عَنْ شَيْخِهِ، هَذِهِ عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي نُكْتِهِ. وَعِبَارَةُ الْحَاكِمِ: قَالَ حَجَّاجٌ: اجْتَمَعَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ

-

[তাদরীবুর রাবী]

যা তাঁর অগ্রাধিকারকে আবশ্যক করে তোলে। তদুপরি, তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সেই ব্যক্তি সন্দেহ করবে না যার মানুষের সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞান আছে। কারণ, মহান মুহাদ্দিসগণ তাঁর কাছে আসতেন এবং তাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হওয়া হাদীসগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন তিনি তাদের কাছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করতেন এবং তাদের অস্পষ্ট কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত করাতেন। ফলে তারা বিস্মিত হয়ে ফিরে যেতেন। এই বিষয়ে কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি বা উদাসীন ব্যতীত অন্য কেউ বিতর্ক করে না।

তিনি বলেন: তবে এই পরিচ্ছেদে আবু মানসূরের বক্তব্য উল্লেখ করায় পর্যালোচনা রয়েছে; কারণ, মালিক আন নাফি' আন ইবন উমার (সনদের) বর্ণনাকে অন্যান্য সনদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্য যদি মুওয়াত্তায় যা এসেছে তা হয়, তাহলে সেই হাদীসগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে এর রাবীগণ সমান। এবং আবু মানসূর যা বলেছেন যে, শাফিঈ তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তা পূর্ণ হয়। আর যদি এর দ্বারা এর চেয়ে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে মালিকের অনেক ছাত্রের কাছে মুওয়াত্তার বাইরে তাঁর এমন হাদীস রয়েছে যা শাফিঈর কাছে নেই। অতএব, এই বিবেচনায় এটি গভীর চিন্তার স্থান। এবং আহমদ (ইবনে হাম্বল)-এর ক্ষেত্রেও বিতর্ক করা হয়েছে যেমন শাফিঈর ক্ষেত্রে করা হয়েছে অন্যদের, যেমন রাবী'-এর সাথে তাঁর অতিরিক্ত মেলামেশা ও সান্নিধ্যের কারণে। এর উত্তরও পূর্ববর্তী উত্তরের মতোই দেওয়া হবে।

১ -

দ্বিতীয়ত: এই মাসআলায় গ্রন্থকার ইবনুল সালাহর অনুসরণ করে পাঁচটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। এবং আরও কিছু উক্তি বাকি আছে: হাজ্জাজ ইবন আশ-শায়ির বলেন: সবচেয়ে সহীহ সনদ হল শু'বা আন ক্বাতাদা আন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব। অর্থাৎ তাঁর শায়খগণ থেকে। এটি শায়খুল ইসলামের নুকাত গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্য।

আর হাকিমের বক্তব্য হল: হাজ্জাজ বলেন: আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মাজীন এবং ইবনুল মাদীনী একত্রিত হয়েছিলেন

(ص: 84) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فِي جَمَاعَةٍ مَعَهُمْ فَتَدَاكُرُوا أَجُودَ الْأَسَانِيدِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَجُودُ الْأَسَانِيدِ: شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ وَأَحْمَدَ مَا سَبَقَ عَنْهُمَا. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، لَيْسَ إِسْنَادُ اثْبَتَ مِنْ هَذَا، أَسْنَدُهُ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ: فَعَلَى هَذَا لِابْنِ مَعِينٍ قَوْلَانِ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكُونِيُّ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ خَلْفِ بْنِ هِشَامٍ الْبَزَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، أَيُّ الْأَسَانِيدِ أَثْبَتُ؟ قَالَ: أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، فَيَا لَكَ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فَلِأَحْمَدَ قَوْلَانِ، وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّاوي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ثِقَةً، فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا مُشْعَرٌ بِجَلَالَةِ إِسْنَادِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عِنْدَهُ.

[তাদরীবুর রাবী]

তারা একটি দলের সাথে ছিল এবং উত্তম সনদসমূহ নিয়ে আলোচনা করছিল। তখন তাদের একজন বলল: সর্বোত্তম সনদ হলো: শু'বাহ, ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, তিনি উম্মু সালামার ভাই আমির থেকে, তিনি উম্মু সালামাহ থেকে। এরপর তিনি ইবনে

মা'ইন ও আহমদ থেকে পূর্বে উল্লিখিত মত বর্ণনা করেছেন। ইবনে মা'ইন বলেছেন: আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা থেকে। এর চেয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ নেই। খতীব এটি 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার বলেছেন: এর ভিত্তিতে ইবনে মা'ইনের দুটি মত রয়েছে।

সুলাইমান ইবনু দাউদ আশ-শাযাকুনী বলেছেন: সবচেয়ে সহীহ সনদ হলো: ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর, আবু সালামাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে।

খালাফ ইবনু হিশাম আল-বায়হার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আহমদ ইবনু হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন সনদটি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য? তিনি বললেন: আইয়ুব, নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে। যদি এটি হাম্মাদ ইবনু যায়দ কর্তৃক আইয়ুব থেকে বর্ণিত হয়, তাহলে তো কথাই নেই!

ইবনে হাজার বলেছেন: সুতরাং আহমদের দুটি মত রয়েছে। হাকিম তাঁর 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যখন আমার ইবনু শু'আয়ব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করা রাবী নির্ভরযোগ্য হন, তখন তা আইয়ুব, নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে বর্ণিত সনদের মতোই। এটি তাঁর (ইসহাকের) নিকট আইয়ুব, নাফি' থেকে বর্ণিত সনদের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত বহন করে।

(ص: 85) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا أَحْسَنَ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا: شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْعَجَلِيُّ: أَرْجَحُ الْأَسَانِيدَ وَأَحْسَنُهَا، سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ رَجَّحَهَا النَّسَائِيُّ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: أَقْوَى الْأَسَانِيدِ الَّتِي تُرْوَى، فَذَكَرَ مِنْهَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ تَرْجَمَةَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَكَذَا رَجَّحَ أَحْمَدُ رِوَايَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَلَى رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، وَرَجَّحَ ابْنُ مَعِينٍ تَرْجَمَةَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ.

- 1

الثَّالِثُ: قَالَ الْحَاكِمُ: يَنْبَغِي تَخْصِيصُ الْقَوْلِ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ بِصَحَابِيِّ أَوْ بَلَدٍ مَخْصُوصٍ، بِأَنْ يُقَالَ: أَصَحُّ إِسْنَادٍ فُلَانٍ أَوْ الْفُلَانِيِّينَ كَذَا وَلَا يُعَمَّمُ، قَالَ: فَأَصَحُّ أَسَانِيدِ الصِّدِّيقِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْهُ. وَأَصَحُّ أَسَانِيدِ عُمَرَ: الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

-

[তারিখের রাবী]

খতীব (আল-বাগদাদী) আল-কিফায়াহ গ্রন্থে ওয়াকী' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ওয়াকী') বলেন: আমি হাদীসের মধ্যে এর চেয়ে উত্তম কোনো সনদ জানি না: শু'বাহ উমর ইবন মুররাহ থেকে, তিনি মুররাহ থেকে, তিনি আবু মূসা আল-আশ'আরী থেকে। ইবনুল মুবারক ও আল-ইজলী বলেছেন: সবচেয়ে শক্তিশালী ও উত্তম সনদ হলো সুফইয়ান সাওরী মানসূর থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ থেকে। অনুরূপভাবে ইমাম নাসায়ীও এটিকে (এই সনদকে) প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম নাসায়ী বলেন: বর্ণিত সনদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সনদ হলো, তিনি সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন: যুহরী উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 'উতবাহ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি উমার (রাঃ) থেকে। আবু হাতিম আর-রাযী ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তানের সূত্রে উবাইদুল্লাহ ইবন উমার থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত সনদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদও উবাইদুল্লাহর নাফি' থেকে বর্ণিত রিওয়াতকে মালিকের নাফি' থেকে বর্ণিত রিওয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর ইবন মা'ঈন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের সূত্রে উবাইদুল্লাহ ইবন উমার থেকে, তিনি কাসিম থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সনদকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

1 -

তৃতীয়ত: আল-হাকিম বলেছেন: 'আসাহুল আসানীদ' (সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ) সম্পর্কে আলোচনাকে কোনো নির্দিষ্ট সাহাবী বা নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। যেমন বলা হবে: অমুক বা অমুকদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো এটি এবং তা সাধারণভাবে বলা যাবে না। তিনি বলেন: সিদ্দীকের (আবু বকর রাঃ) সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো: ইসমাঈল ইবন আবী খালিদ কায়স ইবন আবী হাযিম থেকে, তিনি তাঁর (আবু বকর রাঃ) থেকে।

আর উমারের (রাঃ) সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো: যুহরী সালিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে।

(ص: 86) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: أَصَحُّ طَرِيقٍ يُرْوَى فِي الدُّنْيَا عَنْ عُمَرَ: الزُّهْرِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَأَصَحُّ أَسَانِيدِ أَهْلِ الْبَيْتِ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ، إِذَا كَانَ الرَّاوي عَنْ جَعْفَرٍ ثِقَةً، هَذِهِ عِبَارَةُ الْحَاكِمِ وَوَافَقَهُ مَنْ نَقَلَهَا وَفِيهَا نَظَرٌ، فَإِنَّ الضَّبِيرَ فِي جَدِّهِ إِنْ عَادَ إِلَى جَعْفَرٍ فَجَدُّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَوْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحُسَيْنِ. وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الْإِسْنَادُ: مِثْلَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ.

ثُمَّ قَالَ الْحَاكِمُ: وَأَصَحُّ أَسَانِيدِ أَبِي هُرَيْرَةَ: الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ،
وَرَوَى قَبْلُ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْهُ، وَحَكَى غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِ
مِنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

--

[তাদরীবুর রাবী]

ইবন হাযম বলেছেন: উমার (রা.) থেকে পৃথিবীতে বর্ণিত সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো: যুহরী, সাইব ইবন ইয়াযিদ থেকে, তিনি উমার (রা.) থেকে।

হাকিম বলেছেন: আহলুল বাইতের সনদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো: জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হুসাইন ইবন আলী, তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি আলী (রা.) থেকে; যদি জা'ফর থেকে বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হন। এটি হাকিমের উক্তি এবং যারা এটি বর্ণনা করেছেন, তারা এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। তবে এতে কিছু বিবেচ্য বিষয় আছে। কারণ, 'তাঁর দাদা' (জাদিদ) শব্দে যদি জা'ফরের দিকে ফিরে আসে, তাহলে তাঁর দাদা আলী (আ.) আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে শোনেননি। অথবা যদি মুহাম্মাদের দিকে ফিরে আসে, তাহলে তিনি হুসাইন (রা.) থেকে শোনেননি।

তিরমিযী আদ-দা'ওয়াত গ্রন্থে সুলাইমান ইবন দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল-আ'রাজ, উবাইদুল্লাহ ইবন আবী রাফি', তিনি আলী (রা.) থেকে বর্ণিত এই সনদ সম্পর্কে বলেছেন: এটি যুহরী, সালিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত সনদের মতো।

তারপর হাকিম বলেছেন: আবু হুরায়রা (রা.)-এর সনদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো: যুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসায্যাব থেকে, তিনি (আবু হুরায়রা) থেকে। এবং এর আগে বুখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে: আবু যিনাদ, আল-আ'রাজ থেকে, তিনি (আবু হুরায়রা) থেকে। এবং অন্যরা ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদসমূহের মধ্যে একটি হলো: হাম্মাদ ইবন যায়দ, আইয়ুব থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন সীরীন থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে।

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَأَصْحُ أَسَانِيدِ ابْنِ عُمَرَ: مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ. وَأَصْحُ أَسَانِيدِ عَائِشَةَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْهَا، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: هَذِهِ تَرْجَمَةُ مُشَبَّكَةً بِالذَّهَبِ. قَالَ: وَمِنْ أَصْحِ الْأَسَانِيدِ أَيْضًا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْهَا. (وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الدَّارِمِيِّ قَوْلُ آخَرٍ).

وَأَصْحُ أَسَانِيدِ ابْنِ مَسْعُودٍ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْهُ، وَأَصْحُ أَسَانِيدِ أَنَسٍ: مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا مِمَّا يُنَازَعُ فِيهِ، فَإِنَّ قَتَادَةَ وَثَابِتًا الْبُنَانِيَّ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَهُمَا مِنَ الرُّوَاةِ جَمَاعَةٌ، فَأَثْبَتُ أَصْحَابَ ثَابِتٍ: حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَقِيلَ: حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَثْبَتُ أَصْحَابَ قَتَادَةَ: شُعْبَةُ، وَقِيلَ: هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ. وَقَالَ الْبَزَّازُ: رَوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَصَحُّ إِسْنَادٍ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَصْرِيُّ: أَثْبَتُ أَسَانِيدِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বললেন: ইবনু উমার থেকে বর্ণিত সবচেয়ে সহীহ সনদ হলো: মালিক, নাসিফ থেকে, তিনি তাঁর (ইবনু উমার) থেকে। এবং আয়েশা থেকে বর্ণিত সবচেয়ে সহীহ সনদ হলো: উবায়দুল্লাহ ইবনু উমার, কাসিম থেকে, তিনি তাঁর (আয়েশা) থেকে। ইবনু মাঈন বললেন: এটি স্বর্ণখচিত একটি সনদ।

তিনি বললেন: এবং সবচেয়ে সহীহ সনদসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম: আয-যুহরী, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর থেকে, তিনি তাঁর (আয়েশা) থেকে।

(এবং দারিমী থেকে অন্য একটি উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।)

এবং ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত সবচেয়ে সহীহ সনদ হলো: সুফিয়ান সাওরী, মানসূর থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি তাঁর (ইবনু মাসউদ) থেকে। এবং আনাস থেকে বর্ণিত সবচেয়ে সহীহ সনদ হলো: মালিক ইবনু আনাস, আয-যুহরী থেকে, তিনি তাঁর (আনাস) থেকে।

শাইখুল ইসলাম বললেন: এবং এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কারণ কাতাদাহ ও সাবিত আল-বুনানী আনাসের হাদীস সম্পর্কে আয-যুহরীর চেয়ে অধিক অবগত। এবং তাদের উভয়ের থেকে বর্ণনাকারীদের একটি দল রয়েছে। সাবিত-এর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলেন: হাম্মাদ ইবনু যায়দ, এবং বলা হয়: হাম্মাদ ইবনু সালামাহ। এবং কাতাদাহ-এর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলেন: শু'বাহ, এবং বলা হয়: হিশাম আদ-দস্তুওয়ায়ী।

আল-বায়হার বললেন: আলী ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী কর্তৃক সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে, তিনি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত (বর্ণনা) হলো: সা'দ থেকে বর্ণিত সবচেয়ে সহীহ সনদ।

আহমাদ ইবনু সালিহ আল-মিসরী বললেন: মদীনার অধিবাসীদের সনদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হলো: ইসমাঈল ইবনু আবী

(ص: 88) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

حَكِيمٌ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَأَصَحُّ أَسَانِيدِ الْبُكَّائِيِّ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

جَابِرٍ، وَأَصَحُّ أَسَانِيدِ الْيَمَانِيِّينَ: مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَأَثْبَتُ أَسَانِيدِ الْمِصْرِيِّينَ: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

وَأُثْبِتُ أَسَانِيدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ: الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ.
وَأُثْبِتُ أَسَانِيدَ الشَّامِيِّينَ: الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنِ الصَّحَابَةِ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو حَجَرٍ: وَرَجَّحَ بَعْضُ أَئِمَّتِهِمْ رِوَايَةَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ
حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ: لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ.
وَكَانَ جَمَاعَةٌ لَا يُقَدِّمُونَ عَلَى حَدِيثِ الْحِجَازِ شَيْئًا، حَتَّى قَالَ مَالِكٌ: إِذَا خَرَجَ الْحَدِيثُ
عَنِ الْحِجَازِ انْقَطَعَ نُخَاعُهُ.

[তাদরীবুর রাবী]

হাকীম, তিনি উবাইদাহ ইবনে সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে।

আল-হাকিম বলেছেন: মক্কাবাসীদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো: সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, তিনি আমর ইবনে দিনার থেকে, তিনি জাবির থেকে। আর ইয়ামানবাসীদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো: মা'মার, তিনি হাম্মাম থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে।

আর মিশরীয়দের সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত সনদ হলো: আল-লাইস ইবনে সা'দ, তিনি ইয়াযিদ ইবনে আবি হাবীব থেকে, তিনি আবুল খায়র থেকে, তিনি উকবাহ ইবনে আমির থেকে।

আর খোরাসানবাসীদের সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত সনদ হলো: আল-হুসাইন ইবনে ওয়াকিদ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে।

আর শামবাসীদের সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত সনদ হলো: আল-আওয়া'ঈ, তিনি হাসসান ইবনে আতিয়াহ থেকে, তিনি সাহাবাগণ থেকে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার বলেছেন: আর তাদের কিছু ইমাম সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয, তিনি রাবী'আ ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি আবু ইদরিস আল-খাওলানী থেকে, তিনি আবু যার' থেকে – এই বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: কুফাতে এই সনদটির চেয়ে বিশুদ্ধ আর কোনো সনদ

নেই: ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, তিনি সুফিয়ান আস-সাওরী থেকে, তিনি সুলাইমান আত-তাইমী থেকে, তিনি আল-হারিছ ইবনে সুওয়াইদ থেকে, তিনি আলী থেকে।
 আর একদল লোক হিজাজের হাদিসের উপর অন্য কোনো কিছুকে প্রাধান্য দিতেন না। এমনকি মালিক (রহ.) বলেছেন: যখন হাদিস হিজাজ থেকে বের হয় (বা হিজাজের বাইরে চলে যায়), তখন তার প্রাণশক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(ص: 89) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْحَدِيثِ مِنَ الْحِجَازِ أَصْلٌ، ذَهَبَ نُخَاعُهُ، حَكَاهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي كِتَابِ دَمَرِ الْكَلَامِ، وَعَنْهُ أَيْضًا: كُلُّ حَدِيثٍ جَاءَ مِنَ الْعِرَاقِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْحِجَازِ فَلَا يُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، مَا أُريدُ إِلَّا نَصِيحَتَكَ.

وَقَالَ مِسْعَرٌ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: أَيُّمَا أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ فَقَالَ: بَلْ أَهْلُ الْحِجَازِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا سَمِعْتَ بِالْحَدِيثِ الْعِرَاقِيَّ فَأُورِدْ بِهِ ثُمَّ أُوْرِدْ بِهِ.

وَقَالَ طَاوُسٌ: إِذَا حَدَّثَكَ الْعِرَاقِيُّ مِائَةَ حَدِيثٍ فَاطْرَحْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: إِذَا حَدَّثَكَ الْعِرَاقِيُّ بِأَلْفِ حَدِيثٍ فَأَلْقِ تِسْعِمِائَةً وَتِسْعِينَ، وَكُنْ مِنَ الْبَاقِي فِي شَكٍّ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ فِي حَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ دَغْلًا كَثِيرًا. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدِيثُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصَحُّ وَإِسْنَادُهُمْ أَقْرَبُ.

وَقَالَ الْخَطِيبُ: أَصَحُّ طُرُقِ السُّنَنِ مَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ " مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ "، فَإِنَّ التَّدْلِيْسَ عَنْهُمْ قَلِيلٌ، وَالْكَذِبَ وَوَضَعَ الْحَدِيثِ عَنْدهُمْ عَزِيزٌ.

وَالْأَهْلُ الْيَمَنِ رَوَايَاتٌ جَيِّدَةٌ وَطُرُقٌ صَحِيحَةٌ، إِلَّا أَنَّهَا قَلِيلَةٌ، وَمَرَجَعُهَا إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ
أَيْضًا.

[তাদরীবুর রাবী]

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْحَدِيثِ مِنَ الْحِجَازِ أَصْلٌ، ذَهَبَ نُخَاعُهُ، حَكَاهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي كِتَابِ ذِمِّ
الْكَلَامِ، وَعَنْهُ أَيْضًا: كُلُّ حَدِيثٍ جَاءَ مِنَ الْعِرَاقِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْحِجَازِ فَلَا يُقْبَلُ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا،
مَا أُريدُ إِلَّا نَصِيحَتَكَ.

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন: যদি কোনো হাদীসের জন্য হিজাজে কোনো মূল (ভিত্তি) পাওয়া না যায়, তখন তার নির্যাস (প্রাণ) চলে যায়। আল-আনসারী তাঁর ‘জামুল কালাম’ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর (শাফেয়ী) থেকে আরও বর্ণিত আছে: ইরাক থেকে আগত এমন প্রতিটি হাদীস, যার মূল ভিত্তি হিজাজে নেই, তা গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও তা সহীহ হয়। আমি তোমার কল্যাণই কামনা করি।

وَقَالَ مُسْعَرٌ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: أَيُّهَا أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ فَقَالَ: بَلْ أَهْلُ
الْحِجَازِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا سَمِعْتَ بِالْحَدِيثِ الْعِرَاقِيَّ فَأُورِدْ بِهِ ثُمَّ أُورِدْ بِهِ.

মিসআর বলেন: আমি হাবীব ইবন আবী ছাবিতকে জিজ্ঞাসা করলাম: সুন্নাহ সম্পর্কে হিজাজের অধিবাসীরা অধিক জ্ঞানী, নাকি ইরাকের অধিবাসীরা? তিনি বললেন: বরং হিজাজের অধিবাসীরা। যুহরী বলেন: যখন তুমি ইরাকী হাদীস শুনবে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করো, অতঃপর তাকে প্রত্যাখ্যান করো।

وَقَالَ طَاوُسٌ: إِذَا حَدَّثَكَ الْعِرَاقِيُّ مِائَةَ حَدِيثٍ فَاطْرَحْ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: إِذَا حَدَّثَكَ
الْعِرَاقِيُّ بِأَلْفِ حَدِيثٍ فَأَلْقِ تِسْعِمِائَةً وَتِسْعِينَ، وَكُنْ مِنَ الْبَاقِي فِي شَكٍّ.

তাউস বলেন: যখন কোনো ইরাকী তোমাকে একশো হাদীস বর্ণনা করে, তখন নিরানব্বইটি বর্জন করো। হিশাম ইবন উরওয়া বলেন: যখন কোনো ইরাকী তোমাকে এক হাজার হাদীস বর্ণনা করে, তখন নয়শো নিরানব্বইটি ফেলে দাও এবং বাকি একটি সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করো।

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ فِي حَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ دَغْلًا كَثِيرًا. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدِيثُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصَحُّ
وَإِسْنَادُهُمْ أَقْرَبُ.

যুহরী বলেন: নিশ্চয়ই কূফার অধিবাসীদের হাদীসে অনেক ভেজাল (ত্রুটি) রয়েছে। ইবনুল মুবারাক বলেন: মদীনার অধিবাসীদের হাদীস অধিকতর বিশুদ্ধ এবং তাদের সনদ অধিক সংক্ষিপ্ত।

وَقَالَ الْخَطِيبُ: أَصَحُّ طُرُقِ السُّنَنِ مَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ " مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ", فَإِنَّ التَّذْلِيلَ عَنْهُمْ قَلِيلٌ، وَالْكَذِبُ وَوَضْعُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ عَزِيزٌ.

খাতীব বলেন: সুন্নাহর বিশুদ্ধতম সূত্রসমূহ হলো যা দুই হারাম শরীফ—মক্কা ও মদীনার অধিবাসীরা—বর্ণনা করেন। কারণ তাদের থেকে তাদলিস (হাদীস বর্ণনার বিশেষ ত্রুটি) কম হয়, এবং তাদের মাঝে মিথ্যাচার ও হাদীস জাল করা বিরল।

وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ رَوَايَاتٌ جَيِّدَةٌ وَطُرُقٌ صَحِيحَةٌ، إِلَّا أَنَّهَا قَلِيلَةٌ، وَمَرَجَعُهَا إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ أَيْضًا.

ইয়ামানের অধিবাসীদের উত্তম বর্ণনা ও সহীহ পদ্ধতি রয়েছে, তবে তা স্বল্প। এবং তাদের মূল ভিত্তিও হিজাজের অধিবাসীদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

(ص: 90) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَلِأَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِالْأَسَانِيدِ الْوَاضِحَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ مَعَ إِكْثَارِهِمْ. وَالْكُوفِيُّونَ مِثْلُهُمْ فِي الْكَثَرَةِ، غَيْرَ أَنَّ رَوَايَاتِهِمْ كَثِيرَةٌ الدَّغْلُ، قَلِيلَةُ السَّلَامَةِ مِنَ الْعِلَلِ.

وَحَدِيثُ الشَّامِيِّينَ أَكْثَرُهُ مَرَاسِيلُ وَمَقَاطِيعُ، وَمَا اتَّصَلَ مِنْهُ مِمَّا أُسْنَدَهُ الثَّقَاتُ فَإِنَّهُ صَالِحٌ. وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاعِظِ.

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَصَحَّ الْأَحَادِيثِ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ.

الرَّابِعُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزْدِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى صِحَّةِ أَحَادِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ وَالزُّبَيْدِيِّ وَعُقَيْلٍ، مَا لَمْ يَخْتَلَفُوا، فَإِذَا اخْتَلَفُوا تَوَقَّفَ فِيهِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ، أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الشَّرْطُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ، فَيُقَالَ: إِنَّمَا يُوصَفُ بِالْأَصْحَابَةِ حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ اضْطِرَابٍ أَوْ شُدُودٍ.

- 1

[তাদরিবুর রাবী]

এবং বসরার অধিবাসীদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত সুস্পষ্ট সনদযুক্ত এমন সুন্নাহ রয়েছে যা অন্যদের নেই, তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও। আর কুফাবাসীগণও সংখ্যায় তাদের মতোই, কিন্তু তাদের বর্ণনাগুলোতে অনেক ত্রুটি রয়েছে, এবং দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার পরিমাণ কম।

আর শামের অধিবাসীদের হাদীসের অধিকাংশ মুরসাল ও মাকতূ'। আর এর মধ্যে যা মুত্তাসিল (পরিপূর্ণ সনদযুক্ত) এবং যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেছেন, তা সহীহ। আর এর উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াজ-নসিহত সম্পর্কিত বিষয়ই প্রাধান্য বিস্তার করে।

আর ইবনু তাইমিয়াহ বলেছেন: হাদীস বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা এ ব্যাপারে একমত যে, সবচেয়ে সহীহ হাদীস হলো যা মদীনার অধিবাসীরা বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বসরার অধিবাসীরা, অতঃপর শামের অধিবাসীরা।

1 -

চতুর্থ: আবু বকর আল-বাদীজী বলেছেন: বর্ণনাকারীরা যুহরী কর্তৃক সালিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব কর্তৃক আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতার বিষয়ে একমত, যা মালিক, ইবনু উয়ায়না, মা'মার, জুবাইদী এবং উকাইল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যতক্ষণ না তারা ভিন্নমত পোষণ করেন। যদি তারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাহলে এতে বিরতি দেওয়া হবে (তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে)।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: আর এর ফলাফল হলো, এই শর্তটি পূর্বে উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং বলা হবে: বিশুদ্ধতম হিসাবে তখনই বর্ণনা করা হবে যখন সেখানে ইযতিরাব (বিশৃঙ্খলা) বা শুযুয (ব্যতিক্রম) এর মতো কোনো বাধা না থাকে।

[تدريب الراوي]

فَوَائِدُ

الأُولَى: تَقَدَّمَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُوطَّأَ مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَفِيهِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ، وَلَمْ يَتَّصِلْ لَنَا مِنْهُ إِلَّا مَا تَقَدَّمَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي أَمَالِيهِ: لَعَلَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ أَوْ حَدَّثَ بِهِ وَانْقَطَعَ.

الثَّانِيَّةُ: جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْمُسْنَدِ لِأَحْمَدَ، وَالْمُوطَّأَ بِالتَّرَاجِمِ الْخُمْسَةِ الَّتِي حَكَاهَا الْمُصَنِّفُ، وَهِيَ الْمُبْلَقَةُ، وَبِالتَّرَاجِمِ الَّتِي حَكََاهَا الْحَاكِمُ وَهِيَ الْمُقَيَّدَةُ، وَرَتَّبَهَا عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَسَبَّاهَا: "تَقْرِيبُ الْأَسَانِيدِ".

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدْ أَخْلَى كَثِيرًا مِنَ الْأَبْوَابِ لِكُونِهِ لَمْ يَجِدْ فِيهَا تِلْكَ الشَّرِيطَةَ، وَفَاتَهُ أَيْضًا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى شَرْطِهِ لِكُونِهِ تَقَيَّدَ بِالْكِتَابَيْنِ لِلْغَرَضِ الَّذِي أَرَادَهُ مِنْ كَوْنِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ تَصِيرُ مُتَّصِلَةً الْأَسَانِيدِ مَعَ الْإِخْتِصَارِ الْبَالِغِ.

قَالَ: وَلَوْ قُدِّرَ أَنْ يَتَفَرَّغَ عَارِفٌ لَجَمَعَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ بِجَمِيعِ التَّرَاجِمِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْكِتَابِ، وَيُضْمَرُ إِلَيْهَا التَّرَاجِمُ الْمَزِيدَةُ عَلَيْهِ لَجَاءَ كِتَابًا حَافِلًا حَاطِيًا لِأَصَحِّ الصَّحِيحِ.

الثَّالِثَةُ: مِمَّا يُنَاسِبُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ: أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الْمُقَيَّدَةُ: كَقَوْلِهِمْ أَصَحُّ شَيْءٍ

প্রথম: আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি শাফিঈ থেকে মুয়াত্তা শুনেছেন, এবং এতে তাঁর (শাফিঈর) নাফি' থেকে ইবন উমার সূত্রে অনেক বর্ণনা রয়েছে, তবে এর থেকে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম তাঁর 'আমা-লী'তে বলেছেন: সম্ভবত তিনি তা বর্ণনা করেননি অথবা বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়: হাফিজ আবুল ফাদল আল-ইরাকী সেই হাদীসগুলো সংকলন করেছেন যা আহমদ এর 'মুসনাদ' এবং 'মুয়াত্তা'য় বর্ণিত হয়েছে মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) কর্তৃক বর্ণিত পাঁচটি তরাজিম (অধ্যায়) অনুসারে, যা 'আল-মুতলাকাহ' (নির্দিষ্ট/সাধারণ) নামে পরিচিত, এবং হাকিম কর্তৃক বর্ণিত তরাজিম অনুসারে, যা 'আল-মুকাইয়াদাহ' (নির্দিষ্ট/সীমাবদ্ধ) নামে পরিচিত, এবং তিনি এগুলোকে ফিকহের অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন ও এর নামকরণ করেছেন: "তাকরীবুল আসানীদ"।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: তিনি অনেক অধ্যায় বাদ দিয়েছেন, কারণ সেগুলোতে তিনি নির্দিষ্ট শর্ত পাননি, এবং তাঁর শর্ত মোতাবেক কিছু হাদীসও বাদ পড়েছে কারণ তিনি কেবল দুটি কিতাব (মুসনাদ ও মুয়াত্তা) দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, উল্লেখিত হাদীসগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততার সাথে মুত্তাসিল (পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত) ইসনাদযুক্ত হবে।

তিনি বলেছেন: যদি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কিতাব দ্বারা সীমাবদ্ধ না রেখে উল্লেখিত সকল তরাজিম (অধ্যায়) অনুসারে বর্ণিত হাদীসগুলো সংকলনের জন্য সময় দিতেন, এবং তার সাথে এর উপর অতিরিক্ত তরাজিমগুলোও যোগ করতেন, তাহলে এমন একটি বিশাল গ্রন্থ রচিত হতো যা সহীহ হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হাদীসগুলোকে ধারণ করত।

তৃতীয়: এই মাসআলার সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে: নির্দিষ্ট হাদীসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হাদীস: যেমন তাদের উক্তি: 'সবচেয়ে সহীহ জিনিস...'

(ص: 92) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّانِيَّةُ: أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ الْمُبَرَّدِ، صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلِمٍ

[تدريب الراوي]

فِي الْبَابِ كَذَا، وَهَذَا يُوجَدُ فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ كَثِيرًا؛ وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَذْكَارِ: لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ صِحَّةُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ:
هَذَا أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي الْبَابِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، وَمُرَادُهُمْ أَرْجَحُهُ، أَوْ أَقْلُهُ ضَعْفًا.
ذَكَرَ ذَلِكَ عَقِبَ قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ السُّورِ فَضْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،
وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ الصَّلَوَاتِ فَضْلُ صَلَاةِ النَّسَابِيحِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَصَحُّ مُسْلَسَلٍ،
وَسَيَأْتِي فِي نَوْعِ الْمُسْلَسَلِ.
الرَّابِعَةُ: ذَكَرَ الْحَاكِمُ هُنَا وَالْبُلْقَيْنِيُّ فِي مَحَاسِنِ الْإِصْطِلَاحِ، أَوْهَى الْأَسَانِيدِ، مُقَابِلَةً
لِأَصَحِّ الْأَسَانِيدِ، وَذَكَرَهُ فِي نَوْعِ الضَّعِيفِ الْيَقِينِ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ الْمُبَجَّرِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ]
(الثَّانِيَةُ) مِنْ مَسَائِلِ الصَّحِيحِ (أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ الْمُبَجَّرِ صَحِيحِ) الْإِمَامِ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ (الْبُخَارِيِّ)، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ النَّسْفِيُّ
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ فَقَالَ: لَوْ جَعَلْتُمْ كِتَابًا مُخْتَصَرًا لِصَحِيحِ سُنَّةِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، فَأَخَذْتُ فِي جَمْعِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ.
وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنِّي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِي
مَرْوَحَةً أَدْبُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ فَقَالَ لِي: أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبَ، فَهُوَ الَّذِي

দ্বিতীয়টি: বিশুদ্ধ সহীহ সংকলনসমূহের মধ্যে প্রথম সংকলন, সহীহ বুখারী, অতঃপর মুসলিম।

[তাদরীবুর রাবী]

অমুক অধ্যায়ে, এবং এটি জামে তিরমিযী-তে প্রচুর পাওয়া যায়; এবং বুখারীর তারিখ
(কিতাব)-এ ও অন্যান্য গ্রন্থেও।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) 'আল-আযকার'-এ বলেছেন: এই উক্তি থেকে হাদীসের বিশুদ্ধতা
অবশ্যসম্ভাবী হয় না, কারণ তারা বলে: 'অধ্যায়ের মধ্যে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ' যদিও তা দুর্বল
হয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো, এটিই সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, অথবা দুর্বলতার দিক থেকে
সর্বনিম্ন।

তিনি তা দা'রাকুতনী-এর এই উক্তির পর উল্লেখ করেছেন: সূরাসমূহের ফাযাইল (গুণাবলী)-এর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'-এর ফযীলত, এবং সালাতসমূহের ফাযাইল (গুণাবলী)-এর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হলো সালাতুত তাসাবীহ-এর ফযীলত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ মুসালসাল (হাদীস), যা মুসালসাল প্রকারের আলোচনায় আসবে।

চতুর্থটি: আল-হাকিম এখানে এবং আল-বুলকিনী 'মহাসিনুল ইস্তিলাহ'-তে 'সর্বাধিক দুর্বল সনদসমূহ' উল্লেখ করেছেন, যা 'সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদসমূহ'-এর বিপরীতে। দুর্বল প্রকারের আলোচনায় এর উল্লেখ অধিকতর উপযুক্ত, এবং ইন শা আল্লাহ তা'আলা (মহান আল্লাহ চাইলে) তা (পরবর্তীতে) আসবে।

[বিশুদ্ধ সহীহ সংকলনসমূহের মধ্যে প্রথম সংকলন সহীহ বুখারী]

(দ্বিতীয়টি) সহীহ-এর মাসআলাসমূহের (আলোচ্য বিষয়সমূহের) মধ্যে (বিশুদ্ধ সহীহ সংকলনসমূহের মধ্যে প্রথম সংকলন হলো) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (আল-বুখারী)-এর সহীহ। এর কারণ হলো, ইবরাহীম ইবনু মা'কিল আন-নাসাফী তাঁর (বুখারীর) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (নাসাফী) বলেছেন: আমরা ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ সুন্নাতের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলন করতে!" (নাসাফী) বলেন: অতঃপর এই কথা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল, তাই আমি 'আল-জামি' আস-সহীহ' সংকলনের কাজ শুরু করলাম। তাঁর (বুখারীর) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার হাতে একটি পাখা আছে যা দিয়ে আমি তাঁকে রক্ষা করছি। অতঃপর আমি কিছু স্বপ্নব্যাখ্যাকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তারা আমাকে বললেন: আপনি তাঁর থেকে মিথ্যাকে দূরে সরিয়েছেন। তিনিই সেই ব্যক্তি...

[تدريب الراوي]

حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ. قَالَ: وَالْفُتْنَةُ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ سَنَةٍ.
وَقَدْ كَانَتْ الْكُتُبُ قَبْلَهُ مَجْمُوعَةً مَمْرُوجًا فِيهَا الصَّحِيحُ بِغَيْرِهِ، وَكَانَتْ الْأَثَارُ فِي عَصْرِ
الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ غَيْرَ مُدَوَّنَةٍ وَلَا مُرَتَّبَةٍ، لِسَيْلَانِ أَذْهَانِهِمْ وَسِعَةٍ حِفْظِهِمْ،
وَلَا تَهُمُّ كَانُوا نَهْوًا أَوَّلًا عَنْ كِتَابَتِهَا، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ؛ خَشْيَةَ اخْتِلَاطِهَا
بِالْقُرْآنِ، وَلِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ كَانَ لَا يُحَسِّنُ الْكِتَابَةَ، فَلَمَّا انْتَشَرَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأُمُصَارِ وَكَثُرَ
الِابْتِدَاعُ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ دَوَّنَتْ مَمْرُوجَةً بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَفَتَاوَى التَّابِعِينَ
وغيرِهِم.

فَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ ذَلِكَ: ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَكَّةَ، وَابْنُ إِسْحَاقَ أَوْ مَالِكُ بِالْمَدِينَةِ، وَالرَّبِيعُ بْنُ
صَبِيحٍ أَوْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ أَوْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِالْبَصْرَةِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِالْكُوفَةِ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ بِالشَّامِ، وَهَشِيمُ بِوَاسِطَ، وَمَعْمَرُ بِالْيَمَنِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ بِالرِّيِّ،
وَابْنُ الْمُبَارَكِ بِخُرَاسَانَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَ هَؤُلَاءِ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ فَلَا نَدْرِي أَيُّهُمْ سَبَقَ.
وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ بِالْمَدِينَةِ مُوَظَّأً أَكْبَرَ مِنْ مُوَظَّأِ مَالِكٍ، حَتَّى قِيلَ لِمَالِكٍ: مَا
الْفَائِدَةُ فِي تَصْنِيفِكَ؟ قَالَ: مَا كَانَ لِلَّهِ بَقِي.

[তাদরীবুর রাবী]

আমাকে صحيح الجامع সংকলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বললেন: আমি এটি দশাধিক বছরে সংকলন করেছি।

তার পূর্বে গ্রন্থগুলো সংকলিত ছিল, যেখানে সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস অন্যান্য বর্ণনার সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। সাহাবায়ে কেরাম ও শীর্ষস্থানীয় তাবেঈনদের যুগে আছার (হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি) লিপিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত ছিল না, কারণ তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল এবং মুখস্থ রাখার ক্ষমতা ব্যাপক ছিল। এবং কারণ তাদেরকে প্রথমত এগুলো লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল, যেমন সহীহ মুসলিম-এ প্রমাণিত আছে; কুরআনের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। এবং

কারণ তাদের অধিকাংশ লিখতে জানতেন না। অতঃপর যখন উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়লেন এবং খাওয়ারিজ ও রাওয়াফিযদের থেকে বিদ'আত বৃদ্ধি পেল, তখন এগুলো সাহায্যে কেরামের উক্তি ও তাবেঈনদের ফতোয়া এবং অন্যান্যদের উক্তির সাথে মিশ্রিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হলো।

এগুলো প্রথম যারা সংকলন করেন তারা হলেন: মক্কায় ইবনু জুরাইজ, মদিনায় ইবনু ইসহাক বা ইমাম মালিক, বসরার রাবী' বিন সাবিহ বা সাঈদ বিন আবি আরুবা বা হাম্মাদ বিন সালামাহ, কুফায় সুফিয়ান সাওরি, শামে আওয়া'ঈ, ওয়াসিতে হুশাইম, ইয়ামানে মা'মার, রায়-এ জারির বিন আব্দুল হামিদ, এবং খুরাসানে ইবনু মুবারক।

ইরাকী ও ইবনু হাজার বলেছেন: এঁরা একই যুগে ছিলেন, তাই আমরা জানি না যে তাঁদের মধ্যে কে প্রথম ছিলেন।

আর ইবনু আবি যি'ব মদিনায় ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা'-এর চেয়েও বৃহৎ একটি মুওয়াত্তা' সংকলন করেছিলেন। এমনকি ইমাম মালিককে বলা হয়েছিল: আপনার সংকলনের কী উপকারিতা? তিনি বললেন: যা আল্লাহর জন্য হয়, তা অবশিষ্ট থাকে।

(ص: 94) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَمْعِ بِالْأَبْوَابِ، أَمَّا جَمْعُ حَدِيثٍ إِلَى مِثْلِهِ فِي بَابٍ وَاحِدٍ فَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهِ الشَّعْبِيُّ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ، وَسَاقَ فِيهِ أَحَادِيثَ، ثُمَّ تَلَا الْمَذْكُورِينَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهُمْ إِلَى أَنْ رَأَى بَعْضُ الْأَكْبَادَةِ أَنَّ تَفْرَدَ أَحَادِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ الْبَائَتَيْنِ، فَصَنَّفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ الْكُوفِيُّ مُسْنَدًا، وَصَنَّفَ مُسَدَّدُ الْبَصْرِيُّ مُسْنَدًا، وَصَنَّفَ أَسَدُ بْنُ مُوسَى الْأُمَوِيُّ مُسْنَدًا. وَصَنَّفَ نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ الْخَزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ مُسْنَدًا، ثُمَّ اقْتَفَى الْأَكْبَادَةُ آثَارَهُمْ، فَقَلَّ إِمَامٌ مِنَ الْحَفَاطِ إِلَّا وَصَنَّفَ حَدِيثَهُ

عَلَى الْمَسَانِيدِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ.
اهـ.

قُلْتُ: وَهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ فِي أَوَّلِ مَنْ جَمَعَ، كُلُّهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا ابْتِدَاءُ
تَدْوِينَ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ وَقَعَ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَمْرِهِ، فَفِي
صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي أَبْوَابِ الْعِلْمِ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ:
انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ
الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ بِلَفْظٍ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْإِفَاقِ:
انْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاجْمَعُوهُ.
قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا ابْتِدَاءُ تَدْوِينَ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، ثُمَّ أَفَادَ أَنَّ
أَوَّلَ مَنْ دَوَّنَهُ بِأَمْرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: ابْنُ شَهَابٍ الزُّهْرِيُّ.

- 1

[তাওদ্রিরুর রাবী]

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এটি অধ্যায়ভিত্তিক সংকলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এক অধ্যায়ে একটি হাদীসের সাথে তার অনুরূপ হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে শা'বী (রহ.) অগ্রণী ছিলেন। কারণ তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "এটি তালাক সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়", এবং তিনি এতে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর উল্লিখিতদের অনুকরণ করেছেন তাঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই, যতক্ষণ না কিছু ইমাম দেখলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করা উচিত। আর এটি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ এবং তৃতীয় শতকের শুরুতে ঘটেছিল। অতঃপর উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আবসী আল-কুফী একটি মুসনাদ সংকলন করেন, মুসাদ্দাদ আল-বসরি একটি মুসনাদ সংকলন করেন, আসাদ ইবনে মূসা আল-উমাবী একটি মুসনাদ সংকলন করেন, এবং নু'আইম ইবনে হাম্মাদ আল-খুযাঈ আল-মিসরী একটি মুসনাদ সংকলন করেন। অতঃপর ইমামগণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, ফলে হাফেয ইমামদের মধ্যে এমন খুব কমই ছিলেন

যিনি মুসনাদ পদ্ধতিতে তাঁর হাদীস সংকলন করেননি, যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, উসমান ইবনে আবী শায়বাহ এবং অন্যান্যরা। সমাপ্ত।

আমি বলি: যারা প্রথম সংকলকদের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছেন, তারা সকলেই দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের। আর হাদীস সংকলনের সূচনা হয়েছিল প্রথম শতাব্দীর মাথায় (১০০ হিজরির দিকে), উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর খিলাফতকালে তাঁরই নির্দেশে। সহীহ বুখারীর 'কিতাবুল ইলম' (জ্ঞানের অধ্যায়সমূহ)-এ আছে: উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) আবু বকর ইবনে হাযমকে লিখেছিলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীস বিদ্যমান আছে, তা দেখে লিপিবদ্ধ করো। কারণ আমি ইলম (জ্ঞান) বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এবং উলামাদের (আলেমদের) চলে যাওয়াকে ভয় করছি।"

এবং আবু নুআইম 'তারীখ ইসফাহান'-এ এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) বিভিন্ন অঞ্চলে লিখেছিলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসন্ধান করো এবং তা সংকলন করো।"

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে: এটি থেকে নবুওয়াতী হাদীস সংকলনের সূচনা প্রমাণিত হয়। অতঃপর তিনি জানিয়েছেন যে, উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম যিনি হাদীস সংকলন করেন, তিনি হলেন ইবনে শিহাব আয-যুহরী।

১ -

(ص: 95) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

تَنْبِيْهُ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: " الْمُبَجَّرِد " زِيَادَةٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ، احْتَرَزَ بِهَا عَمَّا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِهِ،
مِنْ أَنَّ مَالِكًا أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصَّحِيحَ، وَتَلَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَتَلَاهُ الدَّارِمِيُّ، قَالَ
الْعِرَاقِيُّ: وَالْجَوَابُ أَنَّ مَالِكًا لَمْ يُفَرِّدِ الصَّحِيحَ بَلْ أَدْخَلَ فِيهِ الْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ

وَالْبَلَاغَاتِ، وَمِنْ بَلَاغَاتِهِ أَحَادِيثُ لَا تُعْرَفُ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، فَلَمْ يُفْرِدِ
الصَّحِيحَ إِذْنًا، وَقَالَ مُغْلَطَايُ: لَا يُحْسِنُ هَذَا جَوَابًا، لَوْ جُودَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ
الْبُخَارِيِّ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: كِتَابُ مَالِكٍ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مَنْ يُقَلِّدُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ نَظَرُهُ مِنَ
الْإِحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ وَغَيْرِهِمَا، لَا عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ التَّعْرِيفُ بِهِ. قَالَ:
وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا فِيهِ مِنَ الْمُنْقَطِعِ وَبَيْنَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ الَّذِي فِي الْمَوْطَأِ هُوَ كَذَلِكَ
مَسْنُوعٌ لِمَالِكٍ غَالِبًا، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَهُ، وَالَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ قَدْ حُذِفَ إِسْنَادُهُ عَمْدًا
لِقَصْدِ التَّخْفِيفِ إِنْ كَانَ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَوْضُوعًا، أَوْ لِقَصْدِ التَّنْوِيعِ إِنْ كَانَ عَلَى
غَيْرِ شَرْطِهِ لِيُخْرِجَهُ عَنِ مَوْضُوعِ كِتَابِهِ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ مَا يَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ تَنْبِيهًا
وَاسْتِشْهَادًا وَاسْتِئْنَاءًا وَتَفْسِيرًا لِبَعْضِ آيَاتٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى
التَّعْلِيلِ.

فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ جَرَدَ فِيهِ الصَّحِيحُ بِخِلَافِ
الْمَوْطَأِ، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُسْنَدِ أَحْمَدَ وَالِدَّارِمِيِّ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ عِنْدَ
ذِكْرِ الْمَسَانِيدِ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

একটি সতর্কতা

গ্রন্থকার এর উক্তি: "আল-মুজাররাদ" ইবনুল সালাহ-এর উপর একটি সংযোজন, এর মাধ্যমে তিনি সে আপত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন যা তার প্রতি উত্থাপিত হয়েছিল যে, মালিক (রহ.) সর্বপ্রথম 'সহীহ' সংকলন করেছেন, অতঃপর তার অনুগামী হয়েছেন আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তারপর দারিমী। ইরাকী বলেন: এর জবাব হলো, মালিক (রহ.) কেবল সহীহ হাদিস এককভাবে সংকলন করেননি, বরং এতে মুরসাল, মুনকাতি' এবং বালাগাতও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর বালাগাতসমূহের মধ্যে এমন কিছু হাদিস রয়েছে যা অজ্ঞাত, যেমনটি ইবনে

আব্দুল বার উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, তিনি তখন সহীহকে এককভাবে বিন্যস্ত করেননি। মুগালতাই বলেছেন: এই জবাবটি উত্তম নয়, কেননা অনুরূপ বিষয় বুখারীর কিতাবেও বিদ্যমান।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: মালিক (রহ.)-এর কিতাব তাঁর মতে এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেন, তাদের মতে সহীহ; যা মুরসাল, মুনকাতি' ও অন্যান্য হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টির দাবি ছিল, সেই শর্তানুযায়ী নয় যা পূর্বে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেছেন: মুয়াত্তায় যে মুনকাতি' হাদিস রয়েছে এবং বুখারীতে যা আছে, তার মধ্যে পার্থক্য হলো, মুয়াত্তারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিক (রহ.)-এর শ্রুত, এবং এগুলো তাঁর কাছে প্রমাণস্বরূপ। আর বুখারীতে যে হাদিসের ইসনাদ ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা হালকা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যদি তিনি সেটিকে অন্য কোথাও মাউসুল (সম্পূর্ণ সনদসহ) উল্লেখ করে থাকেন, অথবা বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যদি তা তাঁর শর্তের বাইরে হয় যাতে এটিকে তাঁর কিতাবের বিষয়বস্তু থেকে বের করে আনা যায়। এবং তিনি যা উল্লেখ করেন, তা কেবল সতর্কীকরণ, দৃষ্টান্ত উপস্থাপন, বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং কিছু আয়াতের তাফসীর অথবা এর মতো অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, যা 'তালীক' নিয়ে আলোচনা করার সময় আসবে।

সুতরাং, এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, বুখারীতে যা আছে, তা এটিকে সহীহ হাদিস এককভাবে সংকলন করার বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করে না, মুয়াত্তার মতো নয়। আর যা মুসনাদে আহমদ ও দারিমীর সাথে সম্পর্কিত, সে বিষয়ে আলোচনা হাসন (হাসান) প্রকারের আলোচনায় 'মাসানিদ' উল্লেখ করার সময় আসবে।

(ص: 96) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَهَبْنَا أَصْحَ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ، وَالْبُخَارِيُّ أَصْحُهَا وَأَكْثَرُهَا فَوَائِدَ، وَقِيلَ: مُسْلِمٌ
أَصْحُ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

[تدريب الراوي]

(ثُمَّ) تَلَا الْبُخَارِيَّ فِي تَصْنِيفِ الصَّحِيحِ: (مُسْلِمٌ) بُنَ الْحَجَّاجِ تَلْيِيذُهُ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اعْتَرَضَ هَذَا بِقَوْلِ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ: كُنْتُ مَعَ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ سَنَةَ خُمْسٍ وَمِائَتَيْنِ، وَهَذَا تَصْحِيفٌ إِنَّمَا هُوَ خَمْسِينَ بَزِيَادَةَ الْيَاءِ وَالتُّونِ؛ لِأَنَّ فِي سَنَةِ خُمْسٍ كَانَ عُمَرُ مُسْلِمٍ سَنَةً، بَلْ لَمْ يَكُنِ الْبُخَارِيُّ صَنَّفَ إِذْ ذَاكَ، فَإِنَّ مَوْلِدَهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةً.

[تفضیل صحیح البخاری علی صحیح مسلم]

(وَهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَأَمَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ كِتَابًا أَكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ، وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ: مَا بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُّ مِنْ مَوْطَأِ مَالِكٍ، فَذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ الْكِتَابَيْنِ. (وَالْبُخَارِيُّ أَصَحُّهُمَا) أَيِ الْمُتَّصِلُ فِيهِ دُونَ التَّعَالِيْقِ وَالتَّوَاجِمِ (وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدٌ) لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِسْتِنْبَاطَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالنُّكْتِ الْحَكِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (وَقِيلَ مُسْلِمٌ أَصَحُّ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ) وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ اتِّصَالًا وَأَثْقَنَ رِجَالًا، وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ: أَحَدُهَا: أَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِالْإِخْرَاجِ لَهُمْ دُونَ مُسْلِمٍ أَرْبَعُمِائَةٍ وَبِضْعَةٍ

এবং এই দুটি কিতাব কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ, আর বুখারী সে দুটির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক উপকারী। বলা হয়েছে: মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ, তবে সঠিক মত হলো প্রথমটি।

-

[তারীখুর রাবী]

(তারপর) সহীহ সংকলনে বুখারীর অনুসরণ করেছেন: তাঁর ছাত্র মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ।

আল-ইরাকী বলেছেন: আবু আল-ফাদল আহমদ ইবন সালামাহর এই উক্তি দ্বারা এর প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, ‘আমি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের সাথে এই কিতাব সংকলনের সময় ছিলাম দুইশত পাঁচ হিজরীতে।’ কিন্তু এটি একটি বিকৃতি (তাহসীফ), আসলে এটি হবে ‘পঞ্চাশ’

(‘খামসীন’) ইয়া ও নুন যুক্ত করে; কারণ পাঁচ হিজরীতে মুসলিমের বয়স ছিল এক বছর। বরং তখন বুখারীও তাঁর কিতাব সংকলন করেননি, কারণ তাঁর জন্ম একশত চুরানব্বই হিজরীতে।

[সহীহ মুসলিমের উপর সহীহ বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব]

(এবং এই দুটি কিতাব সম্মানিত কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ।) ইবনুস সালাহ বলেছেন: আর শাফিঈ থেকে আমাদের যে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: ‘আমি পৃথিবীতে মালিকের কিতাব থেকে অধিক নির্ভুল কোনো কিতাব জানি না’, এবং তাঁর থেকে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: ‘আল্লাহর কিতাবের পর মালিকের মুওয়াত্তা থেকে অধিক বিশুদ্ধ কোনো কিতাব নেই’, – তা এই দুটি কিতাব (বুখারী ও মুসলিম) অস্তিত্বে আসার পূর্বের কথা।

(আর বুখারী সে দুটির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ) অর্থাৎ, এর মুত্তাসিল (সরাসরি সনদযুক্ত) অংশগুলো, তা’লিকাত (বুলন্ত হাদীস) ও তারাজিম (শিরোনাম) ব্যতীত। (এবং অধিক উপকারী) কারণ এতে রয়েছে ফিকহী মাসআলা উদঘাটন, প্রজ্ঞাপূর্ণ সূক্ষ্মতা এবং অন্যান্য বিষয়।

(এবং বলা হয়েছে যে, মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ, আর সঠিক মত হলো প্রথমটি) এবং এর উপরই জমহূর (অধিকাংশ আলেম) একমত; কারণ এর সনদ অধিক অবিচ্ছিন্ন এবং এর রাবীগণ (বর্ণনাকারীগণ) অধিক বিশ্বস্ত। আর এর বর্ণনা কয়েকটি দিক থেকে স্পষ্ট করা যায়: প্রথমত: বুখারী যাদের থেকে একাকী হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুসলিম যাদের থেকে করেননি, তাদের সংখ্যা চার শতাধিক এবং কিছু বেশি

(ص: 97) تدریب الراوی فی شرح تقریب النوای - ج 1

.....

-

[تدریب الراوی]

وَتَلَاثُونَ رَجُلًا، الْمُتَكَلَّمُ فِيهِمْ بِالضَّعْفِ مِنْهُمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَالَّذِينَ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ
بِالْإِخْرَاجِ لَهُمْ دُونَ الْبُخَارِيِّ سِتُّبِائَةِ وَعِشْرُونَ، الْمُتَكَلَّمُ فِيهِمْ بِالضَّعْفِ مِنْهُمْ مِائَةٌ
وَسِتُّونَ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّخْرِيجَ عَمَّنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ أَصْلًا أَوْلى مِنَ التَّخْرِيجِ عَمَّنْ تُكَلَّمُ فِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكَلَامُ قَادِحًا.

ثَانِيهَا: إِنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ بِهِمُ الْبُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكَلَّمُ فِيهِ لَمْ يَكُنْزُ مِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِمْ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ نُسخَةٌ كَثِيرَةٌ أَخْرَجَهَا كُلُّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا إِلَّا تَرْجَمَةً عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَكْثَرَ تِلْكَ النُّسخِ كَأَيِّ الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ، وَسَهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

ثَالِثُهَا: إِنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ بِهِمُ الْبُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكَلَّمُ فِيهِمْ أَكْثَرُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ لَقِيَهُمْ وَجَالَسَهُمْ وَعَرَفَ أَحْوَالَهُمْ، وَأَظْلَعَ عَلَى أَحَادِيثِهِمْ عَرَفَ جَيِّدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ تَفَرَّدَ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِ مِمَّنْ تُكَلَّمُ فِيهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ عَنْ عَصْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُحَدِّثَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ شُيُوخِهِ [وَبَصَحِيحِ حَدِيثِهِمْ مِنْ ضَعِيفِهِ] مِمَّنْ تَقَدَّمَ عَنْهُمْ.

رَابِعُهَا: إِنَّ الْبُخَارِيَّ يُخْرِجُ عَنِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى الْبَالِغَةَ فِي الْحِفْظِ وَالِاتِّقَانِ، وَيُخْرِجُ عَنْ طَبَقَةٍ تَلِيهَا فِي التَّثَبُّتِ وَطُولِ الْمُلَازِمَةِ اتِّصَالًا وَتَعْلِيقًا، وَمُسْلِمٌ يُخْرِجُ عَنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ أَصُولًا كَمَا قَرَّرَهُ الْحَازِمِيُّ.

خَامِسُهَا: إِنَّ مُسْلِمًا يَرَى أَنَّ لِلْمُعْنَعِ حُكْمَ الْإِتِّصَالِ إِذَا تَعَاَصَرَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ اللَّقَى، وَالْبُخَارِيُّ لَا يَرَى ذَلِكَ حَتَّى يَثْبُتَ كَمَا سَيَأْتِي، وَرُبَّمَا أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الَّذِي

-
[তারবীবুর রাবি]

এবং ত্রিশ জন পুরুষ। তাদের মধ্যে আশি জন পুরুষ এমন, যাদের দুর্বলতা নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। আর যারা মুসলিম কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হয়েছেন, বুখারী ব্যতীত, তারা ছয়শত বিশ জন। তাদের মধ্যে একশত ষাট জন এমন, যাদের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে, এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করা, যার সম্পর্কে আদৌ কোনো সমালোচনা হয়নি, এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করার চেয়ে অধিকতর উত্তম, যার সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে – যদি সেই সমালোচনা দোষণীয় না হয়।

দ্বিতীয়ত: যাদের সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে বুখারী এককভাবে যাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের হাদিস খুব বেশি বর্ণনা করেননি। তাদের কারো এমন কোনো বহু বর্ণনা সংকলন (নুসখা) ছিল না যা তিনি সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন, ইকরিমা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ব্যতীত। মুসলিমের ক্ষেত্রে এর বিপরীত, কারণ তিনি আবু যুবাইর জাবির থেকে, সুহাইল তার পিতা থেকে, আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে, হাম্মাদ ইবনে সালামা সাবিত থেকে এবং অন্যান্যদের থেকে এ ধরনের বেশিরভাগ বর্ণনা সংকলন (নুসখা) বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ত: যাদের সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে বুখারী এককভাবে যাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর শিক্ষকগণ, যাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন, তাদের সাথে বসেছেন, তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাদের হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন, ফলে তাদের উত্তম (হাদিস) কে অন্যান্য (হাদিস) থেকে চিনতে পারতেন। মুসলিমের ক্ষেত্রে এর বিপরীত, কারণ যাদের হাদিস তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যাদের সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশ ছিলেন তাঁর যুগের পূর্ববর্তী তাবেঈন ও তাদের পরবর্তীগণ থেকে। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন মুহাদ্দিস তাঁর শিক্ষকগণের হাদিস সম্পর্কে

[এবং তাদের সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদিস থেকে দুর্বল হাদিস সম্পর্কে] তাদের পূর্ববর্তীগণ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী।

চতুর্থত: বুখারী এমন প্রথম স্তর থেকে বর্ণনা করেন যারা স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুলতায় উচ্চ পর্যায়ে ছিলেন, এবং তিনি তাদের পরবর্তী এমন স্তর থেকে বর্ণনা করেন যারা সুদৃঢ়তা ও দীর্ঘ সাহচর্যে যুক্ত ছিলেন, সনদ সংযুক্ত (মুত্তাসিল) ও বিচ্ছিন্ন (মু'আল্লাক) উভয়ভাবে। আর মুসলিম এই স্তর থেকে মূলত (নীতিগতভাবে) বর্ণনা করেন, যেমনটি হাযিমী স্থির করেছেন।

পঞ্চমত: মুসলিমের মতে, মুআনআন (আন শব্দ দ্বারা বর্ণিত) হাদিসকে মুত্তাসিল (পরম্পরাগত) গণ্য করা হবে যদি বর্ণনাকারীগণ সমসাময়িক হন, যদিও তাদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত না হয়। আর বুখারী তা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত এ মত পোষণ করেন না, যেমনটি পরে আসবে। এবং হয়তো তিনি এমন হাদিস বর্ণনা করেছেন যা

.....

[تدريب الراوي]

لَا تَعْلُقْ لَهُ بِالْبَابِ أَصْلًا، إِلَّا لِيُبَيِّنَ سَمَاعَ رَاوٍ مِنْ شَيْخِهِ لِكُونِهِ أَخْرَجَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْنَعًا.

سَادِسُهَا: إِنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي انْتَقَدَتْ عَلَيْهَا نَحْوُ مَائَتَيْ حَدِيثٍ وَعَشْرَةَ أَحَادِيثَ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا، اخْتَصَّ الْبُخَارِيُّ مِنْهَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَمَانِينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا قَلَّ الْإِنْتِقَادُ فِيهِ أَرْجَحُ مِمَّا كَثُرَ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: مِنْ أَخَصِّ مَا يُرَجَّحُ بِهِ كِتَابُ الْبُخَارِيِّ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَجَلُّ مِنْ مُسْلِمٍ، وَأَصْدَقُ بِمَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَدَقَائِقِهِ، وَقَدْ انْتَخَبَ عَلَيْهِ وَلَخَصَّ مَا ارْتَضَاهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَجَلُّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي الْعُلُومِ، وَأَعْرَفُ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّ مُسْلِمًا تَلِيذُهُ وَخَرِيجُهُ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ آثَارَهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَوْلَا الْبُخَارِيُّ مَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ.

- 1

تَنْبِيْهُ

عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ: وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ شَيْخِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ، فَهَذَا وَقَوْلُ مَنْ فَضَّلَ مِنْ شُيُوخِ الْمَغْرِبِ كِتَابَ مُسْلِمٍ عَلَى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُبَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ خُطْبَتِهِ إِلَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَسْرُودًا غَيْرَ مَزْجٍ بِشَيْءٍ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، فَهَذَا لَا بَأْسَ

-

[তাদরিবুর রাবী]

এর মূলতঃ এই পরিচ্ছেদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, তবে কেবল এটি ব্যাখ্যার জন্য যে, একজন রাবী তার শায়খ থেকে (হাদীস) শুনেছেন, কারণ তিনি এর আগে 'মুআনআন' পদ্ধতিতে তা বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ কারণ: নিশ্চয়ই যে সকল হাদীসের উপর উভয়ের (বুখারী ও মুসলিমের) সমালোচনা করা হয়েছে, তা প্রায় দুশ দশটি হাদীস, যেমনটি পরবর্তীতেও আসবে। তন্মধ্যে বুখারী (একাকী) আশিটিরও কম হাদীস দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেখানে সমালোচনা কম হয়, তা অধিক সমালোচিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

এবং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) বুখারীর শারাহে (ব্যাখ্যাগ্রন্থে) বলেছেন: যে সকল বিশেষ কারণে বুখারীর গ্রন্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো, উলামায়ে কেরামের এই বিষয়ে ঐক্যমত যে, বুখারী মুসলিমের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ এবং হাদীস ও এর সূক্ষ্ম বিষয়াবলী সম্পর্কে অধিক সত্যনিষ্ঠ (বা প্রজ্ঞাবান)। আর তিনি তার জ্ঞানকে নির্বাচিত করেছেন এবং যা তিনি পছন্দ করেছেন, তা এই কিতাবে সংক্ষেপ করেছেন।

এবং শাইখুল ইসলাম বলেছেন: উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইলমের দিক থেকে বুখারী মুসলিমের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ, এবং হাদীসের শিল্প সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আর মুসলিম তাঁর ছাত্র এবং তাঁরই হাতে প্রশিক্ষিত। তিনি সবসময় তাঁর থেকে উপকৃত হতেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। এমনকি দারাকুতনী বলেছেন: যদি বুখারী না থাকতেন, তাহলে মুসলিম (কোনো পরিচিতি লাভ করতেন না / প্রসিদ্ধ হতেন না)।

১ -

দ্রষ্টব্য

ইবনুস সালাহের উক্তি: "এবং আমরা আবুল আলী আন-নিসাবুরী থেকে বর্ণনা করেছি, যিনি হাকিমের শায়খ, তিনি বলেছেন: আসমানের নিচে মুসলিমের কিতাব অপেক্ষা কোনো সহীহ কিতাব নেই।" সুতরাং এই উক্তি এবং মাগরিবের শায়খদের মধ্যে যারা মুসলিমের কিতাবকে বুখারীর কিতাবের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের উক্তি – যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, মুসলিমের কিতাব এ কারণে প্রাধান্যপ্রাপ্ত যে, এর সাথে সহীহ ছাড়া অন্য কিছু মিশ্রিত হয়নি, কারণ তার ভূমিকাপর্বের পর সহীহ হাদীস ছাড়া আর কিছুই নেই যা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত

হয়েছে, বুখারীর কিতাবে যেমনটি আছে তেমন মিশ্রিত অবস্থায় নয়; তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

(ص: 99) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

به، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحُ فِيهَا يَرْجَعُ إِلَى نَفْسِ الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ صَحِيحًا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ. اهـ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو حَجَرٍ: قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَصْرِيحَهُ بِأَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، خِلَافَ مَا يَقْتَضِيهِ إِطْلَاقُ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَفِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لَهُ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي نَفْيَ الْأَصْحِيَّةِ عَنْ غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ، أَمَّا إِثْبَاتُهَا لَهُ فَلَا؛ لِأَنَّ إِطْلَاقَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ الْمُسَاوَاةَ، كَمَا فِي حَدِيثٍ: «مَا أَظَلَّتِ الْخُضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغُبَرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ»، فَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَصْدَقُ مِنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ الصِّدِّيقِ، بَلْ نَفَى أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ أَصْدَقُ مِنْهُ، فَيَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يُسَاوِيهِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُرْفَهُمْ فِي ذَلِكَ الرَّمَازِ مَا شِ عَلَى قَانُونِ اللُّغَةِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ: مَا بِالْبَصْرَةِ أَعْلَمُ - أَوْ قَالَ أَثْبَتُ - مِنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، أَمَّا مِثْلُهُ فَعَسَى، قَالَ: وَمَعَ احْتِمَالِ كَلَامِهِ ذَلِكَ فَهُوَ مُنْفَرِدٌ، سَوَاءٌ قَصَدَ الْأَوَّلَ أَوِ الثَّانِي.

قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ أَبِي سَعِيدٍ الْعَلَايِّ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ لَمْ يَقِفْ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي بَعِيدٌ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ بَلَدِيَّهِ وَشَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ كُلِّهَا أَجُودُ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. وَصَحَّ عَنْ

بَلَدِيَّهِ وَرَفِيقِهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْزَمِ أَنَّهُ قَالَ: قَلَّمَا يَفُوتُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا مِنَ الصَّحِيحِ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

এর দ্বারা, এবং এর থেকে এটা জরুরি হয় না যে, মুসলিমের গ্রন্থ সহীহের মূল অংশের ব্যাপারে অধিকতর প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, মুসলিমের গ্রন্থ সর্বাধিক সহীহ, তবে যে এ কথা বলে, তার উপর তা প্রত্যাখ্যাত। আহ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার বলেছেন: আবু আলী-এর উক্তির মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাঁর সরাসরি স্বীকৃতি দাবি করে যে মুসলিমের গ্রন্থ বুখারীর গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর সহীহ, যা শায়খ মুহিউদ্দীন তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে এবং বুখারীর শরাহের ভূমিকায় সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন তার বিপরীত। বরং তা শুধু মুসলিমের গ্রন্থ ছাড়া অন্য কারো উপর অধিকতর সহীহ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। কিন্তু তার জন্য তা (অধিকতর সহীহ হওয়া) প্রমাণ করা যায় না; কারণ তার সাধারণ উক্তি দ্বারা তা (অধিক সহীহ হওয়া) উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার এর দ্বারা সমতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন হাদিসে এসেছে: «আবু যার থেকে অধিক সত্যবাদী উচ্চারণকারীকে সবুজ আকাশ ছায়া দেয়নি এবং ধূসর মাটি বহন করেনি»। অতএব, এটি দাবি করে না যে তিনি সকল সাহাবী এবং সিদ্দীকের চেয়ে অধিক সত্যবাদী। বরং তা অস্বীকার করে যে, তাদের মধ্যে তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী কেউ আছে; সুতরাং তাদের মধ্যে এমনও কেউ থাকতে পারে যে তার সমকক্ষ।

এবং যা ইঙ্গিত করে যে সেই সময়ে তাদের প্রচলন ভাষার নিয়ম অনুযায়ী ছিল, তা হলো আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন: বসরায় বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল-এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী – অথবা বলেছেন অধিক নির্ভরযোগ্য – আর কেউ নেই। কিন্তু তার মতো কেউ হয়তো থাকতে পারে। তিনি (ইবনে হাজার) বলেছেন: তার এই বক্তব্যের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, তিনি (বিশর) ছিলেন অনন্য, তিনি প্রথমটি উদ্দেশ্য করুন বা দ্বিতীয়টি।

তিনি বলেছেন: আমি হাফিয আবু সাঈদ আল-আলাই-এর কথায় এমন কিছু দেখেছি যা ইঙ্গিত করে যে আবু আলী সহীহ বুখারী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি (ইবনে হাজার) বলেছেন: এটি আমার নিকট সুদূরপর্যন্ত। কেননা তার স্বদেশী এবং তার উস্তাদ আবু বকর ইবনে খুযাইমাহ থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: এই সমস্ত কিতাবের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে

ইসমাইলের কিতাব (বুখারী) থেকে উত্তম আর কিছু নেই। এবং তার স্বদেশী ও সঙ্গী আবু আবদুল্লাহ ইবনুল আখরাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: সহীহ হাদীসের খুব কমই বুখারী ও মুসলিমকে এড়াতে পেরেছে।

(ص: 100) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ كَلَامِ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ قَدَّمَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ لِمَعْنَى آخَرَ غَيْرِ مَا يَرْجَعُ إِلَى مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنَ الشَّرَائِطِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّحَّةِ، بَلْ لِأَنَّ مُسْلِمًا صَنَّفَ كِتَابَهُ فِي بَلَدِهِ بِحُضُورِ أَصُولِهِ فِي حَيَاةٍ كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِهِ، فَكَانَ يَتَحَرَّزُ فِي الْأَلْفَافِ وَيَتَحَرَّى فِي السِّيَاقِ، بِخِلَافِ الْبُخَارِيِّ، فَرُبَّمَا كَتَبَ الْحَدِيثَ مِنْ حِفْظِهِ، وَلَمْ يُبَيِّرْ أَلْفَافَ رَوَاتِهِ؛ وَلِهَذَا رُبَّمَا يَعْزِزُ لَهُ الشَّكُّ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: رُبَّ حَدِيثٍ سَبَعْتُهُ بِالْبَصْرَةِ فَكَتَبْتُهُ بِالشَّامِ، وَلَمْ يَتَّصِدْ مُسْلِمٌ لِمَا تَصَدَّى لَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ وَتَقْطِيعِ الْأَحَادِيثِ، وَلَمْ يُخْرِجِ الْمَوْقُوفَاتِ.

قَالَ: وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِ الْمَغَارِبَةِ، فَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَقْيِيدُ الْأَفْضَلِيَّةِ بِالْأَصْحَبِيَّةِ، بَلْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمُ الْأَفْضَلِيَّةَ، فَحَكَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ الطُّبْنِيِّ - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، ثُمَّ نُونٍ - قَالَ: كَانَ بَعْضُ شُيُوخِي يُفَضِّلُ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. قَالَ: وَأُظْنُّهُ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ. فَقَدْ حَكَ الْقَاسِمُ التَّجِيبِيُّ فِي فَهْرَسْتِهِ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ إِلَّا الْحَدِيثُ السَّرْدُ، وَقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ الْفَرُطِيُّ مِنْ أَقْرَانِ الدَّارَقُطِيِّ: لَمْ يَصْنَعْ أَحَدٌ مِثْلَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهَذَا فِي حُسْنِ الْوَضْعِ وَجُودَةِ التَّرْتِيبِ لَا فِي الصَّحَّةِ.

[তাদরিবুর রাবী]

عُذُّ: আবু আলীর কথা থেকে আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, তিনি সহীহ মুসলিমকে অন্য একটি কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা বিশুদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলির সাথে সম্পর্কিত নয়, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি; বরং এই কারণে যে, মুসলিম তাঁর গ্রন্থটি নিজ শহরে রচনা করেছেন, তাঁর শাইখদের অনেকের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মূল সূত্রগুলোর উপস্থিতিতে। ফলে তিনি শব্দচয়নে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং বর্ণনার বিন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খতা রাখতেন। বুখারীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। তিনি হয়তো তাঁর স্মৃতি থেকে হাদিস লিখতেন এবং তাঁর বর্ণনাকারীদের শব্দগুলি আলাদা করতেন না; আর এ কারণেই হয়তো তাঁর মনে সন্দেহ আসত। তাঁর থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন: "এমন অনেক হাদিস আছে যা আমি বসরায় শুনেছি, কিন্তু শামে (সিরিয়াতে) তা লিপিবদ্ধ করেছি।" আর মুসলিম বুখারীর মতো আহকাম (মাসয়ালা) উদ্ভাবন এবং হাদিস খণ্ডিত করার দায়িত্ব নেননি, এবং তিনি মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি/কর্ম) হাদিসও উল্লেখ করেননি।

عُذُّ: আর মাগরিবের (পশ্চিমা অঞ্চলের) কিছু শাইখের পক্ষ থেকে তিনি যা নকল করেছেন, তাদের কারো থেকে এই কথা সংরক্ষিত নেই যে, শ্রেষ্ঠত্বকে বিশুদ্ধতার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে; বরং তাদের কেউ কেউ শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। আল-ক্বাযী 'ইয়ায আবু মারওয়ান আত-তুবনী থেকে বর্ণনা করেছেন – (মুহমালা তা-এর উপর পেশ, মুওয়াহহাদা বা-এর উপর সুকুন, তারপর নুন) – তিনি বললেন: আমার কিছু শাইখ সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি (লেখক) বললেন: আমি মনে করি, তিনি ইবনু হাযমকে বুঝিয়েছেন।

আল-ক্বাসিম আত-তুজীবী তাঁর 'ফিহরিস্ত' গ্রন্থে তাঁর (ইবনু হাযমের) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: কারণ এতে (সহীহ মুসলিমে) ভূমিকার পর ধারাবাহিক হাদিস ছাড়া আর কিছু নেই। আর দারাকুতনীর সমসাময়িক মাসলামাহ ইবনু কাসিম আল-কুরতুবী বলেছেন: "কেউ সহীহ মুসলিমের মতো গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি।" আর এটি (প্রশংসা) সুন্দর বিন্যাস ও সুসংগঠিত হওয়ার দিক থেকে, বিশুদ্ধতার দিক থেকে নয়।

(ص: 101) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَاخْتَصَّ مُسْلِمٌ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.

-
[تدريب الراوي]

[اختص مسلم بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ]

وَلِهَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَاخْتَصَّ مُسْلِمٌ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ) بِأَسَانِيدِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَالْفَاطِظِ الْمُخْتَلِفَةِ فَسَهَّلَ تَنَاوُلَهُ، بِخِلَافِ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ قَطَّعَهَا فِي الْأَبْوَابِ، بِسَبَبِ اسْتِنْبَاطِهِ الْأَحْكَامَ مِنْهَا، وَأُورِدَ كَثِيرًا مِنْهَا فِي مَطْنَتِهِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلِهَذَا نَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ صَنَّفَ الْأَحْكَامَ مِنَ الْمَغَارِبَةِ يَعْتَدُّ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي سِيَاقِ الْمُتُونِ دُونَ الْبُخَارِيِّ لِتَقْطِيعِهِ لَهَا.
قَالَ: وَإِذَا امْتَّازَ مُسْلِمٌ بِهَذَا فَلِلْبُخَارِيِّ فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا ضَمَّنَهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنَ التَّرَاجِمِ الَّتِي حَيَّرَتِ الْأَفْكَارَ، وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ بَعْضِ السَّادَةِ قَالَ: مَا قُرِئَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ فِي شِدَّةٍ إِلَّا فُرِجَتْ، وَلَا رُكِبَ بِهِ فِي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ.

- 1

[فَوَائِدُ]

الْأُولَى: قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ: إِنَّ الْكِتَابَيْنِ سَوَاءٌ فَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَحَكَاهُ الطُّوَيْفِيُّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ وَمَالَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيُّ.
الثَّانِيَّةُ: قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَخَّرَ مَسْأَلَةَ إِمْكَانِ التَّصْحِيحِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، عَكْسَ مَا صَنَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ لِمُنَاسَبَةِ حَسَنَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكَلَامُ فِي الصَّحِيحِ نَاسَبَ أَنْ يَذْكَرَ الْأَصَحُّ، فَبَدَأَ بِأَصَحِّ الْأَسَانِيدِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى أَخَصِّ مِنْهُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ.

الثَّالِثَةُ: ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ أَنَّهُ يُقَسِّمُ الْأَحَادِيثَ ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ:

ইমাম মুসলিম হাদীসের সকল সূত্র এক স্থানে সংকলন করার ক্ষেত্রে বিশেষত্ব লাভ করেছেন।

-

[তাদরিবুর রাবী]

[ইমাম মুসলিম হাদীসের সকল সূত্র এক স্থানে সংকলন করার ক্ষেত্রে বিশেষত্ব লাভ করেছেন]

আর এ কারণেই গ্রন্থাকার ইবনুস সালাহ-এর উপর তার অতিরিক্ত সংযোজনে বলেছেন:

(ইমাম মুসলিম হাদীসের একাধিক সনদ ও বিভিন্ন শব্দ বিন্যাস সহ সমস্ত সূত্র এক স্থানে সংকলন করার ক্ষেত্রে বিশেষত্ব লাভ করেছেন)। ফলে তা সহজলভ্য হয়েছে। এর বিপরীতে ইমাম বুখারী সেগুলোকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন, কারণ তিনি সেসকল থেকে বিধি-বিধান আহরণ করেছেন এবং সেগুলোর বহুলাংশ উপযুক্ত স্থানে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এ কারণেই আমরা দেখি মাগরিব অঞ্চলের অনেক বিধি-বিধান

সংকলনকারী হাদীসের মূল পাঠ উপস্থাপনে ইমাম বুখারীর কিতাবের পরিবর্তে ইমাম

মুসলিমের কিতাবের উপর নির্ভর করেন, কারণ বুখারী হাদীসগুলোকে খণ্ড-খণ্ড করেছেন।

তিনি বলেছেন: যদি ইমাম মুসলিম এই দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, তবে এর বিপরীতে

ইমাম বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব হলো তিনি তার অধ্যায়গুলোতে এমন শিরোনাম সন্নিবেশিত করেছেন যা

চিন্তাকে হতবাক করে দেয়। আর ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবি জামরা কিছু বুজুর্গের সূত্রে

উল্লেখ করেছেন যে, তারা বলেছেন: কোনো সংকটের সময় সহীহ বুখারী পাঠ করা হলে তা

লাঘব না হয়ে থাকে নি, এবং কোনো নৌযানে এটি নিয়ে আরোহণ করে তা ডুবে যায় নি।

১ -

[উপকারিতাসমূহ]

প্রথমত: ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন: আমি কতিপয় পরবর্তী পণ্ডিতকে দেখেছি তারা বলেছেন:

'নিশ্চয়ই উভয় কিতাব সমান।' এটি একটি তৃতীয় মত, এবং তুফী তার 'শারহুল আরবাঈন'

গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং কুরতুবীও এর দিকে ঝুঁকেছেন।

দ্বিতীয়ত: গ্রন্থাকার এই মাসআলাটি (বিষয়টি) আগে উল্লেখ করেছেন এবং এই যুগে

সহীহকরণের (বিশুদ্ধকরণ) সম্ভাবনার মাসআলাটি পরে উল্লেখ করেছেন, যা ইবনুস সালাহ-এর

পদ্ধতির বিপরীত। এর কারণ একটি সুন্দর সঙ্গতি, কেননা যখন সহীহ হাদীস নিয়ে আলোচনা

হচ্ছিল, তখন সবচেয়ে সহীহ বিষয়গুলো উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক ছিল। তাই তিনি সবচেয়ে সহীহ

সনদগুলো দিয়ে শুরু করেছেন, তারপর এর চেয়েও নির্দিষ্ট বিষয়, অর্থাৎ সবচেয়ে সহীহ

গ্রন্থগুলির দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

তৃতীয়ত: ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাদীসসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন:

(ص: 102) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الأول: مَا رَوَاهُ الْحَفَاطُ الْمُتَقِنُونَ.

والثاني: مَا رَوَاهُ الْمُسْتَوْرُونَ وَالْمَتَوَسِّطُونَ فِي الْحِفْظِ وَالْإِثْقَانِ.

والثالث: مَا رَوَاهُ الضُّعَفَاءُ وَالْمُتْرُكُونَ. وَأَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَتْبَعَهُ الثَّانِي وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلَا يُعْرَجُ عَلَيْهِ. فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُرَادِهِ بِذَلِكَ: فَقَالَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ:

إِنَّ الْمَنِيَّةَ اخْتَرَمَتْ مُسْلِمًا قَبْلَ إِخْرَاجِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: وَهَذَا مِمَّا قَبْلَهُ الشُّيُوخُ وَالنَّاسُ مِنَ الْحَاكِمِ وَتَابِعُوهُ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ ذَكَرَ حَدِيثَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَأَتَى بِحَدِيثِ الثَّانِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ، أَوْ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ الْأُولَى شَيْئًا، وَأَتَى بِأَحَادِيثِ طَبَقَةِ ثَالِثَةٍ، وَهُمْ أَقْوَامٌ تَكَلَّمَ فِيهِمْ أَقْوَامٌ وَزَكَاهُمْ آخَرُونَ، مِمَّنْ ضَعْفَ أَوْ اتُّهِمَ بِبِدْعَةٍ، وَطَرَحَ الرَّابِعَةَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَالْحَاكِمُ تَأَوَّلَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ يُفْرَدَ لِكُلِّ طَبَقَةٍ كِتَابًا، وَيَأْتِي بِأَحَادِيثِهَا خَاصَّةً مُفْرَدَةً، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ عِلَلُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا قَدْ وَفَّى بِهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنَ الْأَبْوَابِ، مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَسَانِيدِ كَالْإِرْسَالِ وَالْإِسْنَادِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَتَصَاوُفِ الْمَصْحَفِينَ.

[তাদরীবুর রাবী]

প্রথমটি: যা বর্ণনা করেছেন হাফিযগণ ও সুপটু রাবীগণ।

দ্বিতীয়টি: যা বর্ণনা করেছেন মাসতুরগণ এবং যাদের হিফয ও ইতকান মধ্যম পর্যায়ে।

তৃতীয়টি: যা বর্ণনা করেছেন যঈফ ও মাতরুর রাবীগণ। এবং তিনি যখন প্রথম ভাগ শেষ করবেন, তখন দ্বিতীয় ভাগ তার অনুসরণ করবে। আর তৃতীয় ভাগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হবে না। এই বিষয়ে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উলামাগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন: আল-হাকিম ও আল-বায়হাকী বলেছেন: মুসলিমের ইত্তিকাল হয়েছে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই এবং তিনি কেবল প্রথম ভাগের কথাই উল্লেখ করেছেন।

আল-ক্বাযী ইয়াদ্ব বলেছেন: আর এটি এমন বিষয় যা শাইখগণ ও সাধারণ মানুষ আল-হাকিমের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন।

তিনি (ক্বাযী ইয়াদ্ব) বলেছেন: বিষয়টি এমন নয়, বরং তিনি প্রথম স্তরের হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং দ্বিতীয় স্তরের হাদীস মুতাবা‘আত (সমর্থন) ও ইসতিশহাদ (প্রমাণ) হিসেবে এনেছেন, অথবা যেখানে তিনি এই অধ্যায়ে প্রথম স্তরের কোনো হাদীস পাননি, এবং তিনি তৃতীয় স্তরের হাদীস এনেছেন, যারা এমন ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে কিছু লোক সমালোচনা করেছেন এবং অন্যরা তাদের প্রশংসা করেছেন, যারা দুর্বল বলে গণ্য হয়েছেন অথবা বিদ‘আতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন, এবং তিনি চতুর্থ স্তর বাদ দিয়েছেন, যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন।

তিনি (ক্বাযী ইয়াদ্ব) বলেছেন: আল-হাকিম ব্যাখ্যা করেছেন যে, তার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি স্তরের জন্য একটি পৃথক কিতাব তৈরি করা, এবং তার হাদীসগুলো বিশেষভাবে পৃথকভাবে আনয়ন করা, কিন্তু এটি তার উদ্দেশ্য ছিল না।

তিনি (ক্বাযী ইয়াদ্ব) বলেছেন: অনুরূপভাবে, যে হাদীসসমূহের ইলল (ত্রুটি) তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি আনয়ন করবেন, তিনি অধ্যায়সমূহের নিজ নিজ স্থানে সেগুলোর পূর্ণতা দান করেছেন, যেমন ইসনাদে তাদের মতপার্থক্য, যেমন ইরসাল ও ইসনাদ, যিয়াদাহ (বৃদ্ধি) ও নাকুস (ঘাটতি), এবং যারা তাসহিফ করেছে তাদের তাসাহিফ।

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِمَا قَالَهُ ابْنُ سُفْيَانَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ: إِنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ ثَلَاثَةَ كُتُبٍ مِنَ الْمُسْنَدَاتِ، أَحَدُهَا هَذَا الَّذِي قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَالثَّانِي يُدْخِلُ فِيهِ عِكْرِمَةَ وَابْنَ إِسْحَاقَ وَأَمْثَالَهُمَا، وَالثَّلَاثُ يُدْخِلُ فِيهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُطَابِقُ الْغَرَضَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِمُ مِمَّا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ كِتَابِهِ. اهـ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمَا قَالَهُ عِيَاضُ ظَاهِرٌ جَدًّا.

الرَّابِعَةُ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: قَدْ عِيبَ عَلَى مُسْلِمٍ رِوَايَتُهُ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمُتَوَسِّطِينَ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَجَوَابُهُ مِنْ وَجُوهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ فِيهِمْ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ غَيْرِهِ ثِقَّةٌ عِنْدَهُ، الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ لَا فِي الْأُصُولِ، فَيَذْكُرُ الْحَدِيثَ أَوَّلًا بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ وَيَجْعَلُهُ أَصْلًا، ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِإِسْنَادٍ أَوْ أُسَانِيدٍ فِيهَا بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَلَى وَجْهِ التَّأَكُّيدِ وَالْبُعَاثَةِ، وَالزِّيَادَةِ فِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى فَائِدَةٍ فِيهَا قَدَّمَ.

الثَّلَاثُ: أَنْ يَكُونَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ الَّذِي اعْتَدَّ بِهِ طَرَأَ بَعْدَ أَخْذِهِ عَنْهُ، بِاخْتِلَاطٍ: كَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، اخْتَلَطَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ مُسْلِمٍ مِنْ مِصْرَ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَعْلُوَ بِالضَّعِيفِ إِسْنَادُهُ، وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ نَازِلٌ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْعَالِي وَلَا يُطَوِّلُ بِإِضَافَةِ النَّازِلِ إِلَيْهِ، مُكْتَفِيًا بِمَعْرِفَةِ أَهْلِ الشَّأْنِ ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَيْنَا

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বললেন: মুসলিমের সাথে ইবনে সুফিয়ান যা বলেছেন যে, মুসলিম তিনখানা মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তার মধ্যে একটি হল এটি যা তিনি জনগণের সামনে পাঠ করেছেন, দ্বিতীয়টিতে তিনি ইকরিমা ও ইবনে ইসহাক এবং তাদের মত অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর

তৃতীয়টিতে তিনি দুর্বল রাবীগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—তা দিয়ে এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। কেননা এটি হাকিম কর্তৃক ইঙ্গিতকৃত সেই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা মুসলিম তার কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। সমাপ্ত।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) বলেন: আর ইয়াদ যা বলেছেন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

চতুর্থ (দিক): ইবনে সালাহ বলেছেন: সহীহ মুসলিম গ্রন্থে মুসলিমের এমন একদল দুর্বল ও মধ্যম সারির রাবী থেকে রেওয়ায়েত করার উপর আপত্তি করা হয়েছে যারা সহীহ এর শর্তভুক্ত নন। আর এর উত্তর কয়েকটি দিক থেকে দেওয়া যায়: প্রথমত, এটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি অন্যদের নিকট দুর্বল হলেও তার (মুসলিম এর) নিকট নির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয়ত, এটি মুতাবাআত (সমর্থনমূলক রেওয়ায়েত) ও শাওয়াহিদ (সহায়ক রেওয়ায়েত)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে, মূল রেওয়ায়েতসমূহে নয়। সুতরাং তিনি প্রথমে একটি পরিষ্কার সনদ সহ হাদীস উল্লেখ করেন এবং এটিকে মূল হিসেবে গণ্য করেন, তারপর তিনি এর সাথে এমন একটি সনদ বা একাধিক সনদ যুক্ত করেন যেখানে কিছু দুর্বল রাবী থাকে, যা নিশ্চিতকরণ ও অতিরিক্ত জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। আর এতে অতিরিক্ত বিষয় যোগ করা হয় যা পূর্বে বর্ণিত তথ্যে একটি উপকারিতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

তৃতীয় (দিক): যে দুর্বল রাবীর উপর নির্ভর করা হয়েছে তার দুর্বলতা তার থেকে হাদীস গ্রহণের পর দেখা দিয়েছে, যেমন স্মরণশক্তি গোলমাল হয়ে যাওয়ার (اختلال) কারণে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহবেলর ভাগ্নে আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান। তিনি মিশর থেকে মুসলিমের বের হয়ে আসার পর ২৫০ হিজরীর পরে স্মৃতিবিভ্রমের শিকার হন।

চতুর্থ (দিক): দুর্বল রাবীর মাধ্যমে তার (হাদীসের) সনদ উচ্চতর হওয়া। অথচ তার (ইমাম মুসলিমের) নিকট নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনা থেকে (সেই হাদীসের) নিম্নতর সনদও বিদ্যমান। সুতরাং তিনি উচ্চতর সনদটির উপরই সীমাবদ্ধ থাকেন এবং নিম্নতর সনদ যোগ করে দীর্ঘায়িত করেন না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের জ্ঞানই তার জন্য যথেষ্ট হয়। কেননা আমরা রেওয়ায়েত করেছি

قِيلَ: وَلَمْ يَفْتُهَا إِلَّا الْقَلِيلُ وَأُنْكِرُ هَذَا. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَفْتِ الْأُصُولَ الْخُمْسَةَ إِلَّا الْيَسِيرَ، أَعْنِي الصَّحِيحَيْنِ، وَسُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ.

[تدريب الراوي]

أَنَّ أَبَا زُرْعَةَ أُنْكِرَ عَلَيْهِ رِوَايَتَهُ عَنْ أُسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ، وَقَطَنِ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَيْسَى الْبَصْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَدْخَلْتُ مِنْ حَدِيثِهِمْ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ شُيُوخِهِمْ، إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ إِلَيَّ عَنْهُمْ بِارْتِفَاعٍ وَيَكُونُ عِنْدِي مِنْ رِوَايَةٍ أَوْثَقَ مِنْهُ بِنُزُولٍ فَأَقْتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا مَهْ أَيْضًا عَلَى التَّخْرِيجِ عَنْ سُوَيْدٍ، فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ كُنْتُ آتِي بِنُسْخَةٍ حَفِصَ عَنْ مَيْسَرَةَ بَعْلُو؟

[البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما]

(وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّحِيحَ) فِي كِتَابَيْهِمَا (وَلَا التَّرْمَاهُ) أَيِ اسْتَيْعَابَهُ. فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ إِلَّا مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصَّحَاحِ خَشْيَةً أَنْ يَطُولَ الْكِتَابُ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، يُرِيدُ مَا وَجَدَ عِنْدَهُ فِيهَا شَرَائِطَ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرِ اجْتِمَاعُهَا فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَرَجَّحَ

[المُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ]، أَنَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ تَخْتَلِفِ الثِّقَاتُ فِيهِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ مَثْنًا وَإِسْنَادًا، لَا مَا لَمْ يُخْتَلَفْ فِي تَوْثِيقِ رَوَاتِهِ، قَالَ: وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» هَلْ هُوَ صَحِيحٌ؟ فَقَالَ: عِنْدِي هُوَ صَحِيحٌ، فَقِيلَ لِمَ لَمْ تَضَعَهُ هُنَا؟ فَأَجَابَ بِذَلِكَ.

١. وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّحِيحَ وَلَا التَّرْمَاهُ

وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَفْتِ الْأُصُولَ الْخُمْسَةَ إِلَّا الْيَسِيرَ، أَعْنِي الْقَلِيلَ وَأُنْكِرُ هَذَا
الصَّحِيحَيْنِ، وَسُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ

-

[তাগরিবুর রাবী]

আবু যুর'আ তার (ইমাম মুসলিমের) আসবাত ইবনে নাসর, ক্বাতান এবং আহমদ ইবনে ঈসা আল-মিসরীর সূত্রে হাদীস বর্ণনার সমালোচনা করেছিলেন। তখন তিনি (ইমাম মুসলিম) বললেন: আমি তাদের হাদীস থেকে কেবল সে অংশই গ্রহণ করেছি যা নির্ভরযোগ্য রাবীগণ তাদের শায়খদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে মাঝে মাঝে তাদের সূত্রে উচ্চ সনদে হাদীস আমার কাছে আসত, যখন আমার কাছে তার চেয়েও নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে নিম্ন সনদে তা বিদ্যমান থাকত, তখন আমি সেই নিম্ন সনদের উপরই সীমাবদ্ধ থাকতাম। সুওয়াইদের সূত্রে হাদীস গ্রহণের জন্যও তিনি তাকে ভরসনা করেছিলেন। তখন তিনি (ইমাম মুসলিম) বললেন: আমি হাফস আন মায়সারার বর্ণনার উচ্চ সনদ কোথা থেকে আনতাম?

[বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবদ্বয়ে সকল সহীহকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করেননি]

(তারা উভয়ই সহীহকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করেননি) তাদের কিতাবদ্বয়ে (এবং এর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধও ছিলেন না), অর্থাৎ সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

বুখারী বলেছেন: আমি আমার আল-জামি' গ্রন্থে কেবল তাই অন্তর্ভুক্ত করেছি যা সহীহ, এবং কিতাব দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় আমি কিছু সহীহ হাদীস বাদ দিয়েছি। মুসলিম বলেছেন: আমার কাছে যা সহীহ ছিল, তার সবকিছুই আমি এখানে রাখিনি; বরং আমি কেবল তাই রেখেছি যার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি এর দ্বারা এমন হাদীসকে বুঝিয়েছেন যেখানে তার কাছে ঐকমত্যপূর্ণ সহীহ হাদীসের শর্তাবলী বিদ্যমান ছিল, যদিও কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে অন্যদের কাছে সেই শর্তাবলীর উপস্থিতি স্পষ্ট ছিল না। এটি ইবনুল সালাহ বলেছেন।

وَجَعَلَ

[শরাহ মুসলিমের মুসান্নিফ] মত দিয়েছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন হাদীস যা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্যে মতন ও সনদ উভয় দিক থেকে ভিন্নতা সৃষ্টি করেনি, এমন নয় যে এর রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। তিনি বলেন: এর প্রমাণ হলো, তাকে আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাদীস: «যখন (ইমাম) ফিরাত করে, তখন তোমরা নীরব থাকো» সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এটি সহীহ কিনা? তিনি বলেছিলেন: আমার কাছে এটি সহীহ। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কেন তিনি এটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করেননি? তখন তিনি এর দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন (অর্থাৎ তিনি কেবল ঐকমত্যপূর্ণ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَمَعَ هَذَا فَقَدْ اشْتَمَلَ كِتَابُهُ عَلَى أَحَادِيثٍ اخْتَلَفُوا فِي مَنَنِهَا أَوْ إِسْنَادِهَا، وَفِي ذَلِكَ ذُحُولٌ مِنْهُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ، أَوْ سَبَبٌ آخَرُ.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: قِيلَ: أَرَادَ مُسْلِمٌ إِجْمَاعَ أَرْبَعَةٍ: أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَابْنَ مَعِينٍ وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ الْخُرَاسَانِيَّ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَقَدْ أَلْزَمَهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ إِخْرَاجَ أَحَادِيثٍ عَلَى شَرْطِهَا لَمْ يُخْرِجَاهَا، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لَهَا، لِعَدَمِ التَّزَامِيهِمَا ذَلِكَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَادِيثٍ مِنْ صَحِيفَةِ هَمَّامٍ وَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَحَادِيثٍ مِنْهَا، مَعَ أَنَّ الْإِسْنَادَ وَاحِدٌ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَكِنْ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي تَرَكَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ صِحَّةِ إِسْنَادِهِ فِي الظَّاهِرِ أَصْلًا فِي بَابِهِ، وَلَمْ يُخْرِجَا لَهُ نَظِيرًا وَلَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا أَطْلَعَا فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَسِيَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ خَشْيَةَ الْإِطَالَةِ أَوْ رَأْيَا أَنَّ غَيْرَهُ يَسُدُّ مَسَدَّهُ.

(قِيلَ) أَيُّ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْأَحْرَمِ (وَلَمْ يَفْتُتْهُمَا إِلَّا الْقَلِيلُ وَأُنْكَرَ هَذَا) الْقَوْلَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ الْحَازِمِيُّ وَالْإِسْبَاعِيُّ: وَمَا تَرَكْتُ مِنَ الصَّحَاحِ أَكْثَرَ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَالْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ كِتَابٌ كَبِيرٌ يَشْتَمِلُ مِمَّا فَاتَتْهُمَا عَلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ، وَإِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ مَقَالٌ فَإِنَّهُ يَصِفُو لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ.

তিনি বলেন: এতদসত্ত্বেও তাঁর গ্রন্থে এমন কিছু হাদীস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেগুলোর মতন বা সনদ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আর এতে (প্রকাশ পায়) তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত সম্পর্কে বিস্মৃতি (উদাসীনতা) অথবা অন্য কোনো কারণ।

আর বুলফ্রিনী বলেন: বলা হয়েছে যে, মুসলিম (রহ.) চারজনের ইজমা' (ঐক্যমত) চেয়েছেন: আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইবনু মাজিন, উসমান ইবনু আবি শাইবা এবং সাঈদ ইবনু মানসূর আল-খুরাসানী।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) 'শারহ মুসলিম'-এ বলেন: দারাকুতনী ও অন্যান্যরা তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) উপর এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করা অপরিহার্য করেছেন, যা তাদের শর্তানুযায়ী হওয়া সত্ত্বেও তারা বর্ণনা করেননি। কিন্তু তাদের জন্য তা অপরিহার্য নয়, কারণ তারা এর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নন। তিনি (মুসান্নিফ) বলেন: আর এভাবেই বাইহাকীও বলেছেন: তারা (বুখারী ও মুসলিম) হাম্মামের সহীফা থেকে কিছু হাদীস সম্পর্কে একমত হয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকেই এর থেকে কিছু হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অথচ সনদ (ইসনাদ) একই।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) বলেন: কিন্তু যদি সেই হাদীস যা তারা উভয়েই অথবা তাদের একজন ত্যাগ করেছেন, বাহ্যিকভাবে তার সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তার অধ্যায়ে মৌলিক হয় এবং তারা এর কোনো দৃষ্টান্ত বা এর স্থলাভিষিক্ত কিছু বর্ণনা না করেন, তাহলে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, তারা তাতে কোনো ত্রুটি (ইল্লত) সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এবং এটা সম্ভব যে, তারা তা ভুলে গেছেন অথবা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে তা ছেড়ে দিয়েছেন অথবা দেখেছেন যে, অন্য কিছু তার স্থান পূরণ করে।

(বলা হয়েছে) অর্থাৎ হাফিয আবু আবদুল্লাহ ইবনুল আখরাম বলেছেন: তাদের উভয়ের থেকে সামান্যই বাদ পড়েছে। আর এই উক্তিটি বুখারী অস্বীকার করেছেন, যা হাযিমী ও ইসমাঈলী বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেছেন): "আমি সহীহ হাদীস থেকে যা ছেড়েছি, তা আরও বেশি।"

ইবনুস সালাহ বলেন: আর হাকেমের 'আল-মুসতাদরাক' একটি বৃহৎ গ্রন্থ, যা তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) থেকে বাদ পড়া অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও এর কিছু অংশে সমালোচনা রয়েছে, তবুও এর থেকে অনেক সহীহ হাদীস বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়।

[تدريب الراوي]

قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَيْهِ: (وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَفُتِ الْأُصُولَ الْخَمْسَةَ إِلَّا الْيَسِيرُ؛ أَعْنِي الصَّحِيحَيْنِ وَسُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيَّ).

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ. لِقَوْلِ الْبُخَارِيِّ: أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفٍ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، قَالَ: وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَكْرَرَةِ الْأَسَانِيدَ وَالْمَوْقُوفَاتِ، فَرُبَّمَا عَدَّ الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ الْمَرْوِيَّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ. زَادَ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوِّيِّ: أَوْ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي الْكَثْرَةِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، قِيلَ: وَيُؤَيِّدُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصِّحَاحَ الَّتِي بَيْنَ أَظْهَرِنَا - بَلْ وَغَيْرِ الصِّحَاحِ - لَوْ تَتَّبَعْتُ مِنَ الْمَسَانِيدِ وَالْجَوَامِعِ وَالسُّنَنِ وَالْأَجْزَاءِ وَغَيْرِهَا لَمَا بَلَغَتْ مِائَةَ أَلْفٍ بَلَا تَكَرَّارٍ، بَلْ وَلَا خَمْسِينَ أَلْفًا، وَيَبْعُدُ كُلُّ الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَاحِدٌ حَفِظَ مَا فَاتَ الْأُمَّةَ جَمِيعَهُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَفِظَهُ مِنْ أُصُولٍ مَشَايِخِهِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: حَصُرَ الْأَحَادِيثُ يَبْعُدُ إِمْكَانُهُ، غَيْرَ أَنَّ جَمَاعَةً بِالْغَوَا فِي تَتَبُعِهَا وَحَصَرُوهَا.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: صَحَّ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَكَسْرُ، وَقَالَ: جَمَعْتُ مِنَ السُّنَنِ أَحَادِيثَ انْتَخَبْتُهَا مِنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا.

[তাদরীবুর রাবী]

গ্রন্থকার এর অতিরিক্ত বলেছেন: (এবং সঠিক মত হলো যে, পাঁচটি মূল গ্রন্থ থেকে সামান্যই বাদ পড়েছে; আমার উদ্দেশ্য হলো সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং সুনান আবী দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)।

ইরাকী বলেছেন: এই কথার মধ্যে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। বুখারীর উক্তি অনুসারে: আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস এবং দুই লক্ষ গাইরে সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি। তিনি বলেছেন: সম্ভবত বুখারী পুনরাবৃত্ত হাদীস দ্বারা ইসনাদসমূহ এবং মওকুফ হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য করেছেন, কারণ তিনি হয়তো একই হাদীসকে দুটি ইসনাদে বর্ণিত হওয়ায় দুটি হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইবনে জামাআ আল-মানহালুর রাবী গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন: অথবা তিনি আধিক্যের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন: এবং প্রথমটিই অধিকতর সঠিক। বলা হয়েছে: এবং এটিই উদ্দেশ্য হওয়ার সমর্থন করে যে, আমাদের কাছে বিদ্যমান সহীহ হাদীসসমূহ – বরং গাইরে সহীহ হাদীসসমূহও – যদি মাসানীদ, জাওয়ামি', সুনান, আজযা' ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে পুনরাবৃত্তি ছাড়া এক লক্ষও হবে না, বরং পঞ্চাশ হাজারও হবে না। আর এটি চরম অসম্ভব যে, একজন ব্যক্তি এমন সব কিছু মুখস্থ করেছেন যা উম্মাহর সবাই মিস করেছে, কারণ তিনি তা তাঁর শায়খদের মূল গ্রন্থাবলী থেকে মুখস্থ করেছেন এবং সেগুলো বিদ্যমান আছে।

ইবনুল জাওয়াযী বলেছেন: হাদীসসমূহের পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ সম্ভব হওয়া দূরূহ, তবে একদল সেগুলোর অনুসন্ধান ও গণনার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছে।

ইমাম আহমদ বলেছেন: সাত লক্ষাধিক হাদীস সহীহ হয়েছে, এবং তিনি বলেছেন: আমি মুসনাদ থেকে এমন হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেছি যা সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক হাদীস থেকে নির্বাচিত।

(ص: 107) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَقَدْ كَانَ اسْتِيعَابُ الْأَحَادِيثِ سَهْلًا لَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ، بِأَنْ يَجْمَعَ الْأَوَّلُ مِنْهُمْ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مَنْ بَعْدَهُ مَا أَطْلَعَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَاتَهُ مِنْ حَدِيثٍ مُسْتَقِلٍّ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا، فَيَكُونُ كَالذَّلِيلِ عَلَيْهِ، وَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ فَلَا يَنْضِي كَثِيرٌ مِنَ الزَّمَانِ إِلَّا وَقَدْ اسْتُوعِبَتْ وَصَارَتْ كَالْمَصْنَفِ الْوَاحِدِ، وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ هَذَا فِي غَايَةِ الْحُسْنِ.

قُلْتُ: قَدْ صَنَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ مَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَمَعَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَمَّنْ كَانَ فِي عَصْرِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَوَائِدَ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهَ عَلَى الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ، وَجَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ زَوَائِدَ مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَلَى الْكُتُبِ السِّتَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَزَوَائِدَ مُسْنَدِ الْبَزَّازِ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، وَزَوَائِدَ مُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ الْكَبِيرِ فِي ثَلَاثَةِ، وَزَوَائِدَ الْمُعْجَمَيْنِ الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَزَوَائِدَ أَبِي يَعْلَى فِي مُجَلَّدٍ، ثُمَّ جَمَعَ هَذِهِ الزَّوَائِدَ كُلَّهَا فِي كِتَابٍ مَحْذُوفٍ الْأَسَانِيدِ، وَتَكَلَّمَ عَلَى الْأَحَادِيثِ، وَيُوجَدُ فِيهَا صَحِيحٌ كَثِيرٌ، وَجَمَعَ زَوَائِدَ الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ، وَزَوَائِدَ فَوَائِدِ تَمَامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَجَمَعَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَوَائِدَ مَسَانِيدِ إِسْحَاقَ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمُسَدَّدٍ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَعَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ، وَأَحْمَدَ بْنَ مَنِيعٍ، وَالطَّيَالِسِيِّ فِي مُجَلَّدَيْنِ، وَزَوَائِدَ مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ فِي مُجَلَّدٍ، وَجَمَعَ صَاحِبُنَا الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ قَاسِمُ الْحَنْفِيِّ زَوَائِدَ سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي مُجَلَّدٍ.

[وَجَمَعْتُ زَوَائِدَ شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ فِي مُجَلَّدٍ]، وَكُتِبَ الْحَدِيثُ الْبُجُودَةُ سِوَاهَا كَثِيرَةٌ جَدًّا، وَفِيهَا الزَّوَائِدُ بِكَثْرَةٍ فَبُلُوغَهَا الْعَدَدَ السَّابِقَ لَا يَبْعُدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[তাদরিবুর রাবী]

শাইখুল ইসলাম বলেন: হাদীসগুলো সম্পূর্ণরূপে একত্রিত করা সহজ হতো, যদি আল্লাহ তায়াল্লা তা চাইতেন, এই পন্থায় যে, তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি তার কাছে যা পৌঁছেছে তা

সংগ্রহ করবে, এরপর তার পরের জন যা তার নজরে এসেছে এবং যা পূর্ববর্তীর ছুটে গেছে – তা স্বতন্ত্র কোনো হাদীস হোক বা পূর্বোক্ত হাদীসসমূহের অতিরিক্ত কিছু হোক – তা উল্লেখ করবে, ফলে তা হবে পূর্ববর্তীর সংকলনের একটি পরিশিষ্টের মতো, আর এভাবেই তার পরের জনও করবে। তাহলে বেশি সময় পার না হতেই সকল হাদীস একত্রিত হয়ে যাবে এবং একক একটি গ্রন্থের মতো হয়ে যাবে। আমার জীবনের কসম, এটি অত্যন্ত উত্তম কাজ হতো।

আমি বলি: পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ এর কাছাকাছি কাজই করেছেন। শাইখুল ইসলামের যুগে একদল মুহাদ্দিস পাঁচ উসূলের [বাকি] সুনান ইবনু মাজাহর যাওয়াইদ (অতিরিক্ত হাদীসসমূহ) সংকলন করেছেন। হাফিয আবুল হাসান আল-হাইসামি ছয় কিতাবের [বাকি] মুসনাদ আহমাদ-এর যাওয়াইদ দুই খণ্ডে সংকলন করেছেন। এবং মুসনাদ আল-বায়হার-এর যাওয়াইদ একটি বিশাল খণ্ডে, আল-মু'জাম আল-কবীর লিত-তাবারানি-এর যাওয়াইদ তিনটি খণ্ডে, আল-মু'জাম আল-আওসাত ও আল-মু'জাম আস-সগীর-এর যাওয়াইদ দুই খণ্ডে, এবং আবু ইয়া'লা-এর যাওয়াইদ এক খণ্ডে সংকলন করেছেন। অতঃপর তিনি এই সমস্ত যাওয়াইদকে (অতিরিক্ত হাদীসসমূহকে) সনদসমূহ বাদ দিয়ে একটি কিতাবে একত্রিত করেছেন, এবং হাদীসগুলোর উপর আলোচনা করেছেন। এতে অনেক সহীহ হাদীসও পাওয়া যায়। তিনি আবু নু'আইম-এর হিলয়াহ-এর যাওয়াইদ একটি বিশাল খণ্ডে সংকলন করেছেন, এবং ফাওয়াইদ তাম্মাম-এর যাওয়াইদ ও অন্যান্য কিতাবের যাওয়াইদও সংকলন করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইসহাক, ইবনু আবি উমার, মুসাদ্দাদ, ইবনু আবি শাইবা, আল-হুমাইদি, আব্দ ইবনু হুমাইদ, আহমাদ ইবনু মানী' ও তাযালিসি-এর মুসনাদসমূহের যাওয়াইদ দুই খণ্ডে সংকলন করেছেন। এবং মুসনাদ আল-ফিরদাউস-এর যাওয়াইদ এক খণ্ডে। আর আমাদের সাথে শাইখ যাইনুদ্দিন কাসিম আল-হানাতী সুনান আদ-দারা কুতনী-এর যাওয়াইদ এক খণ্ডে সংকলন করেছেন।

[আর আমি বাইহাকি-এর শু'আবুল ঈমান-এর যাওয়াইদ এক খণ্ডে সংকলন করেছি], এছাড়া আরও বহু হাদীসের কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এবং সেগুলোতে প্রচুর যাওয়াইদ বিদ্যমান। অতএব, উল্লেখিত সংখ্যায় পৌঁছানো অসম্ভব নয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

1 -

[تدريب الراوي]

[تَنْبِيهَاتُ]

أَحَدُهَا: ذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ: أَنَّ الصَّحِيحَ عَشْرَةُ أَقْسَامٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُهَا عَنْهُ، وَذَكَرَ مِنْهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى: وَاخْتِيارُ الشَّيْخَيْنِ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ، وَلَهُ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ الْآتِي عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ لَا يَبْلُغُ عَدْدُهَا عَشْرَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ، انْتَهَى.

وَحِينَئِذٍ يُعْرَفُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْأَعْرَمِ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ: لَمْ يَفْتُتْهَا مِنْ أَصَحِّ الصَّحِيحِ الَّذِي هُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى وَبِهَذَا الشَّرْطِ إِلَّا الْقَلِيلُ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ. الثَّانِي: لَمْ يَدْخُلِ الْمُصَنِّفُ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهٍ فِي الْأُصُولِ، وَقَدْ اشْتَهَرَ فِي عَصْرِ الْمُصَنِّفِ وَبَعْدَهُ جَعْلُ الْأُصُولِ سِتَّةً بِإِدْخَالِهِ فِيهَا، قِيلَ: وَأَوَّلُ مَنْ ضَمَّهُ إِلَيْهَا ابْنُ طَاهِرٍ الْمُقَدِسِيُّ، فَتَابَعَهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ وَالرِّجَالِ وَالنَّاسِ، وَقَالَ الْبِرْزِيُّ: كُلُّ مَا انْفَرَدَ بِهِ عَنِ الْخُمُسَةِ فَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ الْحُسَيْنِيُّ: يَعْنِي مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: بِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وَهِيَ صَحِيحَةٌ، قَالَ: فَالْأَوَّلَى حَمْلُهُ عَلَى الرِّجَالِ.

[তাদরিবুর রাবী]

[গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্যসমূহ]

প্রথমত: হাকিম আল-মাদখাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সহীহ (বিশুদ্ধ) দশ প্রকারের, এবং তাঁর থেকে এর বর্ণনা পরে আসবে। তিনি এর মধ্যে প্রথম প্রকার, যা প্রথম স্তর, তাতে উল্লেখ করেছেন: উভয় শায়খের (বুখারী ও মুসলিম) অভিমত হলো, এটি সেই হাদীস যা বর্ণনা করবেন হাদীস বর্ণনার জন্য প্রসিদ্ধ কোনো সাহাবী, এবং তাঁর দুইজন নির্ভরযোগ্য রাবী থাকবেন। তাঁর থেকে বর্ণিত তার পরবর্তী আলোচনার শেষ পর্যন্ত। তারপর তিনি বলেছেন: এবং এই শর্তে বর্ণিত হাদীসসমূহের সংখ্যা দশ হাজার হাদীসে পৌঁছে না। (তার কথা) সমাপ্ত।

এই প্রেক্ষিতে ইবনুল আখরামের উক্তি সম্পর্কে এই উত্তর থেকে জানা যায়, যেন তিনি উদ্দেশ্য করেছেন: অতি বিশুদ্ধ সহীহ, যা প্রথম স্তর এবং এই শর্তযুক্ত, তার খুব কম অংশই তাদের (বুখারী ও মুসলিম) থেকে বাদ পড়েছে। আর বিষয়টি এমনই।

দ্বিতীয়ত: গ্রন্থকার সুনান ইবনু মাজাহকে 'উসুল' (মূল গ্রন্থাবলী) এর অন্তর্ভুক্ত করেননি, অথচ গ্রন্থকারের যুগ ও তার পরে একে (সুনান ইবনু মাজাহকে) অন্তর্ভুক্ত করে 'উসুল'কে ছয়টি হিসেবে গণ্য করা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বলা হয়েছে: সর্বপ্রথম যিনি এটিকে এর (উসুলের) সাথে সংযুক্ত করেছেন, তিনি হলেন ইবনু তাহির আল-মাকদিসী। অতঃপর তাঁর অনুসরণ করেছেন আল-আতরাফ ও আর-রিজাল (গ্রন্থ প্রণেতা) এবং অন্যান্যরা। এবং আল-মিযযী বলেছেন: যা কিছু পাঁচটি গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) থেকে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা দুর্বল। আল-হুসাইনী বলেছেন: অর্থাৎ, হাদীসসমূহের মধ্য থেকে। এবং শাইখুল ইসলাম তাঁর (আল-মিযযীর) মতের সমালোচনা করেছেন: এই বলে যে, তিনি (ইবনু মাজাহ) বহু হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন যা সহীহ (বিশুদ্ধ)। তিনি বলেছেন: সুতরাং, এটিকে রাবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করাই অধিক সমীচীন।

(ص: 109) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَجُمْلَةُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ: سَبْعَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا بِالْمُكَرَّرَةِ وَبِحَذْفِ
الْمُكَرَّرَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَمُسْلِمٍ بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرِ نَحْوُ أَرْبَعَةِ آلَافٍ.

[تدريب الراوي]

الثَّالِثُ: سُنَنُ النَّسَائِيِّ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَوْ الْخَمْسَةِ، هِيَ الصُّغْرَى دُونَ
الْكُبْرَى، صَرَّحَ بِذَلِكَ التَّاجُ بْنُ السُّبْكِيِّ قَالَ: وَهِيَ الَّتِي يُخَرِّجُونَ عَلَيْهَا الْأَطْرَافَ
وَالرِّجَالَ، وَإِنْ كَانَ شَيْخُهُ الْمِزِّيُّ ضَمَّ إِلَيْهَا الْكُبْرَى، وَصَرَّحَ ابْنُ الْمَلِّقِ بِأَنَّهَا الْكُبْرَى،
وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَرَأَيْتُ بِحْطِ الْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ الْعِرَاقِيِّ، أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمَّا صَنَّفَ الْكُبْرَى أَهْدَاهَا لِأَمِيرِ
الرَّمْلَةِ فَقَالَ لَهُ: كُلُّ مَا فِيهَا صَحِيحٌ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: مَيِّزْ لِي الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ.
فَصَنَّفَ لَهُ الصُّغْرَى.

[عدد أحاديث البخاري ومسلم]

(وَجُمْلَةُ مَا فِي) صَحِيحِ (الْبُخَارِيِّ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ: مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ
(سَبْعَةُ آلَافٍ) حَدِيثٍ (وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ) حَدِيثًا بِالْمُكَرَّرَةِ، وَبِحَذْفِ الْمُكَرَّرَةِ
أَرْبَعَةُ آلَافٍ).

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: هَذَا مُسَلَّمٌ فِي رِوَايَةِ الْفَرَبْرِِيِّ، وَأَمَّا رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ فَهِيَ دُونَ
رِوَايَةِ الْفَرَبْرِِيِّ بِمِائَتَيْ حَدِيثٍ، وَرِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ دُونَهُمَا بِثَلَاثِ مِائَةٍ.

বুখারীতে মোট হাদিস সংখ্যা: পুনরাবৃত্তি সহ সাত হাজার দুশো পঁচাত্তরটি হাদিস, এবং
পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে চার হাজার। আর মুসলিম শরীফে পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে প্রায় চার হাজার।

-

[তাদ্রীবুর রাবী]

তৃতীয়: সুনানে নাসায়ী, যা ছয় বা পাঁচটি কিতাবের একটি। এটি সুনানুল কুবরা নয়, বরং
সুনানুল সুগরা। তাজ ইবনুল সুবকী এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন: "এটিই সেই কিতাব,
যার উপর ভিত্তি করে তারা (হাদিসের) আতরাফ ও রিজাল (বর্ণনাকারীদের অবস্থা) বের করে।"
যদিও তার শায়খ আল-মিযযী এর সাথে কুবরাকে যুক্ত করেছেন, এবং ইবনুল মুলাক্কিন স্পষ্ট
বলেছেন যে এটিই কুবরা। তবে এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

আমি হাফিয আবুল ফাদল আল-ইরাকীর হস্তাক্ষরে দেখেছি যে, নাসায়ী যখন সুনানুল কুবরা
সংকলন করলেন, তখন তিনি এটি রামলার আমীরকে উপহার দিলেন। আমীর তাকে জিজ্ঞেস
করলেন: "এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব কি সহীহ?" তিনি বললেন: "না।" তখন আমীর
বললেন: "আপনি আমার জন্য এর সহীহ অংশগুলো থেকে অন্যগুলোকে আলাদা করে দিন।"
তখন তিনি তার জন্য সুনানুল সুগরা সংকলন করলেন।

[বুখারী ও মুসলিমের হাদিস সংখ্যা]

(সহীহ বুখারীতে) (মোট যা আছে) সংকলক তার ব্যাখ্যায় বলেছেন: মুসনাদ হাদিসের মধ্যে (পুনরাবৃত্তি সহ) (সাত হাজার) দুশো পঁচাত্তরটি হাদিস, এবং পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে চার হাজার। ইরাকী বলেছেন: "এই সংখ্যাটি ফারাবীর বর্ণনায় সর্বসম্মত (বা গৃহীত)। আর হাম্মাদ ইবনু শাকিরের বর্ণনা ফারাবীর বর্ণনা থেকে দুইশো হাদিস কম। এবং ইব্রাহিম ইবনু মা'কিলের বর্ণনা তাদের উভয়ের থেকে তিনশো হাদিস কম।"

(ص: 110) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا قَالُوهُ تَقْلِيدًا لِلْحَمَوِيِّ، فَإِنَّهُ كَتَبَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ وَعَدَّ كُلَّ بَابٍ مِنْهُ ثُمَّ جَمَعَ الْجُمْلَةَ، وَقَدَّه كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ نَظْرًا إِلَى أَنَّهُ رَاوِي الْكِتَابِ، وَلَهُ بِهِ الْعِنَايَةُ التَّامَّةُ. قَالَ: وَلَقَدْ عَدَّدْتُهَا وَحَرَّرْتُهَا فَبَلَغَتْ بِالْمُكَرَّرَةِ سِوَى الْمُعْلَقَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ سِتَّةَ آلَافٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ حَدِيثًا، وَبِدُونِ الْمُكَرَّرَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَفِيهِ مِنَ التَّعَالِيقِ أَلْفٌ وَثَلَاثِينَ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ، وَأَكْثَرُهَا مُخَرَّجٌ فِي أَصُولِ مُتُونِهِ، وَالَّذِي لَمْ يُخَرِّجْهُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ، وَفِيهِ مِنَ الْمُتَابَعَاتِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعَةً وَثَمَانُونَ. هَكَذَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ، وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يُخَالِفُ هَذَا يَسِيرًا. قَالَ: وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَوْقُوفَاتِ وَالْمَقَاطِيعِ.

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

শাইখুল ইসলাম বলেন: তারা এ কথা হামাতীর অনুকরণে বলেছেন। কারণ তিনি (হামাতী) তাঁর থেকে (আল-বুখারী গ্রন্থ) লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর প্রতিটি অধ্যায় গণনা করেছেন,

অতঃপর মোট সংখ্যা একত্রিত করেছেন। তাঁর পরে আগত সকলেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন এই বিবেচনায় যে, তিনি কিতাবের বর্ণনাকারী এবং এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ মনোযোগ ছিল। তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেন: আমি নিশ্চয়ই তা গণনা করেছি এবং নির্ভুল করেছি, অতঃপর মুআল্লাকাত ও মুতাবাআত ব্যতীত পুনরাবৃত্তিসহ এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার তিনশত সাতানব্বইটি হাদীস। এবং পুনরাবৃত্তি ব্যতীত (সংখ্যা) দুই হাজার পাঁচশত তেরোটি হাদীস। আর এতে মুআল্লাক (হাদীস) রয়েছে এক হাজার তিনশত একচল্লিশটি, যার অধিকাংশই তার মূল মাতনসমূহে (অন্যত্র) বর্ণিত হয়েছে। আর যা (তিনি) উল্লেখ করেননি (অর্থাৎ অন্যত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করেননি) তার সংখ্যা একশত ষাটটি। এবং এতে রয়েছে মুতাবাআত ও বর্ণনাসমূহের ভিন্নতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ (তানবীহ) তিনশত চুরাশিটি। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এভাবেই উল্লেখিত হয়েছে, এবং তাঁর থেকে এমন কিছুও বর্ণিত হয়েছে যা এর থেকে সামান্য ভিন্ন। তিনি বলেন: আর এগুলো মাওকুফাত ও মাকাতী' থেকে ভিন্ন (অর্থাৎ এতে মাওকুফাত ও মাকাতী' অন্তর্ভুক্ত নয়)।

(ص: 111) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ تُعْرَفُ مِنَ السُّنَنِ الْمُعْتَمَدَةِ: كَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ، وَغَيْرِهَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ، وَلَا يَكْفِي وَجُودُهُ فِيهَا إِلَّا فِي كِتَابٍ مَنْ شَرَطَ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ بِضَبْطِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ، فَمَا صَحَّحَهُ وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُعْتَمَدِينَ تَصْحِيحًا وَلَا تَضْعِيفًا حَكَمْنَا بِأَنَّهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ، وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ صَحِيحُ أَبِي حَاتِمٍ ابْنِ حَبَّانَ.

[تدريب الراوي]

[فَائِدَتَان]

الأولى: سَأَقُ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْكَلَامَ مَسَاقَ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَ ابْنِ الصَّلَاحِ، بَلْ هُوَ تَتَبُّعٌ قَدْحِهِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْأَحْرَمِ، أَيْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ: أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفٍ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِهِ إِلَّا هَذَا الْقَدْرُ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمِائَةِ أَلْفٍ يَسِيرٌ.

الثَّانِيَّةُ: وَافَقَ مُسْلِمُ الْبُخَارِيَّ عَلَى تَخْرِيجِ مَا فِيهِ إِلَّا ثَمَانِيَةَ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا. (و) جُمْلَةُ مَا فِي صَحِيحِ (مُسْلِمٍ بِإِسْقَاطِ الْبُكَرِّ نَحْوُ أَرْبَعَةِ آلَافٍ) هَذَا مَزِيدٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ يَزِيدُ عَلَى الْبُخَارِيِّ بِالْمُكَرَّرِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ. وَقَالَ الْمِيَانَجِيُّ: ثَمَانِيَةَ آلَافٍ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَعِنْدِي فِي هَذَا نَظَرٌ.

[مظان معرفة الزيادة على الصحيح]

(ثُمَّ إِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّحِيحِ) عَلَيْهَا (تُعْرَفُ مِنْ) كُتُبِ (السُّنَنِ الْمُعْتَمَدَةِ كَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ) وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَالحَاكِمِ، وَالبَيْهَقِيِّ

এরপর, সহীহ (গ্রন্থের) অতিরিক্ত হাদীসসমূহ নির্ভরযোগ্য সুনান গ্রন্থাবলি থেকে পরিচিত হয়। যেমন: সুনানে আবি দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে খুযাইমাহ, দারাকুতনী, হাকিম, বাইহাকী এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে, যেখানে এর বিশুদ্ধতার উপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। কেবল এই গ্রন্থাবলিতে এর উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, তবে সেই গ্রন্থ ব্যতীত যা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের শর্ত করেছে। হাকিম (নিশাপুরী) বুখারী ও মুসলিমের অতিরিক্ত হাদীসগুলি গ্রন্থবদ্ধ করার প্রতি যত্নবান ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর শিথিলতার জন্য পরিচিত। সুতরাং, যা তিনি সহীহ বলে গণ্য করেছেন এবং নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো মুহাদ্দিসের পক্ষ থেকে এর সহীহকরণ বা যঈফকরণ আমরা পাইনি, তাকে আমরা হাসান হিসেবে রায় দিয়েছি, যদি না তাতে এমন কোনো দুর্বলতার কারণ সৃষ্টিকারী ত্রুটি প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে তাঁর (হাকিমের) সিদ্ধান্ত ইবনে হিব্বানের সহীহ (গ্রন্থের) অনুরূপ।

[তাওদিবুর রাবী]

[দুটি উপকারিতা]

প্রথমটি: গ্রন্থকার এই বক্তব্যটিকে একটি অতিরিক্ত উপকারিতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শাইখুল ইসলাম বলেছেন: ইবনুল সালাহ-এর উদ্দেশ্য তা নয়, বরং এটি ইবনুল আথেরামের বক্তব্যের সমালোচনাকে পূর্ণতা দান করে। অর্থাৎ বুখারী বলেছেন: আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি, কিন্তু তাঁর কিতাবে এই পরিমাণই আছে, যা এক লক্ষের তুলনায় সামান্য। দ্বিতীয়টি: মুসলিম বুখারীর সাথে তাঁর কিতাবে যা আছে, তাতে একমত পোষণ করেছেন, তবে আটশো বিশটি হাদীস ব্যতীত।

(এবং) সহীহ (মুসলিমে) পুনরারূপিত বাদ দিলে প্রায় (চার হাজার) হাদীস রয়েছে। এটি ইবনুল সালাহ-এর উপর একটি সংযোজন।

ইরাকী বলেছেন: আর এটি বুখারীর উপর পুনরারূপিত দিক থেকে বেশি, কারণ এর সনদগুলির সংখ্যা বেশি। তিনি বলেছেন: আমি আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে সালামাহ থেকে দেখেছি যে, এটি বারো হাজার হাদীস। আর মায়ানাজী বলেছেন: আট হাজার, আল্লাহই ভালো জানেন। ইবনে হাজার বলেছেন: আমার মতে, এ বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে।

[সহীহ-এর উপর অতিরিক্ত হাদীস জানার উৎস]

(তারপর সহীহ গ্রন্থে) উভয়ের উপর (অতিরিক্ত হাদীস) নির্ভরযোগ্য (সুনান) গ্রন্থাবলি থেকে পরিচিত হয়, যেমন (সুনানে আবি দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) ইবনে খুযাইমাহ, দারাকুতনী, হাকিম, এবং বাইহাকী।

(ص: 112) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وغيرها منصوفاً على صحته فيها ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط
الاقتصار على الصحيح كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَذَا لَوْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَنُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا فِي سُوَالَاتِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَسُوَالَاتِ ابْنِ مَعِينٍ وَغَيْرِهِمَا. قَالَ: وَإِنَّمَا أَهْمَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِنَاءً عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَحِّحَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، فَلَا يَكْفِي وَجُودُ التَّصْحِيحِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، كَمَا لَا يَكْفِي وَجُودُ أَصْلِ الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وَاعْتَنَى الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (الْحَاكِمُ) فِي الْمُسْتَدْرَكِ (بِضَبِّ الرَّاوِدِ عَلَيْهَا) مِمَّا هُوَ عَلَى شَرْطِهَا أَوْ شَرْطِ أَحَدِهَا، أَوْ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ شَرْطُ أَحَدِهَا، مُعَبَّرًا عَنِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، أَوْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ أَوْ مُسْلِمٍ، وَعَنِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَرُبَّمَا أُورِدَ فِيهِ مَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَرُبَّمَا أُورِدَ فِيهِ مَا لَمْ يَصَحَّ عِنْدَهُ مُنَبِّهًا عَلَى ذَلِكَ، (وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ) فِي التَّصْحِيحِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اتَّفَقَ الْحَفَاطُ عَلَى أَنَّ تَلْبِيذَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَشَدُّ تَحَرِيًّا مِنْهُ، وَقَدْ لَخَّصَ الدَّهَبِيُّ مُسْتَدْرَكَهُ، وَتَعَقَّبَ كَثِيرًا مِنْهُ بِالضَّعْفِ وَالنَّكَارَةِ، وَجَمَعَ جُزْءًا فِيهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ مِائَةِ حَدِيثٍ.

[তাদরিবুর রাবী]

এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলি, যেখানে এর বিশুদ্ধতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) তাতে (এবং গ্রন্থাবলিতে এর উপস্থিতিই যথেষ্ট হবে না, যদি না তা এমন কোনো গ্রন্থ হয় যেখানে শুধু বিশুদ্ধ হাদিস উল্লেখ করার শর্তারোপ করা হয়েছে) যেমন ইবনু খুযাইমাহ এবং মুস্তাখরাজাত রচয়িতাবন্দ।

ইরাকী বলেছেন: অনুরূপভাবে, যদি তাদের মধ্যে কেউ এর বিশুদ্ধতার উপর জোর দেন, এবং তা তাঁর থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়, যেমন আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর 'সুওয়ালাত' (প্রশ্নাবলি), ইবনু মাজীন-এর 'সুওয়ালাত' এবং অন্যান্য গ্রন্থে।

তিনি বলেন: ইবনুস সালাহ এটিকে উপেক্ষা করেছেন তাঁর এই মতের উপর ভিত্তি করে যে, এই যুগে কারো জন্য বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা (তাসহীহ করা) উচিত নয়। সুতরাং সহীহ সনদে বিশুদ্ধতা (তাসহীহ) বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট নয়, যেমন সহীহ সনদে মূল হাদিসের উপস্থিতি যথেষ্ট নয়।

হাফিয় আবু আবদুল্লাহ (আল-হাকিম) তাঁর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে মনোযোগ দিয়েছেন (তাদের উভয়ের অতিরিক্ত বিষয়াবলি সংকলনে) যা তাদের উভয়ের শর্তানুযায়ী বা তাদের একজনের শর্তানুযায়ী, অথবা যা বিশুদ্ধ, যদিও তাদের একজনের শর্তও বিদ্যমান না থাকে, প্রথমটির ক্ষেত্রে তিনি এই কথা ব্যবহার করে থাকেন: 'এটি শাইখাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদিস', অথবা 'এটি বুখারী বা মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হাদিস', এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে: 'এটি সহীহ ইসনাদযুক্ত হাদিস', এবং কখনও কখনও তিনি এতে এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এও রয়েছে, এবং কখনও কখনও তিনি এতে এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা তাঁর মতে সহীহ নয়, সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে, (আর তিনি বিশুদ্ধতা প্রমাণে (তাসহীহে) শিথিলতা করতেন)।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) শারহুল মুহাযযাব গ্রন্থে বলেছেন: হাফিয়গণ একমত যে, তাঁর ছাত্র আল-বায়হাকী তাঁর চেয়ে অধিক সতর্ক ছিলেন। আর যাহাবী তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, এবং এর অনেক হাদিসকে দুর্বলতা ও নাকারাহ (অস্বীকৃত) দ্বারা চিহ্নিত করেছেন, এবং এমন হাদিসসমূহ নিয়ে একটি অংশ সংকলন করেছেন যা জাল (মাওয়া), যেখানে তিনি প্রায় একশ হাদিস উল্লেখ করেছেন।

(ص: 113) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ: طَالَعْتُ الْمُسْتَدْرَكَ الَّذِي صَنَّفَهُ الْحَاكِمُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَلَمْ أَرْ فِيهِ حَدِيثًا عَلَى شَرْطِهِمَا. قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَهَذَا إِسْرَافٌ وَغُلُوٌّ مِنَ الْمَالِينِيِّ، وَإِلَّا

فَفِيهِ جُمْلَةٌ وَافِرَةٌ عَلَى شَرْطِهَا، وَجُمْلَةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهَا، لَعَلَّ مَجْمُوعَ ذَلِكَ نَحْوُ نِصْفِ الْكِتَابِ، وَفِيهِ نَحْوُ الرَّبْعِ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ، وَفِيهِ بَعْضُ الشَّيْءِ، أَوْ لَهُ عِلَّةٌ، وَمَا بَقِيَ وَهُوَ نَحْوُ الرَّبْعِ فَهُوَ مَنَاقِبُ أَوْ وَاهِيَاتٌ لَا تَصِحُّ، وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ مَوْضِعَاتٌ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَإِنَّمَا وَقَعَ لِلْحَاكِمِ التَّسَاهُلُ لِأَنَّهُ سَوَّدَ الْكِتَابَ لِيُنَقِّحَهُ فَأَعَجَلَتْهُ الْمَنِيَّةُ، قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُ فِي قُرَيْبِ نِصْفِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ تَجْزِئَةٍ سِتَّةٍ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ: إِلَى هُنَا انْتَهَى إِمْلَاءُ الْحَاكِمِ، قَالَ: وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ لَا يُؤْخَذُ عَنْهُ إِلَّا بِطَرِيقِ الْإِجَازَةِ، فَمِنْ أَكْبَرِ أَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ النَّاسِ لَهُ مُلَازِمَةٌ الْبَيْهَقِيِّ، وَهُوَ إِذَا سَاقَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسَلَّى شَيْئًا لَا يَذْكُرُهُ إِلَّا بِالْإِجَازَةِ، قَالَ: وَالتَّسَاهُلُ فِي الْقَدْرِ الْمُسَلَّى قَلِيلٌ جَدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا بَعْدَهُ. (فَمَا صَحَّحَهُ وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُعْتَدِينَ تَصْحِيحًا وَلَا تَضْعِيفًا حَكَمْنَا بِأَنَّهُ حَسَنٌ، إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ). قَالَ الْبُذُرِيُّ بَنْ جَمَاعَةٍ: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَتَّبَعُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا يَلِيْقُ بِحَالِهِ مِنَ الْحُسْنِ أَوْ الصِّحَّةِ أَوْ الضَّعْفِ.

[তাদরীবুর রাবী]

আবু সাঈদ আল-মালিনী বলেন: আমি আল-মুসতাদরাক, যা আল-হাকিম সংকলন করেছেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছি, তাতে তাদের উভয়ের শর্তানুযায়ী কোনো হাদীস দেখিনি। আল-যাহাবী বলেন: এটি আল-মালিনীর পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন, অন্যথায়, এতে তাদের উভয়ের শর্তানুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক (হাদীস) রয়েছে, এবং তাদের একজনের শর্তানুযায়ী অনেক (হাদীস) রয়েছে, সম্ভবত এর সমষ্টি বইটির প্রায় অর্ধেক। এবং এতে প্রায় এক-চতুর্থাংশ এমন হাদীস রয়েছে যার সনদ সহীহ, এবং এতে কিছু (হাদীস) রয়েছে, অথবা সেগুলোতে দুর্বলতার কারণ (ইল্লাহ) রয়েছে। আর যা অবশিষ্ট আছে, যা প্রায় এক-চতুর্থাংশ, তা মুনকার বা ওয়াহিয়াত (অতি দুর্বল) যা সহীহ নয়, এবং এর কিছুতে মাওযু (বানোয়াট) হাদীসও রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেন: আল-হাকিমের শিথিলতা এজন্যই ঘটেছে যে, তিনি গ্রন্থটি সম্পাদনা করার উদ্দেশ্যে এর খসড়া তৈরি করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাকে দ্রুত কাবু করে ফেলে। তিনি বলেন: আমি আল-মুসতাদরাকের ছয় খণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় মাঝামাঝিতে পেয়েছি যে, "আল-হাকিমের শ্রুতিলিখন এই পর্যন্ত শেষ হয়েছে।" তিনি বলেন: গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ তার (আল-হাকিমের) থেকে কেবল ইজাযাহ (অনুমতি) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় শিষ্যদের মধ্যে এবং তার সাথে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছিলেন আল-বায়হাকী, আর তিনি যখন (আল-হাকিম থেকে) এমন কিছু বর্ণনা করেন যা শ্রুতিলিখিত ছিল না, তখন ইজাযাহ ছাড়া তা উল্লেখ করেন না। তিনি বলেন: শ্রুতিলিখিত অংশে শিথিলতা পরবর্তী অংশের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

(সুতরাং, যা তিনি সহীহ বলেছেন এবং নির্ভরযোগ্য অন্যদের পক্ষ থেকে আমরা সেটির কোনো সহীহকরণ বা দুর্বলকরণ পাইনি, সেটিকে আমরা হাসান (শ্রেণির) বলে রাখ দেব, যদি না তাতে এমন কোনো ইল্লাহ (দুর্বলতার কারণ) প্রকাশ পায় যা সেটিকে দুর্বল করে দেয়)।

আল-বদর ইবন জামাআহ বলেন: সঠিক হলো, সেটির (হাদীসের) অনুসরণ করা হবে এবং তার অবস্থা অনুযায়ী হাসান, সহীহ বা দুর্বল যে রাখ উপযুক্ত, তা প্রদান করা হবে।

(ص: 114) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَوَافَقَهُ الْعِرَاقِيُّ وَقَالَ: (إِنَّ حُكْمَهُ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ فَقَطَّ تَحَكُّمٌ) ، قَالَ: إِلَّا أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ قَالَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى رَأْيِهِ: أَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ التَّصْحِيحُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَحِّحَهُ؛ فَلِهَذَا قُطِعَ النَّظَرُ عَنِ الْكُشْفِ عَلَيْهِ. وَالْعَجَبُ مِنَ الْمُصَنِّفِ كَيْفَ وَافَقَهُ هُنَا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُبْنِيَّ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ فَمَا صَحَّحَهُ، اخْتِرَازٌ مِمَّا خَرَّجَهُ فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِتَّصْحِيحِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

(وَيُقَارِبُهُ) أَيُّ صَحِيحِ الْحَاكِمِ (فِي حُكْمِهِ صَحِيحُ أَبِي حَاتِمٍ بَنِ حَبَّانٍ) قِيلَ: إِنَّ هَذَا يُفْهِمُ تَرْجِيحَ كِتَابِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ، وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ يُقَارِبُهُ فِي التَّسَاهُلِ، فَالْحَاكِمُ أَشَدُّ تَسَاهُلًا مِنْهُ؛ قَالَ الْحَازِمِيُّ: ابْنُ حَبَّانٍ أَمُكُنُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْحَاكِمِ.

قِيلَ: وَمَا ذَكَرَ مِنْ تَسَاهُلِ ابْنِ حَبَّانٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يُسَيِّئُ الْحَسَنَ صَحِيحًا، فَإِنْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إِلَى التَّسَاهُلِ بِاعْتِبَارٍ وَجَدَانِ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ فَهِيَ مُشَاحَّةٌ فِي الْإِصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ خِفَّةِ شُرُوطِهِ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ فِي الصَّحِيحِ مَا كَانَ رَاوِيَهُ ثِقَةً غَيْرَ مُدَلِّسٍ، سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ وَسَمِعَ مِنْهُ الْآخِذُ عَنْهُ، وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ إِرْسَالٌ وَلَا انْقِطَاعٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرَّاوي جَرَحٌ وَلَا تَعْدِيلٌ وَكَانَ كُلُّ مَنْ شَيْخُهُ وَالرَّاوي

[তাদরিবুর রাবী]

আল-ইরাকী তার সাথে একমত হয়ে বলেছেন: (এটিকে কেবল ‘হাসান’ হিসাবে রায় দেওয়া একটি স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত)। তিনি (আল-ইরাকী) বলেছেন: তবে ইবনুস সালাহ তার এই মতের ভিত্তিতে তা বলেছেন যে, এই যুগগুলোতে সহীহ নির্ধারণের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, সুতরাং কারো পক্ষে এটিকে সহীহ বলা সম্ভব নয়; এই কারণেই এর যাচাই-বাছাই থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

আর গ্রন্থকারের জন্য বিস্ময়কর যে, কীভাবে তিনি এখানে তার সাথে একমত হয়েছেন, অথচ যে ভিত্তির উপর এই বিষয়টি স্থাপিত, সে বিষয়ে তিনি তার বিরোধিতা করেছেন, যা পরবর্তীতে আসবে। আর তার (ইবনুস সালাহ) উক্তি, 'যা তিনি সহীহ করেননি', এটি এমন বিষয় থেকে সাবধানতা, যা তিনি কিতাবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এটিকে সহীহ বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, সুতরাং তার উপর নির্ভর করা যাবে না।

(এবং এর কাছাকাছি) অর্থাৎ, হাকিমের সহীহ (এর ফয়সালার ক্ষেত্রে) হলো আবু হাতিম ইবন হিব্বানের সহীহ। বলা হয়েছে: এটি হাকিমের কিতাবে তার (ইবন হিব্বানের কিতাবের) উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়, তবে বাস্তবতা এর বিপরীত। আল-ইরাকী বলেছেন: তা এমন নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো যে, এটি (ইবন হিব্বানের সহীহ) তার (হাকিমের সহীহের) কাছাকাছি

হলো সহজতার (তাসাহুল) দিক থেকে, কারণ হাকিম তার (ইবন হিব্বানের) চেয়েও বেশি শিথিলতা অবলম্বনকারী। আল-হাযিমী বলেছেন: ইবন হিব্বান হাদীসের ক্ষেত্রে হাকিমের চেয়ে বেশি সুদক্ষ।

বলা হয়েছে: ইবন হিব্বানের শিথিলতা সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সঠিক নয়; কারণ তার সর্বোচ্চ কাজ হলো তিনি 'হাসান' কে 'সহীহ' বলে অভিহিত করেন। সুতরাং, যদি তার প্রতি শিথিলতার অভিযোগ তার কিতাবে 'হাসান' হাদীস পাওয়া যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে, তবে তা পরিভাষাগত বিতর্কের বিষয়। আর যদি তা তার শর্তসমূহের শিথিলতার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সহীহ-এর মধ্যে এমন হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেন যার বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ও মুদাল্লিস নয়, সে তার শায়খ থেকে শুনেছে এবং তার থেকে গ্রহণকারীও তার থেকে শুনেছে, এবং সেখানে কোনো ইরসাল বা ইনকিতা নেই। এবং যদি বর্ণনাকারীর মধ্যে কোনো জারহ বা তা'দীল না থাকে এবং তার শায়খ ও বর্ণনাকারী উভয়েই...

(ص: 115) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

عَنْهُ ثِقَّةٌ، وَلَمْ يَأْتِ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ فَهُوَ عِنْدَهُ ثِقَّةٌ.

وَفِي كِتَابِ الثِّقَاتِ لَهُ كَثِيرٌ مِّنْ هَذِهِ حَالُهُ، وَلِأَجْلِ هَذَا رُبَّمَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي جَعْلِهِمْ ثِقَاتٍ مَّنْ لَمْ يَعْرِفْ حَالَهُ، وَلَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا دُونَ شَرْطِ الْحَاكِمِ، حَيْثُ شَرَطَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ رِوَاةٍ خَرَجَ لِمِثْلِهِمُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحِ، فَالْحَاصِلُ: أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ وَفِي بِالتَّزَامِ شُرُوطِهِ، وَلَمْ يُؤَفِّ الْحَاكِمُ.

- 1

[فَوَائِدُ]

الأول: صحيح ابن حبان، ترتيبه مختار ليس على الأبواب ولا على المسانيد؛ ولهذا سماه: "التقاسيم والأنواع" وسببه أنه كان عارفاً بالكلام والنحو والفلسفة؛ ولهذا

تُكَلِّمَ فِيهِ وَنُسِبَ إِلَى الزُّنْدَقَةِ، وَكَادُوا يَحْكُمُونَ بِقَتْلِهِ، ثُمَّ نَفِيَ مِنْ سِجِسْتَانَ إِلَى سَمَرْقَنْدَ، وَالْكَشْفُ مِنْ كِتَابِهِ عَسِرٌ جِدًّا، وَقَدْ رَتَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَبْوَابٍ، وَعَمِلَ لَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ أَطْرَافًا وَجَرَّدَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ زَوَائِدَهُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ فِي مُجَلَّدٍ.

- 1

الثَّانِيَّةُ: صَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَعْلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ، لِشِدَّةِ تَحَرِّيهِ، حَتَّى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ فِي التَّصْحِيحِ لِأَدْنَى كَلَامٍ فِي الْإِسْنَادِ، فَيَقُولُ: إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، أَوْ إِنْ ثَبَتَ كَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَمِمَّا صُنِّفَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا - غَيْرُ الْمُسْتَخْرَجَاتِ الْآتِي ذِكْرُهَا - السُّنَنُ الصَّحَاحُ لِسَعِيدِ بْنِ السَّكَنِ.

- 1

الثَّالِثَةُ: صَرَّحَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُوطَّأَ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ مِنَ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَانِيدِ، فَعَلَى هَذَا هُوَ بَعْدَ صَحِيحِ الْحَاكِمِ، وَهُوَ رَوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَأَكْبَرُهَا رَوَايَةُ الْقُعْنَبِيِّ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

তাঁর থেকে নির্ভরযোগ্য (বর্ণনাকারী), এবং তিনি যদি কোনো মুনকার (অস্বাভাবিক) হাদিস নিয়ে না আসেন, তাহলে তিনি তাঁর (ইবনু হিব্বানের) কাছে নির্ভরযোগ্য।

তাঁর "কিতাবুত সিকাআত" (নির্ভরযোগ্যদের কিতাব) গ্রন্থে এমন অনেকে আছেন যাদের অবস্থা এরূপ, এবং এই কারণে সম্ভবত তাঁর উপর আপত্তি করা হয়েছে তাদের নির্ভরযোগ্য গণ্য করার বিষয়ে যাদের অবস্থা অজানা ছিল, তবে তাঁর উপর কোনো আপত্তি নেই, কারণ এতে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। আর এটি আল-হাকিমের শর্তের চেয়ে কম (নরম), যেখানে তিনি শর্ত করেছিলেন যে, তিনি এমন বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করবেন যাদের মতো বর্ণনাকারীদের থেকে শায়খান (বুখারী ও মুসলিম) তাদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, সারসংক্ষেপ হলো: ইবনু হিব্বান তাঁর শর্তাবলী পূরণে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু আল-হাকিম তা পূরণ করেননি।

১ -

[উপকারী তথ্য]

প্রথমটি: সহীহ ইবনু হিব্বানের বিন্যাস অভিনব, এটি অধ্যায়ভিত্তিক বা মুসনাদভিত্তিক নয়; এ কারণেই তিনি এর নাম দিয়েছেন: "আত-তাকাসীম ওয়াল-আনওয়া" (ভাগ ও প্রকারসমূহ)। এর কারণ হলো তিনি কালাম (ধর্মতত্ত্ব), নাহু (ব্যাকরণ) এবং দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; এই কারণে তাঁর সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে এবং তাঁকে যিন্দীকি (ধর্মদ্রোহিতা) এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, এমনকি তারা তাঁকে হত্যার রায় দেওয়ার উপক্রম করেছিল, এরপর তাঁকে সিজিস্তান থেকে সমরকন্দে নির্বাসিত করা হয়েছিল। আর তাঁর কিতাব থেকে (তথ্য) খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন। কিছু পরবর্তী আলেম এটিকে অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস করেছেন, এবং হাফিয আবুল ফাদল আল-ইরাকী এর আতরাফ (সূচী) তৈরি করেছেন এবং হাফিয আবুল হাসান আল-হাইসামি একটি খণ্ডে সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর উপর এর অতিরিক্ত বর্ণনাগুলো সংকলন করেছেন।

১ -

দ্বিতীয়টি: সহীহ ইবনু খুযাইমাহ সহীহ ইবনু হিব্বান থেকে উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন, তাঁর অতি সতর্কতার কারণে, এমনকি তিনি ইসনাদে (সনদে) সামান্যতম দুর্বলতার কারণেও সহীহ বলার ক্ষেত্রে বিরত থাকতেন, ফলে তিনি বলতেন: "যদি সংবাদটি সহীহ হয়" অথবা "যদি এমন কিছু প্রমাণিত হয়" ইত্যাদি। সহীহ হিসেবে সংকলিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে - পরবর্তীতে উল্লিখিত মুস্তাখরাজাত ব্যতীত - সাঈদ ইবনু আস-সাকান-এর "আস-সুনানুস সিহাহ"ও রয়েছে।

১ -

তৃতীয়টি: আল-খাতীব ও অন্যান্যরা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আল-মুয়াত্তা সকল জাওয়ামি' (সংকলন) ও মাসানীদ (মুসনাদ) গ্রন্থ থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এই হিসেবে এটি (আল-মুয়াত্তা) হাকিমের সহীহ-এর পরে (নিম্নতর)। আর এটি বহু রিওয়ায়াত (বর্ণনা) সমৃদ্ধ, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো কা'নাবির রিওয়ায়াত।

[تدريب الراوي]

وَقَالَ الْعَلَاءِيُّ: رَوَى الْمُوطَّأُ عَنْ مَالِكٍ جَمَاعَاتٍ كَثِيرَةً وَبَيْنَ رِوَايَاتِهِمْ اخْتِلَافٌ مِنْ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ وَزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ، وَمِنْ أَكْبَرِهَا وَأَكْثَرِهَا زِيَادَاتُ رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: فِي مُوطَّأِ أَبِي مُصْعَبٍ هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى سَائِرِ الْمُوطَّاتِ نَحْوُ مِائَةِ حَدِيثٍ. وَأَمَّا ابْنُ حَزْمٍ فَإِنَّهُ قَالَ: أُولَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَانِ، ثُمَّ صَحِيحُ ابْنِ السَّكَنِ، وَالْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ، وَالْمُنْتَقَى لِقَاسِمِ بْنِ أَصْبَغٍ، ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْكُتُبِ كِتَابُ أَبِي دَاوُدَ، وَكِتَابُ النَّسَائِيِّ، وَمُصَنَّفُ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغٍ، وَمُصَنَّفُ الطَّحَاوِيِّ، وَمَسَانِيدُ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ، وَابْنُ رَاهَوِيَةَ وَالطَّبَالِيسِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَالْمُسْنَدِيُّ، وَابْنُ سَنَجَرَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا الَّتِي أَفْرَدَتْ لِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَفًا. ثُمَّ بَعْدَهَا الْكُتُبُ الَّتِي فِيهَا كَلَامُهُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَا كَانَ فِيهِ الصَّحِيحُ فَهُوَ أَجَلُّ، مِثْلُ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُصَنَّفِ بَقِيٍّ بْنِ مَخْلَدٍ، وَكِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ الْمَرْوَزِيِّ، وَكِتَابُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، ثُمَّ مُصَنَّفُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَمُصَنَّفُ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُصَنَّفِ وَكَيْعٍ، وَمُصَنَّفِ الْفَرِيَّائِيِّ، وَمُوطَّأُ مَالِكٍ، وَمُوطَّأُ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ، وَمُوطَّأُ ابْنِ وَهْبٍ، وَمَسَائِلُ ابْنِ حَنْبَلٍ، وَفَقْهُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَفَقْهُ أَبِي ثَوْرٍ، وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّمِطِ مَشْهُورًا كَحَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ وَاللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْحُبَيْدِيِّ وَابْنِ مَهْدِيٍّ وَمُسَدَّدٍ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا، فَهَذِهِ طَبَقَةُ مُوطَّأِ مَالِكٍ، بَعْضُهَا أَجْمَعٌ لِلصَّحِيحِ مِنْهُ، وَبَعْضُهَا مِثْلُهُ وَبَعْضُهَا دُونُهُ.

[তাদরীবুর রাবী]

আল-আলাঈ বলেছেন: মালিক থেকে বহু জামাআত মুওয়াত্তা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের বর্ণনাগুলোর মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ, সংযোজন ও বিয়োজন সংক্রান্ত মতভেদ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বেশি সংযোজনপূর্ণ বর্ণনা হলো আবু মুস'আবের বর্ণনা। ইবনে হাযম

বলেছেন: এই আবু মুস'আবের মুওয়াত্তায় অন্যান্য মুওয়াত্তার তুলনায় প্রায় একশত হাদীস বেশি রয়েছে।

আর ইবনে হাযম বলেছেন: গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম), তারপর সহীহ ইবনুস সাকান, ইবনুল জারুদের আল-মুনতাকা, এবং কাসিম ইবনে আসবাগ-এর আল-মুনতাকা। তারপর এই গ্রন্থগুলোর পরে আবু দাউদের কিতাব, নাসায়ী-এর কিতাব, কাসিম ইবনে আসবাগ-এর মুসান্নাফ, এবং তাহাবী-এর মুসান্নাফ। এবং আহমদ, বায্যার, ইবনে আবি শাইবাহ (আবু বকর ও উসমান), ইবনে রাহাওয়াইহ, তাইয়ালিসী, হাসান ইবনে সুফিয়ান, আল-মুসনাদী, ইবনে সানজার, ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ, আলী ইবনে আল-মাদীনী, এবং ইবনে আবি গারাজাহ-এর মাসানীদ। এবং এগুলোর অনুরূপ যে গ্রন্থগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সংকলনের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

এরপর সে গ্রন্থগুলো, যেখানে তাঁর (রাসূলের) বাণী এবং অন্যের বাণী উভয়ই বিদ্যমান। তারপর যে গ্রন্থগুলোতে সহীহ (হাদীস) রয়েছে, সেগুলো আরও উন্নত। যেমন আব্দুর রাযযাক-এর মুসান্নাফ, ইবনে আবি শাইবাহ-এর মুসান্নাফ, বাকী ইবনে মাখলাদ-এর মুসান্নাফ, মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযী-এর কিতাব, এবং ইবনুল মুনযির-এর কিতাব। তারপর হাম্মাদ ইবনে সালামাহ-এর মুসান্নাফ, সাঈদ ইবনে মানসুর-এর মুসান্নাফ, ওয়াকী-এর মুসান্নাফ, ফিরইযাবী-এর মুসান্নাফ, মালিক-এর মুওয়াত্তা, ইবনে আবি যি'ব-এর মুওয়াত্তা, ইবনে ওয়াহব-এর মুওয়াত্তা, ইবনে হাম্বলের মাসাইল, আবু উবাইদের ফিকহ, এবং আবু সাওর-এর ফিকহ। এবং এই ধরনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ, যেমন শু'বাহ, সুফিয়ান, লাইস, আওয়া'ঈ, হুমাইদী, ইবনে মাহদী, মুসাদ্দাদ-এর হাদীস এবং এগুলোর অনুরূপ। এগুলি মালিকের মুওয়াত্তার সমপর্যায়ের। সেগুলোর কিছু মুওয়াত্তার চেয়ে বেশি সহীহ হাদীস সংগ্রাহক, কিছু তার সমমানের এবং কিছু তার নিম্নমানের।

(ص: 117) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثَةُ: الْكُتُبُ الْبُخَرَجَةُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ.

لَمْ يُلْتَزَمْ فِيهَا مُوَافَقَتُهُمَا فِي الْأَلْفَافِ فَحَصَلَ فِيهَا تَفَاوُتٌ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَكَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْبَغَوِيُّ وَشَبَّهَهُمَا قَائِلَيْنِ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، وَقَعَ فِي بَعْضِهِ تَفَاوُتٌ

فِي الْمَعْنَى، فَمُرَادُهُمْ أَنَّهُمَا رَوِيَا أَصْلَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْهَا حَدِيثًا وَتَقُولَ: هُوَ كَذَا فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تُقَابِلَهُ بِهِمَا، أَوْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ: أَخْرَجَاهُ بِلَفْظِهِ بِخِلَافِ الْمُخْتَصَرَاتِ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا فِيهَا أَلْفَاظَهُمَا.

[تدريب الراوي]

وَلَقَدْ أَحْصَيْتُ مَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ مِنَ الصَّحِيحِ فَوَجَدْتُهِ ثِنَايَاةَ حَدِيثٍ وَنِيفًا مُسْنَدَةً وَمُرْسَلًا يَزِيدُ عَلَى الْبَائِتَيْنِ، وَأَحْصَيْتُ مَا فِي مُوطَّأِ مَالِكٍ، وَمَا فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَوَجَدْتُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْمُسْنَدِ خَمْسِيَاةَ وَنِيفًا مُسْنَدًا وَثَلَاثِيَاةَ وَنِيفًا مُرْسَلًا، وَفِيهِ نِيفٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا قَدْ تَرَكَ مَالِكٌ نَفْسَهُ الْعَمَلَ بِهَا، وَفِيهَا أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ وَهَاهَا جُمُهورُ الْعُلَمَاءِ، انْتَهَى مُلَخَّصًا مِنْ كِتَابِهِ مَرَاتِبُ الدِّيَانَةِ.

[الْكُتُبُ الْمُخْرَجَةُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ]

(الثَّلَاثَةُ) مِنْ مَسَائِلِ الصَّحِيحِ (الْكُتُبُ الْمُخْرَجَةُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ) كَالْمُسْتَخْرَجِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَلِلْبَزْكَانِيِّ وَلِأَبِي أَحْمَدَ الْغُطْرِييِّ، وَلِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُهْلٍ وَلِأَبِي بَكْرٍ بْنِ مَرْدَوَيْهِ عَلَى الْبُخَارِيِّ، وَلِأَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَلِأَبِي جَعْفَرٍ بْنِ حَمْدَانَ، وَلِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ رَجَاءِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَلِأَبِي بَكْرٍ الْجَوَزِيِّ، وَلِأَبِي حَامِدٍ الشَّارِكِيِّ، وَلِأَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، وَلِأَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ الْجَوِينِيِّ، وَلِأَبِي النَّصْرِ الطُّوسِيِّ، وَلِأَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْحِيرِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلِأَبِي نَعِيمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْرَمِ، وَأَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَاسْرُجِيِّ، وَأَبِي مَسْعُودٍ سُلَيْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْبِزْدِيِّ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا، وَلِأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْرَازِيِّ عَلَيْهِمَا فِي مُؤَلَّفٍ وَاحِدٍ.

وَمَوْضُوعُ الْمُسْتَخْرَجِ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ: أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ إِلَى الْكِتَابِ فَيُخْرِجَ أَحَادِيثَ بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ؛ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَى شَيْخٍ أَبْعَدَ حَتَّى يَفْقِدَ سَنَدًا يُوَصِّلُهُ إِلَى الْأَقْرَبِ إِلَّا لِعُذْرٍ مِنْ عُلُوٍّ أَوْ زِيَادَةِ مُهِمَّةٍ.

তৃতীয়:সহীহাইন-এর উপর মুখাররাজ কিতাবসমূহ.

সেগুলিতে শব্দগতভাবে তাদের উভয়ের (সহীহাইন-এর) সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করা হয়নি, ফলে শব্দ ও অর্থে ভিন্নতা এসেছে। অনুরূপভাবে বায়হাকী, বাগাবী এবং তাদের মতো অন্যদের বর্ণনায়ও, যখন তারা বলেন: 'এটি বুখারী বা মুসলিম বর্ণনা করেছেন', তখন এর কিছু অংশে অর্থের ভিন্নতা দেখা যায়। তাদের উদ্দেশ্য হলো, তারা (বুখারী ও মুসলিম) এর মূল বর্ণনা করেছেন। অতএব, সেখান থেকে কোনো হাদীস উদ্ধৃত করে বলা জায়েজ হবে না যে, 'এটি এইভাবেই তাদের দুটিতে রয়েছে', যতক্ষণ না আপনি তা সহীহাইন-এর সাথে মিলিয়ে দেখেন, অথবা লেখক বলেন যে, 'তারা দুজন এটিকে এর শব্দ সহকারে বর্ণনা করেছেন'। সহীহাইন থেকে সংক্ষেপিত গ্রন্থগুলি এর ব্যতিক্রম। কারণ সেগুলিতে তারা তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) শব্দাবলীই উদ্ধৃত করেছেন।

-

[তাদ্রীবুর রাবী]

আমি শু'বা-এর সহীহ হাদীসসমূহ গণনা করেছি এবং তাতে আট শতাধিক মুসনাদ হাদীস এবং দুইশতাধিক মুরসাল হাদীস পেয়েছি। আমি ইমাম মালেক-এর মুয়াত্তা এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-এর হাদীস গণনা করেছি এবং সে দুটির প্রতিটিতে মুসনাদ হাদীস পাঁচশতাধিক এবং মুরসাল হাদীস তিনশতাধিক পেয়েছি। আর তাতে সত্তরটিরও অধিক হাদীস রয়েছে যা স্বয়ং মালেক (রহ.) আমল করা ছেড়ে দিয়েছেন, এবং তাতে দুর্বল হাদীসও রয়েছে যাকে অধিকাংশ উলামা দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি তাঁর 'মারাতীবুদ দিয়ানাহ' নামক গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত।

[সহীহাইন-এর উপর মুখাররাজ কিতাবসমূহ]

সহীহ-এর মাসআলাসমূহের (তৃতীয়টি হলো) (সহীহাইন-এর উপর মুখাররাজ কিতাবসমূহ), যেমন ইসমাঈলীর 'আল-মুস্তাখরাজ', বারকানীর, আবু আহমাদ আল-গিত্বরীফীর, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আবি জুহলের এবং আবু বকর ইবনে মারদাওয়াইহ-এর (বুখারীর উপর); এবং আবু আওয়ানাহ আল-ইসফারাজীনীর, আবু জাফর ইবনে হামদানের, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে রাজা আন-নিসাবুরীর, আবু বকর আল-জাওয়াকীর, আবু হামিদ আশ-শারিকীর, আবুল

ওয়ালীদ হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরাশীর, আবু ইমরান মূসা ইবনে আব্বাস আল-জুয়াইনী, আবু নসর আত-তূসীর, এবং আবু সাঈদ ইবনে আবি উসমান আল-হীরীর (মুসলিম-এর উপর); এবং আবু নুয়াইম আল-আসফাহানীর, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আল-আখরামের, আবু জার আল-হারাভীর, আবু মুহাম্মাদ আল-খাল্লালের, আবু আলী আল-মাসারজীর, আবু মাসউদ সুলাইমান ইবনে ইবরাহীম আল-আসফাহানীর, এবং আবু বকর আল-ইয়াজদীর, এ দুজনের (বুখারী ও মুসলিমের) প্রতিটির উপর; এবং আবু বকর ইবনে আবদান আশ-শিরাজীর একটি একক গ্রন্থে উভয়ের (বুখারী ও মুসলিমের) উপর।

আল-ইরাকী যেমন বলেছেন, মুস্তাখরাজ-এর বিষয়বস্তু হলো: লেখক এমনভাবে কোনো কিতাবের হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন যে, তিনি কিতাবের মূল লেখকের সূত্রে নয় বরং নিজের সনদে হাদীসগুলি সংকলন করেন; ফলে তিনি (মুস্তাখরাজের লেখক) কিতাবের মূল লেখকের শায়খ অথবা তার উপরের কোনো শায়খের সাথে মিলিত হন।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এবং এর শর্ত হলো, তিনি (মুস্তাখরাজকারী) দূরবর্তী শায়খের কাছে পৌঁছাবেন না, যতক্ষণ না নিকটতম শায়খের কাছে পৌঁছানোর সনদ হারিয়ে যায়, তবে উচ্চতা (সনদের উচ্চতা) বা গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত বর্ণনার মতো কোনো ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।

(ص: 118) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَلِذَلِكَ يَقُولُ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى مُسْلِمٍ بَعْدَ أَنْ يَسُوقَ طُرُقَ مُسْلِمٍ كُلَّهَا: مِنْ هُنَا أَخْرَجَهُ، ثُمَّ يَسُوقُ أَسَانِيدَ يَجْتَمِعُ فِيهَا مَعَ مُسْلِمٍ فَيَمُنُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ، قَالَ: وَلَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا، فَإِنِّي اسْتَقْرَيْتُ صَنِيْعَهُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ إِنَّمَا يَعْنِي مُسْلِمًا، وَأَبَا الْفَضْلِ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ قَرِيبَ مُسْلِمٍ، وَصَنَّفَ مِثْلَ مُسْلِمٍ، وَرُبَّمَا أَسْقَطَ الْمُسْتَخْرِجُ أَحَادِيثَ لَمْ يَجِدْ لَهَا بِهَا سَنَدًا يَرْتَضِيهِ، وَرُبَّمَا ذَكَرَهَا مِنْ طَرِيقٍ صَاحِبِ الْكِتَابِ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُسْتَخْرَجَاتِ الْمَذْكُورَةَ (لَمْ يُلتَزَمْ فِيهَا مُوَافَقَتُهُمَا) أَيِ الصَّحِيحَيْنِ (فِي
الْأَلْفَاظِ) لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَزُودُونَ بِالْأَلْفَاظِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُمْ عَنْ شُيُوخِهِمْ (فَحَصَلَ فِيهَا
تَفَاوُتٌ) قَلِيلٌ (فِي اللَّفْظِ) وَ (فِي الْمَعْنَى) أَقْلٌ.

(وَكَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) فِي السُّنَنِ وَالْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهَا (وَالْبَغَوِيُّ) فِي شَرْحِ السُّنَنِ
(وَشَبَّهَهُمَا قَائِلَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، وَقَعَ فِي بَعْضِهِ) أَيْضًا (تَفَاوُتٌ فِي الْمَعْنَى) وَفِي
الْأَلْفَاظِ.

(فَمُرَادُهُمْ) بِقَوْلِهِمْ ذَلِكَ (أَنَّهُمَا رَوَيَا أَصْلَهُ) أَيِ أَصْلِ الْحَدِيثِ دُونَ اللَّفْظِ الَّذِي
أُورِدُوهُ، وَحِينَئِذٍ (فَلَا يَجُوزُ) لَكَ (أَنْ تَنْقُلَ مِنْهَا) أَيِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ
الْمُسْتَخْرَجَاتِ وَمَا ذَكَرَ (حَدِيثًا وَتَقُولَ) فِيهِ (هُوَ كَذَا فِيهَا) أَيِ

[তারিবার রাবী]

তিনি বলেন: এই কারণেই আবু আওয়ানা তাঁর 'মুস্তাজরাজে আলা মুসলিম'-এ মুসলিমের সমস্ত সনদ বর্ণনা করার পর বলেন: 'এখান থেকে তিনি এটি সংকলন করেছেন'। এরপর তিনি এমন সনদসমূহ বর্ণনা করেন যেখানে তিনি মুসলিমের সাথে তার উপরের স্তরের বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে মিলিত হন। এবং কখনো কখনো বলেন: 'এখান থেকে তাঁরা উভয়ে এটি সংকলন করেননি'। তিনি বলেন: কেউ যেন এটি ধারণা না করে যে, তিনি বুখারী ও মুসলিমকে বুঝিয়েছেন। কারণ, আমি এ বিষয়ে তাঁর পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, তিনি কেবল মুসলিম এবং আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে সালামাহকেই বুঝিয়েছেন। কারণ, তিনি মুসলিমের সমসাময়িক ছিলেন এবং মুসলিমের মতোই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এবং কখনো কখনো 'মুস্তাজরিজ' (গ্রন্থকার) এমন হাদিস বাদ দেন যার জন্য তিনি সন্তোষজনক কোনো সনদ খুঁজে পান না, এবং কখনো কখনো সেগুলোকে মূল কিতাবের লেখকের সূত্রে উল্লেখ করেন। এরপর, উল্লিখিত মুস্তাজরিজ গ্রন্থসমূহে (অর্থাৎ সহীহাইনের সাথে) শব্দগত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়নি। কারণ, তাঁরা কেবল সেই শব্দগুলো দ্বারাই বর্ণনা করেন যা তাঁরা তাঁদের শায়খদের থেকে পেয়েছেন। অতএব, সেগুলোতে শব্দে সামান্য পার্থক্য হয়েছে, এবং অর্থে এর চেয়েও কম পার্থক্য হয়েছে।

অনুরূপভাবে, বাইহাকী তাঁর 'আস-সুনান', 'আল-মারিফাহ' এবং অন্যান্য গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন, এবং বাগাবী তাঁর 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে (এবং তাঁদের অনুরূপ অন্য যারা) যখন বলেন: 'বুখারী অথবা মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন', তখন সেগুলোর কোনো কোনো অংশেও অর্থের এবং শব্দের পার্থক্য ঘটে।

সুতরাং, তাঁদের সেই কথার উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা (বুখারী ও মুসলিম) এর মূল বর্ণনা করেছেন—অর্থাৎ হাদিসের মূল বক্তব্য, তাঁরা যে শব্দে পেশ করেছেন তা নয়। এবং এমতাবস্থায় আপনার জন্য জায়েয নয় যে, আপনি সেসকল গ্রন্থ থেকে (অর্থাৎ উল্লিখিত মুস্তাজরিজ গ্রন্থসমূহ এবং যা উল্লেখ করা হয়েছে সেসকল থেকে) কোনো হাদিস বর্ণনা করে বলেন: 'সে দুটোতেই এটি এমন আছে'। অর্থাৎ

(ص: 119) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

الصَّحِيحِينَ (إِلَّا أَنْ تُقَابِلَهُ بِهِمَا أَوْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ أَخْرَجَاهُ بِلَفْظِهِ، بِخِلَافِ الْمُخْتَصَرَاتِ مِنَ الصَّحِيحِينَ فَإِنَّهُمْ نَقَلُوا فِيهَا أَلْفَاظَهُمَا) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا تَغْيِيرٍ فَلَكَ أَنْ تَنْقُلَ مِنْهَا، وَتَعْرِضَ ذَلِكَ لِلصَّحِيحِ وَلَوْ بِاللَّفْظِ.

وَكَذَا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِعَبْدِ الْحَقِّ، أَمَّا الْجَمْعُ لِأَيِّ عَبْدٍ اللَّهِ الْحَمِيدِيِّ الْأَنْدَلُسِيِّ فَفِيهِ زِيَادَةُ أَلْفَاظٍ، وَتَتَبَّاتٌ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ بِلا تَمْيِيزٍ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيهِ كَثِيرًا، فَرُبَّمَا نَقَلَ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَعْضَ مَا يَجِدُهُ فِيهِ عَنِ الصَّحِيحِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ مُخْطِئٌ، لِكُونِهِ زِيَادَةً لَيْسَتْ فِيهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا مِمَّا أَنْكَرَ عَلَى الْحَمِيدِيِّ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَيْنِ، فَمِنْ أَيْنَ تَأْتِي الزِّيَادَةُ؟

قَالَ: وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّ الزِّيَادَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي كِتَابِ الْحَبِيدِيِّ لَهَا حُكْمُ الصَّحِيحِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَا رَوَاهَا بِسَنَدِهِ كَالْمُسْتَخْرَجِ، وَلَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَزِيدُ أَلْفَاظًا وَاشْتَرَطَ فِيهَا الصِّحَّةَ حَتَّى يُقْلَدَ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ: هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَقَعَ لَهُ فِي الْفَائِدَةِ الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَيَكْفِي وَجُودُهُ فِي كِتَابِ مَنْ اشْتَرَطَ الصَّحِيحَ، وَكَذَلِكَ مَا يُوجَدُ فِي الْكُتُبِ الْمَخْرَجَةِ مِنْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ أَوْ زِيَادَةٍ شَرَحَ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْجَمْعِ لِلْحَبِيدِيِّ. انْتَهَى.

[তাদরীবুর রাবী]

সহীহাইন থেকে (তবে যদি তুমি সে দুটি [সহীহাইন]-এর সাথে মিলিয়ে নাও অথবা লেখক বলেন যে, তারা [বুখারী ও মুসলিম] এটিকে এর শব্দসহ বর্ণনা করেছেন, সহীহাইন থেকে সংকলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলির ব্যতিক্রম, কারণ সেগুলোতে তারা সে দুটির শব্দাবলিই উদ্ধৃত করেছেন) কোনো সংযোজন বা পরিবর্তন ছাড়া যদি তুমি তা থেকে বর্ণনা করো, তাহলে তুমি তা থেকে বর্ণনা করতে পারো, এবং সেটিকে সহীহ গ্রন্থের দিকে সম্পর্কিত করতে পারো, এমনকি যদি তা কেবল শব্দগতভাবেও হয়।

একইভাবে, আব্দুল হকের রচিত 'আল-জামউ বাইনাস সহীহাইন' গ্রন্থটিও [এই নীতির অধীন]। কিন্তু আবু আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদী আল-আন্দালুসীর 'আল-জামউ' গ্রন্থে সহীহাইনের উপর কিছু শব্দ সংযোজন এবং পরিপূরক বিষয়াবলি রয়েছে, যা চিহ্নিত করা হয়নি। ইবনুস সালাহ বলেছেন: এবং এটি তাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ফলে হয়তো কোনো অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি তাতে যা পায় তার কিছু সহীহ বা তার যেকোনো একটি থেকে বর্ণনা করে বসে, অথচ সে ভুলকারী, কারণ তা এমন একটি সংযোজন যা তাতে নেই।

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং এটি হুমাইদীর উপর অভিযোগকৃত বিষয়াবলির অন্যতম, কারণ তিনি দুটি গ্রন্থ একত্রিত করেছেন, তাহলে অতিরিক্ত অংশ কোথা থেকে আসবে?

তিনি [আল-ইরাকী] আরও বলেছেন: ইবনুস সালাহ-এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুমাইদীর গ্রন্থে প্রাপ্ত সংযোজনগুলো সহীহ-এর বিধানের আওতাভুক্ত, কিন্তু তা এমন নয়; কারণ তিনি সেগুলোকে তাঁর নিজস্ব সনদ সহকারে বর্ণনা করেননি, যেমনটি মুস্তাখরাজ

গ্রন্থসমূহে করা হয়, এবং তিনি এ কথাও উল্লেখ করেননি যে, তিনি শব্দ সংযোজন করেছেন এবং সেগুলোর সহীহ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন, যাতে এ বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করা যায়। আমি (লেখক) বলি: ইবনুস সালাহ থেকে তিনি যা উদ্ধৃত করেছেন, তা তাঁর চতুর্থ উপকারিতা (الفائدة الرابعة) অধ্যায়ে এসেছে। কারণ তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি সহীহ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, তার গ্রন্থে এর অস্তিত্বই যথেষ্ট। একইভাবে, মুখাররাজ গ্রন্থসমূহে যা পাওয়া যায়, তা কোনো বাদ পড়া অংশের পরিপূরক বা ব্যাখ্যার সংযোজন হিসেবে [ধরা হয়]। এবং এর অনেক কিছু হুমাইদীর 'আল-জামউ' গ্রন্থে বিদ্যমান। সমাপ্ত।

(ص: 120) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَهَذَا الْكَلَامُ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ فَتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْتُ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ قَالَ: قَدْ أَشَارَ الْحُمَيْدِيُّ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا إِلَى مَا يُبْطِلُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِجْمَالًا فَقَالَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعِ: وَرُبَّمَا زِدْتُ زِيَادَاتٍ مِنْ تَتَبَّاتٍ وَشَرَحَ لِبَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَفْتُ عَلَيْهَا فِي كُتُبٍ مَنِ اعْتَنَى بِالصَّحِيحِ كَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْبَرْقَانِيِّ.

وَأَمَّا تَفْصِيلًا فَعَلَى قِسْمَيْنِ: جَلِيِّ وَخَفِيِّ، أَمَّا الْجَلِيُّ فَيَسُوقُ الْحَدِيثَ ثُمَّ يَقُولُ فِي أَثْنَائِهِ: إِلَى هُنَا انْتَهَتْ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ، وَمِنْ هُنَا زِيَادَةُ الْبَرْقَانِيِّ، وَأَمَّا الْخَفِيُّ فَإِنَّهُ يَسُوقُ الْحَدِيثَ كَامِلًا أَصْلًا وَزِيَادَةً، ثُمَّ يَقُولُ: أَمَّا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا، فَرَوَاهُ فَلَانٌ وَمَا عَدَاهُ زَادَهُ فَلَانٌ، أَوْ يَقُولُ: لَفْظُهُ كَذَا زَادَهَا فَلَانٌ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ: فَرُبَّمَا نَقَلَ مَنْ لَا يُبَيِّرُ، وَحِينَئِذٍ فَلِزِيَادَتِهِ حُكْمُ الصَّحَّةِ لِنَقْلِهِ لَهَا عَنِ اعْتَنَى بِالصَّحِيحِ.

مُهَمَّةٌ

مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَنَحْوِهِ مِنْ عَزْوِ الْحَدِيثِ إِلَى الصَّحِيحِ وَالْمُرَادُ أَصْلُهُ، لَا شَكَّ أَنَّ الْأَحْسَنَ خِلَافُهُ، وَالْإِعْتِنَاءُ بِالْبَيَانِ حَدَرًا مِنْ إِيْقَاعِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْإِصْطِلَاحَ فِي اللَّبْسِ، وَلَا بِنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ وَهُوَ: أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ فِي مَقَامِ الرَّوَايَةِ فَلَكَ الْعَزْوُ وَلَوْ خَالَفَ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ أَجَلَ قَصْدِ الْمُحَدِّثِ السَّنَدُ وَالْعُثُورُ عَلَى أَصْلِ

-

[রাবী প্রশিক্ষণ]

আর এই উক্তিটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, সুতরাং ভেবে দেখুন।

অতঃপর আমি শায়খুল ইসলাম থেকে দেখেছি যে, তিনি বলেছেন: হুমাইদী সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে সেই বিষয়গুলি নির্দেশ করেছেন যা তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলিকে খণ্ডন করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি জুমুআর খুতবায় বলেছেন: এবং সম্ভবত আমি এমন কিছু সংযোজন করেছি যা হাদিসের কিছু শব্দের পরিপূরক ও ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং এ জাতীয় বিষয়সমূহ, যা আমি সহীহ হাদিসের প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিগণের গ্রন্থাবলীতে পেয়েছি, যেমন ইসমাঈলী ও বারকানী।

আর বিস্তারিতভাবে এটি দুই প্রকারের: সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন। সুস্পষ্ট প্রকারটি হলো, তিনি হাদিস বর্ণনা করেন এবং এর মাঝে বলেন: 'এ পর্যন্ত বুখারীর বর্ণনা শেষ হয়েছে, আর এখান থেকে বারকানীর সংযোজন শুরু হয়েছে।' আর প্রচ্ছন্ন প্রকারটি হলো, তিনি হাদিসটি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করেন, মূল অংশ ও সংযোজন উভয়ই, অতঃপর বলেন: 'এর শুরু থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আর এর অতিরিক্ত অংশ অমুক ব্যক্তি সংযোজন করেছেন,' অথবা তিনি বলেন: 'অমুক শব্দটি অমুক ব্যক্তি সংযোজন করেছেন,' এবং এ জাতীয় বিষয়সমূহ। এবং এ দিকেই ইবনুল সালাহ তাঁর এই উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন: 'কারণ সম্ভবত এমন ব্যক্তি বর্ণনা করেন যিনি পার্থক্য করতে পারেন না,'। এবং তখন তাঁর সংযোজনের সহীহ হওয়ার হুকুম প্রযোজ্য হবে, কারণ তিনি সহীহ হাদিসের প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিগণের নিকট থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বায়হাকী ও অনুরূপদের থেকে যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে হাদিসকে সহীহ-এর দিকে নিসবত করা প্রসঙ্গে, যার উদ্দেশ্য হলো এর মূল অংশ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর বিপরীতটিই

উত্তম, এবং ব্যাখ্যা প্রদানে যত্নশীল হওয়া উচিত, যাতে পরিভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিভ্রান্ত না হন। এবং ইবন দাকীকিল ইদ এ বিষয়ে একটি সুন্দর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা হলো: আপনি যদি বর্ণনা করার অবস্থানে থাকেন, তাহলে ভিন্নতা থাকলেও আপনি তা নিসবত করতে পারেন; কারণ এটি জানা আছে যে, মুহাদ্দিসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সনদ এবং মূল উৎস খুঁজে বের করা।

(ص: 121) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَلِلْكَتُبِ الْمُخْرَجَةِ عَلَيْهَا فَايِدَتَانِ: عُلُوُّ الْإِسْنَادِ، وَزِيَادَةُ الصَّحِيحِ، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ لَكُونَهَا بِإِسْنَادِهَا.

[تدريب الراوي]

الْحَدِيثِ، دُونَ مَا إِذَا كُنْتَ فِي مَقَامِ الْإِحْتِجَاجِ فَمَنْ رَوَى فِي الْمَعَاجِمِ وَالْمَشِيخَاتِ وَنَحْوِهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْإِطْلَاقِ، بِخِلَافِ مَنْ أُوْرِدَ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمُبَوَّبَةِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الصَّالِحُ لِلتَّرْجَمَةِ قِطْعَةً زَائِدَةً عَلَى مَا فِي الصَّحِيحِ.

[فوائد الكُتُبِ الْمُخْرَجَةِ]

(وَلِلْكَتُبِ الْمُخْرَجَةِ عَلَيْهَا فَايِدَتَانِ) :

إِحْدَاهُمَا: (عُلُوُّ الْإِسْنَادِ) لِأَنَّ مُصَنَّفَ الْمُسْتَخْرَجِ لَوْ رَوَى حَدِيثًا مَثَلًا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ لَوَقَعَ أَنْزَلَ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي رَوَاهُ بِهِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ، مِثَالُهُ: أَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ لَوْ رَوَى حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَوْ مُسْلِمٍ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ، وَإِذَا رَوَاهُ عَنِ الطَّبْرَانِيِّ عَنِ الدَّبَرِيِّ - بِفَتْحِ الْمُوحَدَةِ - عَنْهُ وَصَلَ بِاثْنَيْنِ، وَكَذَا لَوْ رَوَى حَدِيثًا فِي مُسْنَدِ الطَّيَالِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَرْبَعَةٌ، شَيْخَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ، وَمُسْلِمٌ وَشَيْخُهُ، وَإِذَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ فَارِسٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ وَصَلَ بِاثْنَيْنِ.

(و) الْأُخْرَى (زِيَادَةُ الصَّحِيحِ فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ لِكُونِهَا بِإِسْنَادِهَا) .
 قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الرَّجُلِ الَّذِي التَّقَى فِيهِ إِسْنَادُ الْمُسْتَخْرِجِ وَإِسْنَادُ
 مُصَنَّفِ الْأَصْلِ، وَفَيْسَنُ بَعْدَهُ، وَأَمَّا مَنْ بَيَّنَّ الْمُسْتَخْرِجَ وَبَيَّنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَيُحْتَاجُ إِلَى
 نَقْدٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْرِجَ لَمْ يَلْتَزِمِ الصَّحَّةَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جُلُّ قَصْدِهِ الْعُلُوُّ، فَإِنْ حَصَلَ
 وَقَعَ عَلَى غَرَضِهِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ صَحِيحًا أَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ حُسْنٍ حَصَلَتْ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا
 فَلَيْسَ ذَلِكَ هِمَّتَهُ.
 قَالَ: قَدْ وَقَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا فِيمَا فَرَّ مِنْهُ فِي عَدَمِ التَّصْحِيحِ فِي هَذَا الزَّمَانِ.

এবং যে সকল গ্রন্থ এই দু'টির (বুখারী ও মুসলিমের) উপর ভিত্তি করে সংকলিত হয়েছে, সেগুলোর দুটি উপকারিতা রয়েছে: উচ্চ সনদ, এবং সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদিসের বৃদ্ধি। কারণ সেই বর্ধিত অংশগুলো বিশুদ্ধ; যেহেতু তা এই দু'টির (বুখারী ও মুসলিমের) সনদেই বর্ণিত।

[তাদরীবুর রাবী]

হাদিস, যখন তুমি প্রমাণের অবস্থানে থাকো তখন যা হয় তার থেকে ভিন্ন। সুতরাং যে ব্যক্তি মু'আজিম (অভিধান) ও মাশায়িখাত (শিক্ষকদের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ) ইত্যাদিতে বর্ণনা করে, তার জন্য সাধারণভাবে (হাদিস বর্ণনায়) কোনো দোষ নেই, এর ব্যতিক্রম হলো যে ব্যক্তি তা অধ্যয়নভিত্তিক গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করেছে, বিশেষত যদি অনুবাদের জন্য উপযুক্ত অংশটি সহীহ (গ্রন্থের) মধ্যে যা আছে তার চেয়ে বর্ধিত হয়।

[আল-কুতুব আল-মুখাররাজাহ-এর উপকারিতা]

(এবং যে সকল গ্রন্থ এই দু'টির উপর ভিত্তি করে সংকলিত হয়েছে, সেগুলোর দুটি উপকারিতা রয়েছে):

প্রথমটি: (উচ্চ সনদ), কারণ, মুসতাখরাজের সংকলক যদি উদাহরণস্বরূপ বুখারীর সনদধারার মাধ্যমে কোনো হাদিস বর্ণনা করেন, তবে তা সেই সনদধারার চেয়ে নিম্নমানের হবে যা তিনি মুসতাখরাজে বর্ণনা করেছেন। এর উদাহরণ হলো: আবু নু'আইম যদি আব্দুর রাজ্জাক থেকে বুখারী অথবা মুসলিমের সনদধারার মাধ্যমে একটি হাদিস বর্ণনা করতেন, তবে তার নিকট তা চারজন বর্ণনাকারী ছাড়া পৌঁছাতো না, কিন্তু যখন তিনি তা তাবরানী থেকে, তিনি দাব্বারী

থেকে — (যা একার বর্ণনাম্বুর ফাথা সহ) — তার থেকে বর্ণনা করেন, তখন তা দু'জন বর্ণনাকারী দ্বারা পৌঁছে। অনুরূপভাবে, যদি তিনি মুসনাদুত তায়ালিসী গ্রন্থে মুসলিমের সনদধারার মাধ্যমে একটি হাদিস বর্ণনা করতেন, তবে তার ও তার (আবু নু'আইমের) মাঝে চারজন বর্ণনাকারী থাকতেন, তার ও মুসলিমের মাঝে দু'জন শাইখ, এবং মুসলিম ও তার শাইখ (থাকতেন)। আর যখন তিনি ইবন ফারেস থেকে, তিনি ইউনুস ইবন হাবিব থেকে, তিনি তার থেকে বর্ণনা করেন, তখন তা দু'জন বর্ণনাকারী দ্বারা পৌঁছে।

(এবং) দ্বিতীয়টি (সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদিসের বৃদ্ধি; কারণ সেই বর্ধিত অংশগুলো বিশুদ্ধ; যেহেতু তা এই দু'টির সনদেই বর্ণিত)।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত, যেখানে মুসতাখরাজ-সংকলকের সনদ এবং মূল গ্রন্থের সংকলকের সনদ একত্রিত হয়েছে, এবং এর পরের বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু মুসতাখরাজ-সংকলক এবং সেই ব্যক্তির (যেখানে সনদদ্বয় মিলিত হয়েছে) মধ্যবর্তী বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে; কারণ মুসতাখরাজ-সংকলক এতে (সেই অংশের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে) বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেননি, বরং তার মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ সনদ ('উলুও) লাভ করা। যদি তা অর্জিত হয়, তবে তার উদ্দেশ্য সফল হয়। যদি এর সাথে তা বিশুদ্ধও হয় অথবা এতে কোনো অতিরিক্ত সৌন্দর্য থাকে, তবে তা আকস্মিকভাবে অর্জিত হয়, অন্যথায়, তা তার উদ্দেশ্য নয়।

তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেছেন: ইবনুস সালাহ এখানে সেই বিষয়েই পতিত হয়েছেন যা থেকে তিনি এই যুগে তাসহীহ (হাদিসকে বিশুদ্ধ বলা) থেকে পলায়ন করেছেন।

(ص: 122) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

لَأَنَّهُ أَطْلَقَ تَصْحِيحَ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ ثُمَّ عَلَّلَهَا بِتَعْلِيلٍ أَحْصَى مِنْ دَعْوَاهُ، وَهُوَ كَوْنُهَا بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مُلْتَقَى الْإِسْنَادِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.

[تَنْبِيهٌ]

لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ لِلْمُسْتَخْرِجِ سِوَى هَاتَيْنِ الْفَائِدَتَيْنِ، وَبَقِيَ لَهُ فَوَائِدُ أُخَرُ: مِنْهَا الْقُوَّةُ بِكَثْرَةِ الطَّرِيقِ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَضُمَّ الْمُسْتَخْرِجُ شَخْصًا آخَرَ فَأَكْثَرَ مَعَ الَّذِي حَدَّثَ مُصَنِّفُ الصَّحِيحِ عَنْهُ، وَرُبَّمَا سَاقَ لَهُ طُرُقًا أُخْرَى إِلَى الصَّحَابِيِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ اسْتِخْرَاجِهِ، كَمَا يَصْنَعُ أَبُو عَوَانَةَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُصَنِّفُ الصَّحِيحِ رَوَى عَمَّنِ اخْتَلَطَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَيُبَيِّنُهُ الْمُسْتَخْرِجُ، إِمَّا تَصْرِيحًا أَوْ بِأَنْ يَرَوِيهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ. وَمِنْهَا: أَنْ يَرَوَى فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُدَلِّسٍ بِالْعُنْعَنَةِ، فَيَرَوِيهِ الْمُسْتَخْرِجُ بِالتَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ.

فَهَاتَانِ فَائِدَتَانِ جَلِيلَتَانِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَتَوَقَّفُ فِي صِحَّةِ مَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ مُبَيِّنٍ، وَنَقُولُ: لَوْ لَمْ يَطَّلِعْ مُصَنِّفُهُ عَلَى أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ، وَأَنَّ الْمُدَلِّسَ سَمِعَ لَمْ يُخْرِجْهُ.

[তারবিবুর রাবী]

কারণ তিনি এই অতিরিক্ত বিষয়গুলির বিশুদ্ধতাকে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন, অতঃপর সেগুলোকে এমন একটি যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যা তার দাবির চেয়েও বেশি সুনির্দিষ্ট; আর তা হলো সেগুলোর ঐ সনদেই বিদ্যমান থাকা, এবং তা সনদের সূচনাস্থল থেকে শেষ পর্যন্তই থাকে।

[জ্ঞাতব্য]

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ইবনুস সালাহকে অনুসরণ করে মুস্তখরাজের জন্য এই দুটি সুবিধা ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করেননি। অথচ এর আরও কিছু সুবিধা অবশিষ্ট রয়েছে: সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, বিরোধ দেখা দিলে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য সনদের আধিক্যের মাধ্যমে শক্তি অর্জন, যা ইবনুস সালাহ তার শারহু মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আর তা এভাবে হয় যে, মুস্তখরিজ (সংকলক) সেই ব্যক্তির সাথে আরও এক বা একাধিক ব্যক্তিকে যুক্ত করবেন যার সূত্রে সহীহ গ্রন্থের মুসান্নিফ বর্ণনা করেছেন; এবং কখনো তিনি তার (মুস্তখরাজের) সংকলন শেষ করার পর সাহাবী পর্যন্ত তার জন্য অন্যান্য সনদও পেশ করেন, যেমনটি আবু আওয়ানা করেন।

এবং সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: যখন সহীহ গ্রন্থের মুসান্নিফ এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যিনি ইখতিলাতের (স্মৃতিবিভ্রমের) শিকার হয়েছিলেন, এবং তিনি (মুসান্নিফ) স্পষ্ট করেননি যে, এই বর্ণনায় সেই হাদীসের শ্রবণ কি ইখতিলাতের আগে ছিল নাকি পরে? তখন মুস্তখরিজ তা স্পষ্ট করেন, হয়তো সুস্পষ্টভাবে অথবা এমন ব্যক্তির সূত্রে তা বর্ণনা করার মাধ্যমে যিনি তার থেকে শুধুমাত্র ইখতিলাতের পূর্বেই শ্রবণ করেছিলেন।

এবং সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: যখন সহীহ গ্রন্থে একজন মুদাল্লিস (তাদলিসকারী) থেকে 'আনআনাহ' (আন অমুক, আন অমুক) পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়, তখন মুস্তখরিজ তা 'সামা' (শ্রবণ)-এর সুস্পষ্ট উল্লেখের মাধ্যমে বর্ণনা করেন।

সুতরাং, এই দুটি মহৎ উপকারিতা। যদিও আমরা সহীহ গ্রন্থে অস্পষ্টভাবে বর্ণিত এমন বিষয়াদির বিশুদ্ধতা নিয়ে সংশয় পোষণ করি না। এবং আমরা বলি: যদি এর সংকলক অবগত না হতেন যে, তার থেকে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এবং মুদাল্লিস (প্রকৃতপক্ষে) শুনেছেন, তবে তিনি তা সংকলন করতেন না।

(ص: 123) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الرَّابِعَةُ: مَا رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ فَهُوَ الْمَحْكُومُ بِصِحَّتِهِ، وَأَمَّا مَا حُذِفَ مِنْ مُبْتَدَأِ
إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِغَةِ الْجَزْمِ كَقَالَ، وَفَعَلَ، وَأَمَرَ، وَرَوَى، وَذَكَرَ
فُلَانٌ، فَهُوَ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ.

وَمَا لَيْسَ فِيهِ جَزْمٌ كَيَّرَوِي، وَيُذَكِّرُ، وَيُحْكِي، وَيُقَالُ، وَرُوِيَ، وَذُكِرَ، وَحُكِيَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا، فَلَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بِصَحَّتِهِ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ.
وَلَيْسَ بِوَاهٍ لِإِدْخَالِهِ فِي الْكِتَابِ الْمَوْسُومِ بِالصَّحِيحِ.

[تدريب الراوي]

فَقَدْ سَأَلَ السُّبُكِّيَ الْمِزِّيَّ: هَلْ وَجَدَ لِكُلِّ مَا رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ طُرُقٌ مُصَرَّحٌ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ؟ فَقَالَ: كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَوْجَدْ وَمَا يَسْعُنَا إِلَّا تَحْسِينُ الظَّنِّ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُبْهَمٍ: كَحَدَّثَنَا فُلَانٌ أَوْ رَجُلٌ، أَوْ فُلَانٌ وَغَيْرُهُ، أَوْ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَيَعَيِّنُهُ الْمُسْتَخْرِجُ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَرْوِيَ عَنْ مُهْمَلٍ، كَمُحَمَّدٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَا يُبَيِّنُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَيَكُونُ فِي مَشَايِخٍ مَنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإِسْمِ، فَيُبَيِّنُهُ الْمُسْتَخْرِجُ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَكُلُّ عِلَّةٍ أُعْلِلَ بِهَا حَدِيثٌ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ جَاءَتْ رِوَايَةُ الْمُسْتَخْرِجِ سَالِمَةً مِنْهَا، فَهِيَ مِنْ فَوَائِدِهِ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ جَدًّا.

[فائدة]

لَا يَخْتَصُّ الْمُسْتَخْرِجُ بِالصَّحِيحَيْنِ، فَقَدْ اسْتَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَيْمَنَ عَلَى سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَأَبُو عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَلَى التَّوْحِيدِ لِابْنِ حُرَيْبَةَ، وَأَمَلَى الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ عَلَى الْمُسْتَدْرَكِ مُسْتَخْرِجًا لَمْ يُكْمَلْ.

[ما رواه الشيخان بالإسناد المتصل وغير المتصل]

(الرَّابِعَةُ) مِنْ مَسَائِلِ الصَّحِيحِ (مَا رَوَاهُ) أَيِ الشَّيْخَانِ (بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ فَهُوَ

চতুর্থ: তাঁরা উভয়ে (বুখারী ও মুসলিম) অবিচ্ছিন্ন সনদ সহ যা বর্ণনা করেছেন, তা সহীহ বলে বিবেচিত। আর যাঁর সনদের শুরু থেকে একজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে যা দৃঢ়তা প্রকাশক শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, যেমন: 'অমুক বলেছেন', 'অমুক করেছেন',

'অমুক নির্দেশ দিয়েছেন', 'অমুক বর্ণনা করেছেন', 'অমুক উল্লেখ করেছেন', তা সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে সহীহ বলে গণ্য হবে।

আর যা দৃঢ়তা প্রকাশক নয়, যেমন: 'বর্ণিত হয়েছে', 'উল্লেখ করা হয়েছে', 'বলা হয়েছে', 'শোনা যায়' (বা অনুরূপ) যে, 'অমুক থেকে এমন এমন কথা বর্ণিত হয়েছে', তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে সহীহ হওয়ার কোনো বিধান নেই।

তবে (এই ধরনের হাদীস) দুর্বলও নয়, কারণ এগুলোকে 'সহীহ' নামাঙ্কিত কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

বস্তুত, সুবকী, আল-মিযযীকে প্রশ্ন করেছিলেন: "তঁরা উভয়ে ('আনআনা' পদ্ধতিতে) যা বর্ণনা করেছেন, তার প্রতিটি কি এমন সনদ সহকারে পাওয়া যায় যেখানে 'তাহদীস' (বর্ণনা) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে?" তিনি (আল-মিযযী) উত্তরে বললেন: "এর অনেক কিছুই পাওয়া যায়নি, এবং আমাদের জন্য উত্তম ধারণা পোষণ করা ছাড়া উপায় নেই।"

এর একটি হলো: তিনি (শাইখাইন) কোনো অস্পষ্ট ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। যেমন: 'অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন', অথবা 'একজন ব্যক্তি', অথবা 'অমুক ও অন্যেরা', অথবা 'একাধিক ব্যক্তি' (বলে উল্লেখ করা)। তখন 'মুস্তাখরাজ' গ্রন্থে সে অস্পষ্টতা দূর করা হয় (এবং সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়)।

এর আরেকটি হলো: তিনি কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। যেমন: 'মুহাম্মদ' (বলে উল্লেখ), কিন্তু অন্যান্য 'মুহাম্মদ' থেকে তাকে স্বতন্ত্র করার মতো কোনো বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। এবং যার সূত্রে তিনি বর্ণনা করেছেন, তার উস্তাদদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকতে পারেন যার নাম একই (অর্থাৎ একাধিক মুহাম্মদ)। তখন 'মুস্তাখরাজ' গ্রন্থে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর কোনো এক কিতাবে যে সকল কারণে হাদীসকে দুর্বল বলা হয়েছে, 'মুস্তাখরাজ' গ্রন্থের বর্ণনা সে সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত অবস্থায় এসেছে। সুতরাং, এটি তার (মুস্তাখরাজের) অন্যতম উপকারিতা, এবং এমন ঘটনা অসংখ্য।

[ফায়েদা]

'মুস্তাখরাজ' শুধু সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর জন্য নির্দিষ্ট নয়। বস্তুত, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালিক ইবন আয়মান সুনানে আবি দাউদের উপর 'মুস্তাখরাজ' রচনা করেছেন, এবং আবু আলী আত-তুসী, তিরমিযীর উপর (রচনা করেছেন), এবং আবু নু'আইম, ইবন খুযাইমার 'আত-তাওহীদ' গ্রন্থের উপর (রচনা করেছেন), আর হাফিয আবুল ফাদল আল-ইরাকী 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থের উপর একটি অসম্পূর্ণ 'মুস্তাখরাজ' লিপিবদ্ধ করিয়েছেন।

[শাইখাইন অবিচ্ছিন্ন ও অনবিচ্ছিন্ন সনদ সহ যা বর্ণনা করেছেন]

(চতুর্থ) সহীহ হাদীসের মাসা'ইলের অন্তর্ভুক্ত, (যা তাঁরা উভয়ে) অর্থাৎ শাইখাইন (অবিচ্ছিন্ন সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, তা)

(ص: 124) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْمُحْكُومُ بِصِحَّتِهِ، وَأَمَّا مَا حُذِفَ مِنْ مُبْتَدَأِ إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ) وَهُوَ الْمُعَلَّقُ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ كَثِيرٌ جِدًّا، كَمَا تَقَدَّمَ عَدَدُهُ، وَفِي مُسْلِمٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فِي التَّيْسِمِ، حَيْثُ قَالَ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّيَّةِ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْتٍ جَمَلٍ». الْحَدِيثُ، وَفِيهِ أَيْضًا مَوْضِعَانِ فِي الْحُدُودِ وَالْبَيُوعِ رَوَاهُمَا بِالتَّعْلِيْقِ عَنِ اللَّيْثِ بَعْدَ رَوَايَتِهِمَا بِإِلْتِصَالٍ، وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ عَشَرَ مَوْضِعًا كُلُّ حَدِيثٍ مِنْهَا رَوَاهُ مُتَّصِلًا، ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَرَوَاهُ فَلَانٌ. وَأَكْثَرُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ ذَلِكَ مَوْضُوعٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنَّمَا أوردُهُ مُعَلَّقًا اخْتِصَارًا وَمُجَانِبَةً لِلتَّكَرُّارِ وَالَّذِي لَمْ يُوصِلْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِائَةً وَسِتُّونَ حَدِيثًا، وَصَلَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي تَأْلِيْفٍ لَطِيفٍ سَمَّاهُ: " التَّوْفِيقُ "، وَلَهُ فِي جَمِيعِ التَّعْلِيْقِ

وَالْمُتَابَعَاتِ وَالْمَوْفَقَاتِ كِتَابٌ جَلِيلٌ بِأَلْسَانِيَدِ سَيِّدِهِ: "تَغْلِيْقُ التَّغْلِيْقِ"، وَاخْتَصَرَهُ
بِلَا أَسَانِيَدٍ فِي آخِرِ سَيِّدِهِ: "التَّشْوِيْقُ إِلَى وَضَلِ الْمُهَمِّ مِنَ التَّغْلِيْقِ".

-
[তাদরীবুর রাবী]

যা সহীহ (প্রমাণিত) হিসেবে বিবেচিত। আর যাঁর সনদ বা সূত্র পরম্পরার শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়েছে, সেটিই হলো মুআল্লাক (হাদীস)। বুখারী শরীফে এর সংখ্যা অনেক বেশি, যেমনটি পূর্বে এর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুসলিম শরীফে এটি তায়ামুম অধ্যায়ে এক স্থানে রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: "লাইস ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন।" অতঃপর তিনি আবুল জুহায়ম ইবনুল হারিস ইবন আস-সিম্মাহর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বি'রে জামালের দিক থেকে এলেন।» হাদীসটি (পূর্ণ)। এতে (মুসলিম শরীফে) আরো দুটি স্থান রয়েছে 'হুদুদ' (দণ্ডবিধি) ও 'বুয়ূ' (বেচাকেনা) অধ্যায়ে, যেখানে লাইস (ইবন সা'দ) থেকে তা'লীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও সে দুটি হাদীস সংযোগসূত্রে (ইত্তিসাল) বর্ণিত হওয়ার পর (পুনরায় তা'লীক আকারে) এসেছে। এরপর এতে (মুসলিম শরীফে) চৌদ্দটি স্থান রয়েছে, যার প্রতিটি হাদীস তিনি (ইমাম মুসলিম) মুত্তাসিল (সংযোগসূত্রে) বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তার পেছনে যোগ করেছেন: "আর অমুক ব্যক্তিও এটি বর্ণনা করেছেন।"

আর বুখারীতে এই ধরনের (মুআল্লাক) অধিকাংশ হাদীস তাঁর কিতাবের অন্য কোনো স্থানে মুত্তাসিল (সংযোগসূত্রে) বর্ণিত হয়েছে। এবং তিনি তা (মুআল্লাক হিসেবে) বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্ততার জন্য ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যে। আর যেগুলোকে তিনি অন্য কোনো স্থানে সংযোগসূত্রে বর্ণনা করেননি, সেগুলোর সংখ্যা হলো একশত ষাটটি হাদীস। শাইখুল ইসলাম সেগুলোকে (অর্থাৎ সেই ১৬০টি হাদীসের ইসনাদ) সংযোগসূত্রে বর্ণনা করেছেন একটি সুন্দর রচনায়, যার নাম দিয়েছেন: "আত-তাওফীক"। আর তাঁর (শাইখুল ইসলামের) সকল প্রকার তা'লীক, মুতাবা'আত ও মাওকুফ হাদীসসমূহের সনদসহ একটি মহান গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম দিয়েছেন: "তাগলীকেত তা'লীক"। এবং তিনি সেটিকে (অর্থাৎ "তাগলীকেত তা'লীক"-কে) সনদ ছাড়া সংক্ষিপ্ত করে অন্য একটি গ্রন্থে সংকলন করেছেন, যার নাম দিয়েছেন: "আত-তাশভীক ইলা ওয়াসলিল মুহিম্ম মিনাত তা'লীক"।

[تدريب الراوي]

(فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِغَةِ الْجَزْمِ كَقَالَ وَفَعَلَ وَأَمَرَ وَرَوَى وَذَكَرَ فَلَانٌ فَهُوَ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يَجْزِمَ بِذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ عَنْهُ، لَكِنْ لَا يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّظَرِ فِيهِ مِنْ أُبْرَزَ مِنْ رِجَالِهِ، وَذَلِكَ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مَا يَلْتَحِقُ بِشَرْطِهِ، وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ إِيْصَالِهِ إِمَّا الْإِسْتِغْنَاءُ بِغَيْرِهِ عَنْهُ، مَعَ إِفَادَةِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ وَعَدَمِ إِهْمَالِهِ بِإِيرَادِهِ مُعَلَّقًا اخْتِصَارًا، وَإِمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ شَيْخِهِ، أَوْ سَمِعَهُ مُذَاكَرَةً، أَوْ شَكَّ فِي سَمَاعِهِ، فَمَا رَأَى أَنَّهُ يَسُوقُهُ مَسَاقَ الْأُصُولِ، وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْوَكَايَةِ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ رَمَضَانَ». الْحَدِيثُ، وَأُورِدَهُ فِي فُضَائِلِ الْقُرْآنِ وَذَكَرَ إِبْلِيسَ، وَلَمْ يَقُلْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ سَمَاعِهِ لَهُ مِنْهُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدْ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الصِّغَةَ فِيمَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مَشَايِخِهِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، فَيُورِدُهَا مِنْهُمْ بِصِغَةِ: قَالَ فَلَانٌ، ثُمَّ يُورِدُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِوَاسِطَةِ بَيْنِهِ

[তাদ্ৰিবুর রাবী]

(সুতরাং, তার পক্ষ থেকে যা দৃঢ়তাসূচক শব্দে এসেছে, যেমন: 'قال' (তিনি বললেন), 'فعل' (তিনি করলেন), 'أمر' (তিনি আদেশ করলেন), 'روى' (তিনি বর্ণনা করলেন), 'ذكر فلان' (অমুক উল্লেখ করেছেন) – তা হলো যার প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়েছে, তার থেকে এর বিশুদ্ধতার একটি রায়।) কারণ তিনি তার থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে অনুমতি দেন না, যতক্ষণ না তার কাছে তা তার থেকে সহীহ (বিশুদ্ধ) প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিনি হাদিসটিকে সম্পূর্ণরূপে

সহীহ হওয়ার রায় দেন না, বরং এটি নির্ভর করে তার বর্ণনাকারীদের মধ্যে যাদেরকে তিনি স্পষ্ট করেছেন তাদের অবস্থা পর্যালোচনার উপর। এবং এটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত: প্রথমত: যা তার শর্তের সাথে সংযুক্ত। এবং তা সংযুক্ত না করার কারণ হলো, হয় এর থেকে অন্য বর্ণনার দ্বারা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে, তবে এর প্রতি ইঙ্গিত করা এবং সংক্ষিপ্ততার জন্য মু'আল্লাক (বুলন্ত) হিসেবে উল্লেখ করে এটিকে অবহেলা না করা হয়েছে, অথবা এই কারণে যে, তিনি তা তার শায়খ থেকে শোনেননি, অথবা তা আলোচনাচক্রে (মুযাকারা) শুনেছেন, অথবা তা শোনার বিষয়ে সন্দেহ করেছেন, ফলে তিনি মনে করেননি যে তিনি এটিকে মূল বর্ণনাধারায় অন্তর্ভুক্ত করবেন। এবং এর উদাহরণস্বরূপ 'কিতাবুল ওয়াকালাহ' (প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক অধ্যায়)-এ তাঁর উক্তি: উসমান ইবনুল হাইসাম বলেছেন: আমাদের কাছে আউন বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে, তিনি বলেছেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমাদানের যাকাত (ফিতর) সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।» (সম্পূর্ণ) হাদিসটি। এবং তিনি 'ফাদাইলুল কুরআন' (কুরআনের ফযীলত) অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন এবং ইবলিসের কথা উল্লেখ করেছেন, এবং এর কোনো স্থানে তিনি বলেননি: 'আমাদের কাছে উসমান বর্ণনা করেছেন', সুতরাং স্পষ্টত, তিনি তার থেকে এটি শোনেননি।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: তিনি এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার শায়খদের থেকে না শোনা বহু হাদিসের ক্ষেত্রে, সুতরাং তিনি তাদের থেকে 'অমুক বলেছেন' (قَالَ فُلَانٌ) এই শব্দে তা উল্লেখ করেন, তারপর অন্য স্থানে নিজের ও তাদের মাঝে এক মাধ্যম (ওয়াসিতা) উল্লেখ করে তা বর্ণনা করেন।

(ص: 126) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَبَيْنَهُمْ، كَمَا قَالَ فِي التَّارِيخِ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ فَذَكَرَ حَدِيثًا، ثُمَّ يَقُولُ: حَدَّثُونِي بِهَذَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

قَالَ: وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ مُطَرِّدًا فِي كُلِّ مَا أُوْرِدَهُ بِهَذِهِ الصِّيْغَةِ، لَكِنْ مَعَ هَذَا الْإِحْتِمَالِ لَا يَحِلُّ حُكْمُ مَا أُوْرِدَهُ بِهَذِهِ الصِّيْغَةِ عَلَى أَنَّهُ سَبَعُهُ مِنْ شُيُوخِهِ.

وَبِهَذَا الْقَوْلِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ الْعِرَاقِيِّ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي تَنْثِيلِهِ بِقَوْلِهِ قَالَ: عَفَّانُ، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ بِكَوْنِهِمَا مِنْ شُيُوخِهِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ وَلَوْ بِصِيْغَةٍ لَا تُصَرِّحُ بِالسَّيِّئِ، مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِتِّصَالِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فُرُوعِ عَقَبِ الْمُعْضَلِ، ثُمَّ قَوْلُنَا: فِي هَذَا التَّقْسِيمِ مَا يَلْتَحِقُ بِشَرْطِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ فَلَيْسَ مِنْ نَبَطِ الصَّحِيحِ الْمُسْنَدِ فِيهِ، نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ كَثِيرٍ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا يَلْتَحِقُ بِشَرْطِهِ وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ.

الثَّالِثُ: مَا هُوَ حَسَنٌ صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ كَقَوْلِهِ فِيهِ: وَقَالَ بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ

[তাদরীবুর রাবী]

এবং তাদের মাঝে, যেমন তিনি তারিখে বলেছেন: ইব্রাহিম ইবনে মুসা বলেছেন: হিশাম ইবনে ইউসুফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তিনি বলেন: ইব্রাহিমের সূত্রে তারা আমাকে এটি বর্ণনা করেছে।

তিনি বলেছেন: কিন্তু এই পদ্ধতিতে তিনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলোতে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সম্ভাবনার সাথেও, এই পদ্ধতিতে বর্ণিত বিষয়গুলিকে তার শায়খদের থেকে শ্রুত (সরাসরি শুনেছেন) বলে গণ্য করা জায়েজ নয়।

এবং এই উক্তির মাধ্যমে ইবনুল সালাহর উপর ইরাকীর আপত্তি দূরীভূত হয়, তার এই উদাহরণ পেশ করার ক্ষেত্রে যে, তিনি (মুসান্নিফ) বলেছেন: আফফান বলেছেন, এবং কানাবী বলেছেন যে, তারা উভয়েই তার (মুসান্নিফ-এর) শায়খদের অন্তর্ভুক্ত। এবং তাদের থেকে বর্ণনা, যদিও তা শ্রুত হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা না করে, তবুও তা মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি মু'দালের পরবর্তী 'ফুরূ' (শাখা আলোচনা)-তে আসবে। অতঃপর

আমাদের উক্তি: এই শ্রেণিবিভাগে যা তার শর্তের সাথে সংযুক্ত হয়, এবং তিনি (মুসান্নিফ) বলেননি যে, এটি তার শর্ত অনুযায়ী; কারণ, যদিও এটি সহীহ, তবে এর অন্তর্ভুক্ত সহীহ মুসনাদের ধরন থেকে নয়। ইবনে কাসীর এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার: যা তার শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু অন্যের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। যেমন তাহরাত (পবিত্রতা) অধ্যায়ে তার উক্তি, এবং আয়েশা (রাঃ) বলেছেন: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন।» মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এটি সংকলন করেছেন।

তৃতীয় প্রকার: যা হাসান (উত্তম) এবং দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। যেমন তাতে তার উক্তি: এবং বাহয ইবনে হাকীম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 127) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

عَنْ جَدِّهِ: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَشْهُورٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

الرَّابِعُ: مَا هُوَ ضَعِيفٌ لَا مِنْ جِهَةٍ قَدْحٍ فِي رِجَالِهِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ انْقِطَاعِ يَسِيرٍ فِي إِسْنَادِهِ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: قَدْ يَصْنَعُ الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهُ سَبَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بِوَاسِطَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ، أَوْ لِأَنَّهُ سَبَعَهُ مِنْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ، فَذَبَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِتَسْيِئَةٍ مَنْ حَدَّثَ بِهِ لَا عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْهُ، كَقَوْلِهِ فِي الزَّكَاةِ: وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ، الْحَدِيثُ، فَإِسْنَادُهُ إِلَى طَاوُسٍ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ.

وَأَمَّا مَا اعْتَرَضَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ نَقْضِ هَذَا الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ جَزْمٌ فِي مُعَلِّقٍ
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي التَّوْحِيدِ، وَقَالَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُفَاضِلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»
الْحَدِيثُ، فَإِنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيَّ جَزَمَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الْفَضْلِ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَقَوَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ
فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَذَلِكَ، فَهُوَ اعْتِرَاضٌ مَرْدُودٌ، وَلَا يَنْقُضُ الْقَاعِدَةَ، وَلَا مَانِعٌ مِنْ أَنْ
يَكُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ شَيْخَانٍ وَكَذَلِكَ أُوْرَدَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الطَّيَالِسِيِّ

[তাদরীবুর রাবী]

তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত: «আল্লাহই সর্বাধিক উপযুক্ত যার থেকে লজ্জা করা উচিত»। এটি একটি হাসান (উত্তম) ও প্রসিদ্ধ হাদীস যা সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ প্রকার: যা দুর্বল, তবে এর বর্ণনাকারীদের ত্রুটির কারণে নয়, বরং এর সনদে (বর্ণনাসূত্র) সামান্য ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা)-এর কারণে। ইসমাঈলী বলেছেন: বুখারী এমনটি করেন এই কারণে যে, হয় তিনি বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারী দ্বারা সেই শায়খের কাছ থেকে এটি শুনেছেন, আর সেই শায়খের সূত্রে এটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ; অথবা তিনি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছেন যা কিতাবের শর্ত পূরণ করে না। তাই তিনি সেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, যিনি এটি বর্ণনা করেছেন তার নাম উল্লেখ করে, সরাসরি তার থেকে বর্ণনা না করে। যেমন যাকাত অধ্যায়ে তাঁর উক্তি: তাউস বলেছেন: মুয়াজ ইবন জাবাল ইয়ামেনবাসীদেরকে বলেছিলেন: তোমরা আমার কাছে কাপড়ের পণ্য নিয়ে এসো। (হাদীসটি সম্পূর্ণ)। তাউস পর্যন্ত এর সনদ সহীহ, কিন্তু তাউস মুয়াজ (রা.) থেকে শুনেছেন।

আর কিছু পরবর্তী ফকীহগণ এই বিধানের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন এই বলে যে, এটি একটি মুআল্লাক (সরাসরি সংযুক্ত নয় এমন) হাদীসে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে এবং তা সহীহ নয়। আর এটি তাওহীদ অধ্যায়ে তাঁর (বুখারীর) উক্তি, যেখানে মাজিশুন আব্দুল্লাহ ইবনুল ফাদল থেকে, তিনি আবু সালামাহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: «তোমরা নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করো না» (হাদীসটি সম্পূর্ণ)। কারণ আবুল মাসউদ আদ-দিমাশকী দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে এটি সহীহ

নয়; কেননা আব্দুল্লাহ ইবনুল ফাদল এটি আল-আ'রাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালামাহ থেকে নয়। তিনি এটিকে আরও শক্তিশালী করেছেন এই বলে যে, বুখারী এটি অন্য এক স্থানেও অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি একটি প্রত্যাখ্যাত আপত্তি, যা এই মূলনীতিকে বাতিল করে না। আর আব্দুল্লাহ ইবনুল ফাদলের দুজন শায়খ থাকতে পারে এতে কোন বাধা নেই এবং একইভাবে তিনি আবু সালামাহ আত-তায়ালিসী থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 128) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فِي مُسْنَدِهِ فَبَطَلَ مَا ادَّعَاهُ.

(وَمَا لَيْسَ فِيهِ جَزْمٌ كَيُذَوَّى وَيُذْكَرُ وَيُحْكَى وَيُقَالُ وَرُويَ وَذُكِرَ وَحُكِيَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا) كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: أَوْ فِي الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بِصَحِّحَتِهِ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَيْضًا، فَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: أَيْضًا إِلَى أَنَّهُ رُبَّمَا يُورَدُ ذَلِكَ فِيْمَا هُوَ صَحِيحٌ، إِمَّا لِكَوْنِهِ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى، كَقَوْلِهِ فِي الطَّبِّ: وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ أَسْنَدَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظٍ: «أَنَّ نَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ مَرُّوا بِحَيٍّ فِيهِ لَدِيعٌ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي رُقَاتِهِمْ لِلرَّجُلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَفِيهِ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ».

أَوْ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ كَقَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ: وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُونَ" فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ

[তা দরীবুর রাবী]

তার মুসনাদে, ফলে তার দাবি বাতিল হয়ে যায়।

(এবং যা সুনিশ্চিত নয়, যেমন 'বর্ণিত আছে', 'উল্লেখ করা হয়েছে', 'উদ্ধৃত হয়েছে', 'বলা হয়েছে', 'বর্ণনা করা হয়েছে', 'উল্লেখ করা হয়েছে', 'অমুকের থেকে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে' —ইবনে সালাহ এভাবেই বলেছেন— অথবা অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে (বর্ণিত আছে) — তাতে তার থেকে এর বিশুদ্ধতার কোনো বিধান নেই যার দিকে এটি সংযুক্ত করা হয়েছে)।

ইবনে সালাহ বলেন: কারণ এ ধরনের বাক্য দুর্বল হাদিসের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তিনি 'এছাড়াও' (আইদওয়ান) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি কখনও কখনও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদিসের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা হয়, হয় তিনি এটিকে অর্থগতভাবে বর্ণনা করার কারণে। যেমন, তিনি 'কিতাবুত তিব্ব' (চিকিৎসা অধ্যায়ে) বলেছেন: 'ইবনে আব্বাস থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফাতিহাতুল কিতাব দ্বারা রুকইয়াহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে', কেননা তিনি অন্য স্থানে এই শব্দে এর সনদ উল্লেখ করেছেন: «সাহাবীদের একটি দল এমন একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে দংশিত ব্যক্তি ছিল», এরপর তিনি সেই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে সাহাবীরা লোকটিকে ফাতিহাতুল কিতাব দ্বারা রুকইয়াহ করেছিলেন, এবং তাতে ছিল: «নিশ্চয়ই যে জিনিসের উপর তোমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করো তার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য হলো আল্লাহর কিতাব»।

অথবা তা তার শর্তানুযায়ী নয়। যেমন, তিনি 'সালাত' (নামাজ) অধ্যায়ে বলেছেন: 'আব্দুল্লাহ ইবন সাযিব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাতে "আল-মু'মিনুন" সূরা পাঠ করেছিলেন, যতক্ষণ না যখন উল্লেখ এসেছিল

(ص: 129) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مُوسَى وَهَارُونَ أَخَذْتُهُ سَعْلَةً فَرَكَعَ» ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُخْرِجْ لِبَعْضِ رَوَاتِهِ.

أَوْ لِكَوْنِهِ ضَمَّ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَصِحَّ فَأَتَى بِصِغَةٍ تُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا ، كَقَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ وَيُذَكِّرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ تَابِعِيًّا.

وَقَدْ يُورَدُهُ أَيْضًا فِي الْحَسَنِ كَقَوْلِهِ فِي الْبُيُوعِ: وَيُذَكِّرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِذَا بَعْتَ فِكْلًا، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَأَكْتَلْ» هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ صَدُوقٌ، عَنْ مُنْقِذِ مَوْلَى عُثْمَانَ، وَقَدْ وَثِّقَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، إِلَّا أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ ابْنَ لَهِيْعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ لِمَا عَضَّدَهُ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْ أَمْثَلَةٍ مَا أُرِدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ فِي الْوَصَايَا: وَيُذَكِّرُ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِاللَّذَيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» ، وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ.

-

[তারিবার রাবী]

মুসা ও হারুনকে হাঁচি পেল, অতঃপর তিনি রুকু করলেন।" এটি সহীহ, যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তবে বুখারী তাঁর কিছু বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণ করেননি।

অথবা যেহেতু তিনি এর সাথে এমন কিছু যোগ করেছেন যা সহীহ নয়, তাই এমন একটি সূত্র ব্যবহার করেছেন যা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন তালাকের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য: "এবং আলী ইবন আবি তালিব ও ইবনুল মুসায়াব থেকে বর্ণিত আছে", এবং তিনি প্রায় তেইশ জন তাবেয়ীর উল্লেখ করেছেন।

এবং তিনি এটি হাসান হাদীসের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করতে পারেন, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য: "এবং উসমান ইবন আফফান থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন: 'যখন তুমি বিক্রয় করো, তখন পরিমাপ করে দাও, আর যখন তুমি ক্রয় করো, তখন পরিমাপ করে নাও।'" এই হাদীসটি দারা কুতনী উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি সত্যবাদী, মুনকিয় (উসমানের দাস) থেকে, এবং তাকে বিশ্বস্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, উসমান থেকে। এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়াব তাকে সমর্থন করেছেন, এবং তার সূত্রে আহমদ এটি মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, তবে এর ইসনাদে ইবন লাহিয়াহ রয়েছে। এবং ইবন আবি শায়বাহ তাঁর মুসান্নাফে এটি আতা থেকে উসমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এবং এতে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। এবং এই হাদীসটি হাসান, যেহেতু এর সপক্ষে সমর্থন রয়েছে।

এবং এর যে উদাহরণগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন, যা দুর্বল, তার মধ্যে রয়েছে অসিয়তের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য: "এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি অসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধের ফয়সালা করেছেন।" আর এটি তিরমিযী হারিস থেকে আলীর সূত্রে মাওসুল (সংযুক্ত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং হারিস দুর্বল।

(ص: 130) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ: وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ»، وَقَالَ عَقِبَهُ: وَلَمْ يَصِحَّ، وَهَذِهِ عَادَتُهُ فِي ضَعِيفٍ لَا عَاضِدَ لَهُ مِنْ مُوَافَقَةِ إِبْجَاعٍ أَوْ نَحْوِهِ، عَلَى أَنَّهُ فِيهِ قَلِيلٌ جَدًّا، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ، وَإِبْرَاهِيمُ لَا يُعْرَفُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ.

(و) مَا أُوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عَبَّرَ عَنْهُ بِصِيغَةِ التَّثْنِ، وَقُلْنَا لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ (لَيْسَ بِوَاهٍ) أَيْ سَاقِطٌ جَدًّا (لَا دُخَالَهُ) إِيَّاهُ (فِي الْكِتَابِ الْمُسَوِّمِ بِالصَّحِيحِ) ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ: وَمَعَ ذَلِكَ فَإِيرَادُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّحِيحِ يُشْعِرُ بِصِحَّةِ أَصْلِهِ إِشْعَارًا يُؤْنَسُ بِهِ وَيُزَكَّنُ إِلَيْهِ.

قُلْتُ: وَلِهَذَا رَدَدْتُ عَلَى ابْنِ الْجَوَازِيِّ حَيْثُ أُوْرَدَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِهَدِيَّةٍ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاءُ فِيهَا» ، فَإِنَّهُ أُوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يُصَبِّ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ أُوْرَدَهُ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ: وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَوَيْنَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي مُخْتَصَرِ الْمَوْضُوعَاتِ، ثُمَّ فِي كِتَابِي " الْقَوْلُ الْحَسَنُ فِي الذَّبِّ عَنِ السُّنَنِ " .

- 1

[তাদরীবুর রাবী]

আর নামায প্রসঙ্গে তাঁর (গ্রন্থকারের) উক্তি: আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মরফু‘ সূত্রে বর্ণিত আছে: «ইমাম তার নিজের স্থানে নফল নামায আদায় করবেন না», অতঃপর তিনি (গ্রন্থকার) মন্তব্য করেছেন: «এটি সহীহ নয়»। আর এটি দুর্বল হাদীছের ক্ষেত্রে তাঁর (গ্রন্থকারের) রীতি, যখন সেটির ইজমা‘ বা অনুরূপ কোন সমর্থনকারী না থাকে। যদিও এটি (তাঁর এমন মন্তব্য) এক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। হাদীছটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন লাইছ ইবন আবী সুলাইম-এর সূত্রে, তিনি আল-হাজ্জাজ ইবন উবাইদ থেকে, তিনি ইবরাহীম ইবন ইসমাঈল থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। আর লাইছ হলেন যঈফ (দুর্বল রাবী), ইবরাহীম অপরিচিত এবং এই হাদীছ প্রসঙ্গে তাঁর (ইবরাহীমের) উপর মতানৈক্য রয়েছে।

(আর) বুখারী যা তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যা তিনি দুর্বলতা সূচক রূপ (সিয়াগাহ) দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং আমরা বলেছি যে, সেটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে রায় দেওয়া যায় না, (তা) অত্যন্ত দুর্বল (বা বর্জনীয়) নয়, অর্থাৎ খুবই পতিত নয়, কারণ তিনি সেটিকে সহীহ

নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনুস সালাহ-এর উক্তি: "এতদসত্ত্বেও, তাঁর সহীহ গ্রন্থের মধ্যে সেটির উল্লেখ প্রমাণ করে যে, সেটির মূল বিশুদ্ধ, এমন একটি ইঙ্গিত যা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করা যায় এবং যার উপর নির্ভর করা যায়।"

আমি বলি: এই কারণেই আমি ইবনুল জাওয়ীর খণ্ডন করেছি, যখন তিনি আল-মাওদু'আত গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মরফু' সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন: «যদি তোমাদের কাউকে কোন উপহার দেওয়া হয়, তাহলে তার উপবিষ্ট সঙ্গীরাও তাতে অংশীদার»। কারণ তিনি (ইবনুল জাওয়ী) তাঁর (ইবন আব্বাসের) থেকে দুটি সূত্রে এবং আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে একটি সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সঠিক করেননি। কারণ বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি উল্লেখ করে বলেছেন: "ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে।" আর এর আরেকটি শাহেদ (সমর্থনকারী বর্ণনা) রয়েছে হাসান ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছ, যা আমরা আবু বকর আশ-শাফি'ঈ-এর 'ফাওয়াইদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। আর আমি তা মুখতাসারুল মাওদু'আত গ্রন্থে এবং অতঃপর আমার কিতাব "আল-কাওনুল হাসান ফিয যাব্বি আনিল সুনান" গ্রন্থে সুস্পষ্ট করেছি।

1 -

(ص: 131) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الخَامِسَةُ: الصَّحِيحُ أَقْسَامٌ: أَعْلَاهَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، ثُمَّ مَا انفردَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، ثُمَّ مُسْلِمٌ، ثُمَّ عَلَى شَرْطِهَا، ثُمَّ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلِمٌ، ثُمَّ صَحِيحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمَا.

[تدريب الراوي]

[فائدة]

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِذَا تَقَرَّرَ حُكْمُ التَّعَالِيْقِ الْمَذْكُورَةِ فَقَوْلُ الْبُخَارِيِّ: مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي إِلَّا مَا صَحَّ، وَقَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرِ السَّجْزِيِّ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رَجُلًا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ جَمِيعَ الْبُخَارِيِّ صَحِيحٌ، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ

فِيهِ، لَمْ يَحْنَثْ، مَحْمُولٌ عَلَى مَقَاصِدِ الْكِتَابِ وَمَوْضُوعِهِ، وَمُتُونِ الْأَبْوَابِ الْمُسْنَدَةِ دُونَ التَّرَاجِمِ وَنَحْوِهَا. اهـ.

وَسَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ مَزِيدُ كَلَامٍ قَرِيبًا، وَيَأْتِي تَحْرِيرُ الْكَلَامِ فِي حَقِيقَةِ التَّعْلِيلِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ الْمُعْضَلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[الصحيح أقسام]

(الخَامِسَةُ: الصَّحِيحُ أَقْسَامٌ) مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَبَكُّنِهِ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَعَدَمِهِ (أَعْلَاهَا: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

ثُمَّ مَا انفرد به البخاري) وَوَجْهُ تَأْخُرِهِ عَمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ. (ثُمَّ) مَا انفرد به (مُسْلِمٌ.

ثُمَّ) صَحِيحٌ (عَلَى شَرْطِهَا) وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَوَجْهُ تَأْخُرِهِ عَمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ أَيُّهُمَا أَرْجَحُ، ثُمَّ مَا انفرد به مُسْلِمٌ ثُمَّ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهَا وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَوَجْهُ تَأْخُرِهِ عَمَّا أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا تَلَقِّي الْأُمَّةِ بِالْقَبُولِ لَهُ. (ثُمَّ) صَحِيحٌ (عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

الخَامِسَةُ: সহীহ বিভিন্ন প্রকারের: এর সর্বোচ্চ হলো যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ে একমত হয়েছেন, তারপর যা বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তারপর মুসলিম, তারপর যা তাঁদের (বুখারী ও মুসলিমের) শর্তানুযায়ী, তারপর যা বুখারীর শর্তানুযায়ী, তারপর মুসলিমের, তারপর যা তাঁদের (বুখারী ও মুসলিম) ব্যতীত অন্যের নিকট সহীহ।

-

[তাদরিবুর রাবী]

[উপকারিতা]

ইবনুল সালাহ বলেছেন: যখন উল্লিখিত 'তা'আলিকাত' (সনদ বিচ্ছিন্ন বর্ণনা)-এর বিধান প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন বুখারীর উক্তি: "আমি আমার কিতাবে সহীহ ব্যতীত আর কিছু অন্তর্ভুক্ত করিনি," এবং হাফিয আবু নাসর আস-সিজযীর উক্তি: "ফুকাহায়ে কিরাম ও অন্যান্যরা ইজমা

করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তালাকের কসম করে যে, বুখারীর সমস্ত হাদীস সহীহ, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না," – এই উক্তিগুলো কিতাবের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু এবং সনদযুক্ত অধ্যায়ের মূল হাদীসের উপর প্রযোজ্য, শিরোনাম ও এ জাতীয় বিষয়াদি ব্যতীত। সমাপ্ত।

এই মাসআলা (বিষয়) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শীঘ্রই আসবে, এবং 'তা'লিক' (সনদ বিচ্ছিন্ন বর্ণনা)-এর বাস্তবতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ আসবে যেখানে মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) মু'দাল (পরপর দুইজন রাবী বাদ পড়া হাদীস)-এর পরে এটি উল্লেখ করেছেন, ইনশাআল্লাহ তা'আলা।

[সহীহ বিভিন্ন প্রকার]

(পঞ্চম: সহীহ বিভিন্ন প্রকারের) যা সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পূরণ করা বা না করার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন (স্তরের)। (এর সর্বোচ্চ হলো: যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ে একমত হয়েছেন।

তারপর যা বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন) আর যা তাঁদের উভয়ের ঐকমত্যের তুলনায় এটি পরে আসার কারণ হলো, উভয়টির মধ্যে কোনটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(তারপর) যা মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

(তারপর) সহীহ (যা তাঁদের উভয়ের শর্তানুযায়ী) এবং তাঁদের কেউই তা বর্ণনা করেননি, আর যা তাঁদের উভয়ের ঐকমত্যের তুলনায় এটি পরে আসার কারণ হলো, উভয়টির মধ্যে কোনটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তারপর যা মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তারপর সহীহ যা তাঁদের উভয়ের শর্তানুযায়ী এবং তাঁদের কেউই তা বর্ণনা করেননি, আর যা তাঁদের দুজনের মধ্যে একজন বর্ণনা করেছেন তার তুলনায় এটি পরে আসার কারণ হলো, উম্মত সেটিকে (ঐকমত্যে) গ্রহণ করেছে।

(তারপর) সহীহ (যা বুখারীর শর্তানুযায়ী)।

[تدريب الراوي]

ثُمَّ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ (مُسْلِمٍ).
ثُمَّ صَحِيحٌ عِنْدَ غَيْرِهِمَا مُسْتَوْفٍ فِيهِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ.

- 1

[تَنْبِيهَاتُ]

الْأَوَّلُ: أُوْرِدَ عَلَى هَذَا أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: الْمُتَوَاتِرُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَالَةُ،
وَالْكَلَامُ فِي الصَّحِيحِ بِالتَّعْرِيفِ السَّابِقِ.
الثَّانِي: الْمَشْهُورُ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهُوَ وَارِدٌ قَطْعًا: وَأَنَا مُتَوَقِّفٌ فِي رُتْبَتِهِ؛ هَلْ هِيَ
قَبْلَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَمْ بَعْدَهُ.
الثَّالِثُ: مَا أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الصَّحِيحَ فِي كِتَابِهِ لَا يَزِيدُ
تَخْرِيجَهُ لِلْحَدِيثِ قُوَّةً.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُمْنَعُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ يُرْجِحُونَ بِمَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ
كَتَقْدِيمِ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُ،
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: نَعَمْ، مَا اتَّفَقَ السِّتَّةُ عَلَى تَوْثِيقِ رَوَاتِهِ أُولَى بِالصَّحَّةِ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَإِنْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ.
الرَّابِعُ: مَا فَقَدَ شَرْطًا كَالِاتِّصَالِ عِنْدَ مَنْ يَعُدُّهُ صَحِيحًا.
الخَامِسُ: مَا فَقَدَ تِمَامَ الضَّبْطِ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَنْزِلُ إِلَى رُتْبَةِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَنْ يُسَبِّحُهُ
صَحِيحًا.

[তাদরীবুর রাবী]

অতঃপর) মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

অতঃপর তাদের (বুখারী ও মুসলিম) ব্যতীত অন্যদের নিকট সহীহ) যাতে পূর্বোক্ত শর্তাবলী
পূরণ করা হয়েছে।

১ -

[বিশেষ দৃষ্টব্যসমূহ]

প্রথম: এ বিষয়ে কয়েকটি বিভাগ উত্থাপিত হয়েছে: তার মধ্যে একটি: মুতাওয়াতির। এবং জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এতে 'আদালত' (বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা) বিবেচ্য নয়, আর আলোচনা পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী সহীহ সম্পর্কে।

দ্বিতীয়: মাশহূর। শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এবং এটি নিঃসন্দেহে এসেছে: আমি এর স্তর সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত; এটি কি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি'-এর পূর্বে নাকি পরে।

তৃতীয়: যা সিভাহ (ছয়জন ইমাম) বর্ণনা করেছেন। এবং জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার কিতাবে সহীহ হওয়ার শর্তারোপ করেননি, তার হাদীস বর্ণনা হাদীসকে অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করে না।

যারকাশী বলেছেন: এবং এটাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই বলে যে, ফুকাহাগণ (ইসলামী আইনজ্ঞগণ) এমন বিষয় দ্বারা অগ্রাধিকার দেন যার সে বিষয়ে কোনো ভূমিকা নেই; যেমন আপন চাচার ছেলেকে পিতার দিকের চাচার ছেলের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, যদিও মায়ের দিকের চাচার ছেলে মিরাহ পায় না। ইরাকী বলেছেন: হ্যাঁ, সিভাহ (ছয়জন ইমাম) যার বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতায় একমত হয়েছেন, তা অধিকতর সহীহ যা নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন তার চেয়ে, এমনকি যদি শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) তাতে একমত হনও।

চতুর্থ: যা একটি শর্ত হারিয়েছে, যেমন 'ইত্তিসাল' (সিলসিলার অবিচ্ছিন্নতা) তার কাছে, যে এটাকে সহীহ গণ্য করে।

পঞ্চম: যা পূর্ণাঙ্গ 'দাবত' (স্মৃতিশক্তি/সংরক্ষণ) বা এর অনুরূপ হারিয়েছে, যা তার কাছে 'হাসান'-এর স্তরে নেমে আসে, যে এটাকে সহীহ বলে অভিহিত করে।

(ص: 133) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَعَلَى ذَلِكَ يُقَالُ: مَا أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْأَيْمَّةُ الَّذِينَ التَّزَمُوا الصِّحَّةَ، وَنَحْوُ هَذَا إِلَى أَنْ تَنْتَشِرَ الْأَقْسَامُ فَتَكْثُرَ حَتَّى يَعْسَرَ حَصْرُهَا.

- 1

[التَّنبِيهُ الثَّانِي]

قَدْ عَلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ أَصَحَّ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ ابْنُ خُزَيْمَةَ ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ ثُمَّ الْحَاكِمُ، فَيُنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: أَصَحُّهَا بَعْدَ مُسْلِمٍ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ، ثُمَّ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ أَوْ وَالْحَاكِمُ، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. [ثُمَّ ابْنُ خُزَيْمَةَ فَقَطْ]، ثُمَّ ابْنُ حِبَّانَ فَقَطْ، ثُمَّ الْحَاكِمُ فَقَطْ، إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ أَحَدِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ أَرْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

- 1

[التَّنبِيهُ الثَّالِثُ]

قَدْ يَعْزُضُ لِلْمُفَوِّقِ مَا يَجْعَلُهُ فَائِقًا، كَأَنْ يَتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ غَرِيبٍ، وَيُخْرِجُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ حَدِيثًا مَشْهُورًا، أَوْ مِمَّا وَصِفَتْ تَرْجَمَتُهُ بِكُونِهَا أَصَحَّ الْأَسَانِيدِ، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِيهَا تَقَدُّمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْإِجْمَالِ. قَالَ الرَّزُّكَشِيُّ: وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ تَرْجِيحَ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ تَرْجِيحُ الْجُمْلَةِ، لَا كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْآخَرِ.

- 1

[التَّنبِيهُ الرَّابِعُ]

فَائِدَةُ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ تَظْهَرُ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ.

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এবং সে অনুসারে বলা হয়: যা ছয়জন (ইমাম) ব্যতীত তাদের মধ্যে একজন বর্ণনা করেছেন, এবং অনুরূপভাবে যা সেই ইমামগণ বর্ণনা করেছেন যারা সহীহ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় যতক্ষণ না প্রকারভেদ এত বেশি হয়ে যায় যে তা গণনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

1 -

[দ্বিতীয় সতর্কতা]

যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, যারা সহীহ হাদিস সংকলন করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সহীহ সংকলনকারী হলেন ইবনু খুযাইমা, তারপর ইবনু হিব্বান, তারপর আল-হাকিম। অতএব বলা উচিত: মুসলিমের পর সবচেয়ে সহীহ হলো যা এই তিনজন একমত করেছেন, তারপর ইবনু খুযাইমা ও ইবনু হিব্বান অথবা ইবনু খুযাইমা ও আল-হাকিম, তারপর ইবনু হিব্বান ও আল-হাকিম।

[তারপর শুধু ইবনু খুযাইমা], তারপর শুধু ইবনু হিব্বান, তারপর শুধু আল-হাকিম, যদি হাদীসটি দুই শাইখের (বুখারী ও মুসলিম) কোনো একজনের শর্তানুযায়ী না হয়। আর আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, সুতরাং এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

1 -

[তৃতীয় সতর্কতা]

কখনো নিচু স্তরের হাদিসেও এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যা এটিকে উচ্চ স্তরের করে তোলে, যেমন, যদি দুই শাইখ (বুখারী ও মুসলিম) একটি গরীব (একক বর্ণনাকারী) হাদিস বর্ণনা করতে একমত হন, অথচ মুসলিম বা অন্য কেউ একটি মশহুর (বহুল প্রচলিত) হাদিস বর্ণনা করেন, অথবা এমন হাদিস যার বর্ণনাকারীর সূত্রে সবচেয়ে সহীহ ইসনাদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এটি পূর্বের আলোচনার ক্ষতি করে না; কারণ এটি সামগ্রিক বিবেচনার ভিত্তিতে। যরকাশী বলেছেন: এবং এখান থেকেই জানা যায় যে, মুসলিমের ওপর বুখারীর কিতাবকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হলো সামগ্রিকভাবে প্রাধান্য দেওয়া, প্রতিটি একক হাদিসের ওপর অন্যটির প্রতিটি একক হাদিসকে নয়।

1 -

[চতুর্থ সতর্কতা]

উল্লিখিত শ্রেণিবিভাগের উপকারিতা তখনই প্রকাশ পায় যখন বিরোধ দেখা দেয় এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

(ص: 134) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

[التنبيه الخامس]

فِي تَحْقِيقِ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: شَرْطُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنْ يُخْرَجَا الْحَدِيثَ الْمُجْمَعَ عَلَى ثِقَةٍ رَجَالِهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ الْمَشْهُورِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَيْسَ مَا قَالَهُ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ النَّسَائِيَّ ضَعَّفَ جَمَاعَةً أَخْرَجَ لَهُمُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا أَخْرَجَا مَنْ أُجْمِعَ عَلَى ثِقَتِهِ إِلَى حِينَ تَضْيِيفِهِمَا، فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ تَضْعِيفُ النَّسَائِيِّ بَعْدَ وُجُودِ الْكِتَابَيْنِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: تَضْعِيفُ النَّسَائِيِّ إِنْ كَانَ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ نَقْلِهِ عَنْ مُعَاصِرٍ فَالْجَوَابُ ذَلِكَ، وَإِنْ نَقْلَهُ عَنْ مُتَقَدِّمٍ فَلَا، قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ طَاهِرٍ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي بَنِيَ عَلَيْهِ أَمْرُهُمَا، وَقَدْ يُخْرَجَانِ عَنْهُ لِمُرَجِّحٍ يَقُومُ مَقَامَهُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ: وَصَفُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ، ثُمَّ يَرْوِيَهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ الْحَافِظُ الْمُتَّقِنُ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ، وَلَهُ رِوَاةٌ ثِقَاتٌ. وَقَالَ فِي الْمُدْخَلِ: الدَّرَجَةُ الْأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

[পঞ্চম সতর্কতা]

বুখারী ও মুসলিমের শর্ত নিরূপণ প্রসঙ্গে। ইবন তাহির বলেছেন: বুখারী ও মুসলিমের শর্ত হলো, তারা এমন হাদীস বর্ণনা করবেন যার বর্ণনাকারীদের প্রসিদ্ধ সাহাবী পর্যন্ত নির্ভরযোগ্যতার উপর ঐকমত্য রয়েছে।

ইরাকী বলেছেন: তাঁর এই কথা যথার্থ নয়। কারণ, নাসায়ী এমন অনেককে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন যাদের থেকে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) অথবা তাদের একজন হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, শাইখান এমন ব্যক্তিদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের নির্ভরযোগ্যতার উপর তাদের গ্রন্থ সংকলন পর্যন্ত ঐকমত্য ছিল। সুতরাং, গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হওয়ার পর নাসায়ীর দুর্বল আখ্যায়িত করা এ ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি করে না। শাইখুল ইসলাম বলেছেন: নাসায়ীর দুর্বল আখ্যায়িত করা যদি তাঁর ইজতিহাদ বা কোনো সমকালীন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনার ভিত্তিতে হয়, তাহলে তার জবাব (পূর্বোক্ত) তেমনই। আর যদি তিনি কোনো পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস থেকে তা বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে (পূর্বোক্ত জবাব) প্রযোজ্য হবে না। তিনি (আরও) বলেছেন: এর জবাব এভাবেও দেওয়া যেতে পারে যে, ইবন তাহির যা বলেছেন, তা-ই হলো সেই মূলনীতি যার উপর তারা (বুখারী ও মুসলিম) তাদের কর্মনীতি স্থাপন করেছেন। এবং কখনো কখনো তারা সেই মূলনীতি থেকে সরে আসতে পারেন কোনো শক্তিশালী দলিলের কারণে যা তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

হাকিম তার 'উলুমুল হাদীস' গ্রন্থে বলেছেন: সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্য হলো, তা এমন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনার জন্য পরিচিত এবং তার (সেই সাহাবীর) দুজন নির্ভরযোগ্য রাবী থাকবেন। এরপর তা বর্ণনা করবেন তাবেঈনদের অনুসারীদের মধ্যে থেকে একজন হাফিয, সুনিপুণ ও হাদীস বর্ণনায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং তারও (সেই হাফিযেরও) নির্ভরযোগ্য রাবীগণ থাকবেন।

এবং তিনি (হাকিম) 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে বলেছেন: সহীহ হাদীসের প্রথম স্তর হলো বুখারী ও মুসলিমের নির্বাচিত হাদীস, আর এটি হলো

أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَابِيٍّ زَائِلٌ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ، بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ تَابِعِيَّانِ عَدْلَانِ، ثُمَّ يَرْوِيَ عَنْهُ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَلَهُ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ، ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنْهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ حَافِظٌ مُتَّقِنٌ وَلَهُ رِوَاةٌ مِنَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ يَكُونُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ أَوْ مُسْلِمٌ حَافِظًا مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ فِي رِوَايَتِهِ، ثُمَّ يَتَدَاوَلُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِالْقَبُولِ إِلَى وَقْتِنَا، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. فَعَمَّ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ شَرْطُ الصَّحِيحِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَخَصَّصَ ذَلِكَ فِي الْمَدْخَلِ بِشَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ نَقَضَ عَلَيْهِ الْحَازِمِيُّ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الشَّيْخَيْنِ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنَ الْغَرَائِبِ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا بَعْضُ الرُّوَاةِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ كُلَّ رَاوٍ فِي الْكِتَابَيْنِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ، لَا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ أَنْ يَتَّفَقَا فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَنَقَلَهُ عِيَاضُ عَنْهُ: لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ خَبَرٍ رَوَاهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ رَاوِيَانِ عَنْ صَحَابِيٍّ ثُمَّ عَنْ تَابِعِيٍّ فَمَنْ بَعْدَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْزُ وَجُودُهُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا الصَّحَابِيَّ وَهَذَا التَّابِعِيَّ رَوَى عَنْهُ رَجُلَانِ خَرَجَ بِهِمَا عَنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَكَانَ الْحَازِمِيُّ فَهَمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْحَاكِمِ: كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ يَشْتَرِطُ فِيهَا التَّعَدُّدُ، وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِالتَّشْبِيهِ بَعْضَ الْوُجُوهِ لَا كُلَّهَا، كَالِاتِّصَالِ وَالِلِّقَاءِ وَغَيْرِهِمَا.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمَوَاقِ: مَا حَمَلَ الْغَسَّانِيُّ عَلَيْهِ كَلَامَ الْحَاكِمِ وَتَبَعَهُ عَلَيْهِ عِيَاضُ

[তাদরীবুর রাবী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন একজন সাহাবী কর্তৃক হাদীস বর্ণনা করা যার থেকে 'জাহালাহ' (অজ্ঞাতনামা) নামটি দূরীভূত হয়েছে, অর্থাৎ এমনভাবে যে, তার থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ তাবেয়ী বর্ণনা করেন। অতঃপর তার থেকে সাহাবীদের থেকে বর্ণনা

করার জন্য প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বর্ণনা করেন, এবং তারও দুইজন নির্ভরযোগ্য রাবী থাকেন। অতঃপর তার থেকে তাবে-তাবেয়ীদের মধ্য থেকে একজন দক্ষ হাফিয় বর্ণনা করেন, এবং তারও চতুর্থ স্তরের বর্ণনাকারীগণ থাকেন। অতঃপর বুখারী বা মুসলিমের শায়খ (শিক্ষক) একজন হাফিয় হন, যিনি তার বর্ণনার ক্ষেত্রে ন্যায্যপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ। অতঃপর আমাদের সময় পর্যন্ত হাদীস বিশারদগণ কর্তৃক এটি গৃহীত হতে থাকে, সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্যের ন্যায্য। ফলে তিনি হাদীস বিজ্ঞানে সহীহ-এর সাধারণ শর্তকে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি এটি নিজেই (সহীহ হিসেবে) রয়েছে, এবং 'আল-মাদখাল' কিতাবে এটিকে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্ত দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন। তবে আল-হাযিমী তার (হাকিমের) এই দাবি খণ্ডন করেছেন যে, এটি শাইখানের শর্ত, যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ বর্ণিত এমন কিছু 'গারাইব' (বিরল হাদীস) এর ভিত্তিতে, যা কিছু রাবী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তিনি (হাকিম) কেবল এই অর্থই করেছিলেন যে, উভয় কিতাবের (বুখারী ও মুসলিম) প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জন্য দুইজন বর্ণনাকারী থাকা শর্ত, এটি নয় যে, একই হাদীসের বর্ণনায় তাদের উভয়ের ঐকমত্য থাকা শর্ত।

আবু আলী আল-গাস্সানী বলেছেন এবং ইয়ায তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন: উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাদের বর্ণিত প্রত্যেক খবরে সাহাবী থেকে, অতঃপর তাবেয়ী থেকে এবং তার পরের স্তর থেকে দুইজন বর্ণনাকারী একত্রিত হবেন, কারণ এর উপস্থিতি বিরল। বরং উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই সাহাবী ও এই তাবেয়ী থেকে দুইজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা তারা 'জাহালাহ' (অজ্ঞাতনামা)-এর সীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: মনে হয় আল-হাযিমী হাকিমের এই উক্তি থেকে তা বুঝেছিলেন: "সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্যের মতো"; কারণ সাক্ষ্য একাধিকতা (সাক্ষীর সংখ্যা) শর্ত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, সম্ভবত তিনি এই সাদৃশ্যের দ্বারা কিছু দিক বোঝাতে চেয়েছেন, সব দিক নয়, যেমন ইসনাদের ধারাবাহিকতা (ইত্তিসাল) এবং সাক্ষাত (লিক্বা) ইত্যাদি।

আবু আবদুল্লাহ ইবনুল মাওয়াক বলেছেন: যেভাবে আল-গাস্সানী হাকিমের কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইয়ায তাকে অনুসরণ করেছেন

[تدريب الراوي]

وَعِيْذُهُ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُمَا أَنَّهُمَا صَرَّحَا بِذَلِكَ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا خَارِجًا عَنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَائِلُ ذَلِكَ عَرَفَهُ مِنْ مَذْهَبَيْهِمَا بِالتَّصْفُحِ لِيَتَصَرَّفَ فِي كِتَابَيْهِمَا فَلَمْ يُصَبْ؛ لِأَنَّ الْأُمْرَيْنِ مَعًا فِي كِتَابَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ أَكْثَرِيًّا فِي كِتَابَيْهِمَا فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى كَوْنِهِمَا اشْتِرَاطًا، وَلَعَلَّ وُجُودَ ذَلِكَ أَكْثَرِيًّا إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، أَكْثَرُ مِمَّنْ لَمْ يَرَوْهُ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الرُّوَاةِ مُطْلَقًا، لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ خَرَجَ لَهُ مِنْهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ إِزَامُهُمَا هَذَا الشَّرْطَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ عَنْهُمَا ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ إِخْلَالِهِمَا بِهِ. لِأَنَّهُمَا إِذَا صَحَّ عَنْهُمَا اشْتِرَاطُ ذَلِكَ كَانَ فِي إِخْلَالِهِمَا بِهِ دَرَكٌ، عَلَيْهِمَا.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا كَلَامٌ مَقْبُولٌ وَبَحْثٌ قَوِيٌّ.

وَقَالَ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ مُنْتَقَضًا فِي حَقِّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَخْرَجَ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّ مَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ حَدِيثٌ أَصْلٍ مِنْ رِوَايَةٍ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ فَقَطْ.

وَقَالَ الْحَازِمِيُّ مَا حَاصِلُهُ: شَرْطُ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُخْرَجَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِالثِّقَاتِ الْمُتَقِينِ الْمُلَازِمِينَ لِمَنْ أَخَذُوا عَنْهُ مُلَازِمَةً طَوِيلَةً، وَأَنَّهُ قَدْ يُخْرَجُ أَحْيَانًا عَنْ أَعْيَانِ الطَّبَقَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ فِي الْإِثْقَانِ وَالْمُلَازِمَةِ لِمَنْ رَوَوْا عَنْهُ، فَلَمْ يَلْزَمُوهُ إِلَّا مُلَازِمَةً يَسِيرَةً، وَشَرْطُ مُسْلِمٍ أَنْ يُخْرَجَ حَدِيثُ هَذِهِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ يُخْرَجُ حَدِيثٌ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ غَوَائِلِ الْجَرَحِ، إِذَا كَانَ طَوِيلَ الْمُلَازِمَةِ لِمَنْ أَخَذَهُ عَنْهُ، كَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَأَيُّوبَ.

এবং অন্যান্যরা সুস্পষ্ট নয়, এবং আমি এমন কাউকে জানি না যে তাদের উভয়ের থেকে বর্ণনা করেছে যে তারা এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, আর এর অস্তিত্ব তাদের উভয়ের কিতাবেও নেই, বা তাদের কিতাবদ্বয়ের বাইরেও নয়। যদি এ কথা বলার ব্যক্তি তাদের কর্মপদ্ধতি থেকে তাদের উভয়ের কিতাবে তাদের ব্যবহারের পর্যালোচনার মাধ্যমে তা জেনে থাকে, তবে সে ভুল করেছে; কারণ উভয় বিষয়ই তাদের উভয়ের কিতাবে বিদ্যমান। আর যদি সে তা তাদের উভয়ের কিতাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকার কারণে গ্রহণ করে থাকে, তবে এতে তাদের উভয়ের শর্তারোপের কোনো প্রমাণ নেই। এবং সম্ভবত এর সংখ্যাগরিষ্ঠ উপস্থিতি এই কারণেই যে, যার থেকে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের থেকে অধিক যার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন বর্ণনা করেছেন, সাধারণভাবে; সহীহাইন-এ যাদের হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের অনুপাতের দিক থেকে নয়। আর এটা ন্যায়সঙ্গত নয় যে, তাদের উভয়ের উপর এই শর্ত আরোপ করা হবে, যখন তাদের থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ তাদের দ্বারা এর লঙ্ঘন বিদ্যমান। কারণ যদি তাদের থেকে এই শর্তারোপ প্রমাণিত হয়, তবে তাদের দ্বারা এর লঙ্ঘনে তাদের উপর দায় বর্তাবে।

শাইখুল ইসলাম বলেন: এটি একটি গ্রহণযোগ্য বক্তব্য এবং শক্তিশালী আলোচনা।

এবং তিনি (শাইখুল ইসলাম) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যার ভূমিকায় বলেছেন: হাকিম যা উল্লেখ করেছেন, যদিও তা কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ, যাদের হাদীস তিনি গ্রহণ করেছেন, তবে তা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, কিতাবে এমন কোনো মূল হাদীস নেই যা শুধুমাত্র একজন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এবং হাযিমী যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো: বুখারীর শর্ত হলো যে, তিনি এমন হাদীস গ্রহণ করবেন যার সনদ নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় এবং যারা তাদের শাইখের সাথে দীর্ঘকাল ধরে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন তাদের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন। আর কখনও কখনও তিনি এমন ব্যক্তিদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেন যারা দৃঢ়তা ও শাইখের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই স্তরের পরবর্তী স্থানে রয়েছেন, অর্থাৎ যারা তাদের শাইখের সাথে স্বল্প সময়ের জন্য সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আর মুসলিমের শর্ত হলো এই দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রহণ করা, এবং তিনি কখনও কখনও এমন ব্যক্তির হাদীসও গ্রহণ করেন যিনি ‘জারহ’ (ত্রুটি)-এর বিপদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন, যদি তিনি যার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তার সাথে দীর্ঘকাল ধরে সম্পর্কযুক্ত থাকেন, যেমন হাম্মাদ ইবনে সালামাহর ক্ষেত্রে সাবিত আল-বুনানী ও আইয়ুবের সূত্রে।

[تدريب الراوي]

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ عَلَى شَرْطِهَا: أَنْ يَكُونَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ فِي كِتَابَيْهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا شَرْطٌ فِي كِتَابَيْهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ، حَيْثُ قَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: أَوَدَعَهُ مَا لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رَأَاهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ أَخْرَجَا عَنْ رُوَاتِهِ فِي كِتَابَيْهَا.

قَالَ: وَعَلَى هَذَا عَمِلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، فَإِنَّهُ يَنْقُلُ عَنِ الْحَاكِمِ تَصْحِيحَهُ لِحَدِيثٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ مَثَلًا، ثُمَّ يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ فِيهِ فُلَانًا وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُ الْبُخَارِيُّ، وَكَذَا فَعَلَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُسْتَدْرَكِ.

قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِجَيِّدٍ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ صَرَّحَ فِي خُطْبَةِ الْمُسْتَدْرَكِ بِخِلَافِ مَا فَهِمُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثِ رُوَاتِهَا ثِقَاتٌ قَدْ احْتَجَّ بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا.

فَقَوْلُهُ: بِمِثْلِهَا، أَيُّ بِمِثْلِ رُوَاتِهَا، لَا بِهِمْ أَنْفُسِهِمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِمِثْلِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ مِثْلَهَا إِذَا كَانَتْ بِنَفْسِ رُوَاتِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ.

قَالَ: وَتَحْقِيقُ الْبِثْلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِثْلَ مَنْ خُرِجَ عَنْهُ فِيهِ، أَوْ أَعْلَى مِنْهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَتُعْرَفُ الْبِثْلِيَّةُ عِنْدَهُمَا إِمَّا بِنَصِّهَا عَلَى أَنَّ فُلَانًا مِثْلُ فُلَانٍ، أَوْ أَرْفَعُ مِنْهُ، وَقَلْبًا يُوْجَدُ ذَلِكَ، وَإِمَّا بِالْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ، كَأَنَّهُ يَقُولَانِ فِي بَعْضٍ مِنَ احْتِجَا بِهِ: ثِقَةٌ أَوْ ثَبَّتْ أَوْ صَدُوقٌ أَوْ لَا

-

[তাদরীবুর রাবী]

আর গ্রন্থকার বলেছেন: তাদের উক্তি 'তাদের শর্তানুযায়ী' এর উদ্দেশ্য হলো: এর ইসনাদের বর্ণনাকারীগণ তাদের উভয় গ্রন্থে থাকতে হবে; কারণ, তাদের উভয় গ্রন্থে বা অন্য কোথাও তাদের কোনো নির্দিষ্ট শর্ত নেই।

আল-ইরাকী বলেছেন: এই কথা তিনি ইবনুল সালাহ থেকে গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি আল-মুস্তাদরাক সম্পর্কে বলেছেন: 'তিনি তাতে এমন কিছু সন্নিবেশিত করেছেন যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর কোনোটিতে নেই, অথচ তিনি সেগুলোকে শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্তানুযায়ী মনে করেছেন, এবং তারা তার বর্ণনাকারীদের থেকে তাদের উভয় গ্রন্থে হাদীস সংকলন করেছেন।'

তিনি বলেছেন: আর এর উপর ভিত্তি করেই ইবনু দাকীকুল ঈদ আমল করেছেন, কেননা, তিনি হাকিমের একটি হাদীসকে সহীহ বলা, যা উদাহরণস্বরূপ বুখারীর শর্তানুযায়ী, তা উল্লেখ করেন, তারপর তার উপর আপত্তি তোলেন এই বলে যে, তাতে অমুক ব্যক্তি আছেন যার থেকে বুখারী (হাদীস) সংকলন করেননি, আর এভাবেই যাহাবীও মুখতাসারুল মুস্তাদরাকে করেছেন।

তিনি বলেছেন: আর এটি তাদের থেকে সঠিক হয়নি, কারণ, হাকিম আল-মুস্তাদরাকের ভূমিকায় তারা যা বুঝেছেন তার বিপরীত স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি বলেছেন: 'আমি আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করছি এমন হাদীস সংকলনের জন্য যার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, আর শায়খাইন বা তাদের কোনো একজন তাদের (অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের) মতো লোকদের থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন।'

সুতরাং, তার উক্তি: 'তাদের মতো', অর্থাৎ তাদের বর্ণনাকারীদের মতো, স্বয়ং তাদের থেকে নয়, আর সম্ভবত এর দ্বারা সেসব হাদীসের মতো বোঝানো হয়েছে, তবে তা কেবল তখনই তাদের মতো হবে যখন তা একই বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হবে, আর এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।

তিনি বলেছেন: আর সাদৃশ্যের (মিছলিয়াত) বাস্তবতা হলো, সহীহ গ্রন্থে যাদের থেকে হাদীস সংকলন করা হয়নি তাদের কেউ এমন হতে হবে যারা সহীহ গ্রন্থে যাদের থেকে সংকলন করা হয়েছে তাদের মতো, অথবা শায়খাইন-এর নিকট তাদের চেয়ে উচ্চতর, আর তাদের উভয়ের নিকট সাদৃশ্যতা (মিছলিয়াত) নির্ধারিত হয় হয় তাদের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা যে, অমুক ব্যক্তি

অমুক ব্যক্তির মতো বা তার চেয়ে উচ্চতর, তবে এমনটি খুব কমই পাওয়া যায়, অথবা তা'দিলের স্তর নির্দেশকারী শব্দাবলী দ্বারা, যেমন তারা (শায়খাইন) যাদের থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন তাদের কারো কারো সম্পর্কে বলেন: 'ছিকাহ' (নির্ভরযোগ্য), অথবা 'ছাবত' (সুদৃঢ়), অথবা 'সাদূক' (সত্যবাদী) অথবা না

(ص: 138) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

بَأْسٍ بِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ أَلْفَاظِ التَّعْدِيلِ، ثُمَّ يُوجَدُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ فِي بَعْضٍ مَنْ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا، فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُمَا فِي رُتْبَةٍ مَنْ احْتَجَّ بِهِ؛ لِأَنَّ مَرَاتِبَ الرُّوَاةِ مَعْيَارٌ مَعْرِفَتِهَا أَلْفَاظُ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ. قَالَ: وَلَكِنْ هُنَا أَمْرٌ فِيهِ غُمُوضٌ لَا بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَكْتَفُونَ فِي التَّصْحِيحِ بِمَجَرَّدِ حَالِ الرَّاوي فِي الْعَدَالَةِ وَالِاتِّصَالِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى غَيْرِهِ، بَلْ يَنْظُرُونَ فِي حَالِهِ مَعَ مَنْ رَوَى عَنْهُ فِي كَثْرَةِ مُلَازِمَتِهِ لَهُ أَوْ قِلَّتِهَا، أَوْ كَوْنِهِ فِي بَلَدِهِ مُبَارِسًا لِحَدِيثِهِ، أَوْ غَرِيبًا مِنْ بَلَدٍ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ، وَهَذِهِ أُمُورٌ تَظْهَرُ بِتَصَفُّحِ كَلَامِهِمْ وَعَمَلِهِمْ فِي ذَلِكَ. انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مَا اعْتَرَضَ بِهِ شَيْخُنَا عَلَى ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَالذَّهَبِيِّ لَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ اسْتَعْمَلَ لَفْظَةً مِثْلَ فِي أَعَمَّ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ، دَلَّ عَلَى ذَلِكَ صَنِيعُهُ، فَإِنَّهُ تَارَةً يَقُولُ: عَلَى شَرْطِهَا، وَتَارَةً عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَتَارَةً عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَتَارَةً صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَا يَعْزُوهُ لِأَحَدِهِمَا. وَأَيْضًا فَلَوْ قَصَدَ بِكَلِمَةٍ (مِثْلَ) مَعْنَاهَا الْحَقِيقِي حَتَّى يَكُونَ الْمُرَادُ، وَاحْتَجَّ بِغَيْرِهَا مِمَّنْ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ

مِثْلُ مَا فِي الرُّوَاةِ الَّذِينَ خَرَجَا عَنْهُمْ، لَمْ يَقُلْ قَطُّ: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، فَإِنَّ شَرْطَ مُسْلِمٍ دُونَهُ، فَمَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهَا؛ لِأَنَّهُ حَوَى شَرْطَ مُسْلِمٍ وَزَادَ. قَالَ: وَوَرَاءَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ مُلَفَّقٍ مِنْ رَجَالِهَا كَسِبَاكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسِبَاكَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَقَطُّ، وَعِكْرِمَةُ انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى شَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَأَدَقُّ مِنْ هَذَا أَنْ يُرْوِيَ عَنْ أَنَسٍ ثِقَاتٍ ضَعُفُوا فِي أَنَسٍ مَخْصُوصِينَ، مِنْ غَيْرِ حَدِيثٍ

[তাদরিবুর রাবী]

তার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই, অথবা তা'দিলের (বর্ণনাকারীর যোগ্যতা নির্ধারণের) অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে এমনও পাওয়া যায় যে, তারা তাদের উভয় কিতাবে যাদেরকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেননি, তাদের কারো কারো সম্পর্কে এমন বা এর চেয়েও উচ্চ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, তাদের মতে সে তাদের দ্বারা গৃহীত বর্ণনাকারীদের সমপর্যায়ের; কারণ বর্ণনাকারীদের স্তর নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো জারহ (দোষারোপ) ও তা'দিলের (প্রশংসা) শব্দাবলি।

তিনি বলেন: কিন্তু এখানে একটি অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, যার প্রতি ইঙ্গিত করা আবশ্যিক। আর তা হলো, তারা সহীহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) ও ইত্তিসাল (সংযুক্ত সনদ) এর অবস্থার উপরই শুধু নির্ভর করেন না, বরং অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করেন। বরং তারা সেই ব্যক্তির সাথে তার অবস্থা দেখেন যার কাছ থেকে সে বর্ণনা করেছে – তার সাথে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গ বা তার স্বল্পতা, অথবা তার নিজ শহরে তার হাদীস চর্চা করা, অথবা যার কাছ থেকে গ্রহণ করেছে তার শহর থেকে অপরিচিত হওয়া। এই বিষয়গুলো তাদের বক্তব্য ও কর্ম পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার বক্তব্য শেষ হলো।

শায়খুল ইসলাম বলেন: আমাদের শায়খ ইবনে দাকীকুল ঈদ ও যাহাবীর উপর যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তা যথার্থ নয়; কারণ হাকিম ‘মিছল’ (মতো/অনুরূপ) শব্দটি ইসনাদ (সনদ) ও মাতন (মূল পাঠ) উভয় ক্ষেত্রে এর আক্ষরিক ও রূপক অর্থের চেয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তার কাজই এর প্রমাণ, কেননা তিনি কখনো বলেন: ‘তাদের উভয়ের শর্তানুযায়ী’,

আবার কখনো ‘বুখারীর শর্তানুযায়ী’, আবার কখনো ‘মুসলিমের শর্তানুযায়ী’, এবং কখনো ‘সহীহুল ইসনাদ’ (সনদ সহীহ) বলেন, অথচ তা তাদের দুজনের কারো প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেন না। উপরন্তু, যদি তিনি ‘মিছল’ শব্দের দ্বারা এর আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য করতেন, এবং এমন অন্য বর্ণনাকারীদের দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন যাদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান যা তারা যাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ছিল, তাহলে তিনি কখনোই বলতেন না: ‘বুখারীর শর্তানুযায়ী’, কারণ মুসলিমের শর্ত তার (বুখারীর) নিচে। সুতরাং যা বুখারীর শর্তানুযায়ী ছিল, তা তাদের উভয়ের শর্তানুযায়ীও বটে; কারণ তিনি (বুখারী) মুসলিমের শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করে অতিরিক্তও গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন: এবং এ সবকিছুর উর্ধ্বে হলো এমন ইসনাদে বর্ণনা করা যা তাদের উভয়ের বর্ণনাকারীদের থেকে মিশ্রিত, যেমন সিমাক ইকরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে। সিমাক কেবল মুসলিমের শর্তানুযায়ী, আর ইকরামা এককভাবে বুখারী বর্ণনা করেছেন। এবং সত্য হলো, এটি তাদের দুজনের কারোরই শর্তানুযায়ী নয়।

এবং এর চেয়েও সূক্ষ্ম হলো, যখন তারা উভয় (বুখারী ও মুসলিম) এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করেন যাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুর্বল গণ্য করা হয়েছে, হাদিসের বাইরে

(ص: 139) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الَّذِينَ ضَعُفُوا فِيهِمْ، فَيَجِيءُ عَنْهُمْ حَدِيثٌ مِنْ طَرِيقٍ مَنْ ضَعُفُوا فِيهِ، بِرَجَالٍ كُلُّهُمْ فِي الْكِتَابَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَنَسَبَتْهُ أَنَّهُ عَلَى شَرْطٍ مَنْ خَرَجَ لَهُ غَلَطٌ، كَأَن يُقَالَ فِي هُشَيْمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: كُلٌّ مِنْ هُشَيْمٍ وَالزُّهْرِيِّ أَخْرَجَا لَهُ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا، فَيُقَالُ: بَلْ لَيْسَ عَلَى شَرْطٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا أَخْرَجَا لَهُشَيْمٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، فَإِنَّهُ ضَعُفَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ رَحَلَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ مِنْهُ عَشْرِينَ حَدِيثًا، فَلَقِيَهُ صَاحِبٌ لَهُ وَهُوَ رَاجِعٌ فَسَأَلَهُ

رَوَايَتُهُ، وَكَانَ ثَمَّ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَذَهَبَتْ بِالْأَوْرَاقِ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ، فَصَارَ هُشِيمٌ يُحَدِّثُ
بِمَا عَلِقَ مِنْهَا بِذِهْنِهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَتَقَنَّ حِفْظَهَا فَوَهَمَ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا، ضَعُفَ فِي الزُّهْرِيِّ
بِسَبَبِهَا.

وَكَذَا هَبَّامٌ ضَعِيفٌ فِي ابْنِ جُرَيْجٍ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَخْرَجَا لَهُ، لَكِنْ لَمْ يُخْرِجَا لَهُ عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ شَيْئًا، فَعَلَى مَنْ يَعْزُو إِلَى شَرْطِهَا أَوْ شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسُوقَ ذَلِكَ
السَّنَدَ بِنَسَقِ رِوَايَةٍ مَنْ نُسِبَ إِلَى شَرْطِهِ وَلَوْ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ.
وَكَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: مَنْ حَكَّمَ لِشَخْصٍ بِجَرَدِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْهُ فِي
صَحِيحِهِ بِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ فَقَدْ غَفَلَ وَأَخْطَأَ، بَلْ ذَلِكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النَّظَرِ فِي
كَيْفِيَّةِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَعَلَى أَيِّ وَجْهِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ.

- 1

[تَنْبِيْهُ]

أَلْفَ الْحَازِمِيِّ كِتَابًا فِي شُرُوطِ الْأَيْمَةِ ذَكَرَ فِيهِ شَرْطَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهَا فَقَالَ:

[তারবীবুর রাবী]

যারা তাদের সম্পর্কে দুর্বল ঘোষিত হয়েছেন, সুতরাং তাদের থেকে এমন হাদীস আসে, যা সেই ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যার ব্যাপারে (তারা) দুর্বল ঘোষিত হয়েছেন; এমন পুরুষদের দ্বারা, যাদের সকলেই দুই কিতাব (বুখারী ও মুসলিম) বা তাদের একটিতে বিদ্যমান। অতঃপর একে বর্ণনাকারীর (যিনি হাদীস সংকলন করেছেন) শর্তের উপর আরোপ করা ভুল। যেমন হুশায়ম সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলা হয়: হুশায়ম এবং যুহরী উভয়েই তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সুতরাং এটি তাদের উভয়ের শর্ত মোতাবেক। তখন বলা হবে: বরং এটি তাদের কোনো একজনের শর্ত মোতাবেকও নয়; কারণ তারা উভয়ে যুহরীর হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীসে হুশায়মের থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (হুশায়ম) যুহরীর হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ঘোষিত হয়েছেন; কারণ তিনি তাঁর (যুহরীর) নিকট সফর করে যান এবং তাঁর থেকে বিশটি হাদীস গ্রহণ করেন। অতঃপর ফেরার পথে তার এক সাথীর সাথে তার দেখা হয় এবং সে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতে বলে। সেখানে প্রচণ্ড বাতাস ছিল, যা লোকটির হাত

থেকে পাতাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলে হুশায়ম তার স্মৃতিতে যা অবশিষ্ট ছিল তা থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি সেগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করতে পারেননি, ফলে সেগুলোর কিছু বিষয়ে ভুল করেছেন। এই কারণে যুহরীর হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল বিবেচিত হয়েছেন।

অনুরূপভাবে, হাম্মাম ইবনু জুরাইজ থেকে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, যদিও তাদের উভয়ই তার থেকে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইবনু জুরাইজ থেকে তার (হাম্মামের) কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। সুতরাং যারা তাদের উভয়ের শর্তের উপর অথবা তাদের কোনো একজনের শর্তের উপর (হাদীস) আরোপ করে, তাদের উচিত সেই সনদকে সেই ব্যক্তির বর্ণনার ধারায় উল্লেখ করা যার শর্তের সাথে তা সম্পর্কিত, এমনকি যদি তা তার গ্রন্থের (কিতাবের) কোনো এক স্থানেও থাকে।

অনুরূপভাবে ইবনুস সালাহ 'শারহ মুসলিম' গ্রন্থে বলেছেন: যে ব্যক্তি সহীহ মুসলিমে মুসলিমের তার থেকে বর্ণনা করার কারণে কোনো ব্যক্তিকে 'সহীহ'র শর্তভুক্ত বলে রায় দেয়, সে গাফিলতি করেছে এবং ভুল করেছে। বরং এটি নির্ভর করে মুসলিম কিভাবে তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন পদ্ধতিতে তার উপর নির্ভর করেছেন তা পরীক্ষা করার উপর।

1 -

[পরিশিষ্ট]

আল-হাযিমী 'শুরুতুল আইম্মাহ' (ইমামদের শর্তাবলী) শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্যদের শর্তের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

(ص: 140) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

مَذْهَبُ مَنْ يُخْرِجُ الصَّحِيحَ أَنْ يَعْتَبِرَ حَالَ الرَّاوي الْعَدْلَ فِي مَشَايِخِهِ وَفِي مَنْ رَوَى عَنْهُمْ وَهُمْ ثِقَاتٌ أَيْضًا، وَحَدِيثُهُ عَنْ بَعْضِهِمْ صَحِيحٌ ثَابِتٌ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ، وَعَنْ

بَعْضُهُمْ مَدْخُولٌ لَا يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ إِلَّا فِي الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ، وَهَذَا بَابٌ فِيهِ غُضُّ، وَطَرِيقُهُ مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ عَنْ رَاوِي الْأَصْلِ وَمَرَاتِبِ مَدَارِكِهِمْ.

وَلِنُوضِحِ ذَلِكَ بِمِثَالٍ: وَهُوَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ مِثْلًا عَلَى خَمْسِ طَبَقَاتٍ وَلِكُلِّ طَبَقَةٍ مِنْهَا مَزِيَّةٌ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا وَتَفَاوُتٌ: فَمَنْ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى فَهِيَ الْغَايَةُ فِي الصِّحَّةِ، وَهُوَ غَايَةُ مَقْصِدِ الْبُخَارِيِّ، كَمَا لِكَ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَيُونُسَ وَعُقَيْلَ الْأَيْلِيِّينَ وَجَمَاعَةً.

وَالثَّانِيَةُ شَارَكَتِ الْأُولَى فِي الْعَدَالَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْأُولَى جَمَعَتْ بَيْنَ الْحِفْظِ وَالْإِثْقَانِ وَبَيْنَ طُولِ الْمَلَازِمَةِ لِلزُّهْرِيِّ بِحَيْثُ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُلَازِمُهُ فِي السَّفَرِ وَيُلَازِمُهُ فِي الْحَضَرِ كَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ.

وَالثَّانِيَةُ لَمْ تُلَازِمِ الزُّهْرِيَّ إِلَّا مُدَّةً يَسِيرَةً، فَلَمْ تُمَارِسْ حَدِيثَهُ وَكَانُوا فِي الْإِثْقَانِ دُونَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، كَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ وَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ السُّلَمِيِّ وَزَمَعَةَ بْنِ صَالِحِ الْمَكِّيِّ وَهُمْ شَرُطُ مُسْلِمٍ.

وَالثَّانِيَةُ: جَمَاعَةٌ لَزِمُوا الزُّهْرِيَّ مِثْلَ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْلَمُوا مِنْ غَوَائِلِ الْجَرَحِ، فَهُمْ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ، كَمَعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدِّيقِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى الْكَلْبِيِّ، وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، وَهُمْ شَرُطُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ.

[তাদরিবুর রাবী]

সহীহ হাদীস সংকলনকারীদের পদ্ধতি হলো, ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীর (রাবী আল-আদল) অবস্থা তার উস্তাদদের ক্ষেত্রে এবং যাদের থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, যারা নির্ভরযোগ্য, তাদের ক্ষেত্রেও বিবেচনা করা। তাদের কারো কারো থেকে বর্ণিত তার হাদীস সহীহ ও সুপ্রতিষ্ঠিত যা তাকে অবশ্যই সংকলন করতে হবে। আর কারো কারো থেকে বর্ণিত হাদীস ত্রুটিযুক্ত ('মাদখুল'), যা কেবল 'শাওয়াহিদ' (সমর্থক বর্ণনা) ও 'মুতাবাআত' (অনুসরণমূলক বর্ণনা)-এর ক্ষেত্রেই সংকলন করা সঠিক। এটি একটি জটিল বিষয়। এর পদ্ধতি হলো মূল

বর্ণনাকারীর থেকে বর্ণনা করা রাবীদের স্তর (তাবাকাত) এবং তাদের উপলব্ধির পর্যায় (মারাতীব মাদারেকিহিম) জানা।

আমরা এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করব। আর তা হলো, আপনি জেনে রাখুন যে, উদাহরণস্বরূপ, ইমাম যুহরী (রাহ.)-এর ছাত্ররা পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। এবং প্রতিটি স্তরেরই তার পরবর্তী স্তরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্য রয়েছে। যারা প্রথম স্তরে ছিলেন, তাদের বর্ণনা সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এবং এটিই ইমাম বুখারীর (রাহ.) চূড়ান্ত লক্ষ্য। যেমন: মালেক, ইবনে উয়াইনাহ, ইউনুস ও উকাইল আল-আইলিয়ি এবং একটি দল।

দ্বিতীয় স্তরটি প্রথম স্তরের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতায় ('আদালাহ') অংশীদার ছিল। তবে প্রথম স্তরটি স্মৃতিশক্তি (হিফজ), পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা (ইতকান) এবং ইমাম যুহরীর (রাহ.) দীর্ঘ সাহচর্যের (মূল-লাযামাহ) সমন্বয় ঘটিয়েছিল; এমনভাবে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সফর ও আবাসে (যুহরীর) সঙ্গ দিতেন। যেমন: লাইস ইবনে সা'দ, আওয়াযী ও নু'মান ইবনে রাশিদ।

এবং দ্বিতীয় স্তরটি ইমাম যুহরীর (রাহ.) সাহচর্য কেবল স্বল্প সময়ের জন্য লাভ করেছিল। ফলে তারা তার হাদীসের চর্চা তেমন করতে পারেনি। আর তারা পূর্ণাঙ্গ দক্ষতার (ইতকান) দিক থেকে প্রথম স্তরের নিচে ছিল। যেমন: জাফর ইবনে বুরকান, সুফিয়ান ইবনে হুসাইন আস-সুলামী ও যামা'আ ইবনে সালিহ আল-মাক্কী। এরা ইমাম মুসলিমের (রাহ.) শর্তাধীন।

আর দ্বিতীয় স্তর হলো একদল লোক যারা প্রথম স্তরের লোকদের মতো ইমাম যুহরীর (রাহ.) সাহচর্য লাভ করেছিলেন, তবে তারা জুরহের (ত্রুটির) বিপদ থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই তারা প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণযোগ্যতার (মধ্যে) ছিলেন। যেমন: মু'আবিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আস-সাদাফী, ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া আল-কালবী ও মুছান্না ইবনে আস-সাব্বাহ। এরা ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈর (রাহ.) শর্তাধীন।

(ص: 141) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَإِذَا قَالُوا: صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صَحِّحَةٍ فَمُرَادُهُمْ اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ مَا رَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصَحِّحَتِهِ وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ. وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ. فَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرَ.

[تدريب الراوي]

وَالرَّابِعَةُ: قَوْمٌ شَارَكُوا الثَّالِثَةَ فِي الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَتَفَرَّدُوا بِقِلَّةِ مُبَارَسَتِهِمْ لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلَازِمُوهُ كَثِيرًا، وَهُمْ شَرْطُ التَّزْمِيدِ. وَالْخَامِسَةُ: نَفَرٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ يُخْرِجُ الْحَدِيثَ عَلَى الْأَبْوَابِ أَنْ يُخْرِجَ حَدِيثَهُمْ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِعْتِبَارِ وَالِاسْتِشْهَادِ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَمَنْ دُونَهُ، فَأَمَّا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فَلَا.

[قولهم صحيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ]

(وَإِذَا قَالُوا: صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ فَمُرَادُهُمْ اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ) لَا اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ اتِّفَاقِهَا اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ لِتَلَقِّيهِمْ لَهُ بِالْقَبُولِ.

(وَذَكَرَ الشَّيْخُ) يَعْنِي ابْنَ الصَّلَاحِ (أَنَّ مَا رَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ فِيهِ)، قَالَ: خِلَافًا لِمَنْ نَفَى ذَلِكَ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّمَا تَلَقَّيْتُمُ الْأُمَّةَ بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ. وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ. قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى هَذَا وَأَحْسِبُهُ قَوِيًّا. ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّ الَّذِي اخْتَرَنَاهُ أَوَّلًا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ ظَنَّنَ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَا لَا يُخْطِئُ، وَالْأُمَّةُ فِي إِجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنَ الْخَطَا وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْإِجْتِهَادِ حُجَّةً مَقْطُوعًا بِهَا.

এবং যখন তারা বলে: সহীহুন মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত সহীহ) অথবা 'তার বিশুদ্ধতার উপর (ঐকমত্য)', তখন তাদের উদ্দেশ্য হলো শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর ঐকমত্য। এবং শায়খ উল্লেখ করেছেন যে, যা তারা উভয়ে অথবা তাদের একজন বর্ণনা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ এবং তাতে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়।

তবে মুহাক্কিকগণ (গবেষকবৃন্দ) ও অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁর বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন: তা (হাদীস) কেবল অনুমান (ধারণা) প্রদান করে, যতক্ষণ না তা মুতাওয়াতির হয়।

[তাদরীবুর রাবী]

আর চতুর্থ প্রকার: একদল লোক যারা তৃতীয় প্রকারের সাথে জারহ ও তা'দীল (হাদীস বর্ণনাকারীর সমালোচনা ও সমর্থন)-এ অংশীদার, তবে তারা যুহরীর হাদীস চর্চায় তাদের স্বল্পতার কারণে একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; কারণ তারা তাকে (যুহরীকে) খুব বেশি সঙ্গ দেননি। আর তারা ইমাম তিরমিযীর শর্তভুক্ত।

আর পঞ্চম প্রকার: দুর্বল ও মাজহুল (অজ্ঞাতপরিচয়) কিছু লোক, যারা অধ্যায়ভিত্তিক হাদীস সংকলন করেন, তাদের জন্য তাদের (দুর্বল ও অজ্ঞাতপরিচয় বর্ণনাকারীদের) হাদীস সংকলন করা জায়েজ নয়, শুধুমাত্র ই'তিবার (সমর্থনমূলক বিবেচনা) ও ইস্তিশহাদ (প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন) এর উদ্দেশ্যে ছাড়া, (এ বিধান প্রযোজ্য) আবু দাউদ ও তাঁর নিম্নস্তরের মুহাদিসগণের ক্ষেত্রে। কিন্তু শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর নিকট তা (জায়েজ) নয়।

[তাদের উক্তি: সহীহুন মুত্তাফাকুন আলাইহি অথবা 'তার বিশুদ্ধতার উপর (ঐকমত্য)'] (এবং যখন তারা বলে: সহীহুন মুত্তাফাকুন আলাইহি অথবা 'তার বিশুদ্ধতার উপর (ঐকমত্য)', তখন তাদের উদ্দেশ্য হলো শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর ঐকমত্য) উম্মাহর (মুসলিম সমাজের) ঐকমত্য নয়। ইবনুস সালাহ বলেছেন: তবে তাদের দুজনের ঐকমত্য থেকে উম্মাহর ঐকমত্য অনিবার্য হয়, কারণ উম্মাহ তা গ্রহণ করে নিয়েছে।

(এবং শায়খ) অর্থাৎ ইবনুস সালাহ (উল্লেখ করেছেন যে, যা তারা উভয়ে অথবা তাদের একজন বর্ণনা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ এবং তাতে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়)। তিনি বলেছেন: যারা এটি অস্বীকার করে তাদের বিপরীতে, এই যুক্তি দেখিয়ে যে, তা (হাদীস) কেবল অনুমান (ধারণা) প্রদান করে এবং উম্মাহ তা কেবল এই জন্য গ্রহণ করেছে যে, তাদের জন্য অনুমান (ধারণা) অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। আর অনুমান ভুলও হতে পারে।

তিনি (ইবনুস সালাহ) বলেছেন: আমি এই মতের দিকে ঝুঁকেছিলাম এবং এটিকে শক্তিশালী মনে করতাম। অতঃপর আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, প্রথমত আমরা যা বেছে নিয়েছিলাম, সেটাই সঠিক; কারণ যিনি ভুলের উর্ধ্বে (মাসুম), তার অনুমান ভুল হয় না, আর উম্মাহ তাদের

ইজমা (একমত্য)-এর ক্ষেত্রে ভুলের উর্ধ্বে (মাসুম)। আর এই কারণেই ইজতিহাদের (গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ইজমা একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ।

(ص: 142) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَوْ حَلَفَ إِنْسَانٌ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ: أَنَّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَلْزَمْتُهُ الطَّلَاقَ، لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِحَّتِهِ.

قَالَ: وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، إِنَّهُ لَا يَحْنُثُ وَلَوْ لَمْ يُجْمَعْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صِحَّتِهَا، لِلشَّكِّ فِي الْحَنْثِ، فَإِنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثٍ لَيْسَ هَذِهِ صِفَتُهُ لَمْ يَحْنُثْ، وَإِنْ كَانَ رِوَاؤُهُ فُسْأَقًا.

فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُضَافَ إِلَى الْإِجْمَاعِ هُوَ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْحَنْثِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّكِّ فَعَدَمُ الْحَنْثِ مُحْكَمٌ بِهِ ظَاهِرًا مَعَ احْتِمَالِ وَجُودِهِ بَاطِنًا حَتَّى تُسْتَحَبَّ الرَّجْعَةُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، فَقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرَ). قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنٌ لِلْأَحَادِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَتَلَقَّى الْأُمَّةَ بِالْقَبُولِ، إِنَّمَا أَفَادَ وَجُوبَ الْعَمَلِ بِمَا فِيهِمَا، مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى النَّظَرِ فِيهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِيهِ وَيُوجَدَ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحِيحِ، وَلَا يُلْزَمُ مِنْ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِيهِمَا إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْقَطْعِ بِأَنَّهُ كَلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: وَقَدْ اشْتَدَّ انْكَارُ ابْنِ بَرْهَانَ عَلَى مَنْ قَالَ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ، وَبَالَغَ فِي تَغْلِيظِهِ. انْتَهَى.

وَكَذَا عَابَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ هَذَا الْقَوْلَ. وَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ الْمُعْتَرِزَةِ

[তাদরীবুর রাবী]

ইমামুল হারামাইন বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের শপথ করে বলে যে, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ যা কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হিসেবে তারা (শাইখাইন) সহীহ বলে রায় দিয়েছেন, তাহলে আমি তার উপর তালাক আবশ্যক করতাম না, কারণ মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ এর বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

তিনি (ইমামুল হারামাইন) বলেন: যদি কেউ বলে যে, সে (শপথকারী) শপথ ভঙ্গকারী হবে না, যদিও মুসলিমগণ এর বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য না করে থাকেন, কারণ শপথ ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, (এবং এর কারণ হলো) যদি সে এ জাতীয় শপথ এমন কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে করে যা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, তাহলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না, যদিও এর বর্ণনাকারীগণ ফাসেক হয়।

এর জবাব হলো, ইজমার সাথে যা যুক্ত, তা হচ্ছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিক থেকে শপথ ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। কিন্তু সন্দেহের ক্ষেত্রে, প্রকাশ্যত শপথ ভঙ্গ না হওয়ার ফায়সালা দেওয়া হয়, তবে অপ্রকাশ্যত তা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমনকি (তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ক্ষেত্রে) রুজু (পুনরায় গ্রহণ) করা মুস্তাহাব হয়ে যায়।

গ্রন্থকার বলেন: (তবে মুহাক্কিকগণ ও অধিকাংশ উলামা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, এবং বলেছেন: যে হাদীস মুতাওয়াতির নয়, তা শুধু অনুমান বা ধারণার জন্ম দেয়)।

শারহে মুসলিম গ্রন্থে বলা হয়েছে: কারণ এটি আহাদ (একক সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের বৈশিষ্ট্য, এবং এই ক্ষেত্রে শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

উম্মাহর পক্ষ থেকে এগুলোকে গ্রহণ করা কেবল এই উপকার দেয় যে, এগুলোতে যা আছে, তার উপর আমল করা ওয়াজিব, তাতে পর্যালোচনা করার উপর নির্ভরশীল না হয়ে। এদের

(শাইখাইনের) গ্রন্থ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে বিপরীত। সেগুলোর উপর আমল করা যাবে না

যতক্ষণ না তাতে পর্যালোচনা করা হয় এবং সহীহ হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যায়। উম্মাহর

এগুলোতে যা আছে তার উপর আমল করার ইজমা থেকে এটা আবশ্যক হয় না যে, উম্মাহ এই

ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিশ্চিত বাণী।

তিনি (অর্থাৎ, শারহে মুসলিম-এর গ্রন্থকার) বলেন: ইবনে বুরহান শাইখের (ইমামুল হারামাইন) মত সমর্থনকারী ব্যক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছেন, এবং তাকে ভুল প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছেন। শেষ।

অনুরূপভাবে, ইবনে আব্দুস সালাম ইবনুল সালাহকে এই মতের জন্য দোষারোপ করেছেন। এবং বলেছেন: মুতাজিলাদের কিছু লোক

(ص: 143) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

يَرُونَ: أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا عَمِلَتْ بِحَدِيثٍ افْتَضَى ذَلِكَ الْقَطْعَ بِصَحَّتِهِ، قَالَ وَهُوَ مَذْهَبٌ رَدِيءٌ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مَبْنُوعٌ، فَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ الْحَفَاطِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، كَأبي إِسْحَاقَ وَأَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْرَازِيِّ، وَعَنِ السَّرْحَسِيِّ مِنَ الْخَنَفِيَّةِ، وَالْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَبِي يَعْلَى، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنِ فُورَكَ، وَكَثُرَ أَهْلُ الْكَلَامِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّةِ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً أَنَّهُمْ يَقْطَعُونَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، بَلْ بَالِغَ ابْنِ طَاهِرٍ الْمُقَدِّسِيِّ فِي صِفَةِ التَّصَوُّفِ، فَأَلْحَقَ بِهِ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهَا، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجَاهُ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ جِهَةِ الْأَكْثَرِينَ، أَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَلَا، فَقَدْ وَافَقَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَيْضًا مُحَقِّقُونَ.

وَقَالَ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ: الْخَبَرُ الْمُحْتَفُّ بِالْقَرَّائِنِ يُفِيدُ الْعِلْمَ خِلَافًا لِمَنْ أَبِي ذَلِكَ. قَالَ:
وَهُوَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِمَّا لَمْ يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ، فَإِنَّهُ احْتَفَّ
بِهِ قَرَّائِنٌ.

[তাদরিবুর রাবী]

তারা মনে করেন: যে উম্মাহ যখন কোনো হাদিস অনুযায়ী আমল করে, তখন তা এর নির্ভুলতার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান দেয়। তিনি (নববী) বলেন, এটি একটি দুর্বল মতবাদ। এবং বুলফ্রিনী বলেছেন: যা নববী, ইবনে আব্দুস সালাম এবং তাদের অনুসারীরা বলেছেন, তা অগ্রহণযোগ্য। কারণ কিছু পরবর্তীকালের হাফিযগণ ইবনুল সালাহ-এর মতাবলম্বী বেশ কয়েকজন শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যেমন আবু ইসহাক, আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনী, ক্বায়ী আবুতায়্যিব এবং শায়খ আবু ইসহাক আশ-শিরায়ী। এবং হানাফী মাযহাবের সারাখসী থেকে, মালিকী মাযহাবের ক্বায়ী আব্দুল ওয়াহাব থেকে, এবং হাম্বলী মাযহাবের আবু ইয়া'লা, আবুল খাত্তাব, ও ইবনুয যাগুনীর থেকে, এবং ইবনু ফুরক্ক এবং আশআরীয়া মাযহাবের অধিকাংশ আহলুল কালাম থেকে, এবং সর্বসম্মতিক্রমে আহলুল হাদিস (হাদিস বিশারদগণ) থেকে, এবং সাধারণভাবে সালাফদের মাযহাব হলো যে, তারা এমন হাদিসকে নিশ্চিত বলে গ্রহণ করেন যা উম্মাহ সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছে। বরং ইবনু তাহির আল-মাক্কাদিসী তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেছেন, এর সাথে এমন কিছু সংযুক্ত করেছেন যা (শাইখান) বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছিল, যদিও তারা তা তাদের কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

এবং শাইখুল ইসলাম (ইবনু তাইমিয়া) বলেছেন: নববী তাঁর 'শারহে মুসলিম'-এ যা উল্লেখ করেছেন, তা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে; কিন্তু মুহাক্কিকীন (গবেষকগণ) এমনটা বলেন না। কারণ ইবনুল সালাহ-এর সাথেও মুহাক্কিকীন একমত হয়েছেন।

এবং 'শারহুন নুখবাহ'-তে (ইবনু হাজার আল-আসকালানী) বলেছেন: ক্বারাইন (পারিপার্শ্বিক প্রমাণ) দ্বারা বেষ্টিত খবর (হাদিস) জ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যারা এটি প্রত্যাখ্যান করে তাদের মতের বিপরীতে। তিনি বলেছেন: এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়: এর মধ্যে একটি হলো যা শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন, যা তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছায়নি, কারণ এটি ক্বারাইন দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

[تدريب الراوي]

مِنْهَا: جَلَّالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا، وَتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَا لَا يَنْتَقِدُهُ أَحَدٌ مِنَ الْحَفَاطِ مِمَّا فِي الْكِتَابَيْنِ، وَبِمَا لَمْ يَقَعْ التَّجَادُزُ بَيْنَ مَدْلُوكَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابَيْنِ، حَيْثُ لَا تَرْجِيحُ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ الْمُتَنَاقِضَانِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ.

قَالَ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وَجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ مَبْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى وَجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ، وَلَوْ لَمْ يُخْرِجَاهُ، فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةٌ، فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ. قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الْمَزِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الصَّحِيحِ، قَالَ: وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ، الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ.

قَالَ: وَمِنْهَا الْمُسْلَسَلُ بِالْأَثْمَةِ الْحَفَاطِ الْمُتَقِنِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيبًا، كَحَدِيثِ يَرْوِيهِ أَحْمَدُ مَثَلًا وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ سَمَاعِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رَوَاتِهِ.

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

তন্মধ্যে রয়েছে: এই বিষয়ে তাঁদের (বুখারী ও মুসলিমের) উচ্চ মর্যাদা এবং অন্যদের তুলনায় সহীহকে (বিশুদ্ধ হাদীসকে) পৃথকীকরণে তাঁদের অগ্রবর্তিতা, এবং বিদ্বজ্জন কর্তৃক তাঁদের

উভয় গ্রন্থকে গ্রহণ করা। আর শুধুমাত্র এই গ্রহণই ইলম (জ্ঞান) প্রদানে, শুধু সেসব সনদের আধিক্য যা তাওয়াতুরের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি, তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী। তবে এটি কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা উভয় কিতাবে বিদ্যমান এবং হাফেজদের মধ্যে কেউই এর সমালোচনা করেননি; এবং যা উভয় কিতাবে বিদ্যমান, তার দুটি অর্থের মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি। যেহেতু পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয় একে অপরের উপর প্রাধান্য ব্যতিরেকে তাদের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারে না, তাই এখানে কোনো তারজীহ (প্রাধান্য) নেই। আর এ ব্যতীত যা আছে, সেগুলোর বিশুদ্ধতা স্বীকারের উপর ইজমা' (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত।

তিনি বলেন: আর এই উক্তি, যে বিদ্বানগণ শুধুমাত্র এর উপর আমল করার আবশ্যিকতার উপর একমত হয়েছেন, এর অর্থের বিশুদ্ধতার উপর নয়, তা প্রত্যাখ্যাত; কারণ তারা এমন প্রতিটি বিষয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছেন যা সহীহ, যদি তাঁরা (অর্থাৎ, শাইখাইন) তা সংকলন না-ও করে থাকেন। তাহলে এক্ষেত্রে সহীহাইন-এর (বুখারী ও মুসলিম-এর) কোনো বিশেষত্ব থাকে না। অথচ ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বিশুদ্ধতার দিক থেকে তাঁদের (উভয় সহীহের) একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

তিনি বলেন: এবং এটিও বলা যেতে পারে যে: উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁদের হাদীসগুলো সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ। তিনি বলেন: এবং তন্মধ্যে রয়েছে মাশহুর (সুপরিচিত) হাদীস, যার বিভিন্ন সনদ রয়েছে এবং যা রাবীদের দুর্বলতা ও ইল্লত (ত্রুটি) থেকে মুক্ত। আর যারা একে (মাশহুর হাদীসকে) তাত্ত্বিক জ্ঞান দানকারী বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উস্তাদ আবু মানসুর আল-বাগদাদী।

তিনি বলেন: এবং তন্মধ্যে রয়েছে মুসালসাল (ধারাবাহিক) হাদীস যা হাফেজ, সুদৃঢ় ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত, যদি তা গারীব (একক) না হয়। যেমন, একটি হাদীস যা ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন এবং ইমাম শাফিঈ থেকে অন্যরাও তাঁর সাথে শরীক হন, এবং ইমাম মালিক থেকে অন্যরাও তাঁর সাথে শরীক হন। কারণ, এটি শ্রবণের সময় এর বর্ণনাকারীদের উচ্চ মর্যাদার দিক থেকে ইস্তিদলাল (অনুমান) দ্বারা জ্ঞান দান করে।

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ الْمُتَبَجِّحِ فِي الْحَدِيثِ الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرِّوَاةِ وَالْعِلَلِ، وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَنْفِي حُصُولَ الْعِلْمِ لِلْمُتَبَجِّحِ الْمَذْكُورِ. انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَأَنَا مَعَ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا عَوَّلَ عَلَيْهِ وَأُرْشَدَ إِلَيْهِ، قُلْتُ: وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ وَلَا أَعْتَقِدُ سِوَاهُ.

نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَنَّهُ وَجَدْتُ فِيهِ شُرُوطَ الصَّحَّةِ، لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا، فَلْيُنْظَرْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ عَسِرٌ وَلَمْ أَرْ مَنْ تَنَبَّهَ لَهُ.

- 1

تَنْبِيْهُ

اسْتَشْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِصَحَّتِهِ فِيهَا، مَا تُكَلِّمُ فِيهِ مِنْ أَحَادِيثِهَا فَقَالَ: سِوَى أَحْرَفٍ يَسِيرَةٍ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُقَاطِ كَالدَّارِقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَعِدَّةُ ذَلِكَ مِائَتَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا، اشْتَرَكَا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَيْنِ، وَاخْتَصَّ الْبُخَارِيُّ بِثَمَانَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ، وَمُسْلِمٌ بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ.

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বলেছেন: আমরা যে প্রকারগুলো উল্লেখ করেছি, এর মাধ্যমে খবরের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান কেবল সেই আলেমই অর্জন করতে পারেন যিনি হাদীসশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন এবং বর্ণনাকারীদের অবস্থা ও ত্রুটিসমূহ (ইলল) সম্পর্কে অবগত। উল্লিখিত গুণাবলির অভাবে তার ব্যতীত অন্যের জন্য সে বিষয়ে সত্যতার জ্ঞান অর্জিত না হওয়া, পূর্বোল্লিখিত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলেমের জন্য জ্ঞানের প্রাপ্তিকে অস্বীকার করে না। সমাপ্ত।

ইবনে কাসীর বলেছেন: ইবনে সালাহ যাঁর উপর নির্ভর করেছেন এবং যেকিকে নির্দেশনা দিয়েছেন, আমি তাতে তাঁর সাথে আছি। আমি বলি: আর এটিই আমি গ্রহণ করি এবং এর বাইরে অন্য কিছু বিশ্বাস করি না।

হ্যাঁ, তার ও তার প্রথমোক্ত কথার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান নিয়ে একটি আলোচনা বাকি থাকে, যেখানে তাদের "এটি সহীহ হাদীস" বলার উদ্দেশ্য হলো, এতে সহীহর শর্তাবলী পাওয়া গেছে, বাস্তবের ক্ষেত্রে এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। কারণ এটি এখানের (বর্তমান আলোচনার) বিপরীত। সুতরাং, উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা দরকার, কারণ তা কঠিন এবং আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছেন।

1 -

দ্রষ্টব্য

ইবনে সালাহ উভয়ের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত সহীহ হাদীসসমূহ থেকে তাদের উভয় (বুখারী ও মুসলিম) এর এমন কিছু হাদীসকে ব্যতিক্রম করেছেন যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন: কিছু সামান্য বিষয় ব্যতীত, যা দারাকুতনী ও অন্যান্য হাফেযদের মধ্য থেকে কিছু সমালোচক আলোচনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: আর এর সংখ্যা হলো দু'শো বিশটি হাদীস। যার মধ্যে বত্রিশটিতে তারা দু'জন অংশীদারিত্ব করেছেন (অর্থাৎ উভয়েই উল্লেখ করেছেন)। এবং বুখারী আটাত্তরটি হাদীসে একক ছিলেন, আর মুসলিম একশো দশটিতে একক ছিলেন।

(ص: 146) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: مَا ضَعُفَ مِنْ أَحَادِيثِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى عِلَلٍ لَيْسَتْ بِقَادِحَةٍ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: فَكَأَنَّهُ مَالَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا ضَعِيفٌ، وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَفْتَضِي تَقْرِيرَ قَوْلٍ مَنْ ضَعَفَ، فَكَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِمَا وَأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْبُخَارِيِّ. وَيَقَرُّ عَلَى مُسْلِمٍ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَفْرَدْتُ كِتَابًا لِمَا تُكَلِّمُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يُبَيِّضْ هَذَا الْكِتَابَ وَعُدِمَتْ مُسَوَّدَتُهُ، وَقَدْ سَرَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَكَلِّمِ فِيهَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِهِ وَأَجَابَ عَنْهَا حَدِيثًا حَدِيثًا.

وَرَأَيْتُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِمُسْلِمٍ تَأْلِيفًا مَخْصُوصًا فِيهَا ضَعْفٌ مِنْ أَحَادِيثِهِ بِسَبَبِ ضَعْفِ رَوَاتِهِ، وَقَدْ أَلَفَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَفَاطِ أَنَّ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ أَحَادِيثَ مُخَالَفَةً لَشَرْطِ الصَّحِيحِ، بَعْضُهَا أَبْهَمَ رَاوِيَهُ، وَبَعْضُهَا فِيهِ إِرسَالٌ وَانْقِطَاعٌ، وَبَعْضُهَا فِيهِ وَجَادَةٌ وَهِيَ فِي حُكْمِ الْإِنْقِطَاعِ، وَبَعْضُهَا بِالْمُكَاتَبَةِ.

[তাদরীবুর রাবী]

লেখক তাঁর বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন: তাঁদের (বুখারী ও মুসলিম) হাদীসসমূহের মধ্যে যেগুলোকে দুর্বল বলা হয়েছে, সেগুলো এমন ত্রুটির উপর প্রতিষ্ঠিত যা আপত্তিকর নয়। শায়খুল ইসলাম বলেছেন: যেন তিনি এর মাধ্যমে এই মতের দিকে ঝুঁকেছেন যে, তাঁদের উভয়ের (গ্রন্থে) কোনো দুর্বল (হাদীস) নেই। কিন্তু মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাঁর বক্তব্য দুর্বলকারীদের মতকে সমর্থন করে। সুতরাং এটি তাঁদের দুজনের মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল এই অর্থে যে, তিনি বুখারীর পক্ষ থেকে (ত্রুটি) খণ্ডন করেন এবং মুসলিমের ক্ষেত্রে (দুর্বলতার) সিদ্ধান্ত দেন।

ইরাকী বলেছেন: আমি সহীহাইন বা তাদের কোনো একটিতে আলোচিত (ত্রুটিপূর্ণ) হাদীসসমূহ এবং তার জবাব নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এই গ্রন্থটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেনি এবং এর পাণ্ডুলিপি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শায়খুল ইসলাম তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় বুখারীর আলোচিত হাদীসগুলো তালিকাভুক্ত করেছেন এবং প্রতিটি হাদীসের পৃথক পৃথক জবাব দিয়েছেন।

এবং আমি মুসলিম (গ্রন্থ) সম্পর্কিত একটি বিশেষ রচনা দেখেছি, যেখানে তার হাদীসসমূহের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার কারণ হলো তার বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা। শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আল-ইরাকী এর খণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিছু হাফিয উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিমের কিতাবে এমন হাদীস রয়েছে যা সহীহ হওয়ার শর্তের পরিপন্থী; সেগুলোর কিছুতে বর্ণনাকারী অস্পষ্ট, কিছুতে ইরসাল ও ইনকিতা' রয়েছে, কিছুতে উইজাদাহ (লেখা পেয়ে বর্ণনা) রয়েছে যা ইনকিতা'র সমতুল্য, এবং কিছুতে মুকাতাবা (লিখিত যোগাযোগ) রয়েছে।

(ص: 147) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَدْ أَلَفَ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَالْجَوَابِ عَنْهَا حَدِيثًا حَدِيثًا، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ مَا فِيهِ مُلَخَّصًا مُفَرَّقًا فِي الْمَوَاضِعِ اللَّائِقَةِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَنَعَجَلُ هُنَا بِجَوَابٍ شَامِلٍ لَا يَخْتَصُّ بِحَدِيثٍ دُونَ حَدِيثٍ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: الْجَوَابُ مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ عَمَّا انْتَقَدَ عَلَيْهَا، أَنَّهُ لَا رَيْبَ فِي تَقَدُّمِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ مُسْلِمٍ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِمَا وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَيْمَةِ هَذَا الْفَنِّ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْعَلَلِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ كَانَ أَعْلَمَ أَقْرَانِهِ بِعَلَلِ الْحَدِيثِ، وَعَنْهُ أَخَذَ الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ شَيْءٌ يَقُولُ: مَا رَأَى مِثْلَ نَفْسِهِ، وَكَانَ مُحَبِّدُ بْنُ يَحْيَى الدُّهْلِيُّ أَعْلَمَ أَهْلِ عَصْرِهِ بِعَلَلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ جَمِيعًا. وَقَالَ مُسْلِمٌ: عَرَضْتُ كِتَابِي عَلَى أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ فَمَا أَشَارَ أَنَّ لَهُ عِلَّةً تَرَكُّنُهُ، فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ، وَتَقَرَّرَ أَنَّهُمَا لَا يُخْرِجَانِ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا عِلَّةَ لَهُ، أَوْ لَهُ عِلَّةٌ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ.

عِنْدَهُمَا، فَبِتَقْدِيرِ تَوْجِيهِ كَلَامٍ مِّنِ انْتِقَادٍ عَلَيْهَا، يَكُونُ قَوْلُهُ مُعَارِضًا لِتَصْحِيحِهَا، وَلَا رَيْبَ فِي تَقْدِيرِهَا فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا، فَيَنْدَفِعُ الْإِعْتِرَاضُ مِنْ حَيْثُ الْجُبْنَةُ.

- 1

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ فَالْأَحَادِيثُ الَّتِي انْتَقَدَتْ عَلَيْهَا سِتَّةُ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: مَا يَخْتَلِفُ الرُّوَاةُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ، فَإِنْ أَخْرَجَ صَاحِبُ الصَّحِيحِ الطَّرِيقَ الْمَزِيدَةَ، وَعَلَّاهُ النَّاقِدُ بِالطَّرِيقِ النَّاقِصَةِ فَهُوَ تَعْلِيلٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَّ إِنْ كَانَ سَبْعَهُ فَالزِّيَادَةُ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبْعُهُ بِوَاسِطَةِ عَنْ شَيْخِهِ

-

[তাদরীবুর রাবী]

আর-রশীদ আল-আত্তার এই বিষয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন যাতে প্রতিটি হাদীসের আলাদা আলাদা জবাব দেওয়া হয়েছে ও এর খণ্ডন করা হয়েছে। আমি তা দেখেছি, এবং আল্লাহ তাআলা চাইলে এর সারসংক্ষেপ উপযুক্ত স্থানসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করা হবে। আর এখানে আমরা একটি সাধারণ জবাব তুরান্বিত করব যা কোনো নির্দিষ্ট হাদীসের জন্য নয়। শাইখুল ইসলাম তাঁর শারহুল বুখারী’র ভূমিকায় বলেছেন: সাধারণভাবে তাঁদের দুজনের (বুখারী ও মুসলিম) প্রতি যেসব সমালোচনা করা হয়েছে তার জবাব হলো, সহীহ ও ‘ইলাল (সূক্ষ্ম ত্রুটি) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে আল-বুখারী এবং অতঃপর মুসলিম যে তাঁদের সমসাময়িক ও পরবর্তী ফনের ইমামগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, ইবনুল মাদীনী তাঁর সমপর্যায়ের অন্যদের মধ্যে হাদীসের ‘ইলাল সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন, এবং আল-বুখারী তাঁর কাছ থেকেই এই জ্ঞান অর্জন করেছেন। এরপরও ইবনুল মাদীনীর কাছে যখন আল-বুখারী সম্পর্কে কিছু পৌঁছাতো, তখন তিনি বলতেন: "তিনি নিজের মতো আর কাউকে দেখেননি।" আর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী তাঁর সময়ের লোকদের মধ্যে আয-যুহরী’র হাদীসের ‘ইলাল সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন, এবং শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) উভয়েই তাঁর থেকে এ জ্ঞান লাভ করেছেন। মুসলিম বলেছেন: আমি আমার কিতাব আবু যুর‘আহ আর-রাযী’র কাছে পেশ করেছিলাম। যাঁর সম্পর্কে তিনি ইলাল (ত্রুটি) আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা বর্জন করেছি। সুতরাং যখন এটি জানা যায় এবং নিশ্চিত হয় যে, তাঁরা উভয়েই হাদীসের মধ্যে থেকে শুধু ত্রুটিমুক্ত

হাদীস অথবা এমন হাদীস সংকলন করেছেন যার ত্রুটি তাঁদের মতে প্রভাব বিস্তারকারী নয়, তখন তাঁদের সমালোচনাকারীদের বক্তব্যকে সঠিক ধরে নিলেও তাঁদের বক্তব্য তাঁদের সহীহকরণের (হাদীসকে সহীহ ঘোষণা করার) পরিপন্থী হবে। আর এই ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে, সাধারণভাবে এই আপত্তি খণ্ডন হয়ে যায়।

1 -

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে, তাঁদের দুজনের উপর যেসব হাদীসের সমালোচনা করা হয়েছে, তা ছয়টি প্রকারের: প্রথম প্রকার: যেগুলোতে ইসনাদ (সনদ)-এর বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করার কারণে বর্ণনাকারীরা মতভেদ করেছেন। যদি সহীহ গ্রন্থের সংকলক বর্ধিত সনদের মাধ্যমে হাদীস সংকলন করেন, আর সমালোচক হ্রাসপ্রাপ্ত সনদের কারণে তাতে ত্রুটি খুঁজে বের করেন, তবে তা একটি প্রত্যাখ্যাত তা'লীল (ত্রুটি নির্ণয়); কারণ বর্ণনাকারী যদি তা শুনে থাকেন, তাহলে এই বৃদ্ধি ক্ষতিকর নয়; কারণ তিনি তাঁর শাইখের কাছ থেকে হয়তো কোনো মাধ্যম দিয়ে শুনেছেন

(ص: 148) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

ثُمَّ لَقِيَهُ فَسَبَّعَهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْبَعُهُ فِي الطَّرِيقِ النَّاقِصَةَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَالْمُنْقَطِعُ ضَعِيفٌ وَالضَّعِيفُ لَا يُعَلُّ الصَّحِيحَ، وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْقَبْرِينِ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي انْتِقَادِهِ: قَدْ خَالَفَ مَنْصُورٌ، فَقَالَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَلَى إِسْقَاطِ طَاوُسٍ، قَالَ: وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ لَيْسَ بِعَلَّةٍ، فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيلِ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْصُورٌ عِنْدَهُمْ أَتَقَنَ مِنَ الْأَعْمَشِ، وَالْأَعْمَشُ أَيْضًا

مِنَ الْحَفَاطِ، فَالْحَدِيثُ كَيْفَمَا دَارَ دَارَ عَلَى ثِقَةٍ، وَالْإِسْنَادُ كَيْفَمَا دَارَ كَانَ مُتَّصِلًا، وَقَدْ أَكْثَرَ الشَّيْخَانِ مِنْ تَخْرِيجِ مِثْلِ هَذَا، وَإِنْ أُخْرِجَ صَاحِبُ الصَّحِيحِ الطَّرِيقَ النَّاقِصَةَ، وَعَلَّلَهُ النَّاقِدُ بِالْكَزِبَةِ، تَضَمَّنَ اعْتِرَاضُهُ دَعْوَى انْقِطَاعٍ فِيهَا صَحْحَهُ الْمَصْنُفُ، فَيَنْظُرُ: إِنْ كَانَ الرَّاوي صَحَابِيًّا أَوْ ثِقَةً غَيْرَ مُدَلِّسٍ قَدْ أَدْرَكَ مَنْ رَوَى عَنْهُ إِدْرَاكَ بَيِّنًا، أَوْ صَرَّحَ بِالسَّبَاعِ إِنْ كَانَ مُدَلِّسًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ وَكَانَ الِانْقِطَاعُ ظَاهِرًا، فَمُحْصَلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إِنَّمَا أُخْرِجَ

[তাগরিবুর রাবী]

তারপর তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন। আর যদি তিনি তা অসম্পূর্ণ সূত্রে (তরীকুন নাকিসাহ) না শুনে থাকেন, তাহলে সেটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। মুনকাতি' যয়ীফ (দুর্বল), আর যয়ীফ হাদিস সহীহ হাদিসকে ত্রুটিযুক্ত করে না। এর একটি উদাহরণ হলো: আল-আ'মাশ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি তাউস থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, দুই কবরের ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা (বুখারী ও মুসলিম) যা বর্ণনা করেছেন।

দারা কুতনী তাঁর সমালোচনায় (ইনতিকাদ) বলেছেন: মানসূর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং বলেছেন: মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে (তাউসের উল্লেখ করেননি)। আর বুখারী মানসূরের হাদিসটি তাউসকে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি (দারা কুতনী) বলেছেন: আ'মাশের হাদিসটিই অধিকতর সহীহ (প্রমাণিত)।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো ইলাল (ত্রুটি) নয়। কারণ মুজাহিদকে তাদলিসকারী (হাদিস বর্ণনায় অস্পষ্টতা সৃষ্টিকারী) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়নি। আর ইবনে আব্বাস থেকে তাঁর (মুজাহিদের) শ্রবণ প্রমাণিত। তাদের (হাদিস বিশারদদের) মতে, মানসূর আ'মাশ থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। আর আ'মাশও হাফিযদের (হাদিস মুখস্তকারীদের) মধ্যে গণ্য। সুতরাং হাদিসটি যেভাবে ঘুরছে, তা কোনো বিশ্বস্ত রাবীর মাধ্যমেই ঘুরছে, এবং সনদটি যেভাবে ঘুরছে, তা মুত্তাছিল (সংযুক্ত) রয়েছে। শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) এ ধরনের অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। যদি সহীহ গ্রন্থের লেখক অসম্পূর্ণ সনদ (তরীকুন নাকিসাহ) উল্লেখ করেন, আর সমালোচক (নাকিদ) অতিরিক্ত রাবীর কারণে সেটিকে ত্রুটিযুক্ত (মু'আল্লাল) করেন, তবে তাঁর আপত্তি লেখকের সহীহ সাব্যস্ত করা হাদিসে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) এর

দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তখন দেখা হবে: যদি বর্ণনাকারী সাহাবী হন, অথবা বিশ্বস্ত ও তাদলিসকারী না হন এবং যার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন তার সাথে তার সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়, অথবা যদি তিনি তাদলিসকারী হন এবং অন্য কোনো সূত্রে সরাসরি শ্রবণের কথা উল্লেখ করেন; তাহলে যদি তা পাওয়া যায়, তবে সেই আপত্তি দূরীভূত হয়। আর যদি তা না পাওয়া যায় এবং বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়, তাহলে উত্তরের সারমর্ম হলো এই যে, তিনি কেবল সে হাদিসই বর্ণনা করেছেন...

(ص: 149) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مِثْلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَهُ سَائِعٌ وَعَاضِدٌ، وَحَفَّتُهُ قَرِينَةٌ فِي الْجُمْلَةِ تُقَوِّيه، وَيَكُونُ التَّصْحِيحُ وَقَعَ مِنْ حَيْثُ الْجُمُوعُ. مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكَ وَالنَّاسِ يُصَلُّونَ» الْحَدِيثُ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَوَصَلَهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ كَذَلِكَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: حَدِيثُ مَالِكٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مَقْرُونٌ بِحَدِيثِ أَبِي مَرْوَانَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصْبَلِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُوَصَّلًا، وَعَلَيْهَا اعْتَمَدَ الْبَزْزِيُّ فِي الْأَطْرَافِ، وَلَكِنْ مُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ عَلَى إِسْقَاطِ زَيْنَبَ.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَبَّارِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْبَاعِيُّ بِإِسْقَاطِهَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بَنِ سُلَيْمَانَ، وَمُحَاضِرٍ، وَحَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ

[তাদরিবুর রাবী]

অনুরূপভাবে, যখন এর জন্য বৈধতা ও সমর্থন থাকে, এবং সামগ্রিকভাবে একে শক্তিশালী করে এমন একটি প্রাসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা এটি পরিবেষ্টিত থাকে, এবং বিশুদ্ধকরণ সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন হয়। এর উদাহরণ হলো: বুখারী যা বর্ণনা করেছেন আবু মারওয়ান থেকে, তিনি হিশাম ইবন উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি উম্মে সালামাহ থেকে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন: «যখন তুমি ফজরের সালাত আদায় করবে, তখন তোমার উটের উপর তাওয়াফ করো, যখন লোকেরা সালাত আদায় করছে» – এই হাদীসটি। দারাকুতনী বলেছেন: এটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন সনদ)। আর হাফস ইবন গিয়াস এটিকে ওয়াসল (সংযুক্ত) করেছেন হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি যাইনাব থেকে, তিনি উম্মে সালামাহ থেকে। এবং মালিক তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থে এটিকে ওয়াসল করেছেন আবুল আসওয়াদ থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, একইভাবে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: বুখারীতে মালিকের হাদীসটি আবু মারওয়ানের হাদীসের সাথে সংযুক্ত। এবং আসীলীর বর্ণনায় হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি যাইনাব থেকে, তিনি উম্মে সালামাহ থেকে এটি মুওয়াস্সাল (সংযুক্ত) রূপে পাওয়া যায়। এবং মিশ্বী আল-আতুরাফে এর উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনায় যাইনাবের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

আবু আলী আল-জাইয়ানী বলেছেন: আর এটিই সহীহ (বিশুদ্ধ)। আর এভাবেই ইসমাঈলীও এটিকে বর্ণনা করেছেন যাইনাবের নাম বাদ দিয়ে, আবদাহ ইবন সুলাইমান, মুহাযির এবং হাসান ইবন ইবরাহীমের হাদীস থেকে; তাঁরা সকলেই হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটিই মাহফুয (সংরক্ষিত/নির্ভরযোগ্য) বটে।

(ص: 150) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مِنْ حَدِيثِهِ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ رِوَايَةَ مَالِكٍ الَّتِي أَثْبَتَ فِيهَا ذَكَرَ زَيْنَبَ، ثُمَّ سَاقَ مَعَهَا رِوَايَةَ هِشَامٍ الَّتِي أُسْقِطَتْ مِنْهَا، حَاكِيًا لِلْخِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ كَعَادَتِهِ، مَعَ أَنَّ سَمَاعَ عُرْوَةَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْمُبْعَدِ.
 قَالَ: وَرُبَّمَا عَلَّلَ بَعْضُ النُّقَّادِ أَحَادِيثَ ادَّعَى فِيهَا الْإِنْقِطَاعُ، لِكَوْنِهَا مَرْوِيَّةً بِالْمُكَاتَبَةِ وَالْإِجَازَةِ، وَهَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِنْقِطَاعُ عِنْدَ مَنْ يُسَوِّغُ ذَلِكَ، بَلْ فِي تَخْرِيجِ صَاحِبِ الصَّحِيحِ لِمِثْلِ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُ.

- 1

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَخْتَلِفُ الرُّوَاةُ فِيهِ بِتَغْيِيرِ رِجَالٍ بَعْضُ الْإِسْنَادِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّهُ إِنْ أُمِّكِنَ الْجَمْعُ، بِأَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّاوي عَلَى الْوُجْهَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا، حَيْثُ يَكُونُ الْمُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ مُتَعَادِلِينَ فِي الْحِفْظِ وَالْعَدَدِ، أَوْ مُتَفَاوِتِينَ، فَيُخْرِجُ الطَّرِيقَةَ الرَّاجِحَةَ وَيُعْرِضُ عَنِ الْمَرْجُوحَةِ، أَوْ يُشِيرُ إِلَيْهَا، فَالتَّعْلِيلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ الْإِخْتِلَافِ غَيْرُ قَادِحٍ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ الْإِخْتِلَافِ اضْطِرَابٌ يُوجِبُ الضَّعْفَ.

- 1

الثَّالِثُ: مَا تَفَرَّدَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ مِنْهُ، أَوْ أَضْبَطَ، وَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ التَّعْلِيلُ بِهِ، إِلَّا إِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْجَمْعُ، وَإِلَّا فَهِيَ كَالْحَدِيثِ الْمُسْتَقِلِّ، إِلَّا إِنْ وَضَحَ بِالدَّلِيلِ الْقَوِيِّ أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامٍ بَعْضُ رَوَاتِهِ فَهُوَ مُؤَثِّرٌ، وَسَيَأْتِي مِثَالُهُ فِي الْمُدْرَجِ.

- 1

الرَّابِعُ: مَا تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ مِنْ ضَعْفٍ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ

তার হাদীস থেকে। আর ইমাম বুখারী তাতে মালিকের সেই বর্ণনাকে গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি যাইনাবের উল্লেখ নিশ্চিত করেছেন। অতঃপর তার সাথে হিশামের সেই বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন, যা থেকে যাইনাবের উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছিল, উরওয়ার উপর মতবিরোধ উল্লেখ করে, যা তার (বুখারীর) রীতি; অথচ উরওয়ার উম্মে সালামা থেকে শ্রুতি অসম্ভব নয়। তিনি বলেন: কতিপয় সমালোচক (মুহাদ্দিস) সেই সকল হাদীসের 'ইল্লত' (ত্রুটি) বর্ণনা করেন, যেগুলোতে ইনকিতা' (সূত্র বিচ্ছিন্নতা) দাবি করা হয়েছে, কারণ সেগুলো মুকাতাবা (লিখিত যোগাযোগ) ও ইজাযা (বর্ণনার অনুমতি) পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। যারা এগুলোকে বৈধ মনে করেন, তাদের মতে এর দ্বারা ইনকিতা' আবশ্যিক হয় না। বরং সাহীহ গ্রন্থের রচয়িতার এমন হাদীসকে অন্তর্ভুক্ত করা তার (সাহীহ গ্রন্থের রচয়িতার) নিকট এর বিশুদ্ধতার প্রমাণ।

1 -

দ্বিতীয় প্রকার: যা সম্পর্কে বর্ণনাকারীরা ইসনাদের কিছু রাবীর পরিবর্তনে ভিন্নমত পোষণ করেন। এর উত্তর হলো: যদি সমন্বয় সম্ভব হয়, এই অর্থে যে, সেই রাবীর নিকট হাদীসটি উভয় পদ্ধতিতেই আছে এবং সংকলক উভয়টিই উল্লেখ করেছেন, কোন একটিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি, যেখানে মতপোষণকারীরা হেফজ (স্মৃতি) ও সংখ্যার দিক থেকে সমকক্ষ হয়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তখন তিনি (সংকলক) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতিটি উল্লেখ করেন এবং কম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতিটি এড়িয়ে যান অথবা তার প্রতি ইঙ্গিত করেন। সুতরাং শুধু মতপার্থক্যের কারণে এসবকে ত্রুটিযুক্ত বলা গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ শুধু মতপার্থক্য থেকে এমন ইযতিরাব (বিশৃঙ্খলা) আবশ্যিক হয় না যা দুর্বলতার কারণ হয়।

1 -

তৃতীয় প্রকার: যা এমন একটি যিয়াদাহ (বাড়তি অংশ) দ্বারা কতিপয় বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, যা তার (সেই রাবী) চেয়ে বেশি বা অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা উল্লেখ করেননি। এর দ্বারা হাদীসের ইল্লত (ত্রুটি) প্রভাবিত হয় না, তবে যদি এই যিয়াদাহ (বাড়তি অংশ) এমন বিপরীতমুখী হয় যে, সমন্বয় করা অসম্ভব। অন্যথায় এটি একটি স্বতন্ত্র হাদীসের মতো। তবে যদি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটি তার কিছু বর্ণনাকারীর নিজস্ব কথা থেকে মুদরাজ (সন্নিবেশিত) হয়েছে, তাহলে তা (ইল্লত) প্রভাব ফেলে। এর উদাহরণ মুদরাজ অধ্যায়ে আসবে।

1 -

চতুর্থ প্রকার: যা কিছু দুর্বল বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ গ্রন্থে এই প্রকারের কোনো হাদীস নেই।

(ص: 151) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

غَيْرُ حَدِيثَيْنِ تَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّاهُمَا قَدْ تَوَبَّعَا.
أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ
عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيْيًّا» الْحَدِيثُ بِطَوِيلِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، بَلْ تَابَعَهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ،

[তাদরীবুর রাবী]

দুটি হাদীস ব্যতীত, যা স্পষ্ট যে, উভয়কেই অনুসরণ করা হয়েছে।

সেগুলোর একটি হলো: ইসমাইল ইবনু আবু উয়াইস মালেক থেকে, তিনি যায়দ ইবনু আসলাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস: «নিশ্চয়ই উমার তাঁর একজন গোলামকে, যার নাম ছিল হুনাই, কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন»— সম্পূর্ণ হাদীসটি।

দারাকুতনী বলেছেন: ইসমাইল দুর্বল।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: তিনি এতে একক নন, বরং মালেক থেকে মা'ন ইবনু ঈসা তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

(ص: 152) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

ثُمَّ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، كَانَ مُغْفَلًا. وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ لِلْبُخَارِيِّ أُصُولَهُ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِيَ مِنْهَا، وَهُوَ مُشْعَرٌ بِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ؛ لِأَنَّهُ كَتَبَ مِنْ أُصُولِهِ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ أَقَلَّ مِمَّا أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ.

[তাদরিবুর রাবী]

অতঃপর, নাসায়ী ও অন্যান্যরা ইসমাইলকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আর আহমদ ও ইবনে মাজিন একটি বর্ণনায় বলেছেন: তার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। আর আবু হাতিম বলেছেন: তার স্থান সততার, তবে তিনি ছিলেন অসতর্ক। আর এটি প্রমাণিত যে, তিনি বুখারীর নিকট তার মূল পাণ্ডুলিপিগুলো উপস্থাপন করেছিলেন, এবং তাকে তা থেকে চয়ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর এটি ইঙ্গিত দেয় যে, বুখারী তার থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা তার সহীহ হাদীস থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে; কারণ তিনি তার মূল পাণ্ডুলিপি থেকেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর মুসলিম, বুখারী তার থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে কম বর্ণনা করেছেন।

(ص: 153) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

ثَانِيهِمَا: حَدِيثُ أَبِي بِنِ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيفُ». قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَبِيٌّ ضَعِيفٌ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ عَبْدُ الْمُهَيْبِينَ.

- 1

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: مَا حُكِمَ فِيهِ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ بِالْوَهْمِ، فَمِنْهُ مَا لَا يُؤْتَرُّ قَدْحًا، وَمِنْهُ مَا يُؤْتَرُّ.

السَّادِسُ: مَا اخْتَلَفَ فِيهِ بِتَغْيِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظِ الْمَتْنِ، فَهَذَا أَكْثَرُهُ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ قَدْحٌ، لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ أَوْ التَّرْجِيحِ، انْتَهَى.

- 1

[তারবিবুর রাবী]

দ্বিতীয়ত: উবাই ইবনু আব্বাস ইবনু সাহল ইবনু সা'দ তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ঘোড়া ছিল যার নাম ছিল আল-লুহায়ফ।" দারাকুতনী বলেছেন: উবাই দুর্বল (বর্ণনাকারী)।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: তাঁর ভাই আব্দুল মুহায়মিনও এই বিষয়ে তাঁর অনুগামী হয়েছেন।

১ -

পঞ্চম প্রকার: যে বিষয়ে কিছু বর্ণনাকারীকে ভ্রমের কারণে সমালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু রয়েছে যা সমালোচনাকে প্রভাবিত করে না, আর কিছু রয়েছে যা প্রভাবিত করে।

ষষ্ঠ প্রকার: যে বিষয়ে মাতন (মূল পাঠ)-এর কিছু শব্দ পরিবর্তন নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। এর অধিকাংশেরই কারণে সমালোচনা হয় না, কারণ সমন্বয় (সমর্থন) বা অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব। সমাপ্ত।

১ -

(ص: 154) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

[فَائِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ]

قَالَ الْحَاكِمُ: الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَنْقَسِمُ عَشْرَةَ أَقْسَامٍ: خُسَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَخُسَّةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا: فَالْأَوَّلُ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا: اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ، وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ السَّابِقِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

الثَّانِي: مِثْلُ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِرَاوِيهِ الصَّحَابِيُّ إِلَّا رَآوٍ وَاحِدٌ، مِثَالُهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مِصْرَسٍ، لَا رَاوِيَ لَهُ غَيْرُ الشَّعْبِيِّ، وَذَكَرَ أُمِّثَلَةً أُخْرَى، وَلَمْ يُخْرِجَا هَذَا النَّوعَ فِي الصَّحِيحِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: بَلْ فِيهِمَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا رَآوٍ وَاحِدٌ، وَقَدْ تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ فِي نَوْعِ الْوُحْدَانِ، وَسَيَأْتِي فِيهِ مَزِيدٌ كَلَامٍ. الثَّالِثُ: مِثْلُ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ التَّابِعِينَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَآوٍ وَاحِدٌ، مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرْوَحٍ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ شَيْءٌ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي نُكْتِهِ: بَلْ فِيهِمَا الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ عَطَاءٍ.

الرَّابِعُ: الْأَحَادِيثُ الْأَفْرَادُ الْغَرَائِبُ الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، كَحَدِيثِ الْعَلَاءِ

[তাদরীবুর রাবী]

[মুত্তাফাকুন আলাইহি সম্পর্কিত একটি ফায়দা]

আল-হাকিম বলেছেন: সহীহ হাদীস দশটি প্রকারে বিভক্ত: পাঁচটি মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত), এবং পাঁচটি মুখতালাফুন ফীহা (মতানৈক্যপূর্ণ)। মুত্তাফাকুন আলাইহিগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো: বুখারী ও মুসলিমের নির্বাচন, এবং এটি সহীহ হাদীসের প্রথম স্তর। এটি সেই হাদীস যা একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী বর্ণনা করেছেন তার পূর্ববর্তী কথার শেষ পর্যন্ত, এবং এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি: প্রথমটির অনুরূপ, তবে এর বর্ণনাকারী সাহাবীর জন্য মাত্র একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। এর উদাহরণ হলো উরওয়াহ ইবন মুদাররিস-এর হাদীস, যার শা'বী ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী নেই। তিনি (আল-হাকিম) অন্যান্য উদাহরণও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বুখারী ও মুসলিম এই প্রকারের হাদীস তাদের সহীহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: বরং তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) উভয় গ্রন্থেই সাহাবীদের একটি দল থেকে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যাদের জন্য মাত্র একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। গ্রন্থাকার (আস-সুযুতী) 'আল-উহদান' (একক বর্ণনাকারীর) অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং এ বিষয়ে আরও আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

তৃতীয়টি: প্রথমটির অনুরূপ, তবে এর বর্ণনাকারী তাবেরীগণের মধ্যে থেকে একজন যার মাত্র একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যেমন মুহাম্মদ ইবন জুবাইর এবং আবদুর রহমান ইবন ফাররুখ। এই ধরনের বর্ণনাগুলোর কিছুই সহীহ গ্রন্থে নেই, অথচ এর সবগুলোই সহীহ।

শায়খুল ইসলাম তাঁর 'নুকাত' গ্রন্থে বলেছেন: বরং তাদের (বুখারী ও মুসলিমের) উভয় গ্রন্থেই এর অল্প কিছু রয়েছে, যেমন আবদুল্লাহ ইবন ওয়াদী'আ, উমার ইবন মুহাম্মদ ইবন জুবাইর ইবন মুত'ইম এবং রাবী'আ ইবন আতা।

চতুর্থটি: আফরাদ (একক) এবং গারাইব (বিরল) হাদীসসমূহ যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে থেকে একজন এককভাবে বর্ণনা করেন, যেমন আল-আলা'র হাদীস

(ص: 155) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، تَرَكَهُ مُسْلِمٌ لِيَتَفَرَّدَ
الْعَلَاءُ بِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَ بِهَذِهِ النُّسخةِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: بَلْ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْهُ، لَعَلَّهُ يَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ حَدِيثٍ، وَقَدْ أَفْرَدَهَا
الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمُقَدِّسِيُّ، وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِغَرَائِبِ الصَّحِيحِ.

الخَامِسُ: أَحَادِيثُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَثَمَةِ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ، لَمْ تَتَوَاتَرَ الرِّوَايَةُ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ إِلَّا عَنْهُمْ، كَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، [وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ]، وَإِيَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَجْدَادُهُمْ صَحَابَةٌ، وَأَحْفَادُهُمْ ثِقَاتٌ، فَهَذِهِ أَيْضًا مُحْتَجٌّ بِهَا، مُخْرَجَةٌ فِي كُتُبِ الْأَثَمَةِ دُونَ الصَّحِيحَيْنِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لَيْسَ الْمَنَعُ مِنْ إِخْرَاجِ هَذَا الْقِسْمِ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَوْنِ الرِّوَايَةِ وَقَعَتْ عَنِ الْأَبِ عَنِ الْجَدِّ، بَلْ لِكَوْنِ الرَّاوي أَوْ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَإِلَّا فَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ أَبِي بِنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا، وَرِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. قَالَ: وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا فَهِيَ: الْمُرْسَلُ، وَأَحَادِيثُ الْمُدَلِّسِينَ إِذَا لَمْ يَذْكُرُوا

-

[তারিবার রাবী]

তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, শাবান মাসের মধ্যভাগ পার হওয়ার পর রোযা রাখা নিষেধ বিষয়ে। মুসলিম এটি ত্যাগ করেছেন কারণ আল-আলা একা এই বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি (আল-আলা) এই সূত্রে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাইখুল ইসলাম বলেন: বরং উভয় কিতাবে (বুখারী ও মুসলিম) এর (অর্থাৎ আল-আলার বর্ণনা করা) অনেক হাদীস রয়েছে, যা সম্ভবত দুইশ হাদীসেরও বেশি হবে। হাফিয যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী এগুলোকে আলাদাভাবে সংকলন করেছেন, যা 'গারায়িবুস সহীহ' (সহীহের বিরল বর্ণনা) নামে পরিচিত।

পঞ্চম প্রকার: একদল ইমামের তাঁদের পিতা থেকে, তাঁরা তাঁদের দাদা থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ, যেখানে তাঁদের পিতা থেকে তাঁদের দাদা থেকে বর্ণনা তাঁদের মাধ্যমেই

মুতাওয়াতির হয়েছে। যেমন আমার ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে; [বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে]; এবং ইয়াস ইবনে মুআবিয়া ইবনে কুররা তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে। তাঁদের দাদারা ছিলেন সাহাবী, এবং তাঁদের নাতিরা (বর্ণনাকারী) ছিলেন নির্ভরযোগ্য। সুতরাং, এই প্রকারের হাদীসও দলীল হিসেবে গ্রহণীয়, যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) ব্যতীত অন্যান্য ইমামদের কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেন: সহীহাইন-এ এই প্রকারের (পিতা থেকে দাদা সূত্রে বর্ণিত) হাদীস সংকলন না করার কারণ এই নয় যে, বর্ণনা পিতা থেকে দাদা সূত্রে ঘটেছে, বরং কারণ হলো বর্ণনাকারী অথবা তাঁর পিতা তাঁদের (বুখারী ও মুসলিমের) শর্তানুযায়ী নন। অন্যথায়, উভয় কিতাবে অথবা তাদের একটিতে এই ধরনের বর্ণনা রয়েছে: যেমন আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী (রা)-এর তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা; মুহাম্মাদ ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা; উবাই ইবনে আব্বাস ইবনে সাহল (রা)-এর তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা; ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা (রা)-এর তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা; হাসান ও আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিবের পুত্রদ্বয়ের তাঁদের পিতা থেকে, তাঁরা তাঁদের দাদা থেকে বর্ণনা; হাফস ইবনে আসিম ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা; এবং অন্যান্য।

তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেন: আর যে প্রকারগুলি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, সেগুলো হলো: মুরসাল এবং মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদের হাদীস, যদি তাঁরা (শায়খের) উল্লেখ না করেন

(ص: 156) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

سَمِعَهُمْ، وَمَا أَسْنَدُهُ ثِقَّةٌ وَأَرْسَلُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَايَاتُ الثَّقَاتِ غَيْرِ الْحَفَاطِ الْعَارِفِينَ،
وَرَوَايَاتُ الْمُبْتَدِعَةِ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَكَمَا قَالَ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْعَلَايُ بِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ اخْتَلَفَ فِي وَصْلِهَا وَإِزْسَالِهَا.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِيهَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَأَمَّا الرَّابِعُ فَقَالَ الْعَلَايُ: هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى قَبُولِهِ وَالِاخْتِجَاجِ بِهِ إِذَا وَجِدَتْ فِيهِ شَرَايِطُ الْقَبُولِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَلْبَتَّةَ، وَلَا يَبْلُغُ الْحِفَاطُ الْعَارِفُونَ نِصْفَ رِوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَيْسَ كَوْنُهُ حَافِظًا شَرْطًا وَإِلَّا لَمَّا احْتُجَّ بِغَالِبِ الرِّوَاةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْحَاكِمُ إِنَّمَا فَرَضَ الْخِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَبَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ. قَالَ: وَأَمَّا الْخَامِسُ فَكَمَا ذَكَرَ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِيهِ، لَكِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ عُرِفَ صِدْقُهُمْ وَاشْتَهَرَتْ مَعْرِفَتُهُمْ بِالْحَدِيثِ فَلَمْ يُطَرَحُوا لِلْبِدْعَةِ، قَالَ: وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ، وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَبَّارِيُّ فِيهَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ: النَّاقِلُونَ سَبْعُ طَبَقَاتٍ: ثَلَاثٌ مَقْبُولَةٌ وَثَلَاثٌ مَرْدُودَةٌ، وَالسَّابِعَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَالْأُولَى مِنَ الْمَقْبُولَةِ: أَلِئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَحُقَاطُهُمْ، يُقْبَلُ تَفَرُّدُهُمْ وَهُمْ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ. وَالثَّانِيَّةُ: دُونُهُمْ فِي الْحِفَاطِ

[তাদরীবুর রাবী]

তাদের শ্রুতি, এবং যা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি সনদযুক্ত করেছেন অথচ (অন্য) বিশ্বস্তগণ মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং হাফিয় ও আরেফ নন এমন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনা, এবং বিদ'আতিদের বর্ণনা, যদি তারা (বর্ণনায়) নিপুণ হন।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়ে তিনি যা বলেছেন, তা ঠিক। আর তৃতীয় বিষয়ে আল-আলাইয়ী আপত্তি জানিয়েছেন এই বলে যে, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ বেশ কিছু হাদিস রয়েছে যার ওয়াসল (সনদ সংযুক্তকরণ) ও ইরসাল (সনদ বিচ্ছিন্নকরণ) নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: তাঁর উপর এই আপত্তি প্রযোজ্য নয়; কারণ তাঁর বক্তব্য সহীহাইন-এর চেয়েও ব্যাপক বিষয়ে। আর চতুর্থ বিষয়ে আল-আলাইয়ী বলেছেন: এর গ্রহণযোগ্যতা ও এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সর্বসম্মত, যদি এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে। এটি এমন বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত নয় যা নিয়ে একেবারেই মতভেদ রয়েছে। হাফিয ও আরেফগণ সহীহাইন-এর বর্ণনাকারীদের অর্ধেকেরও কম। আর হাফিয হওয়া কোনো শর্ত নয়, অন্যথায় অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যেত না।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: আল-হাকিম তাতে অধিকাংশ আহলে হাদিস এবং আবু হানিফা ও মালিকের মধ্যে মতভেদ কল্পনা করেছেন মাত্র। তিনি বলেছেন: আর পঞ্চম বিষয়ে, তাতে মতভেদ বিদ্যমান যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন, তবে সহীহাইন-এ এমন বিদ'আতিদের থেকে হাদিস রয়েছে যাদের সততা পরিচিত ছিল এবং হাদিস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান প্রসিদ্ধ ছিল, তাই তাদের বিদ'আতের কারণে তাদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। তিনি বলেছেন: তাঁর কাছে (উল্লেখ করা বাকি) রয়েছে মতভেদপূর্ণ প্রকারগুলির মধ্যে, যাদের ন্যায়পরায়ণতা অজ্ঞাত এমন ব্যক্তির বর্ণনা। আর অনুরূপভাবে গ্রন্থকার (ইমাম নববী) শরহে মুসলিম-এও বলেছেন।

আর আবু আলী আল-হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ আল-জাইয়ানী বলেছেন, যা গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন: বর্ণনাকারী সাত প্রকারের: তিনটি গ্রহণযোগ্য, তিনটি প্রত্যাখ্যাত, এবং সপ্তমটি মতভেদপূর্ণ। গ্রহণযোগ্যগুলির মধ্যে প্রথম প্রকার: হাদিসের ইমামগণ ও তাদের হাফিযগণ, তাদের একক বর্ণনাও গ্রহণ করা হয় এবং যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে তারাই প্রমাণ। আর দ্বিতীয় প্রকার: সংরক্ষণে তাদের থেকে নিম্নস্তরের

(ص: 157) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

السَّادِسَةُ: مَنْ رَأَى فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ فِي كِتَابٍ أَوْ جُزْءٍ لَمْ يَنْصَحْ عَلَى صِحَّتِهِ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ لِضَعْفِ أَهْلِيَّةِ أَهْلِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَازُهُ لِمَنْ تَكُنَّ وَقَوِيَّتْ مَعْرِفَتُهُ.

[تدريب الراوي]

وَالضَّبْطِ لِحَقِّهِمْ بَعْضٌ وَهَمٌّ، وَالثَّالِثَةُ: قَوْمٌ ثَبَتَ صِدْقُهُمْ وَمَعْرِفَتُهُمْ لَكِنْ جَنَحُوا إِلَى مَذَاهِبِ الْأَهْوَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا غَلَاةً وَلَا دُعَاةً.

فَهَذِهِ الطَّبَقَاتُ احْتَمَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ، وَعَلَيْهِمْ يَدُورُ نَقْلُ الْحَدِيثِ، وَالْأُولَى مِنَ الْمَرْدُودَةِ مَنْ وُصِفَ بِالْكَذِبِ وَوَضَعَ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَةُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَهْمُ وَالْغَلَطُ، وَالثَّالِثَةُ قَوْمٌ غَلَوْا فِي الْبِدْعَةِ وَدَعَوْا إِلَيْهَا، فَحَرَّفُوا الرِّوَايَاتِ لِيَحْتَجُّوا بِهَا.

وَأَمَّا السَّابِعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ: فَقَوْمٌ مَجْهُولُونَ انْفَرَدُوا بِرِوَايَاتٍ، فَقَبِلَهُمْ قَوْمٌ وَرَدَّهُمْ آخَرُونَ، قَالَ الْعَلَايِيُّ: وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الَّتِي ذَكَرَهَا ظَاهِرَةٌ، لَكِنَّهَا فِي الرِّوَاةِ انْتَهَى.

[مسألة تصحيح الأحاديث في هذه الأزمان]

(السَّادِسَةُ) مِنْ مَسَائِلِ الصَّحِيحِ (مَنْ رَأَى فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ فِي كِتَابٍ أَوْ جُزْءٍ لَمْ يَنْصُ عَلَى صِحَّتِهِ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ) فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَصْنُفَاتِ الْمَشْهُورَةِ. (قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ (لَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ لِضَعْفِ أَهْلِيَّةِ أَهْلِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ) قَالَ: لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَجَدُ فِي رَجَالِهِ مَنْ اعْتَمَدَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ. عَرِيًّا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ. قَالَ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوِّيِّ: مَعَ غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لِمَا أَهْمَلَهُ أَيْمَةُ الْأَعْصَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ لِشِدَّةِ فَحْصِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ، قَالَ الْمُبَصِّنُ (وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي جَوَازُهُ لِمَنْ تَمَكَّنَ وَقَوِيَتْ مَعْرِفَتُهُ).

السَّادِسَةُ: যে ব্যক্তি এই যুগে এমন কোনো হাদিস দেখল, যার সনদ সহীহ, কোনো কিতাব বা জুয (গ্রন্থের অংশ) এর মধ্যে, কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য হাফিয তার সহীহ হওয়ার ওপর সুস্পষ্ট মন্তব্য করেননি। শাইখ বলেছেন: এর সহীহ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না, কারণ এই যুগের মানুষদের যোগ্যতা দুর্বল। আর আমার মতে, যার সামর্থ্য ও জ্ঞান শক্তিশালী হয়েছে, তার জন্য তা জায়েয।

[তা'দরিবুর রাবী]

এবং 'দাবত' (বিগুহতা) এর ক্ষেত্রে তাদের কিছু ভুল হয়ে যায়। আর তৃতীয় প্রকার হলো: এমন সম্প্রদায় যাদের সততা ও জ্ঞান প্রমাণিত, কিন্তু তারা নিজেদের প্রবৃত্তির মাযহাবের দিকে ঝুঁকেছে, তবে তারা চরমপন্থী বা তার প্রচারক ছিল না।

অতএব, হাদিস বিশারদগণ এই সকল শ্রেণি থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের ওপরই হাদিস বর্ণনা নির্ভর করে। আর প্রত্যাখ্যাতদের মধ্যে প্রথম হলো: যে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং হাদিস জালকারী। দ্বিতীয় হলো: যার ওপর ভুল ও ভ্রান্তি প্রবল হয়ে যায়। আর তৃতীয় হলো: এমন সম্প্রদায় যারা বিদ'আতে চরমপন্থা অবলম্বন করেছে এবং তার দিকে আহ্বান করেছে, ফলে তারা বর্ণনাগুলোকে বিকৃত করেছে যাতে সেগুলোর মাধ্যমে তারা দলিল পেশ করতে পারে।

আর সপ্তম প্রকার, যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে: তারা হলো অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ যারা এককভাবে কিছু বর্ণনা করেছেন। কিছু লোক তাদের গ্রহণ করেছেন এবং অন্যরা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। আলাঈ বলেছেন: তিনি যে শ্রেণিগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্ট, তবে তা বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমাপ্ত।

[এই যুগে হাদিস সহীহ করার মাসআলা]

সহীহ সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের মধ্যে (ষষ্ঠ): (যে ব্যক্তি এই যুগে এমন কোনো হাদিস দেখল, যার সনদ সহীহ, কোনো কিতাব বা জুযের মধ্যে, কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য হাফিয তার সহীহ হওয়ার ওপর সুস্পষ্ট মন্তব্য করেননি) প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির কোনো কিছুর মধ্যে।

(শাইখ) ইবনুস সালাহ (বলেছেন): (এর সহীহ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না, কারণ এই যুগের মানুষদের যোগ্যতা দুর্বল)। তিনি বলেছেন: কারণ এর কোনো সনদই এমন নেই যেখানে আমরা এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কাউকে পাব না যে তার কিতাবে যা আছে তার উপর নির্ভর করে বর্ণনা করেছে, অথচ সহীহ হওয়ার জন্য যে হিফয (স্মৃতিশক্তি), দাবত (বিগুহতা) এবং ইতকান (পরিপক্বতা) শর্ত, তা থেকে সে মুক্ত।

আল-মানহালুর রাবী'তে বলা হয়েছে: প্রবল ধারণা এই যে, যদি তা সহীহ হতো, তাহলে পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণ তা উপেক্ষা করতেন না; কারণ তাদের গভীর অনুসন্ধান ও ইজতিহাদ ছিল। গ্রন্থকার (মুসান্নিফ) বলেছেন: (আর আমার মতে, যার সামর্থ্য ও জ্ঞান শক্তিশালী হয়েছে, তার জন্য তা জায়েয)।

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ صَحَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحَادِيثَ لَمْ نَجِدْ لِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ فِيهَا تَصْحِيحًا، فَمِنَ الْمُعَاصِرِينَ لِابْنِ الصَّلَاحِ: أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْقَطَّانِ صَاحِبُ كِتَابِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ صَحَّحَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَتَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَيَقُولُ: كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ»، أَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ.

وَحَدِيثُ أَنَسٍ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، أَخْرَجَهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغٍ.

وَمِنْهُمْ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُقَدِّسِيُّ جَمَعَ كِتَابًا سَمَّاهُ " الْمُخْتَارَةُ " التَّزَمَ فِيهِ الصَّحَّةَ، وَذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثَ لَمْ يُسَبِّقْ إِلَى تَصْحِيحِهَا، وَصَحَّحَ الْحَافِظُ زَكِيُّ الدِّينِ الْمُنْذِرِيُّ حَدِيثَ بَحْرِ بْنِ نَصْرِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، وَيُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي غُفْرَانِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

ثُمَّ صَحَّحَ الطَّبَقَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ، فَصَحَّحَ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمِيَّاطِيُّ حَدِيثَ جَابِرٍ: «مَاءُ زَمْزَمَ لَهَا شَرْبٌ لَهُ» .

ثُمَّ صَحَّحَ طَبَقَةُ بَعْدَ هَذِهِ، فَصَحَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبُكِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الرِّيَادَةِ.

قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبَ مَنْ بَلَغَ أَهْلِيَّةَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ

[তাদরীবুর রাবী]

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং এটিই আহলে হাদীসের (হাদীস বিশারদদের) কর্মপদ্ধতি। কেননা পরবর্তী যুগের আলেমগণের একটি দল এমন সব হাদীসকে সহীহ (প্রমাণিত) বলেছেন, যেগুলোকে তাদের পূর্বসূরীদের পক্ষ থেকে সহীহকরণ আমরা পাইনি। ইবনুল সালাহ-এর সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম হলেন: আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালিক ইবনুল কাত্তান, যিনি কিতাব আল-ওয়াহম ওয়াল-ইহামের রচয়িতা। তিনি এতে ইবনু উমার (রা.)-এর হাদীসকে সহীহ বলেছেন: «তিনি (ইবনু উমার) এমন অবস্থায় ওয়ু করতেন যখন তার জুতা জোড়া তার পায়ে থাকত, এবং তিনি সেগুলোর উপর মাসাহ করতেন। আর বলতেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই করতেন।», এটি আল-বাজ্জার বর্ণনা করেছেন।

এবং আনাস (রা.)-এর হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সালাতের অপেক্ষায় থাকতেন, অতঃপর তারা নিজেদের পার্শ্বদেশে ভর দিয়ে বসতেন (বা শুতেন)। তাদের মধ্যে কেউ ঘুমিয়েও যেতেন, অতঃপর সালাতের জন্য উঠতেন। এটি কাসিম ইবনু আসবাগ বর্ণনা করেছেন।

তাদের (পরবর্তী যুগের আলেমগণের) মধ্যে অন্যতম হলেন হাফিয যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী। তিনি "আল-মুখতারাহ" নামক একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন, যেখানে তিনি সহীহ (প্রমাণিত) হাদীস অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবং তিনি তাতে এমন সব হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এর পূর্বে কেউ সহীহ বলেনি। এবং হাফিয যাকীউদ্দীন আল-মুনযিরী বাহর ইবনু নাসর কর্তৃক ইবনু ওয়াহব থেকে, তিনি মালিক থেকে, এবং ইউনুস কর্তৃক আয-যুহরী থেকে, তিনি সাঈদ থেকে, এবং আবু সালামাহ কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এটি ব্যক্তির পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়ে।

এরপর এই স্তরের পরের স্তরও সহীহ ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর হাফিয শারায়ুদ্দীন আদ-দিমিয়াতি জাবির (রা.)-এর হাদীসকে সহীহ বলেছেন: «যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, সেই উদ্দেশ্যে পূরণ হয়।»।

এরপর এর পরের স্তরও সহীহ ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর শাইখ তাকীউদ্দীন আস-সুবকী ইবনু উমার (রা.)-এর অতিরিক্ত বর্ণনার হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

তিনি (আল-ইরাকী) বলেছেন: এবং এটিই তাদের মধ্যে যারা এর (হাদীস সহীহ করার) যোগ্যতা অর্জন করেছে, তাদের কর্মপদ্ধতি হয়ে আসছে। তবে তাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যারা তা গ্রহণ করেন না।

(ص: 159) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مِنْهُمْ، وَكَذَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ رَبَّنَا صَحَّحَ بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَأُنْكَرَ عَلَيْهِ تَصْحِيحُهُ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: قَدْ اعْتَرَضَ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ كُلُّ مَنْ اخْتَصَرَ كَلَامَهُ، وَكُلُّهُمْ دَفَعَ فِي صَدْرِ كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ إِقَامَةِ دَلِيلٍ، وَلَا بَيَانٍ تَعْلِيلٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ احْتَجَّ بِمُخَالَفَةِ أَهْلِ عَصْرِهِ وَمَنْ بَعْدَهُ لَهُ فِي ذَلِكَ، كَابْنِ الْقَطَّانِ وَالضِّيَاءِ الْمُقَدِّسِيِّ وَالزَّكِّيِّ الْمُنْذِرِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، كَابْنِ الْمَوَاقِ وَالْإِمْبِيَّاطِيِّ وَالْمِزِّيِّ وَنَحْوِهِمْ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ بِعَمَلٍ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِإِبْطَالِ دَلِيلٍ أَوْ مُعَارَضَتِهِ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا سَلَفَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى جَوَازِ خُلُوقِ الْعَصْرِ مِنَ الْمُجْتَهِدِ، وَهَذَا إِذَا انْضَمَّ إِلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهَا ادِّعَاؤُهُ، وَعَمَلُ أَهْلِ عَصْرِهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ انْتِهَاضَ دَلِيلًا لِلرَّدِّ عَلَيْهِ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّ فِي عِبَارَتِهِ مُنَاقَشَاتٍ مِنْهَا قَوْلُهُ: فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ، ظَاهِرُهُ وَأَنَّ الْأَوَّلَى تَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَبِّ وَالْمَشَقَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْهَضْ إِلَى دَرَجَةِ التَّعَدُّرِ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: فَقَدْ تَعَدَّرَ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ ذَكَرَ مَعَ الضَّبْطِ الْحِفْظَ وَالْإِثْقَانَ، وَلَيْسَتْ مُتَغَايِرَةً. وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَابَلَ بَعْدَ الْحِفْظِ مَعَ وُجُودِ الْكِتَابِ، فَأَفْهَمَ أَنَّهُ يَعْيبُ مَنْ حَدَّثَ

[তাদরীবুর রাবী]

তাদের মধ্যে হতে। তেমনিভাবে পূর্ববর্তীগণও কখনও কখনও কোনো বিষয়কে সহীহ বলতেন, কিন্তু তাদের এই সহীহ বলাকে অস্বীকার করা হতো।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: ইবনুস সালাহ-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা সকলেই, যারা তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করেছেন। আর তাঁরা সকলেই বিনা দলীল ও বিনা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই তাঁর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমনও আছেন যারা এক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী আলেমদের বিরোধিতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন, যেমন ইবনুল কাত্তান, যিয়াউল মাকদিসী, যাকী আল-মুনযিরী এবং তাঁদের পরবর্তীগণ, যেমন ইবনুল মাওয়াক, আদ-দিমইয়াতী, আল-মিযযী প্রমুখ। কিন্তু এটি গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ ইবনুস সালাহ-এর বিরুদ্ধে অন্যের আমল কোনো প্রমাণ হতে পারে না। বরং তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ তখনই পেশ করা যাবে, যখন তাঁর দলীল বাতিল করা হবে অথবা তাঁর দলীলকে তার চেয়েও শক্তিশালী কোনো দলীল দ্বারা প্রতিহত করা হবে। আর তাঁদের মধ্যে এমনও আছেন যারা বলেছেন: এ বিষয়ে তাঁর কোনো পূর্বসূরি (সলাফ) নেই। আর সম্ভবত তিনি এটিকে এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন যে, একটি যুগ মুজতাহিদশূন্য হতে পারে। আর যদি এটি পূর্বের বক্তব্যের সাথে যুক্ত হয় যে, তাঁর দাবি করা বিষয়ে তাঁর কোনো পূর্বসূরি নেই এবং তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী আলেমদের আমল তাঁর বক্তব্যের বিপরীত, তাহলে এটি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য একটি শক্তিশালী দলীলে পরিণত হয়।

তিনি বলেছেন: অতঃপর তাঁর বক্তব্যে কিছু আলোচনা রয়েছে: সেগুলোর মধ্যে একটি হলো তাঁর উক্তি: "সুতরাং আমরা সাহস করি না"। এর বাহ্যিক অর্থ হলো, এতে কষ্ট ও শ্রম থাকায় এর প্রতি মনোযোগ না দেওয়াই উত্তম, যদিও তা অসম্ভব পর্যায়ে না পৌঁছায়। সুতরাং এরপর তাঁর বক্তব্য: "অতএব তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে", এটি সঙ্গত নয়।

এবং সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: তিনি 'দাবত' (সংরক্ষণ)-এর সাথে 'হিফয' (স্মৃতি) এবং 'ইতকান' (বিশুদ্ধতা)-এর উল্লেখ করেছেন, অথচ এগুলো ভিন্ন ভিন্ন নয়।

এবং সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: তিনি কিতাবের অস্তিত্ব সত্ত্বেও 'হিফযের অভাব'-এর সাথে তুলনা করেছেন, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি সেই ব্যক্তির সমালোচনা করেন যে হাদীস বর্ণনা করে

[تدريب الراوي]

مِنْ كِتَابِهِ وَيُصَوِّبُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ خِلَافَ ذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوي عَدْلًا لَكِنْ لَا يَحْفَظُ مَا سَمِعَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ فَحَدَّثَ مِنْهُ فَقَدْ فَعَلَ اللَّازِمَ لَهُ، فَحَدِيثُهُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ صَحِيحٌ.

قَالَ: وَفِي الْجُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ كَوْنِ الْأَسَانِيدِ مَا مِنْهَا إِلَّا وَفِيهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الضَّبْطِ الْمُشْتَرِطَةِ فِي الصَّحِيحِ، إِنْ أَرَادَ أَنَّ جَمِيعَ الْإِسْنَادِ كَذَلِكَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَتِهِ مَنْ يَكُونُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، وَقَلَّ أَنْ يَخْلُو إِسْنَادٌ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ بَعْضَ الْإِسْنَادِ كَذَلِكَ فَمُسَلَّمٌ، لَكِنْ لَا يَنْهَضُ دَلِيلًا عَلَى التَّعَذُّرِ، إِلَّا فِي جُزْءٍ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ مَنْ وَصِفَ بِذَلِكَ.

أَمَّا الْكِتَابُ الْمَشْهُورُ الْغَنِيُّ بِشَهْرَتِهِ عَنِ اعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ مِمَّا إِلَى مُصَنِّفِهِ كَالْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي صِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُؤَلِّفِهَا إِلَى اعْتِبَارِ إِسْنَادٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ مِنْهُمْ إِذَا رَوَى حَدِيثًا، وَوُجِدَتِ الشَّرَائِطُ فِيهِ مَجْمُوعَةً، وَلَمْ يَطَّلِعِ الْمُحَدِّثُ الْمُتَّقِنُ الْمَطَّلِعُ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ لَمْ يَمْتَنِعِ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَنْصُصْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ.

قَالَ: ثُمَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ قَبُولِ التَّصْحِيحِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَرَدِّهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، قَدْ يَسْلُتَزِمُ رَدَّ مَا هُوَ صَحِيحٌ، وَقَبُولَ مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ إِمَامٌ مُتَقَدِّمٌ أَطْلَعَ الْمُتَأَخِّرُ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ قَادِحَةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُتَقَدِّمُ مِمَّنْ لَا يَرَى التَّفَرُّقَةَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ، كَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ.

قَالَ: وَالْعَجَبُ مِنْهُ كَيْفَ يَدَّعِي تَعْيِيمَ الْخَلَلِ فِي جَمِيعِ الْأَسَانِيدِ الْمُتَأَخَّرَةِ، ثُمَّ يَقْبَلُ تَصْحِيحَ الْمُتَقَدِّمِ، وَذَلِكَ التَّصْحِيحُ إِنَّمَا يَتَّصِلُ لِلْمُتَأَخَّرِ بِالسَّنَادِ الَّذِي يَدَّعِي فِيهِ

[তাদরীবুর রাবী]

তার কিতাব থেকে (বর্ণনা করে) এবং যে মুখস্থ হাদিস বর্ণনা করে তাকে সঠিক মনে করে। অথচ প্রসিদ্ধ হলো যে, হাদিসের ইমামগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। এমতাবস্থায়, যদি বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ হন কিন্তু যা শুনেছেন তা মুখস্থ রাখতে না পারেন এবং তার কিতাবের উপর নির্ভর করে তা থেকে বর্ণনা করেন, তবে তিনি তার জন্য যা আবশ্যিক তা-ই করেছেন। সুতরাং, এই অবস্থায় তার হাদিস সহীহ।

তিনি বললেন: সামগ্রিকভাবে, ইবনুস সালাহ যে যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রতিটি সনদেই এমন বর্ণনাকারী আছে যে সহীহ হাদীসের জন্য শর্তারোপিত ‘দাবত’ (যথার্থতা) এর স্তরে পৌঁছায়নি – যদি তিনি এই দ্বারা বোঝাতে চান যে পুরো সনদই এমন, তবে তা অগ্রহণযোগ্য; কারণ সনদের মধ্যেই এমন ব্যক্তির আওতা রয়েছে যারা সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত, এবং এমন সনদ খুব কমই পাওয়া যায় যা তা থেকে মুক্ত। আর যদি তিনি বোঝাতে চান যে সনদের কিছু অংশ এমন, তবে তা স্বীকৃত, কিন্তু এটি অসম্ভবতার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়, তবে কেবল সেই অংশের ক্ষেত্রে যেখানে উক্ত গুণে বর্ণিত ব্যক্তি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর প্রসিদ্ধ কিতাব যা তার প্রসিদ্ধির কারণে আমাদের থেকে তার সংকলক পর্যন্ত সনদের বিবেচনা থেকে মুক্ত, যেমন মাসানীদ ও সুনান গ্রন্থসমূহ – যার লেখকের প্রতি নিসবতের বিশুদ্ধতার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সনদের বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। কেননা, তাদের মধ্যে কোনো সংকলক যখন একটি হাদিস বর্ণনা করেন, এবং তাতে শর্তাবলী সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায়, এবং একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস তাতে কোনো ত্রুটি (ইল্লাত) খুঁজে না পান, তবে তার সহীহ হওয়ার রায় দিতে কোনো বাধা নেই, যদিও কোনো পূর্ববর্তী ইমাম এর উপর স্পষ্টভাবে কোনো মন্তব্য না করে থাকেন।

তিনি বললেন: অতঃপর তার কথা দ্বারা যা বুঝা যায় যে, মুতাকাদিমীন (পূর্ববর্তীদের) থেকে সহীহকরণ (তাসহীহ) গ্রহণ করা এবং মুতাআখখিরীন (পরবর্তীদের) থেকে তা প্রত্যাখ্যান করা – এটি কখনো কখনো এমন কিছুকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করে যা সহীহ, এবং এমন কিছুকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে যা সহীহ নয়। কত হাদিস আছে যেগুলিকে একজন মুতাকাদিম ইমাম

সহীহ বলে রায় দিয়েছেন, অথচ একজন মুতাআখখির তাতে এমন একটি গুরুতর ত্রুটি (ইল্লাত) পেয়েছেন যা তার সহীহ হওয়ার রায় দিতে বাধা দেয়, বিশেষ করে যদি সেই মুতাকাদিম সহীহ ও হাসান এর মধ্যে পার্থক্য না করা লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হন, যেমন ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান।

তিনি বললেন: তার ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে, কীভাবে তিনি সকল পরবর্তী সনদসমূহে ত্রুটির ব্যাপকতা দাবি করেন, অথচ তিনি মুতাকাদিমের সহীহকরণ গ্রহণ করেন? আর সেই সহীহকরণ তো মুতাআখখিরের কাছে সেই সনদের মাধ্যমেই পৌঁছে, যে সনদে তিনি দাবি করেন

(ص: 161) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْخَلَلُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَلَلُ مَانِعًا مِنَ الْحُكْمِ بِصَحَّةِ الْإِسْنَادِ، فَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ بِقَبُولِ ذَلِكَ التَّصْحِيحِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِسْنَادِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِشُهْرَةِ الْكِتَابِ، كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ كَلَامُهُ، فَكَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِسْنَادِ الْمَعِينِ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْكِتَابِ إِلَى مُؤَلِّفِهِ، وَيَنْحَصِرُ النَّظَرُ فِي مِثْلِ أَسَانِيدِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ مِنْهُ فَصَاعِدًا، لَكِنْ قَدْ يُقَوِّي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ بِوَجْهِ آخَرَ، وَهُوَ ضَعْفُ نَظَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَقَدِّمِينَ.

وَقِيلَ: إِنَّ الْحَامِلَ لِابْنِ الصَّلَاحِ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ الْمُسْتَدْرَكَ لِحَاكِمِ كِتَابٍ كَبِيرٍ جَدًّا يَصْفُو لَهُ مِنْهُ تَصْحِيحٌ كَثِيرٌ، وَهُوَ مَعَ جِزْمِهِ عَلَى جَمْعِ الصَّحِيحِ غَزِيرُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْإِطْلَاعِ وَاسِعُ الرِّوَايَةِ، فَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يُوجَدَ حَدِيثٌ بِشَرَائِطِ الصَّحَّةِ لَمْ يُخْرِجْهُ، وَهَذَا قَدْ يُقْبَلُ، لَكِنَّهُ لَا يَنْهَضُ دَلِيلًا عَلَى التَّعَدُّرِ.

قُلْتُ: وَالْأَحْوُظُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِصَحِيحِ الْإِسْنَادِ، وَلَا يُطْلَقُ التَّصْحِيحُ
لِاحْتِمَالِ عِلَّةٍ لِلْحَدِيثِ خَفِيتَ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ يُعَبَّرُ خَشْيَةً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَحِيحٌ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا أَوْ وَاهِيًا، وَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ مُرَكَّبٌ عَلَيْهِ، فَقَدْ رَوَى
ابْنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ فَارِسٍ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ بُنْدَارٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقَزْوِينِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ

[তাদরীবুর রাবী]

ত্রাটি। যদি সেই ত্রাটি সনদকে সহীহ হিসেবে ফায়সালা করার ক্ষেত্রে বাধা হয়, তাহলে তা সেই
সহীহকরণকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও বাধা হবে। আর যদি তা সনদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থায়
কিতাবের প্রসিদ্ধির কারণে প্রভাব না ফেলে, যেমন তার কথা থেকে বোঝা যায়, তবে
তেমনিভাবে তা সেই নির্দিষ্ট সনদেও প্রভাব ফেলবে না যার মাধ্যমে সেই কিতাবের বর্ণনা তার
লেখকের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, এবং দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হবে সেই সংকলকের সনদের
অনুরূপগুলোর প্রতি, সেখান থেকে উপরের দিকে। তবে অন্য একটি দিক দিয়ে ইবনুস সালাহর
মতকে শক্তিশালী করা যায়, আর তা হলো মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তীদের) তুলনায়
মুতাআখখিরীন (পরবর্তীদের) নিরীক্ষণের দুর্বলতা।

বলা হয়েছে: ইবনুস সালাহকে এর উপর (এই মতের উপর) প্ররোচিত করার কারণ হলো,
হাকিমের 'মুস্তাদরাক' একটি অত্যন্ত বিশাল গ্রন্থ, যার থেকে তার কাছে অনেক সহীহকরণ
(সহীহ ফায়সালা) বিশুদ্ধ হয়েছে। আর তিনি সহীহ হাদিস সংগ্রহে তার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও
ছিলেন বিশাল স্মৃতিশক্তির অধিকারী, প্রচুর অনুসন্ধানী এবং প্রশস্ত বর্ণনাকারী। সুতরাং, এমন
হাদিস পাওয়া যা সহীহর শর্ত পূরণ করে কিন্তু তিনি তা বের করেননি – তা অত্যন্ত অসম্ভব।
এবং এটি হয়তো গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তা অসম্ভব হওয়ার উপর প্রমাণ হিসেবে দাঁড়ায় না।

আমি বলি: আর এরূপ ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতামূলক হলো এটিকে 'সহীহুল ইসনাদ' (সনদ
সহীহ) বলে প্রকাশ করা, এবং নিরঙ্কুশভাবে 'সহীহ' (সহীহকরণ/সহীহ ফায়সালা) বলা থেকে
বিরত থাকা, কারণ হাদিসের এমন কোনো 'ইল্লাত' (সুগু ত্রাটি) থাকার সম্ভাবনা থাকে যা তার

থেকে গোপন রয়ে গেছে। আর আমি এমন অনেককে দেখেছি যারা এর ভয়ে তাদের উক্তি 'সহীহ ইনশাআল্লাহু তাআলা' (আল্লাহ তাআলা চাইলে সহীহ) দ্বারা প্রকাশ করেন। আর প্রায়শই এমন হয় যে, হাদিস দুর্বল বা অত্যন্ত দুর্বল হয়, অথচ তার উপর (সে হাদিসের উপর) সনদ সহীহ হয়। যেমন ইবনু আসাকির তার 'তারিখ' গ্রন্থে আলী ইবনু ফারিস এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মাক্কী ইবনু বুনদার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আল-হাসান ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ আল-কাযভীনী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: হিশাম ইবনু আম্মার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মালিক বর্ণনা করেছেন যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে।

(ص: 162) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مَرْفُوعًا: «خَلَقَ اللَّهُ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ مِنْ عَرَقِ جَبْرِيلَ لَيْلَةَ الْبُعْرَاجِ، وَخَلَقَ الْوَرْدَ الْأَبْيَضَ مِنْ عَرَقِي، وَخَلَقَ الْوَرْدَ الْأَصْفَرَ مِنْ عَرَقِ الْبُرَاقِ». قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَضَعَهُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ، وَرَكَّبَهُ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ.

- 1

[تَنْبِيْهُ]

لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ بَعْدَهُ كَابْنِ جَمَاعَةٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ اخْتَصَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَالْعِرَاقِيُّ فِي الْأَلْفِيَّةِ وَالْبُلْقِينِيُّ، وَأَصْحَابُ النُّكْتِ إِلَّا لِلتَّصْحِيحِ فَقَطْ، وَسَكَتُوا عَنِ التَّحْسِينِ، وَقَدْ ظَهَرَ لِي أَنَّ مَنْ جَوَّزَ التَّصْحِيحَ فَالْتَّحْسِينُ أَوَّلَى، وَمَنْ مَنَعَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجَوَّزَهُ، وَقَدْ حَسَّنَ الْبِرْزِيُّ حَدِيثَ «طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» مَعَ تَصْرِيحِ الْحَفَاطِ بِتَضْعِيفِهِ، وَحَسَّنَ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ أَحَادِيثَ صَرَّحَ الْحَفَاطُ بِتَضْعِيفِهَا، ثُمَّ تَأَمَّلْتُ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ فَرَأَيْتُهُ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ الْأَمْرُ إِذَا

فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ إِلَى الْإِعْتِمَادِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ أُثْبَتَ الْحَدِيثُ فِي كُتُبِهِمْ إِلَى آخِرِهِ.

وَقَدْ مَنَعَ فِيهَا سَيِّئَاتِي - وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ - أَنْ يَجْزِمَ بِتَضْعِيفِ الْحَدِيثِ اعْتِمَادًا عَلَى ضَعْفِ إِسْنَادِهِ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ غَيْرُهُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ سَدَّ بَابَ التَّصْحِيحِ وَالتَّحْسِينِ وَالتَّضْعِيفِ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْأَرْوَاقِ لِضَعْفِ أَهْلِيَّتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ أَوَّلَى بِالْمَنْعِ قَطْعًا إِلَّا حَيْثُ لَا يَخْفَى؛ كَالْأَحَادِيثِ الطَّوَالِ الرَّكِيكَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الْقَضَّاصُ، أَوْ مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْعَقْلِ أَوْ الْإِجْمَاعِ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: «আল্লাহ তাআলা মেরাজের রাতে জিব্রাইল (আ)-এর ঘাম থেকে লাল গোলাপ সৃষ্টি করেছেন, আমার ঘাম থেকে সাদা গোলাপ সৃষ্টি করেছেন এবং বুরাকের ঘাম থেকে হলুদ গোলাপ সৃষ্টি করেছেন»। ইবন আসাকির বলেন: এটি একটি মওদু' (জাল) হাদীস। যার কোনো জ্ঞান ছিল না, সেই এটি তৈরি করেছে এবং এটিকে এই সহীহ ইসনাদের সাথে জুড়ে দিয়েছে।

1 -

[সতর্কীকরণ]

গ্রন্থকার এবং তাঁর পরবর্তীগণ, যেমন ইবন জামাআহ ও অন্যান্য যারা ইবনুস সালাহকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, এবং আল-ইরাকী তাঁর আল-আলফিয়াহতে, ও আল-বুলকিনী, এবং আন-নুকাত-এর রচয়িতাগণ শুধু 'তাসহীহ' (সহীহ বলা) নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা 'তাহসীন' (হাসান বলা) সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। আমার কাছে মনে হয়, এ বিষয়ে বলা উচিত যে, যে ব্যক্তি 'তাসহীহ' বৈধ মনে করেন, তার জন্য 'তাহসীন' তো আরও অগ্রাধিকারযোগ্য। আর যে ব্যক্তি নিষেধ করেছেন, তার জন্যও এটি বৈধ মনে করার সম্ভাবনা রয়েছে। আল-মিযযী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন, অথচ হাফিযগণ এর দুর্বলতার কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। এবং বহু সংখ্যক হাফিয এমন হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন যা হাফিযগণ দুর্বল বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা

করেছেন। অতঃপর আমি ইবনুস সালাহের উক্তি নিয়ে চিন্তা করে দেখলাম যে, তিনি 'হাসান' ও 'সহীহ' এর মধ্যে সমতা বিধান করেছেন, যখন তিনি বলেছেন: «সুতরাং সহীহ ও হাসান চেনার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত হাদিসের ইমামগণ তাদের কিতাবসমূহে যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তার উপর নির্ভরতার দিকেই পর্যবসিত হয়» ইত্যাদি।

এবং তিনি (ইবনুস সালাহ) যা পরবর্তীতে আসবে তাতে নিষেধ করেছেন – আর গ্রন্থকার ও অন্যান্যরা এ বিষয়ে তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন – যে, শুধুমাত্র একটি দুর্বল সনদ থাকার কারণে কোনো হাদীসকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল ঘোষণা করা যাবে না, কারণ সম্ভবত এর অন্য কোনো সহীহ সনদ থাকতে পারে। সুতরাং সারকথা হলো, ইবনুস সালাহ এই সময়ের লোকদের জন্য 'তাসহীহ', 'তাহসীন' ও 'তায়'ঈফ' (দুর্বল ঘোষণা) এর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তাদের অযোগ্যতার কারণে, যদিও তিনি প্রথমটির (তাসহীহের) সাথে একমত হননি। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'মওদু' (জাল) হওয়ার সিদ্ধান্ত আরও কঠোরভাবে নিষেধ করা উচিত, তবে যেখানে এটি স্পষ্ট, যেমন দীর্ঘ ও দুর্বল হাদীসগুলো যা গল্পকাররা তৈরি করেছে, অথবা যা যুক্তি বা ইজমা'র (ঐকমত্যের) পরিপন্থী।

(ص: 163) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَمَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ مِنْ كِتَابٍ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ نُسخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ قَابِلَهَا هُوَ أَوْ ثِقَةً
بِأُصُولٍ صَحِيحَةٍ، فَإِنْ قَابِلَهَا بِأُصْلٍ مُحَقَّقٍ مُعْتَمَدٍ أَجْزَأَهُ.

[تدريب الراوي]

وَأَمَّا الْحُكْمُ لِلْحَدِيثِ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ الشُّهُرَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ إِذَا وَجَدَتِ الطُّرُقُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي
ذَلِكَ، وَيَنْبَغِي التَّوَقُّفُ عَنِ الْحُكْمِ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْغَرَابَةِ، وَعَنِ الْعِزَّةِ أَكْثَر.

[من أراد الاحتجاج بحديث من الكتب المعتمدة]

(وَمَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ) أَوْ الْإِحْتِجَاجَ (بِحَدِيثٍ مِنْ كِتَابٍ) مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَدَةِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: حَيْثُ سَأَغَ لَهُ ذَلِكَ (فَطَرِيقُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ نُسخَةٍ مُعْتَدَةٍ قَابِلَهَا هُوَ أَوْ ثِقَةً بِأُصُولٍ صَحِيحَةٍ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِيَحْصَلَ لَهُ بِذَلِكَ - مَعَ اشْتِهَارِ هَذِهِ الْكُتُبِ، وَبُعْدِهَا عَنْ أَنْ يُقْصَدَ بِهَا التَّبْدِيلُ وَالتَّحْرِيفُ - الثِّقَةُ بِصِحَّةِ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأُصُولُ، وَفَهَمَ جَمَاعَةُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ الْإِشْتِرَاطَ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ، وَلَا يَقْتَضِيهِ مَعَ تَصْرِيحِ ابْنِ الصَّلَاحِ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْحَسَنِ، حَيْثُ قَالَ فِي التِّرْمِذِيِّ: فَيَنْبَغِي أَنْ تُصَحَّحَ أَصْلُكَ بِجَمَاعَةِ أُصُولٍ، فَأَشَارَ بِیَنْبَغِي إِلَى الْإِسْتِحْبَابِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَيْهِ (فَإِنْ قَابَلَهَا بِأَصْلِ مُحَقَّقٍ مُعْتَدٍ أَجْزَأَهُ) وَلَمْ يُورِدْ ذَلِكَ مَوْرِدَ الْإِعْتِرَاضِ، كَمَا صَنَعَ فِي مَسْأَلَةِ التَّصْحِيحِ قَبْلَهُ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْقَطْعِ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَصَرَّحَ أَيْضًا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِظْهَارِ وَالْإِسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا فِي الْمُنْهَلِ الرَّوِّيِّ.

- 1

وَمَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ مِنْ كِتَابٍ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ نُسخَةٍ مُعْتَدَةٍ قَابِلَهَا هُوَ أَوْ ثِقَةً بِأُصُولٍ صَحِيحَةٍ، فَإِنْ قَابَلَهَا بِأَصْلِ مُحَقَّقٍ مُعْتَدٍ أَجْزَأَهُ. আর যে ব্যক্তি কোনো কিতাব থেকে আমল করতে চায়, তার পদ্ধতি হলো, সে তা নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্করণ থেকে নেবে, যা সে নিজে বা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি সঠিক মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখেছে। যদি সে তা একটি যাচাইকৃত ও নির্ভরযোগ্য মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখে, তবে তা যথেষ্ট হবে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

وَأَمَّا الْحُكْمُ لِلْحَدِيثِ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ الشُّهُرَةِ فَلَا يَنْتَنِعُ إِذَا وَجَدَتِ الطُّرُقُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي ذَلِكَ، وَيَنْبَغِي التَّوَقُّفُ عَنِ الْحُكْمِ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْغَرَابَةِ، وَعَنِ الْعِزَّةِ أَكْثَرَ. আর হাদীসকে মুতাওয়াতির বা মাশহুর হিসেবে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, যদি এর জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ পাওয়া যায়। তবে হাদীসকে ফারদিয়াহ (একাকী) বা গারাবাহ (অপরিচিত) এবং ইজ্জাহ (বিরল) হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিত।

[যে নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে চায়]

(وَمَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ) أَوْ الْإِحْتِجَاجَ (بِحَدِيثٍ مِنْ كِتَابٍ) مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: حَيْثُ سَأَغَ (আর যে আমল করতে চায়) অথবা প্রমাণ পেশ করতে চায় (কোনো কিতাবের হাদীস দ্বারা) নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে; ইবনুস সালাহ বলেছেন: যেখানে তার জন্য তা বৈধ, (তার পদ্ধতি হলো, সে তা নির্ভরযোগ্য কোনো সংস্করণ থেকে নেবে, যা সে নিজে বা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি সঠিক মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখেছে)।

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِيُحْصَلَ لَهُ بِذَلِكَ - مَعَ اشْتِهَارِ هَذِهِ الْكُتُبِ، وَبُعْدِهَا عَنْ أَنْ يُقْصَدَ بِهَا التَّبْدِيلُ وَالتَّحْرِيفُ - الثِّقَةُ بِصِحَّةِ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأُصُولُ، وَفَهَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ الْإِشْطِرَاطَ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ، وَلَا يَفْتَضِيهِ مَعَ تَصْرِيحِ ابْنِ الصَّلَاحِ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْحَسَنِ، حَيْثُ قَالَ فِي التِّرْمِذِيِّ: فَيَنْبَغِي أَنْ تُصَحَّحَ أَصْلُكَ بِجَمَاعَةِ أُصُولٍ، فَأَشَارَ بَيْنَبَغِي إِلَى الْإِسْتِحْبَابِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَيْهِ (فَإِنْ قَابَلَهَا بِأَصْلِ مُحَقَّقٍ مُعْتَمَدٍ أَجْزَأَهُ) وَلَمْ يُورَدْ ذَلِكَ مَوْرَدَ الْإِعْتِرَاضِ، كَمَا صَنَعَ فِي مَسْأَلَةِ التَّصْحِيحِ قَبْلَهُ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْقَطْعِ بِنَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَصَرَّحَ أَيْضًا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ مُحْبُولٌ عَلَى الْإِسْتِظْهَارِ وَالْإِسْتِحْبَابِ دُونَ الْجُوبِ، وَكَذَا فِي الْمُنْهَلِ الرَّوِّيِّ

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এর মাধ্যমে তার (পাঠকের) কাছে —এই কিতাবগুলোর সুপ্রসিদ্ধি এবং এতে পরিবর্তন ও বিকৃতির উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থাকার কারণে— সেই মূল পাণ্ডুলিপিগুলোতে যে বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছে তার বিশুদ্ধতার প্রতি আস্থা অর্জিত হয়। একদল লোক এই কথা থেকে শর্তারোপের অর্থ বুঝেছেন, অথচ এতে এমন কিছু নেই যা স্পষ্টভাবে তা ঘোষণা করে, এবং এটি তার প্রয়োজনীয়তাও নির্দেশ করে না, বিশেষত ইবনুস সালাহ 'হাসান' শ্রেণীর হাদীসের ক্ষেত্রে এটিকে মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি তিরমিযীতে বলেছেন: 'সুতরাং তোমার মূল পাণ্ডুলিপিকে একাধিক মূল পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে বিশুদ্ধ করা উচিত।' এখানে 'উচিত' শব্দ দ্বারা তিনি ইসতিহাব (পছন্দনীয়তা) নির্দেশ করেছেন। আর এ কারণেই গ্রন্থাকার এর উপর অতিরিক্ত হিসেবে বলেছেন: (যদি সে তা একটি যাচাইকৃত ও নির্ভরযোগ্য মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখে, তবে তা যথেষ্ট হবে)। তিনি এটিকে আপত্তির বিষয় হিসেবে উত্থাপন করেননি, যেমনটি তিনি এর পূর্বে 'তাসহীহ' (বিশুদ্ধকরণ) এর মাসআলায় এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এ যা আছে তা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করার মাসআলায় করেছেন। তিনি 'শারহে মুসলিম' গ্রন্থেও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইবনুস সালাহ-এর

বক্তব্য ওয়াজিব (অবশ্যকরনীয়) এর পরিবর্তে ইসতিযহার (সতর্কতা/দৃষ্টিকরণ) ও ইসতিহ্বাব (পছন্দনীয়তা) এর উপর প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে 'আল-মানহালুর রাবী' গ্রন্থেও।

১ -

(ص: 164) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

[خاتمة]

زَادَ الْعِرَاقِيُّ فِي أَلْفَيْتِهِ هُنَا لِأَجْلِ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ، حَيْثُ سَأَلَ لَهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا
بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ خَيْرٍ بْنَ عُمَرَ الْأُمَوِيِّ - بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ - الْإِسْبِيلِيَّ، خَالَ أَبِي الْقَاسِمِ
السَّهِيلِيَّ قَالَ فِي بَرْنَامَجِهِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ مَرْوِيًّا، وَلَوْ عَلَى أَقَلِّ وَجْهِ
الرِّوَايَاتِ، لِحَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ». انْتَهَى.

وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الْعِرَاقِيُّ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الرَّزْكَانِيُّ فِي جُزْءٍ لَهُ فَقَالَ فِيهَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ: نَقْلُ
الْإِجْمَاعِ عَجِيبٌ، وَإِنَّمَا حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ، ثُمَّ هُوَ مُعَارِضٌ بِنَقْلِ ابْنِ
بُرْهَانَ إِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْجَوَازِ، فَقَالَ فِي الْأَوْسَطِ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ كَافَّةً إِلَى أَنَّهُ لَا
يَتَوَقَّفُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ عَلَى سَمَاعِهِ، بَلْ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ النُّسخَةُ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا،
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ مِنَ
الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ السَّنَدِ إِلَى مُصَنِّفِهَا، وَذَلِكَ شَامِلٌ لِكُتُبِ الْحَدِيثِ
وَالْفِقْهِ.

وَقَالَ الْإِكْيَا الطَّبْرِيُّ فِي تَعْلِيْقِهِ: مَنْ وَجَدَ حَدِيثًا فِي كِتَابٍ صَحِيحٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ
وَيَحْتَجَّ بِهِ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ.

وَهَذَا غَلَطٌ، وَكَذَا حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ عَنِ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ، وَقَالَ: هُمْ
عُصْبَةٌ لَا

-

[তাদরীবুর রাবী]

[উপসংহার]

ইরাকী তাঁর আলফিয়ায় এখানে ইবনুল সালাহর উক্তির কারণে যোগ করেছেন যে, হাফেয আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবন খায়র ইবন উমার আল-উমাবী (হামযা ফাতহা সহ) আল-ইশবীলী, যিনি আবু আল-কাসিম আল-সুহাইলীর মামা, তাঁর 'বারনামাজ' গ্রন্থে বলেছেন: উলামায়ে কেরাম একমত যে, কোনো মুসলমানের জন্য "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছেন" বলা জায়েয নয়, যতক্ষণ না তার কাছে সেই উক্তিটি বর্ণিত আকারে থাকে, যদিও তা বর্ণনার সর্বনিম্ন পদ্ধতির উপর হোক, এ মর্মে হাদীস রয়েছে: «যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে...»। সমাপ্ত।

ইরাকী এর উপর কোনো মন্তব্য করেননি, তবে যারকাশী তাঁর এক অংশে এর উপর মন্তব্য করেছেন, এবং আমি তার হস্তাক্ষরে যা পড়েছি তাতে তিনি বলেছেন: এই ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করা আশ্চর্যের বিষয়, বরং এটি কিছু মুহাদ্দিসীন থেকে বর্ণিত হয়েছে মাত্র। তারপর এটি ইবন বুরহানের ফুকাহায়ে কেরামের জায়েয হওয়ার উপর ইজমা বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি 'আল-আওসাতু' গ্রন্থে বলেছেন: সকল ফুকাহায়ে কেরাম এই মত পোষণ করেন যে, হাদীসের উপর আমল করা তার শ্রবণের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যখন তার কাছে এর বিশুদ্ধ কপি থাকে, তখন তার জন্য এর উপর আমল করা জায়েয, যদিও সে তা শ্রবণ না করে থাকে। আর উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইস্ফারায়ীনি নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে বর্ণনা করার বৈধতার উপর ইজমা বর্ণনা করেছেন এবং এর সংকলকদের পর্যন্ত সনদ সংযুক্ত থাকা শর্ত নয়। আর এটি হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদি উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

আর ইলকিয়া আত-তাবারী তাঁর 'তালীক' গ্রন্থে বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো সহীহ কিতাবে হাদীস পায়, তার জন্য তা বর্ণনা করা ও তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা জায়েয। আর হাদীস বিশারদদের একদল বলেছেন যে, তার জন্য তা বর্ণনা করা জায়েয নয়, কারণ সে তা শ্রবণ করেনি। আর এটি ভুল। অনুরূপভাবে ইমামুল হারামাইন 'আল-বুরহান' গ্রন্থে কিছু মুহাদ্দিসীন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: "তারা এমন এক দল যারা

[تدريب الراوي]

مُبَالَاة بِهِمْ فِي حَقَائِقِ الْأُصُولِ، يَعْني الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى السَّمَاعِ لَا أَيْمَّةَ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عَزُّ الدِّينِ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ كَتَبَهُ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ: وَأَمَّا الْإِعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ الصَّحِيحَةِ الْمُوثُوقِ بِهَا فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْعَصْرِ عَلَى جَوَازِ الْإِعْتِمَادِ، وَالْإِسْنَادِ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الثِّقَّةَ قَدْ حَصَلَتْ بِهَا كَمَا تَحْصُلُ بِالرِّوَايَةِ، وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَ النَّاسُ عَلَى الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ فِي التَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالطَّبِّ وَسَائِرِ الْعُلُومِ لِحُصُولِ الثِّقَّةِ بِهَا وَبُعْدِ التَّدْلِيسِ، وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّاسَ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى الْخَطَا فِي ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْخَطَا مِنْهُمْ، وَلَوْ لَا جَوَازُ الْإِعْتِمَادِ عَلَى ذَلِكَ لَتَعَطَّلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، وَقَدْ رَجَعَ الشَّارِعُ إِلَى قَوْلِ الْأَطْبَاءِ فِي صُورٍ، وَلَيْسَتْ كُتُبُهُمْ مَأْخُودَةً فِي الْأَصْلِ إِلَّا عَنْ قَوْمٍ كُفَّارٍ، وَلَكِنْ لَمَّا بَعُدَ التَّدْلِيسُ فِيهَا اعْتُمِدَ عَلَيْهَا، كَمَا اعْتُمِدَ فِي اللُّغَةِ عَلَى أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَهُمْ كُفَّارٌ، لِبُعْدِ التَّدْلِيسِ. انْتَهَى.

قَالَ: وَكُتُبُ الْحَدِيثِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا، لِاعْتِنَائِهِمْ بِضَبْطِ النُّسخِ وَتَحْرِيرِهَا. فَمَنْ قَالَ: إِنَّ شَرْطَ التَّخْرِيجِ مِنْ كِتَابٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى اتِّصَالِ السَّنَدِ إِلَيْهِ فَقَدْ خَرَقَ الْجُمَاعَ، وَغَايَةُ الْمُخْرِجِ أَنْ يَنْقُلَ الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلٍ مُوثُوقٍ بِصِحَّتِهِ وَيُنُسِبَهُ إِلَى مَنْ رَوَاهُ، وَيَتَكَلَّمَ عَلَى عِلَّتِهِ وَغَرِيبِهِ وَفِقْهِهِ.

قَالَ: وَلَيْسَ النَّاقِلُ لِلْجُمَاعِ مَشْهُورًا بِالْعِلْمِ مِثْلَ اشْتِهَارِ هَؤُلَاءِ الْأَيْمَّةِ.

قَالَ: بَلْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحَدَّثَ بِالْخَبَرِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ سَبَّحَهُ. فَلَيْتَ شِعْرِي أَيُّ جُمَاعٍ بَعْدَ ذَلِكَ! .

قَالَ: وَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى الْمَنْعِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ، إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ

[তাদরীবুর রাবী]

মূলনীতিগুলোর প্রকৃত বিষয়সমূহে তাদের প্রতি ভ্রম্বেপ করা হয় না, অর্থাৎ যারা শুধু শ্রবণের উপর নির্ভর করে, হাদীসের ইমামগণ নন।

শাইখ ইযযুদ্দীন ইবনু আদিস সালাম, আবু মুহাম্মাদ ইবনু আদিল হামিদের লিখিত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: "আর নির্ভরযোগ্য ও সহীহ ফিকাহ গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভরতার বিষয়ে, এই যুগে উলামায়ে কিরাম সেগুলোর উপর নির্ভর করা এবং সেগুলোর দিকে সনদ যুক্ত করা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন; কারণ সেগুলোর দ্বারা নির্ভরযোগ্যতা অর্জিত হয় যেমন রেওয়ায়াতের দ্বারা অর্জিত হয়। আর একারণেই লোকেরা নাহ (ব্যাকরণ), লুগাহ (ভাষা), তিব্ব (চিকিৎসাবিদ্যা) এবং অন্যান্য সকল বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করে, কারণ সেগুলোর দ্বারা নির্ভরযোগ্যতা অর্জিত হয় এবং তাতে তাদলিসের (দোষ লুকানো বা বিভ্রান্তির) সম্ভাবনা কম থাকে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, লোকেরা এই বিষয়ে ভুল করার ব্যাপারে একমত হয়েছে, সে তাদের চেয়ে ভুলের বেশি হকদার। আর যদি এর উপর নির্ভর করা জায়েজ না হত, তাহলে এর সাথে সম্পর্কিত অনেক কল্যাণ অকেজো হয়ে যেত। শরীয়ত বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, অথচ তাদের কিতাবগুলো মূলত কাফির সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন সেগুলোতে তাদলিসের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়েছে, তখন সেগুলোর উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেমন ভাষার ক্ষেত্রে আরবের কাফিরদের কবিতার উপর নির্ভর করা হয়েছে, কারণ তাতে তাদলিসের সম্ভাবনা কম ছিল।" সমাপ্ত।

তিনি বললেন: "আর হাদীসের কিতাবসমূহ ফিকাহ ও অন্যান্য কিতাবের চেয়ে এ (নির্ভরতার) জন্য বেশি উপযুক্ত, কারণ সেগুলোর সংকলকরা পাণ্ডুলিপিগুলো নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ ও সম্পাদনায় বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে, কোনো কিতাব থেকে তাখরীজ (হাদীস উদ্ধৃত) করার শর্ত হলো সে কিতাব পর্যন্ত সনদ অবিচ্ছিন্ন থাকা, সে ইজমা' ভঙ্গ করেছে। আর তাখরীজকারীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, নির্ভরযোগ্য সহীহ উৎস থেকে হাদীস বর্ণনা করা, বর্ণনাকারীর দিকে এর সনদ যুক্ত করা এবং এর ইল্লাত (ত্রুটি), গারীব (বিরল শব্দ) ও ফিকাহ (বিধান) নিয়ে আলোচনা করা।"

তিনি বললেন: "আর ইজমা'র বর্ণনাকারী ইলমের ক্ষেত্রে এই ইমামগণের খ্যাতির ন্যায় প্রসিদ্ধ নন।"

তিনি বললেন: "বরং ইমাম শাফেঈ (রহ.) 'আর-রিসালা' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো খবর বর্ণনা করা জায়েজ, যদিও জানা না যায় যে তিনি (বর্ণনাকারী) তা শুনেছেন। তাহলে আমি জানি না, এর পরে আর কেমন ইজমা' হতে পারে!"

তিনি বললেন: "আর উল্লেখিত হাদীস দ্বারা নিষেধাজ্ঞার উপর তার দলীল পেশ করা আরও বিস্ময়কর ও অদ্ভুত, কারণ হাদীসে নেই..."

(ص: 166) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الثَّانِي: الْحَسَنُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ، وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ.

[تدريب الراوي]

اشْتَرَاؤُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا فِيهِ تَحْرِيمُ الْقَوْلِ بِنِسْبَةِ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قَالَهُ، وَهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِوَايَتِهِ، بَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ عِلْمُهُ بِوُجُودِهِ فِي كُتُبٍ مَنْ خَرَجَ الصَّحِيحَ. أَوْ كَوْنُهُ نَصٌّ عَلَى صِحَّتِهِ إِمَامًا، وَعَلَى ذَلِكَ عَمَلُ النَّاسِ.

[النَّوعُ الثَّانِي الْحَسَنُ]

[تعريف الحسن]

(النَّوعُ الثَّانِي: الْحَسَنُ) لِلنَّاسِ فِيهِ عِبَارَاتٌ: (قَالَ) أَبُو سُلَيْمَانَ (الْخَطَّابِيُّ): هُوَ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ) فَأَخْرَجَ بِعَرَفَةِ الْمَخْرَجِ الْمُنْقَطِعَ، وَحَدِيثَ الْمُدَلِّسِ قَبْلَ بَيَانِهِ.

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَهَذَا الْحَدُّ صَادِقٌ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْضًا، فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْحَسَنِ.

وَكَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَصَاحِبُ الْمُنْهَلِ الرَّوِّيُّ، وَأَجَابَ التَّبْرِيزِيُّ بِأَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ
الصَّحِيحَ أَخْصُ مِنْهُ، وَدُخُولُ الْخَاصِّ فِي حَدِّ الْعَامِّ ضَرْوَرِيٌّ، وَالتَّقْيِيدُ بِمَا يُخْرِجُهُ عَنْهُ
مُخِلٌّ لِلْحَدِّ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ قَالَ: وَقَدْ اعْتَرَضَ ابْنُ رَشِيدٍ مَا نُقِلَ عَنِ الْخَطَّابِيِّ

দ্বিতীয় প্রকার: হাসান। খাত্তাবী বলেছেন: এটি এমন (হাদীস) যার উৎস পরিচিত এবং
বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ হাদীসের নির্ভরতা এর উপরই, অধিকাংশ উলামা এটিকে
গ্রহণ করেন এবং অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এর ব্যবহার করেছেন।

-

[তাদরিবুর রাবী]

এর শর্তারোপ। বরং এতে হাদীসকে তার (নবীর) প্রতি সম্বন্ধ করার নিষিদ্ধতা রয়েছে যতক্ষণ
না এটি নিশ্চিত হয় যে তিনি তা বলেছেন। এবং এটি তাঁর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং
এর জন্য যথেষ্ট হলো, সহীহ সংকলনকারীদের কিতাবসমূহে এর বিদ্যমানতা সম্পর্কে জ্ঞান।
অথবা কোনো ইমাম এর বিশুদ্ধতার উপর সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন, এবং এর উপরই
মানুষের আমল।

[দ্বিতীয় প্রকার হাসান]

[হাসানের সংজ্ঞা]

(দ্বিতীয় প্রকার: হাসান) এ বিষয়ে মানুষের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে: আবু সুলায়মান (খাত্তাবী)
বলেছেন: এটি এমন (হাদীস) যার উৎস পরিচিত এবং বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ। সুতরাং, উৎসের
পরিচয়ের মাধ্যমে মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ) হাদীসকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং মুদাল্লিস (যারা
ত্রুটি গোপন করে) এর হাদীসকে এর (বিবরণের) পূর্বে (বাদ দেওয়া হয়েছে)।

ইবনে দাকীক আল-ঈদ বলেছেন: এবং এই সংজ্ঞা সহীহ (হাদীস)-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য,
সুতরাং তা হাসানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়।

অনুরূপভাবে ইবনে সালাহ এবং সাহিবুল মানহালির রাবীও বলেছেন। এবং তাবরিজি জবাব
দিয়েছেন যে, সহীহ হাদীস এর চেয়ে অধিক সুনির্দিষ্ট (আখাস) হবে, তা পরবর্তীতে আসবে।
এবং সুনির্দিষ্টের সাধারণের সংজ্ঞার মধ্যে প্রবেশ করা অবশ্যসম্ভাবী। এবং যা এটিকে এর থেকে
বের করে দেয়, তা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা সংজ্ঞার জন্য ত্রুটিপূর্ণ।

ইরাকী বলেছেন: এবং এটি যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন: এবং ইবনে রশীদ খাত্তাবী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার উপর আপত্তি করেছেন।

(ص: 167) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

بأنَّهُ رَأَاهُ بِخَطِّ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ الْجَيَّانِيِّ، وَاسْتَقَرَّ حَالُهُ - بِالسَّيْنِ الْمُهِمَّةِ وَبِالْقَافِ
وَبِالْحَاءِ الْمُهِمَّةِ دُونَ رَاءٍ فِي أَوَّلِهِ - قَالَ: وَذَلِكَ مَرْدُودٌ، فَإِنَّ الْخَطَّائِيَّ قَالَ ذَلِكَ فِي خُطْبَةٍ
مَعَالِمِ السُّنَنِ، وَهُوَ فِي النُّسخِ الصَّحِيحَةِ، كَمَا نُقِلَ عَنْهُ، وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: وَاسْتَقَرَّ حَالُهُ،
كَبِيرٌ مَعْنَى، وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَدِّ: ضَعِيفٌ عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ
بِالضَّعْفِ.

ثُمَّ قَالَ الْخَطَّائِيُّ فِي تَتِمَّةِ كَلَامِهِ: (وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ) لِأَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ لَا
تَبْلُغُ رُتَبَةَ الصَّحِيحِ (وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ)، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَدَّدَ، فَرَدَّ
بِكُلِّ عِلَّةٍ، قَادِحَةٍ كَانَتْ أَمْ لَا.

كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ فَقَالَ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ،
فَقُلْتُ: يُحْتَجُّ بِهِ؟ فَقَالَ: لَا، (وَاسْتَعْمَلَهُ) أَيُّ عَمِلَ بِهِ (عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ)، وَهَذَا الْكَلَامُ
فِيهِمُ الْعِرَاقِيُّ زَائِدًا عَلَى الْحَدِّ فَأَخَّرَ ذِكْرَهُ وَفَصَلَهُ عَنْهُ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِّ، لِيُخْرِجَ الصَّحِيحَ الَّذِي دَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ، بَلْ
وَالضَّعِيفَ أَيْضًا.

- 1

যে, তিনি তা হাফেয আবু আলী আল-জায়ানী-এর হস্তাক্ষরে দেখেছেন, এবং তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল হয়েছে – যেখানে সিন (س), ক্বাফ (ق), এবং শুরুতে রা (ر) ব্যতীত হা (ح) দ্বারা [শব্দটির সঠিক বানান নির্দেশ করা হয়েছে] – তিনি বলেন: এবং তা প্রত্যাখ্যাত। কেননা খাত্তাবী ‘মা’আলিমুস সুনান’-এর ভূমিকায় তা বলেছেন। এবং তা সহীহ সংস্করণগুলোতে যেমন তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি আছে। আর তাঁর উক্তি: ‘ওয়াসতাক্বাররা হা’লুহু’ (استقر هـ) -এর তেমন কোনো বড় অর্থ নেই। ইবনু জামাআহ বলেন যে, এই হা’দ (সংজ্ঞা)-এর উপর এটি প্রযোজ্য: ‘যঈফ’ (দুর্বল হাদীস) যার উৎস জানা আছে এবং যার রাবীগণ দুর্বলতার জন্য প্রসিদ্ধ।

অতঃপর খাত্তাবী তাঁর কথার পরিশিষ্টে বলেন: (এবং অধিকাংশ হা’দীসের ভিত্তি এর উপরই) কারণ অধিকাংশ হা’দীস সহীহ-এর স্তরে পৌঁছে না (এবং অধিকাংশ উলামা তা গ্রহণ করেন), যদিও কিছু আহলে হা’দীস কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, ফলে তারা প্রতিটি ক্রটির কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা নিন্দনীয় হোক বা না হোক।

যেমন ইবনু আবী হা’ত্বিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে একটি হা’দীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন: এর ইসনাদ হাসান (উত্তম)। আমি বললাম: এটি দ্বারা কি দলীল পেশ করা যাবে? তিনি বললেন: না। (এবং ফুকাহাদের অধিকাংশ তা ব্যবহার করেছেন) অর্থাৎ তা দ্বারা আমল করেছেন। আর এই কথাটি ইরাকী হাদীসের মূল সংজ্ঞা থেকে অতিরিক্ত বলে বুঝেছেন, ফলে তিনি এর উল্লেখকে পরে নিয়ে এসেছেন এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

এবং বুলকীনী বলেন: বরং এটি হা’দীসের সংজ্ঞার অংশ, যাতে এর পূর্বে যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই সহীহকে বের করে আনা যায়, বরং যঈফকেও।

1 -

(ص: 168) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

[تَنْبِيْهُ]

حَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ كَلَامِ الْخَطَّائِيِّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ حَدَّثَ الْحَسَنَ، بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَكُونَ شَاذًا، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ، وَأَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ: هُوَ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ وَيُعْمَلُ بِهِ، وَقَالَ: كُلُّ هَذَا مُبْهَمٌ لَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ وَالْخَطَّائِيِّ مَا يَفْصِلُ الْحَسَنَ مِنَ الصَّحِيحِ. انْتَهَى.

وَكَذَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمَوَاقِ: لَمْ يَخُصَّ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنَ بِصِفَةِ تَسْيِيرِهِ عَنِ الصَّحِيحِ، فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ شَاذٍ، وَرَوَاتُهُ غَيْرُ مُتَّهَمِينَ، بَلْ ثِقَاتٌ. قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: بَقِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي الْحَسَنِ أَنْ يُرْوَى مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِنَّهُ حَسَنٌ أَحَادِيثٌ لَا تُرْوَى إِلَّا مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ، كَحَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانُكَ»، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْرِفُ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَ عَائِشَةَ.

-

[তাদ্রীবুর রাবী]

[গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য]

খাত্তাবীর আলোচনার পর ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিরমিযী 'হাসান'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে যে, এর সনদসূত্রে এমন কোনো রাবী থাকবেন না যার বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ আছে, এবং তা শায় (বিরল/ব্যতিক্রমী) হবে না, এবং অনুরূপভাবে অন্য সূত্র থেকেও বর্ণিত হবে। আর কিছু মুতাআখখিরিন (পরবর্তী আলেমগণ) বলেছেন: এটি হলো সেই (হাদীস) যাতে সহনীয় পর্যায়ে সামান্য দুর্বলতা থাকে এবং যা আমলযোগ্য। তিনি (ইবনুস সালাহ) আরও বলেন: এই সবকিছুই অস্পষ্ট যা তৃষ্ণা নিবারণ করে না (সন্দেহ দূর করে না), এবং

তিরমিযী ও খাতাবীর আলোচনায় এমন কিছু নেই যা 'হাসান'কে 'সহীহ' থেকে পৃথক করে।
(আলোচনা) সমাপ্ত।

অনুরূপভাবে হাফিয আবু আবদুল্লাহ ইবনুল মাওয়াক বলেছেন: তিরমিযী 'হাসান'কে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্দিষ্ট করেননি যা এটিকে 'সহীহ' থেকে পৃথক করে; কেননা সহীহ হাদীসও শায় হওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে, এবং এর রাবীগণ অভিযুক্ত নন, বরং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) হবেন।

ইবনু সায্যিদিল নাস বলেছেন: তাঁর (তিরমিযীর) উপর এই আপত্তি অবশিষ্ট থাকে যে, তিনি 'হাসান'-এর জন্য শর্ত করেছেন যে এটি অন্য সূত্র থেকেও বর্ণিত হবে, অথচ 'সহীহ'-এর জন্য তিনি এই শর্ত করেননি।

ইরাকী বলেছেন: তিনি (তিরমিযী) এমন অনেক হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন যা শুধুমাত্র একটি সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইসরাঈল থেকে, তিনি ইউসুফ ইবনু আবী বুরদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন, তখন বলতেন: 'গুফরানাকা' (আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি)»। কেননা তিনি এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন: "এটি হাসান গারীব হাদীস। আমরা এটি শুধু এই সূত্রেই জানি, এবং এই বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস জানি না"।

(ص: 169) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَأَجَابَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَى مَجِيئِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ مَا كَانَ رُوَاؤُهُ فِي دَرَجَةِ الْمُسْتَوْرِ، وَمَنْ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ، قَالَ: وَأَكْثَرُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ عَرَّفَ بِنَوْعٍ مِنْهُ لَا بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: قَدْ مَيَّزَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنَ عَنِ الصَّحِيحِ بِشَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ قَاصِرًا عَنْ دَرَجَةِ رَاوِي الصَّحِيحِ، بَلْ وَرَاوِي الْحَسَنِ لِدَاوِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِالْكَذِبِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْتَوْرُ وَالْمَجْهُولُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَرَاوِي الصَّحِيحِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَرَاوِي الْحَسَنِ لِدَاوِيهِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِالضَّبْطِ، وَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ.

قَالَ: وَلَمْ يَعْدِلِ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قَوْلِهِ ثِقَاتٌ، وَهِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلَى مَا قَالَهُ إِلَّا لِإِرَادَةِ قُصُورِ رَوَاتِهِ عَنْ وَصْفِ الثَّقَةِ، كَمَا هِيَ عَادَةُ الْبُلْغَاءِ.

الثَّانِي: مَجِيئُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَلَى أَنَّ عِبَارَةَ التِّرْمِذِيِّ فِيهَا ذِكْرُهُ فِي الْعَلَلِ الَّتِي فِي آخِرِ جَامِعِهِ " وَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ " إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ هَذَا إِنَّمَا اضْطَحَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَقُلْهُ اضْطِلَاحًا عَامًّا لَكَانَ لَهُ ذَلِكَ.

[তাদরিবুর রাবী]

তিনি বলেন: ইবনু সাইয়্যিদুন নাস এই হাদীস সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন যে, যে হাদীসের জন্য একাধিক সূত্র থেকে আসার প্রয়োজন হয়, তার বর্ণনাকারীগণ মাসতূর (যার অবস্থা অজানা) এবং যার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয়নি, এমন শ্রেণীর। তিনি আরও বলেন: এই অধ্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী হাসানের একটি প্রকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সকল প্রকারের নয়।

শাইখুল ইসলাম বলেন: তিরমিযী হাসানকে সহীহ থেকে দুটি বিষয় দ্বারা পৃথক করেছেন:

প্রথমত: এর বর্ণনাকারী সহীহ-এর বর্ণনাকারী, এমনকি হাসান লি-জাতিহি-এর বর্ণনাকারীর স্তর থেকেও নিম্নমানের হবে, এবং তা হলো যে, সে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে না। এর মধ্যে মাসতূর (যার অবস্থা অজানা) ও মাজহুল (অজ্ঞাত) এবং এ ধরনের অন্যান্য বর্ণনাকারী অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সহীহ-এর বর্ণনাকারী অবশ্যই 'সিকাহ' (বিশ্বস্ত) হতে হবে, এবং হাসান লি-জাতিহি-এর বর্ণনাকারী অবশ্যই 'জ্বাবত' (সংরক্ষণ ক্ষমতা) গুণে গুণান্বিত হতে হবে, শুধু মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত না হওয়া যথেষ্ট নয়।

তিনি বলেন: তিরমিযী 'সিকাত' (বিশ্বস্তগণ) – এই একটি শব্দ – ব্যবহার করা থেকে সরে এসে যা বলেছেন, তা কেবল তার বর্ণনাকারীদের 'সিকাহ' (বিশ্বস্ততা) গুণ থেকে নিম্নমানের হওয়ার উদ্দেশ্যেই, যেমনটি বাগ্মী ব্যক্তিদের (বলাগাতপূর্ণভাষীদের) রীতি।

দ্বিতীয়ত: এর একাধিক সূত্র থেকে আগমন। যদিও ইমাম তিরমিযীর উক্তি, যা তিনি তাঁর জামি' গ্রন্থের শেষে 'আল-ইলাল' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন: "এই কিতাবে আমরা যা 'হাদীসুন হাসানুন' (হাসান হাদীস) হিসেবে উল্লেখ করেছি, এর দ্বারা আমরা কেবল এর ইসনাদের (বর্ণনাসূত্রের) 'হুসন' (সুন্দরতা) বুঝিয়েছি" – তাঁর কথার শেষ পর্যন্ত।

ইবনু সাইয়্যিদুন নাস বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, এটি (হাসানের এই সংজ্ঞা) তিনি কেবল তাঁর কিতাবের জন্য একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং এটি কোনো সাধারণ পরিভাষা হিসেবে বলেননি, তাহলে তার সেই অধিকার থাকত।

(ص: 170) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَوْلُ ابْنِ كَثِيرٍ: هَذَا الَّذِي رُوِيَ عَنِ التِّرْمِذِيِّ فِي أَيِّ كِتَابٍ قَالَهُ وَأَيُّنَ إِسْنَادُهُ عَنْهُ، مَرْدُودٌ بِوُجُودِهِ فِي آخِرِ جَامِعِهِ كَمَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ مُرَادٌ لِقَوْلِ الْخَطَّابِيِّ فَإِنَّ قَوْلَهُ: وَيُرْوَى نَحْوُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، كَقَوْلِهِ: مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَقَوْلُ الْخَطَّابِيِّ: اشتهر رجاله، يَعْنِي بِهِ السَّلَامَةُ مِنَ وَصَةِ الْكُذِبِ، كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ: وَلَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَلَا يَكُونُ شَاذًا، وَلَا حَاجَةً إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّاذَّ يُنَافِي عِرْفَانَ الْمَخْرَجِ، فَكَانَ الْمُصَنِّفُ أَسْقَطَهُ لِذَلِكَ.

لَكِنْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: تَفْسِيرُ قَوْلِ الْخَطَّابِيِّ: مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِحْتِرَازِ عَنِ الْمُنْقَطِعِ وَخَبَرِ الْمُدَلِّسِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ مِنْهُ بَعْضُ الْإِسْنَادِ لَا يُعْرَفُ فِيهِ مَخْرَجُ

الْحَدِيثِ إِذْ لَا يُدْرَى مَنْ سَقَطَ، بِخِلَافِ الشَّاذِّ الَّذِي أُبْرَزَ كُلُّ رَجَالِهِ فَعُرِفَ مَخْرُجُ
الْحَدِيثِ مِنْ أَيْنَ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: اشْتَهَارُ الرَّجَالِ أَحْصُ مِنْ قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ: وَلَا يَكُونُ
فِي الْإِسْنَادِ مُتَّهَمٌ، لِشُؤْلِهِ الْمُسْتَوْرٍ.
وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَرَادَ بِهِ ابْنَ الْجَوْزِيِّ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي
الْعِلَالِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَفِي الْمَوْضُوعَاتِ.
قَالَ ابْنُ دَقِيقٍ: وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ مَضْبُوطًا بِضَابِطٍ يَتَبَيَّرُ بِهِ الْقَدْرُ الْمُحْتَمَلُ مِنْ غَيْرِهِ.

[তারিপুর রাবী]

ইবন কাসীরের উক্তি: "তিরমিযী থেকে বর্ণিত এটি তিনি কোন গ্রন্থে বলেছেন এবং এর সনদ তাঁর থেকে কোথায়?" – এই উক্তিটি বাতিলযোগ্য, কেননা এর অস্তিত্ব তাঁর জামি' গ্রন্থের শেষাংশে বিদ্যমান, যেমনটি আমরা ইঙ্গিত করেছি।

কিছু মুতাআখখিরিন (পরবর্তী যুগের বিদ্বান) বলেছেন: তিরমিযীর উক্তি খাতাবীর উক্তির সমার্থক। কেননা তিরমিযীর উক্তি: "এবং এর অনুরূপ অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে", খাতাবীর উক্তি: "যার নির্গমনস্থল (উৎস) জানা আছে", এর ন্যায়। আর খাতাবীর উক্তি: "এর বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ", এর দ্বারা তিনি মিথ্যা বলার কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকাকে বুঝিয়েছেন, যেমন তিরমিযীর উক্তি: "এবং এর সনদে এমন কেউ নেই যে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত"। আর তিরমিযী যোগ করেছেন: "এবং তা শায় (ব্যতিক্রমী) হবে না", এর কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ শায় হাদিস নির্গমনস্থল সম্পর্কে জ্ঞান (عرفان المخرج) এর পরিপন্থী। তাই মনে হয়, গ্রন্থকার এ কারণেই তা বাদ দিয়েছেন।

কিন্তু ইরাকী বলেছেন: খাতাবীর উক্তি "যার নির্গমনস্থল (উৎস) জানা আছে" এর ব্যাখ্যা, পূর্বে বর্ণিত মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ) এবং মুদাল্লিস (তাদলিসকারী) এর সংবাদ থেকে সতর্ক থাকাকে বুঝানোই উত্তম; কেননা যার সনদ থেকে কিছু অংশ বাদ পড়েছে, সে ক্ষেত্রে হাদিসের নির্গমনস্থল জানা যায় না, যেহেতু কে বাদ পড়েছে তা অজ্ঞাত থাকে। এর বিপরীত হলো শায় (ব্যতিক্রমী) হাদিস, যার সকল বর্ণনাকারী প্রকাশিত থাকে, ফলে হাদিসের নির্গমনস্থল কোথা থেকে তা জানা যায়। আর বুলকিনী বলেছেন: "বর্ণনাকারীদের প্রসিদ্ধি" তিরমিযীর উক্তি "এবং

সনদে কোনো অভিযুক্ত থাকবে না" এর চেয়ে অধিক সুনির্দিষ্ট; কেননা এটি মাসতুর (যার ন্যায়পরায়ণতা সম্পূর্ণরূপে জানা নেই) কেও অন্তর্ভুক্ত করে।

ইবনুল সালাহ কিছু মুতাআখখিরিন থেকে যা বর্ণনা করেছেন, এর দ্বারা তিনি ইবনুল জাওযীকে বুঝিয়েছেন; কেননা তিনি এ বিষয়টি আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ এবং আল-মাওয়ুআতে উল্লেখ করেছেন।

ইবন দাকীক বলেছেন: তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা এমন কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত নয়, যা দ্বারা গ্রহণযোগ্য পরিমাণকে অন্যান্য থেকে পৃথক করা যায়।

(ص: 171) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَخْلُو إِسْنَادُهُ مِنْ مَسْتَوْرٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، وَلَيْسَ مُغْفَلًا كَثِيرَ الْخَطَا، وَلَا ظَهَرَ مِنْهُ سَبَبٌ مُفْسِدٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفًا بِرِوَايَةٍ مِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ لِقُصُورِهِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، وَهُوَ مُرْتَفِعٌ عَنْ حَالٍ مَنْ يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ مُنْكَرًا.

ثُمَّ الْحَسَنُ كَالصَّحِيحِ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ؛ وَلِهَذَا أَدْرَجْتُهُ طَائِفَةً فِي نَوْعِ الصَّحِيحِ.

[تدريب الراوي]

قَالَ الْبُذُرِيُّ بْنُ جَمَاعَةَ: وَأَيْضًا فِيهِ دَوْرٌ لِأَنَّهُ عَرَفَهُ بِصَلَاحِيَّتِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ، وَذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ حَسَنًا.

قُلْتُ: لَيْسَ قَوْلُهُ: " وَيُعْمَلُ بِهِ " مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهِ؛ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَالصَّحِيحِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ فَصَلَهُ مِنَ الْحَدِّ، حَيْثُ قَالَ: مَا فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ، وَيَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ: مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحَسَنِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ وَسَطَ بَيْنَهُمَا، فَقَوْلُهُ: قَرِيبٌ، أَيُّ قَرِيبٌ مَخْرَجُهُ إِلَى الصَّحِيحِ مُحْتَمِلٌ لِكُونِ رِجَالِهِ مَسْتُورِينَ.

[أقسام الحسن وحكم الاحتجاج به]

(قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ، بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْحُدُودَ الثَّلَاثَةَ وَقَوْلِهِ مَا تَقَدَّمَ: قَدْ أَمَعَنْتُ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْبَحْثَ جَامِعًا بَيْنَ أَطْرَافِ كَلَامِهِمْ مُلَاحِظًا مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ فَتَنَقَّحَ لِي، وَاتَّضَحَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ (هُوَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَخْلُو إِسْنَادُهُ مِنْ مَسْتُورٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ، وَلَيْسَ مُغْفَلًا كَثِيرَ الْخَطَأِ) فِيمَا يَرْوِيهِ، وَلَا هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ (وَلَا ظَهَرَ مِنْهُ سَبَبٌ) آخَرُ (مُفَسِّقٌ وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ) مَعَ ذَلِكَ (مَعْرُوفًا بِرِوَايَةٍ مِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ) أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى اعْتَصَدَ بِمُتَابَعَةٍ مَنْ تَابَعَ رَاوِيَهُ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ بِمَا لَهُ مِنْ شَاهِدٍ، وَهُوَ وَرُودُ حَدِيثٍ آخَرَ نَحْوِهِ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا أَوْ مُنْكَرًا.

শায়খ বলেছেন: এটি দুই প্রকার: প্রথম প্রকার: যার সনদ এমন 'মাসতূর' রাবী থেকে মুক্ত নয়, যার যোগ্যতা সুনিশ্চিত হয়নি, তবে সে অনেক ভুলকারী 'মুগাফফাল' নয়, এবং তার থেকে ফাসিক প্রমাণকারী কোনো কারণ প্রকাশ পায়নি, এবং হাদিসের মতন অন্য কোনো সূত্রে অনুরূপ বা কাছাকাছি বর্ণনা দ্বারা পরিচিত।

দ্বিতীয় প্রকার: যার রাবী সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তার স্মরণশক্তি ও নিপুণতার ঘাটতির কারণে সহীহের স্তরে পৌঁছায়নি, এবং সে এমন রাবীর অবস্থা থেকে উন্নত, যার একক বর্ণনা 'মুনকার' বলে গণ্য হয়।

এরপর, হাসান হাদিস সহীহ হাদিসের ন্যায় দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যদিও শক্তির দিক থেকে তা সহীহের চেয়ে নিম্নমানের; একারণেই একটি দল একে সহীহ হাদিসের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

আল-বদর ইবনু জামাআ বলেছেন: এতে একটি চক্র (দাওর) রয়েছে, কারণ তিনি এটিকে আমল করার উপযোগীতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছেন, অথচ এর আমলযোগ্যতা নির্ভর করে হাসান হওয়ার পরিচিতির উপর।

আমি বলি: তার উক্তি "এবং এর উপর আমল করা হয়" সংজ্ঞার পূর্ণ অংশ নয়, বরং এর অতিরিক্ত; এ কথা বোঝানোর জন্য যে, সহীহ হাদিসের ন্যায় এর উপরও আমল করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো, তিনি এটিকে সংজ্ঞা থেকে আলাদা করেছেন, যখন তিনি বলেছেন: "যে হাদিসে সামান্য, সহনীয় দুর্বলতা রয়েছে, তাই হলো হাদীসে হাসান, এবং এর উপর ভিত্তি করা ও আমল করা উপযুক্ত।"

আত-তীবী বলেছেন: ইবনুল জাওয়াযী যা উল্লেখ করেছেন, তা এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, হাসানকে জানার বিষয়টি সহীহ ও যয়ীফকে জানার উপর নির্ভরশীল; কারণ হাসান হাদিস এ দু'য়ের মধ্যবর্তী। অতএব, তার উক্তি: "কাছাকাছি (কারীব)" অর্থাৎ, এর উৎস সহীহের কাছাকাছি, অথচ এর রাবীগণ 'মাসতূর' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

[হাসান হাদিসের প্রকারভেদ ও তা দ্বারা দলীল পেশ করার বিধান]

(শায়খ) ইবনুস সালাহ, তিনটি সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর এবং পূর্বে যা বলেছেন, তার ভিত্তিতে (তিনি বলেন): আমি এ বিষয়ে গভীর দৃষ্টিপাত করেছি এবং তাদের বিভিন্ন উক্তি একত্রিত করে ও তাদের ব্যবহারের স্থানসমূহ লক্ষ্য করে গবেষণা করেছি। অতঃপর আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, হাদীসে হাসান (এটি দুই প্রকার: প্রথম প্রকার: যার সনদে এমন 'মাসতূর' রাবী আছে যার যোগ্যতা সুনিশ্চিত হয়নি, এবং সে অনেক ভুলকারী 'মুগাফফাল' নয়) তার বর্ণনার ক্ষেত্রে, এবং হাদিসে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নয়, (এবং তার থেকে) অন্য কোনো (ফাসিক প্রমাণকারী) কারণ (প্রকাশ পায়নি), এবং (হাদিসের মতন) এর সাথে (পরিচিত হয়) অন্য এক বা একাধিক সূত্রে এর অনুরূপ বা কাছাকাছি বর্ণনার দ্বারা, এমনকি এর রাবীর অনুরূপ বর্ণনা দ্বারা অনুসরণকারীর মাধ্যমে তা শক্তিশালী হয়, অথবা এর পক্ষে কোনো শাহিদ (সমর্থক বর্ণনা) থাকে, আর শাহিদ হলো, এর কাছাকাছি আরেকটি হাদিসের আগমন, ফলে তা শায় (বিরল) বা মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হওয়ার অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে।

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَكَلَامُ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ يَنْتَزَلُ.
الْقِسْمُ (الثَّانِي): أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَ) لَكِنْ (لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ
الصَّحِيحِ لِقُصُورِهِ) عَنْ رُؤَايِهِ (فِي الْحِفْظِ وَالْإِثْقَانِ، وَهُوَ) مَعَ ذَلِكَ (مُرْتَفِعٌ عَنْ حَالِ
مَنْ يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ) أَيُّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ حَدِيثِهِ (مُنْكَرًا).
قَالَ: وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ هَذَا مَعَ سَلَامَةِ الْحَدِيثِ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَاذًا أَوْ مُنْكَرًا، سَلَامَتُهُ مِنْ
أَنْ يَكُونَ مُعَلَّلًا. قَالَ: وَعَلَى هَذَا الْقِسْمِ يَنْتَزَلُ كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ.
قَالَ: فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَامِعٌ لِمَا تَفَرَّقَ فِي كَلَامِ مَنْ بَلَّغْنَا كَلَامَهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ
التِّرْمِذِيُّ ذَكَرَ أَحَدَ نَوْعِي الْحَسَنِ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ النَّوعَ الْآخَرَ، مُقْتَصِرًا كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى
مَا رَأَى أَنَّهُ يُشْكِلُ، مُعْرِضًا عَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُشْكِلُ، أَوْ أَنَّهُ غَفَلَ عَنِ الْبَعْضِ وَذَهَلَ.
انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ.
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَعَلَيْهِ مَوْأَخَذَاتٌ وَمُنَاقَشَاتٌ.
وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ يَرُدُّ عَلَى الْأَوَّلِ مِنَ الْقِسْمَيْنِ: الضَّعِيفُ وَالْمُنْقَطِعُ وَالْمُرْسَلُ الَّذِي فِي
رِجَالِهِ مَسْتَوْرٌ، وَرُؤْيَى مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَعَلَى الثَّانِي الْمُرْسَلُ الَّذِي اشْتَهَرَ
رَاوِيهِ بِمَا ذَكَرَ، فَإِنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ بِحَسَنِ فِي الْإِصْطِلَاحِ.
قَالَ: وَلَوْ قِيلَ: الْحَسَنُ كُلُّ حَدِيثٍ خَالٍ عَنِ الْعِلَلِ، وَفِي سَنَدِهِ الْمُتَّصِلِ مَسْتَوْرٌ

[তাওদিবুর রাবী]

তিনি বললেন: আর তিরমিযীর বক্তব্য এই প্রকারের উপর প্রযোজ্য হয়।

দ্বিতীয় প্রকার: যে তার রাবী সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ হবে, কিন্তু তার (রাবীর)

স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুলতায় (সহীহ হাদীসের) বর্ণনাকারীদের তুলনায় ত্রুটির কারণে তা সহীহের

স্তর পর্যন্ত পৌঁছেবে না। তা সত্ত্বেও, সে এমন ব্যক্তির অবস্থা থেকে উচ্চতর হবে যার একক বর্ণনা, অর্থাৎ তার হাদীসের মধ্যে যা সে এককভাবে বর্ণনা করে, তা মুনকার হিসেবে গণ্য হয়। তিনি বললেন: আর এ সব ক্ষেত্রে, হাদীসটি শাদ বা মুনকার হওয়া থেকে মুক্ত থাকার পাশাপাশি, এর মুআল্লাল হওয়া থেকেও মুক্ত থাকাকে বিবেচনা করা হয়। তিনি বললেন: আর এই প্রকারের উপর খাতাবীর বক্তব্য প্রযোজ্য হয়।

তিনি বললেন: আমরা যা উল্লেখ করেছি তা তাদের বক্তব্যে যা বিক্ষিপ্ত ছিল, যাদের বক্তব্য আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেগুলোকে একত্রিতকারী। তিনি বললেন: যেন তিরমিযী হাসানের দুটি প্রকারের একটি উল্লেখ করেছেন, আর খাতাবী অপর প্রকারটি উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই শুধুমাত্র ততটুকুর উপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন যা তারা জটিল মনে করেছেন, আর যা তারা জটিল মনে করেননি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, অথবা তারা কিছু অংশ ভুলে গেছেন বা অমনোযোগী হয়েছেন। ইবনুল সালাহর বক্তব্য সমাপ্ত হলো।

ইবনু দাকিকিল ঈদ বললেন: আর তার উপর কিছু আপত্তি ও আলোচনা রয়েছে।

আর ইবনু জামাআহ বললেন: উভয় প্রকারের প্রথমটির উপর প্রযোজ্য হয় যযীফ, মুনকাতি' এবং মুরসাল যার রাবীদের মধ্যে মাসতূর (অজ্ঞাত) রাবী রয়েছে, এবং অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর দ্বিতীয়টির উপর (প্রযোজ্য হয়) সেই মুরসাল যার রাবী উল্লেখিত গুণাবলীতে প্রসিদ্ধ, কারণ, তা সেরকমই (অর্থাৎ মুরসাল), কিন্তু পারিভাষিকভাবে হাসান নয়। তিনি বললেন: আর যদি বলা হয়: হাসান হলো এমন প্রতিটি হাদীস যা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং যার মুত্তাসিল সনদে একজন মাসতূর (অজ্ঞাত) রাবী রয়েছে

(ص: 173) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

لَهُ بِهِ شَاهِدٌ، أَوْ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ الْإِثْقَانِ، لَكَانَ أَجْمَعَ لَنَا حَدُّوهُ وَأَخْصَرَ.

وَقَالَ الطَّبِيُّ: لَوْ قِيلَ الْحَسَنُ مُسْنَدٌ مَن قُرْبٍ مِّنْ دَرَجَةِ الثَّقَةِ، أَوْ مُرْسَلٌ ثَقَّةً، وَرُوِيَ
كِلَاهُمَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَسَلَمَ مِنْ شُدُودٍ وَعِلَّةٍ، لَكَانَ أَجْمَعَ الْخُذُودِ وَأَضْبَطَهَا وَأَبْعَدَ عَنِ
التَّعْقِيدِ.

وَحَدَّثَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي النُّخْبَةِ الصَّحِيحِ لِدَايَتِهِ: بِمَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَأَمَّرَ الضَّبْطَ مُتَّصِلَ
السَّنَدِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَهُوَ الْحَسَنُ لِدَايَتِهِ.
فَشَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ فِي الشُّرُوطِ إِلَّا إِتِمَامَ الضَّبْطِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ
بِالْإِعْتِضَادِ.

وَقَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ تَقِيُّ الدِّينِ الشُّبْنِيُّ: الْحَسَنُ خَبَرٌ مُتَّصِلٌ قَلَّ ضَبْطُ رَاوِيهِ الْعَدْلِ،
وَارْتَفَعَ عَنْ حَالٍ مَن يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ مُنْكَرًا، وَلَيْسَ بِشَاذٍ وَلَا مُعَلَّلٍ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْحَسَنُ لَمَّا تَوَسَّطَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ عِنْدَ النَّازِرِ، كَانَ شَيْئًا
يُنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْحَافِظِ، قَدْ تَقَصَّرَ عِبَارَتُهُ عَنْهُ، كَمَا قِيلَ فِي الْإِسْتِحْسَانِ، فَلِذَلِكَ
صَعِبَ تَعْرِيفُهُ، وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ كَثِيرٍ.

-
[তাদরিবুর রাবী]

এর জন্য যদি শাহেদ (সমর্থক বর্ণনা) থাকে, অথবা যদি তা এমন মশহুর (প্রসিদ্ধ) হয় যা
ইৎকানের (দৃঢ়তা/যথার্থতার) স্তর থেকে নিম্ন, তবে তা তাদের নির্ধারিত বিষয়গুলোর জন্য
অধিকতর جامع (ব্যাপক) ও مختصر (সংক্ষিপ্ত) হতো।

আর ত্বীবী বলেছেন: যদি বলা হতো যে, হাসান হলো এমন ব্যক্তির মুসনাদ (সনদযুক্ত বর্ণনা)
যে সিকার (নির্ভরযোগ্যতার) স্তর থেকে কাছাকাছি, অথবা কোনো সিকার মুরসাল (বিচ্ছিন্ন
সনদযুক্ত) বর্ণনা, এবং উভয়টি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং শুযূয (বিচ্ছিন্নতা/বৈপরীত্য)
ও ইল্লাত (ত্রুটি) থেকে মুক্ত, তবে সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে তা অধিকতর جامع (ব্যাপক), অধিকতর
সুসংবদ্ধ এবং জটিলতামুক্ত হতো।

আর শাইখুল ইসলাম 'আন-নুখবাহ' গ্রন্থে সহীহ লি-যাতিহী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন: যা বর্ণনা
করেছেন পূর্ণ ضبط (স্মৃতিশক্তি) সম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী, যার সনদ متصل (নিরবচ্ছিন্ন),

যা مُعَلَّل (ত্রুটিযুক্ত) বা شاذ (বিচ্ছিন্ন/বৈপরীত্যপূর্ণ) নয়। এরপর তিনি বললেন: যদি ضبط (স্মৃতিশক্তি) দুর্বল হয়, তবে তা হাসান লি-যাতিহী।

সুতরাং তিনি সহীহ ও এর (হাসানের) মধ্যে শর্তাবলীতে অংশীদারিত্ব করেছেন, কেবল পূর্ণ ضبط (স্মৃতিশক্তি) ছাড়া। এরপর তিনি ইতিযাদের (সমর্থন লাভের) মাধ্যমে হাসান লি-গাইরিহী উল্লেখ করেছেন।

আর আমাদের শাইখ ইমাম তাক্বীযুদ্দীন আশ-শুমনী বলেছেন: হাসান হলো এমন মুত্তাসিল (নিরবচ্ছিন্ন) খবর যার ন্যায়পরায়ণ রাবী'র ضبط (স্মৃতিশক্তি) দুর্বল, এবং তা এমন ব্যক্তির অবস্থা থেকে উন্নত যার একক বর্ণনা মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হিসেবে গণ্য হয়, এবং তা شاذ (বিচ্ছিন্ন/বৈপরীত্যপূর্ণ) বা مُعَلَّل (ত্রুটিযুক্ত) নয়।

আল-বুলক্বীনী বলেছেন: যখন হাসান, পর্যবেক্ষকের নিকট সহীহ ও যয়ীফের মাঝে অবস্থান করে, তখন যেন হাফিযের অন্তরে এমন কিছু উদ্ভাসিত হয়, যা তার (হাফিযের) বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমনটি ইসতিহসান (পছন্দনীয়তা) সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই এর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। এবং ইবনে কাছীর এক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগামী ছিলেন।

(ص: 174) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

[تَنْبِيْهُ]

الْحَسَنُ أَيْضًا عَلَى مَرَاتِبٍ، كَالصَّحِيحِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: فَأَعْلَى مَرَاتِبِهِ بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الثَّيْبِيِّ، وَأُمَثَالُ ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ: إِنَّهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مِنْ أَدْنَى مَرَاتِبِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا اخْتَلَفَ فِي تَحْسِينِهِ وَتَضْعِيفِهِ، كَحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَنَحْوِهِمْ.

(ثُمَّ الْحَسَنُ كَالصَّحِيحِ فِي الْإِخْتِجَاجِ بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ؛ وَلِهَذَا أَدْرَجْتُهُ طَائِفَةً فِي نَوْعِ الصَّحِيحِ) كَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ، مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ دُونَ الصَّحِيحِ الْمُبَيَّنِ أَوَّلًا، وَلَا بَدْعَ فِي الْإِخْتِجَاجِ بِحَدِيثٍ لَهُ طَرِيقَانِ لَوْ انْفَرَدَ كُلُّ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ، إِذَا وَرَدَ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ مُسْنَدٍ، أَوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ بِشَرْطِهِ كَمَا سَيَجِيءُ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

وَقَالَ فِي الْإِقْتِرَاحِ: مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْحَسَنَ يُحْتَجُّ بِهِ، فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ ثَمَّ أَوْصَافًا يَجِبُ مَعَهَا قَبُولُ الرَّوَايَةِ إِذَا وَجَدَتْ فِي الرَّوَايَةِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُسْنَدُ بِالْحَسَنِ مِمَّا وَجَدَتْ فِيهِ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ الَّتِي يَجِبُ مَعَهَا الْقَبُولُ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ تَوْجَدْ لَمْ يَجْزِ الْإِخْتِجَاجُ بِهِ وَإِنْ سُبِّي حَسَنًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَدَّ هَذَا إِلَى أَمْرِ اصْطِلَاحِي، بِأَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَهَا مَرَاتِبُ وَدَرَجَاتٌ فَأَعْلَاهَا وَأَوْسَطُهَا يُسَمَّى صَحِيحًا، وَأَدْنَاهَا يُسَمَّى حَسَنًا، وَحِينَئِذٍ رَجَعَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْإِصْطِلَاحِ وَيَكُونُ الْكُلُّ صَحِيحًا فِي الْحَقِيقَةِ.

[তাদরিবুর রাবী]

[সতর্কীকরণ]

হাসান হাদিসও সহীহ হাদিসের ন্যায় বিভিন্ন স্তরের। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন: এর (হাসান হাদিসের) সর্বোচ্চ স্তর হলো বাহয ইবনে হাকিম তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত, এবং আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত, এবং ইবনে ইসহাক আত-তায়মী থেকে বর্ণিত (হাদীসসমূহ)। এ ধরনের অন্যান্য (হাদীস) যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা সহীহ, অথচ তা সহীহ-এর সর্বনিম্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত। তারপর রয়েছে সেসব হাদীস, যেগুলোর তাহসীন (হাসান বলা) ও তাদঈফ (দুর্বল বলা) নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে, যেমন হারেস ইবনে আবদুল্লাহ, আসিম ইবনে দামরা এবং হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের হাদীস ও অনুরূপ অন্যান্য (হাদীস)।

(তারপর, হাসান হাদিস দলীল হিসেবে সহীহ হাদিসের মতোই, যদিও শক্তির দিক থেকে তা সহীহ থেকে দুর্বল; এই কারণে একদল ইমাম একে সহীহ-এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন) যেমন হাকিম, ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমা, যদিও তারা বলেছেন যে, তা প্রথমে বর্ণিত

সহীহ থেকে দুর্বল। এমন হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা আশ্চর্যজনক নয়, যার দুটি সূত্র আছে, কিন্তু যদি প্রতিটি সূত্র এককভাবে বর্ণিত হতো, তাহলে তা দলীল হিসেবে গণ্য হতো না, যেমন মুরসাল হাদিসের ক্ষেত্রে, যখন তা অন্য কোনো মুসনাদ সূত্র থেকে বর্ণিত হয়, অথবা তার শর্তানুযায়ী অন্য কোনো মুরসাল হাদিস তার সাথে মিলে যায়, যেমনটি পরে আসবে, এ কথা ইবনে সালাহ বলেছেন।

তিনি (ইবনে সালাহ) আল-ইকতিরাহ গ্রন্থে বলেছেন: যা বলা হয়েছে যে, হাসান হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়, তাতে একটি সমস্যা রয়েছে। কারণ, এমন কিছু গুণাবলী আছে, যা রাবীর মধ্যে পাওয়া গেলে বর্ণনা গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়। যদি হাসান নামে পরিচিত এই (হাদীস) এমন হয় যে, এর মধ্যে (বর্ণনাকারীর) ন্যূনতম এমন গুণাবলী বিদ্যমান থাকে যার কারণে বর্ণনা গ্রহণ করা আবশ্যিক, তাহলে তা সহীহ। আর যদি তা না পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েজ হবে না, যদিও তাকে হাসান বলা হয়। তবে, যদি এই বিষয়টি একটি পরিভাষাগত বিষয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, এই বলে যে, এই গুণাবলীগুলির বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় রয়েছে; সুতরাং এর সর্বোচ্চ এবং মধ্যম স্তরকে সহীহ বলা হয়, আর সর্বনিম্ন স্তরকে হাসান বলা হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি পরিভাষার উপর নির্ভরশীল হবে এবং প্রকৃতপক্ষে সবই সহীহ বলে গণ্য হবে।

(ص: 175) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَقَوْلُهُمْ: حَدِيثٌ حَسَنٌ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ، دُونَ قَوْلِهِمْ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ: لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَوْ يَحْسُنُ الْإِسْنَادُ دُونَ الْمَتْنِ لِشُدُوزِ أَوْ عِلَّةٍ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ حَافِظٌ مُعْتَمِدٌ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْمَتْنِ وَحُسْنُهُ، وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، فَمَعْنَاهُ رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وَالْآخَرُ الْحُسْنَ.

[تدريب الراوي]

[قَوْلُ الْحَفَافِ حَدِيثٌ حَسَنٌ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ]

(وَقَوْلُهُمْ) أَيُّ الْحَفَاطِ هَذَا (حَدِيثٌ حَسَنٌ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ دُونَ قَوْلِهِمْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَوْ يَحْسُنُ الْإِسْنَادُ) لِثِقَةِ رَجَالِهِ (دُونَ الْمَتْنِ لِشُدُوزٍ أَوْ عِلَّةٍ) وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

(فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ) وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةٌ وَلَا قَادِحًا (فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْمَتْنِ وَحُسْنُهُ) لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ مِنْهُمْ لَا يَعْدِلُ عَنْ قَوْلِهِ: صَحِيحٌ إِلَى قَوْلِهِ: صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا.

(وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ) كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ هَذَا (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَهُوَ مِمَّا اسْتَشْكَلَ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ فَكَيْفَ يَجْتَنِعُ إِثْبَاتُ الْقُصُورِ وَنَفْيُهُ فِي حَدِيثٍ، (فَمَعْنَاهُ) أَنَّهُ (رُوي بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي الصِّحَّةَ وَالْآخَرُ يَقْتَضِي الْحُسْنَ) فَصَحَّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ ذَلِكَ، أَيُّ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادٍ، صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ آخَرٍ.

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قِيلَ فِيهَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ

আর তাদের (মুহাদ্দিসগণের) উক্তি: “একটি হাদীস যার সনদ হাসান” অথবা “যার সনদ সহীহ”, তাদের এই উক্তি থেকে ভিন্ন: “একটি সহীহ হাদীস” অথবা “একটি হাসান হাদীস” – কারণ, শুযুয (বিরলতা) বা ইল্লাত (দুর্বলতা) এর কারণে সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও মতনের (মূল পাঠ) ত্রুটি থাকতে পারে, ফলে সনদ সহীহ বা হাসান হওয়া সত্ত্বেও মতন সহীহ বা হাসান না হতে পারে। তবে যদি কোনো নির্ভরযোগ্য হাফিয (স্মরণকারী/বিশেষজ্ঞ) শুধু এতটুকুর উপর নির্ভর করেন (অর্থাৎ সনদের বর্ণনা করেন), তাহলে বাহ্যিকভাবে মতন সহীহ ও হাসান বলেই গণ্য হবে। আর ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্যদের উক্তি: “একটি হাদীস হাসান সহীহ” – এর অর্থ হলো, এটি দুটি ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার একটি সহীহ হওয়ার দাবি রাখে এবং অন্যটি হাসান হওয়ার দাবি রাখে।

[তাওদরীবুর রাবী]

[হাফিযগণের উক্তি: "একটি হাদীস যার সনদ হাসান" অথবা "যার সনদ সহীহ"]

(আর তাদের) অর্থাৎ হাফিযগণের এই উক্তি: (এই) "হাদীসটি যার সনদ হাসান" অথবা "যার সনদ সহীহ" তাদের উক্তি "হাদীসটি সহীহ" অথবা "হাসান" থেকে ভিন্ন। কারণ, এর রাবীগণের বিশ্বস্ততার কারণে (সনদ) সহীহ বা হাসান হতে পারে, (কিন্তু) শুযুয (বিরলতা) বা ইল্লাত (ত্রুটি) এর কারণে মতন (মূল পাঠ) সহীহ বা হাসান নাও হতে পারে। ইমাম হাকিম তাঁর 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে প্রায়শই এই পরিভাষা ব্যবহার করেন।

(যদি কোনো নির্ভরযোগ্য হাফিয শুধু এতটুকুর উপর নির্ভর করেন) এবং এর জন্য কোনো ইল্লাত (ত্রুটি) বা কাদিহ (ক্ষতিকর বিষয়) উল্লেখ না করেন, (তাহলে বাহ্যিকভাবে মতন সহীহ ও হাসান বলে গণ্য হবে)। কারণ, ইল্লাত বা কাদিহ না থাকাই হলো মূলনীতি ও বাহ্যিক অবস্থা।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদের (মুহাদ্দিসগণের) মধ্যে কোনো ইমাম "সহীহ" বলার পরিবর্তে "সহীহুল ইসনাদ" (সনদ সহীহ) বলেন না, যদি না কোনো বিশেষ কারণ থাকে।

(আর ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্যদের) যেমন আলী ইবনুল মাদীনী ও ইয়াকুব ইবনু শায়বাহর, এই উক্তি: (এই) "হাদীসটি হাসান সহীহ" - এটি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে; কারণ হাসান হাদীস সহীহ হাদীসের চেয়ে নিম্নমানের, তাহলে একটি হাদীসে কিভাবে ঘাটতি বিদ্যমান থাকা ও তার অভাব একসাথে বিদ্যমান থাকতে পারে? (এর অর্থ হলো) যে এটি (হাদীসটি) দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে: যার একটি সহীহ হওয়ার দাবি রাখে এবং অন্যটি হাসান হওয়ার দাবি রাখে। তাই এর ক্ষেত্রে এই কথা বলা সঠিক যে, একটি সনদের বিবেচনায় হাসান এবং অন্য একটির বিবেচনায় সহীহ।

ইবনু দাকীকিল ঈদ বলেছেন: এর উপর ঐসব হাদীস দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যেগুলোতে এমন কথা বলা হয়েছে অথচ তা ছিল না।

[تدريب الراوي]

لَهَا إِلَّا مَخْرَجٌ وَاحِدٌ، كَحَدِيثِ خَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفُ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا»، وَقَالَ فِيهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَأَجَابَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ مُرِيدًا تَفَرُّدَ أَحَدِ الرُّوَاةِ عَنِ الْآخِرِ لَا التَّفَرُّدَ الْمُطْلَقَ.

قَالَ: وَيُوضِّحُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفِتَنِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ» الْحَدِيثُ. قَالَ فِيهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَاسْتَغْرَبَهُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ لَا مُطْلَقًا.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا الْجَوَابُ لَا يَمُشِي فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا: لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، كَالْحَدِيثِ السَّابِقِ.

وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِجَوَابٍ ثَانٍ هُوَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُسْنِ اللَّغَوِيِّ دُونَ الْإِصْطِلَاحِيِّ، كَمَا وَقَعَ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ حَيْثُ رَوَى فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ» الْحَدِيثُ بِطَوِيلِهِ، وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَدًّا، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ.

[রাবীদের প্রশিক্ষণ]

এর একটি মাত্র সূত্র রয়েছে, যেমন তিরমিযী কর্তৃক আলা ইবনে আব্দুর রহমান তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীস: «যখন শাবানের অর্ধেক অবশিষ্ট থাকে, তখন সিয়াম পালন করো না», এবং তিনি (তিরমিযী) এ সম্পর্কে বলেছেন: হাসান সহীহ, আমরা এটিকে এই শব্দে কেবল এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। এবং কিছু পরবর্তী আলেম জবাব দিয়েছেন যে, তিরমিযী এটি তখনই বলেন যখন তিনি কোনো একজন বর্ণনাকারীর অপর বর্ণনাকারী থেকে একক বর্ণনার (তাফাররুদ) কথা বোঝাতে চান, নিরঙ্কুশ একক বর্ণনা (তাফাররুদ মুতলাক) নয়।

তিনি বললেন: এবং এটি আরও স্পষ্ট হয় যা তিনি (তিরমিযী) 'আল-ফিতান' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন খালিদ আল-হাদ্দা থেকে, তিনি ইবনে সীরীন থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হাদীসে: «যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দিকে লোহা দ্বারা ইঙ্গিত করে» —হাদীসটি। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন: হাসান সহীহ গারীব এই সূত্রে, সুতরাং তিনি খালিদেব হাদীসটিকে গারীব বলেছেন, নিরঙ্কুশভাবে নয়।

আল-ইরাকী বলেছেন: আর এই জবাবটি সেই স্থানগুলোতে প্রযোজ্য নয় যেখানে তিনি (তিরমিযী) বলেন: 'আমরা এটিকে এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে জানি না', যেমন পূর্বোক্ত হাদীসটি।

এবং ইবনুস সালাহ দ্বিতীয় একটি জবাব দিয়েছেন, তা হলো: 'হাসান' দ্বারা অভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য, পারিভাষিক অর্থ নয়, যেমন ইবনু আদিল বার-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে, যেখানে তিনি তাঁর 'কিতাবুল ইলম' গ্রন্থে মু'আয ইবনে জাবাল থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: «জ্ঞান অর্জন করো, কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করা ভীতিস্বরূপ এবং এর অন্বেষণ ইবাদতস্বরূপ» — হাদীসটি সম্পূর্ণ। এবং তিনি (ইবনু আদিল বার) বলেছেন: 'এটি অত্যন্ত ভালো হাদীস, কিন্তু এর কোনো শক্তিশালী সনদ নেই।'

(ص: 177) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

فَأَرَادَ بِالْحُسْنِ حُسْنَ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى الْبَلْقَاوِيِّ وَهُوَ كَذَّابٌ يُنْسَبُ إِلَى
الْوَضْعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَبَّيِّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَرَوَيْنَا عَنْ أُمِّيَّةَ بِنِ خَالِدٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَزْزَمِيِّ
وَتَدْعُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ - وَقَدْ كَانَ حَسَنَ الْحَدِيثِ - فَقَالَ: مِنْ حُسْنِهَا
فَرَرْتُ، يَعْزِي أَنَّهَُا مُنْكَرَةٌ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ السَّعَّانِيُّ: عَنَى بِالْأَحْسَنِ الْغَرِيبَ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ إِذَا كَانَ حَسَنَ اللَّفْظِ أَنَّهُ حَسَنٌ، وَذَلِكَ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِذَا جَرَوْا عَلَى اضْطِلَاحِهِمْ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا، أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ يُوصَفُ بِصِفَةٍ فَالْحُسْنُ تَابِعُهُ، فَإِنَّ كُلَّ الْأَحَادِيثِ حَسَنَةُ اللَّفْظِ بَلِيغَةُ الْمَعَانِي، وَلَمَّا رَأَيْنَا الَّذِي وَقَعَ لَهُ هَذَا كَثِيرَ الْفَرْقِ، فَتَارَةً يَقُولُ: حَسَنٌ فَقَطْ، وَتَارَةً: صَحِيحٌ فَقَطْ، وَتَارَةً: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَتَارَةً: صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَتَارَةً: حَسَنٌ غَرِيبٌ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا مَحَالَةَ جَارٍ مَعَ الْإِضْطِلَاحِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الْجَامِعِ: وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا " حَدِيثٌ حَسَنٌ " فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا، فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ أَرَادَ حُسْنَ الْإِسْنَادِ فَانْتَفَى أَنْ يُرِيدَ حُسْنَ اللَّفْظِ.

[তাদরীবুর রাবী]

অতঃপর তিনি ‘হাসান’ দ্বারা শব্দের সৌন্দর্য বুঝিয়েছেন; কারণ তা মুসা আল-বালকাভীর বর্ণনা থেকে এসেছে, আর সে ছিল মিথ্যাবাদী যাকে জালকারী (ওয়ায') হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়, যা আব্দুর রহীম আল-আম্মি থেকে বর্ণিত, এবং সে ছিল মাতরুক (পরিত্যক্ত)।

এবং আমরা উমায়্যাহ ইবনু খালিদ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন: আমি শু'বাকে বললাম: আপনি মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দিলাহ আল-আরযামী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ আব্দুল মালিক ইবনু আবি সুলাইমানকে - যিনি হাসানু'ল-হাদীস ছিলেন - ছেড়ে দেন! তখন তিনি বললেন: "আমি এর সৌন্দর্য থেকেই পালিয়েছি," অর্থাৎ, তা মুনকার (অস্বীকৃত)।

এবং নাখাঈ বলেছেন: তারা অপছন্দ করতেন যখন তারা একত্রিত হতেন যে, কোনো ব্যক্তি তার কাছে যা শ্রেষ্ঠ তা বের করে আনুক। সাম'আনী বলেছেন: তিনি ‘শ্রেষ্ঠ’ বলতে গারীব (অদ্ভুত/অপরিচিত) বুঝিয়েছেন। ইবনু দাকীকিল ঈদ বলেছেন: এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে এটা আবশ্যিক হয় যে, কোনো মাওয়ু (বানোয়াট) হাদীস যদি সুন্দর শব্দবিন্যাসের হয়, তবে তাকে ‘হাসান’ বলা হবে, যা হাদীসশাস্ত্রবিদদের কেউ তাদের পরিভাষা অনুযায়ী বলেন না।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এবং এর উপরও আবশ্যিক হয় যে, প্রতিটি হাদীসকে একটি গুণ দ্বারা বর্ণনা করলে 'হাসান' তার অনুগামী হবে; কারণ সমস্ত হাদীসই শব্দবিন্যাসে সুন্দর এবং অর্থে সুবক্তব্যপূর্ণ। যখন আমরা দেখলাম যে, এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ঘটেছে, তাই তিনি কখনো বলেন: কেবল 'হাসান', কখনো: কেবল 'সহীহ', কখনো: 'হাসান সহীহ', কখনো: 'সহীহ গারীব', এবং কখনো: 'হাসান গারীব'; তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনি অবশ্যই পরিভাষা অনুসরণ করছেন, যদিও তিনি 'আল-জামি' গ্রন্থের শেষে বলেছেন: "আমাদের কিতাবে আমরা যা 'হাদীস হাসান' বলেছি, তার দ্বারা আমরা আমাদের কাছে এর ইসনাদের সৌন্দর্য (হাসান) উদ্দেশ্য করেছি।" সুতরাং, তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি ইসনাদের সৌন্দর্য উদ্দেশ্য করেছেন, ফলে শব্দের সৌন্দর্য উদ্দেশ্য করা বাতিল হয়ে যায়।

(ص: 178) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَأَجَابَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِجَوَابٍ ثَالِثٍ: وَهُوَ أَنَّ الْحَسَنَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقُصُورُ عَنِ الصِّحَّةِ إِلَّا حَيْثُ انْفَرَدَ الْحُسْنُ، أَمَّا إِذَا ارْتَفَعَ إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ فَالْحُسْنُ حَاصِلٌ لَا مَحَالَةَ تَبَعًا لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا وَهِيَ الْحِفْظُ وَالْإِثْقَانُ لَا يُنَافِي وُجُودَ الدُّنْيَا كَالصِّدْقِ، فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ الصِّفَةِ الدُّنْيَا صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْعُلْيَا، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ كُلَّ صَحِيحٍ حَسَنٌ، وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى نَحْوِ ذَلِكَ ابْنُ الْمَوَاقِ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَشَبَّهَ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ فِي الرَّأْيِ: صَدُوقٌ فَقَطْ وَصَدُوقٌ ضَابِطٌ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ رَجَالِ الصَّحِيحِ، وَالثَّانِي مِنْهُمْ، فَكَمَا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لَا يَضُرُّ وَلَا يُشْكَلُ، فَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ.

وَلَا بُنْ كَثِيرٍ جَوَابٌ رَابِعٌ وَهُوَ: أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ دَرَجَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ، قَالَ: فَمَا يَقُولُ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَعْلَى رُتْبَةً مِنَ الْحَسَنِ وَدُونَ الصَّحِيحِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا تَحْكُمُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ. وَلِشَيْخِ الْإِسْلَامِ جَوَابٌ خَامِسٌ وَهُوَ: التَّوَسُّطُ بَيْنَ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فَيُخَصُّ جَوَابُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِمَا لَهُ إِسْنَادَانِ فَصَاعِدًا، وَجَوَابُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ بِالْفَرْدِ.

[তাদরীব আল-রাবী]

ইবন দাকীক আল-ঈদ তৃতীয় একটি জবাব দিয়েছেন, তা হলো: হাসান হাদিসে সহীহ-এর চেয়ে নিম্নতর শর্ত আরোপিত হয় না, কেবল যখন হাসান এককভাবে থাকে। কিন্তু যখন তা সহীহ-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন সহীহ-এর অনুবর্তী হয়ে হাসান অনিবার্যভাবে বিদ্যমান থাকে। কারণ উচ্চতর গুণাবলী, অর্থাৎ হিফয (স্মৃতিশক্তি) ও ইতকান (নিপুণতা) এর উপস্থিতি নিম্নতর গুণাবলী, যেমন সিদক (সত্যতা) এর উপস্থিতির পরিপন্থী নয়। অতএব, নিম্নতর গুণাবলীর বিবেচনায় এটিকে হাসান এবং উচ্চতর গুণাবলীর বিবেচনায় এটিকে সহীহ বলা সঠিক। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি সহীহ হাদিসই হাসান। ইবনুল মাওয়াক এর পূর্বে একই রকম মত প্রকাশ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এর অনুরূপ হলো বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে তাদের এই উক্তি: "কেবল সাদূক (সত্যবাদী)" এবং "সাদূক দাবিত (সত্যবাদী ও সূক্ষ্মদর্শী)"। প্রথমটি সহীহ-এর বর্ণনাকারীদের পর্যায়ে থেকে নিম্নতর, আর দ্বিতীয়টি তাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, যেমন এই দু'টির মাঝে সমন্বয় কোনো ক্ষতি বা জটিলতা সৃষ্টি করে না, তেমনিভাবে সহীহ ও হাসান-এর মাঝে সমন্বয়ও।

ইবন কাসীর-এর একটি চতুর্থ জবাব রয়েছে, তা হলো: সহীহ ও হাসান-এর মাঝে সমন্বয় সহীহ ও হাসান-এর মধ্যবর্তী একটি স্তর। তিনি বলেছেন: তাই যে হাদিসকে হাসান সহীহ বলা হয়, তা হাসানের চেয়ে উচ্চতর এবং সহীহ-এর চেয়ে নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী।

আল-ইরাকী বলেছেন: এটি একটি স্বৈচ্ছাচারী দাবি, যার কোনো প্রমাণ নেই এবং এটি সুদূরপরাহত। আর শাইখুল ইসলাম-এর একটি পঞ্চম জবাব রয়েছে, তা হলো: ইবনুস সালাহ

এবং ইবন দাকীক আল-ঈদ-এর আলোচনার মাঝে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে ইবনুস সালাহ-এর জবাবকে দুই বা ততোধিক সনদযুক্ত হাদিসের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে এবং ইবন দাকীক আল-ঈদ-এর জবাবকে একক সনদযুক্ত (ফারদ) হাদিসের জন্য।

(ص: 179) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْبُغْيِيِّ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ إِلَى حَسَنِ وَصَحَاحٍ مُرِيدًا بِالصَّحَاحِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَبِالْحَسَنِ مَا فِي السُّنَنِ فَلَيْسَ بِصَوَابٍ؛ لِأَنَّ فِي السُّنَنِ الصَّحِيحَ، وَالْحَسَنَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمُنْكَرَ.

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَجَوَابُ سَادِسٍ وَهُوَ: الَّذِي أَرْتَضِيهِ وَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ فِي النُّخْبَةِ وَشَرَحَهَا: أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ تَعَدَّدَ إِسْنَادُهُ فَالْوُصْفُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِسْنَادَيْنِ أَوْ الْأَسَانِيدِ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا فَمَا قِيلَ فِيهِ ذَلِكَ فَوْقَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ فَقَطْ إِذَا كَانَ فَرْدًا؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الطَّرِيقِ تُقْوِي، وَإِلَّا فَبِحَسَبِ اخْتِلَافِ النُّقَادِ فِي رَاوِيهِ، فَيَرَى الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: صَدُوقٌ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: ثِقَّةٌ، وَلَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ يَتَرَجَّحُ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُشِيرَ إِلَى كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ، فَيَقُولُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: حَسَنٌ عِنْدَ قَوْمٍ صَحِيحٌ عِنْدَ قَوْمٍ.

قَالَ: وَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرْدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ. قَالَ: وَعَلَى هَذَا مَا قِيلَ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْجُزْمَ أَقْوَى مِنَ التَّرْدُّدِ. انْتَهَى.

وَهَذَا الْجَوَابُ مُرَكَّبٌ مِنْ جَوَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ كَثِيرٍ.

[تَقْسِيمُ الْبُغَوِيِّ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ إِلَى حَسَانٍ مَرِيدًا بِهَا السُّنَنِ وَصَحَّاحٍ مَرِيدًا بِهَا مَا فِي الصَّحِيحِ]

(وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْبُغَوِيِّ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ إِلَى حَسَانٍ وَصَحَّاحٍ مُرِيدًا بِالصَّحَّاحِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَبِالْحَسَانِ مَا فِي السُّنَنِ فَلَيْسَ بِصَوَابٍ؛ لِأَنَّ فِي السُّنَنِ الصَّحِيحِ

আর বাগাওয়ার "মাসাবীহ" এর হাদীসসমূহকে হাসান ও সহীহ-তে বিন্যাসকরণ – যেখানে সহীহ দ্বারা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস এবং হাসান দ্বারা সুনান গ্রন্থসমূহের হাদীস বুঝিয়েছেন – তা সঠিক নয়; কারণ সুনান গ্রন্থসমূহে সহীহ, হাসান, যযীফ ও মুনকার (হাদীস) রয়েছে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বলেন: এবং ষষ্ঠ একটি জবাব হল, যা আমি পছন্দ করি এবং যাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর এটিই 'নুখবা' ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে অনুসরণ করা হয়েছে: যে, যদি হাদীসের সনদ একাধিক হয়, তাহলে বিশেষণটি (অর্থাৎ হাসান সহীহ বলা) উভয় সনদ অথবা বিভিন্ন সনদের বিবেচনায় হাদীসের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। তিনি বলেন: এর উপর ভিত্তি করে, যে হাদীসকে 'হাসান সহীহ' বলা হয়েছে, তা সেই হাদীসের চেয়ে উচ্চতর, যাকে কেবল 'সহীহ' বলা হয়েছে, যদি (সহীহ বলা হাদীসটি) একক সনদ বিশিষ্ট হয়; কারণ সনদের আধিক্য শক্তিশালী করে। অন্যথায়, হাদীসের বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সমালোচকদের মতপার্থক্যের কারণে (হাসান সহীহ বলা হয়)। মুজতাহিদগণ (সমালোচক ইমামগণ) দেখেন যে, তাদের কেউ কেউ বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন: "সাদুক" (সত্যবাদী), আর কেউ কেউ বলেন: "সিকাহ" (নির্ভরযোগ্য)। এবং তার (মুজতাহিদের) নিকট তাদের কোনো একজনের উক্তিই প্রাধান্য পায় না, অথবা প্রাধান্য পায়, কিন্তু তিনি (মুজতাহিদ) বর্ণনাকারী সম্পর্কে মানুষের মন্তব্য উল্লেখ করতে চান, তাই তিনি (হাসান সহীহ) বলেন। আর যেন তিনি বলেছেন: "একদলের মতে হাসান, আরেকদলের মতে সহীহ।"

তিনি বলেন: এর চরম কথা হলো, এর থেকে 'অথবা' (ثَرَدُ) বর্ণটি বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ তার জন্য সঠিক ছিল বলা, "হাসান অথবা সহীহ"। তিনি বলেন: এর উপর ভিত্তি করে, যে

হাদীসকে ‘হাসান সহীহ’ বলা হয়েছে, তা সেই হাদীসের চেয়ে নিম্নমানের যাকে কেবল ‘সহীহ’ বলা হয়েছে; কারণ সুনিশ্চিততা দ্বিধাগ্রস্ততার চেয়ে শক্তিশালী। সমাপ্ত।

এই জবাবটি ইবনুল সালাহ ও ইবনু কাসীর-এর জবাবের সমন্বয়ে গঠিত।

[বাগাওয়ার "মাসাবীহ" এর হাদীসসমূহকে হাসান (যদ্বারা সুনান গ্রন্থসমূহকে বুঝিয়েছেন) এবং সহীহ (যদ্বারা সহীহ গ্রন্থসমূহকে বুঝিয়েছেন)-তে বিন্যাসকরণ]

(আর বাগাওয়ার "মাসাবীহ" এর হাদীসসমূহকে হাসান ও সহীহ-তে বিন্যাসকরণ – যেখানে সহীহ দ্বারা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস এবং হাসান দ্বারা সুনান গ্রন্থসমূহের হাদীস বুঝিয়েছেন – তা সঠিক নয়; কারণ সুনান গ্রন্থসমূহে সহীহ (হাদীস) রয়েছে

(ص: 180) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَالْحَسَنَ وَالضَّعِيفَ وَالْمُنْكَرَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا الصِّحَاحَ، كَقَوْلِ السَّلَفِيِّ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ: اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَكَإِطْلَاقِ الْحَاكِمِ عَلَى التِّرْمِذِيِّ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، وَإِطْلَاقِ الْخَطِيبِ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّسَائِيِّ اسْمَ الصَّحِيحِ فَقَدْ تَسَاهَلَ.

قَالَ النَّاجُ النَّبْرَيزِيُّ: وَلَا أَرَاهُ أَتَعَجَّبُ مِنَ الشَّيْخَيْنِ يَعْنِي ابْنَ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيَّ فِي اعْتِرَاضِهِمَا عَلَى الْبَغَوِيِّ، مَعَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ أَنَّهُ لَا مُشَاحَةَ فِي الْإِصْطِلَاحِ، وَكَذَا مَشَى عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْعَجَمِ آخِرُهُمْ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ الْكَافِي جِي فِي مُخْتَصَرِهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَأُجِيبُ عَنِ الْبَغَوِيِّ بِأَنَّهُ يُبَيِّنُ عَقَبَ كُلِّ حَدِيثٍ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ وَالْغَرِيبِ، قَالَ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ. فَإِنَّهُ لَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنَ الْحَسَنِ فِيمَا أُوْرَدَهُ مِنَ

السُّنَنُ، بَلْ يَسْكُتُ، وَيُبَيِّنُ الْغَرِيبَ وَالضَّعِيفَ غَالِبًا، فَالْإِيزَادُ بَاقٍ فِي مَرْجِهٍ صَحِيحٍ مَا فِي السُّنَنِ بِمَا فِيهَا مِنَ الْحَسَنِ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَرَادَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنْ يُعَرِّفَ أَنَّ الْبَغْوِيَّ اصْطَلَحَ لِنَفْسِهِ أَنْ يُسَيِّي السُّنَنَ الْأَرْبَعَةَ: الْحَسَانَ، لِيَسْتَعْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَقُولَ عَقَبَ كُلِّ حَدِيثٍ:

[তাদরীবুর রাবী]

এবং হাসান, যঈফ ও মুনকার) যেমনটি এর বর্ণনা সামনে আসবে। আর যে ব্যক্তি সেগুলোকে 'সিহাহ' (বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলি) বলেছে, যেমন আস-সালাফী তাঁর 'আল-কুতুব আল-খামসাহ' (পাঁচটি গ্রন্থ) সম্পর্কে বলেছেন: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উলামায়ে কেরাম সেগুলোর বিশুদ্ধতার উপর একমত হয়েছেন; এবং আল-হাকিম কর্তৃক তিরমিযীকে 'আল-জামি' আস-সহীহ' বলা; আর আল-খাতীব কর্তৃক তাকে (তিরমিযীকে) ও আন-নাসায়ীকে 'আস-সহীহ' নামে অভিহিত করা— এসব ক্ষেত্রে তিনি শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন।

তাজ আত-তিবরীযী বলেছেন: আমি শায়খদ্বয় অর্থাৎ ইবন আস-সালাহ ও আন-নাবাবী কর্তৃক আল-বাগাভী এর উপর তাঁদের আপত্তিতে সর্বদা বিস্মিত হই, অথচ এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, পরিভাষার ক্ষেত্রে কোনো কড়াকড়ি নেই। আর অনারব উলামায়ে কেরামও এই পথ অনুসরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন আমাদের উস্তাদ আল্লামা আল-কাফিজি তাঁর 'মুখতাসার' গ্রন্থে।

আল-ইরাকী বলেছেন: আল-বাগাভীর পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তিনি প্রতিটি হাদীসের শেষে সহীহ, হাসান ও গারীব সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি (আল-ইরাকী) বলেছেন: কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। কারণ, তিনি সুনান গ্রন্থাবলিতে যা উল্লেখ করেছেন, তাতে সহীহকে হাসান থেকে আলাদা করে বর্ণনা করেন না, বরং তিনি নীরব থাকেন। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গারীব ও যঈফ বর্ণনা করেন। সুতরাং, সুনান গ্রন্থাবলিতে থাকা সহীহ ও হাসান হাদীসগুলোকে একত্রে মিশ্রিত করার অভিযোগ অবশিষ্ট থাকে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: ইবন আস-সালাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল-বাগাভী নিজের জন্য পরিভাষা হিসেবে চারটি সুনান গ্রন্থকে 'আল-হিসান' নাম দিয়েছেন, যাতে এর মাধ্যমে তিনি প্রতিটি হাদীসের শেষে একথা বলা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারেন যে:

فُرُوعُ:

أَحَدُهَا: كِتَابُ التِّرْمِذِيِّ أَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَسَنِ، وَهُوَ الَّذِي شَهَرَهُ.
وَتَخْتَلِفُ النُّسخُ مِنْهُ فِي قَوْلِهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَنَحْوُهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَعْتَنِيَ بِمُقَابَلَةِ أَصْلِكَ
بِأُصُولٍ مُعْتَمَدَةٍ، وَتَعْتَمِدَ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ، وَمِنْ مَظَاهِيرِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ
أَنَّهُ يَذْكُرُ فِيهِ الصَّحِيحَ وَمَا يُشَبِّهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ بَيْنَهُ، وَمَا لَمْ
يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ، فَعَلَى هَذَا مَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِهِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُصَحِّحْهُ غَيْرُهُ
مِنَ الْمُعْتَمِدِينَ وَلَا ضَعَّفَهُ فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

[تدريب الراوي]

أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، فَإِنَّ هَذَا اصطلاحٌ حَادِثٌ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى الْمُصْطَلَحِ الْعُرْفِيِّ.

[فُرُوعُ مِزَانَةِ الْأَحَادِيثِ الْحَسَنَةِ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ]

[فُرُوعُ]

(أَحَدُهَا) فِي مِزَانَةِ الْحَسَنِ، كَمَا ذَكَرَ فِي الصَّحِيحِ مِزَانَهُ، وَذَكَرَ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِزَانَهُ مِنَ
الْكِتَابِ الْمُصَنَّفَةِ فِيهِ إِلَّا يَسِيرًا نَبَّهَ عَلَيْهِ.

(كِتَابُ) أَبِي عِيْسَى (التِّرْمِذِيِّ أَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَسَنِ وَهُوَ الَّذِي شَهَرَهُ) وَأَكْثَرُ مِنْ
ذِكْرِهِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيُوجَدُ فِي مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ مَشَايِخِهِ، وَالطَّبَقَةُ الَّتِي قَبْلَهُ
كَأَحْمَدَ وَابْنِ خَالٍ وَغَيْرِهِمَا.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَذَا مَشَايِخُ الطَّبَقَةِ الَّتِي قَبْلَ ذَلِكَ كَالشَّافِعِيِّ، قَالَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ -
عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا.» الْحَدِيثُ -: حَدِيثُ
ابْنِ عُمَرَ مُسْنَدٌ حَسَنٌ الْإِسْنَادِ.

وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا، وَسَبَّعْتُ مَنْ يَزُوي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّغْفِ»، الْحَدِيثُ.

فُرُوعُ:

أَحَدُهَا: কিতাবুত তিরমিযী হাসান হাদীস পরিচিতির মূল উৎস, এবং তিনিই এটি প্রসিদ্ধ করেছেন।

এর বিভিন্ন নুসখায় তাঁর 'হাসান সহীহ' বা অনুরূপ উক্তিগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে পাওয়া যায়, সুতরাং আপনার মূল কপি নির্ভরযোগ্য মূল কপিগুলোর সাথে তুলনা করে যাচাই করা উচিত, এবং যেগুলোর উপর ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করা উচিত। হাসান হাদীসের আরেকটি উৎস হলো সুনানে আবি দাউদ, কেননা তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এতে সহীহ হাদীস, এর অনুরূপ ও কাছাকাছি হাদীস উল্লেখ করেন, এবং যেগুলোতে তীব্র দুর্বলতা আছে তা তিনি স্পষ্ট করে দেন, আর যে সম্পর্কে তিনি কিছু উল্লেখ করেননি, তা সালিহ (গ্রহণযোগ্য)। এই হিসেবে, তাঁর কিতাবে আমরা যা শর্তহীনভাবে পাই এবং নির্ভরযোগ্য অন্য কেউ যা সহীহ বলেননি বা দুর্বলও করেননি, তা আবি দাউদের মতে হাসান।

[তাদরিবুর রাবী]

আসহাবুস সুনান এটি উল্লেখ করেছেন, কেননা এটি একটি নবউদ্ভাবিত পরিভাষা যা প্রচলিত (আরবী) পরিভাষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

[শাখাসমূহ: হাসান হাদীসের উৎসসমূহ – সুনানুত তিরমিযী ও আবি দাউদ]

[শাখাসমূহ]

(প্রথমত) হাসান হাদীসের উৎস প্রসঙ্গে, যেমন সহীহ হাদীসের উৎসসমূহ তিনি উল্লেখ করেছেন, এবং প্রতিটি প্রকারের জন্য এর সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের মধ্যে উৎসসমূহ উল্লেখ করেছেন, সামান্য কিছু ছাড়া যা তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন।

আবু ঈসা তিরমিযীর (কিতাব) হাসান হাদীস পরিচিতির মূল উৎস এবং তিনিই এটি প্রসিদ্ধ করেছেন এবং এটি অধিক পরিমাণে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এবং এটি তাঁর কিছু শায়খ ও তাঁর পূর্ববর্তী প্রজন্মের যেমন আহমদ, বুখারী ও অন্যান্যদের বিভিন্ন কথায় বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়।

ইরাকী বলেছেন: এবং একইভাবে এর পূর্ববর্তী প্রজন্মের শায়খদের যেমন শাফিঈ-এর কথায়ও পাওয়া যায়। তিনি ইখতিলাফুল হাদীস গ্রন্থে ইবনে উমরের হাদীস উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন: «আমি আমাদের একটি বাড়ির ছাদে উঠেছিলাম।» – এই হাদীস সম্পর্কে – ইবনে উমরের হাদীসটি মুসনাদ (সহীহ সনদযুক্ত), হাসানুল ইসনাদ (উত্তম সনদের)। তিনি এ সম্পর্কে আরও বলেছেন, আমি এমন একজনের কাছ থেকে শুনেছি যিনি হাসান সনদ সহ বর্ণনা করেছেন যে, «আবু বাকরাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কাতার থেকে পেছনে রুকু করেছিলেন।» – এই হাদীস।

(ص: 182) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَكَذَا يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ أَكْثَرًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا أَلْفًا بَعْدَ التِّرْمِذِيِّ.

(وَتَخْتَلِفُ النُّسخُ مِنْهُ) أَيُّ مِنْ كُتُبِ التِّرْمِذِيِّ (فِي قَوْلِهِ حَسَنٌ أَوْ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَنَحْوُهُ) فَيَنْبَغِي أَنْ تَعْتَنِيَ بِمُقَابَلَةِ أَصْلِكَ بِأَصُولٍ مُعْتَمَدَةٍ، وَتَعْتَبِدَ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ. وَمِنْ مَظَانِّهِ) أَيْضًا (سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ فَقَدْ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ فِيهِ الصَّحِيحَ وَمَا يُشَبِّهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ بَيْنَهُ، وَمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ)، قَالَ: وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ.

(فَعَلَى هَذَا مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِهِ مُطْلَقًا) وَلَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، (وَلَمْ يُصَحِّحْهُ غَيْرُهُ مِنَ الْمُعْتَمَدِينَ) الَّذِينَ يُسَيِّرُونَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ (وَلَا ضَعْفُهُ فَهُوَ حَسَنٌ

[তাদরীবুর রাবী]

অনুরূপভাবে ইয়া'কুব ইবন শাইবাহ তাঁর মুসনাদে এবং আবু আলী তুসীও এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন, তবে তারা উভয়েই তিরমিযীর পরে গ্রন্থ রচনা করেছেন। (এবং তাঁর থেকে প্রাপ্ত সংস্করণগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়) অর্থাৎ, তিরমিযীর কিতাবসমূহ থেকে (তাঁর উক্তি 'হাসান' অথবা 'হাসান সহীহ' এবং এ ধরনের বিষয়ে), সুতরাং আপনার মূল পাণ্ডুলিপিকে নির্ভরযোগ্য মূল পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে যাচাই করে দেখা উচিত এবং সেগুলোর ঐকমত্যের ওপর নির্ভর করা উচিত। এবং এর (হাসানের) সম্ভাব্য স্থানগুলোর মধ্যে) আরও একটি (হল সুনান আবী দাউদ)। কেননা তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাতে সহীহ এবং যা তার অনুরূপ বা কাছাকাছি তা উল্লেখ করেন। আর যা অধিক দুর্বল হয়, তিনি তা স্পষ্ট করে দেন। আর যা সম্পর্কে তিনি কিছু উল্লেখ করেন না, তা সালেহ (গ্রহণযোগ্য) হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি বলেন: এবং কিছু কিছু অন্য কিছু থেকে অধিক সহীহ। (সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে, যা আমরা তাঁর কিতাবে সাধারণভাবে পাই) এবং যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর কোনোটিতে নেই, (এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ, যারা সহীহ ও হাসানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন, এটিকে সহীহ বলেননি) (এবং দুর্বলও বলেননি, সেটি হাসান)।

(ص: 183) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

عَنْ أَبِي دَاوُدَ (لَأَنَّ الصَّالِحَ لِيَلْحَظَ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا، وَلَا يَرْتَقِي إِلَى الصَّحَّةِ إِلَّا بِنَصِّ، فَلَا حَوْطَ الْإِقْتِصَارِ عَلَى الْحَسَنِ، وَأَحْوَطَ مِنْهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِصَالِحٍ. وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ ابْنِ رَشِيدٍ بِأَنَّ مَا سَكَتَ عَلَيْهِ قَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ صَحِيحًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ.

وَزَادَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ حَسَنًا عِنْدَ غَيْرِهِ، وَلَا مُنْذَرَجًا فِي حَدِّ الْحَسَنِ، إِذْ حَكَى ابْنُ مَنْدَه أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْبَاوَرْدِيَّ يَقُولُ: كَانَ مِنْ مَذْهَبِ النَّسَائِيِّ أَنَّ

يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَمْ يُجْتَمَعْ عَلَى تَرْكِهِ، قَالَ ابْنُ مَنْدَه: وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ يَأْخُذُ
مَأْخِذَهُ، وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِنْدَهُ مِنْ
رَأْيِ الرَّجَالِ.
وَهَذَا أَيْضًا رَأْيُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ

[তারীখুল রাবী]

আবু দাউদের মতে) কারণ, প্রমাণ হিসেবে পেশ করার উপযোগী (হাদীস) এই দুটির (হাসান ও সহীহ) বাইরে নয়, এবং কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া তা সহীহ (সহীহ হাদীসের স্তরে) উন্নীত হয় না। অতএব, অধিক সতর্কতামূলক হলো হাসানে সীমিত থাকা, এবং এর চেয়েও সতর্কতামূলক হলো এটিকে 'সালেহ' (উপযোগী) শব্দে প্রকাশ করা। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইবনে রশিদেব আপত্তি খণ্ডন করা যায় যে, আবু দাউদ যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন, তা হয়তো তাঁর কাছে সহীহ ছিল, যদিও অন্যের কাছে তা তেমন ছিল না।

ইবনুস সালাহ আরও যোগ করেছেন যে, তা অন্যের কাছে হাসান নাও হতে পারে এবং হাসানের সংজ্ঞায়ও অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে; কারণ ইবনে মানদাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ আল-বাওয়ারদীকে বলতে শুনেছেন: ইমাম নাসায়ীর মাযহাব ছিল যে, তিনি এমন প্রতিটি বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করতেন যাদের পরিহার করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইবনে মানদাহ বলেছেন: একইভাবে আবু দাউদও তাঁর (নাসায়ীর) পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং যদি তিনি ঐ অধ্যায়ে (সেই বিষয়ে) অন্য কোনো সনদ না পান, তাহলে দুর্বল সনদও বর্ণনা করেন; কারণ তাঁর কাছে তা (দুর্বল হাদীস) রিজালদের (ব্যক্তিদের) মতামতের চেয়েও শক্তিশালী।

এটি ইমাম আহমদেরও মতামত। কারণ তিনি বলেছেন: তাঁর কাছে দুর্বল হাদীস অধিক প্রিয়

[تدريب الراوي]

رَأَى الرَّجَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْدِلُ إِلَى الْقِيَاسِ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ النَّصِّ، وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْبَحْثِ مَزِيدُ كَلَامٍ، حَيْثُ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْعَمَلَ بِالضَّعِيفِ، فَعَلَى مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ "صَالِحٌ" الصَّالِحَ لِلْإِعْتِبَارِ دُونَ الْإِحْتِجَاجِ، فَيُشْمَلُ الضَّعِيفُ أَيْضًا، لَكِنْ ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ: وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ حَسَنٌ. فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ.

- 1

[تَنْبِيهِ]

اعْتَرَضَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ مَا ذُكِرَ فِي شَأْنِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ: لَمْ يَرْسُمِ أَبُو دَاوُدَ شَيْئًا بِالْحُسْنِ، وَعَمَلُهُ فِي ذَلِكَ شَبِيهُ بِعَمَلِ مُسْلِمٍ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى غَيْرِهِ، أَنَّهُ اجْتَنَبَ الضَّعِيفَ الْوَاهِيَّ، وَأَتَى بِالْقُسَمَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَحَدِيثُ مَنْ مَثَلَ بِهِ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْقُسَمَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَوْجُودٌ فِي كِتَابِهِ دُونَ الْقِسْمِ

-

[তাদরিবুর রাবী]

পুরুষদের অভিমত; কেননা নসের (সুস্পষ্ট দলিলের) অনুপস্থিতি ব্যতিরেকে কিয়াসের (অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের) দিকে ধাবিত হওয়া যায় না। এই গবেষণায় এ বিষয়ে আরও আলোচনা আসবে, যেখানে লেখক যঈফ (দুর্বল হাদীস) দ্বারা আমল করার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, আবু দাউদ (র.) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী সম্ভাব্য যে, তাঁর "صَالِحٌ" (সালেহ/সহীহ) কথা দ্বারা তিনি এমন কিছু বুঝিয়েছেন যা ইতিবারের (পর্যবেক্ষণের/বিবেচনার) জন্য সালেহ (উপযোগী), দলীল হিসেবে পেশ করার জন্য নয়। ফলে এর মধ্যে যঈফও (দুর্বল হাদীস) অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর থেকে বর্ণিত আছে: "এবং যা সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন, তা হাসান (উত্তম)।" যদি তা সহীহ (প্রমাণিত) হয়, তবে কোনো সমস্যা নেই।

১ -

[দৃষ্টি আকর্ষণ]

ইবনে সাইয়্যিদুন নাস সুনানে আবু দাউদ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন: আবু দাউদ (র.) কোনো কিছুকে হাসান (উত্তম) হিসেবে চিহ্নিত করেননি। এবং এ বিষয়ে তাঁর কাজ ইমাম মুসলিমের কাজের অনুরূপ, যার বক্তব্যকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়। তিনি অত্যন্ত দুর্বল (ওয়াহী) হাদীস পরিহার করেছেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার (হাদীস) এনেছেন। আর যেসব রাবীর মাধ্যমে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের হাদীস তাঁর কিতাবে বিদ্যমান, তৃতীয় প্রকার ব্যতীত

(ص: 185) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الثَّالِثُ، قَالَ: فَهَلَّا أُلْزِمَ مُسْلِمٌ مِنْ ذَلِكَ مَا أُلْزِمَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ فَمَعْنَى كَلَامِهِمَا وَاحِدٌ، قَالَ: وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ وَمَا يُشْبِهُهُ، يَعْنِي فِي الصَّحَّةِ، وَيُقَارِبُهُ، يَعْنِي فِيهَا أَيْضًا، هُوَ نَحْوُ قَوْلِ مُسْلِمٍ: لَيْسَ كُلُّ الصَّحِيحِ يَجِدُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَشُعْبَةَ وَسُفْيَانَ، فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزَلَ إِلَى مِثْلِ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، لِمَا يَشْمَلُ الْكُلَّ مِنْ اسْمِ الْعَدَالَةِ وَالصِّدْقِ، وَإِنْ تَفَاوَتْ فِي الْحِفْظِ وَالِاتِّقَانِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ، غَيْرَ أَنَّ مُسْلِمًا شَرَطَ الصَّحِيحَ، فَتَخَرَّجَ مِنْ حَدِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ، وَأَبَا دَاوُدَ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَذَكَرَ مَا يَشْتَدُّ وَهْنُهُ عِنْدَهُ، وَالتَّزَمَ الْبَيَانَ عَنْهُ.

قَالَ: وَفِي قَوْلِ أَبِي دَاوُدَ: إِنَّ بَعْضَهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ. مَا يُشِيرُ إِلَى الْقَدْرِ الْمَشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فِي الصَّحَّةِ وَإِنْ تَفَاوَتْ، لِمَا يَقْتَضِيهِ صِبْغَةُ أَفْعَلٍ فِي الْأَكْثَرِ، وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ مُسْلِمًا التَّزَمَ الصَّحِيحَ، بَلِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ، فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ عَلَى حَدِيثٍ خَرَّجَهُ بِأَنَّهُ حَسَنٌ عِنْدَهُ، لِمَا عُرِفَ مِنْ قُصُورِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّحِيحِ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ: مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صَالِحٌ، وَالصَّالِحُ يَشْمَلُ الصَّحِيحَ وَالْحَسَنَ، فَلَا يَرْتَقِي إِلَى الْأَوَّلِ إِلَّا بِبَيِّنٍ.

وَتَمَّ أَجُوبَةُ أُخْرَى: مِنْهَا: أَنَّ الْعَمَلَيْنِ إِنَّمَا تَشَابَهَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَتَى بِثَلَاثَةِ أَفْسَامٍ،
لَكِنَّهَا فِي سُنَنِ

-

[তারবীবুর রাবী]

তৃতীয়ত, তিনি (লেখক) বলেন: কেন মুসলিমের প্রতি সেই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় না যা আবু দাউদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে? কারণ তাদের দুজনের বক্তব্যের অর্থ একই। তিনি বলেন: আবু দাউদের উক্তি 'এবং যা এর অনুরূপ' (অর্থাৎ বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে) এবং 'যা এর কাছাকাছি' (অর্থাৎ এতেও) মুসলিমের এই উক্তিরই অনুরূপ: "সকল সহীহ হাদিস মালিক, শুবা ও সুফিয়ানের নিকট পাওয়া যায় না।" তাই (হাদিস সংকলকদের) লায়স ইবনে আবি সুলাইম, আতা ইবনে আস-সাইব এবং ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের মতো রাবীদের হাদিসে নামতে হয়েছিল। কারণ সবার মধ্যে 'আদালাত' (ন্যায়পরায়ণতা) ও 'সিদক' (সত্যবাদিতা) নামক গুণটি বিদ্যমান ছিল, যদিও তাদের হিফয (স্মৃতিশক্তি) ও ইতকান (দৃঢ়তা) এর মধ্যে পার্থক্য ছিল। দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তবে মুসলিম শুধু সহীহ হাদিস শর্ত করেছেন, তাই তিনি তৃতীয় স্তরের রাবীদের হাদিস গ্রহণ করতে ইতস্তত করেছেন। আর আবু দাউদ তা শর্ত করেননি, তাই তিনি সেসব বর্ণনাও উল্লেখ করেছেন যা তার মতে দুর্বলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, এবং সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যিক মনে করেছেন।

তিনি বলেন: আবু দাউদের উক্তি: "এর মধ্যে কিছু হাদিস কিছু অন্য হাদিসের চেয়ে অধিক সহীহ" - এটি বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে বিদ্যমান সাধারণ স্তরের ইঙ্গিত বহন করে, যদিও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কেননা 'আফ'আল' (أَفْعَل) এর গঠন (অর্থাৎ তুলনামূলক বিশেষণ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটিই বোঝায়। ইরাকী (আল-ইরাকী) জবাব দিয়েছেন যে, মুসলিম তার কিতাবে সহীহ হাদিস, বরং ঐকমত্যপূর্ণ (মুজমা' আলাইহি) হাদিস সংকলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং তার সংকলিত কোনো হাদিসকে আমরা হাসান বলতে পারি না, কারণ হাসান হাদিসের বিশুদ্ধতা সহীহ হাদিসের চেয়ে কম বলে স্বীকৃত। আর আবু দাউদ বলেছেন: "যে হাদিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন, তা 'সালিহ' (গ্রহণযোগ্য)।" আর 'সালিহ' সহীহ ও হাসান উভয় প্রকার হাদিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং (আবু দাউদের হাদিস) প্রথম প্রকারের (সহীহ) স্তরে উন্নীত হয় না নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতীত।

আরও কিছু জবাব রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো: উভয় কিতাবের কাজ এই দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, উভয়ই তিন প্রকারের হাদিস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সুন্নাহে

(ص: 186) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

أَبِي دَاوُدَ رَاجِعَةً إِلَى مُتُونِ الْحَدِيثِ، وَفِي مُسْلِمٍ إِلَى رِجَالِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَ ضَعْفِ الرَّجُلِ وَصِحَّةِ حَدِيثِهِ مُنَافَاةً، وَمِنْهَا: أَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ: مَا كَانَ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ بَيِّنَتُهُ، فَفُهِمَ أَنَّ ثَمَّ شَيْئًا فِيهِ وَهْنٌ غَيْرُ شَدِيدٍ لَمْ يَلْتَزِمُ بَيَانَهُ. وَمِنْهَا: أَنَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا يَرْوِي عَنِ الطَّبَقَةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمُتَابَعَاتِ لِيَنْجِبَرَ الْقُصُورُ الَّذِي فِي رِوَايَةٍ مِنْهُ هُوَ فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ؛ ثُمَّ إِنَّهُ يَقُولُ مِنْ حَدِيثِهِمْ جَدًّا، وَأَبُو دَاوُدَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

- 1

[فَوَائِدُ]

الأولى: مِنْ مَظَانِّ الْحَسَنِ أَيْضًا سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوِّيِّ.
الثَّانِيَةُ: عِدَّةُ أَحَادِيثٍ كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةٍ حَدِيثٍ، وَهُوَ رِوَايَاتٌ، أَتَتْهَا رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ دَاسَةَ، وَالْمُتَّصِلَةُ الْآنَ بِالسَّمَاعِ رِوَايَةُ أَبِي عَلِيٍّ اللَّوْلُؤِيِّ.
الثَّالِثَةُ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَوَّلُ مَا أُرْشِدُ إِلَيْهِ مَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اعْتِمَادِهِ، وَذَلِكَ الْكُتُبُ الْخَمْسَةُ وَالْمَوْطَأُ الَّذِي تَقَدَّمَهَا وَضَعًا وَلَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهَا رُتْبَةً.
وَقَدْ اخْتَلَفَتْ مَقَاصِدُهُمْ فِيهَا، وَلِلصَّحِيحَيْنِ فِيهَا شُفُوفٌ، وَلِلْبُخَارِيِّ لِمَنْ أَرَادَ

-

[তাদরীবুর রাবী]

আবু দাউদের (দৃষ্টিভঙ্গি) হাদীসের মূলপাঠের (মতন) দিকে প্রত্যাবর্তনশীল, আর মুসলিমের (দৃষ্টিভঙ্গি) এর বর্ণনাকারীদের (রিজাল) দিকে। কোনো ব্যক্তির দুর্বলতা এবং তার হাদীসের সহীহ হওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এর মধ্যে একটি হল: আবু দাউদ বলেছেন: যে হাদীসে অধিক দুর্বলতা ছিল, তা আমি সুস্পষ্ট করেছি। সুতরাং, বোঝা গেল যে, যে সব হাদীসে অধিক দুর্বলতা ছিল না, কিন্তু দুর্বলতা ছিল, সেগুলো তিনি স্পষ্ট করাকে আবশ্যিক মনে করেননি।

এর মধ্যে আরেকটি হল: মুসলিম কেবল তৃতীয় স্তরের বর্ণনাকারীদের থেকে মুতাবি‘আত (সমর্থক বর্ণনা) হিসেবে বর্ণনা করেন, যাতে দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনাকারীর বর্ণনার ত্রুটি পূরণ হয়ে যায়; এরপরও তিনি তাদের থেকে খুব কম হাদীস বর্ণনা করেন, আর আবু দাউদ এর বিপরীত।

1 -

[উপকারিতাসমূহ]

প্রথমটি: হাসান হাদীসের সম্ভাব্য উৎসসমূহের মধ্যে সুনানুদ দারাকুতনীও অন্যতম। কারণ তিনি এর অনেকগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এটি আল-মানহালুর রাবী গ্রন্থে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি: আবু দাউদের কিতাবে হাদীসের সংখ্যা চার হাজার আটশ। এবং এটি বিভিন্ন রিওয়াত (বর্ণনা) আকারে বিদ্যমান। তার মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ হল আবু বকর ইবনে দাসার রিওয়াত, আর বর্তমানে ‘সামা’ (শ্রবণ) সূত্রে যা সংযুক্ত, তা হল আবু আলী আল-লুলুয়ীর রিওয়াত।

তৃতীয়টি: আবু জাফর ইবনু যুবাইর বলেছেন: আমি সর্বপ্রথম যার প্রতি নির্দেশনা দিচ্ছি তা হল, মুসলিমগণ যে কিতাবগুলোর উপর নির্ভর করতে একমত হয়েছেন, এবং তা হলো পাঁচটি কিতাব ও মুওয়াত্তা, যা রচনার দিক থেকে তাদের পূর্বে এসেছে এবং মর্যাদার দিক থেকে তাদের থেকে পিছিয়ে নেই।

এবং এগুলোর (কিতাবগুলোর) ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আর সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর এগুলোতে শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব রয়েছে। আর বুখারীর জন্য যে ব্যক্তি চাইল

وَأَمَّا مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمَسَانِيدِ، فَلَا تَلْتَحِقُ
بِالْأُصُولِ الْخَمْسَةِ، وَمَا أَشَبَّهَهَا فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهَا، وَالرُّكُونِ إِلَى مَا فِيهَا.

-

[تدريب الراوي]

التَّفَقُّهُ مَقَاصِدُ جَدِيلَةٍ، وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي حَضَرِ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ وَاسْتِيعَابِهَا مَا لَيْسَ
لِغَيْرِهِ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ فِي فُنُونِ الصَّنَاعَةِ الْحَدِيثِيَّةِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ غَيْرُهُ، وَقَدْ سَلَكَ النَّسَائِيُّ
أَغْمَضَ تِلْكَ الْمَسَالِكِ وَأَجَلَّهَا.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: انْحَطَّتْ رُتْبَةُ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ لِإِخْرَاجِهِ
حَدِيثِ الْمَصْلُوبِ وَالْكَلْبِيِّ وَأُمَثَالِهِمَا.

[وجه عدم التحاق المسانيد بالأصول الخمسة]

(وَأَمَّا مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمَسَانِيدِ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: كَسُنَدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ، وَالِدَّارِمِيِّ، وَعَبْدِ
بْنِ حُمَيْدٍ، وَأَبِي يَعْلَى الْمُوَصِّلِيِّ، وَالْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ، وَأَبِي بَكْرِ الْبَرَّارِ، فَهَؤُلَاءِ عَادَتُهُمْ
أَنْ يُخْرِجُوا فِي مُسْنَدِ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا رَوَوْهُ مِنْ حَدِيثِهِ، غَيْرَ مُقَيَّدِينَ بِأَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا
بِهِ أَوْ لَا، (فَلَا تَلْتَحِقُ بِالْأُصُولِ الْخَمْسَةِ وَمَا أَشَبَّهَهَا) .

قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: مِنَ الْكُتُبِ الْمُبَوَّبَةِ كَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهٍ (فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهَا وَالرُّكُونِ إِلَى
مَا فِيهَا) لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَى أَبْوَابٍ إِنَّمَا يُورَدُ أَصَحُّ مَا فِيهِ لِيُصْلَحَ لِلإِحْتِجَاجِ.

- 1

[تَنْبِيهَاتٌ]

الْأَوَّلُ: اعْتَرِضَ عَلَى التَّمَثِيلِ بِمُسْنَدِ أَحْمَدَ بَأَنَّهُ شَرَطَ فِي مُسْنَدِهِ الصَّحِيحَ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ
وَلَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ، وَالَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ: أَنَّهُ سُئِلَ

وَأَمَّا مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَسَانِيدِ، فَلَا تَلْتَحِقُ بِالْأُصُولِ الْخَمْسَةِ، وَمَا أَشْبَهَهَا فِي الْإِخْتِجَاجِ بِهَا، وَالزُّنُونِ إِلَى مَا فِيهَا.

[তারিপুর রাবী]

ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। আবু দাউদের জন্য আহকাম (বিধানাবলী) সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে সীমাবদ্ধ করা ও সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে এমন কিছু রয়েছে যা অন্য কারো নেই। আর তিরমিযীর জন্য হাদীস শাস্ত্রের শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় এমন কিছু রয়েছে যেখানে অন্য কেউ তার অংশীদার হয়নি। আর নাসাঈ সেই পন্থাগুলোর মধ্যে গভীরতম ও মহত্তম পন্থা অবলম্বন করেছেন।

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: انْخَطَّتْ رُتْبَةُ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ لِإِخْرَاجِهِ حَدِيثِ الْمَصْلُوبِ وَالْكَلْبِيِّ وَأَمْثَالِهِمَا.

আর যাহাবী বলেছেন: তিরমিযীর জামি‘-এর মর্যাদা আবু দাউদ ও নাসাঈর সুনানের চেয়ে নিম্নগামী হয়েছে, কারণ তিনি মাসলূব (ক্রুশবিদ্ধ) ও কালবী (নামক রাবী) এবং তাদের মতো ব্যক্তিদের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[পাঁচটি মূল কিতাবের সাথে মুসনাদসমূহের যুক্ত না হওয়ার কারণ]

(আর ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আবু দাউদ তায়ালিসি এবং অন্যান্যদের মুসনাদগুলো, অন্যান্য মুসনাদসমূহের মধ্যে)।

ইবন আস-সালাহ বলেছেন: যেমন উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা, ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ, দারিমী, আবদ ইবন হুমাইদ, আবু ইয়া‘লা আল-মাওসিলী, হাসান ইবন সুফিয়ান এবং আবু বকর আল-বাজার-এর মুসনাদ। এদের রীতি হলো, তারা প্রত্যেক সাহাবীর মুসনাদে তাদের থেকে বর্ণিত সকল হাদীস উল্লেখ করেন, এই শর্তে আবদ্ধ না হয়ে যে সেগুলো দলীলযোগ্য কি না, (সুতরাং সেগুলো পাঁচটি মূল কিতাব এবং তাদের সদৃশ কিতাবসমূহের সাথে যুক্ত হয় না)।

ইবন জামা‘আহ বলেছেন: ইবন মাজাহর সুনানের মতো বাব অনুসারে বিন্যস্ত কিতাবসমূহের মধ্যে (সেগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে)। কারণ, বাব অনুসারে গ্রন্থিতকারী কেবল সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ হাদীসগুলো উল্লেখ করেন যাতে সেগুলো দলীল হিসাবে উপযোগী হয়।

[সতর্কীকরণসমূহ]

প্রথমত: আহমদের মুসনাদ দ্বারা দৃষ্টান্ত দেয়ার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এই বলে যে, তিনি তার মুসনাদে সহীহ (হাদীস) শর্ত করেছেন। ইরাকী বলেছেন: আমরা তা মানি না। আর আবু মূসা আল-মাদীনী তার থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো: তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল

(ص: 188) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

عَنْ حَدِيثٍ فَقَالَ: انْظُرُوهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُسْنَدِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، فَهَذَا لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي أَنْ كُلَّ مَا فِيهِ حُجَّةٌ، بَلْ مَا لَيْسَ فِيهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، قَالَ: عَلَى أَنْ تَمَّ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ مُخْرَجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَتْ فِيهِ، مِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أُمِّ زَرْعٍ، قَالَ: وَأَمَّا وَجُودُ الضَّعِيفِ فِيهِ فَهُوَ مُحَقَّقٌ، بَلْ فِيهِ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِهِ فِيهِ زِيَادَاتٌ فِيهَا الضَّعِيفُ وَالْمَوْضُوعُ. انْتَهَى.

وَقَدْ أَلَّفَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كِتَابًا فِي رَدِّ ذَلِكَ سَمَّاهُ: " الْقَوْلُ الْمُسَدَّدُ فِي الذَّبِّ عَنِ الْمُسْنَدِ " قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: فَقَدْ ذَكَرْتُ فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ مَا حَضَرَنِي مِنَ الْكَلَامِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، وَهِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ذَبًّا عَنْ هَذَا التَّصْنِيفِ الْعَظِيمِ الَّذِي تَلَقَّنَهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَالتَّكْرِيمِ، وَجَعَلَهُ إِمَامُهُمْ حُجَّةً يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَيُعَوَّلُ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ عَلَيْهِ.

ثُمَّ سَرَدَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي جَمَعَهَا الْعِرَاقِيُّ وَهِيَ تِسْعَةٌ، وَأَضَافَ إِلَيْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوَازِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَهِيَ فِيهِ، وَأَجَابَ عَنْهَا حَدِيثًا حَدِيثًا.

قُلْتُ: وَقَدْ فَاتَهُ أَحَادِيثُ أُخَرُ أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوَازِيِّ وَهِيَ فِيهِ، وَجَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ سَمَّيْتُهُ " الذَّلِيلَ الْمُسَهَّدَ " مَعَ الذَّبِّ عَنْهَا، وَعِدَّتْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي كِتَابِهِ تَعْجِيلُ الْمُنْفَعَةِ: فِي رِجَالِ الْأُرْبَعَةِ: لَيْسَ فِي الْمُسْنَدِ

[তাদরীবুর রাবী]

একটি হাদীস সম্পর্কে বলেন: "এটি দেখো, যদি মুসনাদে থাকে তবেই তা প্রমাণ, অন্যথায় নয়।" এটি স্পষ্ট প্রমাণ করে না যে, এর (মুসনাদের) সবকিছুই হুজ্জাত (প্রমাণযোগ্য); বরং যা এতে নেই, তা হুজ্জাত নয়। তিনি (অন্যত্র) বলেছেন: তা সত্ত্বেও, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ বর্ণিত এমন অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যা এতে (মুসনাদে) নেই। এর মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর উম্মে যার'-এর ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসটি অন্যতম। তিনি (ইরাকী) বলেন: পক্ষান্তরে, এতে দুর্বল হাদীসের উপস্থিতি নিশ্চিত। বরং এতে মাওয়ু' (বানোয়াট) হাদীসও রয়েছে, যা আমি একটি পুস্তিকায় সংকলন করেছি। আর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর সংযোজনসমূহে দুর্বল ও মাওয়ু' হাদীসও বিদ্যমান। সমাপ্ত।

শাইখুল ইসলাম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী) এই মত খণ্ডন করে একটি কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন: "আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ ফিয যাব্বি আনিল মুসনাদ" (মুসনাদের পক্ষাবলম্বনে সঠিক বক্তব্য)। তিনি তাঁর ভূমিকার বলেন: "এই পত্রিকাসমূহে আমি সেসব হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করেছি, যা কিছু আহলে হাদীস মাওয়ু' (বানোয়াট) বলে দাবি করেছেন, অথচ সেগুলো ইমাম আহমদ-এর মুসনাদে বিদ্যমান। এই মহান গ্রন্থকে সমর্থন করার জন্য, যা উম্মাহ কর্তৃক গৃহীত ও সম্মানিত হয়েছে। এবং তাদের ইমাম এটিকে একটি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় এবং মতপার্থক্যের সময় এর উপর নির্ভর করা হয়।"

অতঃপর তিনি (শাইখুল ইসলাম) ইরাকী কর্তৃক সংগৃহীত নয়টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এবং এর সাথে ইবনুল জাওয়ী তাঁর 'আল-মাওয়ু'আত' গ্রন্থে উল্লেখিত পনেরোটি হাদীস যোগ করেছেন, যা 'মুসনাদে' বিদ্যমান। আর তিনি প্রতিটি হাদীসের বিষয়ে পৃথক পৃথক জবাব দিয়েছেন।

আমি (সুয়ূতী) বলি: ইবনুল জাওয়ী কর্তৃক উল্লেখিত অন্যান্য হাদীসসমূহ, যা মুসনাদেও বিদ্যমান, তাঁর (শাইখুল ইসলামের) দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি সেগুলোকে "আয-যাইলুল মুমাহহাদ" (প্রস্তুত সংযোজন) নামক একটি পুস্তিকায় সংকলন করেছি এবং সেগুলোর পক্ষাবলম্বন করেছি। সেগুলোর সংখ্যা চৌদ্দটি হাদীস।

শাইখুল ইসলাম তাঁর 'তা'জীলুল মানফা'আহ ফি রিজালিল আরবা'আহ' নামক কিতাবে বলেছেন: "মুসনাদে নেই..."

(ص: 189) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ أَحَادِيثٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ «الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ زَحْفًا»، قَالَ: وَالْإِعْتِذَارُ عَنْهُ أَنَّهُ مِمَّا أَمَرَ أَحْمَدُ بِالضَّرْبِ عَلَيْهِ فَتَرِكَ سَهْوًا، أَوْ ضَرْبَ وَكُتِبَ مِنْ تَحْتِ الضَّرْبِ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ " تَجْرِيدِ زَوَائِدِ مُسْنَدِ الْبَزَّازِ ": إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ لَمْ نَعْزُهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَانِيدِ.

وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ: مُسْنَدُ أَحْمَدَ أَصَحُّ صَحِيحًا مِنْ غَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: لَا يُوَازِي مُسْنَدَ أَحْمَدَ كِتَابُ مُسْنَدٍ فِي كَثْرَتِهِ وَحُسْنِ سِيَاقَاتِهِ، وَقَدْ فَاتَهُ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ جَدًّا، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْنِ.

وَقَالَ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ التَّذَكُّرَةُ فِي رِجَالِ الْعَشْرَةِ: عِدَّةُ أَحَادِيثِ الْمُسْنَدِ أَرْبَعُونَ أَلْفًا بِالْمُكَرَّرِ.

الثَّانِي: قِيلَ وَإِسْحَاقُ يُخْرِجُ أَمْثَلَ مَا وَرَدَ عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ عَنْهُ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِيهِ صَحِيحًا، بَلْ هُوَ أَمْثَلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَرَكَهُ، وَفِيهِ الضَّعِيفُ.

الثَّلَاثُ: قِيلَ وَمُسْنَدُ الدَّارِمِيِّ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ بَلْ هُوَ مُرْتَّبٌ عَلَى

এমন একটি হাদিস যার মূল তিনটি বা চারটি হাদিস ছাড়া আর কিছু নেই। এর মধ্যে একটি হলো আব্দুর রহমান ইবনে আউফ-এর হাদিস যে, "তিনি জান্নাতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবেন।" তিনি বলেন: এর পক্ষে অজুহাত হলো যে, এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা আহমদ (ইবনে হাম্বল) বাদ দিতে আদেশ করেছিলেন, কিন্তু ভুলবশত তা বাদ দেওয়া হয়নি, অথবা বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং এর নিচে লেখা হয়েছিল। এবং তিনি তার গ্রন্থ "তাজরিদ জাওয়াইদ মুসনাদ আল-বাজার"-এ বলেছেন: যদি হাদিস মুসনাদ আহমদে থাকে, তবে আমরা তা অন্য কোনো মুসনাদের দিকে সংযুক্ত করি না।

এবং হাইসামি "জাওয়াইদ আল-মুসনাদ"-এ বলেছেন: মুসনাদ আহমদ বিশুদ্ধতার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে অধিক সহীহ। এবং ইবনে কাসির বলেছেন: মুসনাদ আহমদের মতো এত বেশি সংখ্যক ও উত্তম বিন্যাস সহায়ক কোনো মুসনাদ গ্রন্থ নেই। তবে তার (ইমাম আহমদের) থেকে অনেক হাদিস বাদ পড়ে গেছে, বরং বলা হয়েছে: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ বর্ণিত সাহাবীদের মধ্য থেকে প্রায় দুইশ জন সাহাবীর হাদিস তিনি পাননি।

এবং আল-হুসাইনি তাঁর "আত-তাজকিরাত ফি রিজালিল আশারা" গ্রন্থে বলেছেন: পুনরাবৃত্তিসহ মুসনাদের হাদিস সংখ্যা চল্লিশ হাজার।

দ্বিতীয়ত: বলা হয়েছে, ইসহাক সেই সাহাবী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্টতমটি বের করেছেন, যেমনটি আবু জুর'আহ আর-রাজি তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ইরাকি বলেছেন: এর অর্থ এই নয় যে, এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই সহীহ, বরং এটি যা তিনি বাদ দিয়েছেন তার তুলনায় উৎকৃষ্টতম, এবং এতে দুর্বল হাদিসও রয়েছে।

তৃতীয়ত: বলা হয়েছে, দারিমির মুসনাদ আসলে মুসনাদ নয়, বরং এটি বিন্যস্ত করা হয়েছে

(ص: 190) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

الْأَبْوَابِ. وَقَدْ سَمَّاهُ بَعْضُهُمْ بِالصَّحِيحِ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ أَرِ لِمُغْلَطَايَ سَلَفًا فِي تَسْمِيَةِ الدَّارِمِيِّ صَحِيحًا، إِلَّا قَوْلَهُ إِنَّهُ رَأَاهُ بِخَطِّ الْمُنْذِرِيِّ، وَكَذَا قَالَ الْعَلَايِيُّ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لَيْسَ دُونَ السُّنَنِ فِي الرَّثْبَةِ، بَلْ لَوْ ضُمَّ إِلَى الْخُصَةِ لَكَانَ أَمْثَلًا مِنْ ابْنِ مَاجَهَ، فَإِنَّهُ أَمْثَلُ مِنْهُ بِكَثِيرٍ.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: اشتهر تسميته بالمُسْنَدِ كما سَمِيَ الْبُخَارِيُّ كِتَابَهُ بِالْمُسْنَدِ لِكَوْنِ أَحَادِيثِهِ مُسْنَدَةً، قَالَ: إِلَّا أَنَّ فِيهِ الْمُرْسَلَ وَالْمُعْضَلَ وَالْمُنْقَطِعَ وَالْمَقْطُوعَ كَثِيرًا، عَلَى أَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي تَرْجَمَةِ الدَّارِمِيِّ أَنَّ لَهُ الْجَامِعَ وَالْمُسْنَدَ وَالتَّفْسِيرَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَلَعَلَّ الْمَوْجُودَ الْآنَ هُوَ الْجَامِعُ وَالْمُسْنَدُ فَقَطْ.

الرَّابِعُ: قِيلَ: وَمُسْنَدُ الْبَزَّازِ يُبَيِّنُ فِيهِ الصَّحِيحَ مِنْ غَيْرِهِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا قَلِيلًا، إِلَّا أَنَّهُ يُتَكَلَّمُ فِي تَفَرُّدِ بَعْضِ رِوَاةِ الْحَدِيثِ وَمُتَابَعَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.
[فَائِدَةٌ]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: يُقَالُ: إِنَّ أَوَّلَ مُسْنَدٍ صُنِفَ مُسْنَدُ الطَّيَالِسِيِّ، قِيلَ: وَالَّذِي حَمَلَ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ عَصْرُ أَبِي دَاوُدَ عَلَى أَغْصَارٍ مِنْ صَنَّفَ

তাদরীবুর রাবী

অধ্যায়সমূহ। কিছু লোক এটিকে সহীহ নামকরণ করেছেন। শায়খুল ইসলাম বলেছেন: আমি মুগালতাই-এর জন্য দারিমী-কে সহীহ নামকরণের ক্ষেত্রে কোনো পূর্বসূরি দেখিনি, তার এই উক্তি ছাড়া যে তিনি এটিকে মুনযিরীর হস্তাক্ষরে দেখেছেন। আলাঈও একই কথা বলেছেন। আর শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এটি সুনান গ্রন্থসমূহের চেয়ে স্তরে (মর্যাদায়) নিম্ন নয়। বরং, যদি এটিকে পাঁচটি (গ্রন্থের সাথে) যোগ করা হতো, তবে এটি ইবনে মাজাহর চেয়ে উত্তম হতো। কেননা এটি তার (ইবনে মাজাহর) চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।

আর ইরাকী বলেছেন: এর নামকরণ মুসনাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যেমন বুখারী তার কিতাবকে মুসনাদ নামে নামকরণ করেছেন কারণ এর হাদীসসমূহ মুসনাদ। তিনি বলেছেন: তবে এতে মুরসাল, মু'দাল, মুনকাতি' ও মাকতূ' অনেক রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, তারা দারিমীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে তার جامع (আল-জামি), মুসনাদ, তাফসীর এবং অন্যান্য (গ্রন্থ) রয়েছে। সুতরাং সম্ভবত বর্তমানে যা বিদ্যমান আছে, তা শুধু جامع (আল-জামি) এবং মুসনাদ।

চতুর্থ: বলা হয়েছে: আর বায্যার-এর মুসনাদে তিনি সহীহকে অন্যান্য (দুর্বল) থেকে স্পষ্ট করেন।

ইরাকী বলেছেন: তিনি (বায্যার) খুব কমই তা (সহীহকে আলাদা করা) করেছেন। তবে, হাদীসের কিছু বর্ণনাকারীর একক বর্ণনা এবং অন্যের দ্বারা তার অনুসরণ সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে।

[একটি জ্ঞাতব্য বিষয়]

ইরাকী বলেছেন: বলা হয় যে, সর্বপ্রথম সংকলিত মুসনাদ হল তায়ালিসী-এর মুসনাদ। বলা হয়েছে: এবং এই মতের প্রবক্তাকে যা এর উপর উদ্বুদ্ধ করেছে, তা হলো আবু দাউদের যুগ তাদের যুগের চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া যারা সংকলন করেছেন

(ص: 191) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّانِي: إِذَا كَانَ رَاوِي الْحَدِيثِ مُتَأَخِّرًا عَنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ، مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ وَالسِّتْرِ فَرُوِيَ حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ قَوِيٍّ وَارْتَفَعَ مِنَ الْحَسَنِ إِلَى الصَّحِيحِ.

[تدريب الراوي]

الْمَسَانِيدَ، وَظَنَّ أَنَّهُ هُوَ صَنَّفَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمْعِ بَعْضِ الْحُفَّاطِ الْخُرَاسَانِيِّينَ، جَمَعَ فِيهِ مَا رَوَاهُ يُؤْنُسُ بْنُ حَبِيبٍ خَاصَّةً عَنْهُ، وَشَدَّ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْهُ، وَيُشَبِّهُ هَذَا مُسْنَدَ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ تَصْنِيفُهُ، وَإِنَّمَا لَقَطَهُ بَعْضُ الْحُفَّاطِ النَّيْسَابُورِيِّينَ مِنْ مَسْمُوعِ الْأَصَمِّ مِنَ الْأُمِّ وَسَعَّاهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ كَانَ سَمِعَ الْأُمَّ - أَوْ غَالِبَهَا - عَلَى الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَعُمَرَ، فَكَانَ آخِرَ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وَحَصَلَ لَهُ صَمٌّ فَكَانَ فِي السَّمَاعِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ.

[حكم حديث راوي تأخر عن درجة الحافظ الضابط]

الثَّانِي: (إِذَا كَانَ رَاوِي الْحَدِيثِ مُتَأَخِّرًا عَنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ) مَعَ كَوْنِهِ (مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ وَالسِّيَرِ) وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مَنْ هَذَا حَالُهُ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ (فَرُوي حَدِيثُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ) وَلَوْ وَجْهًا وَاحِدًا آخَرَ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ تَعْلِيلُ ابْنِ الصَّلَاحِ (قَوِيٌّ) بِالْمُتَابَعَةِ وَزَالَ مَا كُنَّا نَحْشَاهُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ سُوِّ الْحِفْظِ، وَانْجَبَرَ بِهَا ذَلِكَ النَّقْصُ الْيَسِيرُ، (وَارْتَفَعَ) حَدِيثُهُ (مِنْ) دَرَجَةِ (الْحَسَنِ إِلَى) دَرَجَةِ (الصَّحِيحِ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مِثَالُهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» .

فَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَلْقَمَةَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ، لَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِثْقَانِ، حَتَّى ضَعَفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةٍ سُوِّ حِفْظِهِ، وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ لِصِدْقِهِ

দ্বিতীয়ত: যখন হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হাফেজে জাবেত (সুসংরক্ষণকারী স্মৃতিকৌশলী)-
এর স্তর থেকে নিম্নমানের হয়, কিন্তু সত্যবাদিতা ও সততার জন্য প্রসিদ্ধ হয়, অতঃপর তার
হাদীস শক্তিশালী অন্য সূত্র থেকে বর্ণিত হয়, তখন তা হাসান থেকে সহীহ-এর স্তরে উন্নীত হয়।

-

[তাদরীবুর রাবী]

মুসনাদগুলো, এবং ধারণা করা হয় যে তিনিই এটি সংকলন করেছেন, কিন্তু আসলে তা নয়।
বরং এটি খোরাসানের কিছু হাফেজের সংকলন, যারা এতে বিশেষভাবে ইউনুস ইবনে হাবিব
কর্তৃক তার থেকে বর্ণিত বিষয়গুলো একত্রিত করেছেন। আর এর অনেক কিছু তার থেকে
ভিন্নভাবেও (ব্যতিক্রমী) বর্ণিত হয়েছে। এটি ইমাম শাফেঈর মুসনাদের মতো, কারণ এটি তার
নিজস্ব সংকলন নয়, বরং কিছু নিশাপুরের হাফেজ 'আল-উম্ম' (গ্রন্থ) থেকে আল-আসামের শ্রুত
হাদীসগুলো সংগ্রহ করে তার কাছে শুনিয়েছেন। কারণ তিনি (আল-আসাম) রাবী'র থেকে
ইমাম শাফেঈর সূত্রে 'আল-উম্ম' – অথবা এর অধিকাংশ – শুনেছিলেন এবং দীর্ঘ জীবন
পেয়েছিলেন। তাই তিনি রাবী'র থেকে বর্ণনা করা শেষ ব্যক্তি ছিলেন। আর তিনি বধির হয়ে
গিয়েছিলেন, তাই তার কাছে হাদীস শোনা কষ্টকর ছিল।

[হাফেজে জাবেতের স্তর থেকে নিম্নমানের রাবীর হাদীসের বিধান]

দ্বিতীয়ত: (যখন হাদীসের বর্ণনাকারী একজন হাফেজে জাবেত বা সুসংরক্ষণকারী স্মৃতিকৌশলীর স্তর থেকে নিম্নমানের হয়) যদিও সে (সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য) প্রসিদ্ধ হয়। আর এটি সর্বজনবিদিত যে, যার এমন অবস্থা, তার হাদীস 'হাসান' পর্যায়ে হয়। (অতঃপর তার হাদীস অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয়) – যদিও তা ইবনুল সালাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী অন্য একটি মাত্র সূত্র হয় – (যা মুতাবাত (সমর্থন) এর মাধ্যমে শক্তিশালী হয়)। এর দ্বারা তার খারাপ স্মৃতিশক্তির দিক থেকে যে আশঙ্কা ছিল, তা দূর হয়ে যায়, এবং সেই সামান্য ত্রুটি পূরণ হয়ে যায়, (এবং তার হাদীস 'হাসান'-এর) স্তর থেকে ('সহীহ'-এর) স্তরে উন্নীত হয়।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এর উদাহরণ হলো মুহাম্মাদ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীস, যা তিনি আবু সালামা থেকে এবং আবু সালামা আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, তাহলে আমি তাদের প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম»।

সুতরাং, মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি সুসংরক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এমনকি কিছু ব্যক্তি তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে তাকে দুর্বল বলেছেন, আর কিছু ব্যক্তি তার সত্যবাদিতার কারণে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

(ص: 192) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثُ: إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهِ ضَعِيفَةٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْصَلَ مِنْ مَجْمُوعِهَا حُسْنٌ، بَلْ مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِيُضْعَفَ حِفْظُ رَاوِيهِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَصَارَ حَسَنًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ ضَعْفُهَا لِإِسَالِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَأَمَّا الضَّعْفُ لِفُسْقِ الرَّاوي فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ.

[تدريب الراوي]

وَجَلَالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَسَنٌ، فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ كَوْنُهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجِهِ
 أُخَرُ حَكْمَنَا بِصِحَّتِهِ، وَالْمُتَابَعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِيُسْتُ لِمَحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَلْ لِأَبِي
 سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا الْأَعْرَجُ، وَسَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ، وَأَبُوهُ وَغَيْرُهُمْ.
 وَمَثَلُ غَيْرِ ابْنِ الصَّلَاحِ بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي بِنِ الْعَبَّاسِ بِنِ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي ذِكْرِ خَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَبِيًّا هَذَا ضَعْفُهُ - لِسُوءِ
 حِفْظِهِ - أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالتَّنَائِي، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ عَبْدُ
 الْمُهِينِ فَأَرْتَقَى إِلَى دَرَجَةِ الصَّحَّةِ.

[حُكْمُ حَدِيثٍ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ ضَعِيفَةٍ]

(الثَّالِثُ: إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهِ ضَعِيفَةٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْصَلَ مِنْ مَجْمُوعِهَا) أَنَّهُ
 (حَسَنٌ بَلْ مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ
 آخَرَ)، وَعَرَفْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَخْتَلْ فِيهِ ضَبْطُهُ، (وَصَارَ) الْحَدِيثُ (حَسَنًا)
 بِذَلِكَ، كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

الثَّالِثُ: যখন দুর্বল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়, তখন সেগুলোর সমষ্টি থেকে হাসান হওয়া জরুরি
 নয়। বরং যে হাদীসের দুর্বলতা ছিল তার বিশ্বস্ত ও আমানতদার বর্ণনাকারীর দুর্বল স্মৃতিশক্তির
 কারণে, তা অন্য সূত্র থেকে আসার দ্বারা দূরীভূত হয় এবং তা হাসান হয়ে যায়। তেমনিভাবে,
 যখন কোনো হাদীসের দুর্বলতা ইরসালের (সূত্রের বিচ্ছিন্নতা) কারণে হয়, তা অন্য সূত্র থেকে
 আসার দ্বারা দূরীভূত হয়। আর বর্ণনাকারীর ফাসিকতার কারণে সৃষ্ট দুর্বলতায় অন্যদের সমর্থন
 কোনো প্রভাব ফেলে না।

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং তাঁর মহিমা। সুতরাং, এই দিক থেকে তাঁর হাদীস হাসান। অতঃপর যখন এর সাথে যোগ
 হলো যে, তা অন্য অনেক সূত্র থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তখন আমরা তার সহীহ হওয়ার রায়
 দিলাম। আর এই হাদীসের মুতাবা'আত (সমর্থন) মুহাম্মাদ কর্তৃক আবু সালামাহ থেকে নয়,

বরং আবু সালামাহ কর্তৃক আবু হুরায়রা থেকে। কেননা, তাঁর (আবু হুরায়রা) থেকে এটি আল-আ'রাজ, সাঈদ আল-মাকবুরি, তাঁর পিতা এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল সালাহ ব্যতীত অন্যরা বুখারীর সেই হাদীস দ্বারা উদাহরণ দিয়েছেন যা উবাই ইবনুল আব্বাস ইবনে সাহল ইবনে সা'দ তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়ার কথা উল্লেখ আছে। কেননা, এই উবাইকে - তাঁর দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে - আহমদ, ইবনে মাজীন এবং নাসায়ী দুর্বল বলেছেন। আর তাঁর হাদীস হাসান, কিন্তু তাঁর ভাই আব্দুল মুহাইমিন তাঁকে এর উপর অনুসরণ করেছেন, ফলে তা সহীহ এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিধান]

(তৃতীয়ত: যখন দুর্বল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়, তখন সেগুলোর সমষ্টি থেকে প্রাপ্ত হওয়া জরুরি নয়) যে, তা (হাসান)। বরং যে হাদীসের দুর্বলতা ছিল তার বিশ্বস্ত ও আমানতদার বর্ণনাকারীর দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে, তা অন্য সূত্র থেকে আসার দ্বারা দূরীভূত হয়), এবং এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, তিনি তা (হাদীসটি) স্মৃতিতে রেখেছেন এবং তার সংরক্ষণশীলতায় কোনো ত্রুটি হয়নি। (এবং) হাদীসটি এর দ্বারা (হাসান) (হয়ে যায়), যেমন তিরমিযী এটি শু'বাহ থেকে, তিনি আসিম ইবনে

(ص: 193) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (ق 58 \ أ) بِنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَ» .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ، عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي حُدْرَةَ، فَعَاصِمٌ ضَعِيفٌ لِسَوْءِ حِفْظِهِ، وَقَدْ حَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ لِمَجِيئِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. (وَكَذَا إِذَا كَانَ ضَعْفُهَا لِإِرْسَالٍ)، أَوْ تَذْلِيلٍ، أَوْ جَهَالَةِ رَجَالٍ، كَمَا زَادَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ) وَكَانَ دُونَ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ. مِثَالُ الْأَوَّلِ يَأْتِي فِي نَوْعِ الْمُرْسَلِ، وَمِثَالُ الثَّانِي مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مَرْفُوعًا: «إِنَّ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ». فَهَشِيمٌ مَوْصُوفٌ بِالتَّذْلِيلِ، لَكِنْ لَمَّا تَابَعَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، وَكَانَ

[তাদরীবুর রাবী]

উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমির (পাতা ৫৮ / ক) ইবনে রাবী'আহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: "বানি ফাযারাহ গোত্রের একজন নারী একজোড়া জুতোর বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তুমি কি তোমার নিজেকে ও তোমার সম্পদকে একজোড়া জুতোর বিনিময়ে সম্ভুষ্ট মনে করো?' সে বললো: 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি তা অনুমোদন করলেন।"

ইমাম তিরমিযী বলেন: এবং এই পরিচ্ছেদে উমার, আবু হুরায়রা, আয়িশা এবং আবু হাদরাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকেও বর্ণনা রয়েছে। তবে আসিম দুর্বল সূতির কারণে দুর্বল। অথচ তিরমিযী তাঁর জন্য এই হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন, কারণ এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। (এবং অনুরূপভাবে, যখন এর দুর্বলতা 'ইরসাল'-এর কারণে হয়), অথবা 'তাদলিস'-এর কারণে, অথবা রাবীদের অপরিচিতির কারণে, যেমনটি শাইখুল ইসলাম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী) বৃদ্ধি করেছেন, (তখন অন্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে দুর্বলতা দূর হয়), এবং তা 'হাসান লি-জাতিহি' (নিজস্বভাবে হাসান)-এর স্তরের নিচে থাকে।

প্রথমটির উদাহরণ 'মুরসাল' প্রকারের আলোচনায় আসবে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো যা ইমাম তিরমিযী হুশাইম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে হাসান বলেছেন: তিনি ইয়াযিদ ইবনে

আবি যিয়াদ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে, তিনি বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই মুসলিমদের জন্য জুমু'আর দিনে গোসল করা হক্; এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকে যেন তার পরিবারের সুগন্ধি ব্যবহার করে। যদি সে না পায়, তবে পানিই তার জন্য সুগন্ধি।"

সুতরাং হুশাইম 'তাদলিস' করার জন্য পরিচিত। কিন্তু যখন তিরমিযীর কাছে আবু ইয়াহইয়া আত-তাইমী তাকে অনুসরণ করেছেন, এবং ছিলো

(ص: 194) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

لِمَتْنِ شَوَاهِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَغَيْرِهِ حَسَنُهُ.
(وَأَمَّا الضَّعْفُ لِفُسْقِ الرَّاويِ) ، أَوْ كَذِبِهِ، (فَلَا يُؤْتَرُ فِيهِ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ) لَهُ، إِذَا كَانَ
الْآخِرُ مِثْلَهُ ; لِقُوَّةِ الضَّعْفِ وَتَقَاعُدِ هَذَا الْجَابِرِ.
نَعَمْ يَرْتَقِي بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ، عَنْ كَوْنِهِ مُنْكَرًا أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ. صَرَّحَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ،
قَالَ: بَلْ رُبَّمَا كَثُرَتِ الطُّرُقُ حَتَّى أَوْصَلَتْهُ إِلَى دَرَجَةِ الْمُسْتَوْرِ وَالسَّيِّئِ الْحِفْظِ، بِحَيْثُ إِذَا
وُجِدَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ ارْتَقَى بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ.

- 1

خَاتِمَةٌ

مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي الْمَقْبُولِ: الْجَيِّدُ، وَالْقَوِيُّ، وَالصَّالِحُ
وَالْمَعْرُوفُ، وَالْمَحْفُوظُ، وَالْمَجُودُ، وَالثَّابِتُ.
فَأَمَّا الْجَيِّدُ: فَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَصْحَ الْأَسَانِيدِ لَمَّا حَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ (ق
58 \ ب) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ أَصَحَّهَا: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: عِبَارَةٌ
أَحْمَدَ أَجُودُ الْأَسَانِيدِ، كَذَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

قَالَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالصَّحِيحِ، كَذَا قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ الْجَوْدَةَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الصَّحَّةِ.
وَفِي " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ " فِي الطَّبِّ: هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ حَسَنٌ، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ، لَا

[তাদরিবুর রাবী]

মতনের শাওয়াহিদ (সমর্থক প্রমাণ) রয়েছে আবু সাঈদ আল-খুদরি এবং অন্যদের হাদীস থেকে, যাকে তিনি হাসান বলেছেন।

(আর রাবীর ফিসক (পাপাচারে লিপ্ততা) বা তার মিথ্যাচারের কারণে সৃষ্ট দুর্বলতার ক্ষেত্রে), যদি অন্য একজন রাবী তার মতোই হয়, তবে তার (দুর্বল রাবীর) সাথে অন্যের একমত হওয়া তাতে কোনো প্রভাব ফেলে না; কারণ দুর্বলতাটি শক্তিশালী এবং এই জাবের (দুর্বলতাকে শক্তিশালী করার উপাদানটি) অপরিাপ্ত।

হ্যাঁ, এর সম্মিলিত সনদসমূহের মাধ্যমে এর স্তর বৃদ্ধি পায়, একে মুনকার (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) বা ভিত্তিহীন হওয়া থেকে (উন্নত করে)। শাইখুল ইসলাম তা স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি বলেন: বরং কখনো কখনো সনদগুলো এত বেশি হয় যে, তা তাকে মাসতুর (যার অবস্থা অজ্ঞাত) এবং সাযিয়'উল হিফয (দুর্বল স্মৃতিশক্তির) এর স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়, এমনভাবে যে, যদি এর জন্য সামান্য, সহনীয় দুর্বলতায়ুক্ত আরেকটি সনদ পাওয়া যায়, তবে সেগুলোর সম্মিলিত শক্তির দ্বারা এটি হাসান (উত্তম) এর স্তরে উন্নীত হয়।

1 -

উপসংহার

মুহাদ্দিসগণের নিকট মাকবুল (গ্রহণযোগ্য) হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো হলো: আল-জায়্যিদ, আল-কাবী, আস-সালিহ, আল-মা'রুফ, আল-মাহফূয, আল-মুজাওওয়াদ এবং আস-সাবিত।

আল-জায়্যিদ প্রসঙ্গে: শাইখুল ইসলাম সর্বাধিক সহীহ সনদসমূহ সম্পর্কে আলোচনায় বলেন, যখন ইবনুল সালাহ (পৃষ্ঠা ৫৮/খ) আহমাদ ইবন হাম্বল থেকে বর্ণনা করেন যে, সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হলো: যুহরি, সালিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে— তখন আহমাদ-এর অভিব্যক্তি ছিল: "সর্বোত্তম সনদসমূহ"। এভাবেই আল-হাকিম তা বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: এবং এটি প্রমাণ করে যে, ইবনুল সালাহ আল-জায়িদ ও আস-সহীহ-এর মধ্যে সমতা দেখেন। আল-বুলকিনী তা উদ্ধৃত করার পর এভাবেই বলেছেন। এ থেকে জানা যায় যে, জাওদাহ (উত্তমতা) দ্বারা সিহহাত (বিশুদ্ধতা) প্রকাশ করা হয়।

আর জামি'উত তিরমিযী-এর কিতাবুত তিব্ব (চিকিৎসা অধ্যায়ে) রয়েছে: এটি একটি জায়িদ হাসান হাদীস। আর অন্যরাও একইভাবে বলেছেন, না

(ص: 195) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ: وَهُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ. وَيَتَفَاوَتْ ضَعْفُهُ كَصِحَّةِ الصَّحِيحِ، وَمِنْهُ مَا لَهُ لَقَبٌ خَاصٌّ: كَالْمَوْضُوعِ، وَالشَّاذِّ، وَغَيْرِهِمَا.

[تدريب الراوي]

مُغَايِرَةٌ بَيْنَ جَيِّدٍ وَصَحِيحٍ عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ الْجَهْدَ مِنْهُمْ لَا يَعْدِلُ عَنْ صَحِيحٍ إِلَى جَيِّدٍ إِلَّا لِنُكْتَةٍ، كَأَن يَرْتَقِيَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ الْحَسَنِ لِدَاوَتِهِ، وَيَتَرَدَّدُ فِي بُلُوغِهِ الصَّحِيحَ، فَالْوَصْفُ بِهِ أَنْزَلُ رُتْبَةٍ مِنَ الْوَصْفِ بِصَحِيحٍ، وَكَذَا الْقَوِيُّ. وَأَمَّا الصَّالِحُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَأْنِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ شَامِلٌ لِلصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ، لِصَلَاحَيْتِهِمَا لِلْإِحْتِجَاجِ، وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِلْإِعْتِبَارِ. وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَهُوَ مُقَابِلُ الْمُنْكَرِ، وَالْمَحْفُوظُ مُقَابِلُ الشَّاذِّ، وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي نَوْعَيْهِمَا، وَالْمُجَوَّدُ وَالثَّابِتُ يَشْمَلَانِ أَيْضًا الصَّحِيحَ. قُلْتُ: وَمِنْ أَلْفَاظِهِمْ أَيْضًا الْمُشَبَّهُ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْحَسَنِ وَمَا يُقَارِبُهُ، فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كِنِسْبَةِ الْجَيِّدِ إِلَى الصَّحِيحِ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَخْرَجَ عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ الْكَلَابِيَّ أَوَّلَ شَيْءٍ أَحَادِيثَ مُشَبَّهَةً جَسَانًا، ثُمَّ أَخْرَجَ بَعْدَ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً فَأَفْسَدَ عَلَيْنَا مَا كَتَبْنَا.

[النُّوعُ الثَّلَاثُ الضَّعِيفُ]

(النُّوعُ الثَّلَاثُ: الضَّعِيفُ: وَهُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ) جَمَعَهُمَا تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ.

وَأِنْ قِيلَ: إِنَّ الْإِقْتِصَارَ عَلَى الثَّانِي أَوْلَى ; لِأَنَّ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الْحَسَنِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ الصَّحِيحِ أَبْعَدُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.

তৃতীয় প্রকার: যঈফ (দুর্বল): আর তা হলো যা সহীহ অথবা হাসানের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। এর দুর্বলতা সহীহ হাদিসের সঠিকতার মতোই বিভিন্ন স্তরের হয়, এবং এর মধ্যে এমনও আছে যার বিশেষ উপাধি রয়েছে: যেমন মাওযু (বানোয়াট), শাদ্দ (বিরল), এবং অন্যান্য।

-

[তাদীবুর রাবী]

তাদের (মুহাদ্দিসীনদের) মতে 'জায়্যিদ' ও 'সহীহ'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবে তাদের মধ্যে যিনি বিজ্ঞ সমালোচক (জিহবিয), তিনি কোনো সূক্ষ্ম কারণ ছাড়া 'সহীহ' থেকে 'জায়্যিদ' শব্দে বিচ্যুত হন না। যেমন, যখন তার কাছে হাদিসটি 'হাসান লি-জাতিহি' (স্বাভাবিকভাবে হাসান) থেকে উর্ধ্বে ওঠে, কিন্তু এটি সহীহ স্তরে পৌঁছেছে কিনা সে বিষয়ে তার দ্বিধা থাকে। তখন এটিকে (জায়্যিদ) দ্বারা বর্ণনা করা 'সহীহ' দ্বারা বর্ণনা করার চেয়ে নিম্ন স্তরের, এবং 'ক্বাওয়া' (শক্তিশালী) এর ক্ষেত্রেও তাই।

আর 'সালিহ' (গ্রহণযোগ্য) সম্পর্কে আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি সহীহ ও হাসান উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ উভয়ই দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য। এবং এটি এমন দুর্বল হাদিসের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যা বিবেচনাযোগ্য (আমলযোগ্য) হয়।

আর 'মারুফ' (পরিচিত) হলো 'মুনকার' (অপরিচিত)-এর বিপরীত, এবং 'মাহফূয' (সংরক্ষিত) হলো 'শাদ্দ' (বিরল)-এর বিপরীত। এবং এ দুটির প্রকারভেদে এর ব্যাখ্যা পরবর্তীতে আসবে। আর 'মুজাওয়াদ' (উত্তম রূপে উপস্থাপিত) ও 'ছাবিত' (সুপ্রতিষ্ঠিত) শব্দদ্বয়ও সহীহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমি (লেখক) বলি: তাদের পরিভাষাগুলোর মধ্যে 'মুশাক্বাহ' (সাদৃশ্যপূর্ণ) শব্দটিও রয়েছে। এটি হাসান এবং এর কাছাকাছি হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অতএব, এর (মুশাক্বাহ) সাথে হাসান-এর সম্পর্ক এমন, যেমন জায়্যিদ-এর সাথে সহীহ-এর সম্পর্ক।

আবু হাতেম বলেছেন: আমার ইবনে হুসাইন আল-কিলাবী প্রথমে 'মুশাব্বাহ হাসান' হাদিসসমূহ বর্ণনা করেছিলেন, অতঃপর তিনি পরবর্তীতে মাওযু (বানোয়াট) হাদিস বর্ণনা করা শুরু করেন, ফলে আমরা যা লিখেছিলাম তা নষ্ট হয়ে গেল।

[তৃতীয় প্রকার: যঈফ]

(তৃতীয় প্রকার: যঈফ: আর তা হলো যা সহীহ অথবা হাসানের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না)। ইবনুল সালাহর অনুসরণ করে উভয়কে (সহীহ ও হাসানকে) একত্রিত করা হয়েছে।

যদিও বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র দ্বিতীয়টির (হাসানের) উল্লেখ করাই উত্তম; কারণ যা হাসানের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না, তা সহীহের বৈশিষ্ট্য থেকে আরও দূরে। এবং একারণেই ইবনে দাকীকুল ঈদ (সহীহ-কে) উল্লেখ করেননি।

(ص: 196) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ قَسَّهٗ ابْنُ حِبَّانٍ إِلَى خَمْسِينَ إِلَّا قِسْمًا.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ نَقِفْ عَلَيْهَا.

ثُمَّ قَسَّهٗ ابْنُ الصَّلَاحِ إِلَى أَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ بِاعْتِبَارِ فَقْدِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْقَبُولِ السَّيِّئَةِ، وَهِيَ الْإِتِّصَالُ وَالْعَدَالَةُ وَالضَّبْطُ وَالْمُتَابَعَةُ فِي الْمُسْتَوْرِ وَعَدَمُ الشُّذُوذِ وَعَدَمُ الْعِلَّةِ، وَبِاعْتِبَارِ فَقْدِ صِفَةٍ مَعَ صِفَةٍ أُخْرَى تَلِيهَا أَوَّلًا، أَوْ مَعَ أَكْثَرِ مِنْ صِفَةٍ إِلَى أَنْ تَفْقَدَ السَّيِّئَةَ. فَبَلَغَتْ فِيهَا ذِكْرُهُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِسْمًا (ق 59 \ 1)، وَوَصَّلَهُ غَيْرُهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ.

وَجَمَعَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا قَاضِي الْقَضَاةِ شَرْفُ الدِّينِ الْمَنَاوِيُّ كُرَاسَةً. وَنَوَّعَ مَا فَقَدَ الْإِتِّصَالَ إِلَى مَا سَقَطَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ، أَوْ وَاحِدٌ غَيْرُهُ، أَوْ اثْنَانِ، وَمَا فَقَدَ الْعَدَالَةَ إِلَى مَا فِي

سَنَدِهِ ضَعْفٌ أَوْ مَجْهُولٌ، وَقَسَّهَا بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ إِلَى مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ قِسْمًا
بِإِعْتِبَارِ الْعَقْلِ، وَإِلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ بِإِعْتِبَارِ إِمْكَانِ الْوُجُودِ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ وَقُوعُهَا،
وَقَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ بَسْطَهَا فِي هَذَا الشَّرْحِ.

ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ تَعَبٌ لَيْسَ وَرَاءَهُ أَرْبٌ. فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ
يَكُونَ لِأَجْلِ مَعْرِفَةِ مَرَاتِبِ الضَّعِيفِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَلَا
يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَجْلِ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ مَا فَقَدَ مِنَ الشَّرْطِ أَكْثَرَ أَوْ لَا، فَإِنْ
كَانَ الْأَوَّلَ فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَنَا مَا يَفْقَدُ شَرْطًا وَاحِدًا، وَيَكُونُ أَوْ لَا، وَيَكُونُ أَوْ لَا يَفْقَدُ
الشُّرُوطَ الْخُمُسَةَ الْبَاقِيَةَ، وَهُوَ مَا يَفْقَدُ الصِّدْقَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَمَا هُوَ؟

-

[তারবীবুর রাবী]

ইবনুল সালাহ বলেছেন: ইবনু হিব্বান এটিকে উনপঞ্চাশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: আমরা সেগুলোর উপর অবগত হইনি।

অতঃপর ইবনুল সালাহ এটিকে গ্রহণীয়তার ছয়টি শর্তের (ইত্তিসাল, আদালাহ, দাবত, মাস্তুরের ক্ষেত্রে মুতাবাত, শুযুয না থাকা ও ইল্লাত না থাকা) মধ্য থেকে একটি শর্তের অনুপস্থিতি বিবেচনা করে, কিংবা প্রথমে একটি শর্তের সাথে অন্য একটি পরবর্তী শর্তের অনুপস্থিতি বিবেচনা করে, অথবা একাধিক শর্তের সাথে অনুপস্থিতি বিবেচনা করে, এমনকি ছয়টি শর্তই অনুপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করেছেন। আল-ইরাকী তাঁর 'শারহুল আলফিয়াহ'-তে যা উল্লেখ করেছেন, সে অনুযায়ী এর সংখ্যা বিয়াল্লিশ ভাগে পৌঁছেছে (পৃ. ৫৯/ক), আর অন্যরা এটিকে তেষটি ভাগে উন্নীত করেছেন।

আমাদের শাইখ, প্রধান বিচারপতি শরাফুদ্দীন আল-মুনাভী এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা সংকলন করেছেন। তিনি ইত্তিসাল (সূত্রের ধারাবাহিকতা) অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, হয় সাহাবী বাদ পড়েছেন, অথবা অন্য একজন বা দুজন বাদ পড়েছেন; এবং আদালাহ (ন্যায্যপরায়ণতা) অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, হয় সনদে দুর্বলতা আছে অথবা মাজহুল (অজ্ঞাত বর্ণনাকারী) রয়েছে। এই বিবেচনায় তিনি সেগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে একশত উনত্রিশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, আর বাস্তব

অস্তিত্বের সম্ভাবনা বিবেচনায় একাশীটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যদিও সেগুলোর সংঘটন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। আমি এই ব্যাখ্যায় সেগুলোর বিশদ বিবরণ দিতে চেয়েছিলাম। অতঃপর আমি শাইখুল ইসলামকে বলতে দেখেছি: এটি এমন একটি শ্রম, যার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। কারণ, এটি হয় দুর্বল হাদীসের স্তর জানার জন্য, এবং এর মধ্যে কোনটি দুর্বলতর বা কোনটি নয়, তা জানার জন্য হবে। যদি প্রথমটি হয়, তবে তা এই কারণে হতে পারে যে, যে হাদীসে বেশি শর্ত অনুপস্থিত, তা দুর্বলতর, নাকি তা নয়। যদি প্রথমটি হয়, তবে বিষয়টি তেমন নয়; কারণ, আমাদের কাছে এমন কিছু আছে যা একটি মাত্র শর্ত হারিয়েছে, কিন্তু সেটি বাকি পাঁচটি শর্ত হারানো জিনিসের চেয়েও দুর্বল, আর তা হলো যা সত্যতা হারিয়েছে (অর্থাৎ মিথ্যার কারণে দুর্বল)। আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে সেটি কী?

(ص: 197) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَإِنْ كَانَ لِأَمْرٍ غَيْرِ مَعْرِفَةِ الْأَضْعَفِ، فَإِنْ كَانَ لِتَخْصِيصِ كُلِّ قِسْمٍ بِاسْمٍ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُسْأَلُوا مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلَ، كَالْمُعْضَلِ، وَالْمُرْسَلِ، وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لِمَعْرِفَةِ كَمْ يَبْلُغُ قِسْمًا بِالْبَسْطِ فَهَذِهِ ثَمَرَةٌ مُرَّةٌ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَا هُوَ. انْتَهَى.

فَلِذَلِكَ عَدَلْتُ عَنْ تَسْوِيدِ الْأَوْرَاقِ بِتَسْطِيرِهِ.

(وَيَتَفَاوَتْ ضَعْفُهُ) بِحَسَبِ شِدَّةِ ضَعْفِ رَوَاتِهِ وَخَفَّتِهِ، وَقَوْلُهُ: (كَصِحَّةِ الصَّحِيحِ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مِنْهُ أَوْهَى كَمَا أَنَّ فِي الصَّحِيحِ أَصَحَّ.

قَالَ الْحَاكِمُ: فَأَوْهَى أَسَانِيدِ الصَّدِّيقِ: صَدَقَةُ الدَّقِيقِيِّ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةِ الطَّيِّبِ، عَنْهُ.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ أَهْلِ الْبَيْتِ: عَمْرُو بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ الْعَمَرِيِّينَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ (ق 59 \ ب) .
وَأَوْهَى أَسَانِيدِ أَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ.
وَأَوْهَى أَسَانِيدِ عَائِشَةَ: نُسَخَةُ عِنْدَ الْبَصَرِيِّينَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شَبْلٍ، عَنْ أُمِّ النَّعْمَانِ عَنْهَا.
وَأَوْهَى أَسَانِيدِ ابْنِ مَسْعُودٍ: شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَرَازَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْهُ.
وَأَوْهَى أَسَانِيدِ أَنَسٍ: دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، عَنْ قُحْذَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ

[তাদরীবুর রাবী]

আর যদি দুর্বলতম (হাদীস) জানার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কারণে হয়, তবে যদি প্রতিটি প্রকারকে একটি নাম দ্বারা নির্দিষ্ট করার জন্য হয়, তাহলে তেমনটি নয়, কারণ তারা এর মধ্যে খুব কমই নামকরণ করেছেন, যেমন মু'দাল, মুরসাল এবং এ জাতীয় অন্যান্য। অথবা বিস্তৃতভাবে কত প্রকার হয় তা জানার জন্য হয়, তাহলে এটি একটি তিক্ত ফল। অথবা এর বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, তাহলে সেটি কী? (কথা শেষ)।

তাই আমি এর বিবরণ লিখে পৃষ্ঠাগুলি কালো করা থেকে বিরত থাকলাম।

(এবং এর দুর্বলতা ভিন্ন হয়) এর বর্ণনাকারীদের দুর্বলতার তীব্রতা ও লঘুতা অনুসারে। আর তার উক্তি: (সহীহ-এর বিশুদ্ধতার ন্যায়) এই দিকে ইঙ্গিত করে যে, এর মধ্যে অধিক দুর্বল (হাদীস) রয়েছে, যেমন সহীহ-এর মধ্যেও অধিক বিশুদ্ধ (হাদীস) রয়েছে।

হাকিম বলেছেন: সিদ্দীক (আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সনদসমূহের মধ্যে দুর্বলতম হলো: সাদাকাতুদ দাকীকী, ফারকাদ আস-সাবখী থেকে, তিনি মুরাতুত ত্বাইয়্যিব থেকে, তিনি তার (আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।

আর আহলে বাইত (পরিবার)-এর সনদসমূহের মধ্যে দুর্বলতম হলো: আমর ইবনু শিমর, জাবির আল-জু'ফী থেকে, তিনি আল-হারিস আল-আ'ওয়ার থেকে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।

আর উমারীগণ (উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বংশধর)-এর সনদসমূহের মধ্যে দুর্বলতম হলো: মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আল-কাসিম ইবনু উমার ইবনু হাফস ইবনু আসিম, তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে। কেননা এই তিনজন দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না (পৃষ্ঠা ৫৯/খ)।

আর আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সনদসমূহের মধ্যে দুর্বলতম হলো: আস-সারী ইবনু ইসমাইল, দাউদ ইবনু ইয়াযীদ আল-আওদী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার (আবু হুরাইরাহ) থেকে।

আর আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সনদসমূহের মধ্যে দুর্বলতম হলো: বসরাবাসীদের নিকট একটি নুসখা (লিখিত সংকলন), আল-হারিস ইবনু শিবল থেকে, তিনি উম্মুন নু'মান থেকে, তিনি তার (আয়েশা) থেকে।

আর ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সনদসমূহের মধ্যে দুর্বলতম হলো: শারীক, আবু ফাযারা থেকে, তিনি আবু যায়িদ থেকে, তিনি তার (ইবনু মাসউদ) থেকে।

আর আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সনদসমূহের মধ্যে দুর্বলতম হলো: দাউদ ইবনু আল-মুহাব্বার, কাহযাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবান ইবনু আবি আইয়্যাস

(ص: 198) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

عنه.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ الْمَكِّيِّينَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْبُونٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ شَهَابِ بْنِ خِرَاشٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخَوْزَمِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَأَوْهَى أَسَانِيدِ الْيَمَانِيِّينَ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ الْبُلْقَيْنِيُّ فِيهِمَا: لَعَلَّهُ أَرَادَ إِلَّا عِكْرِمَةَ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ يَحْتَجُّ بِهِ قُلْتُ: لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا أَوْهَى أَسَانِيدِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطْلَقًا: فَالْإِسْدِيُّ الصَّغِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: هَذِهِ سِلْسِلَةُ الْكُذِبِ لَا سِلْسِلَةُ الذَّهَبِ
ثُمَّ قَالَ الْحَاكِمُ: وَأَوْهَى أَسَانِيدِ الْبَصْرِيِّينَ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ كُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ، فَإِنَّهَا نُسْخَةٌ كَبِيرَةٌ.
وَأَوْهَى أَسَانِيدِ الشَّامِيِّينَ: مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْمِصْلُوبُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.
وَأَوْهَى أَسَانِيدِ الْخُرَاسَانِيِّينَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَلِيحَةَ، عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

-

[তাদরিবুল রাবী]

তা থেকে।

আর মক্কাবাসীদের দুর্বলতম ইসনাদ হলো: আব্দুল্লাহ ইবনে মাইমুন আল-কাদাহ, শিহাব ইবনে খিরাশ থেকে, তিনি ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আল-খাওয়ী থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে।

আর ইয়েমেনবাসীদের দুর্বলতম ইসনাদ হলো: হাফস ইবনে উমার আল-আদনানী, আল-হাকাম ইবনে আবান থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে।

বুলক্বীনী এ দু'টি সম্পর্কে বলেন: সম্ভবত তিনি ইকরিমা ছাড়া অন্যদের উদ্দেশ্য করেছেন।

কারণ বুখারী তাঁর (ইকরিমার) বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন। আমি বলি: এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর ইবনে আব্বাসের দুর্বলতম ইসনাদ, নিরঙ্কুশভাবে, হলো: আস-সুদী আস-সগীর মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান, আল-কালবী থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি (ইবনে আব্বাস) থেকে।

শাইখুল ইসলাম বলেন: এটি মিথ্যার শৃঙ্খল, স্বর্গের শৃঙ্খল নয়।

অতঃপর হাকিম বলেন: আর মিসরীয়দের দুর্বলতম ইসনাদ হলো: আহমাদ ইবনে আল-হাজ্জাজ ইবনে রুশদাইন, তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি কুররা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি যার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন এমন সকলের থেকে; কারণ এটি একটি বড় অনুলিপি।

আর শামবাসীদের দুর্বলতম ইসনাদ হলো: মুহাম্মাদ ইবনে কায়স আল-মাসলুব, উবাইদুল্লাহ ইবনে যাহর থেকে, তিনি আলী ইবনে যায়দ থেকে, তিনি আল-কাসিম থেকে, তিনি আবু উমামা থেকে।

আর খুরাসানবাসীদের দুর্বলতম ইসনাদ হলো: আব্দুর রহমান ইবনে মালীহা, নাহশাল ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আদ-দাহহাক থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে।

(ص: 199) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الرَّابِعُ:

المُسْنَدُ: قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا، وَقَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ: لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ.

[تدريب الراوي]

(وَمِنْهُ) - أَيِ الضَّعِيفِ - (مَا لَهُ لَقَبٌ خَاصٌّ، كَالْمَوْضُوعِ، وَالشَّاذِّ، وَغَيْرِهِمَا) ، كَالْمَقْلُوبِ، وَالْمُعَلَّلِ، وَالْمُضْطَرِّبِ، وَالْمُرْسَلِ، وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُنْكَرِ. فَايِدَةً: صَنَّفَ ابْنُ الْجَوَزِيِّ كِتَابًا فِي الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ، وَأُورِدَ فِيهِ جُمْلًا فِي كَثِيرٍ مِنْهَا عَلَيْهِ انْتِقَادٌ.

[النَّوعُ الرَّابِعُ الْمُسْنَدُ]

(النَّوعُ الرَّابِعُ) مِنْ مُطْلَقِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ لَا خُصُوصَ (ق 60 \ أ) التَّقْسِيمِ
السَّابِقِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ (المُسْنَدُ، قَالَ الْخَطِيبُ) أَبُو بَكْرٍ (البُغْدَادِيُّ) فِي "
الْكِفَايَةِ ": (هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ) مِنْ رَاوِيهِ (إِلَى مُنْتَهَاهُ)
فَيَشْمَلُ الْمَرْفُوعَ وَالْمَوْقُوفَ وَالْمَقْطُوعَ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي الْعُدَّةِ، وَالْمُرَادُ اتِّصَالُ
السَّنَدِ ظَاهِرًا، فَيَدْخُلُ مَا فِيهِ انْقِطَاعُ خَفِيٍّ، كَعَنْعَنَةِ الْمُدَلِّسِ وَالْمُعَاصِرِ الَّذِي لَمْ
يَثْبُتْ لَقْبُهُ، لِإِطْبَاقِ مَنْ خَرَجَ الْمَسَانِيدَ عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ، (و) لَكِنْ (أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ).

চতুর্থ প্রকার:

মুসনাদ: খতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন: হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট তা হলো যার সনদ তার শেষ সীমা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন। এবং এটি সাধারণত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। ইবনু আদিল বার্ন বলেন: এটি বিশেষভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এমন হাদীস যা অবিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্ন যাই হোক না কেন। হাকিম ও অন্যান্যরা বলেন: এটি কেবল মারফু‘ মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্নভাবে নবীর সাথে সংযুক্ত) হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

-

[তারীবুর রাবী]

(এবং এর অন্তর্ভুক্ত) – অর্থাৎ দুর্বল (হাদীসের) – (এমন কিছু যার বিশেষ উপাধি রয়েছে, যেমন মাওযু‘, শায এবং এগুলি ব্যতীত অন্যান্য), যেমন মাকলূব, মু‘আল্লাল, মুযতারিব, মুরসাল, মুনকাতি‘, মু‘দাল এবং মুনকার।

ফায়দা (উপকারিতা/শিক্ষণীয়): ইবনু জাওয়াযী (রহঃ) ওয়াহিয়াহ (অত্যন্ত দুর্বল) হাদীসসমূহ নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং তাতে এমন অনেক বাক্য উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে।

[চতুর্থ প্রকার: মুসনাদ]

(চতুর্থ প্রকার) এটি হাদীসশাস্ত্রের সাধারণ প্রকারসমূহের মধ্য থেকে, পূর্ববর্তী বিশেষ শ্রেণীবিভাগের নয় (ক্বাফ ৬০/আ), যেমনটি ইবনুস সালাহ স্পষ্ট করেছেন। (মুসনাদ, খতীব) আবু বকর (বাগদাদী) "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে বলেন: (হাদীসবিদদের নিকট তা হলো যার সনদ) এর বর্ণনাকারী থেকে (শেষ সীমা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন)।

অতএব, এটি মারফু', মাওকুফ ও মাকতূ' (হাদীস) কে অন্তর্ভুক্ত করে। ইবনুস সাব্বাগ "আল-উদ্বাহ" গ্রন্থে তাঁর অনুসরণ করেছেন। আর উদ্দেশ্য হলো সনদের বাহ্যিক অবিচ্ছিন্নতা, সুতরাং, এতে সেই হাদীসও অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, যেমন মুদাল্লিসের 'আন'আনা (উহ্য বর্ণনা) এবং সেই সমসাময়িক ব্যক্তির হাদীস যার সাক্ষাত প্রমাণিত হয়নি, কারণ মুসনাদ সংকলনকারীরা এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

গ্রন্থকার, ইবনুস সালাহ-এর মতো, বলেন, (এবং) তবে (এটি সাধারণত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়)।

(ص: 200) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّهْيِيدِ": (هُوَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، مُتَّصِلًا كَانَ)، كَمَا لِكَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ مُنْقَطِعًا)، كَمَا لِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: فَهَذَا مُسْنَدٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُسْنِدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَسْتَوِي الْمُسْنَدُ وَالْمَرْفُوعُ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْدُقَ عَلَى الْمُرْسَلِ وَالْمُعْضَلِ وَالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ مَرْفُوعًا، وَلَا قَائِلَ بِهِ.

(وَقَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ: لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ) بِخِلَافِ الْمُوقُوفِ،
وَالْمُرْسَلِ، وَالْمُعْضَلِ، وَالْمُدَلَّسِ، وَحَكَاةُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ
الْأَصَحُّ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْ كَلَامِ الْخَطِيبِ، وَبِهِ جَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي "النُّخْبَةِ"
فَيَكُونُ أَخْصَ مِنَ الْمَرْفُوعِ.
قَالَ الْحَاكِمُ: مِنْ شَرْطِ الْمُسْنَدِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ: أُخْبِرْتُ عَنْ فُلَانٍ، وَلَا حَدَّثْتُ
عَنْ فُلَانٍ، وَلَا بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ، وَلَا أَظُنُّهُ مَرْفُوعًا، وَلَا رَفَعَهُ فُلَانٌ.

[তাদরিবুর রাবী]

ইবনু আদিল বার (رحمه الله) "আত-তামহীদ" গ্রন্থে বলেছেন: তা হলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশেষভাবে এসেছে, তা মুত্তাসিল (পরম্পরাপূর্ণ) হোক—যেমন মালিক, নাফি' থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—অথবা মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হোক—যেমন মালিক, যুহরী থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু আদিল বার) বলেন: এটি মুসনাদ; কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ইসনাদ (সনদ সংযুক্ত) করা হয়েছে। অথচ এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন); কারণ যুহরী ইবনু আব্বাস থেকে শোনেননি। এই উক্তি অনুসারে, মুসনাদ ও মারফু' (উভয়) সমান হয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এর উপর ভিত্তি করে, মুরসাল, মু'দাল এবং মুনকাতি'কেও 'মারফু' বলা আবশ্যিক হয়, যদি তা মারফু' হয়। অথচ এমন কোনো মতের প্রবক্তা নেই।

আল-হাকিম ও অন্যান্যরা বলেছেন: এটি (মুসনাদ) কেবল মারফু' মুত্তাসিল (পরম্পরাপূর্ণ) হাদিসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়; মাওকুফ, মুরসাল, মু'দাল এবং মুদাল্লাস হাদিসের ক্ষেত্রে নয়। ইবনু আদিল বার হাদিস বিশারদদের একটি দল থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সর্বাধিক সঠিক মত এবং আল-খাতিবের বক্তব্য থেকে খুব বেশি দূরে নয়। শাইখুল ইসলাম 'আন-নুখবাহ' গ্রন্থে এই মতকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে এটি মারফু' থেকেও অধিক সুনির্দিষ্ট।

আল-হাকিম বলেছেন: মুসনাদের শর্ত হলো যে, তার ইসনাদে (সনদে) 'অমুক থেকে আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে', 'অমুক থেকে আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে', 'অমুক থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে', 'আমি এটিকে মারফু' বলে মনে করি না', অথবা 'অমুক এটিকে মারফু' করেছেন'—এসব থাকবে না।

(ص: 201) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الْخَامِسُ: الْمُتَّصِلُ: وَيُسَمَّى الْمُوَصُولَ: وَهُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ مَرْفُوعًا كَانَ أَوْ مَوْقُوفًا عَلَى مَنْ كَانَ.

[تدريب الراوي]

[النَّوعُ الْخَامِسُ الْمُتَّصِلُ]

(النَّوعُ الْخَامِسُ: الْمُتَّصِلُ، وَيُسَمَّى الْمُوَصُولَ) أَيْضًا، (وَهُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِسَبْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رُؤَاتِهِ مِنْ فَوْقَهُ.

قَالَ (ق 60 \ ب) ابْنُ جَمَاعَةَ: أَوْ إِجَازَتِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ. (مَرْفُوعًا كَانَ) إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ مَوْقُوفًا عَلَى مَنْ كَانَ) هَذَا اللَّفْظُ الْأَخِيرُ زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ ابْنُ جَمَاعَةَ، فَقَالَ: عَلَى غَيْرِهِ; فَيَشْمَلُ أَقْوَالَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَابْنُ الصَّلَاحِ قَصَرَهُ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ.

ثُمَّ مَثَّلَ الْمَوْقُوفَ بِمَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اخْتِصَاصِهِ بِالْمَوْقُوفِ عَلَى الصَّحَابِيِّ.

وَأَوْضَحَهُ الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ: وَأَمَّا أَقْوَالُ التَّابِعِينَ إِذَا اتَّصَلَتِ الْأَسَانِيدُ إِلَيْهِمْ، فَلَا يُسَوَّنُهَا مُتَّصِلَةً فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ، أَمَّا مَعَ التَّقْيِيدِ فَجَائِزٌ وَوَاقِعٌ فِي كَلَامِهِمْ، كَقَوْلِهِمْ: هَذَا مُتَّصِلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ إِلَى الزُّهْرِيِّ، أَوْ إِلَى مَالِكٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

قِيلَ: وَالنُّكْتَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا تُسَمَّى مَقَاطِيعَ، فَأُطْلِقُ الْمُتَّصِلَ عَلَيْهَا، كَالْوَصْفِ لَشَيْءٍ
وَاحِدٍ بِتَضَادِّينِ لُغَةً.

পঞ্চম প্রকার: মুত্তাসিল: এবং একে মাওসুলও বলা হয়: এটি এমন একটি হাদিস যার সনদ নিরবচ্ছিন্ন, চাই তা মারফু' হোক বা মাওকুফ হোক, যার উপরই সীমাবদ্ধ হোক না কেন।

--

[তাদরীবুর রাবী]

[পঞ্চম প্রকার: মুত্তাসিল]

(পঞ্চম প্রকার: মুত্তাসিল, একে মাওসুলও বলা হয়) আরও, (এটি এমন একটি হাদিস যার সনদ নিরবচ্ছিন্ন)।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এর প্রত্যেক রাবী কর্তৃক তার উপরের রাবী থেকে শ্রবণের মাধ্যমে।
ইবনু জামাআ (৬০/খ) বলেছেন: অথবা ইজাযাতের (বর্ণনার অনুমতি) মাধ্যমে এর শেষ পর্যন্ত।
(চাই তা মারফু' হোক) নবী ﷺ পর্যন্ত (অথবা যার উপরই সীমাবদ্ধ হোক না কেন)। এই
শেষোক্ত শব্দটি ইবনুল সালাহর সংজ্ঞায় গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে, এবং ইবনু জামাআ
তার অনুসরণ করে বলেছেন: 'অন্য কারো উপর'; ফলে এটি তাবে'ঈন ও তাদের পরের
লোকদের উক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর ইবনুল সালাহ এটিকে মারফু' ও মাওকুফ-এর মধ্যেই
সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

অতঃপর তিনি মাওকুফ-এর উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে: মালিক, নাফি' থেকে, তিনি ইবনু
উমার থেকে, তিনি উমার থেকে। এবং এটি সাহাবীর উপর সীমাবদ্ধ মাওকুফ-এর সাথে এর
বিশেষত্বের দিক থেকে স্পষ্ট।

এবং ইরাকী এটি স্পষ্ট করে বলেছেন: 'তাবে'ঈনদের উক্তি, যখন তাদের পর্যন্ত সনদগুলি
নিরবচ্ছিন্ন থাকে, তখন সেগুলিকে সাধারণভাবে 'মুত্তাসিলা' বলা হয় না। তবে শর্তসাপেক্ষে তা
জায়েজ এবং তাদের আলোচনায় বিদ্যমান, যেমন তাদের উক্তি: 'এটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব
পর্যন্ত মুত্তাসিল', অথবা 'যুহরী পর্যন্ত', অথবা 'মালিক পর্যন্ত', অথবা এ ধরনের অন্য কিছু।
বলা হয়েছে: 'এক্ষেত্রে মূল বিষয়টি হলো যে, এগুলিকে মাকাতী' (বিচ্ছিন্ন) বলা হয়, সুতরাং
সেগুলির উপর 'মুত্তাসিল' প্রয়োগ করা, ভাষাগতভাবে একটি জিনিসকে দুটি বিপরীত শব্দ দ্বারা
বিশেষিত করার মতো।'

النَّوعُ السَّادِسُ: الْمَرْفُوعُ: وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لَا يَقَعُ مُطْلَقُهُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا، وَقِيلَ: هُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلِهِ.

النَّوعُ السَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ: وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لَهُمْ أَوْ فِعْلًا أَوْ نَحْوَهُ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ مُقَيَّدًا، فَيُقَالُ: وَقَفَهُ فَلَانٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ وَنَحْوَهُ، وَعِنْدَ فَقَهَاءِ خُرَاسَانَ تَسْمِيَةُ الْمَوْقُوفِ بِالْأَثَرِ وَالْمَرْفُوعِ بِالْخَبَرِ. وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ كُلُّ هَذَا يُسَمَّى أَثَرًا.

[تدريب الراوي]

[النوع السادس المرفوع]

(النَّوعُ السَّادِسُ الْمَرْفُوعُ وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً) قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا، أَوْ تَقْرِيرًا (لَا يَقَعُ مُطْلَقُهُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَّصِلًا كَانَ، أَوْ مُنْقَطِعًا) بِسُقُوطِ الصَّحَابِيِّ مِنْهُ، أَوْ غَيْرِهِ.

(وَقِيلَ): أَيُّ قَالَ الْخَطِيبُ: (وَهُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ، عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلِهِ)، فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ الْمُرْسَل.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْخَطِيبَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَأَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ غَالِبَ مَا يُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُضِيفُهُ الصَّحَابِيُّ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمَنْ جَعَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُرْسَلِ، أَيُّ حَيْثُ يَقُولُونَ مَثَلًا رَفَعَهُ فُلَانٌ، وَأَرْسَلَهُ فُلَانٌ، فَقَدْ عَنَى بِالْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلَ.

[النوع السابع الموقوف]

[تعريف الموقوف]

(النَّوعُ السَّابِعُ الْمَوْقُوفُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الصَّحَابَةِ قَوْلًا لَهُمْ، أَوْ فِعْلًا، أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ تَقْرِيرًا (مُتَّصِلًا كَانَ) إِسْنَادُهُ، (أَوْ مُنْقَطِعًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ) كَالتَّابِعِينَ (مُقَيَّدًا).
فَيُقَالُ: وَقَفَهُ فَلَانٌ عَلَى الزُّهْرِيِّ

ষষ্ঠ প্রকার: মারফু': এটি এমন (হাদীস) যা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, এর নিরঙ্কুশ প্রয়োগ অন্য কারো ক্ষেত্রে হয় না, তা মুত্তাসিল (পরস্পরা যুক্ত) হোক বা মুনকাতি' (পরস্পরা বিচ্ছিন্ন) হোক। এবং বলা হয়েছে: এটি তা, যা সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কাজ বা কথা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম প্রকার: মাওকুফ: এটি তা, যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাদের উক্তি, কর্ম অথবা এর অনুরূপ কিছু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, তা মুত্তাসিল (পরস্পরা যুক্ত) হোক বা মুনকাতি' (পরস্পরা বিচ্ছিন্ন) হোক। এবং তাদের (সাহাবায়ে কেরামের) ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত করে ব্যবহার করা হয়, তখন বলা হয়: অমুক তা যুহরীর উপর 'ওয়াকফ' করেছে অথবা এর অনুরূপ কিছু। আর খোরাসানের ফুকাহাদের নিকট মাওকুফকে 'আসার' এবং মারফু'কে 'খবর' নামে অভিহিত করা হয়। আর মুহাদ্দিসীনদের নিকট এই সবকিছুকেই 'আসার' বলা হয়।

[তাদরীবুর রাবী]

[ষষ্ঠ প্রকার: মারফু']

(ষষ্ঠ প্রকার: মারফু' এবং এটি তা, যা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে) উক্তি হোক বা কর্ম হোক, অথবা তাকরীর (সম্মতি)। (এর নিরঙ্কুশ প্রয়োগ অন্য কারো ক্ষেত্রে হয় না, তা মুত্তাসিল হোক বা মুনকাতি' হোক) এর থেকে সাহাবী বাদ পড়ার কারণে, অথবা অন্য কোনো কারণে।

(এবং বলা হয়েছে): অর্থাৎ খতীব (বাগদাদী) বলেছেন: (এটি তা, যা সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কাজ বা কথা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন), এর দ্বারা মুরসালকে (হাদীস) বাদ দেওয়া হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম (ইবন হাজার) বলেছেন: বাহ্যত খতীব (বাগদাদী) এটি শর্ত করেননি, এবং তার বক্তব্যটি অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে এসেছে; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে যা কিছু সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তার অধিকাংশই সাহাবীই সম্বন্ধযুক্ত করে থাকেন।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: আর মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে যারা মারফু'কে মুরসালের বিপরীতে স্থাপন করেছেন, অর্থাৎ যখন তারা বলেন যেমন: "অমুক এটিকে রাফা' করেছে" (মারফু' বর্ণনা করেছে) এবং "অমুক এটিকে ইরসাল করেছে" (মুরসাল বর্ণনা করেছে), তখন তারা মারফু' দ্বারা মুত্তাসিলকে (পরম্পরা যুক্ত) উদ্দেশ্য করেছেন।

[সপ্তম প্রকার: মাওকূফ]

[মাওকূফের সংজ্ঞা]

(সপ্তম প্রকার: মাওকূফ এবং এটি তা, যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাদের উক্তি, কর্ম অথবা এর অনুরূপ কিছু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে) অর্থাৎ তাকরীর (সম্মতি)। (তার সনদ মুত্তাসিল হোক), (অথবা মুনকাতি' হোক,) এবং তাদের (সাহাবায়ে কেরামের) ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়) যেমন: তাবেয়ীনদের ক্ষেত্রে। (শর্তযুক্ত করে, তখন বলা হয়: অমুক তা যুহরীর উপর 'ওয়াকফ' করেছে

(ص: 203) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

أَوْ غَيْرِهِ، (ق 61 \ أ) ، وَعِنْدَ فُقَهَاءِ خُرَاسَانَ تَسْبِيَةُ الْمُؤَقُّوفِ بِالْأَثَرِ ، وَالْمَرْفُوعِ بِالْخَبَرِ) . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْفُورَانِيُّ مِنْهُمْ: الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: الْخَبَرُ مَا يُرَوَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَثَرُ مَا يُرَوَّى عَنِ الصَّحَابَةِ . وَفِي نُخْبَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ: وَيُقَالُ لِلْمُؤَقُّوفِ وَالْمَقْطُوعِ: الْأَثَرُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ (وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ كُلُّ هَذَا يُسَمَّى أَثَرًا) لِأَنَّهُ مَأْخُودٌ مِنْ أَثَرِ الْحَدِيثِ ، أَيْ رَوَيْتُهُ .

[তাদরীবুর রাবী]

অথবা অন্য কিছু, (পৃ. ৬১/ক), এবং খোরাসানের ফকীহগণের নিকট মাওকূফকে 'আসার' এবং মারফূকে 'খবর' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে আবুল কাসিম আল-ফাওরানি বলেছেন: ফকীহগণ বলেন: 'খবর' হলো যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়, এবং 'আসার' হলো যা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়।

শায়খুল ইসলামের 'নুখবা' গ্রন্থে আছে: মাওকূফ ও মাকতূ' উভয়কে 'আসার' বলা হয়।

মুসান্নিফ ইবনুস সালাহর বর্ণনার সাথে সংযোজন করে বলেন: (এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট এই সব কিছুই 'আসার' নামে অভিহিত হয়) কারণ এটি 'আছারতু আল-হাদীস' (أَثَرْتُ الْحَدِيثَ) থেকে গৃহীত, অর্থাৎ আমি হাদীস বর্ণনা করেছি।

(ص: 204) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

فُرُوعٌ: أَحَدُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا. إِنْ لَمْ يُضَفْهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَإِنْ أَضَافَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ. وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبَاعِيُّ: مَوْقُوفٌ. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. وَكَذَا قَوْلُهُ: كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَهُوَ فِيْنَا، أَوْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا أَوْ كَانُوا يَقُولُونَ، أَوْ يَفْعَلُونَ، أَوْ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُ مَرْفُوعٌ، وَمِنَ الْمَرْفُوعِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَخَافِيرِ.

[تدريب الراوي]

[فُرُوعٌ الْأَوَّلُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا]
فُرُوعٌ

ذَكَرَهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ النَّوعِ الثَّامِنِ، وَذَكَرَهَا هُنَا أَلَيْقُ. (أَحَدُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ) كَذَا، (أَوْ نَفَعَلُ كَذَا)، أَوْ نَرَى كَذَا، (إِنْ لَمْ يُضَفْهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَوْقُوفٌ).

كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْخَطِيبِ، وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْجُنْهُورِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَصْحَابِ الْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَأَطْلَقَ الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ وَالْأَمْدِيُّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: إِنَّهُ الظَّاهِرُ، وَمَثَلُهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا («كَانَتِ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ»).

শাখা প্রসঙ্গ: প্রথমটি হলো, সাহাবীর উক্তি: ‘আমরা এমন বলতাম বা এমন করতাম।’ যদি তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ের সাথে সংযুক্ত না করেন, তাহলে তা মাওকুফ। আর যদি সংযুক্ত করেন, তবে বিশুদ্ধ মত হলো যে তা মারফু’।

আর ইমাম ইসমাঈলী বলেছেন: ‘মাওকুফ।’ তবে প্রথম মতটিই সঠিক।

অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি: ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় অথবা যখন তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, অথবা তিনি আমাদের সামনে ছিলেন, তখন অমুক বিষয়ে কোনো দোষ মনে করতাম না’—অথবা ‘তারা বলতেন, অথবা করতেন, অথবা তাঁর জীবদ্দশায় অমুক বিষয়ে কোনো দোষ মনে করতেন না’—এ সবই মারফু’। আর মারফু’ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হলো মুগীরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাঁর দরজায় নখ দিয়ে আঘাত করতেন (অর্থাৎ মৃদু টোকা দিতেন)।’

-

[তাদরীবুর রাবী]

[শাখা প্রসঙ্গ: প্রথমত, সাহাবীর উক্তি: ‘আমরা এমন বলতাম বা এমন করতাম’]

শাখা প্রসঙ্গ

ইবনে সালাহ অষ্টম প্রকারের পরে এগুলো উল্লেখ করেছেন, তবে এখানে উল্লেখ করা অধিক সমীচীন। (প্রথমটি হলো: সাহাবীর উক্তি: ‘আমরা এমন বলতাম’) এমন, (অথবা ‘এমন করতাম’), অথবা ‘এমন দেখতাম’, (যদি তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ের সাথে সংযুক্ত না করেন, তাহলে তা মাওকুফ)।

এরূপই ইবনে সালাহ খতীবের অনুকরণে বলেছেন। আর গ্রন্থকার ‘শারহ মুসলিম’ গ্রন্থে মুহাদ্দিসগণ, ফকীহগণ ও উসূলবিদগণের অধিকাংশের মত হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাকিম, রায়ী ও আমিদী সাধারণভাবে বলেছেন যে, তা মারফু’।

ইবনুল সাব্বাগ বলেছেন: ‘এটিই সুস্পষ্ট মত।’ আর তিনি এর উদাহরণ দিয়েছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর উক্তি দ্বারা: («সামান্য জিনিসের জন্য হাত কাটা হতো না»)।

(ص: 205)تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، قَالَ: وَهُوَ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَصَحَّحَهُ الْعِرَاقِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. وَمِنْ أَمْثَلَتِهِ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبْرَنًا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا». (وَإِنْ أَضَافَهُ فَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ (أَنَّهُ مَرْفُوعٌ)

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ ظَاهِرَ ذَلِكَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَعَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ، لِتَوْفُرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى سُؤَالِهِمْ عَنْ أُمُورٍ دِينِيهِمْ، وَتَقْرِيرِهِ أَحَدَ وَجْهِ السُّنَنِ الْمَرْفُوعَةِ. وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ، قَوْلُ جَابِرٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» - "أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» - "، رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

(وَقَالَ الْإِمَامُ) أَبُو بَكْرٍ (الرَّسَائِلِيُّ) إِنَّهُ (مَوْثُوفٌ) (ق 61 \ أ) ، وَهُوَ بَعِيدٌ جَدًّا.
(وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ) .

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং লেখক 'শারহুল মুহাযযাব' গ্রন্থে অনেক ফকীহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: এটি অর্থের দিক থেকে শক্তিশালী এবং ইরাকী ও শাইখুল ইসলাম এটিকে সহীহ (প্রমাণিত) বলেছেন।

এর উদাহরণসমূহের মধ্যে একটি হলো: যা বুখারী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «আমরা যখন উপরে উঠতাম, তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতাম, আর যখন নিচে নামতাম, তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) বলতাম।»

(এবং যদি তিনি এর সম্বন্ধ করেন, তাহলে সহীহ মত হলো) যা আহলে হাদীস ও উসূলবিদদের অধিকাংশের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে (যে এটি মারফু')।

ইবনে সালাহ বলেছেন: কারণ এর বাহ্যিক অর্থ নির্দেশ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং এর উপর তাদের সমর্থন জানিয়েছেন; কারণ তাদের ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রবণতা ছিল এবং তাঁর সমর্থন মারফু' সুনাতের একটি প্রকার।

এর উদাহরণসমূহের মধ্যে একটি হলো, জাবির (রা.)-এর উক্তি: «আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযল (বীর্যপাত বাইরে করা) করতাম» - শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) এটি সংকলন করেছেন।

এবং তাঁর উক্তি: «আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘোড়ার মাংস খেতাম» - এটি নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

(এবং ইমাম) আবু বকর (আল-ইসমাঈলী) বলেছেন যে, এটি (মাওকুফ) (ক ৬১ \ ক), এবং এটি অত্যন্ত দুর্বল। (আর সঠিক মতটি হলো প্রথমটি)।

[تدريب الراوي]

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يَخْفَى غَالِبًا كَانَ مَرْفُوعًا، وَإِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا، وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْرَازِيُّ.

فَإِنْ كَانَ فِي الْقِصَّةِ تَضَرُّيْحٌ بِإِطْلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرْفُوعٌ إِجْمَاعًا، كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُنْكِرُهُ، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ التَّضَرُّيْحِ الْمَذْكُورِ.

(وَكَذَا قَوْلُهُ) أَيُّ فِي الصَّحَابِيِّ (كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ هُوَ فِينَا، أَوْ) وَهُوَ (بَيْنَ أَظْهُرِنَا، أَوْ كَانُوا يَقُولُونَ، أَوْ يَفْعَلُونَ، أَوْ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُ مَرْفُوعٌ)، مُخَرَّجٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ. (وَمِنَ الْمَرْفُوعِ: قَوْلُ الْبُخَيْرِيِّ بْنِ شُعْبَةَ «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأُظَافِيرِ»).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَلْ هُوَ أُخْرَى بِإِطْلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا لِيَذْكُرَ

[তারিখের রাবী]

গ্রন্থকার 'শারহে মুসলিম'-এ বলেছেন: এবং অন্যরা বলেছেন: যদি সেই কাজটি সাধারণত গোপন না থাকত, তাহলে তা মারফু' হবে। অন্যথায়, তা মাওকুফ হবে। এবং শাইখ আবু ইসহাক আশ-শিরায়ী এই মতটি নিশ্চিত করেছেন।

সুতরাং, যদি বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞাত থাকার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে, তাহলে তা ইজমা' অনুযায়ী মারফু'। যেমন ইবনে উমারের উক্তি: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে বলতাম: এই উম্মতের মধ্যে তাঁর নবীর পরে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর, উমার এবং উসমান। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনতেন ও অস্বীকার করতেন না। এটি তাবারানী 'আল-কাবীর'-এ বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ হাদিসে উক্ত সুস্পষ্ট উল্লেখ ব্যতিরেকেই রয়েছে।

(অনুরূপভাবে তার উক্তিও) অর্থাৎ সাহাবীর (উক্তি): (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় অমুক বিষয়ে কোনো দোষ মনে করতাম না, অথবা 'তিনি আমাদের মাঝে থাকাকালীন', অথবা 'তিনি আমাদের সামনে থাকাকালীন', অথবা 'তারা বলতেন', অথবা 'তারা করতেন', অথবা 'তারা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় অমুক বিষয়ে কোনো দোষ মনে করতেন না' – তাহলে এর সবই মারফু'।) এটি মাসানিদের কিতাবসমূহে সংকলিত হয়েছে।

(এবং মারফু'র অন্তর্ভুক্ত হল: মুগীরা ইবনে শু'বার উক্তি: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা তাঁর দরজায় নখ দিয়ে আঘাত করতেন»))।

ইবনে সালাহ বলেছেন: বরং এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞাত থাকার আরও বেশি উপযুক্ত।

তিনি বলেছেন: এবং হাকিম বলেছেন: যারা এই শিল্পের (হাদিসশাস্ত্রের) অভিজ্ঞ নন, তারা একে মুসনাদ মনে করেন, কারণ উল্লেখ রয়েছে...

(ص: 207) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَلَيْسَ بِسُنْدٍ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ، وَوَافَقَهُ الْخَطِيبُ،
وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

قَالَ: وَقَدْ كُنَّا أَخَذْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَأَوَّلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ لَفْظًا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى قَالَ: وَكَذَا سَائِرُ مَا سَبَقَ مَوْقُوفٌ لَفْظًا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. انْتَهَى.

وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، تَعَبَ النَّاسُ فِي التَّفْتِيْشِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْبُغَيْرَةِ فَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ. قُلْتُ: قَدْ ظَفَرْتُ بِهِ بِلَا تَعَبٍ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ "، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (ق 62 \ 1) فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَحَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّيْبَقِيُّ، ثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا الْأَصْبَعِيُّ، ثَنَا كَيْسَانُ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ الْبُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَذَكَرَهُ، ثُمَّ أَشَارَ بَعْدَهُ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ.

وَمِنَ الْمَرْفُوعِ أَيْضًا اتِّفَاقًا، الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا ذُكِرَ صِفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

أَمَّا قَوْلُ التَّابِعِيِّ مَا تَقَدَّمَ، فَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ قَطْعًا، ثُمَّ إِنَّ لَمْ يُضَفْهُ إِلَى زَمَنِ الصَّحَابَةِ، فَمَقْطُوعٌ لَا مَوْقُوفٌ، وَإِنْ أَضَافَهُ فَاحْتِمَالَانِ لِلْعِرَاقِيِّ، وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ تَقْرِيرَ الصَّحَابِيِّ قَدْ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[তারিপুর রাবী]

এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আছে, কিন্তু এটি মুসনাদ নয়, বরং মাওকুফ। খতীবও এতে একমত হয়েছেন, তবে বস্তুতঃ এমন নয়।

তিনি বলেন: আমরা এটি তাঁর (অর্থাৎ খতীবের) উপর (নির্ভর করে) গ্রহণ করেছিলাম, অতঃপর আমরা এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছি যে, এটি শাব্দিকভাবে মুসনাদ নয়, বরং আমরা একে অর্থগত দিক থেকে মারফু' গণ্য করেছি। তিনি বলেন: পূর্বের বাকি সবও শাব্দিকভাবে মাওকুফ, তবে আমরা এটিকে অর্থগত দিক থেকে মারফু' গণ্য করেছি। সমাপ্ত।

উল্লিখিত হাদীসটি বুখারী (তার গ্রন্থ) 'আল-আদাব'-এ আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম থেকে (বর্ণিত আছে যে) মুগীরাহ (রা.)-এর হাদীস থেকে এটি অনুসন্ধান করতে লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তারা তা খুঁজে পায়নি।

আমি বলি: আমি কোনো ক্লান্তি ছাড়াই তা পেয়েছি এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

অতঃপর বাইহাকী এটি তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আবু আবদুল্লাহ আল-হাফিজ (পৃ. ৬২/ক) 'উলুমুল হাদীস' গ্রন্থে আমাদের খবর দিয়েছেন। আর আমাকে যুবাইর ইবনে আবদুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-যাইবাকি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-মিনকারী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের আল-আসমাঈ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাইসান – হিশাম ইবনে হাসান-এর আযাদকৃত গোলাম – বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে হাসান থেকে, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে, মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রা.) থেকে, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আনাস (রা.)-এর হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন।

সর্বসম্মতভাবে মারফু' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত আরও হলো, যে সকল হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ আছে।

তবে তাবিঈর যে উক্তি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে মারফু' নয়। এরপর যদি তিনি (তাবিঈ) এটিকে সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত না পৌঁছান, তাহলে তা মাকতূ', মাওকূফ নয়। আর যদি তিনি তা (সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত) পৌঁছান, তবে ইরাকী (ইমাম)-এর মতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। নিষেধের কারণ হলো যে, সাহাবীর স্বীকৃতি (তাকরীর) হয়তো তাঁর (নিজস্ব) অভিমত নাও হতে পারে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীকৃতির (তাকরীর) বিপরীত।

(ص: 208) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، أَوْ أُمِرَ بِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَدَانَ، وَمَا أَشَبَّهُهُ كُلُّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدَهُ.

-
[تدريب الراوي]

وَلَوْ قَالَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: لَا يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، بَلِ الْبَعْضُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِنَقْلِهِ، عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فَيَكُونُ نَقْلًا لَهُ، وَفِي ثُبُوتِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ خِلَافٌ.

[الثَّانِي قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَمَرْنَا بِكَذَا أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا]
(الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أَمَرْنَا بِكَذَا) ، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ: «أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحَبِيبُ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» ، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

(أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا) كَقَوْلِهَا أَيْضًا: «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» ، أَخْرَجَاهُ أَيْضًا.

(أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا) كَقَوْلِ عَلِيٍّ: «مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ دَاسَةَ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ.
(أَوْ «أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ») ، وَيُوتَرُ الْإِقَامَةُ: أَخْرَجَاهُ، عَنْ أَنَسٍ.
(وَمَا أَشْبَهَ كُلُّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْجُنْهُورُ) .

দ্বিতীয়: সাহাবীর উক্তি: আমাদের অমুক কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথবা আমাদের অমুক কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, অথবা সুন্নাহ হলো অমুক, অথবা বেলালকে আযানে শাফ' (জোড় সংখ্যা) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং এ জাতীয় সবকিছুই সহীহ মতানুসারে মারফু' (নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত), যা জমহূর (অধিকাংশ উলামা) বলেছেন।

وقيل: এটি মারফু' নয়, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর উক্তি এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর উক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

-

[তাদরীবুর রাবী]

وَلَوْ: যদি সে বলে: 'তারা এমনটি করত', তাহলে মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) শারহ মুসলিমে বলেছেন: এটি সকল উম্মতের কার্যকলাপ নির্দেশ করে না, বরং কিছু সংখ্যক লোকের কার্যকলাপ নির্দেশ করে। সুতরাং এতে কোনো প্রমাণ নেই, যতক্ষণ না সে ইজমার (ঐক্যমত্যের) উলামাদের থেকে এর বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, তখন এটি তাদের (ইজমা) বর্ণনা হবে। আর খবারুল ওয়াহিদ (একক রাবীর বর্ণনা) দ্বারা এর সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

[দ্বিতীয়: সাহাবীর উক্তি: আমাদের অমুক কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথবা আমাদের অমুক কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে অথবা সুন্নাহ হলো অমুক]

(দ্বিতীয়: সাহাবীর উক্তি: আমাদের অমুক কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে), যেমন উম্মে আতিয়ার উক্তি: «আমাদেরকে উভয় ঈদে যুবতী ও পর্দানশীন নারীদের বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ঋতুবতী নারীদের মুসলিমদের সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে», এটি শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন।

(অথবা আমাদের অমুক কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে) যেমন তাঁর (উম্মে আতিয়ার) আরও উক্তি: «আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে তা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি (বা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি)», তাঁরা উভয়েও এটি বর্ণনা করেছেন।

(অথবা সুন্নাহ হলো অমুক) যেমন আলী রাযি. এর উক্তি: «সুন্নাহ হলো সালাতে হাতের উপর হাত নাভির নিচে রাখা», এটি আবু দাউদ ইবনে দাসাহ ও ইবনুল আ'রাবীর বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন।

(অথবা «বেলালকে আযানে শাফ' (জোড় সংখ্যা) করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে») এবং ইকামতে ওয়াতর (বিজোড় সংখ্যা) করতে; এটি তাঁরা উভয়ে আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন।

(এবং এ জাতীয় সবকিছুই সহীহ মতানুসারে মারফু' (নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত), যা জমহূর (অধিকাংশ উলামা) বলেছেন)।

[تدريب الراوي]

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ مُطْلَقَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَمَنْ يَجِبُ اتِّبَاعُ سُنَّتِهِ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ مَقْصُودَ الصَّحَابِيِّ بَيَانُ الشَّرْعِ لَا اللُّغَةَ، وَلَا الْعَادَةَ، وَالشَّرْعُ يُتَلَقَّى مِنَ الْكِتَابِ (ق 62 \ ب)، وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرِيدَ أَمْرَ الْكِتَابِ؛ لَكُونَ مَا فِي الْكِتَابِ مَشْهُورًا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، وَلَا الْإِجْمَاعُ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذَا مِنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، وَيَسْتَحِيلُ أَمْرُهُ نَفْسَهُ، وَلَا الْقِيَاسُ إِذْ لَا أَمْرَ فِيهِ، فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الْمُرَادِ أَمْرَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وَقِيلَ: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ)؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ غَيْرَهُ، كَأَمْرِ الْقُرْآنِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ، أَوْ الْإِسْتِنْبَاطِ، وَأَنْ يُرِيدَ سُنَّةَ غَيْرِهِ.

وَأُجِيبَ بِبُعْدِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْأَوَّلُ. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّتِهِ مَعَ الْحَجَّاجِ حِينَ قَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِرْ بِالصَّلَاةِ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ.

فَنَقَلَ سَالِمٌ، وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَحَدُ الْحَفَاطِ مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ، أَنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا السُّنَّةَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَلِمَ لَا يَقُولُونَ فِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ইবনুল সালাহ বলেছেন: কারণ, এর সাধারণ প্রয়োগ বাহ্যত এমন ব্যক্তির দিকে নির্দেশ করে যার আদেশ ও নিষেধের অধিকার রয়েছে এবং যার সুন্নাহ অনুসরণ করা ওয়াজিব, আর তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)।

অন্যরা বলেছেন: কারণ সাহাবীর উদ্দেশ্য হলো শরীয়ত বর্ণনা করা, ভাষা বা প্রথা নয়। আর শরীয়ত গ্রহণ করা হয় কিতাব (কুরআন) থেকে (পৃ. ৬২/খ), সুন্নাহ থেকে, ইজমা (ঐক্যমত্য) থেকে এবং কিয়াস (অনুমান) থেকে। আর কিতাবের (কুরআনের) নির্দেশ উদ্দেশ্য হতে পারে না; কারণ কিতাবে যা আছে তা সুপরিচিত এবং মানুষ তা জানে। আর ইজমাও উদ্দেশ্য হতে পারে না; কারণ এই কথা যিনি বলছেন তিনি ইজমা'র (ঐক্যমত্য স্থাপনকারী) অন্যতম, আর তার পক্ষে নিজেকে নির্দেশ দেওয়া অসম্ভব। আর কিয়াসও (অনুমান) উদ্দেশ্য হতে পারে না, কারণ তাতে কোনো নির্দেশ নেই। সুতরাং এটি নিশ্চিত যে, উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ।

(এবং বলা হয়েছে: এটি মারফু' নয়); কারণ নির্দেশদাতা অন্য কেউ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন কুরআনের নির্দেশ, অথবা ইজমা'র (ঐক্যমত্যের) নির্দেশ, অথবা কিছু খলীফার নির্দেশ, অথবা ইস্তিহ্বাত (ব্যুৎপত্তি) থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ, এবং সে অন্যের সুন্নাহ উদ্দেশ্য করতে পারে। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তা সুদূরপর্যায় (সম্ভাবনা), যদিও মূল (নীতি) হলো প্রথমটি। আর বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে ইবনে শিহাব থেকে, তিনি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে, তিনি তার পিতা থেকে হাজ্জাজের সাথে তার ঘটনার প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যখন হাজ্জাজ তাকে বলেছিলেন: ‘যদি তুমি সুন্নাহ অনুসরণ করতে চাও, তাহলে যোহরের সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে (দুপুরের প্রচণ্ড গরমের সময়) আদায় করো।’ ইবনে শিহাব বলেন: আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম: ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) কি তা করেছিলেন?’ তিনি বললেন: ‘তারা কি এর দ্বারা তাঁর সুন্নাহ ছাড়া আর কিছু বোঝায়?’

অতএব সালিম বর্ণনা করেছেন—আর তিনি মদীনার সাত ফকীহর একজন এবং তাবেরীনের মধ্যে হাফেযদের একজন, সাহাবীদের থেকে (বর্ণনা করেছেন)—যে, তারা যখন ‘সুন্নাহ’ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করেন, তখন এর দ্বারা নবী (সা.)-এর সুন্নাহ ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য করেন না।

আর তাদের কারো কারো উক্তি হলো: যদি এটি মারফু'ই হবে, তাহলে কেন তারা এতে ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন’ বলেন না।

[তদরীব রাওী]

فَجَوَابُهُ: أَنَّهُمْ تَرَكَوا الْجَزْمَ بِذَلِكَ تَوَرُّعًا وَاحْتِيَاظًا، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. أَخْرَجَاهُ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لَوْ قُلْتُ لَمْ أَكْذِبْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: مِنَ السُّنَّةِ هَذَا مَعْنَاهُ. لَكِنَّ إِيْرَادَهُ بِالصَّبِيغَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّحَابِيُّ أَوَّلَى، وَخَصَّصَ بَعْضُهُمُ الْخِلَافَ بِغَيْرِ الصِّدِّيقِ، أَمَّا هُوَ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، فَمَرْفُوعٌ بِلَا خِلَافٍ.

قُلْتُ: وَيُوَيِّدُ الْوُقُوفَ فِي غَيْرِهِ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُسْنَفِ، عَنْ حَنْظَلَةَ السُّدُوسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (ق 63 \ أ) : " كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَيَقْطَعُ ثَمَرَتَهُ، ثُمَّ يَدُقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ، فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: فِي زَمَانٍ مَن كَانَ هَذَا؟ قَالَ فِي زَمَانٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ".
فَإِنْ صَرَّحَ الصَّحَابِيُّ بِالْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خِلَافَ فِيهِ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ

[তাদরীবুর রাবী]

এর উত্তর হলো: তারা এ বিষয়ে দৃঢ়তা ত্যাগ করেছেন সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে। আর এরই অন্তর্ভুক্ত আবু কিলাবাহ থেকে আনাস (রা.)-এর উক্তি: "সুনাহ হলো, যখন কেউ কুমারীকে বিধবার ওপর বিবাহ করে, তখন তার কাছে সাত দিন অবস্থান করবে।" তাঁরা উভয়েই এটি সংকলন করেছেন।

আবু কিলাবাহ্ (রহ.) বলেছেন: আমি যদি চাইতাম, তাহলে বলতাম যে আনাস (রা.) এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফু' (উখিত) করেছেন। অর্থাৎ, যদি আমি বলতাম, মিথ্যা বলতাম না; কারণ তাঁর উক্তি "সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত" এর অর্থ এটাই। কিন্তু সাহাবী যে শব্দবন্ধে উল্লেখ করেছেন, সেভাবে বর্ণনা করাই অধিক উত্তম। আর কেউ কেউ মতভেদকে সিদ্দীক (আবু বকর রা.) ব্যতীত অন্যদের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। তবে তিনি (সিদ্দীক) যদি এমনটি বলতেন, তাহলে তা নিঃসন্দেহে মারফু' হিসেবে গণ্য হতো।

আমি বলি: আর অন্য ক্ষেত্রে 'ওয়াকফ'কে সমর্থন করে ইবনু আবি শাইবাহ্ তাঁর 'আল-মুসান্নাফ'-এ যা বর্ণনা করেছেন, হানযালাহ আস-সাদূসী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি: (পৃ. ৬৩/ক): "চাবুকের নির্দেশ দেওয়া হতো, অতঃপর তার অগ্রভাগ কেটে ফেলা হতো, তারপর দুটি পাথরের মাঝে রেখে পিষে ফেলা হতো, অতঃপর তা দ্বারা প্রহার করা হতো।" আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম: "এটা কার যুগে এমনটি করা হতো?" তিনি বললেন: "উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে।"

যদি সাহাবী আদেশ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেন, যেমন তাঁর উক্তি: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন," তাহলে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই, তবে দাউদ (আল-যাহিরী) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা ব্যতীত।

(ص: 211) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً حَتَّى يُنْقَلَ لَفْظُهُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، بَلْ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللِّسَانِ. فَلَا يُطْلَقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّحْقِيقِ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَحُكْمُ قَوْلِهِ: مِنَ السُّنَّةِ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُتَعَةِ الْحَجِّ: سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ، وَقَوْلُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَا تَلَبَّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَوْلُ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ: أَصَبَتْ السُّنَّةُ، صَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ.

قَالَ: وَبَعْضُهَا أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْرَبُهَا لِلرَّفْعِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ، وَيَلِيهَا سُنَّةُ نَبِيِّنَا، وَيَلِي ذَلِكَ أَصَبَتْ السُّنَّةُ.

(وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ)، أَيُّ الصَّحَابِيِّ مَا تَقَدَّمَ (فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدَهُ)، أَمَّا إِذَا قَالَ ذَلِكَ التَّابِعِيُّ، فَجَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي الْعُدَّةِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَحَكَى فِيهِ،

[তাদরিবুর রাবী]

এবং কিছু কালামশাস্ত্রবিদের অভিমত হলো, এটি ততক্ষণ পর্যন্ত দলীল হবে না যতক্ষণ না এর শব্দগত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়। আর এটি দুর্বল, বরং বাতিল; কারণ সাহাবী ন্যায়পরায়ণ এবং ভাষার ব্যাপারে পারদর্শী। সুতরাং, যাচাই-বাছাই ব্যতীত এমনটি সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয় না। আল-বুলকিনী বলেছেন: 'এটি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত' এমন কথার বিধান হলো, হজ্বের তামাত্ব সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের উক্তি: 'আবুল কাসিমের সুন্নাহ', এবং উম্মুল ওয়ালাদের ইদত সম্পর্কে আমর ইবনুল আসের উক্তি: 'তোমরা আমাদের উপর আমাদের নবীর সুন্নাহকে মিশ্রিত (অস্পষ্ট) করো না', এটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। আর মাসাহ (মোছার) বিষয়ে উমরের উক্তি: 'তুমি সুন্নাহ অনুযায়ী করেছ', এটি দারাকুতনী তাঁর সুনানে সহীহ বলেছেন। তিনি (আল-বুলকিনী) বললেন: আর কিছু (কথা) কিছুর চেয়ে বেশি নিকটবর্তী। রাফ' (নবীজির সাথে সম্পৃক্ততার) জন্য সবচেয়ে নিকটবর্তী হলো 'আবুল কাসিমের সুন্নাহ', এবং এর পরেই হলো 'আমাদের নবীর সুন্নাহ', আর এর পরে আসে 'তুমি সুন্নাহ অনুযায়ী করেছ'। (এবং তাঁর কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই), অর্থাৎ সাহাবী কর্তৃক পূর্বোক্ত উক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হোক বা তাঁর ইন্তেকালের পরে হোক (তাতে কোনো পার্থক্য নেই)। তবে যদি কোনো তাবেঈ এমন কথা বলেন, তাহলে ইবনুস সাব্বাগ 'আল-উদদাহ' গ্রন্থে নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, এটি মুরসাল (হাদিস)। আর তিনি এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন,

[تدريب الراوي]

إِذَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَجْهَيْنِ: هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَوْ لَا، وَلِلْغَزَالِيِّ فِيهِ احْتِمَالَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ: هَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا، أَوْ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا. وَكَذَا قَوْلُهُ مِنَ السُّنَّةِ: فِيهِ وَجْهَانِ حَاكِمَا الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَ وَقَفَّهُ، وَحَكَى الدَّوْدِيُّ الرَّفْعَ عَنِ الْقَدِيمِ.

- 1

تَكْمِلَةٌ

مِنَ الْمَرْفُوعِ أَيْضًا مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ، جَزَمَ بِهِ الرَّازِيُّ فِي " الْمَحْصُولِ "، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.

وَتَرَجَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِهِ " مَعْرِفَةُ الْمَسَانِيدِ الَّتِي لَا يُذَكَّرُ سَنَدُهَا "، وَمِثْلُهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ أَدْخَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ " التَّقْصِيصِ " عِدَّةَ (63 \ ب) أَحَادِيثَ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْكِتَابِ لِلْمَرْفُوعَةِ، مِنْهَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي صَلَاةِ الْخُوفِ، وَقَالَ فِي " التَّهْيِيدِ ": هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى سَهْلِ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ. نَقَلَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى تَخْصِيصِهِ بِصَحَابِيِّ لَمْ يَأْخُذْ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

ইবনুল মুসায়্যাব যখন তা বলেন, তখন দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে: তা কি হুজ্জত (প্রমাণ) হবে, নাকি হবে না? আর গাজ্জালী (রহ.)-এর মতে, কোনো একটার প্রাধান্য দেওয়া ব্যতিরেকে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে: তা কি মাওকুফ হবে, নাকি মারফু' মুরসাল হবে।

অনুরূপভাবে, তাঁর 'মিনাস সুন্নাহ' (সুন্নাহ থেকে) উক্তি সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে যা মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) শারহু মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি এর ওয়াকফকে সহীহ বলেছেন এবং দাউদী (রহ.) প্রাচীনদের থেকে রফ'কে বর্ণনা করেছেন।

১ -

পরিশিষ্ট

মারফু'র অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়ও রয়েছে যা সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এবং এ ধরনের কথা ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলা হয় না, আর এতে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই, তাই এটিকে শ্রুত (আল্লাহর রাসূল বা সাহাবীর নিকট থেকে শোনা) হিসেবে গণ্য করা হয়। রাযী (রহ.) তাঁর "আল-মাহসূল" গ্রন্থে এবং হাদিস বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে নিশ্চিত মত দিয়েছেন।

আর হাকেম তাঁর গ্রন্থ "মা'রিফাতুল মাসানীদিল্লাতী লা ইয়ুযকারু সানাদুহা"-তে এর উপর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এর উদাহরণ ইবনু মাসউদ (রা.)-এর উক্তি: "যে ব্যক্তি কোনো জাদুকর বা গণকের কাছে যায়, সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।"

ইবনু আব্দুল বার তাঁর "আত-তাক্বাস্সী" গ্রন্থে এর থেকে বেশ কিছু (৬৩ \ ব) হাদিস অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদিও গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু মারফু' হাদিস নিয়ে। এর মধ্যে সালাতুল খাওফ (ভয়ের সালাত) সম্পর্কে সাহল ইবনু আবী খাইসামাহ (রা.)-এর হাদিসটি উল্লেখযোগ্য। তিনি "আত-তামহীদ" গ্রন্থে বলেছেন: "এই হাদিসটি সাহল (রা.)-এর উপর মাওকুফ, এবং এ ধরনের কথা ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলা হয় না।"

ইরাকী (রহ.) তা বর্ণনা করেছেন এবং ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি সেই সাহাবীর সাথে নির্দিষ্ট যার আহলে কিতাব থেকে কোনো জ্ঞান নেওয়া ছিল না।

الثَّالِثُ: إِذَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ. يَرْفَعُهُ أَوْ يُنْبِئُهُ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ أَوْ رِوَايَةً كَحَدِيثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً " تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صَغَارَ الْأَعْيُنِ "، فَكُلُّ هَذَا وَشَبْهُهُ مَرْفُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَإِذَا قِيلَ عِنْدَ التَّابِعِيِّ، يَرْفَعُهُ، فَمَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ مَرْفُوعٌ فَذَاكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَغَيْرُهُ مَوْقُوفٌ.

[تدريب الراوي]

وَصَرَّحَ بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " شَرْحِ النُّخْبَةِ " جَازِمًا بِهِ، وَمَثَلَهُ بِالْإِخْبَارِ عَنِ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْآتِيَةِ كَالْمَلَا حِمٍ وَالْفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ. قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ فِعْلُهُ مَا لَا مَجَالَ لِإِلْجَاهِهِ فِيهِ، فَيَنْزِلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةٍ عَلَيَّ فِي الْكُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ رُكُوعَيْنِ.

قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ مَعْصِيَةٌ كَقَوْلِهِ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ».

وَجَزَمَ بِذَلِكَ أَيْضًا الزُّرْكَشِيُّ فِي مُحْتَصَرِهِ نَقْلًا، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ. وَأَمَّا الْبُلْقِينِيُّ، فَقَالَ: الْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ؛ لِجَوَازِ إِحَالَةِ الْإِثْمِ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

[الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينبئه أو يبلغ به]

(الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي: يرفعه)، أو رفع الحديث، (أو ينبئه أو يبلغ به)، كقول ابن عباس: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشربة

তৃতীয়: যখন কোনো সাহাবীর উল্লেখকালে হাদীসে 'তিনি একে মারফু' করেন' (ইয়ারফা 'উছ), অথবা 'তিনি একে বৃদ্ধি করেন' (ইউনমীহি), অথবা 'তিনি একে (নবীর কাছে) পৌঁছান' (যাব্বুগু বিহী) বলা হয়। অথবা 'বর্ণনা' (রিওয়ায়াতান), যেমন আ'রাজ কর্তৃক আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস: "তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চোখ ছোট।" এ সব এবং এর অনুরূপ যা কিছু আছে, তা ইলমওয়ালাদের (জ্ঞানীদের) নিকট মারফু'। আর যখন কোনো তাবেঈর ক্ষেত্রে 'তিনি একে মারফু' করেন' বলা হয়, তখন তা মারফু' মুরসাল।

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ مَرْفُوعٌ فَذَاكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَغَيْرُهُ مَوْقُوفٌ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

শাইখুল ইসলাম তাঁর "শারহুন নুখবাহ" গ্রন্থে এটি দৃঢ়ভাবে স্পষ্ট করেছেন। তিনি এর উদাহরণ দিয়েছেন অতীত বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ, যেমন সৃষ্টির সূচনা, নবীদের খবর এবং ভবিষ্যতের বিষয়াদি, যেমন মহাযুদ্ধ (মালাহিম), ফিতনা ও কিয়ামত দিবসের ঘটনাবলী, এবং এমন বিষয় যা কোনো কাজের দ্বারা বিশেষ পুরস্কার বা বিশেষ শাস্তি লাভ হয়।

قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ فِعْلُهُ مَا لَا مَجَالَ لِلاِجْتِهَادِ فِيهِ، فَيَنْزِلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةٍ عَلَيَّ فِي الْكُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ رُكُوعَيْنِ. قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ مَعْصِيَةٌ كَقَوْلِهِ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ».

وَجَزَمَ بِذَلِكَ أَيْضًا الرَّزْكَشِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ نَقْلًا، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ. وَأَمَّا الْبُلْقِينِيُّ، فَقَالَ: الْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ؛ لِجَوَازِ إِحَالَةِ الْإِثْمِ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، وَسَبْقُهُ إِلَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

[তৃতীয়: যখন সাহাবীর উল্লেখকালে হাদীসে বলা হয়: তিনি একে মারফু' করেন (ইয়ারফা 'উছ), অথবা তিনি একে বৃদ্ধি করেন (ইউনমীহি), অথবা তিনি একে (নবীর কাছে) পৌঁছান (যাব্বুগু বিহী)]

(তৃতীয়: যখন কোনো সাহাবীর উল্লেখকালে হাদীসে বলা হয়: তিনি একে মারফু' করেন), অথবা 'তিনি হাদীসকে মারফু' করেছেন' (রা'ফা 'আল হাদীস), (অথবা তিনি একে বৃদ্ধি করেন,

অথবা তিনি একে (নবীর কাছে) পৌঁছান), যেমন ইবনে 'আব্বাস (রা.)-এর উক্তি: "আরোগ্য
তিনটি জিনিসে: মধুর পানীয়, শিঙা লাগানো

(ص: 214) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مُحَجِّمٌ وَكَيْتَةٌ نَارٌ». رَفَعَ الْحَدِيثَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ
أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ». .
قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يُنْبِئُ ذَلِكَ.
وَكَحَدِيثِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ: «النَّاسُ تَبِعُ قُرَيْشٍ». أَخْرَجَاهُ.
(أَوْ رِوَايَةً كَحَدِيثِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: «تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ»)
(ق 64 \ أ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
(فَكُلُّ هَذَا، وَشَبْهُهُ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: كَيَّرُوهُ، وَرَوَاهُ بَلْفِظِ الْمَاضِي، (مَرْفُوعٌ عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ).

وَإِذَا قِيلَ عِنْدَ التَّابِعِيِّ: يَرْفَعُهُ، أَوْ سَائِرُ الْأَلْفَافِ الْمَذْكُورَةِ، (فَمَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ).
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا حُكِّمَ ذَلِكَ، لَوْ قِيلَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[তাদরীবুর রাবী]

হিজামা ও অগ্নিদগ্ধকরণ।" তিনি হাদীসটিকে মারফু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এটি বুখারী
বর্ণনা করেছেন।

এবং মালিক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন, আবু হাযিম থেকে, তিনি সাহল ইবন সা'দ থেকে, তিনি বলেছেন: "মানুষকে আদেশ করা হতো যে, একজন ব্যক্তি নামাযে তার ডান হাত তার বাম বাহুর উপর রাখবে।"

আবু হাযিম বলেছেন: আমি অবগত নই, তবে তিনি এটিকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে) উন্নীত করেন।

এবং আ'রাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহু থেকে বর্ণিত হাদীসের ন্যায়, যার দ্বারা তিনি উন্নীত করেন: "মানুষ কুরাইশের অনুগামী।" এটি উভয় (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন।

(অথবা আ'রাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহু থেকে বর্ণিত একটি রিওয়াযাতের ন্যায়: "তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চোখ ছোট।") (পৃ 64 \ ক) এটি শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন।

(সুতরাং এই সব এবং এর অনুরূপ) শাইখুল ইসলাম বলেছেন: যেমন 'তিনি বর্ণনা করেন' (ইয়ারবীহি), এবং 'তিনি বর্ণনা করেছেন' (রাওয়াহু) অতীতকালের শব্দে, (আহলুল ইলম তথা জ্ঞানীদের নিকট মারফু' হিসেবে গণ্য।)

এবং যখন তাবেয়ীর ক্ষেত্রে বলা হয়: 'তিনি এটিকে উন্নীত করেন' (ইয়ারফা'উহু), অথবা উল্লিখিত অন্যান্য শব্দসমূহ, (তবে তা মারফু' মুরসাল)।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: "এবং তারা উল্লেখ করেননি এর বিধান কী হবে, যদি বলা হয়: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে -'

(ص: 215) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَقَدْ ظَفِرْتُ لِدَلِيلِكَ بِمِثَالٍ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّازِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ،
أَبِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ حِينَنُذٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدُسِيَّةِ.
تَكْمِلَةٌ

وَمِنْ ذَلِكَ الْإِقْتِصَادُ عَلَى الْقَوْلِ مَعَ حَذْفِ الْقَائِلِ: كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، الْحَدِيثُ.
 قَالَ الْخَطِيبُ: إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحٌ خَاصٌّ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ.
 لَكِنْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَرْفُوعٌ.
 فَائِدَةٌ

أَخْرَجَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْمُرْوزِيُّ فِي كِتَابِ " الْعِلْمِ "، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْحَدِيثِ رِوَايَةً، يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّوَايَةُ الشَّعْرُ.
 وَبِهِ إِلَى ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: كَانَ نَافِعٌ يَنْهَانِي أَنْ أَقُولَ رِوَايَةً، قَالَ: فَرُبَّمَا نَسِيتُ، فَقُلْتُ: رِوَايَةً فَيُنْظَرُ إِلَيَّ فَأَقُولُ نَسِيتُ.
 وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ مَرْفُوعٌ، وَهُوَ الْحَاكِمُ، قَالَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ ":
 لِيَعْلَمَ طَالِبُ الْحَدِيثِ أَنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ.

[তাদরিবুর রাবী]

তিনি বলেন: আমি মুসনাদে বাজ্জারে এর একটি উদাহরণ পেয়েছি, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব عز وجل থেকে বর্ণনা করেন, অতএব, এটি তখন হাদীসে কুদসীর অন্তর্ভুক্ত।

পরিপূরক

এবং এর মধ্যে রয়েছে বক্তার নাম উল্লেখ না করে শুধু উক্তি বলা, যেমন ইবনু সীরীন, আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবু হুরায়রাহ) বলেন: আসলাম, গিফার এবং মুযাইনাহর কিছু অংশ - [তারপর] হাদীসটি।

খতীব (বাগদাদী) বলেন: তবে এটি বসরাবাসীদের একটি বিশেষ পরিভাষা।

কিন্তু ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি, তা মারফু' (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পর্কিত)।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

কাযী আবু বকর আল-মারওয়াযী তাঁর "কিতাবুল ইলম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: আল-কাওয়ারীরী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনু মানসূর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইবনু আবী রাওয়াদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমার কাছে পৌঁছেছে যে, উমার ইবনু আব্দুল আযীয হাদীসে 'রিওয়ায়াতান' (বর্ণনা হিসেবে) বলতে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন: রিওয়ায়াহ (বর্ণনা) তো কেবল কবিতার ক্ষেত্রে হয়।

এবং এই সূত্রেই ইবনু আবী রাওয়াদ পর্যন্ত (বর্ণিত), তিনি বলেন: নাফি' আমাকে 'রিওয়ায়াতান' বলতে নিষেধ করতেন। তিনি (ইবনু আবী রাওয়াদ) বলেন: কখনও কখনও আমি ভুলে যেতাম এবং 'রিওয়ায়াতান' বলে ফেলতাম, তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন, ফলে আমি বলতাম: আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

আর যারা বলেন: সাহাবীর তাফসীর মারফু' (নবী (সা)-এর সাথে সম্পর্কিত) - এটি (বলেছেন) আল-হাকিম, তিনি "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে বলেছেন: হাদীসের ছাত্র যেন জানে যে, যেই সাহাবী ওয়াহী ও নাযিলের সাক্ষী ছিলেন, তাঁর তাফসীর শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর মতে, একটি মুসনাদ হাদীস।

(ص: 216) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(فَذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ) ، كَقَوْلِ جَابِرٍ: "كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223] . الْآيَةُ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(أَوْ نَحْوَهُ) مِمَّا لَا يُبْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، (وَعِزُّهُ مَوْقُوفٌ) .

قُلْتُ: وَكَذَا يُقَالُ فِي التَّابِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْمَرْفُوعَ (ق 64 \ ب) مِنْ جِهَتِهِ مُرْسَلٌ.

- 1

فَوَائِدُ

الأولى: مَا خَصَّصَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، كَابْنِ الصَّلَاحِ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا قَوْلَ الْحَاكِمِ، قَدْ صَرَّحَ بِهِ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَمِنَ الْمَوْقُوفَاتِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ بِسَنَدِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ} [البدر: 29]، قَالَ: تَلَقَّاهُمُ جَهَنَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَلَفَحَهُمْ لَفْحَةً، فَلَا تَتْرُكُ لَحْمًا عَلَى عَظْمٍ. قَالَ فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ يُعَدُّ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ، فَأَمَّا مَا نَقُولُ: إِنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابَةِ مُسْنَدٌ، فَإِنَّمَا نَقُولُهُ فِي غَيْرِ هَذَا النَّوعِ، ثُمَّ أوردَ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ. وَقَالَ فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ مُسْنَدٌ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ، فَإِنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ، فَأَخْبَرَ، عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ. انْتَهَى.

-

[তাদরীবুর রাবী]

(এটি এমন তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কোনো আয়াতের নুজুলের কারণ (আসবাবুন নুজুল) এর সাথে সম্পর্কিত), যেমন জাবিরের উক্তি: "ইহুদিরা বলতো: যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর গুহা দ্বারা দিয়ে সম্মুখপথে সহবাস করে, তার সন্তান টেরা হয়। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন: {তোমাদের নারীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র} [সূরা আল-বাকার: ২২৩]। আয়াতটি।" এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(অথবা এর অনুরূপ) যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে নেওয়া সম্ভব নয় এবং এতে নিজস্ব মতামতের কোনো সুযোগ নেই। (আর এর বাইরে যা আছে তা মাওকুফ)।

আমি বলি: এবং তাবেয়ীর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয়, তবে তার (তাবেয়ীর) পক্ষ থেকে মারফু' (ক ৬৪ \ খ) হাদিস মুরসাল হিসেবে গণ্য।

1 -

ফাওয়াইদ (উপকারী বিষয়সমূহ)

প্রথমত: মুসান্নিফ, যেমন ইবনুল সালাহ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছেন, তারা হাকিমের যে উক্তিটি নির্দিষ্ট করেছেন, তা হাকিম তার 'উলুমুল হাদিস' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কেননা তিনি বলেছেন: মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি) সমূহের মধ্যে একটি হলো যা আমাদের কাছে আহমদ ইবনে কামিল তার সনদ সহকারে আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তাআলার বাণী: {মানুষের চামড়া ঝলসে দেওয়া} [সূরা আল-মুদাসসির: ২৯] সম্পর্কে। তিনি (আবু হুরায়রাহ) বলেন: কিয়ামতের দিন জাহান্নাম তাদের মুখোমুখি হবে এবং এমনভাবে ঝলসে দেবে যে, হাড়ের উপর কোনো গোশত অবশিষ্ট থাকবে না।

তিনি (হাকিম) বলেন: এটি এবং এর অনুরূপ (বর্ণনা) সাহাবীদের তাফসীরের মধ্যে মাওকুফাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। আর আমরা যা বলি যে, সাহাবীদের তাফসীর মুসনাদ, তা কেবল এই প্রকারের বাইরের বিষয় সম্পর্কে বলি। তারপর তিনি ইয়াহুদিদের ঘটনা সম্পর্কিত জাবিরের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এবং তিনি বলেন: এটি এবং এর অনুরূপ (বর্ণনা) মুসনাদ, মাওকুফ নয়। কেননা যে সাহাবী ওহী ও নুজুলের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং কুরআনের কোনো আয়াত অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে বলে সংবাদ দিয়েছেন, তা একটি মুসনাদ হাদিস। সমাপ্ত।

(ص: 217) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

فَالْحَاكِمُ أَطْلَقَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ "، وَخَصَّصَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، فَأَعْتَمَدَ النَّاسُ تَخْصِيصَهُ، وَأَظُنُّ أَنَّ مَا حَكَّهُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَلَى التَّعْيِيمِ، الْجِرْصُ عَلَى جَمْعِ الصَّحِيحِ، حَتَّى أُوْرَدَ مَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمَرْفُوعِ، وَإِلَّا فَفِيهِ مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ الْجَمُّ

الْغَفِيرُ، عَلَى أَنِّي أَقُولُ: لَيْسَ مَا ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الْمَوْقُوفِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ الْآخِرَةِ، وَمَا لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ.

الثَّانِيَةُ: مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ سَبَبَ النُّزُولِ مَرْفُوعٌ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: يُعَكِّرُ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا إِذَا اسْتَنْبَطَ الرَّاوي السَّبَبَ، كَمَا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّ الْوُسْطَى الظُّهْرُ "، نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ.

الثَّالِثَةُ: قَدْ اعْتَنَيْتُ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّفْسِيرِ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَجَمَعْتُ فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ حَدِيثٍ.

الرَّابِعَةُ: قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ السُّنَّةَ قَوْلٌ، وَفِعْلٌ، وَتَقْرِيرٌ، وَقَسَمَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِلَى صَرِيحٍ وَحُكْمٍ.

فَبِثَالِ الْمَرْفُوعِ قَوْلًا صَرِيحًا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا وَسَبَّغْتُ (ق 65 \ أ) .

وَحُكْمًا: قَوْلُهُ مَا لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ.

[হাদীস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

আল-হাকিম তাঁর "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে (বিষয়টি) সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু "উলুমুল হাদীস" গ্রন্থে সুনির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং, লোকেরা তাঁর সুনির্দিষ্টকরণকে গ্রহণ করেছে। আমি ধারণা করি, "আল-মুস্তাদরাক"-এ তাঁকে সাধারণভাবে বর্ণনা করতে প্ররোচিত করেছে সহীহ হাদীস সংগ্রহ করার প্রবল আগ্রহ, এমনকি তিনি এমন বিষয়ও উল্লেখ করেছেন যা মারফু' হওয়ার শর্তে পড়ে না। অন্যথায়, এতে প্রথম প্রকারের (মারফু') অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তবে আমি বলি: আবু হুরায়রা (রা) থেকে তিনি যা উল্লেখ করেছেন, তা মাওকূফ নয়; কারণ পূর্বে যা বলা হয়েছে যে, আখিরাত (পরকাল) সংক্রান্ত বিষয় এবং যাতে ব্যক্তিগত মতামতের কোনো সুযোগ নেই, তা মারফু' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়: তারা যা উল্লেখ করেছেন যে, সবাবুন-নুযূল (অবতরণের কারণ) মারফু' (নবী ﷺ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত)। শাইখুল ইসলাম বলেছেন: রাবী যখন কারণটি অনুমান করেন, তখন এই সাধারণীকরণের উপর সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন যায়দ ইবন সাবিত (রা)-এর হাদীসে এসেছে:

"ওয়াসতা (মধ্যবর্তী সালাত) হলো যুহরের সালাত।" আমি এটি তাঁর হস্তাক্ষর থেকে نقل করেছি।

তৃতীয়: আমি তাফসীর (কুরআন ব্যাখ্যা) প্রসঙ্গে নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি যত্নশীল হয়েছি। তাই আমি এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ সংকলন করেছি, যেখানে দশ হাজারেরও বেশি হাদীস রয়েছে।

চতুর্থ: এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সুন্নাহ হলো উক্তি (قول), কর্ম (فعل) এবং অনুমোদন (تقرير)। আর শাইখুল ইসলাম এটিকে صريح (সুস্পষ্ট) এবং حكم (বিধানগত) এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

সুতরাং মারফু' (নবী ﷺ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত) উক্তির সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো সাহাবীর উক্তি: "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন", "তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন" এবং "আমি শুনেছি" (পৃ. ৬৫/ক)।

আর বিধানগতভাবে (হলো) তাঁর উক্তি যাতে ব্যক্তিগত মতামতের কোনো সুযোগ নেই।

(ص: 218) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ: وَجَمْعُهُ: الْمَقَاطِعُ وَالْمَقَاطِيعُ، وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِي قَوْلًا لَهُ، أَوْ فِعْلًا، وَاسْتَعْمَلَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُنْقَطِعِ.

[تدريب الراوي]

فَالْمَرْفُوعُ مِنَ الْفِعْلِ صَرِيحًا قَوْلُهُ: فَعَلَ أَوْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ.
قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الشُّعْبِيُّ: وَلَا يَتَأْتِي فِعْلٌ مَرْفُوعٌ حُكْمًا.
وَمَثَلُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.

قَالَ شَيْخُنَا: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عِنْدَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ فِعْلِهِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ، وَالتَّقْرِيرُ صَرِيحًا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: فَعَلْتُ أَوْ فَعَلَ بِحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُكْمًا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ السَّابِقُ.

[النَّوعُ الثَّامِنُ الْمَقْطُوعُ]

(النَّوعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ، وَجَمْعُهُ الْمَقَاطِعُ، وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِيِّ قَوْلًا لَهُ، أَوْ فِعْلًا، وَاسْتَعْمَلَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُنْقَطِعِ) الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ، وَكَذَا فِي كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيِّ، وَالْدَّارَقُطْنِيِّ. إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْإِصْطِلَاحِ، كَمَا قَالَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: "حَسَنٌ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ". فَائِدَةٌ

جَمَعَ أَبُو حَفْصٍ ابْنُ بَدْرٍ الْمُؤَصِّلِيُّ كِتَابًا سَمَّاهُ: "مَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَوْقُوفِ" أَوْ رَدَّ فِيهِ مَا أُرْدَاهُ أَصْحَابُ الْمَوْضُوعَاتِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ فِيهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا عَنْ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ فَمَنْ بَعْدَهُ.

অষ্টম প্রকার: মাকতূ': এবং এর বহুবচন হলো: আল-মাকাত্বি' ও আল-মাকাত্বী', এটি তাবেয়ী পর্যন্ত মওকুফ হওয়া قول (কথা) বা فعل (কাজ) কে বোঝায়, আর শাফি'ঈ, এরপর তাবারানী এটি মুনকাত্বি' (বিচ্ছিন্ন) অর্থে ব্যবহার করেছেন।

-

[তাদরীবুর-রাবী]

সুতরাং কাজের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মারফূ' হলো তাঁর কথা: 'তিনি করেছেন' অথবা 'আমি তাঁকে করতে দেখেছি'।

আমাদের শায়খ, ইমাম শুমানী বলেন: 'বিধানগতভাবে কোনো মারফূ' কাজ সংঘটিত হয় না।'

আর শাইখুল ইসলাম এর উদাহরণ দিয়েছেন আলী (রা.) থেকে কুসূফ (সূর্যগ্রহণ) সালাত সম্পর্কে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা দিয়ে।

আমাদের শায়খ বলেন: 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর (সাহাবীর) কাছে যা আছে, তা তাঁর (নবীর) কাজ থেকে হতে হবে এমনটা জরুরি নয়, কারণ তা তাঁর

(নবীর) কথা থেকেও হতে পারে। আর সুস্পষ্ট তাকরীর (সম্মতি) হলো: সাহাবীর এই উক্তি: 'আমি করেছি' অথবা 'তঁার (নবীর) উপস্থিতিতে করা হয়েছে', এবং বিধানগতভাবে মুগীরাহ (রা.)-এর পূর্বোক্ত হাদীস।'

[অষ্টম প্রকার: আল-মাকতূ']

(অষ্টম প্রকার: আল-মাকতূ', এবং এর বহুবচন হলো আল-মাকাত্বি' ও আল-মাকাত্বী', এটি তাবেয়ী পর্যন্ত মওকুফ হওয়া قول (কথা) বা فعل (কাজ) কে বোঝায়, আর শাফি'ঈ, এরপর তাবারানী এটি মুনকাত্বি' (বিচ্ছিন্ন) অর্থে ব্যবহার করেছেন) যার সনদ অবিচ্ছিন্ন নয়, এবং আবু বকর আল-হুমাইদী ও দারাকুতনীর আলোচনাতেও (একইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে)। তবে শাফি'ঈ এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন পরিভাষার স্থিরতা লাভের পূর্বে, যেমনটি তিনি কিছু হাদীস সম্পর্কে বলেছেন: "হাসান এবং এটি শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্তানুযায়ী"। উপকারিতা

আবু হাফস ইবন বদর আল-মাওসিলী একটি কিতাব সংকলন করেছেন যার নাম দিয়েছেন: "মা'রিফাতুল উকুফ আলাল মাওকুফ" এতে তিনি এমন সব বিষয় উল্লেখ করেছেন যা মাওযু'আত (জাল হাদীস) এর লেখকরা তাদের সংকলনে উল্লেখ করেছেন, অথচ তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো সূত্রে সহীহ, হয় কোনো সাহাবী, অথবা তাবেয়ী অথবা তাদের পরের কারো সূত্রে।

(ص: 219) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ التَّاسِعُ: الْمُرْسَلُ: اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَفَعَلَهُ يُسَيِّ مُرْسَلًا، فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ التَّابِعِيِّ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: لَا يُسَيِّ مُرْسَلًا بَلْ يَخْتَصُّ الْمُرْسَلُ بِالتَّابِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاحِدٌ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ فَمُعْضَلٌ وَمُنْقَطِعٌ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، أَنَّ الْكُلَّ مُرْسَلٌ وَبِهِ قَطْعُ الْخَطِيبِ. وَهَذَا اخْتِلَافٌ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَالْعِبَارَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْمَشْهُورُ عِنْدَ مَنْ خَصَّهُ بِالتَّابِعِيِّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ كَالْكَبِيرِ.
وَقِيلَ: لَيْسَ بِمُرْسَلٍ بَلْ مُنْقَطِعٌ
وَإِذَا قَالَ: فَلَانٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ فَلَانٍ. فَقَالَ الْحَاكِمُ: مُنْقَطِعٌ لَيْسَ مُرْسَلًا، وَقَالَ غَيْرُهُ
مُرْسَلٌ.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ إِنَّ إِيْرَادَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ غَلَطٌ، فَبَيَّنَ الْمَوْضُوعَ وَالْمَوْقُوفَ فَرَّقُ.
وَمِنْ مَظَانِّ الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ " مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ "، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَتَفَاسِيرُ:
ابْنِ جَرِيرٍ، وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَغَيْرِهِمْ.

[النُّوعُ التَّاسِعُ الْمُرْسَلُ]

[تعريف المُرْسَلُ]

(النُّوعُ التَّاسِعُ: الْمُرْسَلُ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ) ، كَعَبِيدِ
اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَسَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، أَوْ فَعَلَهُ، يُسَمَّى مُرْسَلًا.
فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ التَّابِعِيِّ) هَكَذَا عَبَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْحَاكِمِ، وَالصَّوَابُ: قَبْلَ
الصَّحَابِيِّ، (وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ (ق 65 \ ب) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: لَا يُسَمَّى
مُرْسَلًا، بَلْ يَخْتَصُّ الْمُرْسَلُ بِالتَّابِعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَإِنْ سَقَطَ قَبْلَهُ) ، تَقَدَّمَ مَا فِيهِ (وَاحِدٌ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
وَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ أَكْثَرَ) مِنْ وَاحِدٍ عَلَى التَّوَالِي، (فَبُعْضٌ، وَمُنْقَطِعٌ) أَيْضًا.
(وَالْمَشْهُورُ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ أَنَّ الْكُلَّ مُرْسَلٌ، وَبِهِ قَطَعَ الْخَطِيبُ) وَقَالَ:

নবম প্রকার: মুরসাল: বিভিন্ন শাস্ত্রের উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, কোনো বড়
তাবেয়ীর উক্তি, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন বা করেছেন,"
তাকে 'মুরসাল' বলা হয়। যদি তাবেয়ীর পূর্বে একজন বা তার বেশি বর্ণনাকারী বাদ পড়ে,

তাহলে আল-হাকিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন: তাকে 'মুরসাল' বলা হবে না, বরং 'মুরসাল' কেবল তাবেয়ী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসের সাথে নির্দিষ্ট। যদি তার পূর্বে একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, তবে তা 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), আর যদি একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, তবে তা 'মু'দাল' এবং 'মুনকাতি'ও বটে। ফিকাহ ও উসূলুল ফিকাহ-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, সব কটিই 'মুরসাল' এবং আল-খাতীব এ মতকে চূড়ান্ত করেছেন। এটি পরিভাষা ও বক্তব্যের পার্থক্য মাত্র। আর যুহরী ও অন্যান্য ছোট তাবেয়ীগণের উক্তি: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন," - যারা তাবেয়ীর সাথে মুরসালকে নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের কাছে প্রসিদ্ধ মত হলো যে, এটি বড় তাবেয়ীর ন্যায় মুরসাল। তবে কেউ কেউ বলেছেন: এটি মুরসাল নয়, বরং মুনকাতি'।

আর যখন (কেউ) বলে: 'অমুক, একজন ব্যক্তি থেকে, অমুক থেকে।' তখন আল-হাকিম বলেছেন: এটি 'মুনকাতি', 'মুরসাল' নয়। আর অন্যরা বলেছেন: এটি 'মুরসাল'।

—
[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বলেছেন যে, এটিকে মাওদু' (জাল) হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করা ভুল, কারণ মাওদু' এবং মাওকূফ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

মাওকূফ ও মাকতু' হাদিসের উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে: "মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা", "আব্দুর রায়যাক" এবং তাফসীরগ্রন্থসমূহ যেমন: ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম, ইবনুল মুনিযির ও অন্যান্যদের।

[নবম প্রকার: মুরসাল]

[মুরসালের সংজ্ঞা]

(নবম প্রকার: মুরসাল) বিভিন্ন শাস্ত্রের উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, (কোনো বড় তাবেয়ীর উক্তি),

যেমন উবাইদুল্লাহ ইবন আদি ইবন আল-খিয়ার, কায়স ইবন আবি হাযিম, এবং সাঈদ ইবন আল-মুসায়ায: ("রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন বা করেছেন," তাকে 'মুরসাল' বলা হয়।)

(যদি তাবেয়ীর পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয়) এভাবে ইবনুস সালাহ, আল-হাকিমকে অনুসরণ করে অভিব্যক্তি দিয়েছেন, তবে সঠিক হলো: সাহাবীর পূর্বে, (একজন বা তার বেশি বর্ণনাকারী বাদ

পড়ে), আল-হাকিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ (পৃ. ৬৫/খ) বলেছেন: তাকে 'মুরসাল' বলা হবে না, বরং 'মুরসাল' কেবল তাবেয়ী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসের সাথে নির্দিষ্ট।

(যদি তার পূর্বে), এতে যা আছে তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে (একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে), তবে তা 'মুনকাতি'।

আর যদি বাদ পড়া বর্ণনাকারী (একজনের বেশি হয়) ধারাবাহিকভাবে, (তবে তা 'মু'দাল' এবং 'মুনকাতি'ও) বটে।

(এবং ফিকাহ ও উসুলুল ফিকাহ-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, সব কটিই 'মুরসাল' এবং আল-খাতীব এ মতকে চূড়ান্ত করেছেন।) এবং তিনি বলেছেন:

(ص: 220) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

إِلَّا أَنْ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالْإِسْأَالِ مِنْ حَيْثُ الْإِسْتِعْمَالُ، مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَهَذَا اخْتِلَافٌ فِي الْإِصْطِلَاحِ، وَالْعِبَارَةِ)، لَا فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْكُلَّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ، وَالْمُحَدِّثُونَ خَصُّوا اسْمَ الْمُرْسَلِ بِالْأَوَّلِ، دُونَ غَيْرِهِ، وَالْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ عَمَّوْا.

(وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ مَنْ خَصَّهُ بِالتَّابِعِيِّ يَعْنِي أَنَّهُ مُرْسَلٌ كَالْكَبِيرِ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِمُرْسَلٍ بَلْ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ رَوَايَاتِهِمْ عَنِ التَّابِعِينَ.

تَنْبِيْهُ

يُرَدُّ عَلَى تَخْصِيصِ الْمُرْسَلِ بِالتَّابِعِيِّ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُوَ تَابِعِيٌّ اتِّفَاقًا، وَحَدِيثُهُ لَيْسَ بِمُرْسَلٍ، بَلْ مَوْصُولٌ، لَا خِلَافَ

فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهِ، كَالْتَّنُوخِيِّ رَسُولِ هِرْقَلٍ، وَفِي رِوَايَةِ قَيْصَرَ، فَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثُهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، فِي مُسْنَدَيْهِمَا، وَسَاقَاهُ مَسَاقَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ. وَمَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُبَيَّنٍّ، كَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَإِنَّهُ صَحَابِيُّ، وَحُكْمُ رِوَايَتِهِ حُكْمُ الْمُرْسَلِ لَا الْمَوْصُولِ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ مَا قِيلَ فِي مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَةِ هَذَا أَوْ شَبْهِهِ عَنِ التَّابِعِينَ بِخِلَافِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي أَدْرَكَ وَسَمِعَ، فَإِنَّ اخْتِمَالَ رِوَايَتِهِ عَنِ التَّابِعِينَ بَعِيدٌ جِدًّا.

[তাদরীবুর রাবী]

তবে ব্যবহারের দিক থেকে যে বিষয়টি 'ইরসাল' হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত, তা হলো তাবেয়ী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীস। গ্রন্থকার বলেন: (এটি পরিভাষা ও ভাষারীতিগত ভিন্নতা) অর্থগত ভিন্নতা নয়; কারণ উভয় শ্রেণীর নিকটেই এগুলোর কোনোটিই প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় না। আর মুহাদ্দিসগণ 'মুরসাল' নামটি শুধু প্রথমটির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, অন্যগুলোর জন্য নয়; অন্যদিকে ফুকাহায়ে কেরাম ও উসুলবিদগণ এটিকে ব্যাপক অর্থ করেছেন।

(আর যুহরী এবং ছোট তাবেয়ীগণের মধ্যে অন্যান্যদের এই উক্তি প্রসঙ্গে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন'— যারা (মুরসালকে) তাবেয়ী দ্বারা নির্দিষ্ট করেন, তাদের কাছে প্রসিদ্ধ মত হলো, এটি বড় তাবেয়ীর বর্ণনার মতোই মুরসাল।

এবং বলা হয়েছে: এটি মুরসাল নয়, বরং মুনকাতি') ; কারণ তাদের অধিকাংশ বর্ণনা তাবেয়ীগণ থেকে (নেওয়া)।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মুরসালকে তাবেয়ীর সাথে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় ওই ব্যক্তির মাধ্যমে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কাফের অবস্থায় শুনেছিল, তারপর তাঁর মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে সর্বসম্মতভাবে একজন তাবেয়ী। কিন্তু তার হাদীস মুরসাল নয়, বরং মওসূল (সংযুক্ত সনদ)। এটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই, যেমন হেরাক্লিয়াসের (দূত) তানুখী, এবং অন্য বর্ণনায় কায়সারের

(দূত)। ইমাম আহমদ ও আবু ইয়া'লা তাঁদের মুসনাদদ্বয়ে তার হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোকে মুসনাদ হাদীসের শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আর যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপরিণত বয়সে দেখেছিল, যেমন মুহাম্মদ ইবন আবি বকর আস-সিদ্দীক, সে একজন সাহাবী। কিন্তু তার বর্ণনার হুকুম মুরসাল হাদীসের হুকুমের মতো, মওসূলের মতো নয়। এবং সাহাবীগণের মুরসাল হাদীস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না; কারণ এ ধরনের বা এর সদৃশ ব্যক্তির অধিকাংশ বর্ণনা তাবেয়ীগণ থেকে প্রাপ্ত। এর বিপরীতে, যে সাহাবী পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছিলেন এবং (নবী থেকে) শুনেছিলেন, তার তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণনা করার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

(ص: 221) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَائِدَةٌ

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ إِنَّ الْإِسْرَافَ رِوَايَةُ الرَّجُلِ عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَالَ: فَعَلَى هَذَا هُوَ قَوْلُ رَابِعٍ فِي حَدِّ الْمُرْسَلِ.

(وَإِذَا قَالَ) الرَّاوي فِي الْإِسْنَادِ: (فُلَانٌ، عَنْ رَجُلٍ)، أَوْ شَيْخٍ (عَنْ فُلَانٍ فَقَالَ الْحَاكِمُ) : هُوَ (مُنْقَطِعٌ لَيْسَ مُرْسَلًا، وَقَالَ غَيْرُهُ) حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْأُصُولِ (مُرْسَلٌ).

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكُلُّ مَنِ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ، حَكَاهُ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ، وَاخْتَارَهُ الْعَلَايِيُّ.

قَالَ: وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْأُصُولِ، أَرَادَ بِهِ " الْبُرْهَان " لِإِمَامِ الْحَرَمِيِّ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِيهِ، وَزَادَ كُتُبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَمْ يُسَمَّ حَامِلُهَا، وَزَادَ فِي " الْمَحْصُولِ " مَنْ سَمِيَ بِاسْمٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ.

-
[তারিখ আল-রাবী]

সুবিধা

ইরাকী বলেছেন: ইবনুল কাত্তান বলেছেন যে, ইরসাল হলো এমন ব্যক্তির বর্ণনা, যার থেকে সে শোনে। তিনি (ইবনুল কাত্তান) বলেছেন: এর ভিত্তিতে এটি মুরসাল-এর সংজ্ঞায় চতুর্থ উক্তি। (যখন) ইসনাদে বর্ণনাকারী (বলেন): (অমুক, এক ব্যক্তি থেকে) অথবা এক শায়খ (থেকে অমুক) (বর্ণনা করেছেন), তখন (আল-হাকিম বলেছেন): এটি (মুনকাতি') (বিচ্ছিন্ন), মুরসাল নয়। (আর অন্যান্যরা বলেছেন) (এটি ইবনুস সালাহ উসূলের কিছু কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন): (মুরসাল)।

ইরাকী বলেছেন: এই উভয় উক্তিই অধিকাংশের মতামতের পরিপন্থী। কারণ তারা এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি এমন মুত্তাসিল (সংযুক্ত) যার সনদে একজন মাজহুল (অজ্ঞাত) ব্যক্তি রয়েছে। এটি রশীদ আল-আত্তার বর্ণনা করেছেন এবং আলায়ী এটি গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেছেন: ইবনুস সালাহ উসূলের কিছু কিতাব থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা তিনি ইমামুল হারামাইনের "আল-বুরহান" গ্রন্থকে বুঝিয়েছেন। কারণ তিনি তাতে এর উল্লেখ করেছেন, এবং নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পত্রাবলির উল্লেখ করেছেন যার বাহকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। আর "আল-মাহসুল" গ্রন্থে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন এমন ব্যক্তিকে যার এমন নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা দ্বারা তাকে চেনা যায় না।

(ص: 222) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ وَالشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي طَائِفَةٍ: صَحِيحٌ، فَإِنْ صَحَّ مُخْرَجُ الْمُرْسَلِ بِسَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُسْنَدًا أَوْ مُرْسَلًا أُرْسِلَهُ مَنْ أَخَذَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ الْأَوَّلِ كَانَ صَحِيحًا، وَيَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ صَحَّةَ الْمُرْسَلِ وَأَنْتَهُمَا صَحِيحَانِ لَوْ عَارَضَهُمَا صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ رَجَحْنَاهُمَا عَلَيْهِ إِذَا تَعَدَّرَ الْجَمْعُ. هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ، أَمَّا مُرْسَلُهُ فَمَحْكُومٌ

بِصَحَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ كَمْ رُسَلٍ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الرِّوَايَةَ عَنْ صَحَابِيٍّ.

-

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَعَلَى ذَلِكَ مَشَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ " الْمَرَاثِلِ "، فَإِنَّهُ يَرْوِي فِيهِ مَا أُبْهِمَ فِيهِ الرَّجُلُ.

قَالَ: بَلْ زَادَ الْبَيَّهَقِيُّ عَلَى هَذَا فِي " سُنَنِهِ "، فَجَعَلَ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّ مُرْسَلًا، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِنْ كَانَ يُسَيِّبُهُ مُرْسَلًا، وَيَجْعَلُهُ حُجَّةً كَمَرَاثِلِ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ قَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ: إِذَا صَحَّ الْإِسْنَادُ، عَنِ الثَّقَاتِ، إِلَى رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ حُجَّةٌ كَمَرَاثِلِ الصَّحَابَةِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ.

وَقَالَ الْأَثَرُمُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: وَفَرَّقَ الصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بَيْنَ أَنْ يَرْوِيهِ التَّابِعِيُّ، عَنِ الصَّحَابِيِّ مُعْنَعًا، أَوْ مُصَرِّحًا بِالسَّبَاعِ.

قَالَ: وَهُوَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ، وَكَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ قَبُولَهُ مَحْبُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. انْتَهَى.

[حكم المرسل]

(ثُمَّ الْمُرْسَلُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ)، لَا يُحْتَجُّ بِهِ (عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ وَالشَّافِعِيِّ)، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَدْرِ صَحِيحِهِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّهْمِيدِ "، وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمَالِكٍ، (وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ

اِثْمَ الْمُرْسَلِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ وَالشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي طَائِفَةٍ: صَحِيحٌ، فَإِنْ صَحَّ مُخْرَجُ الْمُرْسَلِ بِجَيِّدِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ مُسْنَدًا أَوْ مُرْسَلًا أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ عَنْ غَيْرِ رِجَالِ الْأَوَّلِ كَانَ صَحِيحًا، وَيَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ صِحَّةَ الْمُرْسَلِ وَأَنْهَمَا صَحِيحَانِ

لَوْ عَارَضَهُمَا صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ رَجَّحْنَاهُمَا عَلَيْهِ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ. هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُرْسَلٍ الصَّحَابِيُّ، أَمَّا وَقِيلَ: إِنَّهُ كَمُرْسَلٍ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الرَّوَايَةَ عَنْ مُرْسَلِهِ فَمَحْكُومٌ بِصَحَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الصَّحَابِيِّ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বলেন: আর আবু দাউদ তাঁর "আল-মারাসীল" গ্রন্থে এ নীতি অনুসরণ করেছেন, কেননা তিনি এতে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে রাবীর নাম অস্পষ্ট রাখা হয়েছে (যিনি সাহাবী নন)।

তিনি বলেন: বরং বাইহাকী তাঁর "সুনান" গ্রন্থে এর (পূর্বোক্ত মতের) উপর অতিরিক্ত করেছেন, তিনি এমন বর্ণনাকে মুরসাল গণ্য করেছেন যা তাবেয়ী কোনো সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি, এবং এটি উত্তম নয়। অবশ্য যদি তিনি এটিকে মুরসাল নামকরণ করেন এবং সাহাবীদের মুরসালের ন্যায় দলীল হিসেবে গণ্য করেন, তবে তা কাছাকাছি (গ্রহণযোগ্য)।

আর বুখারী হুমাইদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: যখন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে কোনো সাহাবী পর্যন্ত ইসনাদ সহীহ প্রমাণিত হয়, তখন তা সাহাবীদের মুরসালের ন্যায় দলীল হিসেবে গণ্য হয়, যদিও সেই সাহাবীর নাম উল্লেখ না করা হয়।

আর আছরাম বলেছেন: আমি আহমাদ ইবন হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করলাম: যদি কোনো তাবেয়ী বলেন: 'আমাকে একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন' অথচ তিনি (তাবেয়ী) তা (সরাসরি) শুনেনি, তাহলে কি হাদীসটি সহীহ হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ।

তিনি বলেন: শাফিঈ মাযহাবের সাইরাফী তাবেয়ী কর্তৃক সাহাবী থেকে 'আন-আনাহ' (عن) অমুক) পদ্ধতিতে বর্ণনার সাথে সরাসরি শ্রবণের সুস্পষ্ট উল্লেখের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

তিনি বলেন: এটি উত্তম ও যুক্তিযুক্ত, এবং যারা এর গ্রহণীয়তাকে শর্তহীনভাবে অনুমোদন করেছেন, তাদের বক্তব্য এই বিস্তারিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিবেচিত হবে। সমাপ্ত।

[মুরসালের বিধান]

(তারপর মুরসাল একটি দুর্বল হাদীস), যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না, (অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও শাফিঈর মতে), যেমনটি মুসলিম তাঁর সহীহ-এর শুরুতে তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং

ইবনু আবদিল-বার্ "আত-তামহীদ"-এ, আর হাকিম ইবনু আল-মুসাইয়াব ও মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, (এবং অনেক ফুকাহ ও উসূলবিদদের)

(ص: 223) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الأصول .

وَالنَّظَرُ لِلْجَهْلِ بِحَالِ الْمَحْذُوفِ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ صَحَائِيٍّ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، وَإِنْ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَلُ (ق 66 \ ب) لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ فَالتَّوَثُّيقُ مَعَ الْإِبْهَامِ غَيْرُ كَافٍ كَمَا سَيَأْتِي ; وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى لَا يُقْبَلُ، فَالْمَجْهُولُ الْمُسَمَّى عَيْنًا وَحَالًا أَوَّلَى.

(وَقَالَ مَالِكٌ) فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، (وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي طَائِفَةٍ) ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ (صَحِيحٌ) .

قَالَ الْمَصْنِفُ فِي " شَرْحِ الْمُهَذَّبِ " : وَقَيَّدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَغَيْرُهُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُرْسَلُهُ مِمَّنْ لَا يَحْتَرِزُ وَيُرْسَلُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ، فَإِنْ كَانَ فَلَا خِلَافَ فِي رَدِّهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: مَحَلُّ قَبُولِهِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ، مَا إِذَا كَانَ مُرْسَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا، لِحَدِيثٍ: ثُمَّ يَفْشُوا الْكُذْبَ صَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ بِأَسْرِهِمْ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إِنْكَارُهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ إِلَى رَأْسِ الْبَائِتَيْنِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوَّلُ مَنْ رَدَّهُ، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَوَّاهُ عَلَى الْمُسْنَدِ.

وَقَالَ: مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَحَالَكَ، وَمَنْ أُرْسَلَ فَقَدْ تَكْفَّلَ لَكَ.

(فَإِنْ صَحَّ مُخْرَجُ الْمُرْسَلِ بِحُجَّتِهِ) ، أَوْ نَحْوِهِ (مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُسْنَدًا أَوْ مُرْسَلًا)

[তারিবুর রাবী]

উসূলের) সাথে।

এবং বিলুপ্ত (বর্ণনাকারীর) অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার বিবেচনা; কারণ এটি সম্ভব যে সে সাহাবী নয়, এবং যদি তাই হয়, তবে এটি সম্ভব যে সে দুর্বল। এমনকি যদি এমনটি ঘটে যে মুরসাল (বর্ণনা) (পৃ. ৬৬ / খ) কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো থেকে বর্ণিত না হয়, তবে অস্পষ্টতার সাথে সত্যায়ন যথেষ্ট নয়, যেমনটি পরবর্তীতে আসবে; এবং কারণ যদি নাম উল্লেখ করা অজ্ঞাত (বর্ণনাকারীকে) গ্রহণ করা না হয়, তবে ব্যক্তি ও অবস্থা উভয় দিক থেকে অজ্ঞাত (বর্ণনাকারীকে) গ্রহণ না করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

(আর মালিক (রহ.) তাঁর থেকে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী বলেছেন, এবং একদল উলামার মধ্যে আবু হানিফা (রহ.)ও বলেছেন) – তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ (রহ.)ও তাঁর থেকে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী – (যে এটি) সহীহ।

মুসান্নিফ "শারহুল মুহাযযাব" গ্রন্থে বলেছেন: ইবনু আবদিল বার্ন এবং অন্যান্যরা এটিকে এই শর্তে সীমিত করেছেন যে, এর মুরসিল (প্রেরক বা বর্ণনাকারী) যদি এমন ব্যক্তি না হন যিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন না এবং অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করেন। যদি তিনি এমন হন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই।

এবং অন্যেরা বলেছেন: হানাফীদের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতার স্থান হলো যখন এর মুরসিল (প্রেরক/বর্ণনাকারী) তিন ফজিলতপূর্ণ যুগের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হন। যদি তিনি তাদের ব্যতীত অন্য কারো থেকে হন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, এই হাদীসের কারণে: "তারপর মিথ্যা ব্যাপক হবে" – এটিকে নাসায়ী সহীহ বলেছেন।

আর ইবনু জারীর বলেছেন: সকল তাবিঈ মুরসাল (হাদীস) গ্রহণ করার বিষয়ে সর্বসম্মত ছিলেন, এবং তাদের থেকে এর অস্বীকৃতি আসেনি, এবং তাদের পরের ইমামদের কারো থেকেও দুইশত বছরের শুরু পর্যন্ত (এর অস্বীকৃতি আসেনি)।

ইবনু আবদিল বার্ন বলেছেন: মনে হয় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, শাফিঈ (রহ.)ই প্রথম ব্যক্তি যিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়াবাড়ি করে এটিকে মুসনাদের (হাদীসের) উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

এবং তিনি বলেছেন: "যে ইসনাদ সহ বর্ণনা করেছে সে তোমাকে (অন্যদের উপর) দায়িত্ব অর্পণ করেছে, আর যে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছে সে তোমার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।" (সুতরাং যদি মুরসাল (হাদীসের) উৎস নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয় এর আগমনের মাধ্যমে) বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা (অন্য কোনো সূত্র থেকে – তা মুসনাদ (পূর্ণ সনদযুক্ত) হোক বা মুরসাল (হউক)

(ص: 224) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ، (عَنْ غَيْرِ رِجَالٍ) الْمُرْسَلِ (الْأَوَّلِ كَانَ صَحِيحًا) هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ، مُقَيِّدًا لَهُ بِمُرْسَلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَمَنْ إِذَا سَمَى مَنْ أَرْسَلَ عَنْهُ سَمَى ثِقَةً، وَإِذَا شَارَكَهُ الْحَفَاطُ الْمَأْمُونُونَ لَمْ يُخَالِفُوهُ، وَزَادَ فِي الْإِعْتِضَادِ أَنْ يُوَافِقَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ، أَوْ يُفْتِيَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بِمُقْتَضَاهُ، فَإِنْ فَقَدَ شَرْطَ مِمَّا ذَكَرَ لَمْ يُقْبَلْ مُرْسَلُهُ. فَإِنْ وَجَدَتْ قَبْلُ، (وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ صِحَّةُ الْمُرْسَلِ)، (وَأَنْتَهَى) أَيِ الْمُرْسَلِ، وَمَا عَصَدَهُ (صَحِيحًا) لَوْ عَارَضَهَا صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ، (رَجَّحْنَا هَبَا عَلَيْهِ) بِتَعَدُّدِ الطَّرِيقِ، (إِذَا تَعَدَّرَ الْجَمْعُ) بَيْنَهُمَا.

- 1

فَوَائِدُ

الأولى: اشتهر عن الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ، إِلَّا مَرَّاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَفِي الْإِرْشَادِ وَالْإِطْلَاقِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ (ق 67 \ أ) غَلَطَ، بَلْ هُوَ يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا يَحْتَجُّ بِمَرَّاسِيلِ سَعِيدٍ إِلَّا بِهَا أَيْضًا.

قَالَ: وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزْنِيِّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
 أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى، عَنْ بَيْعِ
 اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ». .
 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ، فَقَالَ:
 أَعْطُونِي بِهَذِهِ الْعَنَاقِ.

[তাদরীবুর রাবী]

(যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি তা প্রেরণ করেছেন) জ্ঞানকে, (, মুরসালের) (প্রথম) (رجال, ব্যতীত অন্য رجال থেকে, তা সহীহ ছিল)। এভাবে শাফিঈ (রহ.) তাঁর 'আর-রিসালা' গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে বড় তাবেয়ীগনের মুরসাল এবং এমন ব্যক্তির মুরসাল দ্বারা শর্তযুক্ত করেছেন যিনি যার থেকে বর্ণনা করেছেন তার নাম উল্লেখ করলে নির্ভরযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেন, এবং যখন নির্ভরযোগ্য হাফিযগণ তার সাথে অংশীদার হন তখন তারা তার বিরোধিতা করেন না। আর সমর্থন হিসেবে আরও যুক্ত করেছেন যে, এটি যেন কোনো সাহাবীর উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, অথবা অধিকাংশ উলামা এর অনুকূলে ফতোয়া দেন। যদি উল্লিখিত শর্তগুলির মধ্যে একটিও অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার মুরসাল গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি পূর্বে তা পাওয়া যায়, (আর এর দ্বারা মুরসালের বিশুদ্ধতা স্পষ্ট হয়), (এবং তারা উভয়ই)—অর্থাৎ, মুরসাল এবং যা তাকে সমর্থন করেছে—(সহীহ হয়) যদি একটি সূত্র থেকে একটি সহীহ হাদীস তাদের বিরোধিতা করে, (তবে আমরা সেটির উপর তাদের প্রাধান্য দেবো) সূত্রগুলির সংখ্যাধিক্যের কারণে, (যখন তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন অসম্ভব হয়)।

1 -

ফাওয়াইদ (উপকারিতা)

প্রথমটি: শাফিঈ (রহ.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ যে, তিনি মুরসাল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন না, সাইদ ইবনুল মুসায়্যিবের মুরসাল ব্যতীত।

মুসান্নিফ 'শারহুল মুহাযযাব' ও 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে বলেছেন যে, নফী (অস্বীকার) ও ইসবাতে (সাব্যস্তকরণে) সাধারণ উক্তি (পৃষ্ঠা ৬৭/ক) ভুল। বরং তিনি উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে মুরসাল

দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন এবং সাইদ (রহ.)-এর মুরসাল দ্বারাও কেবল সেসব শর্ত পূরণ হলেই প্রমাণ পেশ করেন।

তিনি (মুসান্নিফ) বলেন: এর মূল হলো এই যে, শাফিঈ (রহ.) 'মুখতাসার আল-মুযানী'তে বলেছেন: মালিক (রহ.) আমাদের খবর দিয়েছেন, যায়দ ইবন আসলাম থেকে, সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে মাংস বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা.)-এর যুগে একটি উট জবাই করা হয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি একটি ছাগলছানা নিয়ে এসে বলল: এই ছাগলছানার বিনিময়ে আমাকে (মাংস) দিন।

(ص: 225) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَرِّمُونَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.

قَالَ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَإِرْسَالُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ. انْتَهَى.

فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: وَإِرْسَالُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ، عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْرَازِيُّ فِي الْمَلْعِ، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُهُمَا. أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنَ الْمَرَاسِيلِ، قَالُوا: لِأَنَّهَا فُتِّشَتْ فَوُجِدَتْ مُسْنَدَةً.

وَالثَّانِي أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُ بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا، قَالُوا وَإِنَّمَا رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ بِمُرْسَلِهِ،
وَالْتَّرْجِيحُ بِالْمُرْسَلِ جَائِزٌ، قَالَ الْخَطِيبُ: وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ فِي مَرَاثِيلِهِ مَا لَمْ يُوَجَدْ مُسْنَدًا بِحَالٍ مِنْ وَجْهِ يَصِحُّ، وَكَذَا
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ.
قَالَ: وَزِيَادَةُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذَا عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ أَصَحُّ التَّابِعِينَ إِسْرَافًا فِيهَا زَعَمَ
الْحَفَظُ.
قَالَ الْمَصْنِفُ: فَهَذَانِ إِمَامَانِ حَافِظَانِ فِقْهَيَّانِ شَافِعِيَّانِ مُتَضَلِّلَانِ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ
وَالْأُصُولِ وَالْخِبْرَةِ التَّامَّةِ بِنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَمَعَانِي كَلَامِهِ.

[তাদরীবুর রাবী]

আবু বকর (রাঃ) বললেন: এটা সঙ্গত নয়। শাফেঈ (রহঃ) বললেন: কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনে আয-যুবাইর এবং আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, তাঁরা প্রাণী দিয়ে গোশত বিক্রি করাকে হারাম মনে করতেন।

তিনি বললেন: আমরা এটিই গ্রহণ করি। আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন কাউকে জানি না যিনি আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। ইবনে আল-মুসায়্যিব-এর ইরসাল (মুর্সাল হাদীস) আমাদের মতে হাসান (গ্রহণযোগ্য)। [উদ্ধৃতি শেষ হলো]।

অতঃপর আমাদের সঙ্গীরা তাঁর এই উক্তির অর্থ নিয়ে দু'টি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন: "ইবনে আল-মুসায়্যিব-এর ইরসাল আমাদের মতে হাসান।" এই দু'টি মত শেখ আবু ইসহাক আল-শিরায়ী তার 'আল-লুমা' গ্রন্থে এবং আল-খাতীব আল-বাগদাদী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত: এর অর্থ হলো, অন্যান্য মুরসাল হাদীসের বিপরীতে এটি তাঁর নিকট দলীল। তারা বলেছেন: কারণ এটি অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং মুসনাদ হিসেবে পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয়ত: এটি তাঁর নিকট দলীল নয়, বরং এটি অন্যান্য মুরসালের মতোই। তারা বলেছেন: শাফেঈ (রহঃ) কেবল তাঁর মুরসাল দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন, আর মুরসাল দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া জায়েয। আল-খাতীব (রহঃ) বললেন: এটিই সঠিক।

আর প্রথম মতটি নির্ভরযোগ্য নয়; কারণ তাঁর মুরসালসমূহের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কোনো অবস্থাতেই সহীহ সূত্রে মুসনাদ হিসেবে পাওয়া যায়নি। বাইহাকী (রহঃ)ও অনুরূপ বলেছেন। তিনি বললেন: ইবনে আল-মুসায়্যিব-এর এই বিষয়ে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব হলো যে, হাফেযগণের ধারণা মতে, তিনি তাবেয়ীগণের মধ্যে ইরসালের দিক থেকে সর্বাধিক সহীহ ছিলেন।

গ্রন্থাকার বললেন: এই দু'জন ইমাম, হাফেয, ফকীহ, শাফেঈ মাযহাবের পন্ডিত, হাদীস, ফিকহ ও উসূলে অভিজ্ঞ এবং শাফেঈ (রহঃ)-এর গ্রন্থাবলী ও তাঁর বক্তব্যের অর্থের উপর পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন।

(ص: 226) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ الْقَفَّالِ: مُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ.

قَالَ: وَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُ مَنْ قَالَ (ق 67 \ ب): إِنَّهُ حُجَّةٌ، بِقَوْلِهِ: إِرْسَالُهُ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَعْتَبِدْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، بَلْ لِمَا انْضَمَّ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَنْ حَضَرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَوْلِ أُمِّمَةِ التَّابِعِينَ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ.

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الصَّبَّاحِ، وَغَيْرُهُ هَذَا الْحُكْمَ، عَنْ تَمَامِ السَّبْعَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، فَهَذَا عَاضِدٌ ثَانٍ لِلْمُرْسَلِ. انْتَهَى.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: ذَكَرَ الْمَاورِدِيُّ فِي الْحَاوِي، أَنَّ الشَّافِعِيَّ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي مَرَايِلِ سَعِيدٍ، فَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَحْتَجُّ بِهَا بِأَنْفِرَادِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْسَلُ حَدِيثًا إِلَّا يُوجَدُ مُسْنَدًا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَزْوِي إِلَّا مَا سَبَعَهُ مِنْ جَمَاعَةٍ، أَوْ مِنْ أَكْبَرِ الصَّحَابَةِ، أَوْ عَضَّدَهُ قَوْلُهُمْ، أَوْ رَأَاهُ مُنْتَشِرًا عِنْدَ الْكَافَّةِ، أَوْ وَافَقَهُ فِعْلُ أَهْلِ الْعَصْرِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَرَايِلَهُ سُبِرَتْ، فَكَانَتْ مَأْخُودَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَوَاصِلَةِ، وَالصَّهَارَةِ، فَصَارَ إِرسَالُهُ كَاسْنَادِهِ عَنْهُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ.

ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أوردَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ مَرَايِلِ سَعِيدٍ يَصْلُحُ مِثَالًا لِأَقْسَامِ الْمُرْسَلِ الْمَقْبُولِ، فَإِنَّهُ عَضَّدَهُ قَوْلَ صَحَابِيٍّ وَأَفْتَى أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمُقْتَضَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ آخَرُ أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ غَيْرِ رِجَالِ الْأَوَّلِ، وَشَاهِدٌ آخَرُ مُسْنَدٌ، فَرَوَى

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বলেন: আর কাফফালের এই উক্তি যে, "ইবনু মুসায়্যাবের মুরসাল আমাদের নিকট হুজ্জাত (প্রমাণ)", তা পূর্বোক্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল।

তিনি বলেন: আর যে ব্যক্তি (ক ৬৭ \ খ) বলেছে যে, "এটি হুজ্জাত", তার এই উক্তিকে "এর মুরসাল হাসান" বলার সাথে সংযুক্ত করা সহীহ নয়। কারণ, শাফিঈ কেবল এর উপরই নির্ভর করেননি, বরং এর সাথে যুক্ত হয়েছে আবু বকর (রা.)-এর উক্তি এবং তার সাথে উপস্থিত সাহাবাগণের উক্তি, এবং তিনি যে চারজন তাবিঈ ইমামের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের উক্তি। আর তারা হলেন মদীনাহর সাত ফকীহর মধ্য থেকে চারজন।

আর ইবনুস সাব্বাঘ এবং অন্যান্যরা এই বিধান সাতজনের পূর্ণাঙ্গ দল থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর এটি মালিক এবং অন্যদের মাযহাব। সুতরাং, এটি মুরসালের জন্য দ্বিতীয় সহায়ক।

সমাপ্ত।

আর বুলকিনী বলেন: মাওয়াদী "আল-হাবী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সাঈদ (ইবনুল মুসায়্যাব)-এর মারাসীলের বিষয়ে শাফিঈর উক্তি ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং, প্রাচীন মাযহাবে তিনি এককভাবে সেগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন; কারণ তিনি এমন কোনো হাদীস মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করতেন না যা মুসনাদ (পূর্ণ সনদযুক্ত) হিসেবে পাওয়া যায় না; এবং কারণ তিনি

কেবল সেটাই বর্ণনা করতেন যা তিনি একদল (লোক) থেকে শুনেছেন, অথবা প্রবীণ সাহাবাগণের কাছ থেকে, অথবা তাদের উক্তি দ্বারা তা সমর্থিত হয়েছে, অথবা তিনি তা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত দেখেছেন, অথবা তার সাথে সমসাময়িক যুগের লোকজনের আমল সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এছাড়াও, তার মারাসীল পরীক্ষিত হয়েছে, এবং দেখা গেছে যে, সেগুলো আবু হুরায়রা (রা.) থেকে গৃহীত ছিল, তাদের উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে। ফলে, তার ইরসাল (মুরসাল বর্ণনা) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে তার ইসনাদের (সনদযুক্ত বর্ণনা) মতো হয়ে গিয়েছিল। আর নতুন মাযহাবে শাফিঈর অভিমত হলো যে, তা অন্য (মারাসীলের) মতোই।

এরপর, এই হাদীসটি যা শাফিঈ সাঈদ (ইবনুল মুসায়্যাব)-এর মারাসীল থেকে উল্লেখ করেছেন, তা মাক্বূল (গ্রহণযোগ্য) মুরসালের প্রকারভেদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উপযুক্ত। কারণ, এটিকে একজন সাহাবীর উক্তি সমর্থন করেছে এবং অধিকাংশ আলিম এর মর্ম অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়েছেন। আর এর একটি অন্য মুরসাল শাহেদ (সমর্থনকারী বর্ণনা) রয়েছে, যা এমন একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি প্রথমোক্ত হাদীসের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) থেকে ভিন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে ইলম (জ্ঞান) গ্রহণ করেছেন। এবং আরেকটি মুসনাদ শাহেদও রয়েছে, ফলে তিনি বর্ণনা করেছেন...

(ص: 227) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ جُزُورًا قَدْ جُزِرَتْ، فَجَزَّيْتُ أَرْبَعَةَ
أَجْزَاءٍ، كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا بِعَنَاقٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ مِنْهَا جُزْءًا، فَقَالَ لِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيْتٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ
الرَّجُلَ فَأَخْبَرْتُ عَنْهُ خَبْرًا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَهَذَا حَدِيثٌ أُرْسِلَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ رَجُلٍ (ق 68 \ 1) مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُرْسَلًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ سَعِيدٍ، فَإِنَّهُ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ لَا يَعْرِفَهُ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ الْمَكِّيَّ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ.

قَالَ: وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ الْحَفَّازَ اخْتَلَفُوا فِي سَبَاحِ الْحَسَنِ مِنْ سُرَّةَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ، فَبَيْنَهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ، فَيَكُونُ مِثَالًا لِلْفَضْلِ الْأَوَّلِ يَعْنِي مَا لَهُ شَاهِدٌ مُسْنَدٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَيَكُونُ أَيْضًا مُرْسَلًا انْضَمَّ إِلَى مُرْسَلِ سَعِيدٍ. انْتَهَى.

الثَّانِيَّةُ: صَوَّرَ الرَّازِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ الْمُسْنَدَ الْعَاضِدَ، بِأَنْ لَا يَكُونَ

-
[তাদরিবুর রাবী]

বায়হাকী তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে শাফিঈর সূত্রে, মুসলিম ইবনে খালিদ থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আল-কাসিম ইবনে আবি বাযযা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আমি মদীনায় আগমন করে একটি উট দেখতে পেলাম, যা জবাই করা হয়েছিল এবং চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। এর প্রতিটি অংশ একটি বকরীর বাচ্চার বিনিময়ে। আমি তার থেকে একটি অংশ কিনতে চাইলাম। তখন মদীনার একজন লোক আমাকে বলল: "রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবিতের বিনিময়ে মৃত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" আমি সেই লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তার সম্পর্কে তথ্য জানতে পারলাম।

বায়হাকী বলেন: এটি এমন একটি হাদীস যা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। আর কাসিম ইবনে আবি বাযযা মদীনার একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি (ق 68 \ 1) থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন। এবং স্পষ্টত, এই লোকটি সাঈদ (ইবনুল মুসাইয়াব) নন, কারণ তিনি (সাঈদ) এত বেশি প্রসিদ্ধ যে মক্কাবাসী কাসিম ইবনে আবি বাযযার তাকে না চেনার এবং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই আসে না।

তিনি (বায়হাকী) বলেন: আর আমরা তা হাসান থেকে, তিনি সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসেবেও বর্ণনা করেছি। তবে হাফেযগণ আকীকা সংক্রান্ত হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসে হাসানের সামুরা থেকে শ্রবণ (রিওয়ায়াত) বিষয়ে মতভেদ

করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে (শুনার বিষয়টি) প্রমাণ করেছেন, সেক্ষেত্রে এটি প্রথম অধ্যায়ের উদাহরণ হবে—অর্থাৎ যার একটি মুসনাদ শাহেদ (সমর্থনকারী বর্ণনা) রয়েছে। আর তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তা প্রমাণ করেননি, সেক্ষেত্রে এটিও মুরসাল হবে এবং সাঙ্গিদের মুরসালের সাথে যুক্ত হবে। সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ত: উসুলবিদদের মধ্যে রাযী এবং অন্যান্যরা আযিদ মুসনাদের চিত্রায়ন করেছেন, এই শর্তে যে, তা হবে না

(ص: 228) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مُنْتَهَى الْإِسْنَادِ، لِيَكُونَ الْإِحْتِجَاجُ بِالْمَجْمُوعِ، وَإِلَّا فَلَا حُتْجَاجُ حِينَئِذٍ بِالْمُسْنَدِ فَقَطْ، وَلَيْسَ بِمَخْصُوصٍ بِذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

الثَّالِثَةُ: زَادَ الْأُصُولِيُّونَ فِي الْإِعْتِضَادِ أَنْ يُوَافِقَهُ قِيَاسٌ أَوْ انْتِشَارٌ مِنْ غَيْرِ انْكَارٍ، أَوْ عَمَلُ أَهْلِ الْعَصْرِ بِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمَأُورِدِيِّ ذِكْرُ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: وَأَفْتَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمُقْتَضَاهُ.

الرَّابِعَةُ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ لَا أَقْبَلُ الْمُرْسَلِ، وَلَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي قَبْلَهَا الشَّافِعِيُّ حَسْبًا لِلْبَابِ، بَلْ وَلَا مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا احْتَمَلَ سَمَاعُهُ مِنْ تَابِعِيٍّ.

قَالَ: وَالشَّافِعِيُّ لَا يُوجِبُ الْإِحْتِجَاجَ بِهِ فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ بَلْ يَسْتَحِبُّهُ، كَمَا قَالَ: أَسْتَحِبُّ قَبُولَهُ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ: الْحُجَّةُ تَثْبُتُ بِهِ ثُبُوتُهَا بِالْمُتَّصِلِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: فَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَارَضَهُ مُتَّصِلٌ قَدَّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ حُجَّةً مُطْلَقًا ; تَعَارُضًا، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ أَسْتَحِبُّ: اخْتَارُ، وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمَهَذَّبِ.

الخَامِسَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ دَلِيلٌ سِوَى الْمُرْسَلِ، فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ: ثَالِثُهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ يَجِبُ الْإِنْكَفَافُ لِأَجْلِهِ.

السَّادِسُ: تَلَخَّصَ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ عَشْرَةُ أَقْوَالٍ: حُجَّةٌ مُطْلَقًا، لَا يُحْتَجُّ بِهِ مُطْلَقًا، يُحْتَجُّ بِهِ (ق 68 \ ب) إِنْ أَرْسَلَهُ أَهْلُ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يُزَوْ إِلَّا عَنْ عَدَلٍ، يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ أَرْسَلَهُ سَعِيدٌ فَقَطْ، يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ اعْتَضَدَ، يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ سِوَاهُ، هُوَ أَقْوَى مِنَ الْمُسْنَدِ، يُحْتَجُّ بِهِ نَدْبًا لَا وَجُوبًا، يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ أَرْسَلَهُ صَحَابِيٌّ.

السَّابِعَةُ: تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ ابْنِ جَرِيرٍ: إِنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ، وَإِنَّ الشَّافِعِيَّ أَوَّلَ مَنْ أَبَاهُ، وَقَدْ تَنَبَّهَ الْبَيْهَقِيُّ لِذَلِكَ، فَقَالَ فِي " الْمُدْخَلِ ": بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ضَعْفِ الْمَرَاسِيلِ بَعْدَ تَغْيِيرِ النَّاسِ وَظُهُورِ الْكُذْبِ وَالْبِدْعِ، وَأُورِدَ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ

-

[তাদরিবুর রাবী]

সনদের উত্থানের জন্য, যাতে সামগ্রিকভাবে প্রমাণ গ্রহণ করা যায়। অন্যথায়, তখন কেবল মুসনাদ দ্বারাই প্রমাণ গৃহীত হবে এবং এটি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি গ্রন্থকারের বক্তব্যে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তৃতীয়: উসুলীগণ সমর্থনের ক্ষেত্রে আরও যুক্ত করেছেন যে, এটিকে কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক অনুমান) অথবা অস্বীকৃতি ছাড়া ব্যাপক প্রচলন সমর্থন করবে, অথবা সমসাময়িক আলেমদের (যুগবাসীদের) এর উপর আমল থাকবে। মাওয়াদীর বক্তব্যে শেষ দুটি রূপের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে এবং স্পষ্টতই এই দুটি ইমাম শাফিঈর এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত: "এবং অধিকাংশ আহলে ইলম (জ্ঞানীরা) এর দাবি অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন।"

চতুর্থ: কাজী আবু বকর বলেছেন, আমি মুরসাল গ্রহণ করি না, এমনকি সেই স্থানগুলোতেও নয় যেখানে ইমাম শাফিঈ অধ্যায়টিকে চূড়ান্তভাবে বন্ধ করার জন্য এটিকে গ্রহণ করেছেন। বরং সাহাবীর মুরসালও নয়, যদি তার তাবেঈ থেকে শোনার সম্ভাবনা থাকে।

তিনি বলেছেন: এবং শাফিঈ এই স্থানগুলোতে এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণকে ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) করেন না, বরং মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) মনে করেন, যেমন তিনি বলেছেন: "আমি এর গ্রহণীয়তা পছন্দ করি, কিন্তু আমি বলতে পারি না যে, এর দ্বারা প্রমাণ এমনভাবে সাব্যস্ত হয় যেমন মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত) হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়।"

অন্য একজন বলেছেন: এর ফায়দা (উপকারিতা) হলো, যদি এটিকে কোনো মুত্তাসিল হাদিস বিরোধিতা করে, তবে সেটিকে (মুত্তাসিলকে) প্রাধান্য দেওয়া হবে। যদি এটি (মুরসাল) নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণযোগ্য হতো, তবে উভয়ই (মুরসাল ও মুত্তাসিল) পরস্পর বিরোধী হতো। কিন্তু বাইহাকী বলেছেন: শাফিঈর "আসতাহিবু" (আমি পছন্দ করি) বলার উদ্দেশ্য হলো "আমি নির্বাচন করি" (অর্থাৎ আমি এটিকে গ্রহণ করাকে প্রাধান্য দিই)। এবং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) "শারহুল মুহাযযাব" গ্রন্থেও একই কথা বলেছেন।

১ -

পঞ্চম: যদি কোনো অধ্যায়ে মুরসাল ছাড়া অন্য কোনো দলিল না থাকে, তাহলে শাফিঈর তিনটি মত রয়েছে; তার তৃতীয় মত, এবং যা অধিক স্পষ্ট, তা হলো এর কারণে বিরত থাকা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

ষষ্ঠ: মুরসাল দ্বারা প্রমাণ গ্রহণে দশটি মত সংক্ষেপিত হয়েছে: (১) নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণযোগ্য; (২) নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণযোগ্য নয়; (৩) এটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে (ক ৬৮/খ) যদি প্রথম তিন যুগের লোকেরা এটিকে মুরসাল করেন; (৪) এটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে যদি কেবল আদল (নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণিত হয়; (৫) এটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে যদি কেবল সাঈদ (অর্থাৎ ইবনুল মুসায়্যিব) এটিকে মুরসাল করেন; (৬) এটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে যদি এটি অন্য কিছু দ্বারা সমর্থিত হয়; (৭) এটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে যদি অধ্যায়ে এটি ছাড়া অন্য কিছু না থাকে; (৮) এটি মুসনাদ হাদিসের চেয়েও শক্তিশালী; (৯) এটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে নদ্ব (পছন্দনীয়) হিসাবে, ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) হিসাবে নয়; (১০) এটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে যদি কোনো সাহাবী এটিকে মুরসাল করেন।

সপ্তম: ইবনু জারীরের বক্তব্যে পূর্বে এসেছে যে, তাবেঈগণ মুরসাল গ্রহণ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং শাফিঈই প্রথম ব্যক্তি যিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং বাইহাকী এই বিষয়ে সতর্ক হয়েছেন। অতঃপর তিনি "আল-মাদখাল" গ্রন্থে বলেছেন: "মানুষের পরিবর্তন, মিথ্যা ও বিদআতের প্রকাশের পর মারাসিল (মুরসাল হাদিসসমূহ) এর দুর্বলতার

উপর যা দ্বারা প্রমাণ করা যায়, সেই অধ্যায়।" এবং এতে তিনি যা বের করেছেন তা উল্লেখ করেছেন।

(ص: 229) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يُسْأَلُ عَنْ إِسْنَادِ حَدِيثٍ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ سُئِلَ عَنْ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ، فَيُنْظَرُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ تُرِكَ حَدِيثُهُ.

الثَّامِنَةُ: قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ: أَكْثَرُ مَا تُرَوَّى الْمَرَاسِيلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، وَمِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ مَكْحُولٍ.

قَالَ: وَأَصْحُهَا كَمَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ، مَرَّاسِيلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَأَدْرَكَ الْعَشْرَةَ، وَفَقِيهُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَمُفْتِيهِمْ، وَأَوَّلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يَعْتَدُّ مَالِكٌ بِإِجْمَاعِهِمْ، كَإِجْمَاعِ كَافَّةِ النَّاسِ، وَقَدْ تَأَمَّلَ الْأَئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ مَرَّاسِيلَهُ فَوَجَدُوهَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، وَهَذِهِ الشَّرَاطِطُ لَمْ تَوْجَدْ فِي مَرَّاسِيلِ غَيْرِهِ.

قَالَ: وَالِدَلِيلِ عَلَى عَدَمِ الْإِحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ غَيْرِ الْمُسْوُوعِ مِنَ الْكِتَابِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [التوبة: 122]، وَمِنْ السُّنَّةِ حَدِيثٌ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ.

التَّاسِعَةُ: تَكَلَّمَ الْحَاكِمُ عَلَى مَرَايِيلِ سَعِيدٍ فَقَطَّ، دُونَ سَائِرِ مَنْ ذُكِرَ مَعَهُ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ: فَمَرَايِيلُ عَطَاءٍ، (ق 69 \ أ) ، قَالَ ابْنُ الْبَيْهَقِيِّ: كَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ ضَرْبٍ، مُرْسَلَاتٍ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُرْسَلَاتِهِ بِكَثِيرٍ.

-
তাদরীবুর রাবী

মুসলিম, ইবন সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল যখন কোনো হাদীসের ইসনাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো না। অতঃপর যখন ফিতনা সংঘটিত হলো, তখন হাদীসের ইসনাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতে লাগলো। অতঃপর দেখা হতো, যে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তার হাদীস গ্রহণ করা হতো, আর যে আহলে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত তার হাদীস বর্জন করা হতো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: আল-হাকিম 'উলুমুল হাদীস' গ্রন্থে বলেছেন: অধিকাংশ মুরসাল হাদীস মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে ইবনুল মুসাইয়িবের সূত্রে, মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে আতা ইবনে আবি রাবাহের সূত্রে, বসরার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে হাসান বসরীর সূত্রে, কুফার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখা'ঈর সূত্রে, মিসরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সাঈদ ইবনে আবি হিলালের সূত্রে, এবং শামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে মাকহুলের সূত্রে বর্ণিত হয়।

তিনি বলেছেন: আর সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহীহ হলো, যেমন ইবন মা'ঈন বলেছেন, ইবনুল মুসাইয়িবের মুরসাল হাদীসসমূহ; কারণ তিনি সাহাবীদের বংশধরদের একজন ছিলেন এবং দশজন (বিশিষ্ট সাহাবী)-কে পেয়েছিলেন, এবং তিনি হিজাজের অধিবাসীদের ফকীহ ও মুফতি ছিলেন, এবং সেই সাত ফকীহের প্রথমজন যাদের ইজমা'কে মালিক (ইমাম মালিক) সকল মানুষের ইজমা'র মতো গণ্য করতেন। আর পূর্ববর্তী ইমামগণ তাঁর মুরসাল হাদীসসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেগুলোকে সহীহ সনদযুক্ত পেয়েছেন, এবং এই শর্তসমূহ তাঁর (ইবনুল মুসাইয়িবের) ব্যতীত অন্য কারো মুরসাল হাদীসে পাওয়া যায়নি।

তিনি বলেছেন: আর কুরআন থেকে, যে মুরসাল (হাদীস) শোনা যায়নি (বা ইসনাদ অনুপস্থিত), তার দ্বারা প্রমাণ পেশ না করার দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী: {যেন তারা দ্বীনে গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসে, তখন তাদেরকে সতর্ক করে} [সূরা আত-তাওবা: ১২২], এবং সুন্নাহ থেকে হাদীসটি হলো: "তোমরা (আমার

কথা) শুনবে এবং তোমাদের থেকে (মানুষ) শুনবে, এবং তোমাদের থেকে যারা শুনবে তাদের থেকে (অন্যরা) শুনবে।"

নবম পরিচ্ছেদ: হাকিম শুধু সাঈদ (ইবনুল মুসাইয়িব)-এর মুরসাল হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তার সাথে উল্লেখিত অন্যদের সম্পর্কে নয়, আর আমরা তা উল্লেখ করছি: আতা'র মুরসাল হাদীস প্রসঙ্গে, (পৃ. ৬৯ \ ক), ইবনুল মাদীনী বলেছেন: আতা (হাদীস) গ্রহণ করতেন সকল প্রকার (ব্যক্তি) থেকে, মুজাহিদের মুরসাল হাদীসগুলো আমার কাছে তার (আতার) মুরসাল হাদীসগুলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়।

(ص: 230) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مُرْسَلَاتُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَصَحُّ الْمُرْسَلَاتِ، وَمُرْسَلَاتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لَا بَأْسَ بِهَا، وَلَيْسَ فِي الْمُرْسَلَاتِ أَضْعَفُ مِنْ مُرْسَلَاتِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَمَرَّاسِيلُ الْحَسَنِ تَقْدَمُ الْقَوْلُ فِيهَا عَنْ أَحْمَدَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: مُرْسَلَاتُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ الثَّقَاتُ صَحَاحٌ، مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ مِنْهَا.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كُلُّ شَيْءٍ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدْتُ لَهُ أَصْلًا ثَابِتًا، مَا خَلَا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: مَا قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلًا إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْنِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا جَزَمَ بِهِ الْحَسَنُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكَ تُحَدِّثُنَا فَتَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ تُسْنِدُهُ لَنَا إِلَى مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهَا الرَّجُلُ مَا
كَذَبْنَا وَلَا كُذِّبْنَا، وَلَقَدْ غَزَوْنَا غَزْوَةً إِلَى خُرَاسَانَ وَمَعَنَا فِيهَا ثَلَاثِيئَةٌ مِنْ أَصْحَابِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[তাদরিবুল রাবী]

আহমাদ ইবন হাম্বল বলেছেন: সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের মুরসালগুলো সবচেয়ে সহীহ মুরসাল। আর ইবরাহীমুন নাখায়ীর মুরসালগুলোতে কোনো সমস্যা নেই। মুরসালগুলোর মধ্যে হাসান (আল-বাসরী) এবং আতা ইবন আবি রাবাহের মুরসালগুলোর চেয়ে দুর্বল কিছু নেই; কারণ তারা উভয়ে যেকোনো লোকের কাছ থেকে (হাদীস) গ্রহণ করতেন। আর হাসানের মুরসালগুলো সম্পর্কে আহমাদ (ইবন হাম্বল)-এর উক্তি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইবনুল মাদীনী বলেছেন: হাসানুল বাসরীর সেই মুরসালগুলো, যেগুলো নির্ভরযোগ্য রাবীগণ তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সহীহ। সেগুলো থেকে খুব কমই বাদ পড়ে (অর্থাৎ, ত্রুটিযুক্ত হয়)।

আবু যুর'আহ বলেছেন: হাসান যা কিছু "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" বলে বর্ণনা করেছেন, আমি চারটি হাদীস ব্যতীত বাকি সবগুলোর একটি নির্ভরযোগ্য মূল ভিত্তি (সনদ) পেয়েছি।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন: হাসান তাঁর হাদীসে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" যা কিছু বলেছেন, এক বা দুটি হাদীস ছাড়া আমরা তার একটি মূল ভিত্তি পেয়েছি।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: সম্ভবত তিনি (অর্থাৎ, হাসান) যা দৃঢ়ভাবে বলেছেন, তা বুঝিয়েছেন।

অন্যজন বলেছেন: এক ব্যক্তি হাসানকে বললেন, "হে আবু সাঈদ! আপনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।' আপনি যদি এটি আমাদের জন্য বর্ণনা করতেন যে, কে আপনাকে এটি বর্ণনা করেছে (অর্থাৎ, সনদ

উল্লেখ করতেন)?" তখন হাসান বললেন, "হে লোক! আমরা মিথ্যা বলিনি এবং আমাদের ওপর মিথ্যা আরোপ করা হয়নি। আর আমরা খোরাসানের দিকে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, এবং তাতে আমাদের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনশত সাহাবী ছিলেন।"

(ص: 231) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَمْ تُدْرِكْهُ؟ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتُكَ مِنِّي مَا أَحْبَبْتُكَ، إِنِّي فِي زَمَانٍ كَمَا تَرَى؟ وَكَانَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ، كُلُّ شَيْءٍ سَمِعْتَنِي أَقُولُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ غَيْرَ أَنِّي فِي زَمَانٍ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَذْكُرَ عَلَيْهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ مَا أَسْنَدَ مِنْ حَدِيثِهِ أَوْ رَوَى عَنْ سَعِيدٍ مِنْهُ، فَهُوَ حَسَنٌ حُجَّةً، وَمَا أُرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: مَرَّاسِيلُ (ق 69 \ ب) الْحَسَنِ عِنْدَهُمْ شِبْهُ الرِّيحِ. وَأَمَّا مَرَّاسِيلُ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: مَرَّاسِيلُ إِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَرَّاسِيلِ الشَّعْبِيِّ.

وَعَنْهُ أَيْضًا: أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ مُرْسَلَاتِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهَا.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَسْنَدُ لِي، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي سَبَعْتُ، وَإِذَا قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَهُوَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ.

- 1

[তাদরিবুর রাবী]

ইউনুস ইবনে উবাইদ বলেন: আমি হাসান (আল-বাসরী) কে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আবু সাঈদ, আপনি বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,' অথচ আপনি তাঁকে পাননি?" তিনি বললেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ যা তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। যদি তোমার প্রতি আমার বিশেষ মর্যাদা না থাকত, তবে আমি তোমাকে বলতাম না। আমি এমন এক যুগে আছি, যেমনটি তুমি দেখতে পাচ্ছ (আর তিনি হাজ্জাজের যুগে ছিলেন)। তুমি আমাকে যা কিছু বলতে শোনো: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,' তা সবই আলী ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণিত। তবে আমি এমন এক যুগে আছি যখন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম উল্লেখ করতে পারি না।"

মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ বলেন: তাঁর (হাসানের) যে হাদীস মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে অথবা তিনি যার থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, তা হাসান (উত্তম) ও হুজ্জাহ (প্রমাণযোগ্য)। আর যে হাদীস তিনি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তা হুজ্জাহ নয়।

ইরাকী বলেন: তাদের (মুহাদিসগণের) নিকট হাসানের মারাসিল (৬৯/খ) বাতাসের মতো (অর্থাৎ দুর্বল)।

আর নখায়ী এর মারাসিল সম্পর্কে ইবনে মাঈন বলেন: ইব্রাহীম (নখায়ী)-এর মারাসিল আমার নিকট শা'বী এর মারাসিল থেকে অধিক প্রিয়।

এবং তাঁর (ইবনে মাঈনের) থেকে আরও বর্ণিত: এগুলি (ইব্রাহীমের মারাসিল) আমার নিকট সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, কাসিম এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব এর মুরসালাত থেকেও অধিক পছন্দনীয়।

আহমদ (ইবনে হাম্বল) বলেন: এগুলোতে কোন অসুবিধা নেই।

আ'মাশ বলেন: আমি ইব্রাহীম নখায়ী কে বললাম, "আপনি ইবনে মাসউদ থেকে আমাকে ইসনাদ সহকারে বর্ণনা করুন।" তিনি বললেন: "যখন আমি তোমাদেরকে কোন এক ব্যক্তি থেকে, সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণনা করি, তখন তা সেটাই যা আমি (সরাসরি) শুনেছি। আর যখন আমি বলি: 'আবদুল্লাহ বলেছেন,' তখন তা আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত।"

১ -

(ص: 232) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْعَاشِرَةُ: فِي مَرَّاسِيلَ أُخَرَ ذَكَرَهَا التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا. مَرَّاسِيلُ الزُّهْرِيِّ: قَالَ ابْنُ مَعِينٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ: لِأَنَّا نَجِدُهُ يَرْوِي عَنْ سُليمان بْنِ أَرْقَمَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: مُرَّسَلُ الزُّهْرِيِّ شَرٌّ مِنْ مُرَّسَلِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ حَافِظٌ، وَكُلَّمَا قَدَّرَ أَنْ يُسَيِّي سَيِّئًا، وَإِنَّمَا يَتْرُكُ مَنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُسَيِّيَهُ. وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يَرَى إِرسَالَ قَتَادَةَ شَيْئًا، وَيَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيحِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: مُرَّسَلَاتُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُرَّسَلَاتِ عَطَاءٍ، قِيلَ: فَمُرَّسَلَاتُ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَوْ مُرَّسَلَاتُ طَاوُسٍ؟ قَالَ: مَا أَقْرَبَهُمَا. وَقَالَ أَيُّضًا: مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكُلُّ ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَيُّضًا: سُفْيَانٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ شَبْهُ لَا شَيْءَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ إِسْنَادٌ صَلَحَ.

وَقَالَ: مُرْسَلَاتُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، وَالْأَعْمَشِ، وَالتَّيْبِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ شَبَهُ لَا شَيْءَ، وَمُرْسَلَاتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَمُرْسَلَاتُ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَمُرْسَلَاتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُرْسَلَاتِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

[তাদরিবুর রাবী]

দশম অধ্যায়: অন্যান্য মুরসাল হাদিস সম্পর্কে, যা তিরমিযী তাঁর জামি' গ্রন্থে, ইবন আবী হাতিম এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন।

যুহরীর মুরসাল হাদিসসমূহ: ইবন মাঈন ও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন: এগুলি কিছু নয় (অর্থাৎ দুর্বল)। শাফিঈও অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেছেন: কারণ আমরা তাঁকে সুলায়মান ইবন আরকাম থেকে বর্ণনা করতে দেখি।

বায়হাকী, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যুহরীর মুরসাল অন্যদের মুরসালের চেয়ে খারাপ; কারণ তিনি একজন হাফিজ, এবং যখনই তিনি নাম উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছেন, তখনই তিনি তা করেছেন। তিনি শুধুমাত্র তাদের নাম বাদ দিয়েছেন যাদের নাম উল্লেখ করতে তিনি পছন্দ করেননি।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ কাতাদাহ-এর ইরসালকে (মুরসাল বর্ণনাকে) কোনো কিছু মনে করতেন না এবং বলতেন: এটি বাতাসের মতো (অর্থাৎ ভিত্তিহীন)।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেছেন: সাঈদ ইবন জুবাইরের মুরসাল হাদিসসমূহ আমার কাছে আত্বা'র মুরসাল হাদিসসমূহের চেয়ে বেশি প্রিয়। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার কাছে কি মুজাহিদের মুরসাল বেশি প্রিয়, নাকি তাউসের মুরসাল? তিনি বললেন: তারা দু'টি কত কাছাকাছি!

তিনি আরও বলেছেন: মালিক, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে (বর্ণিত) আমার কাছে সুফিয়ান, ইবরাহীম থেকে (বর্ণিত)-এর চেয়ে বেশি প্রিয়, যদিও উভয়ই দুর্বল।

তিনি আরও বলেছেন: সুফিয়ান, ইবরাহীম থেকে (বর্ণিত) প্রায় কিছুই নয়; কারণ যদি এর একটি সনদ (বর্ণনার সূত্র) থাকত, তবে এটি সঠিক হতো।

তিনি বলেছেন: আবু ইসহাক আল-হামদানী, আ'মাশ, তায়মী এবং ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীরের মুরসাল হাদিসসমূহ প্রায় কিছুই নয়। ইসমাঈল ইবন আবী খালিদের মুরসাল হাদিসসমূহও কিছু নয়। আমার ইবন দীনারের মুরসাল হাদিসসমূহ আমার কাছে বেশি প্রিয়।

মুয়াবিয়া ইবন কুররাহর মুরসাল হাদিসসমূহ আমার কাছে যায়েদ ইবন আসলামের মুরসাল হাদিসসমূহের চেয়ে বেশি প্রিয়।

(ص: 233) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَمُرْسَلَاتُ ابْنِ عُيَيْنَةَ شِبْهُ الرِّيحِ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُرْسَلَاتُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، (ق 70 \ أ) ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْهُ.

الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ: وَقَعَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" أَحَادِيثُ مُرْسَلَةٌ، فَأَنْتَقَدْتُ عَلَيْهِ، وَفِيهَا مَا وَقَعَ الْإِسْرَافُ فِي بَعْضِهِ، فَأَمَّا هَذَا النَّوعُ فَعُذْرُهُ فِيهِ أَنَّهُ يُورَدُ مُحْتَجًّا بِالْمُسْنَدِ مِنْهُ لَا بِالْمُرْسَلِ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ لِلْخِلَافِ فِي تَقْطِيعِ الْحَدِيثِ، عَلَى أَنَّ الْمُرْسَلَ مِنْهُ قَدْ تَبَيَّنَ اتِّصَالُهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، كَقَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا حُجَيْنٌ ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى، عَنِ الْمُرَابَنَةِ. الْحَدِيثُ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ»، وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ. الْحَدِيثُ.

وَحَدِيثُ سَعِيدٍ وَصَلَهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.

وَحَدِيثُ سَالِمٍ وَصَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأُخْرِجَ فِي الْأَضَاحِي
حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَقِيدٍ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ» .

[তাওদিবুর রাবী]

ইবনে উয়াইনার মুরসাল বর্ণনাগুলো বাতাসের ন্যায়, আর সুফিয়ান ইবনে সাঈদের (বর্ণনাগুলোও)। তবে মালেক ইবনে আনাসের মুরসাল বর্ণনাগুলো আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় (পৃ. ৭০/ক)। এবং সেই কওমের মধ্যে হাদীসের দিক থেকে তাঁর (মালেকের) চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কেউ নেই।

একাদশতম: সহীহ মুসলিম-এ মুরসাল হাদীস এসেছে, যার জন্য তাঁর (ইমাম মুসলিমের) সমালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু হাদীসে ইরসাল (সনদের বিচ্ছিন্নতা) ঘটেছে। এই ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর (ইমাম মুসলিমের) ওজর হলো যে, তিনি একে মুসনাদ (সনদসহ নিরবচ্ছিন্ন) অংশ দ্বারা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন, মুরসাল (সনদবিহীন বিচ্ছিন্ন) অংশ দ্বারা নয়। হাদীস খণ্ডিতকরণ (তারুতীউল হাদীস) সংক্রান্ত মতভেদের কারণে তিনি শুধুমাত্র এর উপর নির্ভর করেননি। উপরন্তু, এর মুরসাল অংশ অন্য একটি সূত্রে সংযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, কিতাবুল বুযু‘ (বিক্রয় সংক্রান্ত অধ্যায়)-এ তাঁর উক্তি: মুহাম্মাদ ইবনে রাফে‘ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে হুযাইন বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে লাইস বর্ণনা করেছেন, উকাইল থেকে, তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়াব থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘মুযাবানা’ থেকে নিষেধ করেছেন। (হাদীসটি)। তিনি (ইমাম মুসলিম) বলেন: এবং সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে, তিনি বলেছেন: "তোমরা খেজুর কিনবে না যতক্ষণ না তার পরিপক্বতা প্রকাশ পায় এবং তোমরা খেজুরের বিনিময়ে খেজুর কিনবে না।" সালিম আরো বলেছেন: আব্দুল্লাহ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, যায়েদ ইবনে ছাবিত থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে, তিনি ‘আরিয়্যাহ’তে অনুমতি দিয়েছেন। (হাদীসটি)।

এবং সাঈদ-এর হাদীসটিকে তিনি সুহাইল ইবনে আবি সালিহ-এর হাদীস থেকে, তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ থেকে, এবং সাঈদ ইবনে মীনা ও আবু যুবাইর-এর হাদীস থেকে, তাঁরা জাবির থেকে সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

এবং তিনি (ইমাম মুসলিম) ও বুখারী উভয়েই আতা' থেকে, তিনি জাবির থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এবং সালিম-এর হাদীসটিকে তিনি যুহরী-এর হাদীস থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। আর আল-আদাহী (কুরবানী সংক্রান্ত অধ্যায়)-তে তিনি মালেক-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বাকর থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি ওয়াকিদ থেকে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।"

(ص: 234) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْرَةٍ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ الْحَدِيثَ.

فَالْأَوَّلُ مُرْسَلٌ وَالْآخِرُ مُسْنَدٌ، وَبِهِ اخْتِجَّ.

وَقَدْ وَصَلَ الْأَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

وَفِيهِ مِنْ هَذَا النَّمِطِ نَحْوُ عَشْرَةِ أَحَادِيثَ، وَالْحِكْمَةُ فِي إِيرَادِ مَا أُرْدَهُ مُرْسَلًا بَعْدَ إِيرَادِهِ مُتَّصِلًا إِفَادَةُ الْإِخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِيهِ.

وَمِمَّا أُرْدَهُ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَصِلْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَدِيثُ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ: كَانَ

حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا، الْحَدِيثُ لَمْ يُزَوْ مَوْصُولًا (ق 70 \ ب) عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ وَجْهِ يَصِحُّ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: صَنَّفَ فِي الْمَرَّاسِيلِ أَبُو دَاوُدَ، ثُمَّ أَبُو حَاتِمٍ، ثُمَّ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ
الْعَلَايِيُّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُرْسَلٍ الصَّحَابِيِّ، أَمَّا مُرْسَلُهُ) ، كِخْبَارِهِ، عَنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ لِصَغَرِ سِنِّهِ أَوْ تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ،
(فَمَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا
وغيرِهِمْ، وَأُطْبِقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ الْقَائِلُونَ بِضَعْفِ الْمُرْسَلِ، وَفِي
الصَّحِيحِينَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُحْصَى ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ رَوَايَاتِهِمْ، عَنْ الصَّحَابَةِ، وَكُلُّهُمْ عُذُولٌ،
وَرَوَايَاتُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ نَادِرَةٌ، وَإِذَا رَوَوْهَا بَيَّنُّوَهَا، بَلْ أَكْثَرُ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ، عَنْ
التَّابِعِينَ

-

[তাদরীবুর রাবী]

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বকর বলেন: আমি তা আমরাহকে জানালে তিনি বললেন: সে সত্য বলেছে, আমি আয়িশা (রা.)-কে হাদিসটি বলতে শুনেছি।

সুতরাং প্রথমটি মুরসাল এবং পরেরটি মুসনাদ, আর এটি দ্বারাই প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

আর প্রথমটি ইবনে উমরের হাদিস থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এবং এতে এই ধরনের প্রায় দশটি হাদিস রয়েছে। আর মুত্তাসিল রূপে বর্ণনার পর মুরসাল রূপে বর্ণনা করার হিকমত হলো তাতে সংঘটিত মতপার্থক্যকে স্পষ্ট করা।

এবং যেসব হাদিসকে তিনি মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন এবং অন্য কোনো স্থানে তার সানাদ সংযুক্ত করেননি, তার মধ্যে আবুল আলা ইবনে আশ-শিখখীরের হাদিসটি রয়েছে: "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহের কিছু কিছু অপর কিছুকে রহিত করতো।" এই হাদিসটি সাহাবীগণ থেকে কোনো সহীহ সূত্রে মুসনাদ (মাওসুল) রূপে বর্ণিত হয়নি। (ق 70 \)

ب)

দ্বাদশ মাসআলা: মারাসিল (মুরসাল হাদিস) বিষয়ে সংকলন করেছেন আবু দাউদ, অতঃপর আবু হাতিম, অতঃপর পরবর্তী কালের হাফিয আবু সাঈদ আল-আলাই।

(এই সব আলোচনা সাহাবীর মুরসাল ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু সাহাবীর মুরসাল হলে), যেমন, যখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কাজ বা অনুরূপ কিছু সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যা তার অল্প বয়স বা দেরিতে ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়, (তখন তা সহীহ মাযহাব অনুযায়ী সহীহ বলে গণ্য হয়)। যে মতটি আমাদের সাথী ও অন্যদের মধ্যকার অধিকাংশ উলামা চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেছেন এবং যে বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ, যারা সহীহ হাদিসের শর্তারোপকারী এবং মুরসালকে দুর্বল বলেছেন, তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ এমন অসংখ্য হাদিস রয়েছে; কারণ তাদের (সাহাবীগণের) অধিকাংশ বর্ণনা সাহাবীগণ থেকে, আর তারা সবাই বিশ্বস্ত (আদিল)। এবং অন্যদের থেকে তাদের বর্ণনা বিরল। আর যখন তারা অন্যদের থেকে বর্ণনা করেন, তখন তা স্পষ্ট করে দেন। বরং সাহাবীগণ যা কিছু তাবেয়ীন থেকে বর্ণনা করেছেন,

(ص: 235) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الْعَاشِرُ: الْمُنْقَطِعُ: الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، وَالْخَطِيبُ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الْمُنْقَطِعَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ انْقِطَاعُهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي رِوَايَةِ مَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ، عَنِ الصَّحَابِيِّ كَمَا لَكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقِيلَ: هُوَ مَا اخْتَلَفَ مِنْهُ رَجُلٌ قَبْلَ التَّابِعِيِّ مَحْذُوفًا كَانَ أَوْ مُبْهَمًا، كَرَجُلٍ. وَقِيلَ: هُوَ مَا رُوِيَ عَنِ تَابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا، وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ.

[تدريب الراوي]

لَيْسَ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةً، بَلْ إِسْرَائِيلِيَّاتٌ، أَوْ حِكَايَاتٌ، أَوْ مَوْقُوفَاتٌ. (وَقِيلَ: إِنَّهُ كَمُرْسَلٍ غَيْرِهِ) لَا يُحْتَجُّ بِهِ، (إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الرِّوَايَةَ، عَنْ صَحَابِيٍّ)، زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ، وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَقَالَ: الصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

[النوع العاشر المنقطع]

(النوع العاشر: المنقطع، الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء، والخطيب، وابن عبد البر، وغيرهم من محدثين أن المنقطع: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه)، سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره، فهو والمرسل واحد.

(و) لكن (أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي، عن الصحابي، كما لي عن ابن عمر، وقيل: هو ما اختل)، أي سقط (منه رجل قبل التابعي)، هكذا عبّر ابن الصلاح تبعاً للحاكم، والصواب قبل الصحابي (محدوفاً كان) الرجل، (أو مبهمًا كرجل) هذا بناء على ما تقدم أن فلاناً، عن رجل يسى منقطعاً.

দশম প্রকার: মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন): ফুকাহাগণ, খতীব, ইবনু আব্দুল বার্র এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের নিকট সঠিক অভিমত হলো, মুনকাতি' সেই হাদীস যার সনদ কোনোভাবেই সংযুক্ত নয়, বিচ্ছিন্নতা যে রূপেরই হোক না কেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয় যখন কোনো তাবিঈর নিচের স্তরের বর্ণনাকারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যেমন মালিক ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং বলা হয়েছে: এটি এমন (হাদীস) যা থেকে তাবিঈর পূর্বে একজন বর্ণনাকারী অনুপস্থিত বা مبهم (অস্পষ্ট) থাকে, যেমন 'একজন ব্যক্তি' (বলে বর্ণনা করা হয়)। এবং বলা হয়েছে: এটি সেই (হাদীস) যা তাবিঈ বা তার নিচের স্তরের কারো উক্তি বা কর্ম হিসেবে বর্ণিত হয়। তবে এই অভিমতটি 'গরীব' (বিরল) ও 'দ্বাঈফ' (দুর্বল)।

-

[তাদরীবুর রাবী]

এগুলো মারফু' হাদীস নয়, বরং ইসরাঈলিয়াত (ইহুদী ও খ্রিস্টান উৎস থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা), বা কিসসা-কাহিনী, অথবা মাওকুফাত (সাহাবীর উক্তি বা কর্ম)।

(এবং বলা হয়েছে: এটি অন্যের মুরসাল হাদীসের মতো) তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় না, (তবে যদি সাহাবী থেকে বর্ণনা স্পষ্ট করা হয়)। গ্রন্থাকার ইবনুস সালাহর মতের সাথে এটি যোগ করেছেন এবং শারহুল মুহাযযাবে আবু ইসহাক আল-ইসফারায়ীনী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: সঠিক অভিমতটি প্রথমোক্ত।

[দশম প্রকার: মুনকাতি']

(দশম প্রকার: মুনকাতি'। ফুকাহাগণ, খতীব, ইবনু আব্দুল বার্র এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের নিকট সঠিক অভিমত হলো, মুনকাতি' সেই হাদীস যার সনদ কোনোভাবেই সংযুক্ত নয়, বিচ্ছিন্নতা যে রূপেরই হোক না কেন), তার থেকে সাহাবী পতিত হোক বা অন্য কেউ, মুনকাতি' এবং মুরসাল একই।

(এবং) তবে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয় যখন কোনো তাবিঈর নিচের স্তরের বর্ণনাকারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যেমন মালিক ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন), এবং বলা হয়েছে: এটি সেই (হাদীস) যা থেকে, অর্থাৎ যা থেকে একজন বর্ণনাকারী (সাকিত) তাবিঈর পূর্বে পতিত হয়। এভাবেই ইবনু সালাহ হাকেমের অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করেছেন, তবে সঠিক হলো 'সাহাবীর পূর্বে' (সাকিত হওয়া)। সেই ব্যক্তি 'মাহযূফ' (অনুপস্থিত) হোক, (অথবা 'মুবহাম' (অস্পষ্ট) যেমন 'একজন ব্যক্তি' (বলে বর্ণনা করা)। এটি পূর্বোক্ত মতের উপর ভিত্তি করে যে, 'অমুক, একজন ব্যক্তি থেকে' – এই ধরনের বর্ণনাকে মুনকাতি' বলা হয়।

(ص: 236) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى خِلَافِهِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْمَشْهُورُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ وَاحِدًا فَقَطْ، أَوْ اثْنَيْنِ، لَا عَلَى التَّوَالِي كَمَا جَزَمَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (وَقِيلَ: هُوَ مَا رُوِيَ، عَنْ تَابِعِيٍّ، أَوْ مَنْ دُونَهُ قَوْلًا لَهُ، أَوْ فِعْلًا، (ق 71 \ أ) ، وَهَذَا غَرِيبٌ ضَعِيفٌ) ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ ذَلِكَ مَقْطُوعٌ، لَا مُنْقَطِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ. ثُمَّ إِنَّ الْإِنْقِطَاعَ قَدْ يَكُونُ ظَاهِرًا وَقَدْ يَخْفَى فَلَا يُدْرِكُهُ إِلَّا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ يُعْرَفُ بِسَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِزِيَادَةِ رَجُلٍ، أَوْ أَكْثَرَ.

- 1

فَائِدَةٌ

ذَكَرَ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ أَنَّ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا فِي إِسْنَادِهَا انْقِطَاعٌ.

وَأُجِيبَ عَنْهَا بِتَبْيِينٍ اِتِّصَالِهَا إِمَّا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عِنْدَهُ، أَوْ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ عِنْدَ غَيْرِهِ.
وَهِيَ حَدِيثُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ»، الْحَدِيثُ.
صَوَابُهُ حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، كَمَا أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدَيْهِمَا.

[তাদরিবুর রাবী]

এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশের মত এর বিপরীত। অতঃপর, এই উক্তিটিই প্রসিদ্ধ, এই শর্তে যে, বাদ পড়া বর্ণনাকারী কেবল একজন হবে, অথবা দুজন হবে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে নয়, যেমনটি আল-ইরাকী এবং শাইখুল ইসলাম নিশ্চিতভাবে বলেছেন। (এবং বলা হয়েছে: এটি তাবেয়ী অথবা তার নিম্নস্থ কারো থেকে তাঁর উক্তি বা কর্ম হিসেবে বর্ণিত হওয়া। (ক্বাফ ৭১/আলিফ), এবং এটি গারিব ও দুর্বল।) আর প্রসিদ্ধ মত হলো যে, এটি মাকতু', মুনকাতি' নয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর, ইনকিতা' (সংযোগহীনতা) কখনও স্পষ্ট হয় এবং কখনও গোপন থাকে, যা কেবল জ্ঞানীগণই বুঝতে পারেন। এবং এটি অন্য একটি সূত্রে একজন বা অধিক বর্ণনাকারীর বৃদ্ধি সহকারে আসা দ্বারাও পরিচিত হতে পারে।

1 -

ফায়েদা

আর-রশিদ আল-আত্তার উল্লেখ করেছেন যে, "সহীহ মুসলিম"-এ দশের অধিক এমন হাদীস রয়েছে যার সনদে ইনকিতা' (সংযোগহীনতা) বিদ্যমান।

এর জবাব দেওয়া হয়েছে তার (হাদীসের) অবিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট করার মাধ্যমে, হয় তাঁর (ইমাম মুসলিমের) কাছে বিদ্যমান অন্য কোনো সূত্রে, অথবা অন্য কারো কাছে বিদ্যমান সেই একই সূত্রে।

এবং এটি হলো হুমাইদ আত-তাওয়ীল কর্তৃক আবু রাফে' থেকে বর্ণিত হাদীস, «আবু হুরায়রা (রাঃ) মদীনার কিছু পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন», হাদীসটি।

এর সঠিক রূপ হলো হুমাইদ, আবু বকর আল-মুযানী থেকে, তিনি আবু রাফে' থেকে; যেমনটি পঞ্চগ্রন্থকার, আহমাদ এবং ইবনু আবী শাইবা তাঁদের মুসনাদ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 237) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ فِي الْعَطَاءِ، صَوَابُهُ:
السَّائِبُ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَفَاطُ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: لَمْ يَسْمَعْهُ السَّائِبُ مِنَ ابْنِ السَّعْدِيِّ، إِنَّمَا رَوَاهُ، عَنْ حُوَيْطِبٍ عَنْهُ، كَمَا
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَحَدِيثُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْهُجَلِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عُلَيْمَةَ فِي قِصَّةِ مَا عَزَّ، صَوَابُهُ:
يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْلَانَ، كَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
وَحَدِيثُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا: «تَقُومُ السَّاعَةُ
وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ» .
قَالَ الرَّشِيدُ: عَبْدُ الْكَرِيمِ لَمْ يُدْرِكِ الْمُسْتَوْرِدَ، وَلَا أَبُوهُ الْحَارِثُ لَمْ يُدْرِكْهُ، كَمَا قَالَ
الدَّارِقُطْنِيُّ قَالَ: وَإِنَّمَا أُورِدَهُ هَكَذَا فِي الشَّوَاهِدِ، وَإِلَّا فَقَدْ وَصَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنِ
اللَّيْثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

সা'ইব ইবন ইয়াযীদ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবন সা'দী থেকে, তিনি উমার (রাঃ) থেকে 'আতা (দান/ভাতা) সম্পর্কিত যে হাদীসটি বর্ণিত, তার সঠিক রূপ হলো: সা'ইব, তিনি হুয়াইতিব ইবন আব্দুল উয্যা থেকে (বর্ণনা করেছেন)। হাফিযগণ এমনই উল্লেখ করেছেন।

নাসাঈ বলেছেন: সা'ইব এটি ইবন সা'দী থেকে শোনেননি; বরং তিনি তা হুয়াইতিব থেকে, তিনি (ইবন সা'দী) থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন বুখারী ও নাসাঈ এটি সংকলন করেছেন। ইয়া'লা ইবনুল হারিস আল-মুহারিবি কর্তৃক গাইলান থেকে, তিনি 'আলকামাহ থেকে মা'ইয়ের ঘটনা সম্পর্কিত যে হাদীসটি বর্ণিত, তার সঠিক রূপ হলো: ইয়া'লা, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি গাইলান থেকে (বর্ণনা করেছেন)। নাসাঈ ও আবু দাউদ এমনই সংকলন করেছেন। আব্দুল কারীম ইবনুল হারিস কর্তৃক মুস্তাওরিদ ইবন শাদ্দাদ থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হলো: «কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং তখন রোমকগণ হবে সর্বাধিক মানুষ»। আর-রশীদ বলেছেন: আব্দুল কারীম মুস্তাওরিদের যুগ পাননি, এবং তার পিতা আল-হারিসও তাঁর যুগ পাননি, যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন। তিনি (দারাকুতনী) আরও বলেছেন: তিনি (আব্দুল কারীম) এটি এভাবেই 'শাওয়াহিদ' (সমর্থক প্রমাণসমূহ) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন; নতুবা তিনি এটিকে অন্য একটি সূত্রে লাইস থেকে, তিনি মূসা ইবন আলী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি মুস্তাওরিদ থেকে সংযুক্ত (মারফু') করেছেন।

(ص: 238) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فِي الطَّلَاقِ، قَالَ: فِي سَمَاعِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي عَمْرِو نَظَرٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ.

وَحَدِيثُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ق 71 \ ب) فِي الَّذِي وَقَصَّتْهُ نَاقَتُهُ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِنَّمَا سَمِعَهُ مَنْصُورٌ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

وَوَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدٍ.

وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرْحَبِيلَ بْنِ السَّيْطِ، عَنْ سَلْمَانَ: "رَبَّاطُ يَوْمٍ"، فِي سَبَاعِ
 مَكْحُولٍ مِنْهُ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ مَعْدُودٌ فِي الصَّحَابَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْوَفَاةَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَكْحُولًا إِنَّمَا
 سَمِعَ أَنَسًا وَأَبَا مُرَّةَ وَوَاثِلَةَ، وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ.
 وَحَدِيثُ أَيُّوبَ، عَنْ عَائِشَةَ: «إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا»؛ قَالَ: فَإِنَّ
 أَيُّوبَ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ، إِلَّا أَنَّهُ أُورِدَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي آخِرِ حَدِيثٍ مُسْنَدٍ، وَلَمْ يَرِ
 اخْتِصَارُهُمَا وَلَهُ عَادَةٌ بِذَلِكَ فِي عِدَّةٍ أَحَادِيثٍ، وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ فِي حَدِيثِ التَّخْيِيرِ، مِنْ رِوَايَةِ
 أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ.

[হাদীস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবাহ থেকে আবু আমর ইবনে হাফস কর্তৃক তালাক সংক্রান্ত হাদীস। তিনি বলেন: আবু আমর থেকে উবাইদুল্লাহর শ্রবণের বিষয়ে পর্যালোচনা রয়েছে। আর তিনি এটিকে অন্য একটি সূত্রে শা'বী, আবু সালামা এবং ফাতিমা থেকে সংযুক্ত করেছেন।

মানসূর ইবনে মু'তামিরের হাদীস, সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, ইবনে আব্বাস থেকে (ক ৭১ \ ব) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যাকে তার উদ্ভী ভূপাতিত করেছিল।

দারাকুতনি বলেছেন: মানসূর এটি কেবল হাকাম ইবনে উতবাহ থেকে সাঈদ মারফত শুনেছেন, যেমনটি বুখারী, আবু দাউদ এবং নাসায়ীও এটি বর্ণনা করেছেন, এবং এটিই নির্ভুল। আর মুসলিম এটিকে জা'ফর ইবনে আবি ওয়াহশিয়াহ এবং আমর ইবনে দীনারের সূত্রে সাঈদ থেকে সংযুক্ত করেছেন।

মাকহুলের হাদীস, শুরাহবিল ইবনে সিমত থেকে, সালমান কর্তৃক: "এক দিনের সীমান্ত প্রহরা।" তার থেকে মাকহুলের শ্রবণের বিষয়ে পর্যালোচনা রয়েছে; কারণ, তিনি সেসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ওফাত পূর্বে হয়ে গিয়েছিল। আর বিশুদ্ধতর মত হলো যে, মাকহুল কেবল আনাস, আবু মুররাহ, ওয়াসিলাহ এবং উম্মে দারদা থেকে শুনেছেন।

আইয়ুবের হাদীস, আয়েশা থেকে: «নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে প্রচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে কষ্টদাতা হিসেবে পাঠাননি»; তিনি বলেন: আইয়ুব আয়েশার সাক্ষাৎ পাননি, কিন্তু তিনি এটি একটি মুসনাদ হাদীসের শেষে অতিরিক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের

(হাদীসটির সনদ ও মতনের) সংক্ষিপ্তকরণ বিবেচনা করেননি। বেশ কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে তার এরূপ করার অভ্যাস রয়েছে, আর এটি 'তাখরীর' (পছন্দ করার) সংক্রান্ত হাদীসে সংযুক্ত রয়েছে, যা আবু জুবাইর জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 239) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ: «إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ». قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: أَبُو سَلَامٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حُذَيْفَةَ، وَلَا نُظَرَايِهِ الَّذِينَ نَزَلُوا الْعِرَاقَ. وَهُوَ مُتَّصِلٌ فِي كِتَابِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ. وَحَدِيثُ مَطَرٍ، عَنْ زُهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي الدَّجَاجِ. قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: لَمْ يَسْمَعْ مَطَرٌ مِنْ زُهْدَمٍ، إِنَّمَا رَوَاهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ. وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، عَنْ زُهْدَمٍ. وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْبُذْنِ. قَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سِنَانٍ، إِلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي الشَّوَاهِدِ، وَقَدْ وَصَلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، عَنْ طَرِيقِ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[তাদ্রীবুর রাবী]

আবু সালাম আল-হাবাশী কর্তৃক হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস: «আমরা মন্দ অবস্থায় ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ কল্যাণ নিয়ে আসলেন।»

দারাকুতনী (রহ.) বলেন: আবু সালামা হুযাইফা (রা.) থেকে শুনেনি, এবং তাঁর সমসাময়িক যারা ইরাকে বসবাস করতেন, তাদের থেকেও শুনেনি।

আর এটি তার কিতাবে হুযাইফা (রা.) থেকে অন্য একটি সূত্রে মুত্তাসিল (সংযুক্ত) আছে।

মাতার কর্তৃক যাহদাম থেকে, তিনি আবু মুসা (রা.) থেকে মুরগি বিষয়ক হাদীস।

দারাকুতনী (রহ.) বলেন: মাতার যাহদাম থেকে শুনেনি, বরং তিনি তা কাসিম ইবনে আসিম থেকে, তিনি যাহদাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর মুসলিম (রহ.) অন্য সূত্র পরম্পরায় যাহদাম থেকে তা সংযুক্ত করেছেন।

কাতাদা কর্তৃক সিনান ইবনে সালামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কুরবানীর উট (বুদন) বিষয়ক হাদীস।

ইবনে মাঈন ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন: কাতাদা এই হাদীস সিনান থেকে শুনেনি, তবে তিনি তা শাওয়াহিদ (সমর্থনমূলক বর্ণনা)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এর পূর্বে তিনি আবু তায়্যাহ-এর সূত্রে মুসা ইবনে সালামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তা সংযুক্ত করেছেন।

(ص: 240) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النُّوعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْمُعْضَلُ: هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ. يَقُولُونَ: أَعْضَلَهُ فَهُوَ مُعْضَلٌ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ، وَيُسَمَّى مُنْقَطِعًا، وَيُسَمَّى مُرْسَلًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقِيلَ: إِنَّ قَوْلَ الرَّاوي: بَلْغَنِي، كَقَوْلِ مَالِكٍ: بَلْغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْمَلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ». يُسَمَّى مُعْضَلًا عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِيِّ، عَنْ تَابِعِيِّ حَدِيثًا وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُعْضَلٌ.

[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ "جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ" الْحَدِيثُ. قَالَ أَحْمَدُ: عِرَاكِ، عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: لَا نَعْلَمُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَزُوي عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
 وَقَالَ الرَّشِيدُ: لَا يَبْعُدُ سَمَاعُهُ مِنْهَا، وَهِيَ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ (ق 72 \ أ) ، وَبَلَدٍ وَاحِدٍ،
 وَمَذْهَبُ مُسْلِمٍ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ.
 وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: " سَمِعْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ
 " الْحَدِيثِ. سَقَطَ بَيْنَ يَزِيدَ وَمُحَمَّدٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
 كَذَا رَوَاهُ الْبُصَيْرِيُّونَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَأَخْرَجَهُ هَكَذَا أَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا وَصَلَهُ مِنْ
 طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ.

[النَّوعُ الْحَادِي عَشَرَ الْمُعْضَلُ]

[تعريف الْمُعْضَلُ]

(النَّوعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْمُعْضَلُ هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ) ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ (يَقُولُونَ: أَعْضَلَهُ،
 فَهُوَ مُعْضَلٌ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مُشْكِلٌ الْمَأْخَذِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، أَيْ لِأَنَّ مُفْعَلًا بِفَتْحِ
 الْعَيْنِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِي لَازِمٍ، عَدِّي بِالْهَمْزَةِ، وَهَذَا لَازِمٌ مَعَهَا، قَالَ: وَبَحِثْتُ
 فَوَجَدْتُ لَهُ قَوْلَهُمْ: أَمْرٌ عَضِيلٌ أَيْ مُسْتَغْلَقٌ شَدِيدٌ، وَفَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ يَدُلُّ عَلَى
 الثَّلَاثِي، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لَنَا: عَضُلٌ قَاصِرًا، وَأَعْضَلٌ مُتَعَدِّيًا، كَمَا قَالُوا: ظَلَمَ اللَّيْلُ
 وَأَظْلَمَ.

একাদশ প্রকার: মু'দাল (মু'দাল হাদীস): এটি 'দাদ' হরফের উপর ফাতাহা (যবর) সহকারে।
 তারা বলে: আ'দালাহু, অতএব এটি মু'দাল। আর এটি (এমন হাদীস) যার সনদ থেকে দুইজন
 বা তার বেশি রাবী বাদ পড়েছে। এটিকে মুনকাতি'ও বলা হয়, এবং ফুকাহায়ে কেরাম ও
 অন্যান্যদের নিকট এটিকে মুরসালও বলা হয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বলা
 হয়েছে: রাবীর এই উক্তি 'আমার নিকট পৌঁছেছে', যেমন ইমাম মালিকের উক্তি: আমার নিকট
 আবু হুরায়রা থেকে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «দাস-
 দাসী তাদের খাদ্য ও বস্ত্র পাবে»। (এটিকে) আসহাবে হাদীসের নিকট মু'দাল বলা হয়। আর
 যখন তাবে' তাবেঈ, কোনো তাবেঈ থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করেন যা তিনি (তাবে' তাবেঈ)

তার (তাবেঈর) উপর মওকুফ (স্থগিত) করেন, অথচ সেই তাবেঈর নিকট তা মারফু' (নবীর প্রতি সম্পর্কযুক্ত) ও মুত্তাসিল (পরিপূর্ণ সনদযুক্ত) হয়, তবে সেটিও মু'দাল।

-

[তাদরিবুর রাবী]

এবং ইরাক ইবনে মালিকের আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস: "আমার নিকট একজন মিসকীন নারী আসলেন, তিনি তার দুই কন্যাকে বহন করছিলেন..." হাদীসটি।

আহমদ (ইবনে হাম্বল) বলেছেন: ইরাকের আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি মুরসাল।

আর মূসা ইবনে হারুন বলেছেন: আমরা জানি না যে, তার (ইরাকের) আয়েশা (রা.) থেকে শ্রবণের প্রমাণ আছে। তিনি তো শুধু উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করতেন।

আর রশীদ বলেছেন: তার (ইরাকের) আয়েশা (রা.) থেকে শ্রবণ করা অসম্ভব নয়, যেহেতু তারা একই যুগে (পৃ. ৭২ \ ক) এবং একই শহরে ছিলেন। আর ইমাম মুসলিমের মাযহাব (নীতি) হলো, এটি (এ ধরনের বর্ণনা) শ্রবণকৃত (সরাসরি) হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না এর বিপরীত স্পষ্ট হয়।

এবং ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীবের, মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন: "আমি আমার কন্যা বাররাহকে শুনলাম..." হাদীসটি। ইয়াযীদ ও মুহাম্মাদের মাঝে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বাদ পড়েছেন।

এভাবেই মিসরীয়গণ লাইস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং আবু দাউদও এভাবেই এটি সংকলন করেছেন। তবে ইমাম মুসলিম ওয়ালীদ ইবনে কাসীরের সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে এটিকে মুত্তাসিল (পরিপূর্ণ সনদযুক্ত) করেছেন।

[একাদশ প্রকার: মু'দাল]

[মু'দালের সংজ্ঞা]

(একাদশ প্রকার: মু'দাল - এটি 'দাদ' হরফে ফাতাহা (যবর) সহকারে)। আর আহলে হাদীসগণ (হাদীস বিশারদগণ) বলেন: (তারা) আ'দালাহ, অতএব এটি মু'দাল।

ইবনে সালাহ বলেছেন: এটি ভাষাগত দিক থেকে গ্রহণ করতে সমস্যাযুক্ত একটি পরিভাষা। অর্থাৎ, কারণ 'মুফ'আল' (আইনে ফাতাহা সহ) শুধুমাত্র এমন থুলাছি (তিন অক্ষর বিশিষ্ট) ক্রিয়া থেকে হয় যা আবশ্যকীয় (লাজিম), যা হামযা দ্বারা মুতা'আদী (সকর্মক) করা হয়েছে, অথচ এটি (আ'দালা) হামযা সহও আবশ্যকীয় (লাজিম) থাকে। তিনি (ইবনে সালাহ) বলেন: আমি

গবেষণা করেছি এবং এর জন্য তাদের এই উক্তিটি পেয়েছি: 'আমরুন আ'দিলুন', অর্থাৎ, কঠিন ও জটিল বিষয়। আর 'ফা'ইলুন' শব্দটি 'ফা'ইলুন' (কর্তা) অর্থে থুলাছি (ক্রিয়া) নির্দেশ করে। সুতরাং, এর উপর ভিত্তি করে আমাদের জন্য হবে: 'আ'দুলুন' (ক্রিয়া) কাসিরুন (অকর্মক) এবং 'আ'দালা' মুতা'আদী (সকর্মক), যেমন তারা বলেছেন: 'যুলুমাল লাইলু' (রাত অন্ধকার হলো) এবং 'আযলামা' (অন্ধকার করল)।

(ص: 241) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ، فَأَكْثَرُ بِشَرْطِ التَّوَالِي، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَوَالَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ أَجِدْ فِي كَلَامِهِمْ إِطْلَاقَ الْمُعْضَلِ عَلَيْهِ. (وَيُسَمَّى الْمُعْضَلُ (مُنْقَطِعًا) أَيْضًا، (وَيُسَمَّى مُرْسَلًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَغَيْرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ) فِي نَوْعِ الْمُرْسَلِ.

(وَقِيلَ إِنَّ قَوْلَ الرَّاوي: بَلْغَنِي، كَقَوْلِ مَالِكٍ) فِي الْمَوْطَأِ: (بَلْغَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْمَلِكِ طَعَامُهُ وَكُسُوتُهُ») بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

(يُسَمَّى مُعْضَلًا عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ) ، نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، عَنِ الْحَافِظِ أَبِي نَصْرِ السَّجَزِيِّ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اسْتَشْكَلَ ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ وَاحِدًا، فَقَدْ سَمِعَ مَالِكٌ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَسَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ وَنُعَيْمِ الْمُجَمِرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ مَالِكًا وَصَلَهُ خَارِجَ الْمَوْطَأِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

-

[তারবীবুর রাবী]

এবং এটি এমন (হাদীস) যার সনদ থেকে দুজন বা তার বেশি (রাবী) বাদ পড়েছে) ক্রমান্বয়ে বাদ পড়ার শর্তে। কিন্তু যদি ক্রমান্বয়ে বাদ না পড়ে, তবে তা দুটি স্থান থেকে মুনকাতি'।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: আমি তাদের বক্তব্যে এর উপর 'মু'দাল' শব্দ প্রয়োগ দেখিনি।

(এবং মু'দালকে 'মুনকাতি'ও বলা হয়), (এবং ফকীহ ও অন্যদের নিকট এটিকে 'মুরসাল'ও বলা হয়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) মুরসাল প্রকারের আলোচনায়।

(এবং বলা হয়েছে যে, রাবীর উক্তি: 'আমার কাছে পৌঁছেছে', যেমন মালিক (রহ.)-এর উক্তি)

মুয়াত্তা গ্রন্থে: (আমার কাছে আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «দাস-দাসীর জন্য তার খাদ্য ও বস্ত্র রয়েছে») প্রচলিত প্রথা

অনুযায়ী, এবং তাদের উপর ততটুকুই কাজের বোঝা চাপানো হবে যতটুকু তারা সামর্থ্য রাখে।

(বিশারদদের নিকট এটিকে 'মু'দাল' বলা হয়), ইবনুস সালাহ এটি হাফেয আবু নসর সিজ্জী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: তবে এতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে; কারণ এটি সম্ভব যে, বাদ পড়া রাবী

একজনও হতে পারেন। কারণ মালিক (রহ.) আবু হুরায়রাহ (রা.)-এর সাহাবীদের একটি দল

থেকে শুনেছেন, যেমন সাঈদ আল-মাকবুরী, নু'আইম আল-মুজমির এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির।

এবং এর উত্তর হলো: মালিক (রহ.) 'মুয়াত্তা'র বাইরে এটিকে সংযুক্ত (ওয়াসাল) করেছেন,

মুহাম্মাদ ইবনে আজলান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে।

(ص: 242) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَعَرَفْنَا بِذَلِكَ (ق 72 \ ب) سُقُوطِ اثْنَيْنِ مِنْهُ.

قُلْتُ: بَلْ ذَكَرَ النَّسَائِيُّ فِي التَّيْزِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَجَلَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِيهِ، بَلْ رَوَاهُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عَجَلَانَ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَوْلُ الْمُصَنِّفَيْنِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، مِنْ قَبِيلِ الْمُعْضَلِ.
فَائِدَةٌ

صَنَّفَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كِتَابًا فِي وَصْلِ مَا فِي الْمَوْطَأِ مِنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُعْضَلِ. قَالَ: وَجَمِيعُ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ بَلْغَنِي، وَمِنْ قَوْلِهِ، عَنِ الثَّقَّةِ عِنْدَهُ مِمَّا لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، كُلُّهَا مُسْنَدَةٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مَالِكٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً لَا تُعْرَفُ، أَحَدُهَا: «إِنِّي لَا أُنْسَى وَلَكِنْ أُنْسَى لَأَسْنٍ»، وَالثَّانِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارُ أُمَّتِهِ»، وَالثَّلَاثُ: قَوْلُ مُعَاذٍ: «آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي

[তাদরীবুর রাবী]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, এর থেকে দুজনের (রাবীর) বাদ পড়া রয়েছে (পৃষ্ঠা ৭২ \ খ)।

আমি বলি: বরং নাসাঈ তাঁর 'আত-তাময়ীয' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আজলান এটি তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন, বরং তিনি এটি বুকাঈর থেকে, তিনি আজলান থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল সালাহ (রহঃ) বলেছেন: আর গ্রন্থকারদের এই উক্তি – 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি বলেছেন' – এটি মু'দাল (হাদিসের) প্রকারভুক্ত।

উপকারিতা

ইবনু আবদিল বার (রহঃ) আল-মুওয়াত্তায় বিদ্যমান মুরসাল, মুনকাতি এবং মু'দাল হাদিসসমূহের সনদ সংযুক্ত করার বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন: এবং তাতে তাঁর 'আমার কাছে পৌঁছেছে' – এমন উক্তি এবং তাঁর 'তাঁর নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে' – এমন উক্তি থেকে যা কেউ ইসনাদ সহ বর্ণনা করেনি, এমন একষট্টিটি হাদিস রয়েছে।

এগুলো সবই ইমাম মালিক (রহঃ) ছাড়া অন্য সূত্রে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে, তবে চারটি হাদিস অজ্ঞাত। এর একটি হলো: «আমি ভুলি না, বরং আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে আমি বিধান তৈরি করতে পারি।» আর দ্বিতীয়টি হলো: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর পূর্ববর্তী মানুষদের আয়ু দেখানো হয়েছিল, অথবা আল্লাহ তা'আলা যা চেয়েছেন তার মধ্য থেকে, ফলে তিনি যেন তাঁর উম্মতের আয়ুকে সংক্ষিপ্ত মনে করলেন।» আর তৃতীয়টি হলো: মু'আয (রাঃ)-এর উক্তি: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে ওসিয়ত করেছিলেন, যখন আমি আমার পা রেখেছিলাম...»

(ص: 243) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

فِي الْغَزْرِ أَنْ قَالَ: أَحْسِنُ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ»، وَالرَّابِعُ: «إِذَا أَنْشَأْتُ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَاءَ مَتَّ فِتْلِكَ عَيْنٌ غَدِيقَةٌ».

(وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِيِّ، عَنْ تَابِعِيِّ حَدِيثًا، وَقَفَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ مَرْفُوعٌ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُعْضَلٌ)، نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، عَنِ الْحَاكِمِ. وَمَثَلُهُ بِمَا رَوَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: مَا عَمِلْتُهُ، فَيُخْتَمُ عَلَيْهِ»، الْحَدِيثُ. أَعْضَلَهُ الْأَعْمَشُ وَوَصَلَهُ فَضِيلُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا جَيِّدٌ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِنْقِطَاعَ بِوَاحِدٍ مَضْبُومًا إِلَى الْوَقْفِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الْإِنْقِطَاعِ بِاثْنَيْنِ، الصَّحَابِيِّ، وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْأَعْضَالِ أَوَّلَى. انْتَهَى.

قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ: وَفِيهِ نَظْرٌ، أَيْ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ.

[তাদরিবুর রাবী]

গর্জের মধ্যে এই যে তিনি বললেন: "মানুষের সাথে তোমার চরিত্র সুন্দর করো।" এবং চতুর্থটি: "যখন একটি নৌযান তৈরি হয়, তারপর তা দুর্ভাগ্যজনক হয়, তখন তা একটি গভীর (অশুভ) উৎস।"

(এবং যখন একজন তাবি'উত-তাবি'ঈ একজন তাবি'ঈ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তা তার উপর (তাবি'ঈর উপর) মওকুফ করেন, অথচ তা ঐ তাবি'ঈর নিকট মারফু' (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উত্তোলিত) ও মুত্তাসিল (পরস্পরা যুক্ত) হয়, তাহলে তা মু'দাল।) এটি ইবনুল সালাহ আল-হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং তিনি এর উদাহরণ দিয়েছেন যা আ'মাশ থেকে, তিনি শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যিনি বলেন: "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে বলা হবে: তুমি অমুক অমুক কাজ করেছ, তখন সে বলবে: আমি তা করিনি, তখন তার মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে," - হাদীসটি।

আ'মাশ এটিকে মু'দাল করেছেন (অর্থাৎ এর সনদকে বিচ্ছিন্ন করেছেন)। আর ফুয়াইল ইবনু আমর এটিকে وصل (যুক্ত) করেছেন, শা'বী থেকে, তিনি আনাস থেকে, যিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম, অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এবং এটি জায়্যিদ (উত্তম), হাসান (ভালো); কারণ এই বিচ্ছিন্নতা, যেখানে একজন বর্ণনাকারী অনুপস্থিত এবং তা মওকুফ (সাহাবীর উক্তি হিসেবে) গণ্য, এটি আসলে দুইজন বর্ণনাকারীর বিচ্ছিন্নতাকে অন্তর্ভুক্ত করে: সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং, তা 'ই'দাল' (মু'দাল হওয়ার) নামের যোগ্য হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত। সমাপ্ত।

ইবনু জামা'আ বলেছেন: এবং এতে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে, অর্থাৎ কারণ এ ধরনের কথা ব্যক্তিগত অভিমত থেকে বলা যায় না। সুতরাং, এর হুকুম মুরসাল হাদীসের হুকুমের মতো, এবং এটি স্পষ্ট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

فُرُوعُ:

أَحَدُهَا: الْإِسْنَادُ الْمَعْنَعُنُ، وَهُوَ فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ، قِيلَ: إِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، أَنَّهُ مُتَّصِلٌ. بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَعْنَعُنُ مُدَلِّسًا، وَبِشَرْطِ إِمْكَانِ لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَفِي اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ اللَّقَاءِ وَطُولِ الصُّحْبَةِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ خِلَافٌ، مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ اللَّقَاءَ وَحْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ طُولَ الصُّحْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ مَعْرِفَتَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ. وَكَثُرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ اسْتِعْمَالُ عَنْ فِي الْإِجَازَةِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ، فَمُرَادُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ.

[تدريب الراوي]

ثُمَّ رَأَيْتُ، عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ لِمَا ذَكَرَهُ ابْنَ الصَّلَاحِ شَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا (ق 73 \ أ) أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَمُرْسَلٌ، الثَّانِي أَنْ يُزَوَّى مُسْنَدًا مِنْ طَرِيقِ ذَلِكَ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَمَوْقُوفٌ لَا مُعْضَلٌ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَالَهُ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ التَّسْبِيَةِ مِنْ سُقُوطِ اثْنَيْنِ. فَأَيَّدَتَانِ

الْأُولَى: قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الشُّبْنِيُّ: خَصَّ التَّبْرِيزِيُّ الْمُنْقَطِعَ، وَالْمُعْضَلُ بِمَا لَيْسَ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ فَمُعَلَّقٌ، وَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ أَعَمُّ. الثَّانِيَّةُ: مِنْ مَظَانِّ الْمُعْضَلِ، وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُرْسَلِ، كِتَابُ "السُّنَنِ" لِإِسْعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُؤَلَّفَاتُ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا.

[فروع الأول الإسناد المنعن]

(فُرُوعُ: أَحَدُهَا الإسنادُ الْمُنْعَنُ، وَهُوَ) قَوْلُ الرَّاوي: (فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ) بِلَفْظٍ: عَنْ مَنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلْحَدِيثِ، وَالْإِخْبَارِ، وَالسَّمَاعِ.
(قِيلَ: إِنَّهُ مُرْسَلٌ) حَتَّى يَتَبَيَّنَ اتِّصَالُهُ.
(وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلِذَلِكَ أَوْدَعَهُ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ فِي تَصَانِيفِهِمْ، وَادَّعَى

মুহ:শাখাসমূহ:

أَحَدُهَا: الإسنادُ الْمُنْعَنُ، وَهُوَ فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ، قِيلَ: إِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، أَنَّهُ مُتَّصِلٌ.

প্রথমটি: আল-ইসনাদ আল-মু'আন'আন, যা হলো 'ফুলানুন, আন ফুলানিন' (অমুক, অমুকের সূত্রে)। বলা হয়েছে: এটি মুরসাল। তবে বিশুদ্ধ মত, যার উপর আমল করা হয় এবং যা হাদীস, ফিকহ ও উসূলের অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, তা হলো এটি মুত্তাসিল।

بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُنْعَنُ مُدَلِّسًا، وَبِشَرْطِ إِمْكَانِ لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَفِي اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ اللَّقَاءِ وَطُولِ الصُّحْبَةِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ خِلَافٌ، مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَادَّعَى الْجَمَاعُ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ اللَّقَاءَ وَحْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ طَوْلَ الصُّحْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ مَعْرِفَتَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.

এই শর্তে যে, বর্ণনাকারী (মু'আন'ইন) মুদাল্লিস হবে না এবং এই শর্তে যে, তাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকবে। তবে সাক্ষাতের প্রমাণ, দীর্ঘ সাহচর্য এবং তার থেকে বর্ণনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকার শর্তারোপ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা এর কোনটিই শর্ত করেননি, এটি ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের মাযহাব এবং তিনি এতে ইজমার দাবি করেছেন। আবার তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা শুধু সাক্ষাতের শর্ত করেছেন, এটি ইমাম বুখারী, ইবনুল মাদীনী ও মুহাক্কিকীনদের (গবেষকগণ) মত। এবং তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা দীর্ঘ সাহচর্যের শর্ত করেছেন, আর তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা তার থেকে বর্ণনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকার শর্ত করেছেন।

وَكَثُرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ اسْتِعْمَالُ عَنْ فِي الْإِجَازَةِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ، فَمُرَادُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ.

এই যুগে 'আন' (عن) শব্দটি ইজাজার (বর্ণনার অনুমতি) ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, যখন কেউ বলে: 'আমি অমুকের কাছে পড়েছি, তিনি অমুকের সূত্রে', তখন তার উদ্দেশ্য হলো সে ইজাজার মাধ্যমে তার থেকে বর্ণনা করেছে।

-

[تدريب الراوي]

[তাদরীবুর রাবী]

ثُمَّ رَأَيْتُ، عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ لَنَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ شَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا (ق 73 \ أ) أَنَّ يَكُونَ مِمَّا يَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَمُرْسَلٌ، الثَّانِي أَنَّ يُرَوَّى مُسْنَدًا مِنْ طَرِيقِ ذَلِكَ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَمَوْقُوفٌ لَا مُعْضَلٌ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَالَهُ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ التَّنْسِيَةِ مِنْ سُقُوطِ اثْنَيْنِ.

তারপর আমি শায়খুল ইসলামের সূত্রে দেখেছি যে, ইবনুস সালাহ যা উল্লেখ করেছেন, তার দুটি শর্ত রয়েছে: প্রথমটি (পৃ. ৭৩/ক) হলো তা এমন হওয়া চাই যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা জায়েজ। যদি তা না হয়, তবে তা মুরসাল। দ্বিতীয়টি হলো, যা থেকে এটি থেমে গেছে, তার সূত্রে মুসনাদ হিসেবে বর্ণিত হতে হবে। যদি তা না হয়, তবে তা মাওকুফ, মু'দাল নয়; কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে এটি নিজের থেকে বলেছে, ফলে দুজনের পতন থেকে নামকরণের শর্ত পূরণ হয়নি।

فَائِدَتَانِ

দুটি ফায়দা (উপকারিতা):

الأولى: قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الشُّبْنِيُّ: خَصَّ التَّبْرِيزِيُّ الْمُنْقَطِعَ، وَالْمُعْضَلُ بِمَا لَيْسَ فِي أَوَّلِ الْإِسْنَادِ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ فَمُعَلَّقٌ، وَكَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ أَعَمُّ.

প্রথমটি: আমাদের শায়খ ইমাম আশ-শুশুনী বলেছেন: আত-তাবারীযী মুনকাতি' ও মু'দালকে ইসনাদের শুরুতে যা নেই তার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, আর যা ইসনাদের শুরুতে থাকে তা মু'আল্লাক। ইবনুস সালাহ-এর বক্তব্য আরও ব্যাপক।

الثَّانِيَّةُ: مِنْ مَطْلَانِ الْمُعْضَلِ، وَالْمُنْقَطِعِ، وَالْمُرْسَلِ، كِتَابُ "السَّنَنِ" لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُؤَلَّفَاتُ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا.

দ্বিতীয়টি: মু'দাল, মুনকাতি' এবং মুরসালের উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে, সাঈদ ইবনু মানসুরের "আস-সুনান" গ্রন্থ এবং ইবনু আবী আদ-দুনইয়ার রচনাসমূহ।

[فروع الأول الإسناد المضعف]

[প্রথমের শাখা: আল-ইসনাদ আল-মু'আন'আন]

(فُرُوعُ: أَحَدُهَا الْإِسْنَادُ الْمُضْعَفُ، وَهُوَ) قَوْلُ الرَّاوي: (فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ) بِلَفْظٍ: عَنْ مَنْ غَيْرِ بَيِّنٍ لِلْحَدِيثِ، وَالْإِخْبَارِ، وَالسَّيِّعِ.

(শাখাসমূহ: প্রথমটি আল-ইসনাদ আল-মু'আন'আন, এবং তা হলো) বর্ণনাকারীর উক্তি:

(অমুক, অমুকের সূত্রে) 'আন' (عن) শব্দ দ্বারা, হাদীস, সংবাদ এবং শ্রবণের কোনো স্পষ্ট বর্ণনা ছাড়া।

(قِيلَ: إِنَّهُ مُرْسَلٌ) حَتَّى يَكْتَبَيْنَ اتِّصَالُهُ.

(বলা হয়েছে: এটি মুরসাল) যতক্ষণ না এর ইত্তিসাল (সংযুক্ততা) স্পষ্ট হয়।

(وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ وَالْأُصُولِ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ).

(এবং বিশুদ্ধ মত, যার উপর আমল করা হয় এবং যা হাদীস, ফিকহ ও উসূলের অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন তা হলো এটি মুত্তাসিল)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: وَلِلذَلِكَ أَوْدَعَهُ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ فِي تَصَانِيفِهِمْ، وَادَّعَى

আর একারণেই সহীহ হাদীসের শর্তারোপকারীরা এটিকে তাদের রচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং তিনি দাবি করেছেন

(ص: 245) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

أَبُو عَمْرٍو الدَّانِي إِجْمَاعَ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَيْهِ، وَكَادَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يَدَّعِي إِجْمَاعَ أُمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: بَلْ صَرَّحَ بِإِدْعَائِهِ فِي مُقَدِّمَةِ " التَّمْهِيدِ "

(بَشْرَطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُعْنَعُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ (مُدَلِّسًا، وَبَشْرَطِ إِمْكَانِ لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا) ، أَيْ لِقَاءِ الْمُعْنَعِ مَنْ رَوَى عَنْهُ بِلَفْظٍ عَنْ، فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِالِاتِّصَالِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ.

(وَفِي اشْتِرَاطِ ثُبُوتِ اللَّقَاءِ) ، وَعَدَمِ الْإِكْتِفَاءِ بِإِمْكَانِهِ، (وَطُولِ الصُّحْبَةِ) ، وَعَدَمِ الْإِكْتِفَاءِ بِثُبُوتِ اللَّقَاءِ، (وَمَعْرِفَتِهِ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ) ، وَعَدَمِ الْإِكْتِفَاءِ بِالصُّحْبَةِ خِلَافُ: مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) ، وَاكْتَفَى بِإِمْكَانِ اللَّقَاءِ، وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمُعَاصَرَةِ، (وَهُوَ مَذْهَبُ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِيهِ) فِي خُطْبَةٍ صَحِيحَةٍ، وَقَالَ إِنَّ اشْتِرَاطَ ثُبُوتِ اللَّقَاءِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يُسَبِّحْ (ق 73 \ ب) قَائِلُهُ إِلَيْهِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَثْبُتَ كَوْنُهُمَا فِي عَصْرٍِ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قُطِّ أُنْهَمَا اجْتِمَاعًا أَوْ تَشَافَهًا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَفِيمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ نَظَرٌ، قَالَ: وَلَا أَرَى هَذَا الْحُكْمَ يَسْتَتِرُ

[তাদরিবুল রাবী]

আবু আমর আদ-দানি এর উপর আহলুন-নাকলের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন, এবং ইবনু আবদিল-বার্ তাে এর উপর হাদীসের ইমামদের ঐকমত্য দাবি করার উপক্রম হয়েছিলেন। ইরাকী বলেছেন: বরং তিনি "আত-তামহীদ"-এর ভূমিকায় এর দাবি স্পষ্ট করেছেন। (এই শর্তে যে, মু'আন'ইন – 'আইন' অক্ষরে কাসরা সহ – মুদাল্লিস না হবে, এবং তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ সম্ভব হবে), অর্থাৎ মু'আন'ইনের তার উস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব হবে যার থেকে সে 'আন' শব্দে বর্ণনা করেছে। তখন এতে ইতিসাল (সূত্র পরস্পরার অবিচ্ছিন্নতা) এর হুকুম দেওয়া হবে, যদি না এর বিপরীত প্রমাণিত হয়।

(সাক্ষাতের প্রমাণ শর্ত করার বিষয়ে) এবং এর সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করার বিষয়ে, (এবং দীর্ঘ সাহচর্য শর্ত করার বিষয়ে) এবং সাক্ষাতের প্রমাণের উপর নির্ভর না করার বিষয়ে, (এবং তার থেকে বর্ণনা করার জ্ঞান শর্ত করার বিষয়ে) এবং শুধু সাহচর্যের উপর নির্ভর না করার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে: তাদের মধ্যে কেউ এর কোনো কিছুই শর্ত করেননি) এবং সাক্ষাতের সম্ভাবনার উপরই নির্ভর করেছেন, এবং এটিকে 'মুআ'সারা' (সমসাময়িকতা) দ্বারা

ব্যক্ত করেছেন। (আর এটি মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজের মাযহাব, এবং তিনি এতে ঐকমত্য দাবি করেছেন) তার সহীহ-এর ভূমিকায়, এবং বলেছেন যে, সাক্ষাতের প্রমাণ শর্ত করা একটি উদ্ভাবিত মত, যার প্রবক্তা তার পূর্বে কেউ ছিলেন না (পৃ. ৭৩, খ)। এবং এই মতটি, যা প্রাচীন ও আধুনিককালের হাদীসবিশারদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সর্বসম্মত, তা হলো, তাদের দুজনের একই যুগে থাকা প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট, যদিও কোনো বর্ণনায় কখনোই না আসে যে, তারা সাক্ষাৎ করেছেন বা সরাসরি শুনেছেন।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: মুসলিম যা বলেছেন, তাতে বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। তিনি বলেছেন: আমি মনে করি না এই বিধান অব্যাহত থাকতে পারে।

(ص: 246) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بَعْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِيهَا وَجَدَ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي تَصَانِيفِهِمْ، مِمَّا ذَكَرُوهُ عَنْ مَشَائِخِهِمْ قَائِلِينَ فِيهِ: ذَكَرَ فُلَانٌ أَوْ قَالَ فُلَانٌ، أَيْ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْإِتِّصَالِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ شَيْخِهِ إِجَازَةٌ.

(وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ اللَّقَاءَ وَحْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ) مِنْ أُبَيَّةٍ هَذَا الْعِلْمِ.

قِيلَ: إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ، بَلِ التَّزَمَهُ فِي جَامِعِهِ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ يَشْتَرِطُهُ فِيهَا.

وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّسَالَةِ.

(وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ طَوْلَ الصُّحْبَةِ) بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَكْتَفِ بِثُبُوتِ اللَّقَاءِ، وَهُوَ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّعَّانِيُّ.

(وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ مَعْرِفَتَهُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ)، وَهُوَ أَبُو عَمْرِو الدَّائِي.

وَأَشْتَرَطَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ أَنْ يُدْرِكَهُ إِدْرَاكًا بَيِّنًا، حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا دَاخِلٌ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ. فَلِذَلِكَ أَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ.

-
[তাদরিবুর রাবী]

পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের পরে, গ্রন্থকারগণ তাদের রচিত গ্রন্থসমূহে যা উল্লেখ করেছেন তাদের উস্তাদগণ থেকে, যেখানে তারা বলেছেন: ‘অমুক উল্লেখ করেছেন’ অথবা ‘অমুক বলেছেন’ – এর অর্থ হলো, এর ‘ইতিসাল’ (সংযুক্তি)-এর বিধান প্রযোজ্য হবে না, যদি না তার উস্তাদের নিকট থেকে তার ‘ইজাজাহ’ (বর্ণনার অনুমতি) থাকে।

(এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র সাক্ষাতের শর্তারোপ করেছেন, আর এটি হলো বুখারী, ইবনুল মাদীনী এবং এই ইলমের ইমামদের মধ্যে মুহাক্কিকীন (গবেষক)-এর মত)।

বলা হয়েছে: তবে বুখারী সহীহ হওয়ার মূল ভিত্তির জন্য এই শর্তারোপ করেননি, বরং তিনি এটি তাঁর ‘জামি’ (সহীহ বুখারী)-তে প্রয়োগ করেছেন, আর ইবনুল মাদীনী এর জন্য (অর্থাৎ সহীহ হওয়ার মূল ভিত্তির জন্য) এটি শর্ত করেছেন।

এবং শাফেঈ তাঁর ‘আর-রিসালা’ গ্রন্থে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন।

(এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উভয়ের মাঝে দীর্ঘ সাহচর্যের শর্তারোপ করেছেন), এবং শুধুমাত্র সাক্ষাতের প্রমাণে সন্তুষ্ট হননি, তিনি হলেন আবুল মুজাফফর আস-সাম’আনী।

(এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকার শর্তারোপ করেছেন), আর তিনি হলেন আবু আমর আদ-দানী।

এবং আবুল হাসান আল-ক্বাবিসী শর্তারোপ করেছেন যে, তিনি তাঁকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন, এ কথা ইবনুস সালাহ বর্ণনা করেছেন।

আল-ইরাকী বলেছেন: আর এটি পূর্বোল্লিখিত শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) এটি বাদ দিয়েছেন।

الثَّانِي: إِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ بِكَذَا أَوْ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ كَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا، أَوْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَفْعَلُ، وَشِبْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَجَمَاعَةٌ: لَا تَلْتَحِقُ أَنَّ وَشِبْهَهَا بِعَنْ بَلْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ السَّمَاعُ، وَقَالَ الْجُنْهُورُ: (أَنَّ) كَ (عَنْ) ، وَمُطْلَقُهُ مُحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ.

[تدريب الراوي]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مَنْ حَكَمَ بِالْإِنْقِطَاعِ مُطْلَقًا شَدَّدَ، وَيَلِيهِ مَنْ شَرَطَ طُولَ الصُّحْبَةِ، وَمَنْ اكْتَفَى بِالْمُعَاصَرَةِ سَهَّلَ، وَالْوَسْطُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا التَّعْتُّ مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُ، وَمَا أوردَهُ مُسْلِمٌ عَلَيْهِمْ، مِنْ لُزُومِ رَدِّ الْمُعْنَعِ دَائِمًا، لِاحْتِمَالِ عَدَمِ السَّمَاعِ لَيْسَ بِوَارِدٍ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ الْمُدَلِّسِ، وَمَنْ عَنَعَنَ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ فَهُوَ مُدَلِّسٌ.

قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَرُودَ عَنْ فِيمَا لَمْ يُبْكَنَ سَمَاعُهُ مِنَ الشَّيْخِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاوي سَمِعَ مِنْهُ الْكَثِيرَ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ بِنِ الْأَرْتِ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَيْهِ الْحُرُورِيَّةُ، فَقَتَلُوهُ حَتَّى جَرَى (ق 74 \ أ) دَمُهُ فِي النَّهْرِ، فَهَذَا لَا يُبْكَنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ خَبَّابٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْتُولُ.

قُلْتُ: السَّمَاعُ إِنَّمَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي الْقَوْلِ، وَأَمَّا الْفِعْلُ، فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُشَاهَدَةُ، وَهَذَا وَاضِحٌ.

(وَكَثُرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ اسْتِعْمَالُ عَنْ فِي الْإِجَازَةِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ) مَثَلًا (قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، فَمُرَادُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ) ، وَذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ، عَنِ الْإِتِّصَالِ.

[الثاني استعمال أن وعن في الإجازة]

(الثاني: إِذَا قَالَ) الرَّاوي، كَمَا لِكَ مَثَلًا: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَ

দ্বিতীয়ত: যদি (কোনো রাবী) বলে: "আমাদের কাছে যুহরি বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল মুসায়্যিব তাকে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন," অথবা সে বলে: "ইবনুল মুসায়্যিব এমন বলেছেন," অথবা "এমন করেছেন," অথবা "ইবনুল মুসায়্যিব এমন করতেন," এবং এর সমজাতীয় কিছু; তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং একদল (মুহাদ্দিস) বলেছেন: "আন্না" (أَنَّ) এবং এর মতো শব্দ "আন" (عَنْ)-এর সমতুল্য হবে না, বরং এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না শ্রবণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর জুমহুর (অধিকাংশ আলেম) বলেছেন: "আন্না" (أَنَّ) "আন" (عَنْ)-এর মতো, এবং শর্তাধীনভাবে এর সাধারণ ব্যবহার শ্রবণ (সামা') হিসেবে গণ্য হবে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

[তাদরীবুর রাবী]

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো শর্ত ছাড়াই (মু'আন'আন সনদে) ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) এর ফায়সালা দেন, তিনি কঠোরতা করেন। আর এরপর সেই ব্যক্তি (কঠোর), যে দীর্ঘ সাহচর্যকে শর্ত করেছেন। আর যে ব্যক্তি সমসাময়িকতাকে যথেষ্ট মনে করেছেন, তিনি সহজতা করেছেন। আর মধ্যম পন্থা, যার পর কেবল বাড়াবাড়িই থাকে, তা হলো ইমাম বুখারী ও তাঁর অনুসারীদের মাযহাব। আর ইমাম মুসলিম তাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, (সম্ভাব্য) শ্রুতিহীনতার কারণে সর্বদা মু'আন'আন সনদ প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক, তা গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ এই মাসআলাটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি মুদাল্লিস (তাদলিসকারী) নন। আর যে ব্যক্তি যা শোনেনি তা 'আন' শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করে, সে মুদাল্লিস।

তিনি (শায়খুল ইসলাম) বলেছেন: "আমি কিছু বর্ণনায় 'আন' শব্দের ব্যবহার এমন ক্ষেত্রে পেয়েছি যেখানে শায়খের কাছ থেকে (সরাসরি) শোনা সম্ভব ছিল না, যদিও বর্ণনাকারী তার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছেন। যেমন আবু ইসহাক আস-সাবীযী, আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব ইবনে আর-আরাতত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হারুরিয়া সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে, এমনকি তার রক্ত নদীতে প্রবাহিত হয়। (পৃ. ৭৪/ক) এটি সম্ভব নয় যে, আবু ইসহাক ইবনে খাব্বাবের কাছ থেকে সরাসরি শুনেছেন, যেমনটি ইবারত (পাঠ) থেকে স্পষ্ট; কারণ তিনিই নিহত ব্যক্তি।"

আমি (গ্রন্থকার) বলি: কথা (বর্ণনার) ক্ষেত্রে কেবল শ্রবণই গ্রহণযোগ্য। আর কর্মের ক্ষেত্রে, এতে পর্যবেক্ষণ (মুশাহাদা) গ্রহণযোগ্য। আর এটি স্পষ্ট।

(এই যুগে ইজাযাহ (অনুমতি) এর ক্ষেত্রে 'আন' (عَنْ) শব্দের ব্যবহার ব্যাপক হয়েছে। যখন তাদের কেউ উদাহরণস্বরূপ বলে: "আমি অমুকের কাছে পড়েছি, অমুক থেকে", তখন তার উদ্দেশ্য হলো যে, সে তার কাছ থেকে ইজাযাহর মাধ্যমে বর্ণনা করেছে।) আর এটি সনদকে ইতিসাল (সংযুক্ততা) থেকে বের করে না।

[দ্বিতীয়ত: ইজাযাহর ক্ষেত্রে 'আন' (أَنَّ) ও 'আন' (عَنْ)-এর ব্যবহার]

(দ্বিতীয়ত: যখন বর্ণনাকারী) যেমন মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আমাদের কাছে যুহরি বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল মুসায়্যিব বর্ণনা করেছেন..."

(ص: 248) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

بِكَذَا أَوْ قَالَ) الرَّهْرِيُّ: (قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ كَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا، أَوْ قَالَ (كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَفْعَلُ، وَشِبْهَ ذَلِكَ.

فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنِ الْبُرْدِجِيِّ (لَا تَلْتَحِقُ أَنَّ وَشِبْهَهَا بِعَنْ) فِي الْإِتِّصَالِ، (بَلْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا، حَتَّى يَتَّبِعِينَ السَّاعَ) فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.

(وَقَالَ الْجُمْهُورُ) فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْهُمْ: مَا لِكَ (أَنَّ كَعَنْ) فِي الْإِتِّصَالِ، (وَمُطْلَقُهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّاعِ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ) مِنَ الْبَقَاءِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ التَّدْلِيلِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَلَا اعْتِبَارَ بِالْحُرُوفِ، وَالْأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِاللِّقَاءِ، وَالْمُجَالَسَةِ، وَالسَّاعِ، وَالْمُشَاهَدَةِ.

قَالَ: وَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ تَبْيُّنِ السَّاعِ لِاجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ الْمُتَّصِلَ بِالصَّحَابِيِّ سَوَاءٌ أَتَى فِيهِ بِعَنْ، أَوْ بِأَنَّ، أَوْ بِقَالَ أَوْ بِسَمِعْتُ فَكُلُّهُ مُتَّصِلٌ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلصَّحَابِيِّ مَزِيَّةً حَيْثُ يُعْمَلُ بِإِرْسَالِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَوَجَدْتُ مِثْلَ مَا حُكِيَ عَنِ الْبَزْدِجِيِّ لِلْحَافِظِ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
فِي مُسْنَدِهِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، «عَنْ عَمَّارٍ قَالَ:

[তাদরীবুর রাবী]

এভাবে বা তিনি বলেছেন) যুহরী (রহ.) বলেন: (ইবনুল মুসায়্যাব এভাবে বলেছেন, অথবা এভাবে করেছেন, অথবা) তিনি বলেছেন (ইবনুল মুসায়্যাব এমন করতেন, এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়।

আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্মাল ও একদল লোক বলেছেন) – তাদের মধ্যে, যা ইবনে আব্দুল বার বদীজী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন – (যে, ‘আন্না’ এবং এর মতো শব্দগুলি ‘আন’ এর সাথে) ইসনাদের সংলগ্নে (যুক্ত হয় না); (বরং, এটি মুনকাতি’ (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সেই নির্দিষ্ট খবরে অন্য কোনো সূত্রে শ্রবণের প্রমাণ স্পষ্ট হয়।

(আর জুমহুর (অধিকাংশ উলামা) বলেছেন) – যা ইবনে আব্দুল বার তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, যাদের মধ্যে মালিকও ছিলেন – (যে, ‘আন্না’ ‘আন’ এর মতোই) ইসনাদের সংলগ্নে (এবং এর সাধারণ ব্যবহার শ্রবণের উপর নির্ভরশীল, পূর্বোক্ত শর্ত সাপেক্ষে) অর্থাৎ সাক্ষাত এবং তাদলিস (প্রতারণা) থেকে মুক্ত থাকা।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: অক্ষর ও শব্দাবলীর কোনো গুরুত্ব নেই, বরং তা হলো সাক্ষাত, সাহচর্য, শ্রবণ ও পর্যবেক্ষণ।

তিনি বলেন: শ্রবণের স্পষ্টতা শর্ত করার কোনো অর্থ নেই; কারণ, সাহাবীর সাথে সংযুক্ত ইসনাদ সর্বসম্মতভাবে মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন), চাই তাতে ‘আন’, ‘আন্না’, ‘কালা’ (বলেছেন) অথবা ‘সামি’তু’ (আমি শুনেছি) – যে শব্দই আসুক না কেন, সবই মুত্তাসিল।

ইরাকী (রহ.) বলেন: একজন পার্থক্যকারী বলতে পারে যে, সাহাবীর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, কারণ তাঁর মুরসাল (যে বর্ণনার শেষ সূত্র অনুপস্থিত) হাদীসের উপর আমল করা হয়, অন্যদের থেকে ভিন্ন।

ইবনেস সালাহ (রহ.) বলেন: আমি হাফেয ইয়াকুব ইবনে আবি শাইবাহর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বদীজী (রহ.) থেকে বর্ণিত অনুরূপ একটি বিষয় পেয়েছি। তিনি উল্লেখ করেছেন যা আবুল

যুবাইর মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন, «আম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন:

(ص: 249) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، وَجَعَلَهُ مُسْنَدًا مَوْضُوعًا .

وَذَكَرَ رِوَايَةَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ لِذَلِكَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ «أَنَّ عَمَّارًا مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ق 74 \ ب) وَهُوَ يُصَلِّي» ، فَجَعَلَهُ مُرْسَلًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ ، قَالَ : إِنَّ عَمَّارًا فَعَلَ ، وَلَمْ يَقُلْ ، عَنْ عَمَّارٍ انْتَهَى .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَلَمْ يَقْعُ عَلَى مَقْصُودٍ يَعْقُوبُ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ : أَنَّ مَا فَعَلَهُ يَعْقُوبُ هُوَ صَوَابٌ مِنَ الْعَمَلِ ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، وَهُوَ لَمْ يَجْعَلَهُ مُرْسَلًا مِنْ حَيْثُ لَفْظُ أَنْ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَسْنِدْ حِكَايَةَ الْقِصَّةِ إِلَى عَمَّارٍ ، وَإِلَّا فَلَوْ قَالَ : إِنَّ عَمَّارًا ، قَالَ : مَرَرْتُ لَمَّا جَعَلَهُ مُرْسَلًا ، فَلَمَّا أَتَى بِلَفْظِ إِنَّ عَمَّارًا مَرَّ ، كَانَ مُحَمِّدٌ هُوَ الْحَاكِي لِقِصَّةٍ لَمْ يُدْرِكْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مُرُورَ عَمَّارٍ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ نَقْلُهُ لِذَلِكَ مُرْسَلًا .

قَالَ : وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الرَّاوي إِذَا رَوَى حَدِيثًا فِي قِصَّةٍ أَوْ وَاقِعَةٍ ، فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَ مَا رَوَاهُ بِأَنْ حَكَى قِصَّةً وَقَعَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، وَالرَّاوي لِذَلِكَ صَحَابِيٌّ أَدْرَكَ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ ، فَهِيَ مُحْكُومٌ لَهَا بِإِلَاطِصَالٍ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ شَاهَدَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ ، فَهُوَ مُرْسَلٌ صَحَابِيٌّ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاوي تَابِعِيًّا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَإِنْ رَوَى التَّابِعِيُّ ، عَنْ الصَّحَابِيِّ قِصَّةً أَدْرَكَ وَقُوعَهَا ، فَمُتَّصِلٌ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يُدْرِكْ وَقُوعَهَا ، وَلَكِنْ أَسْنَدَهَا لَهُ وَإِلَّا فَمُنْقَطِعَةٌ .

قَالَ: وَقَدْ حَكَى اتِّفَاقَ أَهْلِ التَّيْسِيزِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ. ابْنُ الْمَوَاقِ.
قَالَ: وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ: قِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ أَنَّ عَنْ وَأَنَّ لَيْسَا سَوَاءً
مُنْزَلٌ أَيْضًا عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. فَإِنَّ الْخَطِيبَ رَوَاهُ فِي " الْكِفَايَةِ " بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ

[তারীবুর রাবী]

«আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন», এবং এটিকে তিনি মুসনাদ মাউসুল (সনদযুক্ত ও সংযুক্ত) হিসেবে গণ্য করেছেন।

এবং তিনি কায়েস ইবনে সা'দের সেই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে, তিনি ইবনুল হানাফিয়াহ থেকে (বর্ণনা করেন): «নিশ্চয় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন (পৃ ৭৪ \ খ) যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন», সুতরাং তিনি এটিকে মুরসাল (বিচ্ছিন্ন সনদ) হিসেবে গণ্য করেছেন এই কারণে যে, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় আমরা এটি করেছেন", কিন্তু "আম্মার থেকে" (আন্ আম্মারিন) বলেননি।

(সমাণ্ড)

আল-ইরাকী বলেছেন: "তিনি (পূর্ববর্তী আলোচক) ইয়া'কুবের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি।" এর ব্যাখ্যা হলো: ইয়া'কুব যা করেছেন, তা সঠিক কাজ, এবং এটিই মানুষের (হাদীস বিশারদদের) কর্মপদ্ধতি। তিনি এটিকে 'আন্না' (নিশ্চয়/যে) শব্দের কারণে মুরসাল করেননি, বরং এই কারণে যে, তিনি ঘটনার বর্ণনা আম্মারের দিকে সম্বন্ধিত করেননি। অন্যথায়, যদি তিনি বলতেন: "নিশ্চয় আমরা বলেছেন: আমি অতিক্রম করেছি," তাহলে তিনি এটিকে মুরসাল করতেন না। যখন তিনি "নিশ্চয় আমরা অতিক্রম করেছেন" এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, তখন মুহাম্মাদ এমন একটি ঘটনার বর্ণনাকারী ছিলেন যা তিনি উপলব্ধি করেননি; কারণ তিনি আম্মারের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেননি, তাই তার এই বর্ণনাটি মুরসাল।

তিনি বলেছেন: নিয়ম হলো এই যে, বর্ণনাকারী যখন কোনো ঘটনা বা বাস্তবতার বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন, যদি তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা উপলব্ধি করে থাকেন, যেমন তিনি এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিছু সাহাবীর মধ্যে ঘটেছিল, এবং সেই ঘটনার বর্ণনাকারী একজন সাহাবী হন যিনি সেই ঘটনাটি উপলব্ধি

করেছেন, তাহলে সেটি মুত্তাসিল (সংযুক্ত) হিসেবে বিবেচিত হবে, যদিও এটি জানা না থাকে যে তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। আর যদি তিনি সেই ঘটনাটি উপলব্ধি না করেন, তাহলে সেটি মুরসাল সাহাবী (সাহাবীর মুরসাল বর্ণনা)। আর যদি বর্ণনাকারী তাবেঈ হন, তাহলে সেটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। আর যদি তাবেঈ সাহাবী থেকে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যার সংঘটন তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাহলে তা মুত্তাসিল। এবং অনুরূপভাবে যদি তিনি তার সংঘটন উপলব্ধি না-ও করেন, কিন্তু এটিকে তার (সাহাবীর) দিকে সম্বন্ধিত করেন, অন্যথায় তা মুনকাতি' হবে।

তিনি বলেছেন: এবং হাদীস বিশারদদের মধ্যে যারা পার্থক্যকারী (বিশেষজ্ঞ) তাদের ঐকমত্য ইবনুল মাওয়াক বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন: এবং ইবনে সালাহ যা বর্ণনা করেছেন যে, আহমদ ইবনে হাম্বাল থেকে বলা হয়েছে যে, 'আন' (থেকে) এবং 'আন্ন' (নিশ্চয়/যে) সমান নয়, সেটিও এই নীতির উপরই প্রয়োগযোগ্য। কারণ আল-খাতিব এটিকে "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে তাঁর সনদ সহ আবু দাউদ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

(ص: 250) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثُ: التَّعْلِيْقُ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْحَبِيْدِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَحَادِيثٍ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، وَسَبَقَهُمْ بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، صَوَّرْتُهُ أَنْ يُحْذَفَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ وَاحِدٌ فَاكْثَرُ، وَكَانَتْهُ مَأْخُودٌ مِنْ تَعْلِيْقِ الْجَدَارِ أَوْ الطَّلَاقِ لِقَطْعِ الْإِتِّصَالِ، وَاسْتَعْمَلَهُ بَعْضُهُمْ فِي حَذْفِ كُلِّ الْإِسْنَادِ كَقَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عَطَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ كَذَا، وَهَذَا التَّعْلِيْقُ لَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَوْعِ الصَّحِيحِ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا التَّعْلِيْقَ فِي غَيْرِ صِيغَةِ الْجَزْمِ كَيُرْوَى عَنْ فُلَانٍ كَذَا، أَوْ يُقَالُ عَنْهُ، وَيُذَكَّرُ، وَيُحَكَّى، وَشَبَّهَهَا بَلْ خَصُّوا بِهِ صِيغَةَ الْجَزْمِ، كَقَالَ، وَفَعَلَ، وَأَمَرَ، وَنَهَى، وَذَكَرَ، وَحَكَّى، وَلَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيهَا سَقَطَ وَسَطُ إِسْنَادِهِ.

[تدريب الراوي]

، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَوَاءٌ قَالَ: كَيْفَ هَذَا سَوَاءٌ؟ لَيْسَ هَذَا بِسَوَاءٍ.
فَإِنَّمَا فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ لَمْ يُسْنِدْ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ، وَلَا أَدْرَكَ الْقِصَّةَ، فَكَانَتْ مُرْسَلَةً، وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَأُسْنِدَ ذَلِكَ إِلَيْهَا بِالْعُنْنَةِ، فَكَانَتْ مُتَّصِلَةً انْتَهَى.

تَنْبِيْهُ

كَثُرَ اسْتِعْمَالُ أَنَّ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ فِي الْإِجَازَةِ، وَهَذَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي عَنْ فِي الْمَشَارِقَةِ، أَمَّا الْمَغَارِبَةُ فَيَسْتَعْمِلُونَهَا فِي السَّاعِ وَالْإِجَازَةِ مَعًا، وَهَذَانِ الْفَرَعَانِ (ق 75 ٨١) حَقُّهُمَا أَنْ يُفْرَدَا بِنَوْعِ يُسَيِّ الْمُبْعَنَ كَمَا صَنَعَ ابْنُ جَمَاعَةَ وَغَيْرُهُ.

[الثالث حكم التعليق الذي يذكره البخاري والحيدي وصورته]

(الثَّالِثُ: التَّعْلِيْقُ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْحَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ) مِنَ الْمَغَارِبَةِ (فِي أَحَادِيثٍ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، وَسَبَقَهُمْ بِاسْتِعْمَالِهِ الدَّارَقُطِيُّ، صَوْرَتُهُ أَنْ يُحْذَفَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ) عَلَى التَّوَالِي بِصِيغَةِ الْجَزْمِ، وَيُعْزَى الْحَدِيثُ إِلَى مَنْ فَوْقَ الْمَحْذُوفِ مِنْ رَوَاتِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْضَلِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ، فَيُجَامَعُ فِي حَذْفِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَيُفَارِقُهُ فِي حَذْفِ وَاحِدٍ، وَفِي اخْتِصَاصِهِ بِأَوَّلِ السَّنَدِ.

(وَكَاَنَّهُ مَاخُودٌ مِنْ تَعْلِيْقِ الْجِدَارِ أَوْ الطَّلَاقِ لِقَطْعِ الْإِتِّصَالِ) فِيهَا.

(وَاسْتَعْمَلَهُ بَعْضُهُمْ فِي حَذْفِ كُلِّ الْإِسْنَادِ، كَقَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ

তৃতীয়: 'তালীক' যা হুমাইদী ও অন্যান্যরা বুখারী কিতাবের হাদীসসমূহে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী তাদের পূর্বে এর ব্যবহার করেছেন। এর রূপ হলো, ইসনাদের শুরু থেকে একজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ দেওয়া। আর এটি যেন দেয়াল থেকে ঝুলিয়ে রাখা বা তালাক প্রদানের (অর্থ থেকে) নেওয়া হয়েছে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কারণে। কেউ কেউ এর ব্যবহার

করেছেন সম্পূর্ণ ইসনাদ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে, যেমন তাদের বক্তব্য: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন", অথবা "ইবনু আব্বাস বলেছেন", অথবা "আতা বলেছেন", অথবা "অন্যান্যরা এমন বলেছেন"। আর এই 'তালীক' এর হুকুম সহীহ-এর হুকুমের মতো, যেমনটি সহীহ প্রকারের আলোচনায় পূর্বে এসেছে। তারা 'তালীক' কে নিশ্চিত বচনের (সিগাতুল জাজম) বাইরে ব্যবহার করেননি, যেমন "অমুক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে এমন", অথবা "তার থেকে বলা হয়েছে", "উল্লেখ করা হয়েছে", "বর্ণনা করা হয়েছে" এবং এর মতো অন্যান্য শব্দে। বরং তারা এটিকে নির্দিষ্ট করেছেন নিশ্চিত বচনের ক্ষেত্রে, যেমন "তিনি বলেছেন", "তিনি করেছেন", "তিনি আদেশ করেছেন", "তিনি নিষেধ করেছেন", "তিনি উল্লেখ করেছেন", এবং "তিনি বর্ণনা করেছেন"। আর তারা এটিকে ইসনাদের মাঝখান থেকে বাদ পড়া (বর্ণনাকারী)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি।

-

[তাদরিবুর রাবী]

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আমি আহমদকে বলতে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি বলল: উরওয়া বলেছেন: আয়েশা বলেছেন: "হে আল্লাহর রাসূল", এবং "উরওয়া থেকে, আয়েশা থেকে" — এই দুটি কি সমান? তিনি (আহমদ) বললেন: এটা কীভাবে সমান? এটা সমান নয়।

আহমদ এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, কারণ প্রথম শব্দবন্ধে উরওয়া এটিকে আয়েশার দিকে সম্পর্কিত করেননি এবং তিনি ঘটনাটিও পাননি, সুতরাং এটি মুরসাল ছিল। আর দ্বিতীয় শব্দবন্ধে তিনি 'আন'আনা' (عَنْ عَنِ) পদ্ধতির মাধ্যমে এটিকে আয়েশার দিকে সম্পর্কিত করেছেন, সুতরাং এটি মুত্তাসিল ছিল। সমাপ্ত।

সতর্কতা

এই যুগে ইজায়তের (বর্ণনার অনুমতি) ক্ষেত্রে 'আনা' (عَنْ) এর ব্যবহারও প্রচুর হয়েছে। প্রাচ্যবিদদের মধ্যে এই (عَنْ) এবং পূর্বে উল্লিখিত 'আন' (عَنْ) উভয়ই ব্যবহার হয়। তবে মাগরিবের (পশ্চিমের) আলেমরা এগুলোকে শ্রবণ (সামা') এবং ইজায়ত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন। এই দুটি শাখা (৭৫/ক পৃষ্ঠা) 'মুআন'আন' নামক একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে আলোচনা করা উচিত, যেমনটি ইবনু জামাআহ ও অন্যান্যরা করেছেন।

[তৃতীয়: আল-বুখারী ও আল-হুমাইদী কর্তৃক উল্লিখিত তালীকের হুকুম এবং এর ধরণ]

(তৃতীয়: আল-তালীক, যা হুমাইদী ও অন্যান্যরা) মাগরিবের (পশ্চিমের আহলে হাদীস) (বুখারী কিতাবের হাদীসসমূহে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী তাদের পূর্বে এর ব্যবহার করেছেন। এর ধরণ হলো, ইসনাদের শুরু থেকে একজন বা ততোধিক) ধারাবাহিকভাবে দৃঢ়তাপূর্ণ বচনভঙ্গিতে (সিগাতুল জাজম) (বাদ দেওয়া হয়)। এবং হাদীসটিকে সেই রাবীর প্রতি আরোপ করা হয় যিনি বাদ পড়া রাবীদের উপরে আছেন। এর (তালীক) এবং মু'দাল (হাদীস)-এর মধ্যে এক দিক থেকে সাধারণ ও বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এটি দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ার ক্ষেত্রে মু'দালের সাথে মিলে যায়, আর একজন রাবী বাদ পড়ার ক্ষেত্রে এবং সনদ এর শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকার ক্ষেত্রে মু'দাল থেকে আলাদা হয়।

(আর এটি যেন দেয়াল থেকে ঝুলিয়ে রাখা বা তালাক প্রদানের অর্থ থেকে নেওয়া হয়েছে) উভয়ের মধ্যে (সংযোগ) বিচ্ছিন্ন করার কারণে।

(কেউ কেউ এর ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ ইসনাদ বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে, যেমন তাদের বক্তব্য: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" অথবা

(ص: 251) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْ عَطَاءٌ، أَوْ غَيْرُهُ كَذَا، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ لِأَنَّ مَوْضُوعَ كُتُبِهِمْ بَيَانُ مَا فِي الْأَسَانِيدِ مِنْ اخْتِلَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. (وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ) إِذَا وَقَعَ فِي كِتَابِ التَّرِمِذِيِّ صَحِّحُهُ، (كَمَا تَقَدَّمَ فِي) الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ (نَوْعِ الصَّحِيحِ). وَلَمْ يَسْتَغْمِلُوا التَّعْلِيلَ فِي غَيْرِ صِيغَةِ الْجَزْمِ، كَيُذَوَّى عَنْ فُلَانٍ كَذَا، أَوْ يُقَالُ عَنْهُ، وَيُذَكَّرُ وَيُحْكَى وَشَبَّهَهَا، بَلْ خَصُّوا بِهِ صِيغَةَ الْجَزْمِ، كَقَالَ وَفَعَلَ، وَأَمَرَ، وَنَهَى، وَذَكَرَ، وَحَكَى، كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي غَيْرِ الْمَجْزُومِ بِهِ، مِنْهُمْ
الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْبَزْزِيُّ حَيْثُ أوردَ فِي الْأَطْرَافِ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ ذَلِكَ مُعَلِّمًا عَلَيْهِ
عَلَامَةَ التَّعْلِيْقِ.

بَلِ الْمَصْنُفُ نَفْسُهُ أوردَ فِي الرِّيَاضِ حَدِيثَ عَائِشَةَ: «أَمَرْنَا أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ»
، وَقَالَ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيْقًا، فَقَالَ: وَذَكَرَ عَنْ عَائِشَةَ.
(وَلَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيهَا سَقَطَ وَسَطُ إِسْنَادِهِ) ; لِأَنَّ لَهُ اسْمًا يَخْصُهُ مِنَ الْإِنْقِطَاعِ.

[তাদরীবুর রাবী]

ইবনু আব্বাস, অথবা আতা, অথবা অন্য কেউ এরূপ বলেছেন) যদিও আতরাফ সংকলনকারীরা এটি উল্লেখ করেননি, কারণ তাদের কিতাবসমূহের বিষয়বস্তু হলো সনদসমূহের মধ্যে বিদ্যমান ভিন্নতা বা অন্য কিছু বর্ণনা করা।

(এবং এই তালীক সহীহ-এর বিধানের আওতাভুক্ত) যদি এটি এমন কিতাবে থাকে যার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, (যেমনটি সহীহ-এর প্রকারের) চতুর্থ মাসআলায় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তারা তালীক ব্যবহার করেননি দৃঢ়তা প্রকাশকারী শব্দাবলির বাইরে, যেমন: অমুক থেকে এরূপ বর্ণিত আছে, অথবা তার সম্পর্কে বলা হয়, অথবা উল্লেখ করা হয়, বা বর্ণনা করা হয় এবং এর অনুরূপ শব্দাবলি। বরং তারা এটিকে নির্দিষ্ট করেছেন দৃঢ়তা প্রকাশকারী শব্দাবলির জন্য, যেমন: সে বলেছে, সে করেছে, সে নির্দেশ দিয়েছে, সে নিষেধ করেছে, সে উল্লেখ করেছে, এবং সে বর্ণনা করেছে) ইবনুস সালাহ এরূপই বলেছেন।

ইরাকী বলেছেন: মুতাআখখিরীনদের (পরবর্তী আলেমদের) মধ্যে একাধিক ব্যক্তি এটিকে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন যেখানে দৃঢ়তা প্রকাশকারী শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তাদের মধ্যে রয়েছেন হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী, যেখানে তিনি আতরাফ কিতাবে বুখারীতে বিদ্যমান এমন বিষয়াবলী উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর উপর তালীকের চিহ্ন দিয়েছেন।

বরং মুসান্নিফ নিজেই আর-রিয়ায গ্রন্থে আয়েশা (রা)-এর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন:

«আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন মানুষকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী স্থান

দিই», এবং বলেছেন যে, মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি তালীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আর তিনি (মুসলিম) বলেছেন: আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।

(এবং তারা এটিকে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি যেখানে সনদের মাঝ থেকে কিছু বাদ পড়েছে); কারণ এর জন্য ইনকিতা' নামক একটি বিশেষ নাম রয়েছে,

(ص: 252) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَالْإِسْأَالِ، وَالْإِعْضَالِ.

أَمَّا مَا عَزَاهُ الْبُخَارِيُّ لِبَعْضِ شُيُوخِهِ بِصِيغَةٍ: قَالَ فَلَانٌ، وَزَادَ فَلَانٌ، وَنَحُو فَلَانٍ، وَنَحُو ذَلِكَ، فَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ التَّعْلِيْقِ، عَنْ شُيُوخِ شُيُوخِهِ وَمَنْ فَوْقَهُمْ (ق 75 \ ب) ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعُنْعَنَةِ مِنَ الْإِتِّصَالِ بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ التَّدْلِيْسِ، كَذَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ.

قَالَ: وَبَلَّغْنِي عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمَغَارِبَةِ أَنَّهُ جَعَلَهُ قِسْمًا مِنَ التَّعْلِيْقِ ثَانِيًا، وَأَضَافَ إِلَيْهِ قَوْلَ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ لِي فَلَانٌ، وَزَادَنَا فَلَانٌ، فَوَسَمَ كُلَّ ذَلِكَ بِالتَّعْلِيْقِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ هَاهُنَا هُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ فِي نَوْعِ الصَّحِيْحِ، فَجُعِلَ مِنْ أَمْثَلَةِ التَّعْلِيْقِ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ: قَالَ عَفَّانُ كَذَا، وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ كَذَا، وَهُمَا مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ ; وَالَّذِي عَلَيْهِ عَمَلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، كَابْنِ دَقِيْقِ الْعَيْدِ وَالْمِزِّي أَنَّهُ لِدَٰلِكَ حُكْمُ الْعُنْعَنَةِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا: وَقَدْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ بَنُ حَمْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، وَهُوَ أَعْرَفُ بِالْبُخَارِيِّ: كُلُّ مَا قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ لِي فَلَانٌ، أَوْ قَالَ لَنَا، فَهُوَ عَرْضٌ وَمُنَاوَلَةٌ.

[তারবীদ আল-রাবী]

এবং ইরসাল, ও ই‘দাল।

তবে যা ইমাম বুখারী তাঁর কিছু উস্তাদের দিকে আরোপ করেছেন এই বাকশৈলীতে: ‘অমুক বলেছেন’, ‘অমুক বৃদ্ধি করেছেন’, এবং এ জাতীয় অন্যান্য, তার বিধান তাঁর উস্তাদের উস্তাদ এবং তাদের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের থেকে তা‘লীকের বিধানের মতো নয় (পৃ. ৭৫/খ), বরং তার বিধান হলো আন‘আনার বিধানের মতো, যা সংযুক্তির অংশ – সাক্ষাতের শর্ত এবং তাদলিস থেকে সুরক্ষাসহ। ইবনুস সালাহ এমনই দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন।

তিনি (ইবনুস সালাহ) বলেছেন: এবং আমার কাছে মরক্কোর কিছু পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরীন) বিদ্বানদের থেকে পৌঁছেছে যে, তিনি এটিকে দ্বিতীয় প্রকারের তা‘লীকের একটি অংশ বানিয়েছেন, এবং এর সাথে ইমাম বুখারীর এই উক্তি যোগ করেছেন: ‘অমুক আমাকে বলেছেন’, ‘অমুক আমাদের বৃদ্ধি করেছেন’, সুতরাং তিনি এর সবগুলোকে তা‘আল্লুক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইরাকী বলেছেন: এবং ইবনুস সালাহ এখানে যা দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন, তা-ই সঠিক। কিন্তু তিনি সহীহ-এর প্রকারভেদে এর বিরোধিতা করেছেন, সুতরাং তা‘লীকের দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে ইমাম বুখারীর এই উক্তিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: ‘আফফান এমন বলেছেন’, এবং ‘আল-কা‘নাবী এমন বলেছেন’, অথচ তাঁরা উভয়েই ইমাম বুখারীর উস্তাদের অন্তর্ভুক্ত; এবং পরবর্তী যুগের একাধিক বিদ্বানের, যেমন ইবনু দাকীক আল-ঈদ ও আল-মিযযীর, কর্মপদ্ধতি হলো যে, সেগুলোর বিধান হলো আন‘আনার বিধান।

ইবনুস সালাহ এখানে বলেছেন: এবং আবু জাফর ইবনু হামদান আন-নাইসাবুরী, যিনি ইমাম বুখারী সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, বলেছেন: যখনই ইমাম বুখারী বলেন: ‘অমুক আমাকে বলেছেন’, অথবা ‘অমুক আমাদের বলেছেন’, তখন তা ‘আরদ (উপস্থাপন) ও মুনাবালা (প্রদান)’।

(ص: 253) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الرَّابِعُ: إِذَا رَوَى بَعْضُ الثَّقَاتِ الضَّابِطِينَ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا، وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا، أَوْ بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا، وَبَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا، أَوْ وَصَلَهُ هُوَ أَوْ رَفَعَهُ فِي وَقْتٍ أَوْ أَرْسَلَهُ وَوَقَفَهُ فِي وَقْتٍ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَصَلَهُ أَوْ رَفَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرُ؛

لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحُكْمُ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، أَوْ وَقَفَهُ، قَالَ
الْخَطِيبُ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمُ الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ وَبَعْضُهُمُ لِلْأَحْفَظِ،
وَعَلَى هَذَا لَوْ أَرْسَلَهُ أَوْ وَقَفَهُ الْأَحْفَظُ لَا يَقْدَحُ الْوَصْلُ وَالرَّفْعُ فِي عَدَالَةِ رَاوِيهِ، وَقِيلَ:
يَقْدَحُ فِيهِ وَصْلُهُ مَا أَرْسَلَهُ الْحَقَّاطُ.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ مَا حَقَّقَهُ الْخَطِيبُ مِنْ أَنَّ قَالَ لَيْسَتْ كَعَنْ، فَإِنَّ
الِاصْطِلَاحَ فِيهَا مُخْتَلِفٌ، فَبَعْضُهُمْ يَسْتَعْمِلُهَا فِي السَّاعِ دَائِبًا كَحَجَّاجِ بْنِ مُوسَى
الْبَصِيبِيِّ الْأَعْوَرِ، وَبَعْضُهُمْ بِالْعَكْسِ لَا يَسْتَعْمِلُهَا إِلَّا فِيمَا لَمْ يَسْبَعُهُ دَائِبًا، وَبَعْضُهُمْ
تَارَةً كَذَا، وَتَارَةً كَذَا كَالْبُخَارِيِّ، فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِحُكْمِ مُطَرِّدٍ.
وَمِثْلُ قَالَ " ذَكَرَ " اسْتَعْمَلَهَا أَبُو قُرَّةَ فِي سُنَنِهِ فِي السَّاعِ، لَمْ يَذْكُرْ سِوَاهَا فِيمَا سَبَعَهُ
مِنْ شُيُوخِهِ فِي جَمِيعِ الْكِتَابِ.

تَنْبِيْهُ

فَرَّقَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ أَحْكَامَ الْمُعَلَّقِ فَذَكَرَا بَعْضَهُ هُنَا، وَهُوَ حَقِيقَتُهُ، وَبَعْضُهُ فِي
نَوْعِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ حُكْمُهُ، وَأَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِهَا صَنِيعُ الْعِرَاقِيِّ حَيْثُ جَمَعَهَا فِي مَكَانٍ
وَاحِدٍ فِي نَوْعِ الصَّحِيحِ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ صَنِيعُ ابْنِ جَمَاعَةَ حَيْثُ أَفْرَدَهُ بِنَوْعِ مُسْتَقِلٍّ
هُنَا.

[الرابع رواية بعض الثقات الضَّابِطِينَ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا أَوْ بَعْضُهُمْ
مَوْقُوفًا وَبَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا]

(الرَّابِعُ إِذَا رَوَى بَعْضُ الثَّقَاتِ الضَّابِطِينَ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا، وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا، أَوْ
بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا، وَبَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا، أَوْ وَصَلَهُ هُوَ أَوْ رَفَعَهُ فِي وَقْتٍ، أَوْ أَرْسَلَهُ

الرَّاءِ: ইদানীং কিছু বিশ্বস্ত ও সুস্মরণকারী বর্ণনাকারী হাদিসকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন, এবং তাঁদের কেউ মুত্তাসিল রূপে, অথবা তাঁদের কেউ মাওকুফ রূপে, এবং তাঁদের কেউ মারফু' রূপে, অথবা তিনি নিজেই এক সময় এটিকে 'ওয়াসল বা রাফা' করেন, কিংবা অন্য সময়ে ইরসাল বা ওয়াকফ করেন, তাহলে সহীহ মত হলো, যে ওয়াসল বা রাফা' করেছেন তার মতটিই গ্রহণযোগ্য, বিরোধী বর্ণনাকারী তার সমকক্ষ হোক বা অধিক হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই; কারণ এটি 'জিয়াদাতু সিকাহ' (নির্ভরযোগ্যতার অতিরিক্ত), আর এটি গ্রহণযোগ্য। তবে তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা বলেন, যে ইরসাল বা ওয়াকফ করেছেন তার মতটিই গ্রহণযোগ্য। খতীব (আল-বাগদাদী) বলেছেন: এটি অধিকাংশ মুহাদিসের মত। তাদের কারো কারো মতে, অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারীর মতটি, এবং কারো কারো মতে, অধিক মুখস্থকারীর (আহফাজ) মতটিই গ্রহণযোগ্য। এই মতে, যদি আহফাজ (অধিক মুখস্থকারী) ব্যক্তি এটিকে ইরসাল বা ওয়াকফ করেন, তবে ওয়াসল ও রাফা' তার বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততাকে ক্ষুণ্ণ করবে না। এবং বলা হয়েছে: হাফিজগণ যা মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন, তা ওয়াসল করা তার (রাবীর) বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ণ করে।

-

[তাগরিদুর রাবী]

অন্যেরা বলেছেন: এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য মত হলো খতীব (আল-বাগদাদী) যা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, 'ক্বালা' (সে বলল) 'আন' (অমুক থেকে) এর মতো নয়, কারণ এর ব্যবহারিক পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তাদের কেউ কেউ 'ক্বালা' শব্দটিকে সর্বদা শ্রুত হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যেমন হাজ্জাজ ইবনে মুসা আল-মিসিসী আল-আওয়ার। আর কেউ কেউ এর বিপরীত, তারা এটিকে কেবল এমন হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যা তারা সর্বদা শোনেননি। আবার কেউ কেউ কখনও এমন, কখনও তেমন ব্যবহার করেন, যেমন ইমাম বুখারী। সুতরাং এর উপর একটি নির্দিষ্ট বা অভিন্ন নিয়ম আরোপ করা যায় না।

‘ক্বালা’ এর মতোই 'জাকারা' (সে উল্লেখ করেছে) শব্দটি। আবু কুররা তার সুনান গ্রন্থে এটিকে শ্রুত হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, তিনি তার শায়খদের থেকে শ্রুত কোনো হাদিসে সম্পূর্ণ কিতাবের মধ্যে এটি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ উল্লেখ করেননি।

তَنْبِیْهِ (দ্রষ্টব্য)

ইবনুস সালাহ এবং গ্রন্থকার 'মুআল্লাক' এর বিধানাবলীকে বিভক্ত করেছেন, তারা এর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করেছেন, যা এর বাস্তবতা (হাকীকাত), এবং কিছু অংশ 'সহীহ' প্রকারের

মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যা এর বিধান (হুকম)। তাদের এই পদ্ধতির চেয়ে আল-ইরাকীর পদ্ধতি উত্তম, কারণ তিনি উভয়কে 'সহীহ' প্রকারের মধ্যে একই স্থানে একত্রিত করেছেন। আর এর চেয়েও উত্তম হলো ইবনে জামা'আহ-এর পদ্ধতি, যেখানে তিনি এটিকে এখানে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

[চতুর্থ: কিছু বিশ্বস্ত ও সুস্মরণকারী বর্ণনাকারীর হাদিস মুরসাল রূপে বর্ণনা করা, এবং তাঁদের কারো কারো মুত্তাসিল রূপে, অথবা তাঁদের কারো কারো মাওকুফ রূপে, এবং তাঁদের কারো কারো মারফু' রূপে বর্ণনা করা।]

(চতুর্থ: যদি কিছু বিশ্বস্ত ও সুস্মরণকারী বর্ণনাকারী হাদিসকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন, এবং তাঁদের কেউ মুত্তাসিল রূপে, অথবা তাঁদের কেউ মাওকুফ রূপে, এবং তাঁদের কেউ মারফু' রূপে, অথবা তিনি নিজেই এক সময় এটিকে ওয়াসল বা রাফা' করেন, কিংবা ইরসাল করেন

(ص: 254) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَوَقَفَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ.

(فَالصَّحِيحُ) عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ (أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَصَلَهُ (ق 76 \ أ) أَوْ رَفَعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ مِثْلَهُ) فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْهُ (لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيِ الرَّفْعِ وَالْوَصْلِ، (زِيَادَةُ ثِقَةٍ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ) عَلَى مَا سَيَأْتِي.

وَقَدْ سُئِلَ الْبُخَارِيُّ، عَنْ حَدِيثِ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ» ، وَهُوَ حَدِيثٌ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْيَعِيِّ فَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ فِي آخَرِينَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مُوسَى مُتَّصِلًا، فَحُكِمَ الْبُخَارِيُّ لِمَنْ وَصَلَهُ، وَقَالَ: الزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ. هَذَا مَعَ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَهُمَا جَبَلَانِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ.

وَقِيلَ: لَمْ يَحْكَمْ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ لِمَجَرَّدِ الزِّيَادَةِ، بَلْ لِأَنَّ لِحَذَاقِ الْمُحَدِّثِينَ نَظْرًا آخَرَ وَهُوَ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَرَائِنِ دُونَ الْحُكْمِ بِحُكْمٍ مُطَرِّدٍ، وَإِنَّمَا حَكَمَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالْوَصْلِ؛ لِأَنَّ الَّذِي وَصَلَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَبْعَةً: مِنْهُمْ إِسْرَائِيلُ حَفِيدُهُ، وَهُوَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي حَدِيثِهِ، لِكَثْرَةِ مُبَارَسَتِهِ لَهُ، وَلِأَنَّ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ سَبْعَاهُ مِنْهُ فِي مَجْلِسٍ

[তাদরীবুর রাবী]

এবং অন্য সময়ে তিনি এটিকে মাওকুফ বর্ণনা করেছেন।

(সুতরাং বিশুদ্ধ মত হলো) হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের বিদ্বানদের মতে (যে ব্যক্তি এটিকে ওয়াসল অথবা রাফ' করেছে (পৃ. ৭৬ \ ক) তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এক্ষেত্রে তার বিরোধী ব্যক্তি মুখস্থ ও দক্ষতায় তার সমকক্ষ হোক) (অথবা তার চেয়ে বেশি), (কারণ এটি) অর্থাৎ রাফ' এবং ওয়াসল (একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত তথ্য, যা গ্রহণযোগ্য), যেমনটি পরবর্তীতে আসবে।

ইমাম বুখারীকে «লা নিকাহা ইল্লা বি-ওয়ালিইয়িন» (অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নেই) এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে হাদীসটি আবু ইসহাক আস-সাবীযীর ব্যাপারে মতানৈক্যপূর্ণ ছিল। শু'বা এবং সাওরী তা তার থেকে, আবু বুরদার সূত্রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইসরাঈল ইবনু ইউনুস এবং অন্যান্যরা তাদের দাদা আবু ইসহাকের সূত্রে, আবু বুরদার মাধ্যমে, মূসা থেকে মুত্তাসিল (সিলসিলা সহ) বর্ণনা করেছেন। তখন বুখারী যিনি তা ওয়াসল করেছেন, তার পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত তথ্য গ্রহণযোগ্য। এটি এমন পরিস্থিতিতে যখন শু'বা ও সুফিয়ান, যারা এটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ই মুখস্থ ও নির্ভুলতায় (হাদীস সংরক্ষণে) পর্বততুল্য ছিলেন।

তবে বলা হয়েছে: ইমাম বুখারী শুধুমাত্র অতিরিক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত দেননি, বরং দক্ষ মুহাদ্দিসীনদের অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা হলো এই বিষয়ে ধারাবাহিক কোনো নিয়ম আরোপ না করে প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদির (কারাইন) উপর নির্ভর করা। ইমাম বুখারী এই হাদীসটিকে ওয়াসল হিসেবে গণ্য করার কারণ হলো, আবু ইসহাকের সূত্রে সাতজন ব্যক্তি

এটিকে ওয়াসল করেছেন; তাদের মধ্যে ইসরাঈল তার পৌত্র। তিনি তার হাদীসের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কারণ তিনি এর চর্চা প্রচুর পরিমাণে করতেন। আর শু'বা এবং সুফিয়ান তা তার থেকে একটি মজলিসে শুনেছেন...

(ص: 255) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَاحِدٍ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَحَدَّثَكَ أَبُو بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَرَجَعَا كَأَنَّهُمَا وَاحِدٌ، فَإِنَّ شُعْبَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ بِالسَّمَاعِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ بِقِرَاءَةِ سُفْيَانَ، وَحَكَمَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِأَنَّ رِوَايَةَ الَّذِينَ وَصَلُوهُ أَصَحُّ. قَالَ: لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْهُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَشُعْبَةُ وَسُفْيَانُ سَمِعَاهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَأَيْضًا سُفْيَانُ لَمْ يَقُلْ لَهُ: وَلَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ أَبُو بُرْدَةَ إِلَّا مُرْسَلًا، وَكَانَ سُفْيَانُ قَالَ لَهُ: أَسَمِعْتَ الْحَدِيثَ مِنْهُ، فَقَضَدُهُ إِنَّمَا هُوَ السُّؤَالُ، عَنْ سَمَاعِهِ لَهُ لَا كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ. (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْحُكْمُ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، أَوْ وَقَفَهُ، قَالَ الْخَطِيبُ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ.

وَعَنْ بَعْضِهِمُ الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ).

عَنْ (بَعْضِهِمُ) الْحُكْمُ (ق 76 \ ب) (لِلْأَحْفَظِ، وَعَلَى هَذَا) الْقَوْلِ (لَوْ أَرْسَلَهُ، أَوْ وَقَفَهُ) الْأَحْفَظُ لَا يَقْدَحُ الْوَصْلُ وَالرَّفْعُ فِي عَدَالَةِ رَاوِيهِ، وَمُسْنَدُهُ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرُ الَّذِي أَرْسَلَهُ، (وَقِيلَ يَقْدَحُ فِيهِ وَصْلُهُ مَا أَرْسَلَهُ)، أَوْ رَفْعُهُ مَا وَقَفَهُ (الْحَفَظُ).

একই (বর্ণনার ক্ষেত্রে), যার প্রমাণ তাইয়ালিসীর মুসনাদ-এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেন: আমাদের নিকট শু'বা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি সুফিয়ান সাওরীকে আবু ইসহাককে বলতে শুনেছি: আবু বুরদা কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন। এতে তারা দু'জন যেন একমত হয়ে যান। কারণ শু'বা এটিকে আবু ইসহাক থেকে সুফিয়ানের পাঠের মাধ্যমে শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে' গ্রন্থে এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, যারা এটিকে ওয়াসল (সংযুক্ত) করেছেন, তাদের বর্ণনা অধিক সহীহ (বিশুদ্ধ)।

তিনি (তিরমিযী) বলেন: কারণ তাদের (অন্যদের) শ্রবণ তাঁর (আবু ইসহাক) থেকে বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, আর শু'বা ও সুফিয়ান এটিকে একই মজলিসে শ্রবণ করেছেন। এছাড়াও, সুফিয়ান তাকে (আবু ইসহাককে) এটা বলেননি যে, 'আবু বুরদা তোমাকে এটি মুরসাল ব্যতীত বর্ণনা করেননি'। বরং সুফিয়ান তাকে বলেছিলেন: 'তুমি কি তাঁর কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছো?' সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল হাদীসটি তাঁর (আবু ইসহাক) থেকে শ্রবণের বিষয়ে প্রশ্ন করা, তাঁর বর্ণনার পদ্ধতি সম্পর্কে নয়।

(তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: ফায়সালা হলো তার জন্য, যে এটিকে মুরসাল করেছে অথবা মওকুফ করেছে। খতিব বলেন: এটি অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত।

এবং তাদের কারো কারো মতে ফায়সালা হলো অধিক সংখ্যক (বর্ণনাকারীর) জন্য)।

(কিছু) কারো কারো মতে ফায়সালা (পৃ. ৭৬/খ) (আহফাজ-এর জন্য)। এবং এই (অভিমত) অনুযায়ী, (যদি আহফাজ এটিকে মুরসাল করে বা মওকুফ করে, তবে ওয়াসল (সংযুক্তকরণ) এবং রাফ' (উত্থাপন) দ্বারা তার বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততায় (আদালাত) কোনো ত্রুটি হবে না), এবং তার মুসনাদ (সন্দসহ বর্ণিত) হাদীসটি সেটি থেকে ভিন্ন, যা তিনি মুরসাল করেছেন, (এবং বলা হয়েছে যে, তিনি যা মুরসাল করেছেন, তাকে ওয়াসল করা তাতে ত্রুটি সৃষ্টি করে), অথবা তিনি যা মওকুফ করেছেন, তাকে রাফ' (উত্থাপন) করা (হুফফাজদের মতে তাতে ত্রুটি সৃষ্টি করে)।

(ص: 256) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الثَّانِي عَشَرَ: التَّدْلِيْسُ وَهُوَ قِسْمَانِ، الْأَوَّلُ: تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ عَاَصَرَهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مُوَهِّبًا سَمَاعَهُ، قَائِلًا: قَالَ فُلَانٌ، أَوْ عَنْ فُلَانٍ وَنَحْوَهُ، وَرُبَّمَا

لَمْ يُسْقِطْ شَيْخُهُ وَأَسْقَطَ غَيْرُهُ ضَعِيفًا أَوْ صَغِيرًا تَحْسِينًا لِلْحَدِيثِ، الثَّانِي: تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ بِأَنْ يُسَمِّيَ شَيْخَهُ أَوْ يُكَنِّيَهُ أَوْ يَنْسُبَهُ أَوْ يَصِفَهُ بِمَا لَا يُعْرَفُ.

[تدريب الراوي]

وَصَحَّحَ الْأُصُولِيُّونَ فِي تَعَارُضِ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ فِي أَوْقَاتٍ أَنَّ الْحُكْمَ لَنَا وَقَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ، فَإِنْ كَانَ الْوَصْلُ أَوْ الرَّفْعُ أَكْثَرَ قُدِّمَ، أَوْ ضِدَّهُمَا فَكَذَلِكَ. قُلْتُ: بَقِيَ عَلَيْهِمْ مَا إِذَا اسْتَوَيَا، بِأَنْ وَقَعَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي وَاقْتٍ فَقَطْ، أَوْ وَقَتَيْنِ فَقَطْ فَأَبْدَأْتُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا تَعَارُضُ بَيْنَ مَا وَرَدَ مَرْفُوعًا مَرَّةً، وَمَوْقُوفًا عَلَى الصَّحَابِيِّ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ رَوَاهُ، وَأَفْتَى بِهِ.

[النَّوعُ الثَّانِي عَشَرَ التَّدْلِيْسُ]

[أقسام التَّدْلِيْسِ]

(النَّوعُ الثَّانِي عَشَرَ: التَّدْلِيْسُ، وَهُوَ قِسْمَانِ) بَلْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ كَمَا سَيَأْتِي. (الْأَوَّلُ: تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ عَاَصَرَهُ)، زَادَ ابْنُ الصَّلَاحِ: أَوْ لَقِيَهُ (مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ)، بَلْ سَمِعَهُ، عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ (مَوْهَبًا سَمَاعَهُ) حَيْثُ أُوْرَدَهُ بِلَفْظٍ يُؤْهِمُ الْإِتِّصَالَ، وَلَا يَقْتَضِيهِ (قَائِلًا: قَالَ فُلَانٌ، أَوْ عَنْ فُلَانٍ، وَنَحْوَهُ) وَكَأَنَّ فُلَانًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاَصَرَهُ فَلَيْسَ الرِّوَايَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ تَدْلِيْسًا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ تَدْلِيْسٌ، فَحَدُّوهُ بِأَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ، عَنِ الرَّجُلِ بِمَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ بِلَفْظٍ لَا يَقْتَضِي تَصْرِيحًا بِالسَّمَاعِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَعَلَى هَذَا فَمَا سَلِمَ أَحَدٌ مِنَ التَّدْلِيْسِ، لَا مَالِكٌ، وَلَا غَيْرُهُ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ. وَقَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِرْسَالِ أَنَّ الْإِرْسَالَ رِوَايَتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

দ্বাদশ প্রকার: তাদলিসএবং এটি দুই প্রকার। প্রথম প্রকার: তাদলিসুল ইসনাদ। এটি হলো যখন কোনো রাবী এমন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করে যার সমসাময়িক সে ছিল, কিন্তু তার থেকে সরাসরি শোনেনি, অথচ সে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন সে তা শুনেছে। যেমন: "অমুক বলেছেন" বা "অমুকের সূত্রে" ইত্যাদি বলে। অনেক সময় সে তার উস্তাদকে বাদ দেয় না, বরং অন্য কোনো দুর্বল বা অপ্রাপ্তবয়স্ক রাবীকে বাদ দেয় হাদীসকে সুন্দর করার জন্য। দ্বিতীয় প্রকার: তাদলিসুশ শুযুখ। এটি হলো যখন রাবী তার উস্তাদের এমন নাম, কুনিয়াত, নিসবাত বা বিবরণ দেয় যা দ্বারা তাকে চেনা যায় না।

—
[তাদরিবুর রাবী]

এবং উসুলবিদগণ এক ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে এই অভিমতকে সঠিক বলেছেন যে, যে বর্ণনাটি তার থেকে অধিকবার এসেছে, সেটির উপর ফয়সালা হবে। সুতরাং যদি ওয়াসল (সংযুক্ত সনদ) বা রাফ' (নবীর প্রতি সম্পর্কযুক্ত) অধিক হয়, তবে সেটি অগ্রাধিকার পাবে। অথবা যদি এর বিপরীত (অর্থাৎ ইরসাল বা ওয়াকফ) অধিক হয়, তবে অনুরূপভাবে সেটাই অগ্রাধিকার পাবে।

আমি বলি: তাদের উপর এটি বাকি থেকে যায় যখন উভয়টি (ওয়াসল ও ইরসাল/রাফ' ও ওয়াকফ) সমান হয়, যেমন প্রত্যেকটি একবার করে বর্ণিত হয়েছে, অথবা প্রত্যেকটি দুইবার করে বর্ণিত হয়েছে।

একটি উপকারিতা: মাওয়াদী বলেছেন: যে হাদীস একবার মারফু' হিসেবে এসেছে এবং অন্যবার সাহাবীর উপর মাওকূফ হিসেবে এসেছে, তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; কারণ এটি হতে পারে যে সাহাবী নিজেই তা বর্ণনা করেছেন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে) এবং সে অনুযায়ী ফতওয়াও দিয়েছেন।

[দ্বাদশ প্রকার: তাদলিস]

[তাদলিসের প্রকারভেদ]

(দ্বাদশ প্রকার: তাদলিস, এবং এটি দুই প্রকার) বরং তিন প্রকার বা তারও বেশি, যেমনটি পরবর্তীতে আসবে।

(প্রথম প্রকার: তাদলিসুল ইসনাদ, এটি হলো যখন রাবী এমন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করে যার সমসাময়িক সে ছিল), ইবনুল সালাহ যোগ করেছেন: "অথবা তার সাথে সাক্ষাত

হয়েছিল," (অথচ সে তার থেকে সরাসরি শোনেনি), বরং সে তা অন্য একজন থেকে তার সূত্রে শুনেছে, (এবং এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন সে তা শুনেছে) যেখানে সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যা সংযোগের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু তা আবশ্যিক করে না, (যেমন: "অমুক বলেছেন" বা "অমুকের সূত্রে" ইত্যাদি বলে)। এবং "যেন অমুক"। সুতরাং যদি সে তার সমসাময়িক না হয়, তবে তার থেকে এভাবে বর্ণনা করা প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তাদলিস নয়।

এবং কিছু লোক বলেছেন যে এটিও তাদলিস। সুতরাং তারা এটিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি এমন কিছু বর্ণনা করে অন্য ব্যক্তির সূত্রে যা সে তার থেকে শোনেনি, এমন শব্দ ব্যবহার করে যা সরাসরি শোনার কথা প্রকাশ করে না।

ইবনু আবদিল বার্ন বলেছেন: আর এই মতানুযায়ী, তাদলিস থেকে কেউ রক্ষা পায়নি, না ইমাম মালিক, না অন্য কেউ।

এবং হাফিয আবু বকর আল-বাজ্জার ও আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেছেন: এটি হলো যখন সে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করে যার কাছ থেকে সে শুনেছে, অথচ সে তার থেকে সরাসরি শোনেনি, এই কথা উল্লেখ না করে যে সে তার কাছ থেকে শুনেছে।

এবং তিনি বলেছেন: তাদলিস ও ইরসালের মধ্যে পার্থক্য হলো, ইরসাল হলো এমন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করা যার কাছ থেকে সে শোনেনি।

(ص: 257) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ.

وَقَيَّدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِقِسْمِ اللَّقَاءِ، وَجَعَلَ قِسْمَ الْمُعَاَصَرَةِ إِرْسَالًا خَفِيًّا، وَمِثْلُ قَالَ وَعَنْ وَأَنَّ مَا لَوْ أَسْقَطَ أَدَاةَ الرِّوَايَةِ، وَسَيَّ الشَّيْخَ فَقَطْ، فَيَقُولُ فَلَانٌ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَقَالَ: الرَّهْرِيُّ، فَقِيلَ لَهُ: حَدِّثْكُمْ

الرَّهْرِيُّ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: الرَّهْرِيُّ (ق 77 \ أ) فَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنَ الرَّهْرِيِّ فَقَالَ:

لَا، وَلَا مِمَّنْ سَبَعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْبَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، لَكِنْ سَمَى شَيْخَ الْإِسْلَامِ هَذَا تَدْلِيْسَ الْقَطْعِ.

(وَرُبَّمَا لَمْ يُسْقِطْ شَيْخُهُ، وَأَسْقَطَ غَيْرُهُ) أَيُّ شَيْخِ شَيْخِهِ، أَوْ أَعْلَى مِنْهُ؛ لِكَوْنِهِ (ضَعِيفًا)، وَشَيْخُهُ ثِقَّةٌ، (أَوْ صَغِيرًا)، وَأَتَى فِيهِ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ، عَنِ الثِّقَةِ الثَّانِي، (تَحْسِينًا لِلْحَدِيثِ)، وَهَذَا مِنْ زَوَائِدِ الْمُصَنِّفِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ، وَهُوَ قِسْمٌ آخَرُ مِنَ التَّدْلِيْسِ يُسَمَّى تَدْلِيْسَ التَّسْوِيَةِ.

سَمَّاهُ بِذَلِكَ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ شَرُّ أَقْسَامِهِ؛ لِأَنَّ الثِّقَّةَ الْأَوَّلَ قَدْ لَا يَكُونُ مَعْرُوفًا بِالتَّدْلِيْسِ، وَيَجِدُهُ الْوَاقِفُ عَلَى السَّنَدِ كَذَلِكَ بَعْدَ التَّسْوِيَةِ، قَدْ رَوَاهُ، عَنْ ثِقَةٍ آخَرَ فَيَحْكُمُ لَهُ بِالصَّحَّةِ، وَفِيهِ غُرُورٌ شَدِيدٌ، وَمِمَّنْ اشْتَهَرَ بِفَعْلٍ ذَلِكَ بَقِيَّةُ بُنِ الْوَلِيدِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ: سَبَعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوِيَّةٍ، عَنْ بَقِيَّةٍ: حَدَّثَنِي أَبُو وَهْبٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ:

[তাদরীবুর রাবী]

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: এবং প্রথম উক্তিটিই প্রসিদ্ধ।

শাইখুল ইসলাম এটিকে সাক্ষাৎ-এর প্রকারের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন এবং সমসাময়িকতার প্রকারটিকে গোপন মুরসাল (إرسال خفي) হিসেবে গণ্য করেছেন। আর যেমন: 'قَالَ' (তিনি বলেছেন), 'عَنْ' (থেকে) এবং 'أَنَّ' (যে) যখন বর্ণনার মাধ্যম বাদ দিয়ে কেবল শাইখের নাম উল্লেখ করা হয়, তখন বলা হয়, 'অমুক বলেছেন'।

আলী ইবনে খাশরাম বলেছেন: আমরা ইবনে উয়াইনাহর কাছে ছিলাম, তখন তিনি বললেন: "যুহরী।" তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "যুহরী কি আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছেন?" তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "যুহরী।" (পৃ. ৭৭/ক) তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "আপনি কি যুহরী থেকে শুনেছেন?" তিনি বললেন: "না, আর যিনি যুহরী থেকে শুনেছেন তার থেকেও নয়। আমাদের কাছে আব্দুর রায়যাক বর্ণনা করেছেন, মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে।" তবে শাইখুল ইসলাম এটিকে 'তাদলিসুল কাত' (تدليس القطع) নাম দিয়েছেন।

(আর কখনো হয়তো সে তার শাইখকে বাদ দেয় না, বরং অন্য কাউকে বাদ দেয়) অর্থাৎ তার শাইখের শাইখকে, অথবা তার উপরের কাউকে; কারণ সে (দুর্বল) ছিল, আর তার শাইখ ছিল নির্ভরযোগ্য (ثقة), (অথবা ছোট) ছিল, আর সে তাতে একটি সম্ভাব্য শব্দ ব্যবহার করেছে, দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য রাবীর থেকে, (হাদীসকে উন্নত করার জন্য)। আর এটি ইবনুল সালাহ-এর উপর মুসান্নিফ-এর সংযোজনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এবং এটি তাদলিসের আরেকটি প্রকার যাকে 'তাদলিসুত তাসওয়িয়াহ' (تدليس التسوية) বলা হয়।

ইবনুল কাত্তান এটিকে এই নামে অভিহিত করেছেন, এবং এটি তাদলিসের প্রকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট; কারণ প্রথম নির্ভরযোগ্য রাবী হয়তো তাদলিসের জন্য পরিচিত নন, এবং সানাদ পরীক্ষাকারী তাসওয়িয়াহ (সমান্তরালকরণ)-এর পর এটিকে সেভাবেই পান, যে সে অন্য একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণনা করেছে, ফলে সে এটিকে সহীহ বলে রায় দেয়, আর এতে রয়েছে কঠিন প্রতারণা। যারা এই কাজটি করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন তাদের মধ্যে বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ অন্যতম।

ইবনে আবি হাতিম তার 'আল-ইলাল' (আল-ইলাল) গ্রন্থে বলেছেন: "আমি আমার পিতাকে শুনেছি, এবং তিনি সেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যা ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ বাকিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: 'আবু ওয়াহাব আল-আসাদী আমার কাছে নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন:"

(ص: 258) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

«لَا تَحْبِدُوا إِسْلَامَ الْمَرْءِ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ»، فَقَالَ أَبِي: هَذَا الْحَدِيثُ لَهُ عِلَّةٌ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهَبٍ، وَهُوَ أَسَدِيٌّ، فَكُنَّا هُ بَقِيَّةً، وَنَسَبَهُ إِلَى

بَنِي أَسَدٍ كَيْ لَا يُفْطَنُ لَهُ، حَتَّى إِذَا تَرِكَ إِسْحَاقُ لَا يُهْتَدَى لَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَقِيَّةً مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا.

وَمَنْ عُرِفَ بِهِ أَيْضًا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

قَالَ أَبُو مُسْهَرٍ: كَانَ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ مِنَ الْكَذَّابِينَ، ثُمَّ يُدَلِّسُهَا عَنْهُمْ. وَقَالَ صَالِحُ جَزْرَةَ: سَمِعْتُ الْهَيْثَمَ بْنَ خَارِجَةَ يَقُولُ: قُلْتُ لِلْوَلِيدِ: قَدْ أَفْسَدْتَ حَدِيثَ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَيْفَ؟ قُلْتُ: تَرَوِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ نَافِعٍ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغَيْرِكَ يُدْخِلُ بَيْنَ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَيْنَ نَافِعِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ أَبَا الْهَيْثَمِ قُرَّةَ (ق 77 \ ب) [فَمَا يَحْبِلُكَ عَلَى هَذَا؟] قَالَ: أَجَلُ الْأَوْزَاعِيِّ أَنْ يَرَوِي عَنْ مِثْلِ هَؤُلَاءِ، قُلْتُ فَإِذَا رَوَى [الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ] هَؤُلَاءِ، وَهُمْ ضَعَفَاءُ أَحَادِيثَ مَنَاقِيرَ، فَأَسْقَطْتَهُمْ أَنْتَ، وَصَيَّرْتَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الثَّقَاتِ، ضَعُفَ الْأَوْزَاعِيُّ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِي.

[তাদরিবুর রাবী]

«কোনো ব্যক্তির ইসলামকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসা করো না, যতক্ষণ না তোমরা তার মতাদর্শের মূল ভিত্তি অবগত হও (তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা জানো)»। আমার পিতা বললেন: এই হাদীসটির একটি সূক্ষ্ম ত্রুটি (ইল্লাত) রয়েছে, যা খুব কম লোকই বোঝে। উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর এই হাদীসটি ইসহাক ইবনে আবি ফারওয়া থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহর কুনিয়াত ছিল আবু ওয়াহব এবং তিনি আসাদী গোত্রের ছিলেন। বাকিয়াহ তাকে কুনিয়াত দ্বারা সম্বোধন করতেন এবং বনী আসাদ গোত্রের দিকে তার নিসবাত করতেন যাতে তাকে চেনা না যায়, এমনকি ইসহাককে বাদ দিলেও তাকে (উবায়দুল্লাহকে) চেনা যেত না। তিনি বললেন: আর বাকিয়াহ এই ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

যাদের এই ধরনের কাজ করার জন্য পরিচিতি ছিল, তাদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবনে মুসলিমও ছিলেন।

আবু মুসহির বললেন: তিনি মিথ্যাবাদীদের থেকে আওয়ামী-এর হাদীসসমূহ বর্ণনা করতেন, তারপর তাদের পক্ষ থেকে সেগুলোকে তাদলিস করতেন (সনদ অস্পষ্ট করে দিতেন)।

সালেহ জাজারাহ বললেন: আমি হাইসাম ইবনে খারিজাকে বলতে শুনেছি: আমি ওয়ালীদকে বললাম: আপনি আওয়ামী-এর হাদীস নষ্ট করে ফেলেছেন। তিনি বললেন: কীভাবে? আমি বললাম: আপনি আওয়ামী থেকে, তিনি নাফি' থেকে; আওয়ামী থেকে, তিনি যুহরী থেকে; এবং আওয়ামী থেকে, তিনি ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন। অথচ আপনার ব্যতীত অন্যরা আওয়ামী এবং নাফি'র মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে আমির আল-আসলামী-কে এবং আওয়ামী ও যুহরীর মাঝে আবুল হাইসাম কুররাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। (পৃ 77 \ খ)

[তাহলে আপনাকে এই (কাজটি) কিসে প্ররোচিত করে?] তিনি বললেন: আমি আওয়ামী-কে এতোটা মর্যাদা দেই যে, তিনি এদের মতো ব্যক্তিদের থেকে বর্ণনা করবেন না। আমি বললাম: তাহলে যখন বর্ণনা করা হয়

[আওয়ামী, এদের থেকে] (হাদীস বর্ণনা করেন) অথচ তারা দুর্বল (বর্ণনাকারী) এবং তাদের হাদীসগুলো মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)। আর আপনি তাদের বাদ দিয়েছেন এবং সেগুলোকে আওয়ামী-এর বিশ্বস্তদের থেকে বর্ণনায় পরিণত করেছেন (যেন আওয়ামী বিশ্বস্তদের থেকে বর্ণনা করেছেন)। এতে আওয়ামী দুর্বল হয়ে যান। তবে তিনি আমার কথার দিকে মনোযোগ দিলেন না।

(ص: 259) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ الْخَطِيبُ: وَكَانَ الْأَعْمَشُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا.
قَالَ الْعَلَايِيُّ: وَبِالْجُبَلَةِ فَهَذَا النَّوعُ أَفْحَشُ أَنْوَاعِ التَّدْلِيلِ مُطْلَقًا وَشَرُّهَا.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ قَادِحٌ فِيمَنْ تَعَمَّدَ فِعْلَهُ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لَا شَكَّ أَنَّهُ جَرَحٌ، وَإِنْ وُصِفَ بِهِ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَعْمَشُ، فَلَا عِتْدَارَ
 أَنَّهُمَا لَا يَفْعَلَانِهِ إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُمَا ضَعِيفًا عِنْدَ غَيْرِهِمَا.
 قَالَ: ثُمَّ ابْنُ الْقَطَّانِ إِنَّمَا سَمَّاهُ تَسْوِيَةً بِدُونِ لَفْظِ التَّدْلِيلِ، فَيَقُولُ: سَوَاهُ فُلَانٌ،
 وَهَذِهِ تَسْوِيَةٌ، وَالْقَدَمَاءُ يُسَبِّحُونَهُ تَجْوِيدًا، فَيَقُولُونَ جَوْدَهُ فُلَانٌ، أَيْ ذَكَرَ مَنْ فِيهِ مِنَ
 الْأَجْوَادِ، وَحَذَفَ غَيْرَهُمْ.

قَالَ: وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ: مَتَى قِيلَ تَدْلِيلُ التَّسْوِيَةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ
 الثِّقَاتِ الَّذِينَ حُذِفَتْ بَيْنَهُمُ الْوَسَائِطُ فِي ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، قَدْ اجْتَمَعَ الشَّخْصُ مِنْهُمْ
 بِشَيْخِ شَيْخِهِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَإِنْ قِيلَ: تَسْوِيَةٌ بِدُونِ لَفْظِ التَّدْلِيلِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى
 اجْتِمَاعِ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِمَنْ فَوْقَهُ، كَمَا فَعَلَ مَالِكٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي التَّدْلِيلِ أَصْلًا، وَوَقَعَ
 فِي هَذَا، فَإِنَّهُ يَرْوِي عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَوْرٌ لَمْ يَلْقَهُ وَإِنَّمَا رَوَى، عَنْ عِكْرِمَةَ
 عَنْهُ فَاسْقَطَ عِكْرِمَةَ لِأَنَّهُ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَهُ، وَعَلَى هَذَا يُفَارِقُ الْمُنْقَطِعُ، بِأَنْ شَرَطَ
 السَّاقِطُ هُنَا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ خَاصٌّ.

ثُمَّ زَادَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَدْلِيلَ الْعُطْفِ، وَمَثَلُهُ بِمَا فَعَلَ هُشَيْمٌ، فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ
 الْحَاكِمُ، وَالْخَطِيبُ، أَنَّ أَصْحَابَهُ قَالُوا لَهُ: نُرِيدُ أَنْ تُحَدِّثَنَا الْيَوْمَ شَيْئًا لَا يَكُونُ فِيهِ

[তাদরীবুর রাবী]

আল-খাতীব বলেছেন: আল-আ'মাশ এবং সুফিয়ান সাওরীও এ ধরনের কাজ করতেন।

আল-আলাঈ বলেছেন: সংক্ষেপে, এ প্রকারের তাদলিস (বর্ণনা গোপন করা) সব ধরনের
 তাদলিসের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও খারাপ।

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করে, তার জন্য এটি একটি ত্রুটি
 (জারহ)।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি একটি জারহ (ত্রুটি)। যদিও
 সাওরী এবং আ'মাশকে এর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, তবে এর ওজর হলো, তারা এটি কেবল
 এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে করতেন যিনি তাদের নিকট বিশ্বস্ত ছিলেন কিন্তু অন্যদের নিকট দুর্বল।

তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেছেন: অতঃপর ইবনুল কাত্তান এটিকে 'তাদলিস' শব্দ ছাড়া শুধু 'তাসবিয়াহ' (স্তর সমান করা) নামে অভিহিত করেছেন, তিনি বলেন: 'অমুক তাসবিয়াহ করেছে', এবং এটি 'তাসবিয়াহ'। আর পূর্ববর্তীরা এটিকে 'তাজভীদ' (উন্নত করা) নামে অভিহিত করতেন। তারা বলতেন: 'অমুক এটি তাজভীদ করেছে', অর্থাৎ, তিনি তাদের মধ্যে যারা 'জাওয়িদ' (উন্নত বা বিশ্বস্ত) ছিলেন তাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অন্যদের বাদ দিয়েছেন।

তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেছেন: আর সঠিক কথা হলো, যখন 'তাদলিস' তাসবিয়াহ' বলা হয়, তখন ঐ সনদ থেকে যে সমস্ত বিশ্বস্ত রাবীদের মধ্য থেকে মধ্যবর্তী রাবীদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ঐ হাদীসে তাদের শাইখের শাইখের সাথে মিলিত হতে হবে। আর যদি 'তাদলিস' শব্দ ছাড়া শুধু 'তাসবিয়াহ' বলা হয়, তবে তাদের কাউকে তাদের উপরের রাবীর সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না, যেমন মালিক (রহ.) করেছেন। কারণ তিনি মূলতঃ তাদলিসের অন্তর্ভুক্ত হননি, তবে এ ধরনের 'তাসবিয়াহ' তার থেকে সংঘটিত হয়েছে। কেননা তিনি সাওরের সূত্রে ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, অথচ সাওরের সাথে ইবন আব্বাসের সাক্ষাৎ হয়নি। বরং সাওরের বর্ণনা ছিল ইকরিমা (রহ.)-এর সূত্রে ইবন আব্বাস (রা.) থেকে। অতএব, তিনি ইকরিমা (রহ.)-কে বাদ দিয়েছেন, কারণ ইকরিমা তার কাছে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ (হুজ্জাত) ছিলেন না। এবং এর উপর ভিত্তি করে এটি 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ)-এর থেকে ভিন্ন হয়, এই অর্থে যে, এখানে বাদ পড়া রাবীর শর্ত হলো তিনি দুর্বল হবেন। অতএব, এটি একটি বিশেষ প্রকারের 'মুনকাতি'।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম 'তাদলিসুল আতফ' (সংযুক্তকরণ তাদলিস) যোগ করেছেন, এবং এর উদাহরণ হিসেবে হুশাইম যা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন, যেমনটি তার থেকে আল-হাকিম এবং আল-খাতীব বর্ণনা করেছেন, যে, তার সাথীরা তাকে বলেছিল: "আমরা চাই যে আপনি আজ আমাদেরকে এমন কিছু শোনান যেখানে থাকবে না

تَدْلِيْسٌ، فَقَالَ: خُذُوا، ثُمَّ أَمَلَى عَلَيْهِمْ مَجْلِسًا يَقُولُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، ثُمَّ يَسُوقُ السَّنَدَ وَالْمَتْنَ، فَلَمَّا فَرَغَ (ق 78 \ أ) قَالَ: هَلْ دَلَّسْتُ لَكُمْ الْيَوْمَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا قَالَ بَلَى، كُلُّ مَا قُلْتُ فِيهِ وَفُلَانٌ؛ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا يَشْبَهُهَا تَدْلِيْسُ الْإِسْنَادِ، فَالْإِتِّقُ مَا فَعَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ تَقْسِيْمِهِ قِسْمَيْنِ فَقَطْ، قُلْتُ: وَمِنْ أَقْسَامِهِ أَيْضًا مَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمَقْدَمِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ تَدْلِيْسًا شَدِيدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، ثُمَّ يَسْكُتُ، ثُمَّ يَقُولُ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، الْأَعْمَشُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ يَقُولُ حَجَّاجٌ: سَمِعْتُهُ، يَعْنِي حَدَّثَنَا آخَرُ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبْيَعِيُّ يَقُولُ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَوْلُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَدْلِيْسٌ يُوهِمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ.

وَقَسَمَهُ الْحَاكِمُ إِلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: قَوْمٌ لَمْ يُبَيِّزُوا بَيْنَ مَا سَمِعُوهُ، وَمَا لَمْ يَسْمَعُوهُ.

الثَّانِي: قَوْمٌ يُدَلِّسُونَ، فَإِذَا وَقَعَ لَهُمْ مَنْ يُنْفِرُ عَنْهُمْ، وَيَلْبِجُ فِي سَمَاعَاتِهِمْ ذَكَرُوا لَهُ.

[তাদরিবুর রাবী]

তাদলিস। তখন সে বলল: গ্রহণ করো। তারপর সে তাদের উপর একটি মজলিস (বাণী) লিখিয়ে দিল, যার প্রতিটি হাদীসে সে বলছিল: অমুক ও অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তারপর সে সনদ ও মতন উল্লেখ করত। যখন সে শেষ করল (পৃষ্ঠা ৭৮ \ ক), সে বলল: আজ আমি তোমাদের জন্য কি কিছু তাদলিস করেছি? তারা বলল: না। সে বলল: হ্যাঁ, আমি যা কিছুতে 'অমুক ও অমুক' বলেছি; তা আমি তার কাছ থেকে শুনি।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এই সকল প্রকারই তাদলিসুল ইসনাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইবন আস-সালাহ যা করেছেন, কেবল দুটি ভাগে বিভক্ত করাটাই উপযুক্ত। আমি বলি: এর প্রকারের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন সা'দ কর্তৃক আবু হাফস উমার ইবন আলি আল-মুকাদামী থেকে বর্ণিত এইটিও রয়েছে যে, তিনি কঠোরভাবে তাদলিস করতেন। তিনি বলতেন: 'আমি শুনেছি', এবং

'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন', তারপর নীরব থাকতেন, তারপর বলতেন: 'হিশাম ইবন উরওয়া', 'আল-আ'মাশ'।

আহমাদ ইবন হাম্বল বলেছেন: হাজ্জাজ বলতেন: 'আমি তাকে শুনেছি' (সামি'তুহু), অর্থাৎ অন্য কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

একদল লোক বলেছেন: আবু ইসহাক আস-সাবীযী বলতেন: আবু উবাইদাহ এটি উল্লেখ করেননি, বরং আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ তার পিতা থেকে (উল্লেখ করেছেন)। সুতরাং তার কথা 'আবদুর রহমান' একটি তাদলিস যা এই ধারণা দেয় যে, তিনি তার কাছ থেকে শুনেছেন।

আর আল-হাকিম এটিকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন: প্রথমটি: এমন লোক যারা তারা যা শুনেছে এবং যা শোনেনি তার মধ্যে পার্থক্য করেনি।

দ্বিতীয়টি: এমন লোক যারা তাদলিস করে, এবং যখন তাদের এমন কারো সাথে দেখা হয় যে তাদের থেকে বিরত থাকে (বা অন্যদের বিরত রাখে), এবং তাদের শ্রবণসমূহে প্রবেশ করে (তদন্ত করে), তখন তারা তাকে (সত্য) উল্লেখ করে।

(ص: 261) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَمَثَلُهُ بِمَا حَكَى ابْنُ خَشْرَمٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

الثَّالِثُ: قَوْمٌ دَلَّسُوا عَنْ مَجْهُولِينَ لَا يُدْرَى مَنْ هُمْ، وَمَثَلُهُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ

قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ الْأَشْقَرُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَوْفٍ

قَالَ: بْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ كَلَامًا، قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فَقُلْتُ لِحُسَيْنٍ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟

فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَوْفٍ، فَقُلْتُ لَشُعَيْبٍ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟

فَقَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَصَّاصُ، فَقُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنْ حَمَادِ الْقَصَّارِ، فَلَقِيتُ حَمَادًا،

فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: بَلَّغَنِي عَنْ فَرْقِدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ نَوْفٍ. فَإِذَا هُوَ قَدْ

دَلَّسَ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ، وَحَدَّادٌ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ، وَبَلَغَهُ عَنْ فَرْقَدٍ، وَفَرْقَدٌ لَمْ يُدْرِكْ نَوْفًا.

الرَّابِعُ: قَوْمٌ دَلَّسُوا عَنْ قَوْمٍ سَبَعُوا مِنْهُمْ الْكَثِيرَ، وَرُبَّمَا فَاتَهُمُ الشَّيْءُ عَنْهُمْ، فَيُدَلِّسُونَهُ (ق 78 \ ب).

الخَامِسُ: قَوْمٌ رَوَوْا عَنْ شُيُوخٍ لَمْ يَرَوْهُمْ، فَيَقُولُونَ: قَالَ فُلَانٌ، فَحُبِلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَلَى السَّمَاعِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ سَمَاعٌ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذِهِ الْخُمْسَةُ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ تَدْلِيْسِ الْإِسْنَادِ، وَذَكَرَ السَّادِسَ، وَهُوَ تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ الْآتِي.

الْقِسْمُ الثَّانِي (تَدْلِيْسُ الشُّيُوخِ بِأَنْ يُسَمِّيَ شَيْخَهُ أَوْ يُكْنِيَهُ، أَوْ يَصِفَهُ بِمَا لَا يُعْرَفُ).

-

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

এবং তিনি ইবনু খাশরাম কর্তৃক ইবনু উয়ায়না থেকে বর্ণিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় প্রকার: এমন ব্যক্তিগণ, যারা অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সূত্রে তাদলিস করেছেন, যাদের পরিচয় জানা যায় না। এর দৃষ্টান্ত হলো যা ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

আমাকে হুসাইন আল-আশকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে শুয়াইব ইবনু আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু আব্দুল্লাহ থেকে, নাওফ থেকে, যিনি বলেছেন: আমি আলীর কাছে রাত্রি যাপন করেছিলাম। অতঃপর তিনি একটি কথা উল্লেখ করলেন। ইবনুল মাদীনী বলেন:

আমি হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করলাম: এটি আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন:

আমাকে শুয়াইব হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবু আব্দুল্লাহ থেকে, নাওফ থেকে। আমি শুয়াইবকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাকে কে এটি বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন: আবু আব্দুল্লাহ আল-

জাসসাস। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কার থেকে? তিনি বললেন: হাম্মাদ আল-কাসসার থেকে।

অতঃপর আমি হাম্মাদের সাথে দেখা করলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাকে কে এটি বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন: ফারকাদ আস-সাবিখী থেকে, নাওফ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে। অতএব, দেখা গেল যে তিনি তিনজনের সূত্রে তাদলিস করেছেন। আবু আব্দুল্লাহ

অজ্ঞাত, হাম্মাদ কে তা জানা যায় না, এবং তার কাছে ফারকাদ থেকে পৌঁছেছে, অথচ ফারকাদ নাওফকে পাননি।

চতুর্থ প্রকার: এমন ব্যক্তিগণ, যারা এমন লোকদের থেকে তাদলিস করেছেন যাদের থেকে তারা প্রচুর শুনেছেন, কিন্তু হয়তো তাদের থেকে কিছু (হাদীস) ছুটে গেছে, তাই তারা সেগুলোকে তাদলিস করেন (পৃ. ৭৮/বি)।

পঞ্চম প্রকার: এমন ব্যক্তিগণ, যারা এমন শাইখদের থেকে বর্ণনা করেছেন যাদেরকে তারা দেখেননি, অতঃপর তারা বলেন: 'অমুক বলেছেন', ফলে তাদের থেকে এটিকে শোনা হিসেবে গণ্য করা হয়, অথচ তাদের কাছে (প্রত্যক্ষ) শোনা ছিল না।

আল-বুলফীনী বলেছেন: এই পাঁচটিই ইসনাতের তাদলিসের অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি ষষ্ঠ প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন, যা হলো 'তাদলিসুশ শুযুখ' যা পরবর্তীতে আসবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তাদলিসুশ শুযুখ (অর্থাৎ তার শাইখের নাম উল্লেখ করা, বা তার কুনিয়াত (উপনাম) ব্যবহার করা, অথবা এমনভাবে তার বর্ণনা করা যা দ্বারা তিনি পরিচিত নন)।

(ص: 262) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَكْرُوهٌ جَدًّا، ذَمُّهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ قَالَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ: مَنْ عَرَفَ بِهِ صَارَ
مَجْرُوحًا مَرْدُودَ الرَّوَايَةِ وَإِنْ بَيَّنَّ السَّمَاعَ، وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، فَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ
لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ السَّمَاعُ فَمُرْسَلٌ، وَمَا بَيَّنَّهُ فِيهِ كَسَبَعْتُ، وَحَدَّثْنَا، وَأَخْبَرْنَا وَشَبَّهَهَا
فَمَقْبُولٌ مُحْتَجٌّ بِهِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ، كَقِتَادَةَ،
وَالسُّفْيَانَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَهَذَا الْحُكْمُ جَارٍ فِيمَنْ دَلَّسَ مَرَّةً، وَمَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَشَبَّهَهُمَا، عَنِ الْمُدَلِّسِينَ بِعَنْ مَحْمُولٍ عَلَى ثُبُوتِ السَّمَاعِ مِنْ جِهَةِ أُخْرَى، وَأَمَّا الثَّانِي
فَكَرَاهَتُهُ أَخْفُ، وَسَبَبُهَا تَوْعِيرُ طَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ، وَتَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَتِهِ بِحَسَبِ
غَرَضِهِ، لِكُونِ الْمُغَيَّرِ اسْمُهُ ضَعِيفًا، أَوْ صَغِيرًا، أَوْ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ، أَوْ سَبَعَ مِنْهُ كَثِيرًا،
فَامْتَنَعَ مِنْ تَكَرُّرِهِ عَلَى صُورَةٍ، وَتَسَّحَّحَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ بِهَذَا.

[تدريب الراوي]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَيَدْخُلُ أَيْضًا فِي هَذَا الْقِسْمِ التَّسْوِيَةُ، بِأَنْ يَصِفَ شَيْخَ شَيْخِهِ
بِذَلِكَ.

[حكم التَّدْلِيْسِ]

(أَمَّا) الْقِسْمُ (الْأَوَّلُ فَمَكْرُوهٌ جِدًّا، ذَمُّهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ) ، وَبَالِغُ شُعْبَةٍ فِي ذَمِّهِ، فَقَالَ:
لَأَنْ أُرِيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ.
وَقَالَ: التَّدْلِيْسُ أَخُو الْكَذِبِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا مِنْهُ إِفْرَاطٌ، مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الرَّجْرِ عَنْهُ وَالتَّنْفِيرِ.
(ثُمَّ قَالَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ (مَنْ عُرِفَ بِهِ صَارَ مَجْرُوحًا مَرْدُودَ
الرِّوَايَةِ) مُطْلَقًا، (وَإِنْ بَيَّنَّ السَّمَاعُ) .

وَقَالَ جُهْرٌ مَنْ يَقْبَلُ الْمُرْسَلَ: يَقْبَلُ مُطْلَقًا، حَكَاهُ الْخَطِيبُ.
وَنَقُلُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْإِتِّفَاقَ عَلَى رَدِّ مَا عَنَعْنَهُ تَبَعًا لِلْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ عَبْدِ
الْبَرِّ مَحْمُولٌ عَلَى اتِّفَاقٍ مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ.

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে, তা অত্যন্ত মাকরুহ (অপছন্দনীয়)। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এর
নিন্দা করেছেন। এরপর তাদের একটি দল বলেছেন: যে ব্যক্তি এর দ্বারা পরিচিত, সে মজরুহ
(ত্রুটিপূর্ণ) এবং তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে, যদিও সে শ্রুতি উল্লেখ করে থাকে। তবে বিশুদ্ধ
অভিমত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সুতরাং যে রেওয়ায়াত সে এমন সম্ভাব্য শব্দে বর্ণনা করেছে,
যাতে শ্রুতি উল্লেখ করেনি, তা মুরসাল। আর যে রেওয়ায়াতে সে শ্রুতি স্পষ্ট করেছে, যেমন
'আমি শুনেছি', 'তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন', 'তিনি আমাদের অবহিত করেছেন' এবং
এর অনুরূপ শব্দে, তা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য। সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য
গ্রন্থে এই প্রকারের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেমন কাতাদাহ, দুই সুফিয়ান (সুফিয়ান সাওরি ও
সুফিয়ান ইবন উয়ায়না) এবং অন্যান্য। এই বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা একবার
তাদলিস করেছে। আর সহীহাইন ও অনুরূপ গ্রন্থসমূহে মুদাল্লিসীনদের পক্ষ থেকে 'আন'
(থেকে) শব্দে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অন্য কোনো উৎস থেকে শ্রুতি প্রমাণিত হওয়ার ওপর

নির্ভরশীল বলে ধরা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে, এর মাকরুহ হওয়ার মাত্রা কম। এর কারণ হলো তাকে জানার পথকে কঠিন করা। এর মাকরুহ হওয়ার অবস্থা উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভিন্ন হয়; কারণ যার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, সে হয়তো দুর্বল, বা কম বয়সী, অথবা দেরিতে ইন্তেকাল করেছেন, অথবা তার থেকে অনেক কিছু শোনা হয়েছে, তাই সে এক রূপে পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত ছিল। আল-খতীব এবং অন্যান্যরা এই বিষয়ে শিথিলতা দেখিয়েছেন।

-

[তাদরীবুর রাবী]

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: তাসওয়িয়াহও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তা হলো, সে তার শাইখের শাইখকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করবে।

[তাদলীসের হুকুম]

(প্রথম) প্রকারটি (অত্যন্ত মাকরুহ, অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এর নিন্দা করেছেন)। শু'বাহ এর নিন্দায় বাড়াবাড়ি করে বলেছেন: আমার তাদলিস করার চেয়ে যেনা করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।

তিনি আরও বলেছেন: তাদলিস মিথ্যার ভাই।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এটি তার পক্ষ থেকে একটি বাড়াবাড়ি, যা তাদলিস থেকে কঠোরভাবে বারণ করা ও মানুষকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

(এরপর তাদের একটি দল) অর্থাৎ মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কিরাম (বলেছেন: যে ব্যক্তি এর দ্বারা পরিচিত, সে মজরুহ (ত্রুটিপূর্ণ) এবং তার বর্ণনা) সম্পূর্ণরূপে (প্রত্যাখ্যাত হবে, যদিও সে শ্রুতি উল্লেখ করে থাকে)।

আর যারা মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেন, তাদের জুমহুর (অধিকাংশ) বলেছেন: তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। এটি আল-খতীব বর্ণনা করেছেন।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) শারহুল মুহাযযাবে বায়হাকী ও ইবন আবদিল বার্বকে অনুসরণ করে যা 'আন' (থেকে) শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তা প্রত্যাখ্যানের ওপর ইজমা (ঐকমত্য) উল্লেখ করেছেন। এটি তাদের ইজমা হিসেবে বিবেচিত হবে, যারা মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল দেন না।

[تدريب الراوي]

لَكِنْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ أُمِّةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ قَالُوا: يُقْبَلُ تَدْلِيسُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ; لِأَنَّهُ إِذَا وَقَفَ أَحَالَ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَنُظَرَائِهِمَا. وَرَجَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ قَالَ: وَهَذَا شَيْءٌ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُدْلِسُ وَلَا يُدْلِسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مُتَّقِنٍ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهُ خَبَرٌ دَلَّسَ فِيهِ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ سَمَاعَهُ، عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ ثِقَتِهِ، ثُمَّ مَثَلُ ذَلِكَ بِمَرَّاسِيلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ.

وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ، وَأَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ، وَعِبَارَةُ الْبَزَّارِ: مَنْ كَانَ يُدْلِسُ عَنْ الثِّقَاتِ كَانَ تَدْلِيسُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَقْبُولًا. وَفِي الدَّلَائِلِ لِأَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ: مَنْ ظَهَرَ تَدْلِيسُهُ (ق 79 \ أ) عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ، لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنِي، أَوْ سَمِعْتُ. فَعَلَى هَذَا هُوَ قَوْلُ ثَالِثٍ مُفَصَّلٌ غَيْرُ التَّفْصِيلِ الْآتِي. قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابُنِ الصَّلَاحِ: وَعَزَى لِلْأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْبَيْدِينِيِّ، وَابْنُ مَعِينٍ وَآخَرُونَ (وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ فَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ، لَمْ يُبَيَّنْ فِيهِ السَّمَاعُ، فَمُرْسَلٌ) لَا يُقْبَلُ، (وَمَا بَيَّنَّ فِيهِ كَسَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، وَشَبَّهَهَا، فَمَقْبُولٌ يُحْتَجُّ بِهِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ كَقِتَادَةَ وَالسُّفْيَانَيْنِ

কিন্তু ইবনু আব্দুল বার হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন: ইবনু উয়াইনাহর তাদলিস (মিশ্রণ) গ্রহণযোগ্য; কারণ যখন তিনি (সনদ) থামাতেন, তখন তিনি ইবনু জুরাইজ, মা'মার এবং তাঁদের সমকক্ষদের প্রতি (নির্দেশ) করতেন।

এবং ইবনু হিব্বান এটিকে সমর্থন করে বলেছেন: এটি এমন এক বিষয় যা দুনিয়াতে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়; কারণ তিনি তাদলিস করতেন, কিন্তু কেবল নির্ভরযোগ্য ও সুদক্ষ রাবী থেকেই তাদলিস করতেন, এবং এমন কোনো হাদীস প্রায়শই পাওয়া যায় না যেখানে তিনি তাদলিস করেছেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁর নিজের সমমানের একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে সরাসরি শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট করেননি। এরপর তিনি এটিকে বড় তাবেয়ীগণের মুরসাল হাদীসের সাথে তুলনা করেছেন, কারণ তাঁরা সাহাবী ছাড়া (কারো থেকে) মুরসাল করতেন না।

এ বিষয়ে তাঁর পূর্বে আবু বকর আল-বাযযার এবং আবুল ফাতহ আল-আযদী (মত দিয়েছেন)। আর আল-বাযযারের উক্তি হলো: 'যে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে তাদলিস করে, জ্ঞানীদের নিকট তার তাদলিস গ্রহণযোগ্য।'

এবং আবু বকর আস-সাইরাফীর 'আদ-দালাইল' গ্রন্থে রয়েছে: যার তাদলিস নির্ভরযোগ্য নয় এমন রাবী থেকে প্রকাশ পায় (পৃ. ৭৯/ক), তার বর্ণনা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে বলে: 'তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন' অথবা 'আমি শুনেছি।'

সুতরাং, এর উপর ভিত্তি করে এটি একটি তৃতীয় বিস্তারিত মত, যা আগত বিস্তারিত মতের চেয়ে ভিন্ন।

গ্রন্থকার ইবনু সালাহ-এর মতো বলেছেন: এবং অধিকাংশের প্রতি মতটি আরোপ করেছেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন শাফেয়ী, ইবনু আল-মাদীনী, ইবনু মাজিন এবং অন্যান্যরা (এবং সঠিক হলো বিস্তারিত মত: সুতরাং যে বর্ণনা তিনি এমন শব্দে করেছেন যা ইঙ্গিতবাহী, যেখানে তিনি সরাসরি শ্রবণের কথা স্পষ্ট করেননি, তা মুরসাল হিসেবে) অগ্রহণযোগ্য হবে, (আর যেখানে তিনি 'আমি শুনেছি', 'তিনি আমাদের বলেছেন', 'তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন' এবং এর অনুরূপ শব্দে স্পষ্ট করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য এবং তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে। এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য গ্রন্থে এই ধরনের অনেক বর্ণনা রয়েছে, যেমন কাতাদাহ এবং দুই সুফিয়ানের (বর্ণনা)।

[تدريب الراوي]

وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ التَّدْلِيْسَ لَيْسَ كَذِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِيْهَامِ.

(وَهَذَا الْحُكْمُ جَارٍ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (فَيَمْنُ دَلَّسَ مَرَّةً) وَاحِدَةً.

(وَمَا كَانَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَشَبْهَيْهِمَا) مِنَ الْكُتُبِ الصَّحِيْحَةِ، (، عَنِ الْمُدَلِّسِينَ بِعَنْ، فَحُجُولُ عَلَى ثُبُوتِ السَّاعِ) لَهُ (مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى) وَإِنَّمَا اخْتَارَ صَاحِبُ الصَّحِيْحِ طَرِيقَ الْعُنْعَنَةِ عَلَى طَرِيقِ التَّضْرِيْحِ بِالسَّاعِ، لِكُونِهَا عَلَى شَرْطِهِ دُونَ تِلْكَ. وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ تَفْصِيْلًا آخَرَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى التَّدْلِيْسِ تَغْطِيَّةُ الضَّعِيفِ فَجَرَحَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ وَغَشٌّ وَإِلَّا فَلَا.

(وَأَمَّا) الْقِسْمُ (الثَّانِي، فَكَرَاهَتُهُ أَخْفُ) مِنَ الْأَوَّلِ، (وَسَبَبُهَا تَوْعِيدُ طَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ) عَلَى السَّامِعِ، كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُجَاهِدٍ أَحَدِ أَيْمَةِ الْقُرَّاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيَّ، وَفِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَالْمَرْوِيُّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْجَهَالَةِ.

(وَتَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَتِهِ بِحَسَبِ غَرَضِهِ)، فَإِنْ كَانَ (لِكُونِ الْبُغْيَرِ اسْمُهُ ضَعِيفًا)، فَيَدَلِّسُهُ حَتَّى لَا يُظْهَرَ رِوَايَتُهُ، عَنِ الضُّعَفَاءِ، فَهُوَ شَرُّ هَذَا الْقِسْمِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِجَرَحٍ.

[তারবীবুর রাবী]

এবং তাদের অন্যান্যরা) যেমন আব্দুর রাযযাক ও ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম; কারণ তাদলিস মিথ্যা নয়, বরং এটি এক প্রকারের বিভ্রম।

(আর এই বিধান প্রযোজ্য) যেমন ইমাম শাফি'ঈ এর উপর সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন (যে ব্যক্তি একবার তাদলিস করেছে) তার ক্ষেত্রে।

(আর যা সহীহাইন ও তাদের অনুরূপ কিতাবসমূহে রয়েছে) সহীহ কিতাবসমূহের মধ্যে, (যা তাদলিসকারীদের থেকে 'আন' (عن) শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, তা শ্রবণের সুদৃঢ় প্রমাণ বিদ্যমান থাকার উপর নির্ভরশীল বলে গণ্য হবে) তার (অন্য কোনো সূত্রে)। আর সহীহের সংকলক সুস্পষ্ট শ্রবণের পদ্ধতির পরিবর্তে 'আনআনা' (عنينة)-এর পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন, কারণ এটি তার শর্তের অনুকূল ছিল, সেটি নয়।

কেউ কেউ ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন: যদি তার তাদলিসের কারণ দুর্বলকে গোপন করা হয়, তবে তা 'জাহ' (ত্রুটি) হিসেবে গণ্য হবে; কারণ এটি হারাম ও প্রতারণা। অন্যথায় নয়।

(আর) দ্বিতীয় প্রকারের (তাদলিসের) মাকরুহ হওয়া (প্রথম প্রকারের চেয়ে হালকা)। (এবং এর কারণ হলো শ্রোতার জন্য তা জানার পথকে কঠিন করে তোলা), যেমন আবু বকর ইবনে মুজাহিদ, যিনি কারীগণের অন্যতম ইমাম, বলেছেন: 'আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আব্দুল্লাহ', আর তিনি আবু বকর ইবনে আবী দাউদ আস-সিজিস্তানিকে উদ্দেশ্য করেছেন। এতে যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বর্ণিত ব্যক্তি উভয়ের জন্যই ক্ষতিসাধন হয়; কারণ সম্ভবত তাকে শনাক্ত করা যায় না, ফলে তার উপর 'জাহালাত' (অজ্ঞাত) হওয়ার বিধান দেওয়া হয়।

(আর এর মাকরুহ হওয়ার অবস্থা তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভিন্ন হয়), যদি (যার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে সে দুর্বল হওয়ার কারণে) তাদলিস করা হয়, যাতে দুর্বলদের থেকে তার বর্ণনা প্রকাশ না পায়, তবে এটি এই প্রকারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপ। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো যে এটি 'জাহ' (ত্রুটি) নয়।

(ص: 265) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَجَزَمَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي الْعُدَّةِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِكَوْنِ شَيْخِهِ غَيْرَ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّاسِ، فَغَيَّرَهُ لِيُقْبَلَ خَبْرُهُ، يَجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ خَبْرُهُ، (ق 79 \ ب) وَإِنْ كَانَ هُوَ يَعْتَقِدُ فِيهِ الثِّقَّةَ فَقَدْ غَلَطَ فِي ذَلِكَ، لِحَوَازِ أَنْ يَعْرِفَ غَيْرُهُ مِنْ جَرْحِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ هُوَ. وَقَالَ الْأَمْدِيُّ إِنْ فَعَلَهُ لِضَعْفِهِ فَجَرَحُ، أَوْ لِضَعْفِ نَسَبِهِ، أَوْ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي قَبُولِ رِوَايَتِهِ فَلَا.

وَقَالَ ابْنُ السَّعَائِي: إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يُبَيِّنْهُ، فَجَرَحُ، وَإِلَّا فَلَا. وَمَنْعَ بَعْضُهُمْ إِطْلَاقَ اسْمِ التَّدْلِيلِ عَلَى هَذَا، رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ: كَانَ الثَّوْرِيُّ يُدَلِّسُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَلَيْسَ إِذَا دَخَلَ كُورَةً يَعْلَمُ أَنَّ أَهْلَهَا لَا يَكْتُبُونَ حَدِيثَ رَجُلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، وَإِذَا عُرِفَ الرَّجُلُ بِالِاسْمِ كَنَاهُ، وَإِذَا عُرِفَ بِالْكُنْيَةِ سَبَّاهُ، قَالَ: هَذَا تَزْيِينٌ لَيْسَ بِتَدْلِيلٍ. (أَوْ) لِكَوْنِهِ (صَغِيرًا) فِي السِّنِّ، (أَوْ) مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ) حَتَّى شَارَكَهُ فِيهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ، فَلَا أَمْرَ فِيهِ سَهْلٌ.

(أَوْ) سَبَعَ مِنْهُ كَثِيرًا، فَاْمْتَنَعَ مِنْ تَكَرُّرِهِ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، إِيهَامًا لِكَثْرَةِ الشُّيُوخِ، أَوْ تَفَنُّنًا فِي الْعِبَارَةِ، فَسَهْلٌ أَيْضًا، (و) قَدْ (تَسَخَّحَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ) مِنَ الرُّوَاةِ الْمُصَنِّفِينَ (بِهَذَا).

[তাদরীবুর রাবী]

ইবনুল সাব্বাগ ‘আল-উদ্দা’ গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এমনটি করে এই কারণে যে, তার শাইখ মানুষের কাছে বিশ্বস্ত নন, অতঃপর সে তার শাইখের নাম পরিবর্তন করে দেয় যাতে তার বর্ণনা গৃহীত হয়, তাহলে তার বর্ণনা গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। (পৃ ৭৯ \ খ) আর যদিও সে স্বয়ং তাকে বিশ্বস্ত মনে করে, তথাপি সে ভুল করেছে। কারণ, অন্যেরা তার দুর্বলতা সম্পর্কে এমন কিছু জানতে পারে যা সে জানে না।

আর আল-আমিদী বলেছেন যে, যদি সে এটি তার দুর্বলতার কারণে করে থাকে, তাহলে তা জারহ (ত্রুটি)। অথবা যদি তার বংশের দুর্বলতার কারণে, কিংবা তার বর্ণনা গ্রহণের বিষয়ে তাদের মতপার্থক্যের কারণে করে থাকে, তাহলে তা জারহ নয়।

আর ইবনুস সামআনী বলেছেন: যদি এমন হয় যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তা প্রকাশ করবে না, তাহলে তা জারহ। অন্যথায় নয়।

কিছু লোক এর উপর 'তাদলীস' নাম প্রয়োগ করা থেকে নিষেধ করেছেন। বায়হাকী 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনু রাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু আমিরকে বললাম: সাওরী কি তাদলীস করতেন? তিনি বললেন: না। আমি বললাম: তিনি যখন কোনো অঞ্চলে প্রবেশ করতেন এবং জানতেন যে সেখানের অধিবাসীরা কোনো ব্যক্তির হাদীস লিখবেন না, তখন কি তিনি বলতেন না: 'আমাকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন', এবং যখন সেই ব্যক্তি পরিচিত হতেন তার নাম দ্বারা, তখন তিনি তার কুনিয়াত উল্লেখ করতেন, আর যখন কুনিয়াত দ্বারা পরিচিত হতেন, তখন তার নাম বলতেন? তিনি বললেন: এটি সৌন্দর্যবর্ধন, তাদলীস নয়।

(অথবা) তার (বয়সে) ছোট হওয়ার কারণে, (অথবা দেহে মারা যাওয়ার কারণে) যাতে তার চেয়ে ছোটরাও তার সাথে অংশ নিতে পারে, তাহলে এক্ষেত্রে বিষয়টি সহজ।

(অথবা তার থেকে অনেক কিছু শুনেছেন, অতঃপর একই পদ্ধতিতে বারবার পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থেকেছেন) শাইখদের আধিক্য বোঝানোর জন্য, অথবা অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য, তাহলে এটিও সহজ। (আর) আল-খতিব এবং অন্যান্য রাবী ও সংকলকরা (এটি) অনুমোদন করেছেন।

১ -

(ص: 266) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

تَنْبِيْهُ

مِنْ أَقْسَامِ التَّدْلِيسِ مَا هُوَ عَكْسُ هَذَا، وَهُوَ إِعْطَاءُ شَخْصٍ اسْمَ آخَرَ مَشْهُورٍ تَشْبِيهًا، ذَكَرَهُ ابْنُ السُّبُكِيِّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، قَالَ: كَقَوْلِنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، يَعْنِي الذَّهَبِيُّ تَشْبِيهًا بِالْبَيْهَقِيِّ، حَيْثُ يَقُولُ ذَلِكَ يَعْنِي بِهِ الْحَاكِمَ. وَكَذَا إِيهَامُ اللَّقَى وَالرَّحْلَةَ، كَحَدَّثَنَا مَنْ وَرَاءَ النَّهْرِ، يُوهِمُ أَنَّهُ جَيْحُونُ، وَيُرِيدُ نَهْرَ عَيْسَى بِبَغْدَادَ، أَوِ الْجِيْزَةَ بِبَصْرَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَرْحٍ قَطْعًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَارِضِ لَا مِنَ الْكَذِبِ. قَالَهُ الْأَمْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي "الْإِقْتِرَاحِ".

- 1

فَائِدَةٌ

قَالَ الْحَاكِمُ: أَهْلُ الْحِجَازِ، وَالْحَرَمَيْنِ، وَمِصْرَ، وَالْعَوَالِي، وَخُرَاسَانَ، وَالْجِبَالِ، وَأَصْبَهَانَ، وَبِلَادِ فَارِسَ، وَخُوزِسْتَانَ، وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ: لَا يُعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ أَيْمَتِهِمْ دَلَّسُوا. قَالَ: وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ تَدْلِيسًا أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَنَفَرٌ يَسِيرُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. قَالَ: وَأَمَّا أَهْلُ بَغْدَادَ فَلَمْ يُذَكَّرْ (ق 80 \ 1)، عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا التَّدْلِيسَ، إِلَّا أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغُنْدِيِّ الْوَاسِطِيِّ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ التَّدْلِيسَ بِهَا، وَمَنْ دَلَّسَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّمَا تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তাদলিসের প্রকারভেদসমূহের মধ্যে এমন একটি প্রকারও রয়েছে যা এর বিপরীত। আর তা হলো সাদৃশ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে অন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম দেওয়া। ইবনুল সুবকী এটি ‘জামউল জাওয়ামি’তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: যেমন আমাদের বলা, “আমাদেরকে আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফিজ সংবাদ দিয়েছেন” – এখানে যাহাবী উদ্দেশ্য, বায়হাকীর সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টির জন্য। যেখানে সে (বর্ণনাকারী) এটি বলে হাকিমকে উদ্দেশ্য করে।

অনুরূপভাবে সাক্ষাত ও সফরের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। যেমন, “নদীর ওপার থেকে তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন” – যা দ্বারা জাইহুন (আমু দরিয়া) বোঝানো হয় বলে ভ্রম সৃষ্টি হয়, অথচ সে বাগদাদের নহর ঈসা অথবা মিসরের গিজাকে উদ্দেশ্য করে। এটি নিশ্চিতভাবে জারহ (দোষারোপ) নয়; কারণ এটি কাযিব (মিথ্যা) নয় বরং মাআরিদ (রূপকার্থে বলা) এর অন্তর্ভুক্ত। আমিদী তাঁর “আল-আহকাম” গ্রন্থে এবং ইবনু দাকীকিল ঈদ তাঁর “আল-ইকতিরাহ” গ্রন্থে এটি বলেছেন।

১ -

উপাদেয় বিষয়

হাকিম বলেছেন: হিজাজ, হারামাইন, মিসর, আওয়ালী, খুরাসান, জাবাল, ইসফাহান, পারস্যের ভূমি, খুজিস্তান এবং মা-ওয়ারান-নাহরের অধিবাসীগণ – তাদের ইমামদের মধ্যে কাউকে তাদলিস করতে দেখা যায়নি।

তিনি (হাকিম) বলেন: তাদলিসকারী মুহাদিসগণের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন কূফার অধিবাসীগণ এবং বসরার অধিবাসীগণের মধ্যে সামান্য সংখ্যক।

তিনি (হাকিম) বলেন: আর বাগদাদের অধিবাসীগণের ক্ষেত্রে, তাদের কারো থেকে তাদলিস উল্লেখ করা হয়নি (ق ৪০ \ ১), আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল-বাগান্দী আল-ওয়াসিতী ছাড়া। তিনিই প্রথম সেখানে তাদলিসের সূচনা করেন, এবং তাদের মধ্য থেকে যারা তাদলিস করেছে, তারা কেবল এক্ষেত্রে তাকেই অনুসরণ করেছে।

(ص: 267) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الثَّالِثُ عَشَرَ: الشَّاذُّ هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ: مَا رَوَى الثِّقَّةُ مُخَالَفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ لَا أَنْ يَرْوِيَ مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ، قَالَ الْخَلِيلِيُّ: وَالَّذِي عَلَيْهِ حِفَاطُ الْحَدِيثِ، أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشُدُّ بِهِ ثِقَّةٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمُتْرُوكٌ، وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ تَوَقَّفَ فِيهِ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَّةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ.

وَمَا ذَكَرَاهُ مُشْكِلٌ بِأَفْرَادِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ كَحَدِيثِ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي الصَّحِيحِ، فَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ: فَإِنْ كَانَ بِتَفَرُّدِهِ

مُخَالِفًا أَحْفَظَ مِنْهُ وَأَضْبَطَ، كَانَ شَاذًا مَرْدُودًا وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الرَّاوي، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ كَانَ تَفَرُّدُهُ صَحِيحًا، وَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِهِ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ كَانَ حَسَنًا، وَإِنْ بَعُدَ كَانَ شَاذًا مُنْكَرًا مَرْدُودًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ: هُوَ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ وَالْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَوَاتِهِ مِنَ الثِّقَّةِ وَالضَّبْطِ مَا يُجْبِرُ بِهِ تَفَرُّدُهُ.

[تدريب الراوي]

وَقَدْ أَفْرَدَ الْخَطِيبُ كِتَابًا فِي أَسْمَاءِ الْمُدَلِّسِينَ ثُمَّ ابْنُ عَسَاكِرَ.

- 1

فَائِدَةٌ

اِسْتَدِلَّ عَلَى أَنَّ التَّدْلِيْسَ غَيْرُ حَرَامٍ، بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَّا الْبِقْدَادُ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: قَوْلُهُ فِينَا ; يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ الْبَرَاءَ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا.

[النَّوعُ الثَّالِثُ عَشَرَ الشَّاذُّ]

(النَّوعُ الثَّالِثُ عَشَرَ: الشَّاذُّ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ: مَا رَوَى الثِّقَّةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ، لَا أَنْ يَرْوِيَ) الثِّقَّةُ (مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ) ، هُوَ مِنْ تَتَبُّعِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ.

(قَالَ) الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى (الْخَلِيلِيُّ): وَالَّذِي عَلَيْهِ حِفَاطُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشُدُّ بِهِ ثِقَّةٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ (عَنْ غَيْرِ ثِقَّةٍ فَمُتْرُوكٌ) لَا يُقْبَلُ، (وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَّةٍ تَوَقَّفَ فِيهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ) .

فَجَعَلَ الشَّاذَّ مُطْلَقَ التَّفَرُّدِ لَا مَعَ اعْتِبَارِ الْمُخَالَفَةِ.

ত্রয়োদশ প্রকার: শাদ (شاذ) ইমাম শাফিঈ ও হিজাজের একদল আলেমের মতে: এটি হলো সেই বর্ণনা যা নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেন, তবে তা অন্যান্যদের বর্ণনার পরিপন্থী হয়, এমন নয় যে তিনি এমন কিছু বর্ণনা করেন যা অন্য কেউ বর্ণনা করে না। খলীলি বলেছেন: আর

হাদীসের হাফেয়গণ যা অবলম্বন করেছেন, তা হলো, শাদ্দ হলো এমন হাদীস যার শুধুমাত্র একটি সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) আছে, যার দ্বারা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী বা অন্য কেউ একক বর্ণনা করে। সুতরাং, যা নির্ভরযোগ্য নয় এমন রাবী থেকে বর্ণিত হয়, তা পরিত্যক্ত (মাজরুহ)। আর যা নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হয়, তাতে বিরতি দেওয়া হয় এবং তা দ্বারা দলীল পেশ করা হয় না। আর হাকিম বলেছেন: এটি হলো সেই বর্ণনা যা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এককভাবে বর্ণনা করেন এবং যার কোনো মুতাবি' (সমর্থক বর্ণনা) মূল নেই।

আর তাঁরা যা উল্লেখ করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবীর একক বর্ণনা দ্বারা সমস্যাগ্রস্ত হয়, যেমন «নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল» হাদীসটি, এবং 'বেচা-কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা' ও সহীহ হাদীসে বিদ্যমান অন্যান্য বিষয়। সুতরাং, সঠিক হলো বিশদ বর্ণনা: যদি তার একক বর্ণনা তার চেয়ে অধিক প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও অধিক শক্তিশালী রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী হয়, তবে তা 'শাদ্দ' ও প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যদি রাবীর বর্ণনা পরিপন্থী না হয়, তাহলে যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ, হাফেয এবং তার স্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে তার একক বর্ণনা সহীহ হবে। আর যদি তার স্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না যায়, তবে তা 'হাসান' হবে, যদি তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারীর স্তর থেকে বেশি দূরে না হন। আর যদি তিনি অনেক দূরে হন, তবে তা 'শাদ্দ', 'মুনকার' ও প্রত্যাখ্যাত হবে। সারকথা হলো, প্রত্যাখ্যাত 'শাদ্দ' হলো: সেই একক বর্ণনা যা পরিপন্থী এবং সেই একক বর্ণনা যার রাবীদের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতা ও স্মৃতিশক্তির এমন মান নেই যা তার একক বর্ণনাকে শক্তিশালী করতে পারে।

-

[তাদরিবুর রাবী]

আর খতীব মুদাল্লিসীনদের নাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, এরপর ইবনে আসাকিরও।

1 -

উপকারী তথ্য

তাদলিস যে হারাম নয়, তার উপর দলীল হিসেবে ইবনে আদী যা বর্ণনা করেছেন বারা' থেকে, তা পেশ করা হয়। বারা' বলেন: বদরের দিন আমাদের মধ্যে মিকদাদ ব্যতীত কোনো অশ্বারোহী ছিল না। ইবনে আসাকির বলেছেন: তার 'আমাদের মধ্যে' কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলমানগণ; কারণ বারা' বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

[ত্রয়োদশ প্রকার: শাদ]

(ত্রয়োদশ প্রকার: শাদ, এটি ইমাম শাফিঈ ও হিজাজের একদল আলেমের মতে: সেই বর্ণনা যা নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেন, তবে তা অন্যান্যদের বর্ণনার পরিপন্থী হয়, এমন নয় যে বর্ণনা করেন) নির্ভরযোগ্য রাবী (এমন কিছু যা অন্য কেউ বর্ণনা করে না), এটি ইমাম শাফিঈর কথারই শেষাংশ।

(বলেছেন) হাফেয আবু ইয়া'লা (খলীলি): আর হাদীসের হাফেযগণ যা অবলম্বন করেছেন, তা হলো, শাদ হলো এমন হাদীস যার শুধুমাত্র একটি সনদ আছে, যার দ্বারা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী বা অন্য কেউ একক বর্ণনা করে। সুতরাং, (এর মধ্য থেকে) যা নির্ভরযোগ্য নয় এমন রাবী থেকে বর্ণিত হয়, তা পরিত্যক্ত (গ্রহণযোগ্য নয়), (এবং যা নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হয়, তাতে বিরতি দেওয়া হয় এবং তা দ্বারা দলীল পেশ করা হয় না)।

সুতরাং শাদকে একক বর্ণনা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, পরিপন্থিতার বিবেচনা ব্যতিরেকে।

(ص: 268) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَقَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَّةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ) لِذَلِكَ الثِّقَّةُ.
قَالَ: وَيُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى جِهَةِ الْوَهْمِ فِيهِ، وَالشَّاذُّ لَمْ
يُوقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ كَذَلِكَ.

فَجَعَلَ الشَّاذَّ تَفَرَّدَ الثِّقَّةِ، فَهُوَ أَحْصَى مِنْ قَوْلِ الْخَلِيلِيِّ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَبَقِيَ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ: وَيُنْقَدِحُ فِي نَفْسِ النَّاقِدِ أَنَّهُ غَلَطَ، وَلَا
يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: وَهَذَا الْقَيْدُ لَا بُدَّ مِنْهُ، قَالَ: وَإِنَّمَا يُغَايِرُ
الْمُعَلَّلَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، قَالَ: وَهَذَا عَلَى هَذَا أَدَقُّ مِنَ الْمُعَلَّلِ بِكَثِيرٍ، فَلَا يَتِمَّكَنُ مِنَ

الْحُكْمِ بِهِ إِلَّا مَنْ مَارَسَ الْفَنَّ غَايَةَ الْمَارَسَةِ، وَكَانَ فِي الدُّرُوزِ مِنَ الْفَهْمِ الثَّاقِبِ
وَرُسُوحِ الْقَدَمِ فِي الصَّنَاعَةِ.

قُلْتُ: وَلِعُسْرِهِ لَمْ يُفْرِدْهُ أَحَدٌ بِالتَّصْنِيفِ، وَمِنْ أَوْضَحِ أَمْثَلَتِهِ مَا أَخْرَجَهُ فِي "
الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ غَنْمٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ شَرِيكِ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (ق 80 \ ب) فِي كُلِّ أَرْضٍ
نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ، وَآدَمُ كَأَدَمَ وَنُوحٌ كَنُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ كِإِبْرَاهِيمَ، وَعِيسَى كَعِيسَى، وَقَالَ
صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَجَّبُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ لَهُ، حَتَّى رَأَيْتُ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ: إِسْنَادُهُ

-

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

(এবং আল-হাকিম (রহ.) বলেছেন: এটি হলো সেই বর্ণনা যা কোনো বিশ্বস্ত রাবী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং সেই বিশ্বস্ত রাবীর জন্য কোনো সমর্থনকারী (মুতাবি) মূল ভিত্তি নেই)। তিনি (আল-হাকিম) বলেন: এটি মুআল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হাদিস থেকে ভিন্ন, কারণ মুআল্লালে এমন একটি ইল্লাহ (লুকানো ত্রুটি) পাওয়া যায় যা তাতে ত্রুটির কারণ নির্দেশ করে, কিন্তু শায় হাদিসে এমন কোনো ইল্লাহ পাওয়া যায় না।

এভাবে তিনি শায় হাদিসকে বিশ্বস্ত রাবীর একক বর্ণনা হিসাবে গণ্য করেছেন। সুতরাং, এটি আল-খালিলির (রহ.) মতের চেয়ে অধিক সুনির্দিষ্ট।

শাইখুল ইসলাম (রহ.) বলেন: আল-হাকিমের (রহ.) বক্তব্যের বাকি অংশ হলো: হাদিস সমালোচকের মনে এই ধারণা জাগে যে রাবী ভুল করেছেন, কিন্তু তিনি এর প্রমাণ দিতে সক্ষম হন না। তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেন: এই শর্তটি অপরিহার্য। তিনি বলেন: মুআল্লাল থেকে এর পার্থক্য শুধু এই দিক থেকে। তিনি বলেন: এই বিষয়ে এটি (শায়) মুআল্লালের চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম। তাই এর উপর রায় দিতে সক্ষম হবেন না কেবল তিনিই, যিনি এই শিল্পকে চূড়ান্তভাবে অনুশীলন করেছেন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও এই বিদ্যায় গভীর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে চূড়ায় পৌঁছেছেন।

আমি (আস-সুযুতী) বলি: এবং এর কঠিনতার কারণে কেউ এটিকে এককভাবে কোনো গ্রন্থ রচনার বিষয়বস্তু করেননি। এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি হলো, যা তিনি (আল-হাকিম) তাঁর 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—উবাইদ ইবন গান্নাম আন-নাখাই এর সূত্রে, আলী ইবন হাকিম থেকে, তিনি শারিক থেকে, তিনি আতা ইবন আস-সায়িব থেকে, তিনি আবুল দুহা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: (পৃ ৪০ \ বি) 'প্রত্যেক ভূমিতে তোমাদের নবীর মতো একজন নবী আছেন, এবং আদমের মতো আদম, নূহের মতো নূহ, ইব্রাহিমের মতো ইব্রাহিম, এবং ঈসার মতো ঈসা আছেন।' এবং তিনি (আল-হাকিম) বলেছেন, এর সনদ সহীহ।

এবং আমি আল-হাকিমের (রহ.) এটিকে সহীহ বলার বিষয় নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা থেকে কখনো বিরত হইনি, যতক্ষণ না আমি আল-বায়হাকী (রহ.) কে বলতে দেখলাম: এর সনদ...

(ص: 269) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ شَاذٌ بِمَرَّةٍ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابُنِ الصَّلَاحِ، (وَمَا ذَكَرَاهُ) ; أَيِ الْخَلِيلِيِّ وَالْحَاكِمِ (مُشْكِلٌ) ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ (بِأَفْرَادِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ) الْحَافِظِ (كَحَدِيثِ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ») ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ فَرُدُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُلِقَتْ عَنْهُ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُلُقَمَةَ، ثُمَّ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.

(وَ) كَحَدِيثِ (النَّهْيِ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ) ، وَهَبْتِهِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

(وَعَبْرَ ذَلِكَ) مِنَ الْأَحَادِيثِ الْأَفْرَادِ (مِمَّا) أُخْرِجَ (فِي الصَّحِيحِ) ، كَحَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْبُخْفَرُ» . تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.

[তাদরীবুর রাবী]

সহীহ, কিন্তু এটি একেবারেই শায্।

মুসান্নিফ ইবনুস সালাহ-এর মতো বলেছেন, (এবং তারা যা উল্লেখ করেছেন); অর্থাৎ খালিলী ও হাকিম (তা সমস্যাপূর্ণ)। কারণ, এটি (আদল, জাবিত) ও হাফিযের একক বর্ণনা দ্বারা খণ্ডিত হয়, (যেমন, «নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল» হাদীসটি)। কারণ এটি একটি ফারদ হাদীস, যা উমার (রা.) নবী কারীম ﷺ থেকে একাই বর্ণনা করেছেন; অতঃপর আলকামাহ তাঁর থেকে; অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আলকামাহ থেকে; অতঃপর তাঁর থেকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (বর্ণনা করেছেন)।

(এবং) (ওয়ালা বিক্রি নিষিদ্ধকরণ) ও তা হেবা (দান) করা সংক্রান্ত হাদীসের মতো, যা আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার ইবনু উমার (রা.) থেকে একাই বর্ণনা করেছেন।

(এবং এছাড়া আরও) একক বর্ণনাগুলো থেকে (যা) সহীহ গ্রন্থে (সংকলিত হয়েছে), যেমন মালিক, যুহরী থেকে, তিনি আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস: «নিশ্চয়ই নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, অথচ তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল।» যুহরী থেকে এটি মালিক একাই বর্ণনা করেছেন।

(ص: 270) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَكُلُّ هَذِهِ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ.

وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ: لِلزُّهْرِيِّ نَحْوُ تِسْعِينَ حَرْفًا يَزِيدُ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدٍ جَيِّدٍ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَغَيْرُهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي قَالَاهُ، وَحِينَئِذٍ (فَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ) الثِّقَّةُ (بِتَفَرُّدِهِ مُخَالَفًا أَحْفَظَ مِنْهُ، وَأَضْبَطَ).

عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ: لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْحِفْظِ لِذَلِكَ. وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ: لِمَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ لِمَزِيدٍ ضَبْطٍ، أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ. (كَانَ) مَا انْفَرَدَ بِهِ (شَاذًا مَرْدُودًا).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ: الْمَحْفُوظُ. قَالَ: مِثَالُهُ. مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا تَوَفَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَى هُوَ أَعْتَقَهُ»، الْحَدِيثُ.

[তাদরীবুর রাবী]

এগুলোর প্রতিটি সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যদিও এর একটিমাত্র সনদ রয়েছে, যা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবং মুসলিম বলেছেন: যুহরীর প্রায় নব্বইটি বর্ণনা রয়েছে যা তিনি বর্ণনা করেছেন, এবং উত্তম সনদসমূহ সহকারে সেগুলোতে তাঁর সাথে কেউ অংশীদার হননি।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: অতএব, আমরা যা উল্লেখ করেছি এবং অন্যান্য হাদীস ইমামগণের মত থেকে তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই বিষয়ে তাদের উভয়ের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়। এবং এমতাবস্থায় (সঠিক মত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা), কেননা যদি নির্ভরযোগ্য রাবী (তাঁর একক বর্ণনার ক্ষেত্রে) এমন কারো বিপরীত হন যিনি তাঁর চেয়ে অধিক হাফিয এবং অধিক সুদৃঢ় স্মৃতিশক্তির অধিকারী হন।

ইবনুল সালাহ-এর অভিব্যক্তি: এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসের জন্য যিনি ওই হাদীস সংরক্ষণে তাঁর চেয়ে অধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

এবং শাইখুল ইসলাম-এর অভিব্যক্তি: এমন ব্যক্তির জন্য যিনি তাঁর (ঐ রাবীর) চেয়ে অধিক প্রামাণ্য, অধিক সুদৃঢ় স্মৃতিশক্তির কারণে, অথবা অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকার কারণে, অথবা তারজিহের (অগ্রাধিকারের) অন্যান্য দিক থেকে। তাহলে যা তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন তা (শায় এবং প্রত্যাখ্যাত) হবে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এবং এর বিপরীতকে মাহফুজ বলা হয়।

তিনি বলেন: এর উদাহরণ। যা তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন ইবনু উয়াইনার সূত্রে, তিনি আমর ইবনু দীনার থেকে, তিনি আওসাজা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন লোক মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি তার মুক্ত করা দাস ছাড়া আর কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি— হাদীসটি।

(ص: 271) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَتَابِعَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ (ق 81 \ أ) ، وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ،
فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْمَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ ، وَمَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ أَبُو
حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ ، قَالَ : وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ : أَنَّ الشَّاذَّ مَا رَوَاهُ
الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَدِّ الشَّاذِّ بِحَسَبِ
الِإِصْطِلَاحِ .

وَمِنْ أَمْثَلِهِ فِي الْمَثْنِ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ ،
عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ
فَلْيُضْطَجِعْ عَنْ يَمِينِهِ» .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: خَالَفَ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ فِي هَذَا، فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا رَوَوْهُ مِنْ فِعْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ قَوْلِهِ: وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ
الْأَعْمَشِ بِهَذَا اللَّفْظِ.

(وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الرَّاوي) بِتَفَرُّدِهِ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا رَوَى أَمْرًا لَمْ يَزَوْهُ غَيْرُهُ، فَيُنْظَرُ فِي هَذَا
الرَّاوي الْمُنْفَرِدِ، (فَإِنْ كَانَ عَدْلًا، حَافِظًا مُوثِقًا بِضَبْطِهِ، كَانَ تَفَرُّدُهُ صَحِيحًا

[তারিখুর রাবী]

ইবনু উয়াইনার ওয়াসল (সংযোগ) কে ইবনু জুরাইজ এবং অন্যান্যরা অনুসরণ করেছেন (পৃ
৮১ \ ক)। তবে হাম্মাদ ইবনু যায়েদ তাদের বিরোধিতা করেছেন, তিনি তা আমার ইবনু দীনার
থেকে, তিনি আওসাজার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এবং ইবনু আব্বাসকে উল্লেখ করেননি।

আবু হাতিম বলেছেন: সংরক্ষিত (বা, নির্ভরযোগ্য) হলো ইবনু উয়াইনার হাদীস।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: হাম্মাদ ইবনু যায়েদ যদিও আদল (ন্যায়পরায়ণতা) ও দাবত
(স্মৃতিশক্তির দৃঢ়তা) সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি আবু হাতিম তার চেয়ে অধিক সংখ্যক
বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: এবং এই ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে,
'শায়' (বিরল) হলো এমন হাদীস যা একজন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা
তার চেয়ে উত্তম বা অধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত। তিনি বলেছেন: এবং
এটাই পরিভাষাগতভাবে 'শায়'-এর সংজ্ঞায় নির্ভরযোগ্য মত।

এবং এর (শায়-এর) উদাহরণ হিসেবে মতনে (হাদীসের মূল পাঠে) রয়েছে: যা আবু দাউদ
এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু জিয়াদ থেকে, তিনি আল-আ'মাশ থেকে,
তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে মারফু' (নবী ﷺ এর সরাসরি উক্তি
হিসেবে) সূত্রে: «যখন তোমাদের কেউ ফজরের দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তখন সে যেন
তার ডান পার্শ্বে কাত হয়ে শোয়।»

বায়হাকী বলেছেন: এই বিষয়ে আব্দুল ওয়াহিদ অনেক সংখ্যক বর্ণনাকারীর বিরোধিতা
করেছেন। কেননা লোকজন কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম হিসেবে বর্ণনা
করেছেন, তাঁর উক্তি হিসেবে নয়। এবং আল-আ'মাশের নির্ভরযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে আব্দুল
ওয়াহিদ এই শব্দচয়নে একক হয়ে গেছেন।

(যদি বর্ণনাকারী) তার একক বর্ণনার মাধ্যমে (অন্যের) বিরোধিতা না করেন, বরং এমন একটি বিষয় বর্ণনা করেন যা অন্য কেউ বর্ণনা করেননি, তবে এই একক বর্ণনাকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে (পর্যবেক্ষণ করা হবে)। (যদি সে আদল (বিশ্বস্ত), হাফিয় (স্মৃতিশক্তিধর) এবং তার দাবত (স্মৃতিশক্তির দৃঢ়তা) নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তার একক বর্ণনা সহীহ (বিশুদ্ধ) বলে গণ্য হবে।

(ص: 272) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ بِضَبْطِهِ، وَ) لَكِنْ (لَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ، كَانَ) مَا انْفَرَدَ بِهِ
(حَسَنًا، وَإِنْ بَعُدَ) مِنْ ذَلِكَ (كَانَ شَاذًا مُنْكَرًا مَرْدُودًا.
وَالْحَاصِلُ إِنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ هُوَ الْفَرْدُ الْبُخَالِفُ، وَالْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَوَاتِهِ مِنَ الثِّقَّةِ،
وَالضَّبْطُ مَا يُجْبَرُ بِهِ تَفَرُّدُهُ، وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ يُجَامِعُ الْمُنْكَرَ وَسَيِّئَاتِي مَا فِيهِ.

- 1

تَنْبِيْهُ

مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِعْتِرَاضِ عَلَى الْخَلِيلِيِّ وَالْحَاكِمِ بِأَفْرَادِ الصَّحِيحِ، أُوْرِدَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا إِتِمَّا ذَكَرَا تَفَرُّدَ الثِّقَّةِ، فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِمَا تَفَرُّدُ الضَّابِطِ الْحَافِظِ لِمَا بَيْنَهُمَا

مِنَ الْفَرْقِ

وَأُجِيبَ بِأَنََّّهُمَا أَطْلَقَا الثِّقَّةَ فَشَبِلَ الْحَافِظَ وَغَيْرَهُ.

وَالثَّانِي أَنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عُمَرُ، بَلْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو
سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، كَمَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ (ق 81 \ ب).

[তাদরীবুর রাবী]

এবং যদি তার ‘দাবত’ (স্মৃতিশক্তির দৃঢ়তা) নির্ভরযোগ্য না হয়, এবং) কিন্তু (সে ‘দাবিত’-এর স্তর থেকে দূরবর্তী না হয়, তাহলে) সে যা এককভাবে বর্ণনা করেছে (তা ‘হাসান’ হবে। আর যদি সে) তা থেকে (দূরে চলে যায়, তাহলে তা ‘শাদ্দ’, ‘মুনকার’ ও ‘মারদুদ’ হবে। সারকথা হলো, যে ‘শাদ্দ’ ‘মারদুদ’, তা হলো সেই একক বর্ণনা যা (অন্যদের) বিপরীত। এবং সেই একক বর্ণনা যার বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন নির্ভরযোগ্যতা ও দৃঢ় স্মৃতি নেই যা তার এককত্বকে সমর্থন করতে পারে), আর এই ব্যাখ্যানুসারে, এটি ‘মুনকার’-এর সাথে একত্রিত হয় (একই পর্যায়েভুক্ত হয়), এবং এর বিষয়ে (বিস্তারিত) পরে আসবে।

1 -

দ্রষ্টব্য

‘সহীহ’ হাদীসের একক বর্ণনার বিষয়ে আল-খালিলী ও আল-হাকিমের প্রতি পূর্বে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তার উপর দুটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে: প্রথমত: তারা শুধু ‘সিকাহ’ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীর এককত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, তাদের উপর ‘দাবিত’ ‘হাফিয’ (স্মৃতিশক্তির অধিকারী) বর্ণনাকারীর এককত্বকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এবং এর জবাব দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, তারা ‘সিকাহ’ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন, যা ‘হাফিয’ এবং অন্যান্যকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

আর দ্বিতীয়ত: ‘নিয়তের হাদীস’টি উমার (রাঃ) এককভাবে বর্ণনা করেননি, বরং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-ও বর্ণনা করেছেন, যেমনটি দারাকুতনী ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৮১/খ)।

(ص: 273) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بَلْ ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَه أَنَّهُ رَوَاهُ سَبْعَةٌ عَشَرَ أُخَرُ مِنَ الصَّحَابَةِ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ السَّلِيِّ، وَهَلَالُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ، وَعُثْبَةُ بْنُ النَّدَّرِ، وَعُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ.

وَزَادَ غَيْرُهُ: أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَالنُّوَاسَ بْنَ سَبْعَانَ، وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَصَهْبَبَ بْنَ سِنَانَ، وَأَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَغُزَيَّةَ بْنَ الْحَارِثِ، أَوْ الْحَارِثَ بْنَ غُزَيَّةَ، وَعَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، وَصَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ.

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَه أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ غَيْرُ عُلُقَمَةَ، وَعَنْ عُلُقَمَةَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ غَيْرُ يَحْيَى.

وَأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ دِينَارٍ. فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "الْكَامِلِ"، حَدَّثَنَا عَصَمَةُ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

[তাদরীবুর রাবী]

বরং আবুল কাসিম ইবনে মানদাহ উল্লেখ করেছেন যে, সতেরোজন অন্য সাহাবী এটি বর্ণনা করেছেন: আলী ইবনে আবি তালিব, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক, আবু হুরায়রা, মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, উতবা ইবনে আবদ আস-সুলামী, হিলাল ইবনে সুওয়াইদ, উবাদাহ ইবনে আস-সামিত, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, উকবাহ ইবনে আমির, আবু যার আল-গিফারী, উতবা ইবনে আন-নাদার এবং উতবা ইবনে মুসলিম।

অন্যরা আরও যুক্ত করেছেন: আবু দারদা, সাহল ইবনে সা'দ, নুওয়াস ইবনে সাম'আন, আবু মুসা আল-আশ'আরী, সুহাইব ইবনে সিনান, আবু উমামাহ আল-বাহিলী, যায়দ ইবনে সাবিত, রাফি' ইবনে খাদীজ, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ, গুযাইয়াহ ইবনে আল-হারিথ অথবা আল-হারিথ ইবনে গুযাইয়াহ, আয়েশা, উম্মে সালামাহ, উম্মে হাবীবাহ এবং সাফিয়্যাহ বিনতে হুযাই।

ইবনে মানদাহ উল্লেখ করেছেন যে, আলকামাহ ব্যতীত অন্যরাও উমার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন; মুহাম্মাদ ব্যতীত অন্যরাও আলকামাহ থেকে; এবং ইয়াহইয়া ব্যতীত অন্যরাও মুহাম্মাদ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

আর 'আল-ওয়ালা' বিক্রি নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসটি ইবনে দীনার ব্যতীত অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

আন্তিরমিযী তাঁর 'আল-ইলাল আল-মুফরাদ' গ্রন্থে এটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে আবিশ-শাওয়ারিব, যিনি বলেছেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে।

আর ইবনে আদী তাঁর "আল-কামিল" গ্রন্থে এটি সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইসমা আল-বুখারী, যিনি বলেছেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইব্রাহিম ইবনে

(ص: 274) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَهْدٍ، ثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ عَبِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْأَعْمَالِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ حَدِيثِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرِدْ بِلَفْظِ حَدِيثِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَلِيٍّ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَقَدْ صَرَّحُوا بِتَغْلِيظِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ الَّذِي رَوَاهُ، عَنْ مَالِكٍ، وَمِمَّنْ وَهَّمَهُ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَرْبَعِينَ عَلَوِيَّةً بِإِسْنَادٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي أَوَّلِ أَمَالِيهِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ جِدًّا، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ عُمَرَ، (ق 82 \ أ).
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ فِي جُزْءٍ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
وَسَائِرُ أَحَادِيثِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ إِنَّمَا هِيَ فِي مُطْلَقِ النَّبِيِّ كَحَدِيثِ: «يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ»، وَحَدِيثِ: «لَيْسَ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ إِلَّا مَا نَوَى»، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَهَكَذَا يَفْعَلُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ، حَيْثُ يَقُولُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ الْمُعَيَّنَ، بَلْ يُرِيدُ أَحَادِيثَ أُخَرَ يَصِحُّ أَنْ تُكْتَبَ فِي الْبَابِ.

[তাদরিবুর রাবী]

ফাহদ, আমাদের কাছে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইবন দীনার থেকে, তিনি ইউনুস থেকে — অর্থাৎ ইবন উবাইদ — তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে।

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, আমলসমূহের (نية সংক্রান্ত) হাদীসের জন্য উমার (রা)-এর হাদীস ব্যতীত কোনো সহীহ সনদ নেই। এবং উমার (রা)-এর হাদীসের শব্দে তা আবু সাঈদ, আলী, আনাস এবং আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীস ছাড়া বর্ণিত হয়নি।

আবু সাঈদ (রা)-এর হাদীসের ক্ষেত্রে, তারা ইবন আবী রওয়াদকে ভুলকারী বলেছেন, যিনি এটি মালিক (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী ও অন্যান্যরা তাকে এতে ভ্রান্তকারী (ভুলকারী) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এবং আলী (রা)-এর হাদীস ‘আল-আরবাসীন আল-আলাবিয়া’ গ্রন্থে আহলে বাইতের সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে।

এবং আনাস (রা)-এর হাদীসটি ইবন আসাকির তাঁর ‘আওয়ালি আমালী’ গ্রন্থের শুরুতে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ-এর সূত্রে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহিম থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে

বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি বলেছেন: এটি অত্যন্ত গরীব (একক) হাদীস, আর সংরক্ষিত হাদীস হলো উমার (রা)-এর হাদীস। (পৃ. ৮২/ক)।

এবং আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটি রশীদ আল-আতার তাঁর নিজস্ব একটি জুজ-এ দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

এবং উল্লিখিত সাহাবীগণের অন্যান্য হাদীসসমূহ কেবল সাধারণ নিয়তের বিষয়ে (যেমন: ‘তাদেরকে তাদের নিয়তের উপর পুনরুত্থিত করা হবে’ এবং ‘তার জিহাদের জন্য ততটুকুই থাকবে যতটুকু সে নিয়ত করেছে’—এ জাতীয় হাদীসগুলো)।

আর এভাবেই তিরমিযী তাঁর ‘জামি’ গ্রন্থে করেন, যেখানে তিনি বলেন: "এবং এই পরিচ্ছেদে অমুক ও অমুক থেকে (হাদীস আছে)।" তখন তিনি সেই নির্দিষ্ট হাদীসটিকে উদ্দেশ্য করেন না, বরং অন্যান্য হাদীসসমূহকে উদ্দেশ্য করেন যা ওই পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

(ص: 275) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ عَمَلٌ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُونَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ سَمِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ يَرُوُونَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ حَدِيثًا آخَرَ يَصِحُّ إِيرَادُهُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْ طَرِيقٍ عَنْ عُمَرَ إِلَّا الطَّرِيقُ الْمُتَقَدِّمَةُ.

قَالَ الْبَزَّازُ فِي مُسْنَدِهِ: لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ، وَلَا عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى.

وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ، فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَالْعِلَلِ: أَخْطَأَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَقِبَ مَا أُوْرِدَ: مَا أَسْعَهُ إِلَّا مِنْ عِصَّةٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَهْدٍ،
 وَإِبْرَاهِيمَ مُظْلِمٍ الْأَمْرِ لَهُ مَنَاصِيرُ.
 نَعَمْ حَدِيثُ الْبُخَيْرِ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ مَالِكٌ بَلْ تَابَعَهُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ،
 رَوَاهَا الْبَزَّازُ فِي مُسْنَدِهِ.
 وَأَبُو أُوَيْسٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ، رَوَاهَا ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ "، وَابْنُ سَعْدٍ فِي

[তাদরীবুর রাবী]

আল-ইরাকী বলেছেন: এটি একটি সহীহ (প্রমাণিত) আমল (কর্ম), তবে অনেক মানুষ এ থেকে বোঝেন যে, যে সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হুবহু সেই হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়, বরং কখনও এমনটা হতে পারে এবং কখনও অন্য কোনো হাদীস হতে পারে, যা ঐ অধ্যায়ে উল্লেখ করা সঠিক। উমার (রাঃ) থেকে পূর্বোক্ত সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে তা সহীহ প্রমাণিত হয়নি।

আল-বায্ফার তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তা সহীহ প্রমাণিত হয়নি উমার (রাঃ)-এর হাদীস ছাড়া; এবং উমার (রাঃ) থেকে (সহীহ প্রমাণিত হয়নি) আলকামাহ-এর হাদীস ছাড়া; এবং আলকামাহ থেকে (সহীহ প্রমাণিত হয়নি) মুহাম্মাদ-এর হাদীস ছাড়া; এবং মুহাম্মাদ থেকে (সহীহ প্রমাণিত হয়নি) ইয়াহইয়া-এর হাদীস ছাড়া।

নিষেধাজ্ঞার হাদীসের ব্যাপারে, আল-তিরমিযী তাঁর ‘আল-জামি’ ও ‘আল-ইলাল’ গ্রন্থে বলেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম এতে ভুল করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ইবনে উমার (রাঃ) থেকে এই হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আদী, তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার শেষে বলেছেন: আমি তা ইস্মাহ (ইসমাত) থেকে, তিনি ইবরাহীম ইবনে ফাহদ থেকে ছাড়া গুনিনি। আর ইবরাহীম (এর অবস্থা) অস্পষ্ট, তার কাছে মুনকার (দুর্বল) বর্ণনা রয়েছে।

হ্যাঁ, শিরোস্ত্রাণের হাদীসটি মালিক এককভাবে বর্ণনা করেননি, বরং তাঁর অনুসরণ করেছেন আল-যুহরী থেকে যুহরী-এর ভাতিজা। এটি আল-বায্ফার তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এবং আবু উওয়াইস ইবনে আবী আমির, এটি ইবনে আদী ‘আল-কামিল’ গ্রন্থে এবং ইবনে সা’দ

النُّوعُ الرَّابِعُ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ، قَالَ الْحَافِظُ الْبُرْدِيجِيُّ: هُوَ الْفَرْدُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَثْنُهُ عَنْ غَيْرِ رَاوِيهِ، وَكَذَا أُطْلِقَهُ كَثِيرُونَ، وَالصَّوَابُ فِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الشَّاذِّ.

[تدريب الراوي]
"الطَّبَقَاتِ".

وَمَعْمَرٌ رَوَاهَا ابْنُ عَدِيٍّ وَالْأَوْزَاعِيُّ نَبَهَ عَلَيْهَا الْمِرِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ.
وَعَنِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ مَالِكٍ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: قَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فَوَصَلْتُ إِلَى سَبْعَةِ عَشَرَ.

[النُّوعُ الرَّابِعُ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ]

(النُّوعُ الرَّابِعُ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ، قَالَ الْحَافِظُ) أَبُو بَكْرٍ (الْبُرْدِيجِيُّ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ (ق 82 \ ب)، وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا تَحْتِيَّةً وَجِيمٌ، نِسْبَةً إِلَى بُرْدِيجٍ قُرْبَ بَزْدَعَةَ، بِإِهْمَالِ الدَّالِ بَلَدٌ بِأَذْرَبِيجَانَ، وَيُقَالُ لَهُ الْبُرْدَعِيُّ أَيْضًا (هُوَ) الْحَدِيثُ (الْفَرْدُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَثْنُهُ، عَنْ غَيْرِ رَاوِيهِ، وَكَذَا أُطْلِقَهُ كَثِيرُونَ) مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَالصَّوَابُ فِيهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الشَّاذِّ) وَأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ.

চতুর্দশ প্রকার: মুনকার পরিচিতি, হাফেজ বারদিজী বলেছেন: এটি এমন একক (ফারদ) বর্ণনা যার মতন তার বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো থেকে পরিচিত নয়। এভাবেই অনেকেই এটিকে ব্যবহার করেছেন। তবে এক্ষেত্রে সঠিক হলো শাড-এর আলোচনায় পূর্বে উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণ।

[তা'দরীব আল-রাবী]

"আত-তাবাকাত"।

এবং মা'মার এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদী এবং আল-আওয়া'য়ী এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আল-মিযযী 'আল-আতরাফ' গ্রন্থে।

ইবনুল আরাবীর নিকট থেকে বর্ণিত আছে যে, মালিকের পন্থা ব্যতীত এর তেরোটি পন্থা রয়েছে।

আর শাইখুল ইসলাম বলেছেন: আমি এর পন্থাগুলো একত্রিত করেছি, ফলে তা সতেরোটিতে পৌঁছেছে।

[চতুর্দশ প্রকার: মুনকার পরিচিতি]

(চতুর্দশ প্রকার: মুনকার পরিচিতি। হাফেজ) আবু বকর (আল-বারদিজী) বলেছেন—বা-এর ফাতহা (যবর) সহকারে (ক ৮২/বি), রা-এর সুকুন (যযম) সহকারে, এবং ডাল-এর কাসরা (জের) সহকারে যার পরে ইয়া এবং জীম রয়েছে। এটি বারদিজ-এর সাথে সম্পর্কিত, যা বারদাআহ-এর কাছাকাছি (ডাল-এর ইহমাল অর্থাৎ উপর কোনো নুকতা ছাড়া)

আজারবাইজানের একটি শহর। তাকে আল-বারযা'য়ীও বলা হয়। (তিনি বলেছেন, এটি) এমন হাদীস (যা হলো) একক (ফারদ) যার মতন তার বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো থেকে পরিচিত নয়। (এবং এভাবেই অনেকেই এটিকে ব্যবহার করেছেন) হাদীসের পণ্ডিতদের মধ্যে থেকে।

ইবনে সালাহ বলেছেন: (এবং এক্ষেত্রে সঠিক হলো সেই বিস্তারিত বিবরণ যা শাঈ-এর আলোচনায় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) এবং এটি এর অর্থই।

(ص: 277) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَعِنْدَ هَذَا نَقُولُ: الْمُنْكَرُ قِسْمَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الشَّاذِّ، فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ.

مِثَالُ الْأَوَّلِ: وَهُوَ الْمُفْرَدُ الْمُخَالِفُ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ رِوَايَةً مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .

فَخَالَفَ مَالِكٌ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ فِي قَوْلِهِ: عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي التَّيْبِيزِ أَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بِفَتْحِهَا، وَأَنَّ مَالِكًا وَهَمَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِي هَذَا التَّمْثِيلِ نَظَرٌ: لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ، وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ أَحَدٌ اسْمَ النَّكَارَةِ فِيمَا رَأَيْتُ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ السَّنَدُ مُنْكَرًا، أَوْ شَاذًا لِمُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ لِمَالِكٍ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ شُدُودِ السَّنَدِ وَنَكَارَتِهِ وَجُودُ ذَلِكَ الْوَصْفِ فِي الْمَتْنِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي نَوْعِ الْمُعَلَّلِ، أَنَّ الْعِلَّةَ الْوَاقِعَةَ فِي السَّنَدِ قَدْ تَقَدَّحُ فِي الْمَتْنِ، وَقَدْ لَا تَقَدَّحُ، كَمَا سَيَأْتِي.

قَالَ فَالْمِثَالُ الصَّحِيحُ لِهَذَا الْقِسْمِ: مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ رِوَايَةِ هَبَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বলেন: এই প্রেক্ষাপটে আমরা বলি: মুনকার দু'প্রকার, যেমনটি আমরা শাঙ্ক-এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি, কেননা এটি এর সমার্থক।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ—যা হলো একক বর্ণনাকারীর বর্ণনা, যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধী— হলো মালিক, যুহরী থেকে, তিনি আলী ইবনে হুসাইন থেকে, তিনি উমার ইবনে উসমান থেকে, তিনি উসামাহ ইবনে যায়দ থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: «মুসলিম কাফিরকে উত্তরাধিকারী করবে না এবং কাফির মুসলিমকে উত্তরাধিকারী করবে না»।

মালিক অন্যদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মধ্যে এই বিষয়ে যে, তিনি 'উমার ইবনে উসমান' (আইন-এর উপর পেশ সহকারে) বলেছেন। অথচ মুসলিম (তার) 'আত-তাময়ীয' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যুহরী'র সকল ছাত্র যারা এটি বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন (আইন-এর উপর) ফাতাহা সহকারে, এবং মালিক এ বিষয়ে ভুল করেছেন।

ইরাকী বলেন: এই দৃষ্টান্তের উপর পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। কারণ এই হাদিসটি মুনকার নয়, এবং আমার দেখা মতে কেউই এটিকে 'নাকারাহ' (মুনকার হওয়ার অবস্থা) নামে অভিহিত করেননি। এর সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হলো, সনদটি মুনকার অথবা শাঙ্ক, কেননা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা এক্ষেত্রে মালিকের বিরোধিতা করেছেন। আর সনদের শাঙ্ক বা মুনকার হওয়া থেকে এটা আবশ্যিক হয় না যে, মতনও সেই বৈশিষ্ট্যযুক্ত হবে। ইবনুস সালাহ 'আল-মু'আল্লাল' প্রকারের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, সনদে বিদ্যমান ইল্লাত (দুর্বলতা) কখনও মতনও প্রভাব ফেলে, আবার কখনও প্রভাব ফেলে না, যেমনটি পরে আসবে।

তিনি বলেন: সুতরাং এই প্রকারের সঠিক উদাহরণ হলো: চার সুনান গ্রন্থের লেখকদের বর্ণিত হাদিসটি, যা হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া, ইবনু জুরেইজ থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেন: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন, তখন তার আংটি খুলে রাখতেন»। আবু দাউদ এটি বর্ণনা করার পর বলেছেন: "এটি একটি মুনকার হাদিস, এবং এটি কেবল..."

(ص: 278) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

يُعَرَفُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ»، ثُمَّ أَلْقَاهُ. قَالَ: وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَبَّامٍ، وَلَمْ يَزَوْهُ إِلَّا هَبَّامٌ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

فَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ثِقَةٌ احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّهُ خَالَفَ النَّاسَ، فَرَوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذَا الْمَثَلَ بِهَذَا السَّنَدِ، وَإِنَّمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْحَدِيثَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ، فَلِهَذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِالنَّكَارَةِ.

وَمِثَالُ الثَّانِي: وَهُوَ الْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَوَاتِهِ مِنَ الثِّقَةِ، وَالْإِثْقَانِ مَا يُحْتَمَلُ مَعَهُ تَفَرُّدُهُ، مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَكِيرٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا. «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ»، الْحَدِيثُ. قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو زَكِيرٍ، وَهُوَ شَيْخٌ صَالِحٌ، أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمَتَابَعَاتِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ مَنْ يُحْتَمَلُ تَفَرُّدُهُ، بَلْ قَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْأَيْمَةُ الْقَوْلَ بِالتَّضْعِيفِ، فَقَالَ ابْنُ

-

[তারিখুর রাবী]

এটি পরিচিত যে, ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি যিয়াদ ইবনে সা'দ থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম «একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেছিলেন», তারপর সেটি ফেলে দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন: এতে ভ্রম হাম্মামের পক্ষ থেকে হয়েছে, আর হাম্মাম ব্যতীত অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

আর নাসাঈ এটি উল্লেখ করার পর বলেছেন: এটি একটি গাইরু মাহফুয (অসংরক্ষিত/দুর্বল) হাদীস।

সুতরাং, হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী, সহীহ গ্রন্থের রচয়িতাগণ তাঁর বর্ণনা দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম করেছেন (অন্যদের বিরোধিতা করেছেন), তাই তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে এই সনদ সহকারে এই মাতন (মূল বক্তব্য) বর্ণনা করেছেন। অথচ মানুষ ইবনে জুরাইজ থেকে সেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা আবু দাউদ ইঙ্গিত করেছেন। এই কারণেই এটিকে 'নাকারাত' (অপরিচিত/অস্বাভাবিক) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো: আর সেটি হলো 'ফাদ' (একক) হাদীস, যার বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন নির্ভরযোগ্যতা ও নিখুততা নেই যা তার একক বর্ণনাকে সমর্থন করে। এটি নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে আবু যুকাইর ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কায়স থেকে, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে। (হাদীসটি হলো:) «খেজুর দিয়ে কাঁচা খেজুর (বালাহ) খাও, কারণ আদম সন্তান যখন তা খায়, তখন শয়তান ক্রোধান্বিত হয়», হাদীসটি।

নাসাঈ বলেছেন: এটি একটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস।

আবু যুকাইর এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সালিহ (নেককার) শায়খ। ইমাম মুসলিম তাঁর থেকে মুতাবাআত (সমর্থনমূলক বর্ণনা) অংশে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এমন স্তরে পৌঁছাননি যার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বরং ইমামগণ তাঁকে দুর্বল বলার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। অতএব ইবনে

(ص: 279) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

مَعِين: ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ جَبَّانَ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَأُورِدَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ مَنَّاكِيرَ.

- 1

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: قَدْ عَلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، بَلْ مِنْ صَرِيحِ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ، أَنَّ الشَّاذَّ وَالْمُنْكَرَ بَسْعَى.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِنَّ الشَّاذَّ، وَالْمُنْكَرَ يَجْتَمِعَانِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُخَالَفَةِ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الشَّاذَّ رِوَايَةٌ ثِقَّةٌ أَوْ صَدُوقٌ، وَالْمُنْكَرُ رِوَايَةٌ ضَعِيفٌ. قَالَ: وَقَدْ غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا.

ثُمَّ مَثَّلَ الْمُنْكَرَ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبٍ - بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ،
وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ بَيْنَ مُوَحَّدَتَيْنِ، أُولَاهُمَا مَفْتُوحَةٌ - ابْنِ حَبِيبٍ - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ بِوَزْنِ
كَرِيمٍ - أَخِي حُمَزَةِ الزِّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ ابْنِ

[তাদরীবুর রাবী]

মুঈন: দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেছেন: তার দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। উকাইলী বলেছেন: তার হাদীস অনুসরণ করা যাবে না। এবং ইবনু আদী তার চারটি মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন।

1 -

জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

প্রথমত: পূর্বের আলোচনা থেকে, বরং ইবনুস সালাহ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, শায় এবং মুনকার একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: শায় এবং মুনকার উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের শর্তে একমত হয়, তবে তারা ভিন্ন হয় এই ক্ষেত্রে যে, শায় হলো নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বা সত্যবাদী (সাদুক) বর্ণনাকারীর বর্ণনা, আর মুনকার হলো দুর্বল (যয়ীফ) বর্ণনাকারীর বর্ণনা।

তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি এ দুটির মধ্যে সমতা বিধান করেছে, সে ভুল করেছে।

অতঃপর তিনি মুনকারের উদাহরণ দিয়েছেন ইবনু আবি হাতিম যা বর্ণনা করেছেন তা দিয়ে – 'হুবাইব' সূত্রে – (ح)-তে পেশ এবং দুটি (ب)-এর মাঝে (ي)-তে তাশদিদ সহ, যার প্রথমটি ফাতহা যুক্ত – ইবনু হাবীব - (ح)-তে ফাতহা সহ, 'কারীম' শব্দের ওজনে – যিনি হামযা আয-যাইয়াতের ভাই, আবি ইসহাক থেকে, তিনি আইযার ইবনু হুরইত থেকে, তিনি ইবনু

(ص: 280) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ، وَصَامَ، وَقَرَأَ الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ» .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ ; لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ.

وَحِينَئِذٍ فَالْحَدِيثُ الَّذِي لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ، وَرَأَوِيهِ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، بِأَنْ لَا يُرَوَى إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، أَوْ عُرِفَ بِهِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، أَوْ كَثِيرِ الْغَلَطِ أَوْ الْفُسْقِ أَوْ الْغَفْلَةِ يُسَمَّى الْمُنْكَرُ، وَهُوَ نَوْعٌ مُسْتَقِلٌّ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. كَحَدِيثِ صَدَقَةَ الدَّقِيقِيِّ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُبْرٍ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

الثَّانِي: عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي " النُّخْبَةِ " : فَإِنْ خُولِفَ الرَّاوي بِأَرْجَحٍ، فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ: الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ، يُقَالُ لَهُ: الشَّاذُّ.

وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضَّعْفِ، فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ: الْمَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ: الْمُنْكَرُ، وَقَدْ عَلِمْتَ مِنْ ذَلِكَ تَفْسِيرَ الْمَحْفُوظِ وَالْمَعْرُوفِ، وَهُمَا مِنَ الْأَنْوَاعِ الَّتِي أَهْمَلَهَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ، وَحَقُّهُمَا أَنْ يُذْكَرَا، كَمَا ذُكِرَ الْمُتَّصِلُ مَعَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْقَطِعِ وَالْمُعْضَلِ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «যে সালাত কায়েম করলো, যাকাত আদায় করলো, হজ্ব করলো, রোজা রাখলো এবং মেহমানের আপ্যায়ন করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।»

আবু হাতিম বলেছেন: এটি মুনকার (অস্বীকৃত); কারণ তার (এই বর্ণনাকারীর) ব্যতীত অন্য বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা এটিকে আবু ইসহাক থেকে মাওকুফ (সাহাবীর উক্তি হিসেবে) বর্ণনা করেছেন, আর এটিই প্রসিদ্ধ।

এমতাবস্থায় যে হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই, কিন্তু তার বর্ণনাকারী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, এমনভাবে যে, সেটি তার দিক ব্যতীত অন্য কোনো দিক থেকে বর্ণিত হয়নি, এবং তা জ্ঞাত মূলনীতিগুলোর পরিপন্থী, অথবা সে হাদিসে নববী ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রেও মিথ্যার জন্য পরিচিত, অথবা সে অনেক ভুলকারী, ফাসিক (পাপী) বা গাফেল (অন্যমনস্ক), তাকে 'মাতরু' বলা হয়। আর এটি একটি স্বতন্ত্র প্রকার, যা শাইখুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন। যেমন: সাদাকাহ আদ-দাক্বিকী থেকে, তিনি ফারকাদ থেকে, তিনি মুররাহ থেকে, তিনি আবু বকর থেকে বর্ণিত হাদিস। এবং আমার ইবনে শিমর থেকে, তিনি জাবির আল-জু'ফি থেকে, তিনি আল-হারিস থেকে, তিনি আলী থেকে বর্ণিত হাদিস।

দ্বিতীয়টি: শাইখুল ইসলাম "আন-নুখবাহ" গ্রন্থে বলেছেন: যদি কোনো বর্ণনাকারী অধিকতর শক্তিশালী বর্ণনাকারীর দ্বারা ভিন্নমত পোষণ করে (বা তার বর্ণনাকে বিরোধিতা করা হয়), তবে শক্তিশালী বর্ণনাকে 'মাহফুজ' বলা হয়, আর তার বিপরীতে অবস্থিত বর্ণনাকে 'শাজ্জ' বলা হয়। আর যদি দুর্বলতার সাথে বিরোধিতা সংঘটিত হয়, তবে শক্তিশালী বর্ণনাকে 'মা'রুফ' বলা হয়, আর তার বিপরীতে অবস্থিত বর্ণনাকে 'মুনকার' বলা হয়। এ থেকে আপনি 'মাহফুজ' ও 'মা'রুফ'-এর ব্যাখ্যা জানতে পারলেন, আর এই দুটি এমন প্রকার যা ইবনে সালাহ ও (এই) লেখক (আল-মুসান্নিফ) অবহেলা করেছেন (বা উল্লেখ করেননি)। অথচ তাদের উভয়কে উল্লেখ করা উচিত ছিল, যেমন 'মুত্তাসিল' (নিরবচ্ছিন্ন) হাদিস তার বিপরীত 'মুরসাল' (বিচ্ছিন্ন), 'মুনকাতি' (ছিন্ন) এবং 'মু'দাল' (জটিল/অস্পষ্ট) হাদিসের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

(ص: 281) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النُّوعُ الْخَامِسُ عَشَرَ:

مَعْرِفَةُ الْإِعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ. هَذِهِ أُمُورٌ يَتَعَرَّفُونَ بِهَا
حَالُ الْحَدِيثِ، فَمِثَالُ الْإِعْتِبَارِ: أَنْ يَرْوِيَ حَمَّادٌ مَثَلًا حَدِيثًا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنْظَرُ هَلْ رَوَاهُ ثِقَّةٌ
غَيْرُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ فَغَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَّا
فَصَحَابِيُّ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ ذَلِكَ وَجَدَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ
أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَالْمُتَابَعَةُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ أَيُّوبَ غَيْرُ حَمَّادٍ، وَهِيَ الْمُتَابَعَةُ

التَّامَّةُ، أَوْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ غَيْرُ أَيُّوبَ، أَوْ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَابِيٍّ آخَرٍ. فَكُلُّ هَذَا يُسَمَّى مُتَابَعَةً، وَتَقْصُرُ عَنِ الْأُولَى بِحَسَبِ بُعْدِهَا مِنْهَا، وَتُسَمَّى الْمُتَابَعَةُ شَاهِدًا، وَالشَّاهِدُ أَنْ يُرَوَى حَدِيثٌ آخَرُ بِمَعْنَاهُ وَلَا يُسَمَّى هَذَا مُتَابَعَةً، وَإِذَا قَالُوا فِي مِثْلِهِ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ ابْنُ سِيرِينَ أَوْ أَيُّوبُ أَوْ حَمَّادٌ كَانَ مُشْعِرًا بِانْتِفَاءِ الْمُتَابَعَاتِ، وَإِذَا انْتَفَتْ مَعَ الشَّوَاهِدِ، فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ فِي الشَّاذِّ، وَيَدْخُلُ فِي الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رَوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ كُلُّ ضَعِيفٍ.

[تدريب الراوي]

الثَّالِثُ: وَقَعَ فِي عِبَارَتِهِمْ: أَنْكَرُ مَا رَوَاهُ فُلَانٌ كَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنْكَرُ مَا رَوَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأُمَّةٍ خَيْرًا قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا». قَالَ: وَهَذَا طَرِيقٌ حَسَنٌ رَوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ أَدْخَلَهُ قَوْمٌ فِي صَحَاحِهِمْ. انْتَهَى. وَالْحَدِيثُ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ".

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: أَنْكَرُ مَا لِلْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ حِفْظِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَنُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

[النَّوعُ الْخَامِسُ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْإِعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ]

(النَّوعُ الْخَامِسُ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْإِعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ، وَالشَّوَاهِدِ، هَذِهِ أُمُورٌ) يَتَدَاوَلُهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ (يَتَعَرَّفُونَ بِهَا حَالَ الْحَدِيثِ) يَنْظُرُونَ هَلْ تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ أَوْ لَا؟ فَالْإِعْتِبَارُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى حَدِيثٍ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فَيُعْتَبَرُهُ

পনেরতম প্রকার:

ই'তিবার, মুতাবা'আত এবং শাওয়াহিদ সম্পর্কে জ্ঞান। এগুলো এমন বিষয় যার মাধ্যমে তারা

হাদিসের অবস্থা জানতে পারেন। ইতিবারের উদাহরণ হলো: হাম্মাদ (রহ.) যখন এমন একটি হাদিস বর্ণনা করেন যার উপর তাকে অনুসরণ করা হয়নি— আইয়ুব থেকে, তিনি ইবনে সীরিন থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে— তখন দেখা হয়, আইয়ুব ব্যতীত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ইবনে সীরিন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন কি না। যদি না পাওয়া যায়, তবে ইবনে সীরিন ব্যতীত অন্য কেউ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে (বর্ণনা করেছেন কি না)। অন্যথায়, আবু হুরায়রা (রা.) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (বর্ণনা করেছেন কি না)। এগুলোর মধ্যে যেকোনোটি পাওয়া গেলে বোঝা যাবে যে এর একটি মূল ভিত্তি রয়েছে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, অন্যথায় নেই। আর মুতাবা'আত হলো যে, হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কেউ আইয়ুব থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এটিই হলো পূর্ণ মুতাবা'আত; অথবা আইয়ুব ব্যতীত অন্য কেউ ইবনে সীরিন থেকে, অথবা ইবনে সীরিন ব্যতীত অন্য কেউ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কোন সাহাবী (বর্ণনা করেছেন)। এ সবগুলোকে মুতাবা'আত বলা হয়, এবং প্রথমটির চেয়ে এর মর্যাদা কম হয়, তার দূরত্ব অনুসারে। আর মুতাবা'আতকে শাহিদও বলা হয়। শাহিদ হলো এমন একটি হাদিস বর্ণনা করা যা একই অর্থ বহন করে, এটিকে মুতাবা'আত বলা হয় না। আর যখন এর মতো বিষয়ে তারা বলেন: আবু হুরায়রা অথবা ইবনে সীরিন অথবা আইয়ুব অথবা হাম্মাদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তখন তা মুতাবা'আত না থাকার ইঙ্গিত বহন করে। আর যখন মুতাবা'আত ও শাহিদ উভয়ই না থাকে, তখন এর বিধান সেটাই যা 'শায' হাদিসের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুতাবা'আত ও ইস্তিশহাদের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির বর্ণনাও গ্রহণ করা হয় যার বর্ণনা দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না; তবে এই উদ্দেশ্যে সব দুর্বল বর্ণনাকারী যোগ্য নয়।

-

[তা'দরিবুর রাবী]

তৃতীয়ত: তাদের পরিভাষায় এমনও বলা হয়েছে: "অমুকের সবচেয়ে আপত্তিকর বর্ণনাটি হলো অমুক," যদিও সেই হাদিসটি দুর্বল না হয়। ইবনে আদী বলেছেন: ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বুরদা-এর সবচেয়ে আপত্তিকর বর্ণনাটি হলো: «আল্লাহ যখন কোন জাতির কল্যাণ চান, তখন তাদের নবীকে তাদের পূর্বেই উঠিয়ে নেন (মৃত্যু দেন)»।

তিনি বলেন: এই সূত্রটি হাসান (উত্তম) এবং এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। কিছু লোক এটিকে তাদের সহীহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সমাপ্ত। হাদিসটি 'সহীহ মুসলিম'-এ রয়েছে।

যাহাবী বলেছেন: ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম-এর হাদিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিকর হাদিস হলো কুরআন হিফজ (মুখস্থ) করা সংক্রান্ত হাদিস।

এটি তিরমিযী-এর নিকট রয়েছে এবং তিনি এটিকে 'হাসান' বলেছেন। আর হাকিম শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্তানুযায়ী এটিকে 'সহীহ' বলেছেন।

[পনেরতম প্রকার: ই'তিবার, মুতাবা'আত এবং শাওয়াহিদ সম্পর্কে জ্ঞান]

(পনেরতম প্রকার: ই'তিবার, মুতাবা'আত এবং শাওয়াহিদ সম্পর্কে জ্ঞান। এগুলি এমন বিষয়) যা হাদিস বিশারদগণ ব্যবহার করেন (যার মাধ্যমে তারা হাদিসের অবস্থা জানতে পারেন)। তারা দেখেন যে, বর্ণনাকারী এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন কিনা? এবং এটি পরিচিত কিনা? ই'তিবার হলো, যখন কিছু বর্ণনাকারীর একটি হাদিস আসে, তখন তারা এটিকে ই'তিবার করেন (পর্যালোচনা করেন)।

(ص: 282) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بِرَوَايَاتٍ غَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ بِسَبْرِ طُرُقِ الْحَدِيثِ ; لِيُعْرِفَ هَلْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ رَآءُ غَيْرُهُ، فَرَوَاهُ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُنْظَرُ هَلْ تَابَعَ أَحَدٌ شَيْخَهُ، فَرَوَاهُ عَنْ رَوَى عَنْهُ؟ وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الْإِسْنَادِ وَذَلِكَ الْمُتَابَعَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُنْظَرُ هَلْ أَتَى بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ؟ وَهُوَ الشَّاهِدُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَدِيثُ فَرْدٌ، فَلَيْسَ الْإِعْتِبَارُ قَسِيمًا لِلْمُتَابَعِ وَالشَّاهِدِ، بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا.

(فَمِثَالُ الْإِعْتِبَارِ أَنْ يَرْوِيَ حَمَّادٌ) ابْنُ سَلَمَةَ (مَثَلًا حَدِيثًا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنْظَرُ هَلْ رَوَاهُ ثِقَّةٌ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ) ثِقَّةٌ غَيْرُهُ، (فَغَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ ثِقَّةٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُهُ، (فَصَحَابِيُّ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ ذَلِكَ وَجَدَ عُلَمَ بِهِ (أَنَّ لَهُ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (فَلَا) أَصْلَ لَهُ.

كَالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَرَاهُ رَفَعَهُ «أَحَبُّ حَبِيبِكَ هُوَنًا مَا» الْحَدِيثُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

[তাদরীবুর রাবী]

অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা দ্বারা হাদীসের সূত্রসমূহ যাচাই করে; যাতে জানা যায় যে, এই হাদীসে অন্য কোনো বর্ণনাকারী তার সাথে শরীক হয়েছেন কিনা, অর্থাৎ তার শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন কিনা? যদি না হয়, তবে দেখা হবে যে, তার শায়খের শায়খকে কেউ অনুসরণ করেছেন কিনা, অর্থাৎ তার থেকে বর্ণনা করেছেন কিনা? আর এভাবেই সনদের শেষ পর্যন্ত। একেই মুতাবা'আত (متابعة) বলে। যদি তাও না হয়, তবে দেখা হবে যে, এর অর্থে অন্য কোনো হাদীস এসেছে কিনা? আর এটিই শাহেদ (شاهد)। যদি তাও না হয়, তাহলে হাদীসটি 'ফার্দ' (فرد)। সুতরাং 'ই'তিবার' (اعتبار) মুতাবি' (متابع) এবং শাহেদের (شاهد) একটি স্বতন্ত্র প্রকার নয়, বরং এটি সে দু'টিতে পৌঁছানোর একটি পদ্ধতি মাত্র।

(ই'তিবারের উদাহরণ হলো এই যে, হাম্মাদ) ইবনে সালামাহ (উদাহরণস্বরূপ এমন একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, যার উপর তাকে মুতাবা'আত করা হয়নি, আইয়ুব থেকে, তিনি ইবনে সীরীন থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।) তখন দেখা হবে যে, ইবনে সীরীন থেকে আইয়ুব ব্যতীত অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছেন কিনা? যদি তার (আইয়ুবের) ব্যতীত অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী পাওয়া না যায়, (তবে আবু হুরায়রা থেকে) ইবনে সীরীন ব্যতীত অন্য কেউ (বর্ণনা করেছেন কিনা?) আর যদি না হয়, অর্থাৎ আবু হুরায়রা থেকে ইবনে সীরীন ব্যতীত অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী না পাওয়া যায়, (তবে দেখা হবে) আবু হুরায়রা ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (বর্ণনা করেছেন কিনা?)। এইগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি পাওয়া গেলে এর দ্বারা জানা যায় যে, এর একটি মূল রয়েছে যার দিকে

প্রত্যাবর্তন করা যায়। আর যদি না হয়, অর্থাৎ এর কোনো কিছুই পাওয়া না যায়, তাহলে এর কোনো মূল নেই।

যেমন সেই হাদিস যা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালামাহর সূত্রে, আইয়ুব থেকে, তিনি ইবনে সীরীন থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে। আমার মনে হয় তিনি এটি মারফু' (নবী পর্যন্ত সংযুক্ত) করেছেন: «তোমার বন্ধুকে পরিমিতভাবে ভালোবাসো...» হাদিসটি।

তিরমিযী বলেছেন: "এটি গরীব (غريب) হাদিস; আমরা এই সনদ ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে এটিকে চিনি না।"

(ص: 283) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

أَيُّ مِنْ وَجْهِ يَثْبُتُ، وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنُ
مُتْرُوكُ الْحَدِيثِ، لَا يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَاتِ.

(وَالْمُتَابَعَةُ أَنْ يَرْوِيَهُ، عَنْ أَيُّوبَ غَيْرِ حَمَادٍ، وَهِيَ الْمُتَابَعَةُ التَّامَّةُ، أَوْ) لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ
غَيْرُهُ، وَرَوَاهُ (، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ غَيْرِ أَيُّوبَ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، غَيْرِ ابْنِ سِيرِينَ أَوْ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحَابِيٍّ آخَرٍ)، غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ (فَكُلُّ هَذَا يُسَمَّى مُتَابَعَةً،
وَتَقْصُرُ عَنْ) الْمُتَابَعَةِ (الْأُولَى بِحَسَبِ بُعْدِهَا مِنْهَا)، أَيُّ بِقَدْرِهِ (وَتُسَمَّى الْمُتَابَعَةُ
شَاهِدًا) أَيْضًا.

(وَالشَّاهِدُ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثٌ آخَرُ بِمَعْنَاهُ، وَلَا يُسَمَّى هَذَا مُتَابَعَةً)، فَقَدْ حَصَلَ
اِخْتِصَاصُ الْمُتَابَعَةِ بِمَا كَانَ بِاللَّفْظِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا، وَالشَّاهِدُ
أَعْمٌ، وَقِيلَ: هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ بِالْمَعْنَى كَذَلِكَ.

[তা'দরিবুর রাবী]

অর্থাৎ, এমন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে যা প্রমাণিত হয়। অন্যথায়, হাসান ইবনে দিনার এটি ইবনে সীরীনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর হাসান হলেন 'মাতরু'কুল হাদীস' (যাঁর বর্ণনা পরিত্যক্ত), যা মুতাবাআতের জন্য উপযুক্ত নয়।

(এবং মুতাবাআত হলো এই যে, হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কেউ আইয়ুবের সূত্রে তা বর্ণনা করবে। আর এটিই হলো পূর্ণাঙ্গ মুতাবাআত। অথবা) যদি তার থেকে অন্য কেউ এটি বর্ণনা না করে, তবে (বর্ণিত হবে) ইবনে সীরীনের সূত্রে আইয়ুব ব্যতীত অন্য কেউ, অথবা আবু হুরায়রার সূত্রে ইবনে সীরীন ব্যতীত অন্য কেউ, অথবা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে অন্য কোনো সাহাবী আবু হুরায়রা ব্যতীত। (এই সবগুলিকেই মুতাবাআত বলা হয়। এবং প্রথম মুতাবাআত থেকে এর দূরত্ব অনুসারে এটি (অন্যান্য মুতাবাআত) দুর্বল হয়), অর্থাৎ তার পরিমাণ অনুযায়ী। (এবং মুতাবাআতকে 'শাহিদ'ও বলা হয়)।

(আর শাহিদ হলো এমন যে, অন্য একটি হাদীস এর অর্থের অনুরূপ বর্ণিত হবে, এবং এটিকে মুতাবাআত বলা হয় না)। সুতরাং, মুতাবাআতের বৈশিষ্ট্য হলো যে তা শব্দগতভাবে হবে, সেই সাহাবীর বর্ণনা থেকেই হোক বা না হোক। আর শাহিদ আরও ব্যাপক। এবং কেউ কেউ বলেছেন: এটিও অর্থগতভাবে নির্দিষ্ট।

(ص: 284) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: قَدْ يُسَمَّى الشَّاهِدُ مُتَابَعَةً أَيْضًا، وَالْأَمْرُ سَهْلٌ، مِثَالُ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ التَّامَّةُ وَالْقَاصِرَةُ وَالشَّاهِدُ. مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي " الْأَمْرِ "، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»، فَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ، ظَنُّ قَوْمٍ أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ،

عَنْ مَالِكٍ، فَعَدَّوْهُ فِي غَرَائِبِهِ ; لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِلَفْظٍ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»، لَكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعًا، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ، عَنْ مَالِكٍ، وَهَذِهِ مُتَابِعَةٌ تَامَّةٌ، وَوَجَدْنَا لَهُ مُتَابِعَةً قَاصِرَةً فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «فَأَكْبَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ: «فَأَقْدُرُوا ثَلَاثِينَ»، وَوَجَدْنَا لَهُ شَاهِدًا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

[তাদরিবুর রাবী]

এবং শাইখুল ইসলাম বলেছেন: শাহিদকেও কখনও মুতাবা'আত বলা হয়, এবং বিষয়টি সহজ। যেখানে পূর্ণ মুতাবা'আত, আংশিক মুতাবা'আত এবং শাহিদ একত্রিত হয়েছে তার উদাহরণ হলো: যা শাফিঈ তাঁর "আল-উম্ম" গ্রন্থে মালিক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন দীনার থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «মাস উনত্রিশ দিনের হয়। তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখো না, এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতার করো না। যদি তোমাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে গণনা ত্রিশ পূর্ণ করো।» এই শব্দে বর্ণিত এই হাদীস সম্পর্কে একদল লোক মনে করত যে, শাফিঈ মালিক থেকে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তাই তারা এটিকে তাঁর গারাইব (বিরল বর্ণনা) এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করত; কারণ মালিকের ছাত্ররা এই ইসনাদে তাঁর থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ» (যদি তোমাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এর পরিমাণ নির্ধারণ করো)। কিন্তু আমরা শাফিঈর জন্য একজন মুতাবি' (অনুরূপ বর্ণনাকারী) পেয়েছি, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামাহ আল-কানাবী। অনুরূপভাবে বুখারী তাঁর থেকে, তিনি মালিক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আর এটি একটি পূর্ণ মুতাবা'আত। এবং আমরা তাঁর জন্য আংশিক মুতাবা'আত পেয়েছি ইবন খুযাইমার সহীহ গ্রন্থে, আসিম ইবন মুহাম্মাদের বর্ণনা থেকে, তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবন যায়দ থেকে, তিনি তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ

ইবন উমার থেকে এই শব্দে: «فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (গণনা ত্রিশ পূর্ণ করো)। এবং মুসলিমের সহীহ গ্রন্থে উবাইদুল্লাহ ইবন উমারের বর্ণনা থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে এই শব্দে: «فَأَقْدُرُوا ثَلَاثِينَ» (ত্রিশ পরিমাণ নির্ধারণ করো)। এবং আমরা তাঁর জন্য একটি শাহিদ (সমর্থক বর্ণনা) পেয়েছি, যা নাসায়ী মুহাম্মাদ ইবন হুনাইনের বর্ণনা থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবন-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

(ص: 285) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ السَّادِسُ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا، وَهُوَ فَنُّ لَطِيفٌ تُسْتَحْسَنُ الْعِنَايَةُ بِهِ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ قَبُولُهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: تُقْبَلُ إِنْ زَادَهَا غَيْرٌ مَنِ رَوَاهُ نَاقِصًا، وَلَا تُقْبَلُ مِمَّنْ رَوَاهُ مَرَّةً نَاقِصًا.

[تدريب الراوي]

دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِهِ سَوَاءً، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِلَفْظٍ «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شُعْبَانَ ثَلَاثِينَ»، وَذَلِكَ شَاهِدٌ بِالْمَعْنَى (وَإِذَا قَالُوا فِي مِثْلِهِ) أَيْ الْحَدِيثِ (تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ)، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ ابْنِ سِيرِينَ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَوْ أَيُّوبَ)، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ (أَوْ حَمَّادٍ)، عَنْ أَيُّوبَ، (كَانَ مُشْعَرًا بِانْتِفَاءِ) وَجُوهِ (الْمُتَابَعَاتِ) فِيهِ، (وَإِذَا انْتَفَتْ) الْمُتَابَعَاتُ (مَعَ) الشَّوَاهِدِ، فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ فِي الشَّاذِّ مِنَ التَّفْصِيلِ. (وَيَدْخُلُ فِي الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ كُلُّ ضَعِيفٍ) كَمَا سَيَأْتِي فِي أَلْفَاظِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ.

[النَّوعُ السَّادِسُ عَشَرَ مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا]

[حكم زيادة الثقة]

(النُّوعُ السَّادِسُ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا، وَهُوَ فَنٌّ لَطِيفٌ تُسْتَحْسَنُ
الْعِنَايَةُ بِهِ) ، وَقَدْ اشْتَهَرَ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ كَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ
النَّيْسَابُورِيِّ، وَأَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَغَيْرِهِمَا.

ষোড়শ প্রকার: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত তথ্য ও তার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান, এবং এটি একটি সূক্ষ্ম শাস্ত্র যা যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা প্রশংসনীয়। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের জমহুর (অধিকাংশ) এর মায়হাব হলো সেগুলোকে (অতিরিক্ত তথ্যকে) শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেন: সেগুলোকে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন: সেগুলোকে গ্রহণ করা হবে যদি তা এমন ব্যক্তি যোগ করে থাকে যে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেনি, এবং তার থেকে গ্রহণ করা হবে না যে একবার সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছে।

-

[তা'দরিবুর রাবী]

দিনার থেকে, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একই শব্দে। আর বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: «فَإِنْ أُغْيِيَ» (যদি তোমাদের উপর (চাঁদ) অম্পষ্ট হয়, তবে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো), এবং এটি অর্থের দিক থেকে একটি সমর্থন (শাহিদ)।

(এবং যখন তারা এ ধরনের বিষয়ে বলে) অর্থাৎ হাদিসের ক্ষেত্রে (যে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (অথবা ইবনে সিরীন) আবু হুরায়রা থেকে (অথবা আইয়ুব) ইবনে সিরীন থেকে (অথবা হাম্মাদ) আইয়ুব থেকে, (তখন এটি নির্দেশ করে) তাতে (হাদিসে) অনুসরণের (মুতা'আবাত) বিভিন্ন দিকের (অনুপস্থিতি)। (এবং যখন অনুসরণ) (মুতা'আবাত) (ও সমর্থন) (শাওয়াহিদ) (অনুপস্থিত থাকে), তখন তার বিধান হলো যা 'শায়' এর ক্ষেত্রে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(এবং মুতা'আবাত ও ইসতিশহাদের অন্তর্ভুক্ত হয় এমন ব্যক্তির বর্ণনা যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না, এবং এজন্য প্রতিটি দুর্বল বর্ণনাকারী উপযুক্ত নয়) যেমনটি জারহ ওয়া তা'দিলের শব্দাবলীতে আসবে।

[ষোড়শ প্রকার: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত তথ্য ও তার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান]

[নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত তথ্যের বিধান]

(ষোড়শ প্রকার: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত তথ্য ও তার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান, এবং এটি একটি সূক্ষ্ম শাস্ত্র যা যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা প্রশংসনীয়)। এবং এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে একদল মানুষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, যেমন আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আন-নিশাপুরী, আবু আল-ওয়ালীদ হাসসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরাশী এবং অন্যান্য।

(ص: 286) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ قَبُولُهَا مُطْلَقًا) ، سَوَاءٌ وَقَعَتْ مِنْ رَوَاهُ أَوَّلًا نَاقِصًا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ غَيَّرَ الْحُكْمَ الثَّابِتَ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ أُوجِبَتْ نَقْضُ أَحْكَامٍ ثَبَتَتْ بِخَبَرٍ لَيْسَتْ فِيهِ أَمْ لَا ، وَقَدْ ادَّعَى ابْنُ طَاهِرٍ الْإِتِّفَاقَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ .

(وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا) ، لَا مِنْ رَوَاهُ نَاقِصًا ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ .

(وَقِيلَ: تُقْبَلُ إِنْ زَادَهَا غَيْرٌ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْ رَوَاهُ مَرَّةً نَاقِصًا) .

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِيهِ: إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَبَرَيْنِ فِي مَجْلِسَيْنِ ، قُبِلَتْ الرِّيَادَةُ ، وَكَانَا خَبَرَيْنِ يُعْمَلُ بِهِمَا ، وَإِنْ عَزَى ذَلِكَ إِلَى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ: كُنْتُ أَنْسِيْتُ هَذِهِ الرِّيَادَةَ ؛ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِلَّا وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهَا .

وَقَالَ فِي " الْمَحْصُولِ " : فِيهِ الْعِبْرَةُ بِمَا وَقَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ ، فَإِنْ اسْتَوَى قُبِلَتْ مِنْهُ .

وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ الرِّيَادَةُ مُغَيَّرَةً لِلْإِعْرَابِ ، كَانَ الْخَبَرَانِ مُتَعَارِضَيْنِ ، وَإِلَّا قُبِلَتْ ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَالصَّفِيِّ الْهِنْدِيِّ عَنِ الْأَكْثَرِينَ ، كَأَنْ يَرْوِي فِي أَرْبَعِينَ شَأً ، ثُمَّ فِي أَرْبَعِينَ نِصْفُ شَأً .

وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ إِنْ غَيَّرَ الْإِعْرَابَ مُطْلَقًا .

وَقِيلَ: لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِنْ أَقَادَتْ حُكْمًا.
وَقِيلَ: تُقْبَلُ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى، حَكَاهُمَا الْخَطِيبُ.

-
[তাদরীবুর রাবী]

(ফুকাহায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসীনে ইযামের জমহুরের মাযহাব হলো এটিকে (অতিরিক্ত অংশকে) নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা)। তা সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হোক যে প্রথমে এটিকে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছিল, অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে; তাতে শর'ঈ কোনো হুকুম সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক; তা প্রতিষ্ঠিত হুকুমকে পরিবর্তন করুক বা না করুক; তা এমন হুকুম বাতিল করা আবশ্যিক করুক বা না করুক যা এমন খবর দ্বারা প্রমাণিত ছিল যেখানে এটি (অতিরিক্ত অংশ) ছিল না। আর ইবনু তাহির এই মতের উপর ঐকমত্যের দাবি করেছেন।

(এবং বলা হয়েছে: এটিকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা হবে না), না সেই ব্যক্তি কর্তৃক (গ্রহণ করা হবে) যে এটিকে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছিল, আর না অন্য কারো পক্ষ থেকে।

(এবং বলা হয়েছে: এটি গ্রহণ করা হবে যদি তা এমন ব্যক্তি যোগ করে যিনি এটিকে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেননি, তবে সেই ব্যক্তি কর্তৃক (গ্রহণ করা হবে না) যে একবার এটিকে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে)।

এবং ইবনুস সাব্বাগ এই বিষয়ে বলেছেন: যদি সে উল্লেখ করে যে সে উভয় খবর (বর্ণনা) পৃথক দুটি মজলিসে শুনেছে, তাহলে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা হবে এবং উভয় খবরই আমলযোগ্য হবে। আর যদি সে এটিকে (উভয় খবরকে) একটি মজলিসের দিকে সম্বন্ধ করে এবং বলে: আমি এই অতিরিক্ত অংশ ভুলে গিয়েছিলাম; তাহলে তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায়, এতে (অর্থাৎ অতিরিক্ত অংশে) থামতে হবে (সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে হবে)।

এবং ‘আল-মাহসুল’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন: এতে (অর্থাৎ অতিরিক্ত অংশে) বিবেচ্য হলো যা তার থেকে বেশি সংঘটিত হয়েছে। যদি উভয়টি সমান হয়, তাহলে তার থেকে গ্রহণ করা হবে।

এবং বলা হয়েছে: যদি অতিরিক্ত অংশটি ই'রাব (ব্যাকরণগত চিহ্ন) পরিবর্তনকারী হয়, তাহলে উভয় খবর পরস্পর বিরোধী হবে; অন্যথায়, তা গ্রহণ করা হবে। ইবনুস সাব্বাগ এটিকে মুতাকাল্লিমীন (ধর্মতত্ত্ববিদগণ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আর সাফিয়ুল হিন্দি এটিকে

অধিকাংশের থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন, কেউ বর্ণনা করল 'চল্লিশটি ভেড়াতে (যাকাত হলো) একটি ভেড়া', অতঃপর 'চল্লিশটি ভেড়াতে (যাকাত হলো) অর্ধেক ভেড়া'।

এবং বলা হয়েছে: যদি তা (অতিরিক্ত অংশ) ই'রাবকে নিঃশর্তভাবে পরিবর্তন করে, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না।

এবং বলা হয়েছে: এটি গ্রহণ করা হবে না, তবে যদি তা কোনো হুকুম প্রদান করে (অর্থাৎ কোনো নতুন শর'ঈ বিধান বোঝায়)।

এবং বলা হয়েছে: এটি শব্দগতভাবে গ্রহণ করা হবে, অর্থগতভাবে নয়। খতীব এই উভয় মত বর্ণনা করেছেন।

(ص: 287) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَقَسَمَهُ الشَّيْخُ أَقْسَامًا. أَحَدُهَا: زِيَادَةُ تُخَالِفُ الثِّقَاتِ فَتُرَدُّ كَمَا سَبَقَ، الثَّانِي: مَا لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ كَتَفَرَّدَ ثِقَةً بِجُمْلَةٍ حَدِيثٍ فَيُقْبَلُ، قَالَ الْخَطِيبُ: بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.
الثَّالِثُ: زِيَادَةُ لَفْظَةٍ فِي حَدِيثٍ لَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ رَوَاتِهِ كَحَدِيثِ «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». انفرد أبو مالك الأشجعي، فقال: «وَتُرِبَتْهَا طَهُورًا». فهذا يُشَبِّهُ الْأَوَّلَ، وَيُشَبِّهُ الثَّانِي، كَذَا قَالَ الشَّيْخُ، وَالصَّحِيحُ قَبُولُ هَذَا الْأَخِيرِ، وَمِثْلُهُ الشَّيْخُ أَيْضًا بِزِيَادَةِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ الْفِطْرَةِ " مِنَ الْمُسْلِمِينَ "، وَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهِ فَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: إِنْ زَادَهَا وَاحِدٌ، وَكَانَ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا جَمَاعَةً لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْوُحْمُ، سَقَطَتْ.

وَعِبَارَةٌ غَيْرُهُ: لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً.

وَقَالَ ابْنُ السَّبْعَانِيِّ مِثْلَهُ، وَزَادَ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَوَافَرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ.

وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَالْخَطِيبُ: يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِهَا كَوْنُ مَنْ رَوَاهَا حَافِظًا.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: اشْتَهَرَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقَوْلُ بِقَبُولِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَلَا يَتَأْتِي ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاذًّا، ثُمَّ يُفَسِّرُونَ الشُّذُوزَ بِمُخَالَفَةِ الثِّقَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ وَالْمُنْقُولَ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَأَبْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى الْقَطَّانِ، وَأَحْمَدَ، وَأَبْنِ مَعِينٍ، وَأَبْنِ الْمَدِينِيِّ، وَالْبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيَّ، وَالْدَّارَقُطَنِيَّ، وَغَيْرِهِمْ: اعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ الْمُنَافِيَةِ، بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. انْتَهَى.

[تقسيم زیادة الثقات]

وَقَدْ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ: (وَقَسَّمَهُ الشَّيْخُ أَقْسَامًا، أَحَدُهَا: زِيَادَةٌ تُخَالِفُ الثِّقَاتِ) فِيْمَا رَوَوْهُ، (فَتُرَدُّ كَمَا سَبَقَ) فِي نَوْعِ الشَّاذِّ. (الثَّانِي مَا لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ) لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ أَصْلًا، (كَتَفَرَّدَ ثِقَةً بِجُمْلَةٍ حَدِيثٍ) لَا تَعْرُضُ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْغَيْرُ بِمُخَالَفَةِ أَصْلًا، (فَيُقْبَلُ).

শাইখ এটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত: এমন অতিরিক্ত অংশ যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের (সিকাত) বর্ণনার বিপরীত, সুতরাং পূর্বের আলোচনার ন্যায় তা প্রত্যাখ্যাত হবে। দ্বিতীয়ত: এমন অংশ যেখানে কোনো বিরোধিতা নেই, যেমন কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীস এককভাবে বর্ণনা করা, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। খতীব বলেছেন: এটি উলামাদের ঐকমত্যে গৃহীত।

তৃতীয়ত: হাদীসে এমন একটি শব্দ বৃদ্ধি যা এর অন্য কোনো বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি, যেমন «আমার জন্য যমীনকে মসজিদ ও পবিত্রকারী করা হয়েছে» হাদীসটি। আবু মালিক আল-আশজা'ঈ এককভাবে বর্ণনা করে বলেছেন: «এবং এর মাটি পবিত্রকারী»। এটি প্রথম প্রকারের সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং দ্বিতীয় প্রকারের সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ, শাইখ এমনই বলেছেন। তবে সহীহ মত হলো এই শেষোক্ত প্রকারটি গ্রহণ করা। শাইখ ফিতরা সম্পর্কিত হাদীসে মালিকের "মিনাল মুসলিমীন" (মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত) অংশটি বৃদ্ধি করে উদাহরণ

দিয়েছেন। কিন্তু এই উদাহরণটি সঠিক নয়, কারণ উমার ইবনে নারিফ ও আদ-দাহহাক ইবনে উসমান মালিকের সাথে একমত হয়েছেন।

-

[তাওদরিবুর রাবী]

ইবনুস সাক্বাগ বলেছেন: যদি একজন ব্যক্তি তা যোগ করে থাকেন, আর যারা এটি অসম্পূর্ণ বর্ণনা করেছেন তারা এমন একদল যাদের ভুল করা সম্ভব নয়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

অন্যদের বক্তব্য হলো: তাদের মতো ব্যক্তির সাধারণত এমন বিষয়ে গাফেল হন না।

ইবনুস সাম‘আনীও একই কথা বলেছেন এবং যোগ করেছেন: যে তা এমন কিছু হবে যা বর্ণনার জন্য প্রেরণা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

সায়রাফী ও খতীব বলেছেন: এটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যে তা বর্ণনা করেছেন তিনি হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর) হবেন।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: একদল উলামা থেকে শর্তহীনভাবে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণের কথা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এটা মুহাদিসীনদের পদ্ধতি অনুসারে সম্ভব নয়, যারা সহীহ ও হাসান হাদীসের জন্য শায় না হওয়ার শর্ত করেন, অতঃপর শায়ুয (শায়) এর ব্যাখ্যা করেন যে, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করা। আর অগ্রগামী হাদীস ইমামগণ যেমন ইবনে মাহদী, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, আহমদ, ইবনে মা‘ঈন, ইবনুল মাদীনী, বুখারী, আবু যুর‘আ, আবু হাতিম, নাসাঈ, দারাকুতনী এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে: বিরোধী অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারকে বিবেচনা করা, এমনভাবে যেন তা গ্রহণ করলে অন্য বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সমাপ্ত।

[সিকাতদের অতিরিক্ত অংশের প্রকারভেদ]

ইবনুস সালাহ এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং সংকলকও তাকে অনুসরণ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: (শাইখ এটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত: এমন অতিরিক্ত অংশ যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের (সিকাত) বর্ণনার বিপরীত) যা তারা বর্ণনা করেছেন, (সুতরাং পূর্বের আলোচনার ন্যায় তা প্রত্যাখ্যাত হবে) শায় (বিরল) প্রকারের মধ্যে। (দ্বিতীয়ত: এমন অংশ যেখানে কোনো বিরোধিতা নেই) যা অন্যরা বর্ণনা করেছেন তার সাথে মূলগতভাবে, (যেমন কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীস এককভাবে

বর্ণনা করা) যেখানে অন্যদের বর্ণনার সাথে মূলগতভাবে কোনো বিরোধিতার বিষয় নেই, (তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে)।

(ص: 288) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْخَطِيبُ: بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ (أُسْنَدُهُ إِلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهِ.
(الثَّالِثُ زِيَادَةُ لَفْظَةٍ فِي حَدِيثٍ لَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ رَوَاتِهِ) ، وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ بَيْنَ تِلْكَ
الْمَرْتَبَتَيْنِ، (كَحَدِيثِ) حُذَيْفَةَ («جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» .
انْفَرَدَ أَبُو مَالِكٍ) سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ (الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: وَ) جُعِلَتْ (تُرْبَتُهَا) لَنَا (طَهُورًا) ،
وَسَائِرُ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ، (فَهَذَا يُشْبِهُ الْأَوَّلَ) .
وَالْمَرْدُودُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَامٌّ، وَمَا رَوَاهُ الْمُنْفَرِدُ الْمَرْدُودُ بِالزِّيَادَةِ
مَخْصُوصٌ، وَفِي ذَلِكَ مُغَايِرَةٌ فِي الصِّفَةِ، وَنَوْعٌ مِنَ الْمُخَالَفَةِ يَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ، (وَيُشْبِهُ
الثَّانِي) الْمَقْبُولَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا مُنَاقَاةَ بَيْنَهُمَا (كَذَا قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَالصَّحِيحُ قَبُولُ هَذَا الْأَخِيرِ) .

[তাদরীবুর রাবী]

আল-খতীব বলেছেন: আলেমদের ঐকমত্যে) তিনি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এর সনদ বর্ণনা করেছেন।

(তৃতীয়ত: হাদীসে এমন একটি শব্দ যোগ করা যা অন্য বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেননি), এবং এটি ঐ দুটি স্তরের মধ্যবর্তী একটি স্তর, (যেমন হাদীস) হুযাইফা (রাঃ)-এর («আমার জন্য যমীনকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে»)।

আবু মালিক) সা‘দ ইবনু তারিক (আল-আশজা‘ঈ এককভাবে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন: এবং) বানানো হয়েছে (এর মাটি) আমাদের জন্য (পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম), এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ তা উল্লেখ করেননি, (সুতরাং এটি প্রথমটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ)।

আর প্রত্যাখ্যাত (মারদূদ) এই দিক থেকে যে, সমষ্টিগতভাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাপক, আর একক বর্ণনাকারী কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজনসহ যা বর্ণিত হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট, এবং এতে বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে, ও এমন এক ধরনের বিরোধ যা দ্বারা হুকুম ভিন্ন হয়, (এবং এটি দ্বিতীয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ) যা মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) এই দিক থেকে যে, উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই (শাইখ এভাবেই বলেছেন) ইবনুস সালাহ।

গ্রন্থকার বলেছেন: (এবং সঠিক মত হলো এই শেযোক্তটি গ্রহণ করা)।

(ص: 289) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ: (وَمَثَلُهُ الشَّيْخُ أَيُّضًا بِزِيَادَةِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ الْفِطْرَةِ " مِنَ الْمُسْلِمِينَ ") .
وُنُقِلَ عَنِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِهَا، وَأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَيُّوبَ وَغَيْرَهُمَا، رَوَوْا
الْحَدِيثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذَلِكَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَا يَصِحُّ التَّنْثِيلُ بِهِ فَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا) عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ،
مِنْهُمْ: (عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ) ، وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ، (وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) ،
وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَثِيرُ بَنِي فَرْقَدٍ، وَرَوَاتُهُ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَسُنَنِ الدَّارَقُطِيِّ،
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ لِلطَّحَاوِيِّ، وَالْمَعْلَى بْنُ إِسَاعِيلَ فِي صَحِيحِ ابْنِ
حِبَّانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ فِي سُنَنِ الدَّارَقُطِيِّ.
قِيلَ: وَزِيَادَةُ التُّرْبَةِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْأَرْضُ مِنْ حَيْثُ هِيَ
أَرْضٌ لَا التُّرَابُ، فَلَا يَبْقَى فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا مُخَالَفَةٌ لِمَنْ أَطْلَقَ.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ التَّصْرِيحَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ إِنَّ عَدَّهَا زِيَادَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَدِيثِ
حُذَيْفَةَ، وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বলেন: (শাইখ মালিকের 'মিনাল মুসলিমীন' বৃদ্ধিকে ফি-ত্রাত হাদীসের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন)।

তিরমিযী থেকে বর্ণিত যে, মালিক এতে একক হয়েছেন (একাই বর্ণনা করেছেন), এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার, আইয়ুব ও অন্যান্যরা নাফি' থেকে, তিনি ইবনে উমার থেকে হাদীসটি এটি ছাড়া (অর্থাৎ এই বৃদ্ধি ছাড়া) বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন: (এটি দ্বারা উদাহরণ পেশ করা সহীহ নয়, কারণ মালিকের সাথে একমত হয়েছেন) এ বিষয়ে একদল নির্ভরযোগ্য রাবী, তাদের মধ্যে: (উমার ইবনে নাফি'), এবং তার বর্ণনা বুখারীর সহীহ গ্রন্থে রয়েছে, (এবং দাহহাক ইবনে উসমান), এবং তার বর্ণনা মুসলিমের সহীহ গ্রন্থে রয়েছে।

ইরাকী বলেন: এবং কাছীর ইবনে ফারকাদ, এবং তার বর্ণনা হাকিমের মুস্তাদরাক ও দারাকুতনীর সুনান গ্রন্থে রয়েছে, এবং ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ তাহাবীর বায়ানুল মুশকিল গ্রন্থে, এবং মুআল্লা ইবনে ইসমাঈল ইবনে হিব্বানের সহীহ গ্রন্থে, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমারী দারাকুতনীর সুনান গ্রন্থে (তাঁরা মালিকের সাথে একমত হয়েছেন)।

বলা হয়েছে: আর পূর্ববর্তী হাদীসে 'তুরবাহ' (মাটি) শব্দটির বৃদ্ধি, সম্ভাব্যত এর দ্বারা উদ্দেশ্য পৃথিবী, অর্থাৎ ভূমি হিসেবে পৃথিবী, শুধু মাটি নয়, তাহলে এতে কোনো বৃদ্ধি বা যারা সাধারণভাবে (পৃথিবী) উল্লেখ করেছেন তাদের সাথে কোনো বিরোধ থাকে না।

এবং উত্তর দেওয়া হয়েছে: যে, এর কিছু সূত্রে 'তুরব' (ধুলো/মাটি) স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তারপর, যদি এটিকে হুযাইফার হাদীসের তুলনায় বৃদ্ধি হিসেবে ধরা হয়, অন্যথায়, এটি আলী (রা)-এর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 290) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَائِدَةٌ

مِنْ أَمْثَلِهِ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَتْهَا»، زَادَ الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَبُنْدَارٌ فِي رِوَايَتَيْهِمَا: فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، صَحَّحَهَا الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ. وَحَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ، عَنْ أَنَسٍ: «أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»، زَادَ سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةٍ: إِلَّا الْإِقَامَةَ، وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ. وَحَدِيثُ عَلِيٍّ: «إِنَّ السَّهَ وَكَاءَ الْعَيْنِ»، زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: «فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».

[النَّوعُ السَّابِعُ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ]

(النَّوعُ السَّابِعُ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ، تَقَدَّمَ مَقْصُودُهُ) فِي الْأَنْوَاعِ الَّتِي قَبْلَهُ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَكِنْ أَفْرَدْتُهُ بِتَرْجُمَةٍ، كَمَا أَفْرَدَهُ الْحَاكِمُ وَلِمَا بَقِيَ مِنْهُ.

[তাদরীবুর রাবী]

উপকারিতা

এই অধ্যায়ের উদাহরণস্বরূপ, ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম: «কোন আমল সর্বোত্তম?» তিনি বললেন: «সময়মতো সালাত আদায় করা»। হাসান ইবনু মুকাররম ও বুন্দার তাদের বর্ণনায় যোগ করেছেন: «এর প্রথম ওয়াক্তে»। হাকিম ও ইবনু হিব্বান এটিকে সহীহ বলেছেন।

এবং আনাস (রা.) থেকে শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস: «বিলালকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তিনি আযানকে জোড় সংখ্যায় এবং ইকামাতকে বেজোড় সংখ্যায় বলেন»। সিমাক ইবনু আতিয়া যোগ করেছেন: «ইকামাত ছাড়া»। হাকিম ও ইবনু হিব্বান এটিকে সহীহ বলেছেন।

এবং আলী (রা.)-এর হাদীস: «নিশ্চয়ই ঘুম চোখের বাঁধন»। ইব্রাহিম ইবনু মূসা যোগ করেছেন: «সুতরাং যে ঘুমায়, সে যেন ওয়ু করে»।

[সপ্তদশ প্রকার: আল-আফরাদ-এর জ্ঞান]

(সপ্তদশ প্রকার: আল-আফরাদ-এর জ্ঞান, এর উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী প্রকারগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: তবে আমি এটিকে একটি স্বতন্ত্র শিরোনামে এনেছি, যেমনটি হাকিম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং এর অবশিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য।

(ص: 291) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ السَّابِعُ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ، تَقَدَّمَ مَقْصُودُهُ.
فَالْفَرْدُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: فَرْدٌ، عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ وَتَقَدَّمَ.
وَالثَّانِي: بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ كَقَوْلِهِمْ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَالشَّامِ، أَوْ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، أَوْ
أَهْلُ الْبَصْرَةِ. عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَشِبْهِهِ، وَلَا يَقْتَضِي هَذَا ضَعْفَهُ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِتَفَرُّدِ
الْمَدَنِيِّينَ الْفَرَادُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَيَكُونُ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ.

[تدريب الراوي]

(فَالْفَرْدُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا فَرْدٌ مُطْلَقٌ، تَفَرَّدَ بِهِ وَاحِدٌ، (عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ، وَ) قَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ.

وَالثَّانِي: فَرْدٌ نِسْبِيٌّ (بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ) خَاصَّةٍ، (كَقَوْلِهِمْ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَالشَّامِ) ، أَوْ الْبَصْرَةِ، أَوْ الْكُوفَةِ، أَوْ خُرَاسَانَ، (أَوْ) تَفَرَّدَ بِهِ (فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ) ، وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وَجْهِ، عَنْ غَيْرِهِ (أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ) أَوْ الْخُرَاسَانِيِّونَ، عَنْ الْبَكِّيِّينَ، (وَشَبِهُهُ.

وَلَا يَقْتَضِي هَذَا ضَعْفَهُ) مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ فَرْدًا، (إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِتَفَرُّدِ الْمَدَنِيِّينَ) مَثَلًا: (الْأَفْرَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ) تَجَوُّزًا، أَوْ يُقَالُ: لَمْ يَزُوهُ ثِقَةً، إِلَّا فُلَانٌ (فَيَكُونُ) حُكْمُهُ (كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ غَيْرِ الثَّقَةِ كَلَّا رِوَايَةٍ، فَيُنْظَرُ فِي الْمُتَفَرِّدِ بِهِ هَلْ بَلَغَ رُتْبَةً مَنْ يُحْتَجُّ بِتَفَرُّدِهِ أَوْ لَا؟ فِي غَيْرِ الثَّقَةِ هَلْ بَلَغَ رُتْبَةً مَنْ يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ أَوْ لَا؟ مِثَالُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ بَلَدٍ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ هَبَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَبَيَّنَ» .

সপ্তদশ প্রকার: আফরাদ (একক বর্ণনা)-এর পরিচয়, এর উদ্দেশ্য পূর্বে আলোচিত হয়েছে।
সুতরাং ফারদ (একক বর্ণনা) দু'প্রকার: একটি হলো, সকল বর্ণনাকারী থেকে একক বর্ণনা এবং এটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো কোনো বিশেষ অঞ্চলের নিরিখে (একক বর্ণনা), যেমন তাদের উক্তি: মক্কার ও শামের অধিবাসীরা এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন; অথবা অমুক, অমুক থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন; অথবা বসরাবাসী, কূফাবাসী থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর অনুরূপ। এটি এর দুর্বলতাকে নির্দেশ করে না, যদি না মাদীনাবাসীদের একক বর্ণনা দ্বারা তাদের মধ্যে থেকে কোনো একজনের একক বর্ণনা উদ্দেশ্য হয়, সেক্ষেত্রে এটি প্রথম প্রকারের মতোই হবে।

-

[তাওদরিবুর রাবী]

(সুতরাং ফারদ (একক বর্ণনা) দু'প্রকার: একটি হলো নিরঙ্কুশ ফারদ) , যা একজন (বর্ণনাকারী) এককভাবে বর্ণনা করেছেন, (সকল বর্ণনাকারী থেকে, এবং) এর বিধান (পূর্বে) আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো আপেক্ষিক ফারদ (একক বর্ণনা) (কোনো বিশেষ অঞ্চলের নিরিখে) , (যেমন তাদের উক্তি: মক্কা ও শামের অধিবাসীরা এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন) , অথবা বসরা, অথবা কুফা, অথবা খুরাসানের (অধিবাসীরা); (অথবা) অমুক, অমুক থেকে (এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন) , যদিও তা অন্য কারো থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; (অথবা বসরাবাসী, কুফাবাসী থেকে) অথবা খুরাসানীরা, মক্কাবাসীদের থেকে (বর্ণনা করেছেন) এবং এর অনুরূপ। (এবং এটি এর দুর্বলতাকে নির্দেশ করে না) যেহেতু এটি একক বর্ণনা, (যদি না মাদীনাবাসীদের একক বর্ণনা দ্বারা) উদাহরণস্বরূপ: (তাদের মধ্যে থেকে কোনো একজনের একক বর্ণনা) রূপক অর্থে উদ্দেশ্য হয়, অথবা বলা হয়: নির্ভরযোগ্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি, অমুক ব্যতীত; (সেক্ষেত্রে) এর বিধান (প্রথম প্রকারের মতোই হবে); কারণ অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যেন কোনো বর্ণনাই নয়। সুতরাং, এককভাবে বর্ণনা করেছেন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা হবে যে, তার একক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় এমন স্তরে তিনি পৌঁছেছেন কি না? অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা হবে যে, তার হাদীস দ্বারা বিবেচনা করা যায় এমন স্তরে তিনি পৌঁছেছেন কি না?

কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের একক বর্ণনার উদাহরণ হলো: আবু দাউদ যা আবু আল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে, তিনি আবু নাদরাহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: «আমাদেরকে কিতাবের ফাতিহা এবং যা সহজ হয় তা পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।»

(ص: 292) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْأَمْرِ فِيهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يُشَارِكُهُمْ فِي هَذَا اللَّفْظِ سِوَاهُمْ.

وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ» .

قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا سُنَّةٌ غَرِيبَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مِصْرَ وَلَمْ يُشَارِكُهُمْ فِيهَا أَحَدٌ. وَمَا رَوَاهُ أَيُّضًا مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ، وَأَخِيهِ فِي الْمَسْجِدِ» .

قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.

وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي، وَأَنْتَ طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعْتَ إِلَيَّ حَزِينًا، فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ الْكُعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ دَخَلْتُهَا، أَوْ أَكُونُ أَتَعَبْتُ أُمَّتِي» .

-

[তাদরীবুর রাবী]

হাকিম বলেছেন: এতে উল্লেখিত বিষয়টি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বসরাবাসীই ইসনাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এবং তাদের ব্যতীত অন্য কেউ এই শব্দে তাদের সাথে শরীক হননি।

আর মুসলিম যা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ুর বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন: «এবং তিনি তাঁর মাথা মাসেহ করেছিলেন এমন পানি দ্বারা যা তাঁর উভয় হাতের ব্যবহৃত জলের অবশিষ্টাংশ ছিল না»।

হাকিম বলেছেন: এটি একটি গারিব (একক) সুন্নাহ, যা মিশরবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এতে তাদের সাথে কেউ শরীক হননি।

আর যা তিনি (মুসলিম) আরও বর্ণনা করেছেন যাহ্‌হাক ইবনে উসমান থেকে, তিনি আবুল নযর থেকে, তিনি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেছেন: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদা এবং তাঁর ভাইয়ের জানাযার সালাত মসজিদে আদায় করেছিলেন»।

হাকিম বলেছেন: মদীনা বাসীই এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর যা আহমদ বর্ণনা করেছেন ইসমাইল ইবনে আব্দুল মালিক আল-মাক্কী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা থেকে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে: «যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (আয়েশা রা.) কাছ থেকে বের হলেন। তখন তিনি (আয়েশা রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছ থেকে প্রশান্ত চিত্তে বের হয়েছিলেন, অতঃপর আমার কাছে ফিরে এসেছেন বিষণ্ণ অবস্থায়। তখন তিনি বললেন: আমি কা'বায় প্রবেশ করেছিলাম এবং আমি চেয়েছিলাম যেন আমি তাতে প্রবেশ না করতাম, অথবা (এভাবে) আমি আমার উম্মতকে কষ্ট দিতাম»।

(ص: 293) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ.

وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ فَلَانٌ، عَنْ فَلَانٍ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ، مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَوَّلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَنَبَّرَ» .

قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: تَفَرَّدَ بِهِ وَائِلٌ، عَنِ ابْنِهِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ التُّوزِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ.

وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ بَلَدٍ، عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ، وَالْمُرَادُ: تَفَرَّدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَدِيثُ
النَّسَائِيِّ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ» .

قَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَصَرِيِّينَ، عَنِ الْمَدَنِيِّينَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو زَكِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ.
وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَّةٌ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ
فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِقَافٍ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» .

-

[তাদরীবুর রাবী]

আল-হাকিম বলেছেন: মক্কার অধিবাসীরাই এর একক বর্ণনা করেছেন।

অমুক ব্যক্তি কর্তৃক অমুক থেকে এককভাবে যা বর্ণিত হয়েছে তার উদাহরণ হলো, যা সুন্নাহর চার কিতাবের সংকলকগণ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি ওয়াইল ইবনে দাউদ থেকে, তিনি তাঁর পুত্র বকর ইবনে ওয়াইল থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে সাবিকে (শস্যের ছাতু) ও খেজুর দিয়ে ওয়ালিমা করেছিলেন।

ইবনে তাহির বলেছেন: ওয়াইল তাঁর পুত্র থেকে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সুফিয়ান ছাড়া অন্য কেউ তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেননি। তবে মুহাম্মাদ ইবনে আস-সালত আত-তুজি এটি ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি যিয়াদ ইবনে সা'দ থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং একটি দল সুফিয়ান থেকে, তিনি যুহরী থেকে কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই এটি বর্ণনা করেছেন।

একটি শহরের অধিবাসীরা অন্য শহরের অধিবাসীদের থেকে এককভাবে যা বর্ণনা করেছেন তার উদাহরণ, আর উদ্দেশ্য হলো: তাদের মধ্যে থেকে একজনের একক বর্ণনা, নাসায়ী'র হাদীস: «তোমরা কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে খাও।»

আল-হাকিম বলেছেন: এটি বাসরাবাসীদের একক বর্ণনাগুলির অন্তর্ভুক্ত, যা মদিনাবাসীদের থেকে এসেছে; আবু যাকীর এটি হিশাম থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

একজন নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক এককভাবে যা বর্ণিত হয়েছে তার উদাহরণ হলো মুসলিম ও অন্যান্যদের হাদীস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে সূরা 'ক্বাফ' এবং সূরা 'ইকতারাবাতিল সা'আহ' পাঠ করতেন।

النُّوعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْمَعْلَلُ: وَيُسَمُّونَهُ الْمَعْلُولَ، وَهُوَ لَحْنٌ، وَهَذَا النَّوعُ مِنْ أَجْلِهَا،
يَتِمَكَّنُ مِنْهُ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخُبْرَةِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ، وَالْعِلَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبٍ غَامِضٍ خَفِيٍّ
قَادِحٍ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ.

[تدريب الراوي]

تَفَرَّدَ بِهِ ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَلَمْ يَرَوْهُ
أَحَدٌ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرُ ضَمْرَةَ، وَرَوَاهُ مِنْ غَيْرِهِمْ ابْنُ لَهْيَعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
فَأَيْدَةٌ: صَنَّفَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي هَذَا النَّوعِ كِتَابًا حَافِلًا، وَفِي مَعَاجِمِ الطَّبْرَانِيِّ أُمُثْلَةٌ كَثِيرَةٌ
لِذَلِكَ.

[النُّوعُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْمَعْلَلُ]

[تعريف المعلل]

(النُّوعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْمَعْلَلُ، وَيُسَمُّونَهُ الْمَعْلُولَ)، كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الْبُخَارِيِّ،
وَالْتِزِمِيَّ، وَالْحَاكِمِ، وَالْدَّارِقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، (وَهُوَ لَحْنٌ) لِأَنَّ اسْمَ الْمَفْعُولِ مِنْ أَعْلَ
الرُّبَاعِيِّ لَا يَأْتِي عَلَى مَفْعُولٍ، بَلْ وَالْأَجُودُ فِيهِ أَيْضًا مُعَلٌّ بِلَا مِ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ
أَعْلَ قِيَاسًا، وَأَمَّا مُعَلٌّ فَمَفْعُولٌ عِلَلٌ، وَهُوَ لُغَةٌ بِمَعْنَى أَلْهَاهُ بِالشَّيْءِ، وَشَغَلَهُ، وَلَيْسَ
هَذَا الْفِعْلُ بِمُسْتَعْمَلٍ فِي كَلَامِهِمْ.

(وَهَذَا النَّوعُ مِنْ أَجْلِهَا)، أَيْ أَجْلِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَأَشْرَفِهَا وَأَدْقِهَا، وَإِنَّمَا
(يَتِمَكَّنُ مِنْهُ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخُبْرَةِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ)، وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ،
كَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَيَعْقُوبَ بْنَ شَيْبَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ،
وَالْدَّارِقُطْنِيِّ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَإِنَّمَا يُعَلَّلُ الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهُ لَيْسَ لِلْجَرَحِ فِيهَا مَدْخَلٌ، وَالْحُجَّةُ

আঠারোতম প্রকার: মু'আল্লাল: এবং তারা একে মা'লুল নামে অভিহিত করে, তবে এটি একটি ভাষাগত ভুল। এই প্রকারটি হাদিসশাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকারগুলোর অন্যতম। হিফয (স্মরণশক্তি), অভিজ্ঞতা এবং তীক্ষ্ণ বোধশক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণই এটি অনুধাবন করতে সক্ষম। 'ইল্লাত' হলো এমন একটি গুণ্ড, লুকায়িত এবং ত্রুটিপূর্ণ কারণ, যদিও বাহ্যিকভাবে হাদিসটি ত্রুটিমুক্ত মনে হয়। .

[তাদরীবুর রাবী]

এটি বর্ণনা করেছেন যামরাহ ইবনু সাঈদ, উবায়দুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ থেকে, তিনি আবু ওয়াকিদ আল-লায়সী থেকে এককভাবে। যামরাহ ব্যতীত অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেননি। আর তাদের (অর্থাৎ নির্ভরযোগ্যদের) মধ্যে ইবনু লাহিয়াহ এটি বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি অধিকাংশ উলামাদের নিকট দুর্বল। তিনি খালিদ ইবনু ইয়াযিদ থেকে, তিনি আয-যুহরী থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে।

উপকারিতা: দারাকুতনী এই প্রকার নিয়ে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং তাবারানীর মু'জামসমূহে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

[আঠারোতম প্রকার: মু'আল্লাল]

[মু'আল্লাল এর সংজ্ঞা]

(আঠারোতম প্রকার: মু'আল্লাল, এবং তারা একে মা'লুল বলে অভিহিত করে)। এভাবেই বুখারী, তিরমিযী, হাকিম, দারাকুতনী এবং অন্যান্যদের বক্তব্যে এসেছে। (এবং এটি একটি ভাষাগত ভুল), কারণ 'আ'আল্লা' رُبَاعِي (চার অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়া)-এর ইসমুল মাফউল (কর্মবাচক বিশেষ্য) 'মাফউল' (مَفْعُول) এর ওজনে আসে না। বরং এর সঠিক রূপ হলো একটি 'লাম' সহ 'মু'আল্লা' (مُعَلَّل); কারণ এটি কিয়াস (ব্যাকরণিক নিয়ম) অনুযায়ী 'আ'আল্লা' এর ইসমুল মাফউল। আর 'মু'আল্লাল' (مُعَلَّل) হলো 'আল্লালা' (عَلَّل)-এর ইসমুল মাফউল, এবং ভাষাগতভাবে এর অর্থ হলো, তাকে কোনো কিছু দিয়ে মুক্ত করা বা ব্যস্ত রাখা। আর এই ক্রিয়াটি তাদের (মুহাদিসীনদের) পরিভাষায় ব্যবহৃত হয় না।

(এবং এই প্রকারটি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ), অর্থাৎ হাদিস শাস্ত্রের প্রকারগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে মহৎ, সম্মানিত ও সূক্ষ্মতম। এবং এটি কেবল (হিফয, অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ

বোধশক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণই অনুধাবন করতে সক্ষম)। এ কারণেই খুব কম সংখ্যক উলামাই এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন ইবনুল মাদীনী, আহমদ, বুখারী, ইয়াকুব ইবনু শায়বাহ, আবু হাতিম, আবু যুর'আহ এবং দারাকুতনী।

আল-হাকিম বলেছেন: হাদিসে 'ইল্লাত' (ত্রুটি) মূলত এমন সব দিক থেকে আসে, যেখানে 'জারহ' (রাবীর সমালোচনা)-এর কোনো সম্পর্ক নেই, এবং প্রমাণ

(ص: 295) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَتَتَطَرَّقُ إِلَى الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا، وَتُدْرِكُ بِتَفَرُّدِ الرَّاوي، وَبِخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ قَرَأَيْنِ تُنَبِّهُ الْعَارِفَ عَلَى وَهْمٍ بِإِرْسَالٍ، أَوْ وَقْفٍ، أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ فَيَحْكُمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ.

[تدريب الراوي]

فِي التَّعْلِيلِ عِنْدَنَا بِالْحِفْظِ وَالْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ لَا غَيْرٍ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: لِأَنِّي أَعْرِفُ عِلَّةَ حَدِيثٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ عِشْرِينَ حَدِيثًا لَيْسَ عِنْدِي.

(وَالْعِلَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبٍ غَامِضٍ خَفِيَ قَادِحٍ) فِي الْحَدِيثِ، (مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَالْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ، مَا أُطْلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ.

[متى تدرك العلة]

(وَيَتَطَرَّقُ إِلَى الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا، وَتُدْرِكُ) الْعِلَّةُ (بِتَفَرُّدِ الرَّاوي وَبِخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ قَرَأَيْنِ) تَنْضُمُ إِلَى ذَلِكَ، (تُنَبِّهُ الْعَارِفَ) بِهَذَا الشَّأْنِ (عَلَى وَهْمٍ)

وَقَعَ (بِإِسَالٍ) فِي الْمَوْصُولِ، (أَوْ وَقَفَ) فِي الْمَرْفُوعِ، (أَوْ دُخِلَ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ، فَيَحْكُمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ) فِيهِ، وَرَبَّمَا تَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلَّلِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ، كَالصَّيْرِ فِي نَقْدِ الدِّيْنَارِ وَالْدِرْهَمِ.

এবং এমন ইসনাদ (সনদ)-এর ক্ষেত্রে (ইল্লত) প্রবেশ করে, যা বাহ্যিকভাবে সহীহ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করে। আর তা (ইল্লত) রাবীর একক বর্ণনার মাধ্যমে এবং যখন তার (রাবীর) বর্ণনা অন্যের বর্ণনার সাথে ভিন্ন হয়, এর সাথে এমন কিছু আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি (কারাইন) থাকে যা বিশেষজ্ঞকে একটি ভ্রান্তির দিকে সতর্ক করে—যেমন (মওসুল হাদীসে) ইরসাল, অথবা (মারফু' হাদীসে) ওয়াকফ, অথবা এক হাদীসকে অন্য হাদীসের মধ্যে প্রবেশ করানো, অথবা এ ধরনের অন্য কোনো কিছু—যার ফলে তার (বিশেষজ্ঞের) প্রবল ধারণা জন্মায়, এবং তিনি হাদীসটির সহীহ না হওয়ার ফয়সালা করেন অথবা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন।

-

[তারিবুর রাবী]

আমাদের নিকট হাদীসের ইল্লত নির্ণয় করা হয় কেবল হিফজ (স্মরণশক্তি), ফাহম (বোধগম্যতা) এবং মারিফাত (জ্ঞান)-এর মাধ্যমে, অন্য কিছু দিয়ে নয়।

ইবন মাহদি বলেছেন: আমার কাছে একটি হাদীসের ইল্লত জানা, আমার কাছে নেই এমন বিশটি হাদীস লেখার চেয়েও বেশি প্রিয়।

(ইল্লত হলো এমন এক সূক্ষ্ম, গুপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ কারণ) যা হাদীসের মধ্যে থাকে, (যদিও বাহ্যিকভাবে তা ত্রুটিমুক্ত মনে হয়)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: সুতরাং 'মুআল্লাল' হাদীস হলো সেই হাদীস, যাতে এমন এক ইল্লত (ত্রুটি) আবিষ্কৃত হয় যা তার বিশুদ্ধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যদিও বাহ্যিকভাবে তা ত্রুটিমুক্ত দেখা যায়।

[কখন ইল্লত অনুধাবন করা যায়]

(এবং এমন ইসনাদ (সনদ)-এর ক্ষেত্রে (ইল্লত) প্রবেশ করে, যা বাহ্যিকভাবে সহীহ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করে, এবং তা) ইল্লত (অনুধাবন করা যায়) রাবীর একক বর্ণনার মাধ্যমে এবং

যখন তার (রাবীর) বর্ণনা অন্যের বর্ণনার সাথে ভিন্ন হয়, এর সাথে এমন কিছু আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি (কারাইন) যুক্ত থাকে, যা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ (বিশেষজ্ঞ)-কে একটি ভ্রান্তির দিকে সতর্ক করে—যা ঘটে (মওসুল হাদীসে) ইরসাল, অথবা (মারফু' হাদীসে) ওয়াকফ, অথবা এক হাদীসকে অন্য হাদীসের মধ্যে প্রবেশ করানো, অথবা এ ধরনের অন্য কিছুতে—যার ফলে তার (বিশেষজ্ঞের) প্রবল ধারণা জন্মায়, এবং তিনি হাদীসটির সহীহ না হওয়ার ফয়সালা করেন অথবা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। আর কখনও কখনও মুআল্লিলের (ইল্লত নির্ণয়কারীর) বর্ণনা তার দাবির উপর প্রমাণ দাঁড় করাতে যথেষ্ট হয় না, যেমন স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে স্বর্ণকারের (ব্যাক্ষ্যা) অপূর্ণতা থাকতে পারে।

(ص: 296) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَالطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمْعُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَالنَّظَرُ فِي اخْتِلَافِ رَوَاتِهِ وَضَبْطُهُمْ وَإِثْقَانِهِمْ، وَكَثْرُ التَّعْلِيلِ بِالْإِرْسَالِ بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَ، وَتَقَعُ الْعِلَّةُ فِي الْإِسْنَادِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَقَدْ تَقَعُ فِي الْمَتْنِ، وَمَا وَقَعَ فِي الْإِسْنَادِ قَدْ يَقْدَحُ فِيهِ وَفِي الْمَتْنِ. كَالْإِرْسَالِ وَالْوُقُوفِ، وَقَدْ يَقْدَحُ فِي الْإِسْنَادِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ الْمَتْنُ مَعْرُوفًا صَحِيحًا، كَحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ حَدِيثُ «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ» غَلَطَ يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ.

[تدريب الراوي]

قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: فِي مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ إِنْهَامٌ، لَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ بِعِلَلِ الْحَدِيثِ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ، وَكَمْ مِنْ شَخْصٍ لَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ. وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا: إِنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ: هَذَا صَحِيحٌ، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ، فَعَمَّنْ تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ، فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ، فَقَالَ: هَذَا جَيِّدٌ، وَهَذَا بَهْرَجٌ، أَكُنْتَ تَسْأَلُ، عَنْ مَنْ ذَلِكَ، أَوْ تُسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ؟ قَالَ: بَلْ أَسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ، قَالَ: فَهَذَا كَذَلِكَ، لَطُولِ الْمَجَالَسَةِ وَالْمُنَاطَرَةِ وَالْخُبْرَةِ.

وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا الْحُجَّةُ فِي تَعْلِيلِكُمُ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: الْحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ فَأَذْكُرَ عِلَّتَهُ ثُمَّ تَقْصِدَ ابْنَ وَارَةَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَيَذْكُرَ عِلَّتَهُ ثُمَّ تَقْصِدَ أَبَا حَاتِمٍ فَيَعْلَلُهُ، ثُمَّ تُبَيِّنُ كَلَامَنَا عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا خِلَافًا، فَأَعْلَمْ أَنَّ كَلَامَنَا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ، وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَأَعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلَهَامٌ.

[الطريق إلى معرفة العلة مع ذكر أمثلة لها]

(وَالطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمْعُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَالنَّظَرُ فِي اخْتِلَافِ رُوَايَتِهِ، وَ) فِي (ضَبْطِهِمْ وَإِتْقَانِهِمْ).

قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: الْبَابُ إِذَا لَمْ تُجْمَعْ طُرُقُهُ لَمْ يُتَبَيَّنْ خَطُؤُهُ.

এর (ইল্লাতের) জ্ঞান অর্জনের পথ হলো হাদীসের বিভিন্ন সনদ একত্রিত করা এবং এর বর্ণনাকারীদের ভিন্নতা, তাদের স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুলতা যাচাই করা। 'তা'লীল' (হাদীসের ইল্লাত নির্ণয়) 'ইরসাল' (মুরসাল হাদীস) দ্বারা অধিক করা হয়, এই কারণে যে, (মুরসাল হাদীসের) বর্ণনাকারী (যারা সনদকে মিলিত করেছে তাদের চেয়ে) অধিক শক্তিশালী হয়। ইল্লাত (ত্রুটি) ইসনাদে (সনদে) পতিত হয় এবং এটিই সর্বাধিক। কখনো মাতনেও (মূল পাঠে) পতিত হয়। ইসনাদে যে ইল্লাত পতিত হয়, তা ইসনাদ ও মাতন উভয়ের উপরই প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন 'ইরসাল' (মুরসাল) ও 'ওয়াকফ' (মাওকুফ)। এবং কখনো কেবল ইসনাদের উপর প্রভাব ফেলে, আর মাতন (মূল পাঠ) পরিচিত ও সহীহ থাকে। যেমন ইয়া'লা ইবনে উবাইদ বর্ণিত হাদীস, যা তিনি সাওরী থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন "বিক্রেতা ও ক্রেতা (চুক্তি বাতিল করার) অধিকার রাখে" (البيعان بالخيار)। ইয়া'লা ভুল করেছেন; প্রকৃতপক্ষে এটি আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে (বর্ণিত)।

[তাদরিবুর রাবী]

ইবনে মাহদী বলেছেন: হাদীসের ইল্লাত (ত্রুটি) জানার মধ্যে ইলহাম (ঐশী জ্ঞান বা স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি) রয়েছে। যদি তুমি ইলমুল হাদীসের ইল্লাত সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমকে জিজ্ঞাসা

করো: আপনি এটা কোথা থেকে বললেন? তাহলে তার কাছে (প্রমাণ হিসেবে দেখানোর মতো) কোনো সুস্পষ্ট যুক্তি থাকবে না। আর কত মানুষই না এই বিষয়ে সঠিক পথ খুঁজে পায় না! তাকে (ইবনে মাহদীকে) আরও বলা হলো: আপনি কোনো জিনিস সম্পর্কে বলেন: এটা সहीহ (বিশুদ্ধ), আর এটা প্রমাণিত নয়। আপনি কার পক্ষ থেকে তা বলেন? তখন তিনি বললেন: আপনি কি মনে করেন না যে, যদি আপনি একজন মুদ্রা পরীক্ষকের কাছে গিয়ে আপনার দিরহামগুলো দেখান, আর সে বলে: এটা ভালো (খাঁটি), আর এটা ভেজাল? আপনি কি তখন জিজ্ঞাসা করবেন, সে কার পক্ষ থেকে (এই কথা বলছে), নাকি তার কথাই মেনে নেবেন? (প্রশ্নকারী) বলল: বরং আমি তার কথাই মেনে নেব। (ইবনে মাহদী) বললেন: তাহলে এটিও (হাদীসের ইল্লাত নির্ণয়ের বিষয়টি) তেমনই। দীর্ঘ সান্নিধ্য, আলোচনা-পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতার কারণে (আমরা তা বলতে পারি)।

আবু যুর'আকে জিজ্ঞাসা করা হলো: হাদীসের তা'লীল (ত্রুটি নির্ণয়)-এর ক্ষেত্রে আপনাদের যুক্তি কী? তখন তিনি বললেন: যুক্তি হলো, তুমি আমাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো যার মধ্যে ইল্লাত (ত্রুটি) আছে, অতঃপর আমি তার ইল্লাত উল্লেখ করব। তারপর তুমি ইবনে ওয়ারার কাছে যাও এবং তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো, তখন সে তার ইল্লাত উল্লেখ করবে। এরপর তুমি আবু হাতিমের কাছে যাও, তখন সেও এর ইল্লাত নির্ণয় করবে। তারপর তুমি সেই হাদীস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যগুলো মিলিয়ে দেখবে। যদি আমাদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা পাও, তাহলে জেনে রেখো যে, আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী কথা বলেছে। আর যদি বক্তব্যগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ পাও, তাহলে এই ইলমের (জ্ঞানের) বাস্তবতা অনুধাবন করো। অতঃপর লোকটি তাই করল এবং তাদের (সবার) বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো। তখন সে বলল: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই জ্ঞান ইলহাম (ঐশী জ্ঞান বা স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি)।

[ইল্লাত জানার পথ এবং এর কিছু উদাহরণ]

(এর (ইল্লাতের) জ্ঞান অর্জনের পথ হলো হাদীসের বিভিন্ন সনদ একত্রিত করা এবং এর বর্ণনাকারীদের ভিন্নতা, এবং তাদের স্মৃতিশক্তি ও নির্ভুলতা (যাচাই করা)।

ইবনুল মাদীনী বলেছেন: যখন কোনো হাদীসের সনদগুলো একত্রিত করা না হয়, তখন তার ত্রুটি স্পষ্ট হয় না।

[تدريب الراوي]

(وَكَثُرَ التَّعْلِيلُ بِالْإِزْسَالِ لِلْمَوْصُولِ، (بَأَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَ، وَتَقَعُ الْعِلَّةُ فِي الْإِسْنَادِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَقَدْ تَقَعُ فِي الْمَتْنِ، وَمَا وَقَعَ مِنْهَا (فِي الْإِسْنَادِ قَدْ يَقْدَحُ فِيهِ وَفِي الْمَتْنِ) أَيْضًا، (كَالْإِزْسَالِ، وَالْوَقْفِ، وَقَدْ يَقْدَحُ فِي الْإِسْنَادِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ الْمَتْنُ مَعْرُوفًا صَحِيحًا.

كَحَدِيثِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ (الطَّنَافِسيِّ، أَحَدِ رِجَالِ الصَّحِيحِ (، عَنْ (سُفْيَانَ (الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حَدِيثُ «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ» (، غَلَطَ يَعْلَى (عَلَى سُفْيَانَ فِي قَوْلِهِ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (، (إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ (، هَكَذَا رَوَاهُ الْأَيْمَنُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ، كَأَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ الْفَرَزِييَّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، وَغَيْرِهِمْ.

وَمِثَالُ الْعِلَّةِ فِي الْمَتْنِ: مَا انفردَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ.

[তাদরীবুর রাবী]

(এবং মারফু' (সংযুক্ত) হাদিসের ক্ষেত্রে 'ইরসাল' দ্বারা 'তা'লীল' (দোষারোপ বা ত্রুটি নির্ণয়) ব্যাপক প্রচলিত।) এই ক্ষেত্রে, যে বর্ণনাকারী এটিকে (হাদিসটিকে) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি এর সংযুক্ত বর্ণনাকারীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী হন। আর এই 'ইল্লাত' (ত্রুটি) সনদে ঘটে থাকে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তবে কখনও কখনও এটি মতনেও (হাদিসের মূল পাঠ) ঘটে। যে ত্রুটি সনদে পরিলক্ষিত হয়, তা সনদ এবং মতন উভয়কেই দোষযুক্ত করতে পারে, যেমন 'ইরসাল' (সনদের বিচ্ছিন্নতা) এবং 'ওয়াকফ' (সাহাবীর উক্তি

হিসেবে বর্ণনা)। আবার কখনও কখনও এটি কেবল সনদকেই দোষযুক্ত করে, কিন্তু মতনটি পরিচিত ও সহীহ (বিশুদ্ধ) থাকে।

যেমন ইয়া'লা ইবনু উবাইদ আত-ত্বানাসিস (সহীহ হাদিসসমূহের অন্যতম বর্ণনাকারী) বর্ণিত হাদিস, যা তিনি সুফইয়ান সাওরী থেকে, তিনি আমর ইবনু দীনার থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: "বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই ইখতিয়ারের অধিকারী।" এখানে ইয়া'লা সুফইয়ানের সূত্রে 'আমর ইবনু দীনার' উল্লেখ করে ভুল করেছেন। বস্তুত, তিনি হলেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার'। সুফইয়ানের শিষ্যদের মধ্যে থেকে ইমামগণ, যেমন আবু নু'আইম আল-ফাদল ইবনু দুকাইন, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরিয়াবী, মাখলাদ ইবনু ইয়াযিদ এবং অন্যান্যরা এভাবেই (আব্দুল্লাহ ইবনু দীনারের সূত্রে) বর্ণনা করেছেন।

এবং মতনে (হাদিসের মূল পাঠ) 'ইল্লাত' (ত্রুটি)-এর উদাহরণ হলো: ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিমের সূত্রে এককভাবে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন: আওয়ায়ী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ক্বাতাদা থেকে যে, তিনি (ক্বাতাদা) তাকে (আওয়ায়ীকে) লিখিতভাবে অবহিত করেছেন, আনাস ইবনু মালিক থেকে যে, তিনি (আনাস) তাকে (ক্বাতাদাকে) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন,

(ص: 298) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] مِنْ أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلَا فِي آخِرِهَا». ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَذْكُرُ ذَلِكَ.

وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَقْرَأُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الْفَاتِحَةُ: 1]، وَزَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.»

هَذَا الْحَدِيثُ مَعْلُومٌ، أَعْلَهُ الْحِفَاطُ بِوُجُوهِ جَمْعُهَا، وَحَرَزَتْهَا فِي الْمَجْلِسِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْأَمْثَالِ بِمَا لَمْ أُسَبِّحْ إِلَيْهِ، وَأَنَا الْخِصْصَةُ هُنَا: فَأَمَّا رِوَايَةُ حُمَيْدٍ، فَأَعْلَاهَا الشَّافِعِيُّ بِخَالَفَةِ الْحِفَاطِ مَالِكًا، فَقَالَ فِي سُنَنِ حَرَمَلَةَ فِيمَا نَقَلَهُ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ رَوَى مَالِكٌ فَذَكَرَهُ، قِيلَ لَهُ: خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْفَزَارِيُّ، وَالثَّقَفِيُّ، وَعَدَدٌ لَقِيَتْهُمْ سَبْعَةٌ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ مُتَّفِقِينَ مُخَالِفِينَ لَهُ، وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ، ثُمَّ رَجَّحَ رِوَايَتَهُمْ بِمَا رَوَاهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الْفَاتِحَةُ: 2]» قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَغْنِي يَبْدَعُونَ بِقِرَاءَةِ أَمْرِ الْقُرْآنِ قَبْلَ مَا يُقْرَأُ بَعْدَهَا، وَلَا يَغْنِي أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الْفَاتِحَةُ: 1].

[তাদরিবুর রাবী]

তিনি বলেছেন: «আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর এবং উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা {আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন} [সূরা আল-ফাতিহা: ২] দ্বারা (সালাত) শুরু করতেন, {বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম} [সূরা আল-ফাতিহা: ১] তাঁরা ক্বিরাআতের শুরুতে বা শেষে উল্লেখ করতেন না (পাঠ করতেন না)।» অতঃপর তিনি তা ওয়ালীদ থেকে, তিনি আওয়াঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমাকে ইসহাক ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবী তালহা জানিয়েছেন যে, তিনি আনাসকে তা উল্লেখ করতে শুনেছেন।

মালিক মুয়াত্তা'তে হুমাইদ থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «আমি আবু বকর, উমর, এবং উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি।

তাদের কেউই ‘{বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম}’ [সূরা আল-ফাতিহা: ১] পাঠ করতেন না।» ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম মালিক থেকে এতে অতিরিক্ত যোগ করেছেন: «আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি»।

এই হাদীসটি ‘মা’লুল’ (দোষযুক্ত)। হাফেযগণ বিভিন্ন কারণে এটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন, যা আমি একত্রিত করেছি এবং আমার ‘আল-আমালী’-এর চব্বিশতম মজলিসে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছি, যা আমার পূর্বে কেউ করেনি। এখানে আমি সেগুলোর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি: হুমাইদ-এর বর্ণনা সম্পর্কে বলতে গেলে, ইমাম শাফিঈ এটিকে দুর্বল বলেছেন এই কারণে যে, অন্যান্য হাফেযগণ মালিকের বিরোধিতা করেছেন। হারমালা-এর সুনান-এ, যা বায়হাকী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যদি কেউ বলে: 'মালিক তো তা বর্ণনা করেছেন,' তাকে বলা হবে: সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না, ফাযারি, সাকাফী এবং আমি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এমন সাত বা আটজন (বর্ণনাকারী) তাঁর বিরোধিতা করে ঐক্যবদ্ধভাবে (একই বর্ণনা) করেছেন। আর একজন থেকে অনেক বেশি সংখ্যক (বর্ণনাকারীর) বর্ণনা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।" অতঃপর তিনি তাদের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যা তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ‘{আলহামদু লিল্লাহি রাক্বিল আলামীন}’ [সূরা আল-ফাতিহা: ২] দ্বারা কিরাত শুরু করতেন।» ইমাম শাফিঈ বলেছেন: "এর অর্থ হলো, তাঁরা উম্মুল কুরআন (সূরা আল-ফাতিহা) পাঠ করতেন এর পরে যা পড়া হয় তার পূর্বে; এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ‘{বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম}’ [সূরা আল-ফাতিহা: ১] বাদ দিতেন।"

(ص: 299) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ كَأَيُّوبَ، وَشُعْبَةَ، وَالْدَّسْتُوَائِيَّ، وَشَيْبَانَ
 بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدَ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَبِي عَوَانَةَ، وَغَيْرِهِمْ.
 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: فَهَؤُلَاءِ حُقَاطُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَا
 يُوجِبُ سُقُوطَ الْبَسْئِلَةِ، وَهَذَا هُوَ اللَّفْظُ الْمُنْتَفِقُ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهُوَ رِوَايَةُ
 الْأَكْثَرِينَ، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ أَنَسٍ، ثَابِتُ الْبُنَائِي، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
 طَلْحَةَ، وَمَا أَوْلَهُ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُصَرِّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ،
 «فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ» .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَيَقُولُونَ إِنَّ أَكْثَرَ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ إِنَّمَا سَبَعَهَا، عَنْ قَتَادَةَ
 وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَدِيٍّ صَرَّحَ بِذِكْرِ قَتَادَةَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا
 الْحَدِيثِ، فَتَبَيَّنَ انْقِطَاعُهَا وَرُجُوعُ الطَّرِيقَيْنِ إِلَى وَاحِدَةٍ.
 وَأَمَّا رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ، فَأَعْلَاهَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الرَّاويَ عَنْهُ - وَهُوَ الْوَلِيدُ - يُدَلِّسُ تَدْلِيلَ
 التَّسْوِيَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ مِنْ شَيْخِهِ، وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ بَيْنَ
 الْأَوْزَاعِيِّ وَقَتَادَةَ أَحَدٌ، فَقَتَادَةُ وَلِدَ أُمِّهِ ; فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَمَلَى عَلَى مَنْ كَتَبَ إِلَى
 الْأَوْزَاعِيِّ، وَلَمْ يُسَمِّ هَذَا الْكِتَابَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَجْرُوحًا أَوْ غَيْرَ ضَابِطٍ،

[তারিখের রাবী]

দারাকুতনী (রহ.) বলেছেন: এবং আনাস (রা.) থেকে কাতাদা (রহ.) ও অন্যান্যদের সূত্রে
 এটিই সংরক্ষিত বর্ণনা।

বাইহাকী (রহ.) বলেছেন: এবং অনুরূপভাবে কাতাদা (রহ.) থেকে তাঁর অধিকাংশ শিষ্য, যেমন
 আইয়ুব, শু'বাহ, আদ-দাসতুওয়াই, শাইবান ইবন আব্দুর রহমান, সাঈদ ইবন আবি আরুবাহ,
 আবু আওয়ানাহ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

ইবন আব্দুল বার (রহ.) বলেছেন: এরা হলেন কাতাদা (রহ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে হাফিযগণ।
 এবং এই হাদীসের বর্ণনায় এমন কিছু নেই যা দ্বারা বিসমিল্লাহ (পড়া) বাদ পড়ার কারণ হয়।
 আর সহীহাইন-এ এটিই ঐকমত্যপূর্ণ শব্দ, এবং এটিই অধিকাংশের বর্ণনা। অনুরূপভাবে

আনাস (রা.) থেকে সাবিত আল-বুনানী এবং ইসহাক ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবি তালহা (রহ.)-ও বর্ণনা করেছেন, এবং তারা এর উপর যা ব্যাখ্যা করেছেন। দারাকুতনী (রহ.)-এর বর্ণনায় সহীহ সনদে শাফিঈ (রহ.) সুস্পষ্টভাবে এটি বর্ণনা করেছেন যে, «তারা উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) দিয়ে (নামাজ) শুরু করতেন»।

ইবন আব্দুল বার (রহ.) বলেছেন: এবং তারা বলেন যে, হুমাইদ (রহ.) আনাস (রা.) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তার অধিকাংশই তিনি কাতাদা (রহ.) ও সাবিত (রহ.)-এর মাধ্যমে আনাস (রা.) থেকে শুনেছেন। আর এর সমর্থনে ইবন আদী (রহ.) এই হাদীসে তাদের (হুমাইদ ও আনাস)-এর মাঝে কাতাদা (রহ.)-এর উল্লেখ স্পষ্টভাবে করেছেন। ফলে এর ইনকিতা' (সূত্র বিচ্ছিন্নতা) স্পষ্ট হয়ে যায় এবং উভয় সূত্র একটি উৎসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

আর আওয়াঈ (রহ.)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে, কিছু লোক এটিকে দুর্বল/ত্রুটিযুক্ত বলেছেন এই কারণে যে, তাঁর থেকে বর্ণনাকারী - অর্থাৎ ওয়ালীদ (রহ.) - তাদলিস আত-তাসবিয়াহ করতেন, যদিও তিনি তাঁর শাইখের থেকে শোনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, আওয়াঈ (রহ.) এবং কাতাদা (রহ.)-এর মাঝে কেউ বাদ পড়েনি, তবুও (জেনে রাখা দরকার যে) কাতাদা (রহ.) জন্মেছিলেন জন্মগত অন্ধ হিসেবে; তাই অনিবার্যভাবে তাঁকে এমন কারও কাছে শ্রুতি লিখন (ইমলা) করতে হয়েছে, যে আওয়াঈ (রহ.)-এর কাছে (বর্ণনা) লিখে পাঠিয়েছে, কিন্তু এই লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ফলে (ওই লেখক) জারহ (ত্রুটিযুক্ত) বা গায়র-দাবিত (অ-সংরক্ষণকারী) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ص: 300) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَلَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ مَا فِي أَصْلِ الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ مِنَ الْخِلَافِ، وَأَنْ بَعْضَهُمْ يَرَى انْقِطَاعَهَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: اخْتُلِفَ فِي الْأَفَاطِ هَذَا الْحَدِيثِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مُتَدَاوِلًا مُضْطَرِّبًا: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُ عُثْمَانَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْتَصِرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ، «فَكَانُوا لَا يَقْرَأُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]
. «
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]»
.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]» .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]
. «
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «فَكَانُوا يَقْرَأُونَ بِ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]» .
قَالَ: وَهَذَا اضْطِرَابٌ لَا تَقُومُ مَعَهُ حُجَّةٌ لِأَحَدٍ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَنْسَا لَمْ يَرَوْهُ نَفْيُ
الْبُسْمَلَةِ، وَأَنَّ الَّذِي زَادَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، رَوَى بِالْمَعْنَى فَأَخْطَأَ، مَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّ
أَبَا سَلَمَةَ سَأَلَهُ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ بِ{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] ، أَوْ بِ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] ؟ فَقَالَ:
إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ، وَمَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ
خُزَيْمَةَ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

[তাদরীবুর রাবী]

সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না, মূল বর্ণনার (লিখিত) মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, এবং তাদের কেউ কেউ এর ইনকিতা (সনদের বিচ্ছিন্নতা) মনে করেন।

ইবনু আব্দুল বার বলেছেন: এই হাদীসের শব্দসমূহে অনেক পরস্পরবিরোধী ও অসংলগ্ন মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর এবং উমরের পিছনে সালাত আদায় করেছি।

এবং তাদের মধ্যে কেউ উসমানের নাম উল্লেখ করেন।

এবং তাদের মধ্যে কেউ আবু বকর ও উসমানের নামেই সীমাবদ্ধ থাকেন।

এবং তাদের মধ্যে কেউ উল্লেখ করেন না, «তারা {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [আল-ফাতিহা: ১] পড়তেন না»।

এবং তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: «তারা {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [আল-ফাতিহা: ১] উচ্চস্বরে পড়তেন না»।

এবং তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: «তারা {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [আল-ফাতিহা: ১] উচ্চস্বরে পড়তেন»।

এবং তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: «তারা {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [আল-ফাতিহা: ২] দিয়ে কিরাআত শুরু করতেন»।

এবং তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন: «তারা {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [আল-ফাতিহা: ১] পড়তেন»।

তিনি বলেন: এবং এটি এমন এক অসংলগ্নতা যার সাথে কারো জন্য কোনো প্রমাণ দাঁড়াতে পারে না। এবং যা ইঙ্গিত করে যে আনাস (রাঃ) বাসমালার অস্বীকৃতি বর্ণনা করেননি, এবং যে ব্যক্তি হাদীসের শেষে এটি (বাসমালার অস্বীকৃতি) যোগ করেছেন, তিনি অর্থানুসারে বর্ণনা করেছেন এবং ভুল করেছেন, তা হলো তার (আনাস রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সালামা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [আল-ফাতিহা: ২] দিয়ে শুরু করতেন, নাকি {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [আল-ফাতিহা: ১] দিয়ে? তিনি বললেন: তুমি আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ যা আমি মুখস্থ রাখিনি এবং তোমার আগে কেউ আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। এটি আহমদ এবং ইবনু খুযায়মা এমন সনদে বর্ণনা করেছেন যা শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্তানুযায়ী।

وَمَا قِيلَ: مِنْ أَنَّ مَنْ حَفِظَ عَنْهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ سَأَلَهُ فِي حَالِ نِسْيَانِهِ، فَقَدْ أَجَابَ أَبُو شَامَةَ بِأَنَّهَا مَسْأَلَتَانِ، فَسُؤَالُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْبِسْمَلَةِ، وَتَرْكِهَا، وَسُؤَالُ قَتَادَةَ عَنِ الْإِسْتِفْتَاكِ بِأَبِي سُوْرَةٍ.

وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الْفَاتِحَةِ: 1]»، أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ، عَنْ طَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْهُ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ سُؤَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْهُ.

وَوَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الْفَاتِحَةِ: 1]» ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، عَنْ الْمُعْتَمِرِ. وَقَدْ وَرَدَ ثُبُوتُ قِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ طُرُقٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالْدارَقُطْنِيِّ، وَالْبَيْهَقِيِّ، وَالْخَطِيبِ.

فَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ. وَعُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالتَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو، وَعَائِشَةُ، وَأَحَادِيثُهُمْ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ. وَسُرَّةُ بْنُ جُنْدَبٍ، وَأَبِيٌّ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ.

[তাদরীবুর রাবী]

আর যা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার থেকে (হাদীস) মুখস্থ করেছে, সে ঐ ব্যক্তির উপর প্রমাণস্বরূপ যে তাকে বিস্মৃত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করেছে; তার উত্তরে আবু শামা বলেছেন যে, এ

দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। আবু সালামার প্রশ্ন ছিল বিসমিল্লাহ এবং তা ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে, আর কাতাদাহর প্রশ্ন ছিল কোন সূরা দিয়ে (সালাত) শুরু করা হবে তা নিয়ে।

এবং তার থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম {বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম} [সূরা ফাতিহা: ১] নীরবে পাঠ করতেন।» এটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন মু'তামির ইবনে সুলাইমানের সূত্রে, তার পিতা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি তার থেকে।

আর ইবন খুজাইমাও (এটি বর্ণনা করেছেন) সুওয়াইদ ইবন আব্দুল আযীযের সূত্রে, তিনি ইমরান আল-কাসীর থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি তার থেকে।

এবং অন্য একটি সূত্রে মু'তামির ইবন সুলাইমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম {বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম} [সূরা ফাতিহা: ১] উচ্চস্বরে পাঠ করতেন।» এটি দারাকুতনী ও খতীব বর্ণনা করেছেন।

আর হাকিম এটি মু'তামির থেকে অন্য একটি সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

এবং সালাতে এর (বিসমিল্লাহর) পাঠের প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রার (রা.) হাদীস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে; যা হাকিম, ইবন খুজাইমা, নাসায়ী, দারাকুতনী, বায়হাকী এবং খতীবের নিকট বিভিন্ন সূত্রে বিদ্যমান।

আর ইবন আব্বাসের (রা.) (বর্ণনা) তিরমিযী, হাকিম ও বায়হাকীর নিকট রয়েছে।

এবং উসমান, আলী, আম্মার ইবন ইয়াসির, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ, নু'মান ইবন বশীর, ইবন উমার, হাকাম ইবন আমর এবং আয়েশার (রা.) হাদীসসমূহ দারাকুতনীর নিকট রয়েছে।

এবং সামুরা ইবন জুনদুব ও উবাইর (রা.) হাদীস বায়হাকীর নিকট রয়েছে।

(ص: 302) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَقَدْ تُطْلَقُ الْعِلَّةُ عَلَى غَيْرِ مُقْتَضَاهَا الَّذِي قَدْ مَنَاهُ، كَكَذِبِ الرَّاوي، وَغَفْلَتِهِ، وَسُوءِ حِفْظِهِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَسْبَابِ ضَعْفِ الْحَدِيثِ، وَسَيِّئِ التَّزْمِيدِ النَّسْخِ عِلَّةً وَأُطْلِقَ بَعْضُهُمُ الْعِلَّةَ عَلَى مُخَالَفَةٍ لَا تَقْدَحُ كَارْسَالِ مَا وَصَلَهُ الثَّقَةُ الضَّابِطُ حَتَّى قَالَ: مِنَ الصَّحِيحِ صَحِيحٌ مُعَلَّلٌ كَمَا قِيلَ مِنْهُ صَحِيحٌ شَاذٌ.

[تدريب الراوي]

وَبُرَيْدَةُ، وَمَجَالِدُ بْنُ ثَوْرٍ، وَبُسْرُ أَوْ بِشْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَحُسَيْنُ بْنُ عُرْفُطَةَ، وَأَحَادِيثُهُمْ
عِنْدَ الْخَطِيبِ.
وَأُمُّ سَلَمَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ.

وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

فَقَدْ بَلَغَ ذَلِكَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، وَقَدْ بَيَّنَّا طُرُقَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلَّهَا فِي كِتَابِ " قَطْفِ
الْأَزْهَارِ الْمُتَنَاشِرَةِ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ "، وَتَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ
السَّابِقِ تِسْعَ عِلَلٍ: الْمُخَالَفَةُ مِنَ الْحِفَاطِ وَالْأَكْثَرِينَ، وَالْإِنْقِطَاعُ، وَتَدْلِيْسُ التَّسْوِيَةِ
مِنَ الْوَلِيدِ، وَالْكِتَابَةُ، وَجَهَالَةُ الْكَاتِبِ، وَالِاضْطِرَابُ فِي لَفْظِهِ، وَالِإِذْرَاجُ، وَثُبُوتُ مَا
يُخَالِفُهُ عَنْ صَحَابِيٍّ، وَمُخَالَفَتُهُ لِمَا رَوَاهُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ: وَقَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: إِنَّ الْأَيْمَةَ اتَّفَقُوا عَلَى صِحَّتِهِ، فِيهِ
نَظَرٌ، فَهَذَا الشَّافِعِيُّ، وَالِدَارَقُطِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَا يَقُولُونَ بِصِحَّتِهِ، أَفَلَا
يَقْدَحُ كَلَامُ هَؤُلَاءِ فِي الْإِتِّفَاقِ الَّذِي نَقَلَهُ.

[إطلاق العلة على غير مقتضاها]

(وَقَدْ تُطْلَقُ الْعِلَّةُ عَلَى غَيْرِ مُقْتَضَاهَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ) مِنَ الْأَسْبَابِ الْقَادِحَةِ، (كَكَذِبِ
الرَّائِي)، وَفُسْقِهِ (وَعَفْلَتِهِ، وَسُوءِ حِفْظِهِ، وَنَحْوَهَا مِنْ أَسْبَابِ ضَعْفِ الْحَدِيثِ)، وَذَلِكَ
مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْعِلَلِ.
(وَسَيُ التِّرْمِذِيُّ النَّسَخَ عِلَّةً).

এবং কখনো কখনো 'ইল্লত' শব্দটি এমন অর্থেও প্রয়োগ করা হয় যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি
তার ব্যতিক্রম, যেমন বর্ণনাকারীর মিথ্যাচার, তার অসাবধানতা, দুর্বল স্মৃতিশক্তি এবং অনুরূপ
অন্যান্য হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণসমূহ। আর তিরমিযী 'নসখ' (রহিতকরণ) কে 'ইল্লত'

বলেছেন এবং কেউ কেউ 'ইল্লত' শব্দটি এমন বৈপরীত্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন যা হাদীসের বিশুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করে না, যেমন নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় স্মৃতির অধিকারী বর্ণনাকারী কর্তৃক কোনো হাদীসকে 'মুরসাল' (পরম্পরাবিহীন) রূপে বর্ণনা করা। এমনকি তিনি বলেছেন: সহীহ হাদীসের মধ্যেও 'মু'আল্লাল' (ইল্লতযুক্ত) সহীহ হাদীস রয়েছে, যেমন বলা হয় যে তার মধ্যে 'শায়' (বিরল) সহীহ হাদীসও আছে।

-

[তায়রিবুর রাবী]

এবং বুরাইদাহ, মুজালিদ ইবনু সাওব, বুসর অথবা বিশর ইবনু মু'আবিয়া, এবং হুসাইন ইবনু উরফুতা — তাদের হাদীসসমূহ খতীবের নিকট রয়েছে।

এবং উম্মু সালামাহ, হাকিমের নিকট (বর্ণিত)।

এবং একদল মুহাজিরীন ও আনসার, শাফি'ঈর নিকট (বর্ণিত)।

সুতরাং, তা তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবং আমরা এই সমস্ত হাদীসের সূত্রসমূহ "কাতফুল আযহারিল মুতানাসিরাতি ফিল আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ" নামক কিতাবে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। এবং আমরা যা উল্লেখ করেছি তার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পূর্বে বর্ণিত মুসলিমের হাদীসটিতে নয়টি 'ইল্লত' (ত্রুটি) রয়েছে: হাফেযগণ এবং অধিকাংশের বিরোধিতা, বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা), ওয়ালিদে'র পক্ষ থেকে তাদলিসুত তাসউইয়াহ, লিখন, লেখকের অজ্ঞতা, এর শব্দে অস্থিরতা (ইযতিরাব), সংযোজন (ইদরাজ), এর সাহাবী থেকে এর বিপরীত কিছু'র প্রমাণিত হওয়া, এবং তাওয়াতুরের সংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণিত তথ্যের সাথে এর বিরোধিতা।

হাফেয আবুল ফযল আল-ইরাকী বলেছেন: এবং ইবনুল জাওয়ীর এই কথা যে, 'ইমামগণ এর বিশুদ্ধতার উপর একমত হয়েছেন' — এ ব্যাপারে পর্যালোচনা প্রয়োজন। কারণ, এই শাফি'ঈ, দারাকুতনী, বায়হাকী এবং ইবনু আবদিল বার' এর বিশুদ্ধতার পক্ষে মত দেননি। তাহলে কি এদের কথা তার (ইবনুল জাওয়ীর) বর্ণিত ঐ ঐক্যমতের উপর প্রশ্ন তোলে না?

[ইল্লতকে তার নিজস্ব অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে প্রয়োগ]

(এবং কখনো 'ইল্লত' শব্দটি এমন অর্থেও প্রয়োগ করা হয় যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার ব্যতিক্রম) ক্ষুণ্ণকারী কারণসমূহের মধ্যে থেকে, (যেমন বর্ণনাকারীর মিথ্যাচার), এবং তার

ফিসক (পাপ), (তার অসাবধানতা, দুর্বল স্মৃতিশক্তি এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণসমূহ), এবং তা 'কিতাবুল ইলাল' (ইল্লাত বিষয়ক গ্রন্থ)-সমূহে পাওয়া যায়।
(এবং তিরমিযী 'নসখ' (রহিতকরণ) কে 'ইল্লাত' বলেছেন)।

(ص: 303) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ عِلَّةٌ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ فَصَحِيحٌ، أَوْ فِي صِحَّتِهِ فَلَا ; لِأَنَّ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مَنْسُوخَةً.

(وَأُطْلِقَ بَعْضُهُمُ الْعِلَّةَ عَلَى مُخَالَفَةِ لَا تَقْدَحُ) فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، (كَإِسَالِ مَا وَصَلَهُ الرِّقَّةُ الضَّابِطُ، حَتَّى قَالَ: مِنَ الصَّحِيحِ صَحِيحٌ مُعَلَّلٌ، كَمَا قِيلَ: مِنْهُ صَحِيحٌ شَاذٌّ)، وَقَائِلُ ذَلِكَ: أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ فِي " الْإِرْشَادِ " .

وَمَثَلُ الصَّحِيحِ الْمُعَلَّلِ بِحَدِيثِ مَا لِكَ: «لِلْمَلُوكِ طَعَامُهُ»، السَّابِقِ فِي نَوْعِ الْمُعْضَلِ فَإِنَّهُ أُوْرِدَهُ فِي الْمَوْطَأِ مُعْضَلًا، وَرَوَاهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَالتُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَوْصُولًا.

وَقَالَ: فَقَدْ صَارَ الْحَدِيثُ بِتَبْيِينِ الْإِسْنَادِ صَحِيحًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. قِيلَ: وَذَلِكَ عَكْسُ الْمُعَلَّلِ، فَإِنَّهُ مَا ظَاهَرَهُ السَّلَامَةُ، فَأُطْلِعَ فِيهِ بَعْدَ الْفَحْصِ عَلَى قَادِحٍ، وَهَذَا كَانَ ظَاهَرُهُ الْإِغْلَالُ بِالْإِعْضَالِ، فَلَمَّا فَتِّشَ تَبَيَّنَ وَصْلُهُ.

- 1

فَائِدَةٌ

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: أَجَلُ كِتَابٍ صُنِفَ فِي الْعِلَلِ كِتَابُ ابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْخَلَالِ، وَأَجْمَعُهَا كِتَابُ الدَّارَقُطْنِيِّ.

قُلْتُ: وَقَدْ صَنَّفَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِيهِ " الزَّهْرُ الْمَطْلُوعُ فِي الْخَبَرِ الْمَعْلُولِ ".

[তাদরীবুর রাবী]

আল-ইরাকী বলেছেন: যদি তিনি (ইল্লতকে) হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে ত্রুটি বোঝান, তবে তা সঠিক। কিন্তু এর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে (ইল্লতকে ত্রুটি হিসেবে বোঝানো হলে) তা সঠিক নয়; কারণ সহীহ হাদীসের মধ্যেও অসংখ্য মানসূখ (রহিত) হাদীস বিদ্যমান।

(আর কেউ কেউ ইল্লতকে এমন ভিন্নতার উপর প্রয়োগ করেছেন যা) হাদীসের বিশুদ্ধতাকে (সহীহ হওয়াকে) ক্ষতিগ্রস্ত করে না), (যেমন: এমন হাদীসকে মুরসাল (বিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত) করা যা নির্ভরযোগ্য ও সুসংরক্ষণকারী রাবী মাওসুল (সংযুক্ত সনদযুক্ত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এমনকি তিনি বলেছেন: সহীহ হাদীসের মধ্যে 'সহীহ মুআল্লাল' (ত্রুটিযুক্ত সহীহ) আছে, যেমনটি বলা হয়েছে: এর মধ্যে 'সহীহ শায়' (বিরল সহীহ) আছে। আর এ কথা যিনি বলেছেন, তিনি হলেন আবু ইয়া'লা আল-খালীলী তাঁর "আল-ইরশাদ" গ্রন্থে।

তিনি সহীহ মুআল্লালের উদাহরণ হিসেবে মালিকের হাদীসটি পেশ করেছেন: «দাস-দাসীর জন্য তার খাবার রয়েছে», যা মু'দাল প্রকারের আলোচনায় পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কারণ তিনি এটিকে 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থে মু'দাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অথচ ইব্রাহিম ইবনে তাহমান এবং নু'মান ইবনে আব্দিস সালাম এটি তাঁর থেকে মাওসুল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: অতএব, ইসনাদ (সনদ) স্পষ্ট করার মাধ্যমে হাদীসটি এমন সহীহতে পরিণত হয়েছে যার উপর নির্ভর করা যায়।

বলা হয়েছে: আর এটি মুআল্লালের বিপরীত। কেননা, মুআল্লাল হলো যার বাহ্যিক দিক নিরাপদ মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম গবেষণার পর তাতে ত্রুটি (ক্বাদিহ) আবিষ্কৃত হয়। আর এর (পূর্বের হাদীসটির) বাহ্যিক অবস্থা ছিল ই'দাল (মু'দাল হওয়া) দ্বারা ত্রুটিযুক্ত হওয়া, কিন্তু যখন অনুসন্ধান করা হলো তখন এর ওয়াসল (সংযুক্ত সনদ) স্পষ্ট হয়ে গেল।

1 -

ফায়েদা

আল-বুলকীনী বলেছেন: ইল্লত (হাদীসের ত্রুটি) বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ইবনুল মাদীনী, ইবনে আবি হাতিম এবং আল-খাল্লালের গ্রন্থাবলি। আর সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত হলো দারাকুতনীর গ্রন্থ।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: শাইখুল ইসলাম এ বিষয়ে "আয-যাহরুল মাতলুল ফিল খবরিল মা'লুল" গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

(ص: 304) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَدْ قَسَمَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ أَجْنَاسَ الْمُعَلَّلِ إِلَى عَشْرَةٍ، وَنَحْنُ نُلَخِّصُهَا هُنَا بِأَمْثَلَتِهَا: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ السَّنَدُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، كَحَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ»، فَرَوِي أَنْ مُسْلِمًا جَاءَ إِلَى الْبُخَارِيِّ، وَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وَهَيْبٌ، ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوَّلِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمَاعٌ مِنْ سُهَيْلٍ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا مِنْ وَجْهِ، رَوَاهُ الثَّقَاتُ الْحُفَّاظُ، وَيُسْنَدُ مِنْ وَجْهِ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ.

كَحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ»، الْحَدِيثُ. قَالَ، فَلَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ، لَأُخْرِجَ فِي الصَّحِيحِ، إِنَّمَا رَوَى خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا عَنْ صَحَابِيٍّ وَيُرَوَّى عَنْ غَيْرِهِ لِاخْتِلَافِ

-

[তাদরীবুর রাবী]

আল-হাকিম তাঁর 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে মা'লুল (ত্রুটিযুক্ত) হাদীসের প্রকারভেদকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। আমরা এখানে উদাহরণসহ সংক্ষেপে তা পেশ করছি: প্রথমত, যখন সনদ বাহ্যত সহীহ মনে হয়, কিন্তু তাতে এমন রাবী থাকে যার সম্পর্কে তার শায়খের কাছ থেকে শোনার প্রমাণ নেই। যেমন মূসা ইবন উকবার হাদীস, সুহাইল ইবন আবী সালিহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: «যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসল, আর সেখানে তার অনর্থক কথা বেশি হল, অতঃপর সে সেখান থেকে ওঠার পূর্বে বলল: 'সুবহানাকাল্লাহুমা ওয়াবিহামদিকা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা' (হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার প্রশংসা করছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে তাওবা করি), তার সেই মজলিসের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।» বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর কাছে এসে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "এটি একটি চমৎকার হাদীস, তবে এটি মা'লুল (ত্রুটিযুক্ত)। আমাদের কাছে মূসা ইবন ইসমাইল এটি বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াহীব থেকে, তিনি সুহাইল থেকে, তিনি আওন ইবন আবদুল্লাহর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।" আর এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত; কারণ মূসা ইবন উকবার সুহাইল থেকে শোনার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত: যখন হাদীসটি একটি দিক থেকে মুরসাল হয়, যা নির্ভরযোগ্য হাফিযগণ বর্ণনা করেছেন, আর অন্য একটি দিক থেকে সনদসহ বর্ণিত হয় যা বাহ্যত সহীহ।

যেমন ক্বাবীসা ইবন উকবার হাদীস, সুফইয়ান থেকে, তিনি খালিদ আল-হাদ্দা থেকে এবং আসিম থেকে, তারা আবু কিলাবা থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেন: «আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দয়ালু আবু বকর, আর আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর উমার...» [সম্পূর্ণ হাদীসটি]।

তিনি বলেন, যদি এর সনদ সহীহ হতো, তবে এটি সহীহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। বস্তুত খালিদ আল-হাদ্দা আবু কিলাবা থেকে এটি মুরসাল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ত: যখন কোনো হাদীস একজন সাহাবী থেকে মাহফূয (সংরক্ষিত) থাকে, কিন্তু (বর্ণনাগত) ভিন্নতার কারণে অন্যের থেকে বর্ণিত হয়

[تدريب الراوي]

بِلَادِ رَوَاتِهِ، كِرَوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ عَنِ الْكُوفِيِّينَ.
كَحَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا: «إِنِّي
لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» .

قَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَنْظَرُ فِيهِ حَدِيثِيٌّ إِلَّا ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَالْمَدَنِيُّونَ إِذَا
رَوَوْا عَنِ الْكُوفِيِّينَ زَلَقُوا، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ، عَنْ رِوَايَةِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْأَعْرِ
الْمَزَنِيِّ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا عَنْ صَحَابِيٍّ، فَيُرْوَى عَنْ تَابِعِيٍّ يَقَعُ الْوَهْمُ بِالتَّصْرِيحِ بِمَا
يَقْتَضِي صِحَّتَهُ، بَلْ وَلَا يَكُونُ مَعْرُوفًا مِنْ جِهَتِهِ.

كَحَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ» .

قَالَ: أَخْرَجَ الْعُسْكُرِيُّ، وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْوَحْدَانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ، أَبُو عُثْمَانَ لَمْ
يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَأَاهُ، وَعُثْمَانُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ رُويَ بِالْعِنْعَنَةِ، وَسَقَطَ مِنْهُ رَجُلٌ، دَلَّ عَلَيْهِ طَرِيقٌ أُخَرَى مَحْفُوظَةٌ.

كَحَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ،
«أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَرَمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ» ،
الْحَدِيثُ.

قَالَ: وَعِلَّتُهُ أَنَّ يُونُسَ مَعَ جَلَالَتِهِ قَصَرَ بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ،
هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبٌ، وَصَالِحٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

-
[তাদরীবুর রাবী]

তার বর্ণনাকারীদের দেশের ক্ষেত্রে, যেমন মদিনাবাসীদের কুফাবাসীদের থেকে বর্ণনা। যেমন মূসা ইবনু উরুবাহ, আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু বুরদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে মারফু‘ সূত্রে বর্ণিত হাদীস: «নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট দৈনিক একশ'বার তাওবা করি»।

তিনি বললেন: এই সনদটি এমন যে, কোনো হাদীস বিশেষজ্ঞ এতে দৃষ্টি দিলে মনে করবে যে এটি সহীহ-এর শর্ত অনুযায়ী। কিন্তু মদিনাবাসীরা যখন কুফাবাসীদের থেকে বর্ণনা করে, তখন তাদের ভুল হয়। প্রকৃতপক্ষে, হাদীসটি আবু বুরদাহ থেকে আল-আগোর আল-মুযানী সূত্রে সংরক্ষিত আছে।

চতুর্থত: তা সাহাবী থেকে সংরক্ষিত হবে, কিন্তু তাবেঈ থেকে বর্ণিত হবে; এমতাবস্থায় এমন ভুলের সৃষ্টি হয় যা এর বিশুদ্ধতা দাবি করে, বরং তার পক্ষ থেকে তা পরিচিতও নয়।

যেমন যুহায়র ইবনু মুহাম্মাদ থেকে, তিনি উসমান ইবনু সুলায়মান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা আত-তূর পড়তে শুনেছেন।

তিনি বললেন: আল-আসকারী এবং অন্যান্যরা এই হাদীসটি ‘আল-উহদান’ গ্রন্থে সংকলন করেছেন, কিন্তু এটি মা‘লুল (ত্রুটিযুক্ত)। আবু উসমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনেনি এবং তাঁকে দেখেননি। আর উসমান এটি নাফি‘ ইবনু জুবায়র ইবনু মুত‘ইম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তিনি হলেন উসমান ইবনু আবী সুলায়মান।

পঞ্চমত: তা ‘আন‘আনাহ (অর্থাৎ, ‘অমুক থেকে, তিনি অমুক থেকে’ এমন সূত্রে) বর্ণিত হবে এবং তা থেকে একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাবে, যা অন্য একটি সংরক্ষিত সূত্র দ্বারা প্রমাণিত।

যেমন ইউনুস থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আলী ইবনুল হুসায়ন থেকে, তিনি আনসারদের একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হাদীস: «তারা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন, তখন একটি তারকা নিক্ষেপ করা হলো এবং তা আলোকিত হয়ে উঠল», —সম্পূর্ণ হাদীসটি।

তিনি বললেন: এর ইল্লত (ত্রুটি) হলো যে, ইউনুস তাঁর মহত্ব সত্ত্বেও এতে ত্রুটি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, (যে) ‘আমাকে কয়েকজন ব্যক্তি হাদীস শুনিয়েছেন’। এভাবেই ইবনু উয়ায়নাহ, শু‘আইব, সালিহ, আল-আওয়া‘ঈ এবং অন্যান্যরা যুহরী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

(ص: 306) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

السَّادِسُ: أَنْ يُخْتَلَفَ عَلَى رَجُلٍ بِالإِسْنَادِ وَغَيْرِهِ، وَيَكُونُ الْمُحْفُوظُ عَنْهُ مَا قَابَلَ
الإِسْنَادَ.

كَحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ: " مَا لَكَ أَفْصَحَنَّا » الْحَدِيثَ.
قَالَ: وَعَلَيْتُهُ مَا أُسْنِدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ بَلَّغَنِي أَنَّ
عُمَرَ، فَذَكَرَهُ.

السَّابِعُ: الإِخْتِلَافُ عَلَى رَجُلٍ فِي تَسْبِيَةِ شَيْخِهِ أَوْ تَجْهِيلِهِ.

كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فَرَاظَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «الْمُؤْمِنُ غَرُّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ
لَكِيمٌ» .

قَالَ: وَعَلَيْتُهُ مَا أُسْنِدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ.

الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوي عَنْ شَخْصٍ أَذْرَكَهُ وَسَبَّحَ مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَحَادِيثَ
مُعَيَّنَةً، فَإِذَا رَوَاهَا عَنْهُ بِلاَ وَاسِطَةٍ، فَعَلَّتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنْهُ.

كَحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ: " أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ » الْحَدِيثُ.
 قَالَ: فَيَحْيَى رَأَى أَنَسًا، وَظَهَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ أُسْنِدَ عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَهُ.
 التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ طَرِيقُهُ مَعْرُوفَةً، يَرْوِي أَحَدُ رِجَالِهَا حَدِيثًا مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ.

[তারীবুর রাবী]

ষষ্ঠ প্রকার: একজন ব্যক্তি থেকে ইসনাদ ও অন্যান্য (বিষয়) নিয়ে মতপার্থক্য হওয়া, এবং তার থেকে যা সংরক্ষিত আছে তা ইসনাদের পরিপন্থী হওয়া।

যেমন আলি ইবনুল হুসাইন ইবনু ওয়াকিদদের হাদিস, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! কীসে আপনাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্টভাষী করেছে?" ...হাদিসটি।

তিনি বলেন: এর ত্রুটি হলো যা আলি ইবনু খাথাম থেকে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে: আমাদেরকে আলি ইবনুল হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে উমার (রা.) (এই কথা বলেছেন), অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

সপ্তম প্রকার: একজন ব্যক্তির শায়খের নাম উল্লেখ বা তাকে অজ্ঞাত রাখার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য। যেমন জুহরির হাদিস, তিনি সুফিয়ান সাওরি থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু ফুরাফিদা থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেন: "মুমিন সরল ও সম্মানিত, আর পাপিষ্ঠ ধূর্ত ও নীচ।"

তিনি বলেন: এর ত্রুটি হলো যা মুহাম্মাদ ইবনু কাসির থেকে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে:

আমাদেরকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি হাজ্জাজ থেকে, তিনি একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি আবু সালামা থেকে, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

অষ্টম প্রকার: এমন হওয়া যে, বর্ণনাকারী এমন একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যাকে তিনি পেয়েছেন এবং যার কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট কিছু হাদিস তার কাছ থেকে

শোনেননি। অতঃপর যখন তিনি সেসব হাদিস তার কাছ থেকে কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই বর্ণনা করেন, তখন তার ক্রটি হলো যে, তিনি তা তার কাছ থেকে শোনেননি।

যেমন ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসিরের হাদিস, তিনি আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, "নবী ﷺ যখন কোনো পরিবারের নিকট ইফতার করতেন, তখন বলতেন: 'তোমাদের কাছে রোজাদারগণ ইফতার করেছে'।" ...হাদিসটি।

তিনি বলেন: ইয়াহইয়া আনাস (রা.)-কে দেখেছেন, এবং একাধিক সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আনাস (রা.) থেকে এই হাদিসটি শোনেননি। অতঃপর ইয়াহইয়া থেকে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: আমাকে আনাস (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

নবম প্রকার: তার সূত্র পরিচিত হওয়া, অথচ তার বর্ণনাকারীদের একজন এমন হাদিস বর্ণনা করেন যা সেই সূত্র ব্যতিরেকে অন্য কোনো সূত্র থেকে,

(ص: 307) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

فَيَقْعُ مَنْ رَوَاهُ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ - بِنَاءً عَلَى الْجَادَّةِ - فِي الْوَهْمِ - .

كَحَدِيثِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجَشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ»، الْحَدِيثُ.

قَالَ: أَخَذَ فِيهِ الْمُنْذِرُ طَرِيقَ الْجَادَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ.

الْعَاشِرُ: أَنْ يُرْوَى الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهِ، وَمَوْقُوفًا مِنْ وَجْهِ.

كَحَدِيثِ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ ضَحَكَ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ» .

قَالَ: وَعَلَيْتُهُ مَا أَسْنَدَ وَكَبِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ، فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْحَاكِمُ: وَبَقِيَتْ أَجْنَاسٌ لَمْ نَذْكُرْهَا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَا هَذِهِ مِثَالًا لِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ.
وَمَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ مِنَ الْأَجْنَاسِ يَشْمَلُهُ الْقِسْمَانِ الْمَذْكُورَانِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ
تَمْرِينًا لِلطَّالِبِ، وَإِيضًا حَالِمًا تَقَدَّمَ.

[তাদরীবুর রাবী]

সুতরাং যে ব্যক্তি সে সূত্র থেকে তা বর্ণনা করেছে — প্রচলিত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে — সে ভ্রান্তিতে পতিত হবে।

যেমন আল-মুনযির ইবন আব্দুল্লাহ আল-হিয়ামী কর্তৃক, তিনি আব্দুল আযীয ইবন আল-মাজিশূন থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন দীনার থেকে, তিনি ইবন উমার থেকে বর্ণিত হাদীস: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন, তখন বলতেন: সুবহানাকাল্লাহুমা», ইত্যাদি।

তিনি বলেন: আল-মুনযির এতে প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অথচ এটি আব্দুল আযীযের হাদীস থেকে, যিনি আব্দুল্লাহ ইবন আল-ফাদল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-আ'রাজ থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবন আবী রাফি' থেকে, তিনি আলী থেকে।

দশম প্রকার: হাদীস এক সূত্রে মারফু' হিসেবে এবং অন্য সূত্রে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত হওয়া।
যেমন আবু ফারওয়া ইয়াযীদ ইবন মুহাম্মাদ-এর হাদীস: তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আল-আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির থেকে, মারফু' হিসেবে: «যে ব্যক্তি তার সালাতে হাসবে, সে সালাত পুনরায় আদায় করবে, কিন্তু উযু পুনরায় করবে না।»

তিনি বলেন: আর এর কারণ হলো ওয়াকী' কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল-আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি বলেছেন: জাবিরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

আল-হাকিম বলেন: আরও কিছু প্রকার রয়ে গেছে যা আমরা উল্লেখ করিনি, বরং আমরা এগুলোকে বহু হাদীসের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছি।

আল-হাকিম যেসব প্রকার উল্লেখ করেছেন, তা পূর্বে উল্লেখিত দুটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা এটি উল্লেখ করেছি শিক্ষার্থীর অনুশীলনের জন্য এবং পূর্বে যা বলা হয়েছে তার স্পষ্টীকরণের জন্য।

(ص: 308) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ التَّاسِعُ عَشَرَ:

الْمُضْطَرُّ هُوَ الَّذِي يُرَوَّى عَلَى أَوْجِهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَقَارِبَةٍ، فَإِنْ رُجِّحَتْ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ بِحِفْظِ رَاوِيهَا أَوْ كَثْرَةِ صُحْبَتِهِ الْمُرَوِّيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يَكُونُ مُضْطَرًّا. وَالْإِضْطِرَابُ يُوجِبُ ضَعْفَ الْحَدِيثِ لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الضَّبْطِ، وَيَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ تَارَةً، وَفِي الْمَتْنِ أُخْرَى، وَفِيهِمَا مِنْ رَاوٍ أَوْ جَمَاعَةٍ.

[تدريب الراوي]

[النَّوعُ التَّاسِعُ عَشَرَ الْمُضْطَرُّ]

(النَّوعُ التَّاسِعُ عَشَرَ: الْمُضْطَرُّ: هُوَ الَّذِي يُرَوَّى عَلَى أَوْجِهٍ مُخْتَلِفَةٍ) مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ مِنْ رَاوٍ ثَانٍ، أَوْ رَوَاةٍ (مُتَقَارِبَةٍ). وَعِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ (مُتَسَاوِيَةٍ).

وَعِبَارَةُ ابْنِ جَمَاعَةَ (مُتَقَاوِمَةٍ) - بِالْوَاوِ وَالْمِيمِ - أَيْ وَلَا مُرَجِّحَ. (فَإِنْ رُجِّحَتْ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ) ، أَوِ الرَّوَايَاتِ (بِحِفْظِ رَاوِيهَا) مَثَلًا، (أَوْ كَثْرَةِ صُحْبَتِهِ الْمُرَوِّيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحَاتِ، (فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يَكُونُ) الْحَدِيثُ (مُضْطَرًّا)، لَا الرَّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا الْمَرْجُوحَةُ، بَلْ هِيَ شَاذَّةٌ، أَوْ مُنْكَرَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَالْإِضْطِرَابُ يُوجِبُ ضَعْفَ الْحَدِيثِ ; لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الضَّبْطِ) مِنْ رَوَاتِهِ، الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ.

(وَيَقَعُ) الْإِضْطِرَابُ (فِي الْإِسْنَادِ تَارَةً، وَفِي الْمُنْتَنِ أُخْرَى، وَ) يَقَعُ (فِيهِمَا)، أَيْ الْإِسْنَادُ وَالْمُنْتَنِ مَعًا، وَهَذِهِ مَزِيدَةٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ (مِنْ رَأَوْ)، وَاحِدٌ أَوْ رَاوِيَيْنِ (أَوْ جَمَاعَةٍ).

উনবিংশতম প্রকার:

মুযতারিব (অস্থির/বিশৃঙ্খল) এটি তাই যা বিভিন্ন কিন্তু পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়। যদি এর বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তির কারণে অথবা তার বর্ণিত ব্যক্তির সাথে দীর্ঘ সাহচর্যের কারণে, অথবা অন্য কোনো কারণে দুটি বর্ণনার একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়: তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনার হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং হাদীসটি মুযতারিব হবে না। ইযতিরাব (বিশৃঙ্খলতা) হাদীসকে দুর্বল করে, কারণ এটি বর্ণনার নির্ভুলতা বা দৃঢ়তার অভাব নির্দেশ করে। এটি কখনও ইসনাদে (সনদে), কখনও মাতনে (মূল বক্তব্যে), এবং কখনও উভয়টিতে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) অথবা একদল রাবীর কাছ থেকে ঘটে থাকে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

[উনবিংশতম প্রকার: মুযতারিব]

(উনবিংশতম প্রকার: মুযতারিব: এটি এমন হাদীস যা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়) একজন রাবী থেকে দুইবার বা তার বেশি, অথবা দ্বিতীয় কোনো রাবী থেকে, অথবা একাধিক রাবী থেকে (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ) আকারে বর্ণিত হয়।

এবং ইবনুস সালাহ-এর পরিভাষা হলো (মুতাসাবিয়াহ – সমপর্যায়ের)।

এবং ইবনু জামাআহ-এর পরিভাষা হলো (মুতাকাওবিমাহ) – 'ওয়াও' এবং 'মীম' দ্বারা – অর্থাৎ কোনো প্রাধান্য দেওয়ার উপায় থাকে না।

(যদি দুটি বর্ণনার), অথবা একাধিক বর্ণনার (একটিকে) উদাহরণস্বরূপ, (তার বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তির কারণে, অথবা তার বর্ণিত ব্যক্তির সাথে দীর্ঘ সাহচর্যের কারণে, অথবা এর বাইরে অন্যান্য) প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতিসমূহের (কোনো একটি কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয়), (তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনার হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং হাদীসটি মুযতারিব হবে না), যেমনটা স্পষ্ট, তেমনি প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনাও নয়, এমনকি অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনাও নয়, বরং সেটি শায (বিচ্ছিন্ন) অথবা মুনকার (অস্বীকৃত) হবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(এবং ইযতিরাব হাদীসকে দুর্বল করে; কারণ এটি 'দাবত' (নির্ভুলতা/দৃঢ়তা) এর অভাব নির্দেশ করে) এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে, যা হাদীসের বিশুদ্ধতা (সহীহ) এবং গ্রহণযোগ্যতার (হাসান) জন্য একটি শর্ত।

(এবং ইযতিরাব ঘটে) কখনও (ইসনাদে – সনদে), কখনও (মাতনে – মূল বক্তব্যে), এবং (উভয়টিতেও ঘটে), অর্থাৎ সনদ ও মূল বক্তব্য উভয়টিতেই, আর এটি ইবনুস সালাহ-এর উপর একটি সংযোজন, (একজন) বর্ণনাকারী থেকে, অথবা দুজন বর্ণনাকারী থেকে (অথবা একদল বর্ণনাকারী থেকে)।

(ص: 309) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

مِثَالُهُ فِي الْإِسْنَادِ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ شَيْئًا تَلَقَاءَ وَجْهِهِ» الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيُحِطْ خَطًّا» .

اِخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا: فَرَوَاهُ بِشَرِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ هَكَذَا.

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَاهُ ذَوَادُ بْنُ عُلْبَةَ الْحَارِثِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا بَيَّنَّهُ وَبَيَّنَ نَسَبَهُ غَيْرَ ذَوَادٍ.
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْهُ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ:

[তারবির রাবী]

ইসনাদে এর উদাহরণ: যা আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যার সূত্রে, তিনি আবু আমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুরয়াইস থেকে, তিনি তার দাদা হুরয়াইস থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার চেহারার সামনে কিছু রাখে»। এই হাদীসে আরও রয়েছে: «যদি সে এমন কোনো লাঠি না পায় যা তার সামনে স্থাপন করবে, তাহলে সে যেন একটি রেখা টেনে নেয়»।

ইসমাঈলের সূত্রে এ বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে: বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল এবং রাওহ ইবনুল কাসিম তার থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আর সুফিয়ান সাওরী তার থেকে, তিনি আবু আমর ইবনে হুরয়াইস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর হুমাইদ ইবনুল আসওয়াদ তার থেকে, তিনি আবু আমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর থেকে, তিনি তার দাদা হুরয়াইস ইবনে সুলাইম থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর উয়াইহিব ইবনে খালিদ এবং আব্দুল ওয়ারিস তার থেকে, তিনি আবু আমর ইবনে হুরয়াইস থেকে, তিনি তার দাদা হুরয়াইস থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনে জুরাইজ তার থেকে, তিনি হুরয়াইস ইবনে আম্মার থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর যাওয়াদ ইবনে উলবাহ আল-হারিসী তার থেকে, তিনি আবু আমর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তার দাদা হুরয়াইস ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু যুর'আ আদ-দিমশকী বলেছেন: যাওয়াদ ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না যে এটি এবং এর বংশলতিকা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে।

আর সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে ইবনে উয়াইনাহর সূত্রে এতে মতভেদ রয়েছে:

[تدريب الراوي]

فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْبَيْكَنْدِيُّ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ بَشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، وَرَوَّحَ.

وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ بْنِ سُلَيْمٍ هَكَذَا.

مِثْلَ ابْنِ الصَّلَاحِ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِمُضْطَرَبِ الْإِسْنَادِ.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي النُّكْتِ: اعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ التَّرْجِيحَ إِذَا وَجَدَ انْتَفَى الْإِضْطِرَابُ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَهُوَ أَحْفَظُ مِمَّنْ ذَكَرَهُمْ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُرْجَحَ رِوَايَتُهُ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ صَحَّحُوا هَذَا الْحَدِيثَ.

قَالَ: وَالْجَوَابُ أَنَّ وُجُوهَ التَّرْجِيحِ فِيهِ مُتَعَارِضَةٌ، فَسُفْيَانُ وَإِنْ كَانَ أَحْفَظَ إِلَّا أَنَّهُ انْفَرَدَ بِقَوْلِهِ: (أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ)، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَقُولُونَ: عَنْ جَدِّهِ، وَهُمْ بِشَرٍّ،

وَرَوْحٌ، وَوَهْبٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَهُمْ مِنْ ثِقَاتِ الْبَصْرِيِّينَ، وَأَبَتَتُهُمْ، وَوَأَفْقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حِفَاطِ الْكُوفَةِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَقَوْلُهُمْ أَرْجَحُ لِكَثْرَةِ، وَلِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ مَكِّيٌّ،

وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ كَانَ مُقِيمًا بِهَا، وَالْأَمْرَانِ مِمَّا يُرْجَحُ بِهِ، وَخَالَفَ الْكُلَّ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَهُوَ

مَكِّيٌّ، فَتَعَارَضَتْ حِينئِذٍ وَجُوهُ التَّرْجِيحِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ جَهَالَةُ رَاوِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ

شَيْخُ إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرَوْ عَنْهُ غَيْرُهُ مَعَ الْإِخْتِلَافِ فِي اسْمِهِ،

-

[তাদরিবুর রাবী]

অতঃপর ইবনুল মাদীনী বললেন: ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি ইসমাইল থেকে, তিনি আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হুরাইছ থেকে, তিনি তাঁর দাদা হুরাইছ থেকে, যিনি বনু উযরা গোত্রের একজন লোক।

আর এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-বাইকান্দী, ইবনে উয়াইনা থেকে, বিশর ইবনুল মুফাযযাল ও রুহ-এর বর্ণনার মতো।

আর এটি বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি ইসমাইল থেকে, তিনি আবু আমর ইবনে হুরাইছ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে।

আর এটি বর্ণনা করেছেন আম্মার ইবনে খালিদ আল-ওয়াসিতী, ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি ইসমাইল থেকে, তিনি আবু আমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হুরাইছ থেকে, তিনি তাঁর দাদা হুরাইছ ইবনে সুলাইম থেকে—এভাবেই।

ইবনুস সালাহ এই হাদীসটিকে মুযতারিবুল ইসনাদ (অস্থির সনদ)-এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন।

ইরাকী 'আন-নুকাত' গ্রন্থে বলেছেন: তাঁর (ইবনুস সালাহ-এর) উপর আপত্তি জানানো হয়েছে যে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যখন তারজীহ (অগ্রাধিকার) পাওয়া যায়, তখন ইযতিরাব (অস্থিরতা) দূরীভূত হয়। অথচ সুফিয়ান সাওরী এটি বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তাদের সকলের চেয়ে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং তাঁর বর্ণনা অন্যদের বর্ণনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এছাড়াও, হাকিম ও অন্যান্যরা এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তিনি (ইরাকী) বললেন: উত্তর হলো, এতে তারজীহ-এর দিকগুলো পরস্পর বিরোধী। কারণ সুফিয়ান যদিও অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন, তবুও তিনি একাই এই কথা বলেছেন: (আবু আমর ইবনে হুরাইছ, তাঁর পিতা থেকে)। অথচ অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেন: তাঁর দাদা থেকে। আর তারা হলেন বিশর, রুহ, ওহাইব এবং আবদুল ওয়ারিছ। আর তারা বসরার নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও তাদের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত। আর কুফার হাফিযদের মধ্যে ইবনে উয়াইনা এই বিষয়ে তাদের সাথে একমত হয়েছেন। আর তাদের বক্তব্য সংখ্যাধিক্যের কারণে অধিক অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ, ইসমাইল ইবনে উমাইয়াহ মাক্কী ছিলেন, আর ইবনে উয়াইনা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। আর এই দুটি বিষয় এমন যা দ্বারা অগ্রাধিকার দেওয়া

হয়। আর ইবনে জুরাইজ সকলের বিরোধিতা করেছেন, আর তিনিও মাক্কী ছিলেন। তখন অগ্রাধিকারের দিকগুলো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে হাদীসের বর্ণনাকারীর অজ্ঞতা (পরিচয়হীনতা), আর তিনি হলেন ইসমাইলের শাইখ। কারণ, তার নাম নিয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ইসমাইল ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি।

(ص: 311) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَأَسْمِ أَبِيهِ، وَهَلْ يَرْوِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ، أَوْ هُوَ نَفْسُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَدْ حَكَى أَبُو دَاوُدَ تَضْعِيفَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ عَنْهُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا
نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَضَعَفَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ،
وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ. انْتَهَى.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَتَقْنُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةَ بَشِيرٍ وَرَوْحٍ، وَأَجْمَعَهَا رِوَايَةُ حُمَيْدِ بْنِ
الْأَسْوَدِ، وَمَنْ قَالَ: أَبُو عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدٍ أَرْجَحُ مِمَّنْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو، فَإِنَّ رِوَاةَ
الْأَوَّلِ أَكْثَرُ، وَقَدْ اضْطَرَبَ مَنْ قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ ; فَمَرَّةً وَافَقَ الْأَكْثَرِينَ فَتَلَاشَى الْخِلَافُ.
قَالَ:، وَالَّتِي لَا يُمَكِّنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا رِوَايَةً مَنْ قَالَ: أَبُو عَمْرٍو بْنُ حُرَيْثٍ مَعَ رِوَايَةٍ مَنْ
قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حُرَيْثٍ وَرِوَايَةً مَنْ قَالَ: حُرَيْثُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمَا فِي
الرِّوَايَاتِ يُمَكِّنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، فَرِوَايَةً مَنْ قَالَ: عَنْ جَدِّهِ، لَا تُنَافِي مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ ;
لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْأَبَ، فَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَرِوَايَةً مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِي عَمْرٍو
بْنِ مُحَمَّدٍ بْنُ حُرَيْثٍ يُدْخِلُ فِي الْأَثْنَاءِ عَمْرًا لَا تُنَافِي مَنْ أَسْقَطَهُ؛ لِأَنَّهُمْ يُكْثِرُونَ
نِسْبَةَ الشَّخْصِ إِلَى جَدِّهِ الْمَشْهُورِ، وَمَنْ قَالَ: سُلَيْمٌ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ اخْتَصَرَهُ مِنْ
سُلَيْمَانَ كَاللَّتْرِخِيمِ.

قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ التَّنْثِيلَ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِحَدِيثٍ لَوْ لَا الْاضْطِرَابُ لَمْ يَضْعُفْ، وَهَذَا
الْحَدِيثُ

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং তার পিতার নাম, এবং সে কি তার পিতা থেকে, নাকি তার দাদা থেকে, নাকি সে নিজে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছে।

আবু দাউদ ইবনে উয়াইনা থেকে এই হাদীসের দুর্বলতার কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁর (ইবনে উয়াইনা) সম্পর্কে বলেছেন: "আমরা এমন কিছু পাইনি যা দিয়ে এই হাদীসকে শক্তিশালী করা যায়, এবং এটি কেবল এই সূত্রেই এসেছে।" শাফিয়ী, বায়হাকী এবং নভবী তাঁর আল-খুলাসাহ গ্রন্থেও এটিকে দুর্বল বলেছেন। সমাপ্ত।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে বিশর ও রাওহ-এর বর্ণনা সবচেয়ে সুনিপুণ, এবং সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হলো হুমাইদ ইবনুল আসওয়াদ-এর বর্ণনা। আর যে বলেছে: আবু আমর ইবনে মুহাম্মাদ, তার কথা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে যে বলেছে: আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমর, কারণ প্রথমোক্তের বর্ণনাকারীগণ অধিকতর। আর যে আবু মুহাম্মাদ বলেছে, সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে; ফলে একবার সে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত হয়েছে, এতে মতবিরোধ দূরীভূত হয়েছে।

তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেছেন: আর যেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়, সেগুলো হলো, যে বলেছে: আবু আমর ইবনে হুরাইস, তার বর্ণনা; যে বলেছে: আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হুরাইস, তার বর্ণনা; এবং যে বলেছে: হুরাইস ইবনে আম্মার, তার বর্ণনা। আর অন্যান্য বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব। সুতরাং, যে বলেছে: তার দাদা থেকে, তা যে বলেছে: তার পিতা থেকে, তার বিরোধিতা করে না; কারণ তার সর্বোচ্চ কাজ হলো পিতাকে বাদ দেওয়া, ফলে অন্যের বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর যে বলেছে: আবু আমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুরাইস, মাঝখানে আমরকে অন্তর্ভুক্ত করে, তা যে তাকে বাদ দিয়েছে, তার বিরোধিতা করে না; কারণ তারা সাধারণত ব্যক্তিকে তার প্রসিদ্ধ দাদার দিকে সম্বন্ধ করে থাকে। আর যে বলেছে: সুলাইম, সম্ভবত সে এটিকে সুলাইমান থেকে সংক্ষিপ্ত করেছে, যেমনটি নাম সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেছেন: আর সত্য হলো এই যে, উদাহরণ কেবল এমন হাদীসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা অস্থিরতা না থাকলে দুর্বল হতো না, আর এই হাদীস

(ص: 312) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

لَا يَصْلُحُ مِثَالًا، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ كَانَ ثِقَةً لَمْ يَضُرَّ هَذَا الْاِخْتِلَافُ فِي اسْمِهِ أَوْ نَسَبِهِ، وَقَدْ وَجَدَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ، وَلِهَذَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ثِقَةٌ، وَرَجَّحَ أَحَدَ الْأَقْوَالِ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَالضَّعْفُ حَاصِلٌ بِغَيْرِ جِهَةِ الْاضْطِرَابِ، نَعَمْ يَزْدَادُ بِهِ ضَعْفًا.

قَالَ: وَمِثْلُ هَذَا يَدْخُلُ فِي الْمُضْطَرِّبِ لِكُونِ رَوَاتِهِ اخْتَلَفُوا، وَلَا مُرَجِّحَ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِمْ: الْاضْطِرَابُ يُوجِبُ الضَّعْفَ.

قَالَ: وَالْمِثَالُ الصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْكَ شَبْتٌ، قَالَ: شَيَّبْتَنِي هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا».

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا مُضْطَرِّبٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُرَوْ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ عَشْرَةِ أَوْجُهٍ، فَبَيْنَهُمْ مَنْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي بَكْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ سَعْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَا يُبْكَى تَرْجِيحُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالْجَمْعُ مُتَعَدِّرٌ.

قُلْتُ: وَمِثْلُهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سَفْيَانَ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ».

-

[তাদরীবুর রাবী]

এটি উদাহরণ হিসেবে উপযুক্ত নয়। কারণ তারা একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। যদি সে বিশ্বস্ত হয়, তাহলে তার নাম বা বংশের এই ভিন্নতা ক্ষতি করবে না। আর এ ধরনের ঘটনা সহীহ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। একারণেই ইবনে হিব্বান এটিকে সহীহ বলেছেন; কারণ তার মতে সে বিশ্বস্ত এবং তিনি তার নাম ও তার পিতার নাম সম্পর্কে একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যদি সে বিশ্বস্ত না হয়, তবে দুর্বলতা 'ইযতিরাব' (অস্থিরতা/অসঙ্গতি)-এর দিক ছাড়া অন্য কারণে বিদ্যমান। হ্যাঁ, এর দ্বারা দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায়।

তিনি বলেন: এ ধরনের বিষয় 'মুদতারিব' (অসঙ্গতিপূর্ণ)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ এর বর্ণনাকারীরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং কোনো প্রাধান্য দেওয়ার মতো (মতামত) নেই। আর এটি তাদের এই উক্তির সাথে সম্পর্কিত যে, 'ইযতিরাব' দুর্বলতা আবশ্যিক করে।

তিনি বলেন: এবং সঠিক উদাহরণ হলো আবু বকরের হাদিস, যে তিনি বলেন: «হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে বৃদ্ধ (পাকাক চুলবিশিষ্ট) দেখছি।» তিনি (রাসূল) বললেন: «সূরা হুদ ও তার সদৃশ সূরাসমূহ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।»

দারাকুতনী বলেন: এটি 'মুদতারিব'; কারণ এটি শুধু আবু ইসহাকের সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। আর তার থেকে এটি প্রায় দশটি ভিন্ন উপায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ এটিকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন, কেউ এটিকে মাওসুল রূপে বর্ণনা করেছেন, কেউ এটিকে আবু বকরের মুসনাদ থেকে (বর্ণিত) বলেছেন, কেউ এটিকে সা'দের মুসনাদ থেকে (বর্ণিত) বলেছেন, কেউ এটিকে আয়েশার মুসনাদ থেকে (বর্ণিত) বলেছেন এবং অন্যান্য। আর এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত, তাদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয় এবং সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। আমি বলি: এবং এর মতোই হলো মুজাহিদের হাদিস, যা আল-হাকাম ইবনে সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, «নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওয়ুর পর লজ্জাস্থানে পানি ছিটানোর বিষয়ে।»

[تدريب الراوي]

قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ ابْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ غَيْرِ مَنْسُوبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ بِلَا شَكٍّ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ أَوْ أَبُو الْحَكَمِ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، أَوْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِثَالُ الْإِضْطِرَابِ فِي الْمَثْنِ: فِيمَا أُرْدَهُ الْعِرَاقِيُّ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»؛ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي حَنْزَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ». قَالَ فَهَذَا إِضْطِرَابٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.

قِيلَ: وَهَذَا أَيْضًا لَا يَصْلُحُ مِثَالًا، فَإِنَّ شَيْخَ شَرِيكِ ضَعِيفٌ، فَهُوَ مَرْدُودٌ مِنْ قِبَلِ ضَعْفِ رَاوِيهِ لَا مِنْ إِضْطِرَابِهِ، وَأَيْضًا فَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّهَا رَوَتْ كُلًّا مِنَ اللَّفْظَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ الْمَثْبُتُ الْمُسْتَحَبُّ، وَبِالْمُنْفِيِّ الْوَاجِبُ. وَالْمِثَالُ الصَّحِيحُ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْوَاهِبَةِ نَفْسُهَا مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي اللَّفْظَةِ الْوَاقِعَةِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[তাদরীবুর রাবী]

এ বিষয়ে দশটি মতভেদ রয়েছে: বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, আল-হাকাম অথবা ইবনুল হাকাম থেকে, তাঁর পিতা থেকে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, আল-হাকাম ইবনু সুফিয়ান

অথবা ইবনু আবী সুফিয়ান থেকে, তাঁর পিতা থেকে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, আল-হাকাম (যার বংশ পরিচয় উল্লেখ নেই) থেকে, তাঁর পিতা থেকে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, সাকীফ গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে, তাঁর পিতা থেকে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, সুফিয়ান ইবনুল হাকাম অথবা আল-হাকাম ইবনু সুফিয়ান থেকে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, আল-হাকাম ইবনু সুফিয়ান থেকে, নিঃসন্দেহে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, সাকীফ গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে, যাকে আল-হাকাম বা আবুল হাকাম বলা হয়। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, আবুল হাকাম অথবা আবুল হাকাম ইবনু সুফিয়ান থেকে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, আল-হাকাম ইবনু সুফিয়ান অথবা ইবনু আবী সুফিয়ান থেকে। এবং বলা হয়েছে: মুজাহিদ থেকে, সাকীফ গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

আর মতন (হাদীসের মূল পাঠ)-এর মধ্যে ইযতিরাব (বর্ণনার অসংগতি)-এর উদাহরণ হলো: যা আল-ইরাকী উল্লেখ করেছেন ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীস, তিনি বলেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: সম্পদে যাকাত ব্যতীতও (অন্যান্য) হক রয়েছে।» ; এটি তিরমিযী এভাবে শারীক, আবু হামযা, শাবী, ফাতেমা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু মাজাহ এই সূত্রে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: «সম্পদে যাকাত ব্যতীত আর কোনো হক নেই।» তিনি বললেন: এটি এমন একটি ইযতিরাব (অসংগতি) যা ব্যাখ্যা (তা'বীল)-এর অযোগ্য।

বলা হয়েছে: এটিও উদাহরণ হিসেবে উপযুক্ত নয়, কারণ শারীকের শায়খ (উস্তাদ) দুর্বল রাবী। সুতরাং এটি তার বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে প্রত্যাখ্যাত, তার ইযতিরাব (অসংগতি)-এর কারণে নয়। এছাড়াও এর ব্যাখ্যা (তা'বীল) করা সম্ভব যে, তিনি উভয় শব্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং প্রতিষ্ঠিত 'হক' দ্বারা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) বোঝানো হয়েছে, আর যা অস্বীকার করা হয়েছে তা দ্বারা ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) বোঝানো হয়েছে।

আর সঠিক উদাহরণ হলো যা আত্ম-নিবেদিত মহিলার হাদীসে (যে নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমর্পণ করেছিলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত শব্দে যে মতানৈক্য হয়েছে।

[تدريب الراوي]

ففي رواية: «زَوَّجْتُهَا» ، وفي رواية: «زَوَّجْنَا كَهَا» ، وفي رواية «أَمَكْنَا كَهَا» ، وفي رواية: «مَلَكْتُهَا» ؛ فهذه ألفاظ لا يُمكن الاحتجاج بواحد منها، حتى لو احتج حنفي مثلاً على أن التبليغ من اللفظ النكاح لم يسع له ذلك. قلت: وفي التمثيل بهذا نظر أوضح من الأول، فإن الحديث صحيح ثابت، وتأويل هذه الألفاظ سهل، فإنها راجعة إلى معنى واحد بخلاف الحديث السابق. وعندي أن أحسن مثال لذلك: حديث البسلة السابق، فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يُجامع المعلل ؛ لأنه قد تكون علته ذلك. تنبيه

وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يُجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه، ونسبته، ونحو ذلك، ويكون ثقة فيحكم بالحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباً، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الرزكشي بذلك في مختصره، فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. فائدة

صنف شيخ الإسلام في المضطرب كتاباً سماه: "المقترب".

[النوع العشرون المدرج] [أقسام المدرج] [الأول يذكر الراوي عقب الحديث كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلاً]
النوع العشرون:

الْمُدْرَجُ هُوَ أَقْسَامٌ، أَحَدُهَا: مُدْرَجٌ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَذْكُرَ الرَّاوي عَقِيبَهُ كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَزُوِيَهُ مَنْ بَعْدَهُ مُتَّصِلًا فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنَ الْحَدِيثِ.

(النُّوعُ الْعَشْرُونَ الْمُدْرَجُ، هُوَ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مُدْرَجٌ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَذْكُرَ الرَّاوي عَقِيبَهُ كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَزُوِيَهُ مَنْ بَعْدَهُ مُتَّصِلًا) بِالْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ (فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنَ) تَبَيَّنَ

[তাদরীবুর রাবী]

এক বর্ণনায় আছে: «আমি তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম», অন্য বর্ণনায়: «আমরা তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম», আরেক বর্ণনায়: «আমরা তোমাকে তার প্রতি সক্ষমতা দিলাম», এবং অন্য বর্ণনায়: «আমি তাকে তোমার মালিকানায় দিলাম»; এইগুলো এমন শব্দ যা দিয়ে কোনো একটির দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয়। এমনকি যদি কোনো হানাফী উদাহরণস্বরূপ এ মর্মে প্রমাণ পেশ করেন যে, ‘তামলীক’ (মালিকানা প্রদান) বিবাহের শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত, তবে তার জন্য তা বৈধ হবে না।

আমি বলি: এর দ্বারা উদাহরণ উপস্থাপনে প্রথমটির চেয়েও স্পষ্ট একটি বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। কারণ, হাদীসটি সহীহ ও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এই শব্দাবলির ব্যাখ্যা সহজ, কেননা এগুলো একটি একক অর্থের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে, পূর্বোক্ত হাদীসের বিপরীত।

আর আমার মতে, এর সর্বোত্তম উদাহরণ হলো: পূর্বে উল্লেখিত বিসমিল্লাহর হাদীস। কারণ ইবনে আব্দুল বার্র এটিকে ‘ইযতিরাব’ (উত্থান-পতন/অসঙ্গতি)-এর কারণে ত্রুটিযুক্ত আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ‘মুযতারিব’ (অসঙ্গতিপূর্ণ) হাদীস ‘মুআল্লাল’ (ত্রুটিপূর্ণ) হাদীসকে অন্তর্ভুক্ত করে; কারণ এর ত্রুটি সেটাই হতে পারে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

শাইখুল ইসলামের পূর্বোক্ত বক্তব্যে এসেছে যে, ‘ইযতিরাব’ (অসঙ্গতি) সহীহ হওয়ার সাথেও থাকতে পারে। আর তা এমনভাবে যে, একজন ব্যক্তির নাম, তার পিতা, তার বংশ বা এ ধরনের বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়, অথচ সে বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তখন হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করা হয় এবং উল্লিখিত মতভেদ তাকে ‘মুযতারিব’ (অসঙ্গতিপূর্ণ) বলা সত্ত্বেও কোনো ক্ষতি

করে না। সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ এমন অনেক হাদীস রয়েছে। একইভাবে জারকাশী তার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন: "ক্বাল্ব (উলটপালট), শুযুয (বিরলতা) এবং ইযতিরাব (অসঙ্গতি) সহীহ ও হাসান হাদীসের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।" উপকারিতা

শাইখুল ইসলাম 'আল-মুযতারিব' (অসঙ্গতিপূর্ণ হাদীস) বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন: "আল-মুকতারিব"।

[বিংশতম প্রকার: আল-মুদরাজ (সন্নিবেশিত)] [আল-মুদরাজের প্রকারভেদ] [প্রথমত: বর্ণনাকারী হাদীসের পর নিজের বা অন্যের কথা উল্লেখ করে, অতঃপর তার পরবর্তী রাবী সেটাকে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করে]

বিংশতম প্রকার:

আল-মুদরাজ (সন্নিবেশিত) কয়েকটি প্রকারের। তার মধ্যে একটি হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মধ্যে মুদরাজ, এমনভাবে যে, বর্ণনাকারী হাদীসের পরপরই নিজের বা অন্যের কোনো কথা উল্লেখ করেন, অতঃপর তার পরবর্তী রাবী সেটাকে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করেন, ফলে ধারণা করা হয় যে, সেটি হাদীসেরই অংশ।

(বিংশতম প্রকার: আল-মুদরাজ। এটি কয়েকটি প্রকারের: তার মধ্যে একটি হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মধ্যে মুদরাজ, এমনভাবে যে, বর্ণনাকারী হাদীসের পরপরই নিজের বা অন্যের কোনো কথা উল্লেখ করেন, অতঃপর তার পরবর্তী রাবী সেটাকে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করেন) হাদীসের সাথে কোনো বিচ্ছেদ ছাড়াই (ফলে ধারণা করা হয় যে, সেটি হাদীসেরই) বাকি অংশ।

(ص: 315) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

تدريب الراوي

(الْحَدِيثِ) الْمَرْفُوعِ، وَيُذَرِّكَ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُنْفَصِلًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِالتَّنْصِصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوي، أَوْ بَعْضِ الْأَثْمَةِ الْمُطْلَعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

مِثَالُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيَّرَةَ: قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، «وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَعَلَّمَنَا التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: " إِذَا قُلْتَ هَذَا - أَوْ قَضَيْتَ هَذَا - فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ » . فَقَوْلُهُ: إِذَا قُلْتَ إِلَى آخِرِهِ، وَصَلَهُ زُهَيْرٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ، وَفِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَذَلِكَ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْخُلَاصَةِ: اتَّفَقَ الْحَفَاطُ عَلَى أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، فَفَصَلَهُ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ ; رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ شَبَابَةُ ثِقَةً، وَقَدْ فَصَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَدْرَجَ، وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ; لِأَنَّ ابْنَ ثَوْبَانَ رَوَاهُ

-

[তাদরীবুর রাবী]

মারফু' হাদীস, এবং তা অনুধাবন করা যায় যখন তা অন্য বর্ণনায় বিচ্ছিন্নভাবে আসে, অথবা বর্ণনাকারী কর্তৃক সে বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখের মাধ্যমে, অথবা জ্ঞাত কিছু ইমামের মাধ্যমে, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কথা বলা অসম্ভব হওয়ার কারণে। এর উদাহরণ হলো যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি যুহায়র থেকে, তিনি হাসান ইবনুল হুর থেকে, তিনি কাসিম ইবনু মুখায়মিরাহ থেকে: তিনি বলেন, আলকামা আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে

বললেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁর হাত ধরেছিলেন, «আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাত ধরেছিলেন, অতঃপর তিনি আমাদেরকে সালাতে তাশাহুদ শিক্ষা দিলেন। হাদীসে আছে: "যখন তুমি এই (কথাগুলো) বলবে – অথবা এই (আমল) শেষ করবে – তখন তুমি তোমার সালাত পূর্ণ করেছ। যদি তুমি দাঁড়াতে চাও, তাহলে দাঁড়াও, আর যদি তুমি বসতে চাও, তাহলে বসো।"»

সুতরাং তাঁর উক্তি: "যখন তুমি এই (কথাগুলো) বলবে..." শেষ পর্যন্ত, যুহায়র ইবনু মুআবিয়া আবু দাউদের এই বর্ণনায় এটিকে মারফু' হাদীসের সাথে সংযুক্ত করেছেন, এবং যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তাদের অধিকাংশই (এভাবে সংযুক্ত করেছেন)।

হাকিম বলেছেন: এটি হাদীসের মধ্যে ইবনু মাসউদের কথা থেকে সন্নিবেশিত (মুদরাজ)।
বায়হাকী ও খতীবও অনুরূপ কথা বলেছেন।

এবং গ্রন্থকার 'আল-খুলাসাহ' গ্রন্থে বলেছেন: হাফেযগণ একমত হয়েছেন যে এটি (এই উক্তি) মুদরাজ। আর শাবাবা ইবনু সাওয়ার যুহায়র থেকে তা বর্ণনা করেছেন এবং তা পৃথক করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেছেন: "সুতরাং যখন তুমি তা (এই কথাগুলো) বলবে..." শেষ পর্যন্ত; এটি দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেছেন: শাবাবা নির্ভরযোগ্য। আর তিনি হাদীসের শেষ অংশকে পৃথক করে ইবনু মাসউদের উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন, এবং এটি যারা সন্নিবেশিত করেছেন তাদের বর্ণনা থেকে অধিক সহীহ (বিশুদ্ধ), আর তাঁর (শাবাবার) কথাটিই বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী; কারণ ইবনু সাওবান তা বর্ণনা করেছেন

(ص: 316) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

عَنِ الْحَسَنِ، كَذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِ كُلِّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَعَنْ غَيْرِهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى ذَلِكَ.

وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عُرُوبَةَ، وَجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا، وَذَكَرَ
فِيهِ الْإِسْتِسْعَاءَ» .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيهَا انْتَقَدَهُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ: قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَهَشَامٌ، وَهُمَا أَثْبَتُ النَّاسِ
فِي قَتَادَةَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْإِسْتِسْعَاءَ، وَوَافَقَهُمَا هَبَّامٌ، وَفَصَلَ الْإِسْتِسْعَاءَ مِنَ الْحَدِيثِ،
وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ.

وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ
مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، فَبِإِثْنَيْنِ أُخْرَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلِمَةً، وَقُلْتُ أَنَا أُخْرَى» فَذَكَرَهَا.

فَأَفَادَ ذَلِكَ أَنَّ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ثُمَّ وَرَدَتْ رِوَايَةُ ثَالِثَةٌ أَفَادَتْ أَنَّ
الْكَلِمَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ قَوْلِهِ هِيَ الثَّانِيَّةُ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ رِوَايَةُ رَابِعَةٌ اقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى الْكَلِمَةِ
الْأُولَى مُضَافَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَفِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ "، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

-

[তাদরীবুর রাবী]

হাসান (রহ.) থেকে বর্ণিত, অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে আলকামা (রহ.) সূত্রে
এবং অন্যান্য সূত্রে যারা তাশাহুদ বর্ণনা করেছেন, তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত।
এবং অনুরূপভাবে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) ইবনু আবী আরুবা ও জারীর ইবনু হাযিমের
সূত্রে, কাতাদা থেকে, তিনি নাযর ইবনু আনাস থেকে, তিনি বাশীর ইবনু নাহীক থেকে, তিনি
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো অংশ (গোলামের) আযাদ করল,
এবং তাতে 'ইস্তিছআ' (স্বয়ং কাজ করে মুক্তিপণ আদায়) এর উল্লেখ রয়েছে।"

দারাকুতনী শাইখান (বুখারী ও মুসলিম)-এর উপর তাঁর সমালোচনার প্রসঙ্গে বলেছেন: "শু'বা
ও হিশাম তা বর্ণনা করেছেন, এবং তারা দু'জনই কাতাদার সূত্রে বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক

নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তারা তাতে 'ইস্তিছা' উল্লেখ করেননি। হাম্মামও তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং 'ইস্তিছা' অংশটিকে হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন করে এটিকে কাতাদার উক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন।"

দারাকুতনী বলেছেন: "এবং এটাই অধিকতর সঠিক।"

এবং অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হাদীস: "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা বলেছেন, এবং আমি অন্য একটি কথা বলেছি।" অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

ফলে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয় কথার মধ্যে একটি ইবনে মাসউদের উক্তি ছিল।

অতঃপর তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা এসেছে, যা প্রমাণ করে যে, যে কথাটি তাঁর (ইবনে মাসউদের) উক্তি ছিল, তা হলো দ্বিতীয়টি। এবং একটি চতুর্থ বর্ণনা তা আরও নিশ্চিত করেছে, যেখানে কেবল প্রথম কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধিত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবং সহীহ (গ্রন্থে) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত: "ক্রীতদাসের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব (পুরস্কার)। এবং যাঁর হাতে আমার প্রাণ...

(ص: 317) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحُجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ». .
فَقَوْلُهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنْخُ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ ; لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَنَّى الرِّقَّ، وَلِأَنَّ أُمَّهُ لَمْ تَكُنْ إِذْ ذَاكَ مَوْجُودَةً حَتَّى يَبْرَّهَا.
تَنْبِيْهُ

هَذَا الْقِسْمُ يُسَمَّى مُدْرَجُ الْمَثْنِ، وَيُقَابِلُهُ مُدْرَجُ الْإِسْنَادِ، وَكُلُّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ، وَأَهْمَلَ نَوْعَيْنِ، وَأَهْمَلَ مِنَ الثَّانِي نَوْعًا، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ. فَأَمَّا مُدْرَجُ الْمَثْنِ: فَتَارَةً يَكُونُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، كَمَا ذَكَرَهُ، وَتَارَةً فِي أَوَّلِهِ، وَتَارَةً فِي وَسْطِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ، وَغَيْرُهُ. وَالْغَالِبُ وَقَوْعُ الْإِدْرَاجِ آخِرَ الْخَبَرِ، وَقَوْعُهُ أَوَّلُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَسْطِهِ؛ لِأَنَّ الرَّاويَ يَقُولُ كَلَامًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِالْحَدِيثِ، فَيَأْتِي بِهِ بِلا فَضْلٍ، فَيُتَوَهَّمُ أَنَّ الْكُلَّ حَدِيثٌ. مِثَالُهُ مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي قُطَيْبٍ وَشَبَابَةَ، فَرَّقَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيَلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». فَقَوْلُهُ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ»، مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا بَيَّنَّ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيَلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

[তাদরীবুর রাবী]

যদি আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্ব এবং আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি দাস অবস্থায় মারা যাওয়া পছন্দ করতাম।»

অতএব, তাঁর উক্তি: «যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে» ইত্যাদি আবু হুরায়রা (রা)-এর কথা; কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দাসত্ব কামনা করা অসম্ভব এবং এই কারণেও যে, তখন তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন না যে তিনি তাঁর সেবা করবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

এই প্রকারকে মুদরাজুল মাতন (মূল পাঠে সংযোজিত) বলা হয় এবং এর বিপরীতে রয়েছে মুদরাজুল ইসনাদ (সনদে সংযোজিত)। উভয়ের প্রত্যেকটি তিন প্রকারের। সংকলক ইবনে সালাহকে অনুসরণ করে প্রথম প্রকারের কেবল একটি প্রকার উল্লেখ করেছেন এবং দুটি প্রকার

বাদ দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার বাদ দিয়েছেন, যা ইবনে সালাহ-এর কাছে বিদ্যমান রয়েছে।

আর মুদরাজুল মাতন: কখনো হাদীসের শেষে হয়, যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন, এবং কখনো এর শুরুতে হয়, আর কখনো এর মাঝখানে হয়, যেমনটি খতীব এবং অন্যরা উল্লেখ করেছেন।

সাধারণত সংযোজন (ইদরাজ) বর্ণনার শেষে ঘটে এবং এর শুরুতে ঘটনার ঘটনা এর মাঝখানে ঘটনার চেয়ে বেশি; কারণ, বর্ণনাকারী এমন কথা বলেন যার ওপর তিনি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে চান, অতঃপর তিনি তা কোনো বিচ্ছেদ ছাড়াই পেশ করেন, ফলে ধারণা হয় যে, সবটাই হাদীস।

এর উদাহরণ হলো খতীব যা বর্ণনা করেছেন আবু কুতন ও শাবাবার সূত্রে, তাদের উভয়ের থেকে শুবা, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়ু করো, গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে দুর্ভোগ!»

অতএব, তাঁর উক্তি: «তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়ু করো»— এটি আবু হুরায়রা (রা)-এর উক্তি থেকে সংযোজিত (মুদরাজ)। যেমনটি বুখারীর বর্ণনায় স্পষ্ট করা হয়েছে, আদম থেকে, তিনি শুবা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি বলেন: «তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়ু করো। কেননা আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে দুর্ভোগ!»

(ص: 318) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَمَّ أَبُو قُطْنٍ وَشَبَابَةُ فِي رَوَايَتِهِمَا لَهُ، عَنْ شُعْبَةَ عَلَى مَا سُقْنَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ عَنْهُ، كَرَوَايَةِ آدَمَ.

وَمِثَالُ الْمُدْرَجِ فِي الْوَسْطِ، وَالسَّبَبُ فِيهِ إِمَّا اسْتِنْبَاطُ الرَّاوي حُكْمًا مِنَ الْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ فَيُدْرَجُهُ، أَوْ تَفْسِيرُ بَعْضِ الْأَلْفَافِ الْغَرِيبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَمِنَ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " السَّنَنِ " مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أَنْثِيَّهِ، أَوْ رَفَعِيهِ فَلْيَتَوَضَّأْ».

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامٍ، وَوَهُمَ فِي ذِكْرِ الْأُنْثِيَّيْنِ وَالرُّفْعِ وَإِدْرَاجِهِ لِذَلِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ عُرْوَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، عَنْ هِشَامٍ مِنْهُمْ أَيُّوبُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمَا، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِلَفْظٍ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ»، قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رُفَعِيهِ أَوْ أَنْثِيَّهِ أَوْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَكَذَا قَالَ الْخَطِيبُ.

فَعُرْوَةُ لَمَّا فَهِمَ مِنْ لَفْظِ الْخَبَرِ أَنَّ سَبَبَ نَقْضِ الْوُضُوءِ مِطْنَةُ الشَّهْوَةِ، جَعَلَ حُكْمَ مَا قَرُبَ مِنَ الذَّكَرِ كَذَلِكَ، فَقَالَ ذَلِكَ، فَظَنَّ بَعْضُ الرُّوَاةِ، أَنَّهُ مِنْ صُلْبِ الْخَبَرِ، فَنَقَلَهُ مُدْرَجًا فِيهِ، وَفَهُمَ الْآخَرُونَ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَفَصَلُّوا.

وَمِنَ الثَّانِي حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي بَدْءِ الْوُحْيِ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَنَّنُ فِي غَارِ حِرَاءَ» - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، فَقَوْلُهُ: وَهُوَ التَّعَبُّدُ، مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ الرَّهْزَرِيِّ.

[হাদীস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

খতীব বলেছেন: আবু কুতন ও শাবাবা তাদের শু'বাহ থেকে বর্ণনা করতে ভুল করেছেন, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। আর বহু সংখ্যক লোক আদামের বর্ণনার মতোই তাঁর থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

এবং মধ্যভাগে সন্নিবেশিত (মুদরাজ) এর উদাহরণ, এবং এর কারণ হয় বর্ণনাকারীর হাদীছ থেকে একটি বিধান অনুমান করা হাদীছটি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই, অতঃপর তা সন্নিবেশিত করে দেওয়া, অথবা কিছু অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা করা এবং এ ধরনের অন্যান্য।

প্রথম প্রকারের মধ্যে দা'রাকুতনী তাঁর "সুনান" গ্রন্থে আব্দুল হামিদ ইবনে জা'ফর থেকে, তিনি হিশাম থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বুসরা বিনতে সাফওয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: «যে তার পুরুষাঙ্গ, অথবা তার উভয় অণ্ডকোষ, অথবা তার উভয় কুঁচকি স্পর্শ করবে, সে যেন ওয়ু করে নেয়»।

দা'রাকুতনী বলেছেন: এভাবেই আব্দুল হামিদ, হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি উভয় অণ্ডকোষ ও কুঁচকির উল্লেখ এবং বুসরা'র হাদীছে তা সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। আর সুরক্ষিত (মাহফুজ) বর্ণনা অনুযায়ী, তা উরওয়ার নিজস্ব উক্তি। আর এভাবেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা হিশাম থেকে তা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আইয়ুব ও হাম্মাদ ইবনে যায়দ এবং অন্যান্যরা রয়েছেন। অতঃপর তিনি আইয়ুবের সূত্রে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: «যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে, সে যেন ওয়ু করে নেয়»। তিনি বলেছেন: এবং উরওয়াহ বলতেন: যদি কেউ তার উভয় কুঁচকি, অথবা তার উভয় অণ্ডকোষ, অথবা তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন ওয়ু করে নেয়। আর এভাবেই খতীবও বলেছেন।

সুতরাং উরওয়াহ যখন হাদীছের শব্দ থেকে বুঝলেন যে, ওয়ু ভঙ্গের কারণ হলো কামভাবের সম্ভাবনা, তখন তিনি পুরুষাঙ্গের কাছাকাছি অঙ্গগুলির হুকুমও তেমনই গণ্য করলেন এবং সে কথা বললেন। অতঃপর কিছু বর্ণনাকারী ধারণা করলেন যে, এটি হাদীছের মূল অংশ, তাই তাঁরা তা হাদীছের মধ্যে সন্নিবেশিত করে বর্ণনা করলেন। আর অন্যেরা প্রকৃত অবস্থাটি বুঝতে পেরে আলাদা করলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) এর ওহী শুরুর হাদীছটি হলো: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় তাহান্নুস করতেন» - আর তা হলো ইবাদত করা - নির্দিষ্ট সংখ্যক রাত ধরে। সুতরাং তাঁর উক্তি: 'আর তা হলো ইবাদত করা', এটি যুহরি'র উক্তি থেকে সন্নিবেশিত (মুদরাজ)।

(ص: 319) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَتْنَانِ بِإِسْنَادَيْنِ، فَيَرْوِيَهُمَا بِأَحَدِهِمَا.

[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ فَضَالَةَ: «أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ: الْحَبِيلُ بَيَّتَ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ». الْحَدِيثُ.
فَقَوْلُهُ: وَالزَّعِيمُ: الْحَبِيلُ، مُدْرَجٌ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأُمَثَلَهُ ذَلِكَ كَثِيرَةً.
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَالطَّرِيقُ إِلَى الْحُكْمِ بِالْإِدْرَاجِ فِي الْأَوَّلِ وَالْأَثْنَاءِ ضَعِيفٌ، لَا
سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى اللَّفْظِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ.

[الثاني عند الراوي مثنان بإسنادين فيزيويهما بأحدهما]

(الثاني: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَثْنَانِ) مُخْتَلِفَانِ (بِإِسْنَادَيْنِ) مُخْتَلِفَيْنِ، (فَيَزِيوِيهْمَا بِأَحَدِهِمَا)
بِأَحَدِهِمَا، أَوْ يَزِيوِي أَحَدَهُمَا بِإِسْنَادِهِ الْخَاصِّ بِهِ، وَيَزِيدُ فِيهِ مِنَ الْمَثْنِ الْآخَرَ مَا لَيْسَ
فِي الْأَوَّلِ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ الْمَثْنُ بِإِسْنَادٍ، إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، فَيَزِيوِيهِ
تَامًا بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ.

وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ، فَيَسْمَعُهُ بِوَاسِطَةٍ عَنْهُ، فَيَزِيوِيهِ تَامًا
بِحَذْفِ الْوَاسِطَةِ.

وَابْنُ الصَّلَاحِ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ دُونَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ رَأَى
دُخُولَهُمَا فِيهَا ذِكْرَهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا
تَنَافَسُوا»، الْحَدِيثُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَثْنَانِ بِإِسْنَادَيْنِ، فَيَزِيوِيهْمَا بِأَحَدِهِمَا

-

[তাদরীবুর রাবী]

وَحَدِيثُ فَضَالَةَ: «أَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ: الْحَبِيلُ بَيَّتَ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ». الْحَدِيثُ.
فَقَوْلُهُ: وَالزَّعِيمُ: الْحَبِيلُ، مُدْرَجٌ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأُمَثَلَهُ ذَلِكَ كَثِيرَةً.
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَالطَّرِيقُ إِلَى الْحُكْمِ بِالْإِدْرَاجِ فِي الْأَوَّلِ وَالْأَثْنَاءِ ضَعِيفٌ، لَا
سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى اللَّفْظِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ.

[বর্ণনাকারীর কাছে দুটি সনদসহ দুটি পাঠ থাকলে, তিনি সে দুটিকে যেকোনো একটি সনদ দিয়ে বর্ণনা করবেন]

(দ্বিতীয় প্রকার: তার কাছে দুটি ভিন্ন (পাঠ) এবং দুটি ভিন্ন (সনদ) থাকলে, (তিনি সে দুটিকে যেকোনো একটি সনদ দিয়ে বর্ণনা করবেন), অথবা তিনি তার নিজস্ব সনদ দিয়ে একটি পাঠ বর্ণনা করবেন এবং তাতে অন্য পাঠ থেকে এমন কিছু বাড়াবেন যা প্রথমটিতে নেই, অথবা তার কাছে একটি পাঠ একটি সনদ দিয়ে থাকবে, তবে তার একটি অংশ অন্য একটি সনদ দিয়ে তার কাছে থাকবে, অতঃপর তিনি সেটিকে প্রথম সনদ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করবেন।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো যে, সে তার শাইখের কাছ থেকে হাদীস শুনবে, তবে তার একটি অংশ ব্যতীত; অতঃপর সে সেই অংশটি তার কাছ থেকে কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শুনবে, অতঃপর সে মধ্যস্থতাকারী বাদ দিয়ে হাদীসটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করবে।

ইবনুস সালাহ এই দুটি প্রকার উল্লেখ করেছেন, যা মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) উল্লেখ করেননি; এবং মনে হয় মুসান্নিফ মনে করেছেন যে এই দুটি প্রকার তার উল্লিখিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এর উদাহরণ: একটি হাদীস যা সাঈদ ইবনু আবী মারইয়াম বর্ণনা করেছেন, মালিক থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, হিংসা করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না», হাদীসটি।

(ص: 320) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَقَوْلُهُ: «وَلَا تَنَافَسُوا» مُدْرَجٌ، أَدْرَجَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ مِنْ حَدِيثِ آخَرَ لِمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّزَّادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا» .

وَكَلَّا الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ فِي الْأَوَّلِ، «وَلَا تَنَافَسُوا»، وَهِيَ فِي الثَّانِي، وَهَكَذَا الْحَدِيثَانِ عِنْدَ رِوَاةِ الْمُوَطَّأِ.
 قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَمَ فِيهَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهَا مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.
 وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ، وَشَرِيكَ - فَرَقَهُمَا - وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، كُلُّهُمَا عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ: «ثُمَّ جِئْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُ الثِّيَابِ تَحَرَّكَ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ». فَقَوْلُهُ: ثُمَّ جِئْتُهُمْ إِلَى آخِرِهِ، لَيْسَ هُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنَّمَا أُدْرِجَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ وَائِلٍ.
 وَهَكَذَا رَوَاهُ مُبَيِّنًا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ؛ فَمَيَّزَا قِصَّةَ تَحْرِيكِ الْأَيْدِي، وَفَصَّلَاهَا مِنَ الْحَدِيثِ، وَذَكَرَا إِسْنَادَهُمَا.

-
[তাদরিবুর রাবী]

তাঁর উক্তি: «তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো না» এটি মুদরাজ (অন্তর্ভুক্ত)। ইবনু আবী মারইয়াম এটিকে মালিকের অপর একটি হাদীস থেকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা আবূ যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: «তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা ধারণা হলো সবচেয়ে মিথ্যা কথা। আর তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না, আর তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো না, আর তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না।»
 উভয় হাদীসই মালিকের সূত্রে মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত)। আর প্রথমটিতে «তোমরা প্রতিযোগিতা করো না» বাক্যটি নেই, বরং এটি দ্বিতীয়টিতে রয়েছে। মুয়াত্তার বর্ণনাকারীদের নিকট হাদীস দুটি এভাবেই রয়েছে।

খতীব বলেছেন: ইবনু আবী মারইয়াম মালিক থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে এটি বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। বরং মালিক তাঁর হাদীসে এটি আবুয যিনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ যায়িদাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর শারীক - তিনি উভয়কে পৃথক করেছেন - এবং নাসায়ী সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকে আসিম ইবনু কুলাইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ওয়াইল ইবনু হুজর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন: «তারপর আমি তাদের নিকট এরপর এমন এক সময়ে আসলাম যখন তীব্র ঠান্ডা ছিল। তখন আমি দেখলাম যে, লোকদের গায়ে মোটা পোশাক পরা আছে এবং তাদের হাতগুলো পোশাকের নিচে নড়ছে।»

তাঁর উক্তি: «তারপর আমি তাদের নিকট আসলাম» শেষ পর্যন্ত, এটি এই সনদ দ্বারা বর্ণিত নয়, বরং এটিকে এর উপর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর এটি আসিম থেকে, তিনি আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়াইল থেকে, তিনি তাঁর পরিবারের কারো থেকে, তিনি ওয়াইল থেকে বর্ণিত।

আর এভাবেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যুহায়র ইবনু মুয়াবিয়াহ এবং আবু বাদ্র শুজা' ইবনু আল-ওয়ালীদ; অতঃপর তাঁরা হাতের নড়াচড়ার ঘটনাটিকে আলাদা করেছেন এবং হাদীস থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং তাঁদের নিজস্ব সনদ উল্লেখ করেছেন।

(ص: 321) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثُ: أَنْ يَسْعَ حَدِيثًا مِنْ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ مَتْنِهِ فَيَزَوِيهِ عَنْهُمْ بِاتِّفَاقٍ، وَكُلُّهُ حَرَامٌ، وَصَنَّفَ فِيهِ الْخَطِيبُ كِتَابًا شَفَى وَكَفَى.

[تدريب الراوي]

قَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَمَّالُ:، وَهَذَا أَثْبَتُ مَنْ يَرْوِي رَفَعَ الْأَيْدِيَ تَحْتَ الثِّيَابِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ.

[الثالث يَسْمَعُ الراوي حَدِيثًا مِنْ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ مَتْنِهِ فَيَرْوِيهِ عَنْهُمْ بِاتِّفَاقٍ]

(الثَّالِثُ: أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثًا مِنْ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي إِسْنَادِهِ، أَوْ مَتْنِهِ، فَيَرْوِيهِ عَنْهُمْ بِاتِّفَاقٍ) ، وَلَا يُبَيِّنُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ. وَلَفْظَةُ الْمَتْنِ مَزِيدَةٌ هُنَا، كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ، إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثَالُهُ.

وَمِثَالُ اخْتِلَافِ السَّنَدِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ: عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، وَمَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟» " الْحَدِيثُ. فَرِوَايَةٌ وَاصِلٍ هَذِهِ مُدْرَجَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ; لِأَنَّ وَاصِلًا لَا يَذْكُرُ فِيهِ عَمْرًا، بَلْ يَجْعَلُهُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، وَمَالِكُ بْنُ مِغُولٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ وَاصِلٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ وَقَدْ بَيَّنَّ الْإِسْنَادَيْنِ مَعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَفَصَلَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

তৃতীয়ত: সে একদল লোকের কাছ থেকে এমন হাদীস শুনবে, যারা তার ইসনাদ (সনদ) বা মাতন (মূল পাঠ)-এ ভিন্নমত পোষণ করে, অতঃপর সে তাদের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে তা বর্ণনা করবে। আর এর পুরোটাই হারাম। এ বিষয়ে আল-খাতীব একটি বিস্তারিত ও পর্যাপ্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

-

[তাদরিবুর রাবী]

মুসা ইবন হারুন আল-হাম্মাল বলেন:, আর তারা দুজন অধিক নির্ভরযোগ্য তাদের চেয়ে, যারা পোশাকের নিচে হাত ওঠানোর কথা বর্ণনা করে, আসিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়াইল থেকে।

[তৃতীয়ত: রাবী এমন একটি হাদীস শুনবে যা একদল লোকের কাছ থেকে এসেছে, যারা এর সনদ বা মূলে ভিন্নমত পোষণ করে, অতঃপর সে তাদের পক্ষ থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটি বর্ণনা করবে]

(তৃতীয়ত: সে একদল লোকের কাছ থেকে এমন হাদীস শুনবে, যারা তার ইসনাদ (সনদ) বা মাতন (মূল পাঠ)-এ ভিন্নমত পোষণ করে, অতঃপর সে তাদের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে তা বর্ণনা করবে) এবং যে বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে তা স্পষ্ট করবে না।

এখানে 'মাতন' (মূল পাঠ) শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে, যেন এর দ্বারা তিনি পূর্বে উল্লিখিত বিষয়টিকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তার কাছে মাতনটি একটি ইসনাদসহ থাকবে, তবে এর একটি অংশ ব্যতীত, আর এর উদাহরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

এবং সনদের পার্থক্যের উদাহরণ হলো তিরমিযীর হাদীস: বুন্দার থেকে, তিনি ইবন মাহদী থেকে, তিনি সুফইয়ান সাওরী থেকে, তিনি ওয়াসিল, মানসুর ও আল-আ'মাশ থেকে, তারা আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আমর ইবন শুরাহবিল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, কোন পাপ সবচেয়ে বড়?" – হাদীসটি।

ওয়াসিলের এই বর্ণনা মানসুর ও আল-আ'মাশের বর্ণনার উপর অন্তর্ভুক্ত ('মুদরাজ'); কারণ ওয়াসিল এতে আমর-এর উল্লেখ করেন না, বরং তিনি এটিকে আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে (বর্ণিত) করেন। এভাবেই শু'বাহ, মাহদী ইবন মায়মুন, মালিক ইবন মিজওয়াল এবং সাঈদ ইবন মাসরু'ক ওয়াসিল থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি আল-খাতীব উল্লেখ করেছেন।

আর ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান তার সুফইয়ান থেকে বর্ণিত রিওয়াযাতে উভয় সনদকেই স্পষ্ট করেছেন এবং একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেছেন। এটি বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে আমর ইবন আলী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি মানসুর ও আল-আ'মাশ থেকে, উভয়ই আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আমর থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

[تدريب الراوي]

وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَمْرٍو.
وَقَالَ عَمْرٍو بْنُ عَلِيٍّ: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
وَمَنْصُورٍ، وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرٍو، فَقَالَ: دَعُهُ، دَعُهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ بُنْدَارٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ،
وَحَدَّثَهُ، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرٍو، فَزَادَ فِي السَّنَدِ عَمْرًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَحَدٍ، وَكَانَ ابْنُ
مَهْدِيٍّ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَوَاصِلٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ ظَنَّ
الرُّوَاةَ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ اتِّفَاقَ طُرُقِهِمْ، فَاقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ شُيُوخِ سُفْيَانَ.
(وَكُلُّهُ) ، أَيِ الْإِدْرَاجِ بِأَقْسَامِهِ (حَرَامٌ) بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ.
وَعِبَارَةُ ابْنِ السَّعْيَانِيِّ وَغَيْرِهِ: " مَنْ تَعَمَّدَ الْإِدْرَاجَ فَهُوَ سَاقِطُ الْعَدَالَةِ، وَمِمَّنْ يُحَرِّفُ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْكَذَّابِينَ ".
وَعِنْدِي أَنَّ مَا أُدْرِجَ لِتَفْسِيرِ غَرِيبٍ لَا يُنْعَمُ، وَلِذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ مِنَ
الْأَنْبِيَاءِ.
(وَصَنَّفَ فِيهِ) ، أَيِ نَوْعِ الْمُدْرَجِ (الْخَطِيبُ كِتَابًا) ، سَمَّاهُ: " الْفَصْلَ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ فِي
النَّقْلِ "، (شَفَى وَكَفَى) عَلَى مَا فِيهِ مِنْ إِعْوَازٍ.
وَقَدْ لَخَّصَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَزَادَ عَلَيْهِ قَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ: " تَقْرِيبُ
الْمُنْهَجِ بِتَرْتِيبِ الْمُدْرَجِ ".

[তাদরিবুর রাবী]

এবং সুফিয়ান থেকে, ওয়াসিল থেকে, আবু ওয়াইল থেকে, আব্দুল্লাহ থেকে – আমর-এর উল্লেখ ব্যতিরেকে।

আমর ইবনু আলী বলেছেন: আমি তা আব্দুর রহমানের কাছে উল্লেখ করেছিলাম, আর সুফিয়ান আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন আ'মাশ, মানসুর ও ওয়াসিল থেকে, আবু ওয়াইল থেকে, আমর থেকে। তখন তিনি (আব্দুর রহমান) বললেন: "এটা ছেড়ে দাও, এটা ছেড়ে দাও।" আল-ইরাকী বলেছেন: কিন্তু নাসায়ী এটি বর্ণনা করেছেন বুন্দার থেকে, ইবনু মাহদি থেকে, সুফিয়ান থেকে, ওয়াসিল এককভাবে; এবং আবু ওয়াইল থেকে, আমর থেকে। ফলে তিনি (নাসায়ী) সনদে আমরকে যোগ করেছেন অন্য কারো উল্লেখ ছাড়াই। আর ইবনু মাহদি যখন এটি সুফিয়ান থেকে, মানসুর, আ'মাশ ও ওয়াসিল থেকে একটি একক সনদসূত্রে বর্ণনা করেছিলেন, তখন ইবনু মাহদি থেকে বর্ণনাকারীরা তাদের সনদসমূহের মধ্যে ঐক্য অনুমান করেছিলেন, তাই তারা সুফিয়ানের একজন শাইখের উপর সীমাবদ্ধ ছিলেন।

(আর এর সবটাই), অর্থাৎ ইদ্রাজ তার সকল প্রকারসহ, (হারাম) আহলুল হাদীস ও ফিকহবিদগণের ইজমা (ঐকমত্য) দ্বারা।

ইবনুস সাম'আনী ও অন্যান্যদের বক্তব্য হলো: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইদ্রাজ করে, তার আদল (ন্যায়পরায়ণতা) নষ্ট হয়ে যায়। এবং সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা শব্দকে তার স্থান থেকে বিকৃত করে, আর তাকে মিথ্যাবাদীদের সাথে যুক্ত করা হয়।"

আমার মতে, যা কোনো গরীব (অপরিচিত/অজানা) শব্দের ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে সংযুক্ত করা হয়, তা নিষিদ্ধ নয়। আর এই কারণেই যুহরী ও অন্যান্য বহু ইমাম এটি করেছেন।

(আর এই বিষয়ে), অর্থাৎ মুদরাজ প্রকার সম্পর্কে (আল-খাতিব একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন), যার নাম দিয়েছেন: "আল-ফাসল লিল ওয়াসল আল-মুদরাজ ফি আন-নাকল" (বর্ণনায় সংযুক্ত ইদ্রাজকে পৃথকীকরণ), যা (যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ ছিল) যদিও তাতে কিছু ত্রুটি ছিল।

আর শাইখুল ইসলাম তা সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং তাতে দ্বিগুণ বা তারও বেশি সংযোজন করেছেন একটি গ্রন্থে, যার নাম দিয়েছেন: "তাকরিবুল মানহাজ বি তারতিবিল মুদরাজ" (মুদরাজ বিন্যাসের মাধ্যমে পদ্ধতিকে নিকটবর্তীকরণ)।

(ص: 323) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النُّوعُ الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ: الْمَوْضُوعُ: هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ، وَشَرُّ الضَّعِيفِ، وَتَحْرُمُ رَوَايَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فِي أَيِّ مَعْنَى كَانَ إِلَّا مُبَيَّنًا، وَيُعْرَفُ الْوَضْعُ بِإِقْرَارٍ وَاضِحِهِ. أَوْ مَعْنَى

إِقْرَارِهِ، أَوْ قَرِينَةٍ فِي الرَّاويِ أَوْ الْمَرْوِيِّ، فَقَدْ وُضِعَتْ أَحَادِيثُ يَشْهَدُ بِوَضْعِهَا رَكَاكَةٌ لَفْظُهَا وَمَعَانِيهَا.

[تدريب الراوي]

[النَّوعُ الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ الْمَوْضُوعُ] [تعريف الوضع وكيفية معرفته]
(النَّوعُ الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ: الْمَوْضُوعُ: هُوَ) الْكَذِبُ (الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ، وَ) هُوَ شَرُّ الضَّعِيفِ) ، وَأَقْبَحُهُ (وَتَحْرُمُ رَوَايَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ) ، أَيُّ بِوَضْعِهِ (فِي أَيِّ مَعْنَى كَانَ) سَوَاءٌ الْأَحْكَامُ وَالْقَصَصُ وَالتَّرْغِيبُ وَغَيْرُهَا (إِلَّا مُبَيَّنًا) ، أَيُّ مَقْرُونًا بِبَيَانٍ وَضَعِهِ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» .
(وَيُعْرَفُ الْمَوْضِعُ) لِلْحَدِيثِ (بِإِقْرَارٍ وَاضِعِهِ) أَنَّهُ وَضَعَهُ، كَحَدِيثِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ الْآتِي، اعْتَرَفَ بِوَضْعِهِ مَيْسَرَةً.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " التَّارِيخِ الْأَوْسَطِ " : حَدَّثَنِي يَحْيَى الْأَشْكُرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ صُبْحٍ، يَقُولُ: أَنَا وَضَعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ اسْتَشْكَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ بِإِقْرَارٍ مَنِ ادَّعَى وَضْعَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْوَضْعِ.

একবিংশতম প্রকার: মাওয়া' (বানোয়াট): এটি মনগড়া, কৃত্রিমভাবে তৈরি। এবং এটি দুর্বল (যয়ীফ) হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এটি বানোয়াট জেনেও এর বর্ণনা করা হারাম, যে অর্থেই হোক না কেন, যতক্ষণ না এর বানোয়াট হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়। এবং এর উদ্ভাবকের স্বীকারোক্তি দ্বারা এর বানোয়াট হওয়া প্রমাণিত হয়, অথবা তার স্বীকারোক্তির অর্থ দ্বারা, অথবা বর্ণনাকারী বা বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান কোনো আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা। অনেক হাদীস উদ্ভাবন করা হয়েছে যার শব্দ ও অর্থের দুর্বলতা এর বানোয়াট হওয়ার সাক্ষ্য দেয়।

[তাদরিবুর রাবী]

[একবিংশতম প্রকার: মাওয়া' (বানোয়াট)] [বানোয়াট হাদীসের সংজ্ঞা ও তা চেনার পদ্ধতি]

(একবিংশতম প্রকার: মাওযু': এটি) মিথ্যা, (মনগড়া, কৃত্রিমভাবে তৈরি, এবং) এটি (দুর্বল (যয়ীফ) হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট) এবং সবচেয়ে জঘন্য। (এটি বানোয়াট জেনেও এর বর্ণনা করা হারাম), অর্থাৎ, এর বানোয়াট হওয়ার বিষয়টি জেনেও, (যে অর্থেই হোক না কেন), তা আহকাম (বিধানাবলী), কিসসা-কাহিনী, উৎসাহ প্রদান বা অন্য কিছু হোক না কেন, (সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া), অর্থাৎ, এর বানোয়াট হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা সহকারে। মুসলিমের হাদীস অনুযায়ী: «যে আমার পক্ষ থেকে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করে যা সে মিথ্যা বলে জানে, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।»

(এবং বানোয়াট হওয়া প্রমাণিত হয়) হাদীসের (এর উদ্ভাবকের স্বীকারোক্তি দ্বারা) যে সে এটি উদ্ভাবন করেছে, যেমন আগত ফাযাইলুল কুরআন (কুরআনের ফযীলত) এর হাদীস, মাইসারা এর উদ্ভাবনের কথা স্বীকার করেছেন।

এবং ইমাম বুখারী "তারীখুল আওসাত" গ্রন্থে বলেছেন: ইয়াহইয়া আল-আশকারি আমাকে আলী ইবনে জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি উমার ইবনে সুবহকে বলতে শুনেছি: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা উদ্ভাবন করেছি।"

এবং ইবনু দাকীক আল-ঈদ ঐ ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হাদীসকে বানোয়াট গণ্য করার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে নিজে এর উদ্ভাবনের দাবি করে; কারণ এতে নিজের উদ্ভাবনের কথা স্বীকার করার পর তার কথা অনুযায়ী আমল করা হয়।

(ص: 324) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَهَذَا كَافٍ فِي رَدِّهِ، لَكِنْ لَيْسَ بِقَاطِعٍ فِي كَوْنِهِ مَوْضُوعًا، لِحُجُوزِ أَنْ يُكْذَّبَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ بِعَيْنِهِ.

قِيلَ: وَهَذَا لَيْسَ بِاسْتِشْكَالٍ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ تَوْضِيحٌ وَبَيَانٌ، وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ بِالْإِقْرَارِ لَيْسَ بِأَمْرٍ قُطْعِيٍّ مُوَافِقٍ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِحُجُوزِ كَذِبِهِ فِي الْإِقْرَارِ، عَلَى حَدِّ

مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ مَا هُوَ الظَّاهِرُ، لَا مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَنَحَا
الْبُلْقَيْنِي فِي " مَحَاسِنِ الْإِصْطِلَاحِ " قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

(أَوْ مَعْنَى إِقْرَارِهِ) ، عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ: وَمَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةً إِقْرَارِهِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: كَانَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ عَنْ شَيْخٍ، وَيُسْأَلُ عَنْ مَوْلِدِهِ، فَيَذْكُرُ تَارِيخًا يُعْلَمُ
وَفَاةَ ذَلِكَ الشَّيْخِ قَبْلَهُ، وَلَا يُعْرِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ إِلَّا عِنْدَهُ، فَهَذَا لَمْ يَعْتَرَفْ بِوَضْعِهِ،
وَلَكِنَّ اعْتِرَافَهُ بِوَقْتِ مَوْلِدِهِ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةً إِقْرَارِهِ بِالْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ لَا
يُعْرِفُ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ، وَلَا يُعْرِفُ إِلَّا بِرِوَايَةِ هَذَا عَنْهُ.
وَكَذَا مَثَلُ الرَّزْكَاشِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ.

(أَوْ قَرِينَةٍ فِي الرَّاوي، أَوْ الْمَرْوِيِّ، فَقَدْ وَضَعْتَ أَحَادِيثَ) طَوِيلَةً (يَشْهَدُ بِوَضْعِهَا

-

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

তিনি বলেন: এবং এটি এর প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এটি এর মওয়া (জাল) হওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নয়, কারণ এই স্বীকারোক্তির বিষয়ে সে মিথ্যা বলতে পারে।

বলা হয়েছে: এটি তার পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নয়, বরং এটি একটি ব্যাখ্যা ও বিবরণ, এবং তা হলো, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জাল হওয়ার ফয়সালা কোনো চূড়ান্ত বিষয় নয় যা বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; কারণ স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে তার মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে, পূর্বে যেমন বলা হয়েছে যে, সহীহ (বিশুদ্ধ) ও যঈফ (দুর্বল) দ্বারা যা বাহ্যিক, তাই উদ্দেশ্য; প্রকৃত বিষয় নয়। এবং বুলক্বীনী তার "মাহাসিনুল ইসতিলাহ" গ্রন্থে এর কাছাকাছি মত দিয়েছেন। (অথবা তার স্বীকারোক্তির অর্থ), ইবনুস সালাহ-এর উক্তি: এবং যা তার স্বীকারোক্তির জ্বলাভিষিক্ত হয়।

ইরাকী বলেন: যেমন সে কোনো শাইখ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলো এবং তার জন্ম (তারিখ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে এমন একটি তারিখ উল্লেখ করলো, যার পূর্বে সেই শাইখের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়, এবং সেই হাদীসটি কেবল তার কাছ থেকেই পরিচিত। সুতরাং এই ব্যক্তি হাদীসটি জাল করার কথা স্বীকার করেনি, কিন্তু তার জন্ম-সময়

স্বীকার করা হাদীস জাল করার স্বীকারোক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়; কারণ সেই হাদীসটি কেবল সেই শাইখ থেকেই পরিচিত এবং তার থেকে এই ব্যক্তির বর্ণনা ছাড়া তা পরিচিত নয়।

এবং যারকাশীও তার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে অনুরূপ উদাহরণ দিয়েছেন।

(অথবা রাবী (বর্ণনাকারী) কিংবা মারবী (বর্ণিত বিষয়)-এর মধ্যে কোনো ইঙ্গিত, কারণ, অনেক দীর্ঘ হাদীস) জাল করা হয়েছে (যা সেগুলোর জাল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়)।

(ص: 325) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

رَكَائَةُ لَفْظِهَا، وَمَعَانِيهَا).

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: إِنَّ لِلْحَدِيثِ ضَوْءًا كَضَوْءِ النَّهَارِ تَعْرِفُهُ، وَظُلْمَةً كَظُلْمَةِ اللَّيْلِ تُنْكِرُهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْحَدِيثُ الْمُنْكَرُ يَفْشَعُ لَهُ جَلْدُ الطَّالِبِ لِلْعِلْمِ، وَيَنْفِرُ مِنْهُ قَلْبُهُ فِي الْغَالِبِ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَشَاهِدُ هَذَا أَنَّ إِنْسَانًا لَوْ خَدَمَ إِنْسَانًا سِنِينَ، وَعَرَفَ مَا يُحِبُّ، وَمَا يَكْرَهُ، فَادَّعَى إِنْسَانٌ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَيْئًا، يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، فَبِمَجَرَّدِ سَمَاعِهِ يُبَادِرُ إِلَى تَكْذِيبِهِ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْمَدَارُ فِي الرِّكََّةِ عَلَى رِكََّةِ الْمَعْنَى، فَحَيْثُمَا وَجَدْتَ دَلَّ عَلَى الْوَضْعِ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ رِكََّةُ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدِّينَ كُلُّهُ مَحَاسِنُ، وَالرِّكََّةُ تَرْجِعُ إِلَى الرَّدَائِعِ.

قَالَ: أَمَّا رَكَائَةُ اللَّفْظِ فَقَطْ، فَلَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى، فَغَيَّرَ أَلْفَاظَهُ بِغَيْرِ فَصِيحٍ، ثُمَّ إِنَّ صَرَحَ بِأَنَّهُ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاذِبٌ.

قَالَ: وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي قَرِينَةِ حَالِ الْمَرْوِيِّ، مَا نُقِلَ عَنِ الْخَطِيبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ
الطَّيِّبِ، أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ دَلَائِلِ الْوَضْعِ أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْعَقْلِ، بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ،
وَيَلْتَحِقُ بِهِ مَا يَدْفَعُهُ الْحُسُّ وَالْمُشَاهَدَةُ أَوْ يَكُونَ مُنَافِيًا لِدَلَالَةِ الْكِتَابِ الْقَطْعِيَّةِ أَوْ

[তাদরীব আল-রাবী]

এর শব্দ ও অর্থের দুর্বলতা।

রাবী' ইবন খুসাইম বলেছেন: নিশ্চয় হাদিসের এমন একটি আলো রয়েছে যা দিনের আলোর মতো, তুমি তা চিনতে পারো; এবং এমন একটি অন্ধকার রয়েছে যা রাতের অন্ধকারের মতো, তুমি তা অস্বীকার করো।

এবং ইবনুল জাওয়ী বলেছেন: মুনকার হাদিস এমন যে, জ্ঞান অন্বেষণকারীর লোম এর কারণে শিউরে ওঠে এবং বেশিরভাগ সময় তার মন তা থেকে বিতৃষ্ণ হয়।

বুলকিনী বলেছেন: এর দৃষ্টান্ত হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে বহু বছর ধরে সেবা করে এবং সে জানে যে সে কী পছন্দ করে ও কী অপছন্দ করে, অতঃপর যদি অন্য কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে, সে (সেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এমন কিছু অপছন্দ করতো যা সে (সেবাকারী) জানে যে সে পছন্দ করতো, তাহলে সে (সেবাকারী) তা শোনা মাত্রই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে দ্রুত অগ্রসর হবে।

এবং শাইখুল ইসলাম বলেছেন: দুর্বলতার মূল ভিত্তি হলো অর্থের দুর্বলতা; সুতরাং যখনই তা (অর্থের দুর্বলতা) পাওয়া যাবে, তা জালিয়াতির ইঙ্গিত দেবে, যদিও এর সাথে শব্দের দুর্বলতা যুক্ত না হয়। কারণ এই দীন (ইসলাম) সম্পূর্ণই সৌন্দর্যমণ্ডিত, এবং দুর্বলতা নিম্নমানের দিকেই ফিরে যায়।

তিনি বলেছেন: কিন্তু শুধুমাত্র শব্দের দুর্বলতা তা (জালিয়াতির ইঙ্গিত) দেয় না; কারণ সম্ভাবনা আছে যে, সে অর্থানুসারে বর্ণনা করেছে, ফলে তার শব্দগুলোকে অনলংকারিক ভাষায় পরিবর্তন করেছে। অতঃপর যদি সে সুস্পষ্টভাবে বলে যে এটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজস্ব শব্দ, তাহলে সে মিথ্যাবাদী।

তিনি বলেছেন: এবং বর্ণিত বিষয়টির অবস্থার প্রেক্ষাপটে যা অন্তর্ভুক্ত হয় তার মধ্যে রয়েছে, যা খতীব থেকে আবু বকর ইবনুত তায়্যিবের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, জালিয়াতির প্রমাণসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো তা যুক্তির পরিপন্থী হবে, এমনভাবে যে কোনো ব্যাখ্যাই তা গ্রহণ করবে

না; এবং এর সাথে যুক্ত হবে যা ইন্দ্রিয় ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা অগ্রাহ্য হয়; অথবা তা কিতাবের (কুরআনের) সুস্পষ্ট নির্দেশনার পরিপন্থী হবে অথবা

(ص: 326) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ أَوْ الْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ، أَمَّا الْمُعَارَضَةُ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ فَلَا.
وَمِنْهَا مَا يُصْرَحُ بِتَكْذِيبِ رِوَاةٍ جَمِيعِ الْمُتَوَاتِرِ، أَوْ يَكُونُ خَبَرًا، عَنْ أَمْرِ جَسِيمٍ تَتَوَقَّرُ
الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ بِمَحْضَرِ الْجَمْعِ، لَا يَنْقُلُهُ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ.

وَمِنْهَا الْإِفْرَاطُ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى الْأَمْرِ الصَّغِيرِ، أَوْ الْوَعْدِ الْعَظِيمِ عَلَى الْفِعْلِ
الْحَقِيرِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي حَدِيثِ الْقَصَاصِ، وَالْأَخِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الرِّكَّةِ. قُلْتُ: وَمِنَ الْقَرَائِنِ
كَوْنُ الرَّاوي رَافِضِيًّا، وَالْحَدِيثُ فِي فَصَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ.

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى غَالِبِ مَا تَقَدَّمَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ، فَقَالَ: وَيُعْرَفُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ أَوْ
مِنْ حَالِ الرَّاوي، كَقَوْلِهِ: سَمِعْتُ فَلَانًا يَقُولُ، وَعَلِمْنَا وَفَاةَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ قَبْلَ وُجُودِهِ، أَوْ
مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ؛ لِرَكَاكَةِ الْفَاطَةِ حَيْثُ يُنْعَى الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى، وَمُخَالَفَتِهِ الْقَاطِعَ، وَلَمْ
يُقْبَلِ التَّأْوِيلُ، أَوْ لِمَتَضَمُّنِهِ لِمَا تَتَوَقَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي الدِّينِ، وَلَمْ
يَتَوَاتَرَ، كَالنَّصِّ الَّذِي تَزْعُمُ الرَّافِضَةُ أَنَّهُ دَلٌّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ، وَهَلْ تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى
أَنَّهُ وَضَعَهُ، يُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّرَدُّدُ فِي أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ هَلْ تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ مَعَ
الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ. انْتَهَى.

وَفِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ لِابْنِ السُّبْكِيِّ أَخْذًا مِنْ " الْمَحْصُولِ "، وَغَيْرِهِ: كُلُّ خَبَرٍ أَوْ هَمَّ بِاطِّلَا،
وَلَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ، فَمَكْذُوبٌ، أَوْ نَقْصٌ مِنْهُ مَا يُزِيلُ الْوَهْمَ، وَمِنَ الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ مَا

نُقِبَ عَنْهُ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنْ صُدُورِ الرُّوَاةِ، وَبُطُونِ الْكُتُبِ، وَكَذَا
قَالَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

মুতাওয়াতির সুন্নাহ অথবা সুনির্দিষ্ট ইজমা'র সাথে (বিরোধিতা)। কিন্তু সমন্বয়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিরোধিতা হলে তা (আপত্তিজনক) নয়।

এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন বিষয়, যা সকল মুতাওয়াতির বর্ণনাকারীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথবা এমন কোনো গুরুতর বিষয় সম্পর্কিত খবর যা বহু লোকের উপস্থিতিতে বর্ণনা করার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে, অথচ তাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেউ তা বর্ণনা করে না।

এবং এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র বিষয়ে কঠোর শাস্তির বিষয়ে অতিশয়োক্তি, অথবা তুচ্ছ কর্মে বিরূপ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। আর এটি কাসসাসদের (গল্পকারদের) হাদীসে প্রচুর দেখা যায়।

শেষোক্তটি (দুর্বলতার) অন্তর্ভুক্ত। আমি বলি: এর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, বর্ণনাকারীর রাফিযী হওয়া এবং হাদীসটি আহলে বাইতের ফযিলত সম্পর্কিত হওয়া।

জারকাশী তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে পূর্বোক্ত অধিকাংশ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তিনি বলেন:

এটি এর প্রণেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা অথবা বর্ণনাকারীর অবস্থা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যেমন

তার উক্তি: “আমি অমুককে বলতে শুনেছি”, অথচ আমরা জানি যে তার বর্ণিত ব্যক্তি তার

জন্মের পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। অথবা বর্ণিত বিষয়ের অবস্থা দ্বারা (চিহ্নিত হয়); তার

শব্দচয়ন দুর্বল হওয়ার কারণে, যেখানে অর্থানুযায়ী বর্ণনা নিষিদ্ধ, এবং এর সুনির্দিষ্ট বিষয়ের

বিরোধিতার কারণে, এবং যেখানে কোনো ব্যাখ্যা গৃহীত হয় না। অথবা তাতে এমন কিছু

অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে যা বর্ণনা করার জন্য প্রবল উদ্দীপক থাকে, অথবা এটি দ্বীনের একটি

মূল বিষয় হওয়া সত্ত্বেও মুতাওয়াতির না হওয়া, যেমন সেই নস (বা উক্তি) যা রাফিযীরা দাবি

করে যে তা আলী (রাঃ)-এর ইমামতের উপর প্রমাণ করে। এবং প্রমাণ দ্বারা কি এটি প্রমাণিত

হবে যে সে তা তৈরি করেছে? মনে হয় এতে সংশয় রয়েছে যে, মিথ্যা সাক্ষ্য কি প্রমাণ দ্বারা

প্রমাণিত হয়, এই সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের সাথে যে এর উপর আমল করা হয় না। সমাপ্ত।

ইবনুল সুবকী তাঁর 'জামউল জাওয়ামি' গ্রন্থে, 'আল-মাহসূল' ও অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহণ করে

বলেন: যে কোনো খবর যা বাতিল বা মিথ্যা ধারণার জন্ম দেয় এবং যার কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ

করা সম্ভব নয়, তা মিথ্যা। অথবা যার থেকে সন্দেহ দূর করার মতো কোনো কিছু অনুপস্থিত। আর যে খবরগুলো সুনিশ্চিতভাবে মিথ্যা, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সেগুলো যা নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে, কিন্তু তার মূল উৎস, অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের বক্ষ এবং কিতাবসমূহের গভীরে তা পাওয়া যায়নি। 'আল-মু'তামাদ'-এর রচয়িতাও অনুরূপ কথা বলেছেন।

(ص: 327) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرُّ ابْنُ جَمَاعَةَ: وَهَذَا قَدْ يُنَازَعُ فِي إِمضَائِهِ إِلَى الْقَطْعِ، وَإِنَّمَا غَايَتُهُ غَلْبَةُ الظَّنِّ. وَلِهَذَا قَالَ الْقُرَافِيُّ: يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُ الْإِسْتِفْرَافِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى دِيَوَانٌ وَلَا رَاوٍ إِلَّا وَكَشَفَ أَمْرَهُ فِي جَمِيعِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَهُوَ عَسِرٌ أَوْ مُتَعَدِّرٌ. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَازِمٍ فِي مَجْلِسِ الرَّشِيدِ حَدِيثًا بِحَضْرَةِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَحْفِظْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَنِصْفُهُ، قَالَ: أَرَجُو، قَالَ: اجْعَلْ هَذَا مِنَ النِّصْفِ الْآخِرِ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْقَائِلِ: إِذَا رَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُبَايِنُ الْمَعْقُولَ أَوْ يُخَالِفُ الْمُنْقُولَ أَوْ يُنَاقِضُ الْأُصُولَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ. قَالَ: وَمَعْنَى مُنَاقِضَتِهِ لِلْأُصُولِ: أَنْ يَكُونَ خَارِجًا، عَنْ دَوَائِرِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْمَسَانِيدِ وَالْكِتَابِ الْمَشْهُورَةِ وَمِنْ أَمْثَلِهِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْعِهِ قَرِينَةٌ فِي الرَّاوي، مَا أَسْنَدَهُ الْحَاكِمُ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عُمرِ التَّيْسِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، فَجَاءَ ابْنُهُ مِنَ الْكِتَابِ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي الْمُعَلِّمُ، قَالَ: لَاخُزَيْنَهُمُ الْيَوْمَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ شَرَّارُكُمْ، أَقْلُهُمْ رَحْمَةً لِلْيَتِيمِ، وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ».

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইয্য ইবনে জামা'আহ বলেছেন: এবং এর চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরোধিতা করা যেতে পারে, এর সর্বোচ্চ সীমা হলো প্রবল ধারণা।

আর এ কারণেই আল-কারাফী বলেছেন: শর্ত হলো পর্যবেক্ষণের সামগ্রিকতা এমনভাবে যে, এমন কোনো সংকলন বা বর্ণনাকারী অবশিষ্ট না থাকে যার অবস্থা পৃথিবীর সকল প্রান্তে প্রকাশিত হয়নি, আর এটি অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব।

আবু হাযিম হারুনুর রশীদের মজলিসে আয-যুহরীর উপস্থিতিতে একটি হাদীস উল্লেখ করেছিলেন। তখন আয-যুহরী বললেন: আমি এই হাদীসটি চিনি না। তখন তিনি (আবু হাযিম) বললেন: আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীস মুখস্থ করেছেন? তিনি (আয-যুহরী) বললেন: না। তিনি (আবু হাযিম) বললেন: তাহলে তার অর্ধেক? তিনি (আয-যুহরী) বললেন: আশা করি (অর্ধেক করেছি)। তিনি (আবু হাযিম) বললেন: এটিকে অন্য অর্ধেকের অন্তর্ভুক্ত করুন। সমাপ্ত।

ইবনুল জাওয়ী বলেছেন: কতই না সুন্দর সে কথা যা একজন বক্তা বলেছেন: যখন তুমি কোনো হাদীসকে যুক্তির পরিপন্থী, অথবা বর্ণিত তথ্যের বিরোধী, অথবা মূলনীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক দেখবে, তখন জেনে রাখো যে সেটি মাওয়াযা (বানোয়াট)।

তিনি (ইবনুল জাওয়ী) বলেছেন: আর মূলনীতিসমূহের সাথে এর সাংঘর্ষিকতার অর্থ হলো: এটি ইসলামের প্রসিদ্ধ মুসনাদ ও কিতাবসমূহের সংকলনসমূহ থেকে বাইরে হওয়া।

আর বর্ণনাকারীর মধ্যে বিদ্যমান এমন দৃষ্টান্ত যা হাদীসের বানোয়াট হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, তার মধ্যে একটি হলো যা হাকিম বর্ণনা করেছেন সাযফ ইবনে উমার আত-তামিমী থেকে, তিনি বলেন: আমি সা'দ ইবনে তারীফের কাছে ছিলাম, তখন তার ছেলে মক্তব থেকে কাঁদতে কাঁদতে এল। তিনি (সা'দ) বললেন: তোমার কী হয়েছে? সে বলল: শিক্ষক আমাকে মেরেছেন। তিনি (সা'দ) বললেন: আজ আমি তাদের অপমান করবই! আমাকে ইকরিমা ইবনে আব্বাস থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «তোমাদের শিশুদের শিক্ষকরা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, তারা এতিমের প্রতি সবচেয়ে কম দয়াবান এবং মিসকিনদের প্রতি সবচেয়ে কঠোর»।

[تدريب الراوي]

وَقِيلَ لِمَآمُونِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَرَوِيِّ: أَلَا تَرَى إِلَى الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ بِخُرَّاسَانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْدَانَ الْأَزْدِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَضُرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ، وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي» .

وَقِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ الْكُرْمَانِيِّ: إِنَّ قَوْمًا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» .
وَمِنْ الْمُخَالِفِ لِلْعَقْلِ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: «إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّتْ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ» .

وَأُسْنَدَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الْبَلْخِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْفَرَسَ فَأَجْرَاهَا فَعَرِقَتْ، فَخَلَقَ نَفْسَهُ مِنْهَا» .

هَذَا لَا يَضَعُهُ مُسْلِمٌ، بَلْ وَلَا عَاقِلٌ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ كَانَ زَائِعًا فِي دِينِهِ، وَفِيهِ أَبُو الْمُهَزِّمِ، قَالَ شُعْبَةُ: رَأَيْتُهُ، لَوْ أُعْطِيَ دِرْهَمًا وَضَعَ خُسْبِينَ حَدِيثًا.

[তাদরিবুর রাবী]

মামুন ইবনে আহমদ আল-হারাওয়ী-কে বলা হলো: আপনার কি শাফেয়ী এবং খোরাসানে তাঁর অনুসারীদের প্রতি দৃষ্টি নেই? তিনি বললেন: আহমদ ইবনে আব্দুল বারর আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মা'দান আল-আযদী আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

আনাস থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত: "আমার উম্মতে মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস নামক এক ব্যক্তি আসবে, যে আমার উম্মতের জন্য ইবলিসের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হবে। এবং আমার উম্মতে আবু হানিফা নামক এক ব্যক্তি আসবে, সে হবে আমার উম্মতের প্রদীপ।"

মুহাম্মদ ইবনে উককাশা আল-কিরমানী-কে বলা হলো: একদল লোক রুকুতে এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত উঠায়। তিনি বললেন: আল-মুসায়্যাব ইবনে ওয়াদিহ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনুল মুবারক আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ থেকে, যুহরী থেকে, আনাস থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি রুকুতে হাত উঠাবে, তার সালাত হবে না।"

এবং বিবেক-বিরুদ্ধ বিষয়গুলির মধ্যে যা ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলামের সূত্রে, তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে, মারফু' সূত্রে বর্ণিত: "নিশ্চয় নূহ (আ.)-এর নৌকা বাইতুল্লাহর চারপাশে সাতবার তাওয়াফ করেছে এবং মাকামে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছে।"

এবং মুহাম্মদ ইবনে শুজা' আল-বালখী-এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, হাসসান ইবনে হিলাল থেকে, হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে, আবু আল-মুহাযযিম থেকে, আবু হুরায়রা থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত: "নিশ্চয় আল্লাহ ঘোড়া সৃষ্টি করলেন, তারপর তাকে দৌড়াতে দিলেন, ফলে সে ঘামলো, আর সেই ঘাম থেকে আল্লাহ নিজেকে সৃষ্টি করলেন।"

এটি কোনো মুসলিম ব্যক্তি রচনা করতে পারে না, এমনকি কোনো বিবেকবান ব্যক্তিও না। এবং এর জন্য অভিযুক্ত মুহাম্মদ ইবনে শুজা' তার দ্বীনের বিষয়ে পথভ্রষ্ট ছিল। এবং এতে আবু আল-মুহাযযিমও রয়েছে। শু'বা বলেছেন: আমি তাকে দেখেছি, তাকে একটি দিরহাম দেওয়া হলে সে পঞ্চাশটি হাদীস জাল করে ফেলত।

(ص: 329) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَقَدْ أَكْثَرَ جَامِعُ الْمُؤْصُوعَاتِ فِي نَحْوِ مُجَلَّدَيْنِ، أَعْنِي أَبَا الْفَرَجِ بَنَ الْجَوْزِيِّ، فَذَكَرَ
كَثِيرًا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهِ، بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ.

[تدريب الراوي]

[كتاب الموضوعات لابن الجوزي وبعض المآخذ عليه]
 (وَقَدْ أَكْثَرَ جَامِعُ الْمَوْضُوعَاتِ فِي نَحْوِ مُجَلَّدَيْنِ، أَعْنِي أَبَا الْفَرَجِ بْنَ الْجَوَازِيِّ، فَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ (كَثِيرًا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهِ، بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ) ، بَلْ وَفِيهِ الْحَسَنُ، بَلْ وَالصَّحِيحُ، وَأَعْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِيهَا حَدِيثًا مِنْ "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" كَمَا سَأَبَيْتُهُ. قَالَ الدَّهَبِيُّ: رُبَّمَا ذَكَرَ ابْنُ الْجَوَازِيِّ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ" أَحَادِيثَ حَسَنًا قَوِيَّةً. قَالَ: وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ السَّيِّدِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَجْدِ، قَالَ: صَنَّفَ ابْنُ الْجَوَازِيِّ كِتَابَ "الْمَوْضُوعَاتِ"، فَأَصَابَ فِي ذِكْرِهٖ أَحَادِيثَ شَنِيعَةً مُخَالَفَةً لِلنَّقْلِ وَالْعَقْلِ، وَمَا لَمْ يُصَبِّ فِيهِ إِطْلَاقُهُ الْوَضْعَ عَلَى أَحَادِيثَ بِكَلَامٍ بَعْضُ النَّاسِ فِي أَحَدِ رَوَاتِهَا، كَقَوْلِهِ: فَلَانٌ ضَعِيفٌ، أَوْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ أَوْ لَيْسَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ مِمَّا يَشْهَدُ الْقَلْبُ بِبُطْلَانِهِ، وَلَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ، وَلَا مُعَارَضَةٌ لِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا حُجَّةٍ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ سِوَى كَلَامِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فِي رِوَايَةٍ، وَهَذَا عُذْوَانٌ وَمُجَازَفَةٌ. انْتَهَى. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: غَالِبُ مَا فِي كِتَابِ ابْنِ الْجَوَازِيِّ مَوْضُوعٌ، وَالَّذِي يُنْتَقَدُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَا يُنْتَقَدُ قَلِيلٌ جِدًّا. قَالَ: وَفِيهِ مِنَ الضَّرَرِ أَنْ يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ مَوْضُوعًا عَكْسُ الضَّرَرِ بِمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ صَحِيحًا. قَالَ: وَيَتَعَيَّنُ الْإِعْتِنَاءُ بِانْتِقَادِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي تَسَاهُلِهِمَا أَعْدَمَ

জাল হাদীস সংকলক, অর্থাৎ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ী, প্রায় দুই খণ্ডে বিপুল সংখ্যক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার জাল হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই, বরং সেগুলো দুর্বল মাত্র।

[তাদরীবুর রাবী]

[ইবনুল জাওয়ীর কিতাবুল মাওয়ু‘আত এবং এর উপর উত্থাপিত কিছু আপত্তি]

(জাল হাদীস সংকলক, অর্থাৎ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ী, প্রায় দুই খণ্ডে) তাঁর কিতাবে (বিপুল সংখ্যক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার জাল হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই, বরং সেগুলো দুর্বল মাত্র)। বরং এর মধ্যে হাসান হাদীসও রয়েছে, এমনকি সহীহ হাদীসও রয়েছে। এর

চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তাতে "সহীহ মুসলিম"-এর একটি হাদীসও বিদ্যমান, যা আমি অচিরেই ব্যাখ্যা করব।

যাহাবী বলেন: ইবনুল জাওয়ী সম্ভবত তাঁর "আল-মাওয়ূ‘আত" গ্রন্থে উত্তম ও শক্তিশালী হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন: আমি সায্যিদ আহমদ ইবনে আবিল মাজদ-এর হস্তলিপি থেকে নকল করেছি।

তিনি বলেন: ইবনুল জাওয়ী "কিতাবুল মাওয়ূ‘আত" রচনা করেছেন। এতে তিনি এমন সব জঘন্য হাদীস উল্লেখ করে সঠিক কাজ করেছেন যা বর্ণনা ও যুক্তির পরিপন্থী। কিন্তু যেখানে তিনি সঠিক ছিলেন না, তা হলো, কিছু হাদীসকে জাল ঘোষণা করা, কেবল তাদের একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে কিছু লোকের মন্তব্যের ভিত্তিতে, যেমন তাঁর উক্তি: অমুক ব্যক্তি দুর্বল, অথবা শক্তিশালী নয়, অথবা নমনীয়। অথচ সেই হাদীসটি এমন নয় যা অন্তরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, না তাতে কোনো বিরোধিতা বা কুরআন, সুন্নাহ, বা ইজমা‘-এর সাথে কোনো বৈপরীত্য আছে, এবং না তাতে জাল হওয়ার কোনো প্রমাণ আছে সেই বর্ণনাকারী সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির মন্তব্য ছাড়া। আর এটি এক প্রকার সীমালঙ্ঘন ও দুঃসাহসিকতা। [উদ্ধৃতি] সমাপ্ত।

শায়খুল ইসলাম বলেন: ইবনুল জাওয়ীর কিতাবের বেশিরভাগই জাল, এবং তাঁর উপর যে সমালোচনা করা হয় তা (তাঁর সঠিক অংশের তুলনায়) খুবই নগণ্য।

তিনি বলেন: এর একটি ক্ষতি এই যে, যা জাল নয় তাকেও জাল মনে করা হতে পারে। এটি হাকিমের মুস্তাদরাক-এর ক্ষতির বিপরীত, কারণ সেখানে যা সহীহ নয় তাকে সহীহ মনে করা হয়।

তিনি বলেন: উভয় কিতাবের (পর্যালোচনার) প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যিক; কারণ তাদের শিথিলতা নিয়ে আলোচনা এমন এক অভাব সৃষ্টি করেছে

الِإِنْتِفَاعَ بِهِمَا إِلَّا لِعَالِمٍ بِالْفَنِّ ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ حَدِيثٍ إِلَّا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ فِيهِ التَّسَاهُلُ.

قُلْتُ: قَدْ اخْتَصَرْتُ هَذَا الْكِتَابَ فَعَلَّقْتُ أَسَانِيدَهُ، وَذَكَرْتُ مِنْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ، وَأَتَيْتُ بِالْمُتُونِ وَكَلَامِ ابْنِ الْجُوزِيِّ عَلَيْهَا، وَتَعَقَّبْتُ كَثِيرًا مِنْهَا، وَتَتَبَعْتُ كَلَامَ الْحُقَاطِ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، خُصُوصًا شَيْخَ الْإِسْلَامِ فِي تَصَانِيفِهِ، وَأَمَالِيهِ، ثُمَّ أَفْرَدْتُ الْأَحَادِيثَ الْمُتَعَقَّبَةَ فِي تَأْلِيْفٍ، وَذَلِكَ أَنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ أَلْفَ: " الْقَوْلَ الْمُسَدَّدَ فِي الذَّبِّ عَنِ الْمُسْنَدِ "، أَوْرَدَ فِيهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ حَدِيثًا فِي الْمُسْنَدِ، وَهِيَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَانْتَقَدَهَا حَدِيثًا حَدِيثًا، وَمِنْهَا حَدِيثٌ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ "، وَهُوَ مَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، وَيَرْوَحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ» .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لَمْ أَقِفْ فِي الْمَوْضُوعَاتِ عَلَى شَيْءٍ حُكِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنَّهَا لَغَفْلَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى شَوَاهِدِهِ. وَذَيْلْتُ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ بِذَيْلٍ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، مِنْ " الْمُسْنَدِ "، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ عَشَرَ مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَلْفْتُ ذَيْلًا لِهَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ سَيِّئَتُهُ: " الْقَوْلَ الْحَسَنَ فِي الذَّبِّ عَنِ السُّنَنِ "، أَوْرَدْتُ فِيهِ مِائَةً وَبِضْعَةً وَعِشْرِينَ حَدِيثًا لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ.

مِنْهَا مَا هُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَحَادِيثَ.

[তাওদ্রীবুর রাবী]

এই দুটি থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়, তবে সেই ব্যক্তির জন্য যিনি এই শাস্ত্রে পারদর্শী;
কারণ এমন কোনো হাদীস নেই যাতে শৈথিল্য (বা শিথিলতা) প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে না।

আমি বলি: আমি এই কিতাবটি সংক্ষিপ্ত করেছি, এর সনদসমূহের উপর মন্তব্য করেছি, এবং সেগুলির মধ্যে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে তা উল্লেখ করেছি। আমি মতনসমূহ এবং ইবনুল জাওয়ীর মন্তব্যসমূহ উপস্থাপন করেছি। সেগুলির অনেকগুলির উপর আমি পর্যালোচনা করেছি, এবং সেই হাদীসগুলির ব্যাপারে হাফিয়দের বক্তব্য অনুসরণ করেছি, বিশেষ করে শায়খুল ইসলামকে তাঁর গ্রন্থাবলীতে ও ইমলাসমূহে। অতঃপর আমি সমালোচিত হাদীসসমূহকে একটি স্বতন্ত্র সংকলনে একত্রিত করেছি। কারণ শায়খুল ইসলাম রচনা করেছেন: "আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ ফিয যাক্বি আনিল মুসনাদ" (আল-মুসনাদ এর পক্ষে সঠিক বক্তব্য), যেখানে তিনি "আল-মুসনাদ" গ্রন্থে উল্লিখিত চব্বিশটি হাদীস এনেছেন, যা জাল হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রতিটি হাদীসের স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে "সহীহ মুসলিম"-এর একটি হাদীসও রয়েছে। সেটি হল যা আবু আমির আল-আকাদী, আফলাহ ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে রাফি', আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «যদি তোমার আয়ু দীর্ঘ হয়, তাহলে তুমি শীঘ্রই এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পাবে যারা সকালে আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে বের হবে এবং সন্ধ্যায় তাঁর অভিশাপের মধ্যে ফিরে আসবে, তাদের হাতে গরুর লেজের মতো কিছু থাকবে»। শায়খুল ইসলাম বলেন: জাল হাদীসসমূহের মধ্যে এই হাদীস ব্যতীত এমন কোনো হাদীস আমি পাইনি যা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর কোনো একটিতে থাকা সত্ত্বেও জাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর এটি সত্যিই একটি গুরুতর ত্রুটি। অতঃপর তিনি এই হাদীস এবং এর শাহেদ (সমর্থক বর্ণনা) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এবং আমি এই কিতাবের সাথে একটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করেছি সেই হাদীসগুলির বিষয়ে যা "আল-মুসনাদ" থেকে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেছে। এবং সেগুলির সংখ্যা চৌদ্দটি, যেগুলির উপর আলোচনাও রয়েছে। অতঃপর আমি এই দুটি কিতাবের জন্য একটি পরিশিষ্ট রচনা করেছি, যার নাম দিয়েছি: "আল-কাওলুল হাসান ফিয যাক্বি আনিস সুন্নাহ" (সুন্নাহের পক্ষে উত্তম বাণী)। এতে আমি একশত বিশের অধিক এমন হাদীস এনেছি যা জাল নয়। সেগুলির মধ্যে চারটি হাদীস সুন্নাহে আবু দাউদে রয়েছে।

[تدريب الراوي]

مِنْهَا حَدِيثُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ.

وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ "، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا.

وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي " سُنَنِ النَّسَائِيِّ "، وَهُوَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ.

وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي ابْنِ مَاجَهَ، وَهُوَ سِتَّةٌ عَشَرَ حَدِيثًا.

وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

«كَيْفَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِذَا عَمِرْتَ قَوْمٌ يُخَبِّئُونَ رِزْقَ سَنَتِهِمْ» .

هَذَا الْحَدِيثُ أُرْوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي " مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ "، وَعَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ، وَذَكَرَ سَنَدَهُ إِلَى

ابْنِ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَأَنَّ الْبِرِّيَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي

رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، فَهَذَا حَدِيثٌ ثَانٍ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحِينَ.

وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي تَأْلِيفِ الْبُخَارِيِّ غَيْرِ الصَّحِيحِ، كَ " خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ "، أَوْ تَعَالِيْقِهِ فِي

الصَّحِيحِ.

أَوْ فِي مُؤَلَّفٍ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّحِيحِ كَ " مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ "، وَ " الْمُسْتَدْرَكِ "، وَ

صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ " .

أَوْ فِي مُؤَلَّفٍ مُعْتَبَرٍ كَتَصَانِيفِ الْبَيْهَقِيِّ، فَقَدْ التَّزَمَ أَنْ لَا يُخْرِجَ فِيهَا حَدِيثًا يَعْلَمُهُ

مَوْضُوعًا.

وَمِنْهَا مَا لَيْسَ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْكُتُبِ.

وَقَدْ حَرَّرْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثًا حَدِيثًا، فَجَاءَ كِتَابًا حَافِلًا، وَقُلْتُ فِي آخِرِهِ نَظْمًا:

كِتَابُ " الْأَبَاطِيلِ " لِلْمُرْتَضِيِّ ... أَبِي الْفَرَجِ الْحَافِظِ الْمُقْتَدِرِ

আর এর মধ্যে যা "জামি'উত তিরমিযী"-তে আছে, তা হলো তেইশটি হাদীস।

এর মধ্যে যা "সুনানুন নাসাঈ"-তে আছে, তা হলো একটি হাদীস।

আর এর মধ্যে যা ইবনু মাজাহতে আছে, তা হলো ষোলটি হাদীস।

আর এর মধ্যে যা "সহীহুল বুখারী"-তে হাম্মাদ ইবনু শাকির-এর বর্ণনা অনুযায়ী আছে, তা হলো ইবনু উমার (রা)-এর হাদীস: «হে ইবনু উমার, তোমার কী হবে যদি তুমি এমন এক জাতির মধ্যে জীবন পাও যারা তাদের এক বছরের রিযিক লুকিয়ে রাখে?»।

এই হাদীসটি দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস"-এ উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে বুখারী (র)-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি এর সনদ ইবনু উমার (রা) পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। আমি ইরাকী (র)-এর হাতে লেখা দেখেছি যে, এটি প্রসিদ্ধ বর্ণনায় নেই এবং মিয়যী উল্লেখ করেছেন যে এটি হাম্মাদ ইবনু শাকির-এর বর্ণনায় রয়েছে। সুতরাং, এটি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীসসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় একটি হাদীস।

আর এর মধ্যে যা ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ ব্যতিরেকে অন্য রচনায় আছে, যেমন "খালকু আফ'আলিল ইবাদ"-এ, অথবা সহীহ-এর তাঁর তা'লীকসমূহ-এ।

অথবা এমন গ্রন্থে যা "সহীহ" নামে পরিচিত, যেমন "মুসনাদুদ্ দারিমী", "আল-মুস্তাদরাক" এবং "সহীহ ইবনি হিব্বান"।

অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে, যেমন বায়হাকী (র)-এর রচনাসমূহে, কারণ তিনি এতে এমন কোনো হাদীস উল্লেখ না করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যা তিনি মাওযু' (বানোয়াট) বলে জানতেন।

আর এর মধ্যে এমনও আছে যা এই কিতাবগুলোর কোনোটিতেই নেই।

আমি সেই বিষয়ে প্রতিটি হাদীসের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি, ফলে এটি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। আর আমি এর শেষে পদ্যাকারে বলেছি:

কিতাবু "আল-আবাতি'ল" মুরতায়ী-এর জন্য ... আবুল ফারাজ, হাফিয, অনুসরণীয়।

(ص: 332) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَالْوَاضِعُونَ أَقْسَامُ أَعْظَمُهُمْ ضَرَرًا قَوْمٌ يُنْسَبُونَ إِلَى الرَّهْدِ، وَضَعُوهُ حِسْبَةً فِي زَعِيمِهِمْ،
فَقَبِلْتُ مَوْضُوعَاتِهِمْ ثِقَةً بِهِمْ

[تدريب الراوي]

تَضَمَّنَ مَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ

لِذِي الْبَصَرِ النَّاقِدِ الْمُهْتَدِي ... فَفِيهِ حَدِيثٌ رَوَى مُسْلِمٌ
وَفَوْقَ الثَّلَاثِينَ عَنْ أَحْمَدِ

، 237 -

وَفَرَّدَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي ... رِوَايَةِ حَمَّادِ الْمُسْنَدِ

،

وَعِنْدَ سُلَيْمَانَ قُلُ أَرْبَعُ

وَبُضْعُ وَعِشْرُونَ فِي التِّرْمِذِيِّ

،

وَلِلنَّسَائِيِّ وَاحِدٌ وَابْنُ مَا ... جَهْ سِتِّ عَشْرَةَ إِنْ تَعُدِّي

،

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ لَا فِي الصَّحِيحِ

وَلِلدَّارِمِيِّ الْحَبْرِ فِي الْمُسْنَدِ

،

وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ ... الْإِمَامِ وَتَلْمِيذِهِ الْجَهْبَذِيِّ

،

وَتَعْلِيْقُ إِسْنَادِهِمْ أَرْبَعُونَ

،

وَحُذِّ مِثْلَهَا وَاسْتَفِيدَ وَانْقُذِي

،

وَقَدْ بَانَ ذَلِكَ مَجْمُوعَةً

وَأَوْضَحْتُهُ لَكَ كَيْ تَهْتَدِي

وَتَمَّ بَقَايَا لِمُسْتَدْرِكٍ فَمَا ... جَمْعُ الْعِلْمِ فِي مُفْرَدِي.

[أقسام الواضعين]

(وَالْوَاضِعُونَ أَقْسَامٌ) بِحَسَبِ الْأَمْرِ الْحَامِلِ لَهُمْ عَلَى الْوَضْعِ، (أَعْظَمُهُمْ ضَرَرًا قَوْمٌ يُنْسَبُونَ إِلَى الزُّهْدِ وَضَعُوهُ حِسْبَةً)، أَيْ احْتِسَابًا لِلْأَجْرِ عِنْدَ اللَّهِ (فِي زَعِيهِمْ) الْفَاسِدِ، (فَقُبِلَتْ مَوْضُوعَاتُهُمْ ثِقَةً بِهِمْ)، وَرُكُونًا إِلَيْهِمْ، لِمَا نُسِبُوا إِلَيْهِ مِنَ الزُّهْدِ، وَالصَّلَاحِ. وَلِهَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: مَا رَأَيْتُ الْكَذِبَ فِي أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ، أَيْ لِعَدَمِ عَلَيْهِمْ بِتَفْرِقَةٍ مَا يَجُوزُ لَهُمْ، وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ، أَوْ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ حُسْنَ ظَنٍّ وَسَلَامَةً صَدْرٍ، فَيَحْمِلُونَ مَا سَبَّحُوهُ عَلَى الصِّدْقِ، وَلَا يَهْتَدُونَ لِتَمْيِيزِ الْخَطَأِ

আর জালকারীরা বিভিন্ন প্রকারের; তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হলো সেই সম্প্রদায়, যাদেরকে দুনিয়াবিমুখতার (যুহদ) সাথে সম্পর্কিত করা হয়। তারা তাদের ধারণামতে এটিকে (হাদিস জাল করাকে) সাওয়াবের উদ্দেশ্যে (হিসবাহ) স্থাপন করেছে। আর তাদের উপর আস্থার কারণে তাদের জালকৃত বিষয়গুলো গৃহীত হয়েছে।

[তাদরীবুর রাবী]

যা এর শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় তা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সমালোচনামূলক ও সঠিক পথের দিশারী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য ... তাতে এমন একটি হাদীস আছে যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

এবং ত্রিশের অধিক (হাদীস) আহমাদ (ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল) থেকে।

২৩৭ -

এবং একটি ‘ফারদ’ হাদীস বুখারী বর্ণনা করেছেন ... হাম্মাদের ‘মুসনাদ’ বর্ণনায়।

আর সুলাইমানের কাছে বলো চারটি।

এবং বিশের উপর কিছু (হাদীস) তিরমিযীতে।

আর নাসাঈর জন্য একটি, আর ইবনু মাজাহর জন্য ষোলোটি, যদি তুমি গণনা করো।

আর বুখারীর কাছে, তবে সহীহ গ্রন্থে নয়।

আর ইমাম দারিমীর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে।

আর ইবনু হিব্বান ও হাকিমের কাছে ... ইমাম ও তাঁর বিজ্ঞ ছাত্রের।

আর তাদের ইসনাদের ‘তালীক’ চল্লিশটি।

আর এর মতো আরও নাও, উপকৃত হও এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করো।

আর এই বিষয়টি সম্মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আর আমি তোমাকে তা স্পষ্ট করে দিয়েছি, যাতে তুমি সঠিক পথ পাও।

আর সেখানে ‘মুস্তাদরিক’ (হাকিমের গ্রন্থ) এর জন্য কিছু অবশিষ্ট আছে, কেননা জ্ঞান একটি একক গ্রন্থে (বা একক ব্যক্তির দ্বারা) সম্পন্ন হয় না।

[জালকারীদের প্রকারভেদ]

(আর জালকারীরা বিভিন্ন প্রকারের) – তাদেরকে জাল করার দিকে ধাবিতকারী কারণের ভিত্তিতে। (তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হলো সেই সম্প্রদায়, যাদেরকে দুনিয়াবিমুখতার সাথে সম্পর্কিত করা হয় এবং তারা এটিকে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে জাল করেছে), অর্থাৎ তাদের ভ্রান্ত ধারণামতে আল্লাহর নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির আশায়। (সুতরাং তাদের উপর আস্থা কারণে তাদের জালকৃত বিষয়গুলো গৃহীত হয়েছে), এবং তাদের প্রতি নির্ভরতার কারণে, কারণ তাদেরকে যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) ও সলাহ (সততা)-এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছিল।

আর এই কারণেই ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলেছেন: ‘আমি এমন কারো মধ্যে মিথ্যাকে এর চেয়ে বেশি দেখিনি, যাদেরকে কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত করা হয়’। অর্থাৎ, তাদের জন্য

কোনটি জায়েজ আর কোনটি নিষেধ, তা পার্থক্য করার জ্ঞান তাদের না থাকার কারণে। অথবা এই কারণে যে, তাদের সুধারণা ও সরল হৃদয় থাকে, তাই তারা যা শুনেছে তাকে সত্য বলে মনে করে এবং ভুলকে পার্থক্য করতে পারে না।

(ص: 333) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

مِنَ الصَّوَابِ، وَلَكِنَّ الْوَاضِعُونَ مِنْهُمْ، وَإِنْ خَفِيَ حَالُهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى جَهَابِذَةِ الْحَدِيثِ، وَنُقَادِهِ.

وَقَدْ قِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُضْوَعَةُ، فَقَالَ: تَعِيشُ لَهَا الْجَهَابِذَةُ، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

وَمِنْ أَمْثَلَةِ مَا وَضَعَ حِسْبَةً: مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي عَمَّارٍ الْمُرُوزِيِّ، أَنَّهُ قِيلَ لِأَبِي عَصَمَةَ نُوْحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فَصَائِلِ الْقُرْآنِ سُورَةُ سُورَةٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَعْرَضُوا عَنِ الْقُرْآنِ وَاشْتَغَلُوا بِفِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَغَازِي ابْنِ إِسْحَاقَ، فَوَضَعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ حِسْبَةً.

وَكَانَ يُقَالُ لِأَبِي عَصَمَةَ هَذَا: "نُوْحُ الْجَامِعُ"، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: جَمَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الصِّدْقَ.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعْفَاءِ، عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِبَيْسَرَةَ بِنِ عَبْدِ رَبِّهِ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ، مَنْ قَرَأَ كَذَا فَلَهُ كَذَا؟ قَالَ: وَضَعْتُهَا أُرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا.

وَكَانَ غُلَامًا جَلِيلًا يَتَزَهَّدُ وَيَهْجُرُ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا، وَغَلِقَتْ أَسْوَاقُ بَغْدَادَ لِمَوْتِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَقِيلَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: حَسْبُ ظَنِّكَ؟ قَالَ: كَيْفَ لَا، وَقَدْ وَضَعْتُ فِي فَضْلِ عَلِيِّ سَبْعِينَ حَدِيثًا.

[তাদরিবুর রাবী]

এটি সঠিক যে, তাদের মধ্যে যারা জালকারী ছিল, তাদের অবস্থা বহু মানুষের কাছে গোপন থাকলেও, হাদিসের দিকপালগণ ও এর সমালোচকদের কাছে তা গোপন ছিল না।

ইবনুল মোবারক-কে বলা হয়েছিল: "এইগুলো হলো জাল হাদিস।" তিনি তখন বলেছিলেন: "এগুলো মোকাবিলা করার জন্য হাদিস বিশেষজ্ঞগণ বেঁচে আছেন। {নিশ্চয়ই আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরাই এর সংরক্ষক} [সূরা হিজর: ৯]।"

আর সাওয়াবের উদ্দেশ্যে জালকৃত বিষয়ের উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে: হাকিম তাঁর সনদসহ আবু আম্মার আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু ইসমা নূহ ইবনে আবু মারইয়ামকে বলা হয়েছিল: "ইকরিমা থেকে ইবনে আব্বাস-এর সূত্রে কুরআনের সূরাভিত্তিক ফজিলতসমূহ সম্পর্কে এই বর্ণনা কোথা থেকে এসেছে? অথচ ইকরিমা-এর শিষ্যদের কাছে তো এটি নেই।" তখন তিনি বলেছিলেন: "আমি দেখেছি মানুষ কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে আবু হানিফার ফিকহ এবং ইবনে ইসহাকের মাগাযীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই আমি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এই হাদিসটি জাল করেছি।"

এই আবু ইসমা-কে 'নূহ আল-জামি' (সংগ্রাহক নূহ) বলা হতো। ইবনে হিব্বান বলেছেন: "সে সত্যবাদিতা ব্যতীত সবকিছুই সংগ্রহ করেছে।"

ইবনে হিব্বান 'আদ-দুআফা' গ্রন্থে ইবনে মাহদি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি মাইসারা ইবনে আদ্বি রাব্বিহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: 'আপনি এই হাদিসগুলো, 'যে ব্যক্তি অমুক পড়বে, তার জন্য অমুক রয়েছে,' কোথা থেকে এনেছেন?'" তিনি বলেছিলেন: "আমি এগুলো তৈরি করেছি মানুষকে সেদিকে উৎসাহিত করার জন্য।"

তিনি একজন বিশিষ্ট যুবক ছিলেন, যিনি যুহদ (বৈরাগ্য) অনুশীলন করতেন এবং দুনিয়াবি কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করতেন। তার মৃত্যুতে বাগদাদের বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি হাদিস জাল করতেন। তার মৃত্যুর সময় তাকে বলা হয়েছিল: "আপনার

ভালো ধারণা (আল্লাহর প্রতি) রাখুন?" তিনি বলেছিলেন: "কেন নয়? আমি তো আলীর ফজিলত সম্পর্কে সত্তরটি হাদিস জাল করেছি।"

(ص: 334) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَجَوَزَتِ الْكَرَامِيَّةُ الْوَضْعَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَهُوَ خِلَافُ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ، وَوَضَعَتِ الزَّنَادِقَةُ جُمْلًا فَبَيَّنَ جَهَابُذَةُ الْحَدِيثِ أَمْرَهَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

[تدريب الراوي]

وَكَانَ أَبُو دَاوُدَ النَّخْعِيُّ أَطْوَلَ النَّاسِ قِيَامًا بَلِيلٍ، وَأَكْثَرُهُمْ صِيَامًا بِنَهَارٍ، وَكَانَ يَضَعُ. قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: وَكَانَ أَبُو بَشِيرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهَ الْمُرُوزِيَّ مِنْ أَصْلَابِ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي السُّنَّةِ وَأَذَبَهُمْ عَنْهَا، وَأَقْبَحَهُمْ لِمَنْ خَالَفَهَا، وَكَانَ مَعَ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ مِنَ الصَّالِحِينَ، مَكَثَ عَشْرِينَ سُنَّةً لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا، وَكَانَ يَكْذِبُ كَذِبًا فَاحِشًا.

[تجوز الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب ورد العلماء عليهم]

(وَجَوَزَتِ الْكَرَامِيَّةُ)، وَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ نُسِبُوا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَرَامٍ السَّجِسْتَانِيِّ الْمُتَكَلِّمِ، بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ فِي الْأَشْهَرِ، (الْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ)، دُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ تَرْغِيبًا لِلنَّاسِ فِي الطَّاعَةِ، وَتَرْهِيْبًا لَهُمْ، عَنِ الْمَعْصِيَةِ. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ» وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ»، أَيْ قَالَ: إِنَّهُ شَاعِرٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا نَكْذِبُ لَهُ لَا عَلَيْهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ: الْكَذَّابُ الْوَضَّاعُ، لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ كَلَامُهُ حَسَنًا أَنْ يَضَعَ لَهُ إِسْنَادًا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الرَّأْيِ، فِيمَا حَكَاهُ الْقُرْطُبِيُّ: مَا وَافَقَ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ جَازَ أَنْ يُعْزَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

কার্রামিয়া সম্প্রদায় উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জালকরণ (وضع) জায়েজ মনে করেছে, যা নির্ভরযোগ্য মুসলিমদের ইজমার পরিপন্থী। আর যিন্দিকগণ অনেক বাক্য জাল করেছে, তখন হাদীসের দিকপালগণ সেগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। আর আল্লাহরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা।

-

[তাদরিবুর রাবী]

আবু দাউদ নাখায়ী রাতের দীর্ঘতম সময় দাঁড়িয়ে নামায আদাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং দিনের বেলায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন, অথচ তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনে হিব্বান বলেছেন: আবু বিশর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফকীহ আল-মারওয়াযী তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সুন্নাহর প্রতি সবচেয়ে অটল ছিলেন, সুন্নাহর সবচেয়ে বড় রক্ষক ছিলেন এবং যারা সুন্নাহর বিরোধিতা করতো, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সবচেয়ে দমনকারী।

এতদসত্ত্বেও তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনে আদী বলেছেন: ওয়াহব ইবনে হাফস ছিলেন নেককারদের একজন। তিনি বিশ বছর কারো সাথে কথা বলেননি, অথচ তিনি চরম মিথ্যা বলতেন।

[কার্রামিয়াদের কর্তৃক উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনে জালকরণকে জায়েজ মনে করা এবং তাদের উপর উলামাদের জবাব]

(আর কার্রামিয়া সম্প্রদায় জায়েজ মনে করেছে), আর তারা বিদ‘আতীদের একটি দল যারা মুহাম্মাদ ইবনে কার্রাম আস-সিজিস্তানী নামক মুতাকাল্লিমের দিকে সম্পর্কিত, প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ‘রা’ এর উপর তাশদীদ সহকারে, (উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে জালকরণকে) এমন বিষয় ছাড়া যা সাওয়াব ও শাস্তির কোনো বিধানের সাথে সম্পর্কিত, মানুষকে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদেরকে অবাধ্যতা থেকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য।

এবং তারা দলীল পেশ করেছে কিছু হাদীসের বর্ণনায় যা এসেছে, «যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে»।

আর তাদের কেউ কেউ «যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে» হাদীসটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, এর অর্থ হলো (নবীকে লক্ষ্য করে) বলা যে, তিনি কবি অথবা পাগল। আর তাদের কেউ কেউ বলেছে: আমরা তো তাঁর জন্য মিথ্যা বলি, তাঁর বিরুদ্ধে নয়।

মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-মাসলুব, যিনি একজন চরম মিথ্যাবাদী ও জালকারী ছিলেন, বলেছেন: কোনো সুন্দর কথা থাকলে তার জন্য একটি সনদ তৈরি করতে দোষ নেই।

আর কুরতুবী যা বর্ণনা করেছেন তদনুযায়ী, আহলুর রায় (মতামতভিত্তিক ফিকহের অনুসারী) এর কেউ কেউ বলেছেন: যা স্পষ্ট ক্রিয়াস (সাদৃশ্য) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা নবী ﷺ এর দিকে সম্পর্কিত করা জায়েজ।

(ص: 335) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَهُوَ) وَمَا أَشَبَّهَهُ (خِلَافُ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ) الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ، بَلْ بَالِغُ الشَّيْخِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوِينِيُّ، فَجَزَمَ بِتَكْفِيرٍ وَاضِعِ الْحَدِيثِ.

(وَوَضَعَتِ الزَّنَادِقَةُ جُمْلًا) مِنَ الْأَحَادِيثِ يُفْسِدُونَ بِهَا الدِّينَ، (فَبَيَّنَ جَهَابُذَةُ الْحَدِيثِ)، أَيْ نِقَادُهُ - بِفَتْحِ الْجِيمِ، جَمْعُ جَهْدٍ - بِالْكَسْرِ، وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ - (أَمْرُهَا، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ).

رَوَى الْعُقَيْلِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: وَضَعَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ.

مِنْهُمْ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ الَّذِي قُتِلَ وَصَلِبَ فِي زَمَنِ الْمُهَدِيَّ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمَّا أُخِذَ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ، قَالَ: وَضَعْتُ فِيكُمْ أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدِيثٍ، أَحَرَّمُ فِيهَا الْحَلَالَ، وَأُحَلَّلُ الْحَرَامَ.

وَكَبَيَانَ ابْنِ سَعَانَ النَّهْدِيِّ، الَّذِي قَتَلَهُ خَالِدُ الْقُسْرِيِّ، وَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ.
 قَالَ الْحَاكِمُ: وَكُمَحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّامِيُّ الْمَصْلُوبُ فِي الزُّنْدَقَةِ، فَرَوَى عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ
 أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»، وَضَعَ هَذَا
 الْإِسْتِثْنََاءَ، لِمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الْإِلْحَادِ، وَالزُّنْدَقَةِ، وَالِدَّعْوَةِ إِلَى التَّنْبِي.
 وَهَذَا الْقِسْمُ مُقَابِلُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَقْسَامِ الْوَاضِعِينَ، زَادَهُ الْمَصْنِفُ عَلَى ابْنِ
 الصَّلَاحِ.
 وَمِنْهُمْ قِسْمٌ يَضْعُونَ انْتِصَارًا لِمَذْهَبِهِمْ، كَالْخَطَّابِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَقَوْمٍ مِنَ السَّالِيبِيَّةِ.

[তাদরীবুর রাবী]

গ্রন্থকার ইবনুল সালাহ-এর উপর অতিরিক্ত করে বলেছেন: (এবং এটি) ও এর সদৃশ বিষয় (নির্ভরযোগ্য মুসলমানদের ইজমা'-এর পরিপন্থী)। বরং শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনী বাড়াবাড়ি করে হাদীস রচনাকারীকে কাফির সাব্যস্ত করার দৃঢ় অভিমত দিয়েছেন।

(আর যিন্দীকরা বহু সংখ্যক) হাদীস রচনা করেছে যার দ্বারা তারা দ্বীনকে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল, (তখন হাদীসের জাহাবিয়া) অর্থাৎ এর সমালোচকগণ – (এখানে 'জিম' (জীম) হরফে ফাতহা (জবর) সহ 'جهابذة' (জাহাবিয়া) শব্দটি 'جهبذ' (জিহুয) শব্দের বহুবচন, আর 'جهبذ' (জিহুয)-এর 'জিম' হরফে কাসরাহ (জের) এবং শেষ অক্ষর নুকতায়ুক্ত) – (তাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, আর আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা)।

আল-উকায়লী তাঁর সূত্রে হাম্মাদ ইবন যায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

যিন্দীকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে চৌদ্দ হাজার হাদীস রচনা করেছে।

তাদের মধ্যে আবদুল কারীম ইবন আবিল আওজা অন্যতম, যাকে মাহদীর যুগে হত্যা করে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিল। ইবন আদী বলেছেন: যখন তাকে শিরশ্ছেদের জন্য ধরা হলো, তখন সে বলল: আমি তোমাদের মাঝে চার হাজার হাদীস রচনা করেছি, যাতে আমি হালালকে হারাম করেছি এবং হারামকে হালাল করেছি।

আর বাইয়ান ইবন সামআন আন-নাহদী-এর মতো, যাকে খালিদ আল-কাসরী হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আল-হাকিম বলেছেন: এবং মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ আশ-শামী-এর মতো, যাকে যিন্দাকারীর অভিযোগে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিল। সে হুমাইদ থেকে আনাস-এর সূত্রে মারফু' (নবী পর্যন্ত সংযুক্ত) হিসেবে বর্ণনা করেছে: «আমি নবীদের সর্বশেষ, আমার পর কোনো নবী নেই, যদি আল্লাহ না চান», সে এই ব্যতিক্রমী অংশটি রচনা করেছে, কারণ সে এর মাধ্যমে নাস্তিকতা, যিন্দাকাত এবং নবুওয়তের দাবীর দিকে আহ্বান করত।

আর এই প্রকারটি জাল রচনাকারীদের প্রকারসমূহের প্রথম প্রকারের বিপরীতে। যা গ্রন্থকার ইবনুল সালাহ-এর উপর অতিরিক্ত করেছেন।

তাদের মধ্যে এক প্রকার লোক আছে যারা তাদের মাযহাবের বিজয়ের জন্য হাদীস রচনা করে, যেমন খাতাবিয়া, রাফিদা এবং সালিমীয়া সম্প্রদায়ের একদল লোক।

(ص: 336) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعْفَاءِ بِسَنَدِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ رَجَعَ عَنْ بَدْعَتِهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ، فَإِنَّا كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا رَأْيًا جَعَلْنَا لَهُ حَدِيثًا.

وَرَوَى الْخَطِيبُ بِسَنَدِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنَ الرَّافِضَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَبِعُونَ عَلَى وَضْعِ الْأَحَادِيثِ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّايِكَانِيُّ مِنْ رُءُوسِ الْمُرْجَةِ، وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ.

ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنِ الْمُحَامِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَيْنَاءِ يَقُولُ: أَنَا وَالْجَاحِظُ، وَضَعْنَا حَدِيثَ فَدَاكَ، وَأَدْخَلْنَاهُ عَلَى الشُّيُوخِ بِبَغْدَادَ فَقَبِلُوهُ إِلَّا ابْنَ شَيْبَةَ الْعَلَوِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُشَبِّهُ آخِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلَهُ، وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ.

وَقَسَمُ تَقَرَّبُوا لِبَعْضِ الْخُلَفَاءِ وَالْأُمَرَاءِ بِوَضْعِ مَا يُوَافِقُ فِعْلَهُمْ وَأَرَاءَهُمْ كَغِيَاثِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ وَضَعَ لِلْمُهَدِّيِّ فِي حَدِيثٍ «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضْلٍ، أَوْ حُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ».

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইবন হিব্বান তার ‘আদ-দু‘আফা’ গ্রন্থে তার সনদসহ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-মুকরির
সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বিদ‘আতের অনুসারী এক ব্যক্তি তার বিদ‘আত থেকে ফিরে আসার
পর বলতে শুরু করল: তোমরা এই হাদীসটি কার থেকে গ্রহণ করছ, তা খেয়াল রাখো; কারণ
আমরা যখন কোনো মত পোষণ করতাম, তার জন্য একটি হাদীস তৈরি করতাম।

আর খতীব তার সনদসহ হাম্মাদ ইবন সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:
রাফিযীদের একজন শায়খ আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা হাদীস জাল করার জন্য একত্রিত
হতো।

আর হাকিম বলেছেন: মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আত-তায়িকানী মুরজিয়াদের নেতাদের একজন
ছিলেন, এবং তিনি তাদের মাযহাবের (মতবাদ) পক্ষে হাদীস জাল করতেন।

অতঃপর তিনি (হাকিম) তার সনদসহ মুহামিলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি
আবুল আইনাইকে বলতে শুনেছি: আমি ও জাহিজ, আমরা ফাদাকের হাদীসটি জাল
করেছিলাম, এবং তা বাগদাদের শায়খদের কাছে পেশ করেছিলাম, অতঃপর ইবন শায়বা
আল-আলাবী ব্যতীত সবাই তা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন: এই হাদীসের
শেষাংশ এর প্রথমাংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, এবং তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার
করেছিলেন।

আর একদল খলীফা ও শাসকগণের কিছু কর্ম ও মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীস জাল করে
তাদের নৈকট্য লাভ করেছিল, যেমন গিয়াস ইবন ইবরাহীম, যিনি মাহদীর জন্য হাদীস জাল
করেছিলেন এই মর্মে যে, «তীর, উটের ক্ষুর অথবা ঘোড়ার খুর ব্যতীত কোনো প্রতিযোগিতা
[বৈধ] নয়»।

[تدريب الراوي]

فَزَادَ فِيهِ "أَوْ جَنَاحٍ"، وَكَانَ الْمَهْدِيُّ إِذْ ذَاكَ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، فَتَرَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ بِذَبْحِهَا، وَقَالَ: أَنَا حَمَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ قَفَاكَ قَفَا كَذَّابٍ، أَسْنَدَهُ الْحَاكِمُ.

وَأَسْنَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الْمَهْدِيُّ: أَلَا تَرَى مَا يَقُولُ لِي مُقَاتِلٌ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ لَكَ أَحَادِيثَ فِي الْعَبَّاسِ، قُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا. وَضَرَبُ كَانُوا يَتَكَسَّبُونَ بِذَلِكَ، وَيَرْتَزِقُونَ بِهِ فِي قِصَصِهِمْ، كَأَبِي سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ. وَضَرَبُ امْتَحَنُوا بِأَوْلَادِهِمْ أَوْ رَبَائِبَ أَوْ وَرَاقِينَ، فَوَضَعُوا لَهُمْ أَحَادِيثَ، وَدَسُّوْهَا عَلَيْهِمْ، فَحَدَّثُوا بِهَا مَنْ غَيْرُ أَنْ يَشْعُرُوا، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُدَامِيِّ، وَكَحَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ؛ ابْنُ أَبِي بَرِيذٍ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، فَكَانَ يَدُسُّ فِي كُتُبِهِ، وَكَعَمْرِ كَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ رَافِضِيٍّ، فَدَسَّ فِي كُتُبِهِ حَدِيثًا، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: أَنْتَ سَيِّدُ الدُّنْيَا، سَيِّدُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَحَبِيبِي حَبِيبُ اللَّهِ، وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي، وَعَدُوِّي عَدُوُّ اللَّهِ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي». فَحَدَّثَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ مُوضُوعٌ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ.

وَضَرَبُ يُلْجَأُونَ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى مَا أَفْتُوا بِهِ بِأَرَائِهِمْ، فَيَضَعُونَ، وَقِيلَ: إِنَّ الْحَافِظَ أَبَا الْخَطَّابِ بْنَ دَحْيَةَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَكَانَهُ الَّذِي وَضَعَ الْحَدِيثَ فِي قِصْرِ الْمَغْرِبِ.

[তারিখের রাবী]

তিনি তাতে "অথবা ডানা" (আও জানাহি) যোগ করলেন। আর তখন মাহদি কবুতর নিয়ে খেলতেন। এরপর তিনি তা ছেড়ে দিলেন এবং সেগুলোকে জবাই করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন: "আমিই তাকে এর জন্য প্ররোচিত করেছি।" আর উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন সে

(বর্ণনাকারী) দাঁড়ালো, তখন মাহদি বললেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তোমার ঘাড় মিথ্যাবাদীর ঘাড়।" এটি হাকিম বর্ণনা করেছেন।

আর হারুন ইবনু আবী উবাইদুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মাহদি বললেন: "তুমি কি দেখছো না মুকাতিল আমাকে কী বলছে?" (মুকাতিল) বললো: "যদি আপনি চান, আমি আপনার জন্য আব্বাস সম্পর্কে কিছু হাদিস তৈরি করে দেবো।" (মাহদি) বললেন: "আমার তাতে কোনো প্রয়োজন নেই।"

এবং এক প্রকার লোক ছিল যারা এর মাধ্যমে উপার্জন করতো এবং তাদের গল্পে এর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো, যেমন আবু সাঈদ আল-মাদায়িনী।

এবং আরেক প্রকার লোক ছিল যারা তাদের সন্তান, বা পালিত সন্তান অথবা লিপিকারদের দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। ফলে তারা তাদের জন্য হাদিস তৈরি করে তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত, আর তারা না জেনেই সেসব হাদিস বর্ণনা করতো। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রাবী'আহ আল-কুদদামী। আর হাম্মাদ ইবনু সালামাহ; তিনি তার পালিত পুত্র ইবনু আবী আল-আওজার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, যে তার কিতাবসমূহে (মিথ্যা হাদিস) ঢুকিয়ে দিত। আর মা'মার, যার একজন রাফিদি ভাগ্নে ছিল, সে তার কিতাবে যুহরি থেকে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি হাদিস ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তিনি (ইবনু আব্বাস) বলেন: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে তাকালেন এবং বললেন: তুমি দুনিয়াতে নেতা, আখেরাতে নেতা। যে তোমাকে ভালোবাসলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো। আর আমার প্রিয়জন আল্লাহর প্রিয়জন। আর তোমার শত্রু আমার শত্রু, আমার শত্রু আল্লাহর শত্রু। এবং আমার পরে যে তোমাকে ঘৃণা করবে, তার জন্য দুর্ভোগ!» অতঃপর আব্দুর রাজ্জাক এটি মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং এটি বাতিল ও জাল, যেমনটি ইবনু মাজিন বলেছেন।

এবং এক প্রকার লোক আছে যারা তাদের নিজস্ব মতামত দ্বারা যে ফতোয়া দিয়েছে তার উপর দলিল প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাধ্য হয়, তাই তারা (হাদিস) তৈরি করে। এবং বলা হয়েছে যে, হাফিজ আবুল খাত্তাব ইবনু দিহইয়াও এরূপ করতেন। আর সম্ভবত তিনিই পশ্চিমের প্রাসাদে (কাসরুল মাগরিব) হাদিসটি তৈরি করেছিলেন।

وَرُبَّمَا أَسْنَدَ الْوَاضِعُ كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ، وَرُبَّمَا وَقَعَ فِي شَبِّهِ الْوَضِعِ بِغَيْرِ قَصْدٍ.

[تدريب الراوي]

وَضَرَبَ يَقْلِبُونَ سَنَدَ الْحَدِيثِ، لِيُسْتَغْرَبَ فَيُرْغَبَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُمْ كَابْنِ أَبِي حَيَّةَ، وَحَمَادِ النَّصِيبِيِّ، وَالْبُهْلُولِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَأَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ. وَضَرَبَ دَعْتَهُمْ حَاجَتَهُمْ إِلَيْهِ، فَوَضَعُوهُ فِي الْوَقْتِ كَمَا تَقَدَّمَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ، وَمَأْمُونِ الْهَرَوِيِّ. فَأَيَّدَهُ

قَالَ النَّسَائِيُّ: الْكَذَّابُونَ الْمَعْرُوفُونَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ أَرْبَعَةٌ: ابْنُ أَبِي يَحْيَى بِالْمَدِينَةِ وَالْوَاقِدِيُّ بِبَغْدَادَ، وَمُقَاتِلُ بَخْرَاسَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ بِالشَّامِ.

[رُبَّمَا أَسْنَدَ الْوَاضِعُ كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوْ الرُّهَادِ أَوْ الْإِسْرَائِيلِيِّاتِ] (وَرُبَّمَا أَسْنَدَ الْوَاضِعُ كَلَامًا لِنَفْسِهِ)، كَأَكْثَرِ الْمَوْضُوعَاتِ (، أَوْ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ)، أَوْ الرُّهَادِ، أَوْ الْإِسْرَائِيلِيِّاتِ، كَحَدِيثِ: «الْمَعْدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَالْحَمِيَّةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ». لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ، قِيلَ: إِنَّهُ لِحَارِثِ بْنِ كَلْدَةَ طَبِيبِ الْعَرَبِ.

وَمَثَلُهُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ بِحَدِيثِ: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ». قَالَ: فَإِنَّهُ إِمَّا مِنْ كَلَامِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ كَلَامِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الرُّهْدِ، وَلَا أَصْلَ

অনেক সময় জালকারী কোনো কথা নিজের সাথে অথবা কতিপয় জ্ঞানীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। আর কখনও সে অনিচ্ছাকৃতভাবে জাল করার কাছাকাছি অবস্থায় পড়ে যায়।

-

[তারীবুর রাবি]

একদল লোক আছে যারা হাদীসের সনদ উল্টে দেয়, যাতে এটি অপরিচিত মনে হয় এবং মানুষ তাদের কাছ থেকে তা শুনতে আগ্রহী হয়। যেমন: ইবন আবি হাইয়্যা, হাম্মাদ আন-নাসিবি, বাহলুল ইবন উবাইদ এবং আসরাম ইবন হাওশাব।

একদলকে তাদের প্রয়োজন এর দিকে প্ররোচিত করে, ফলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা জাল করে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সা'দ ইবন তারিফ, মুহাম্মাদ ইবন উককাশা এবং মামুন আল-হারাভির ক্ষেত্রে।

ফায়দা

নাসাঈ বলেন: হাদীস জাল করার জন্য পরিচিত মিথ্যাবাদীরা চারজন: মদীনার ইবন আবি ইয়াহইয়া, বাগদাদের ওয়াকিদ, খুরাসানের মুকাতিল এবং শামের মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ আল-মাসলুব।

[অনেক সময় জালকারী কোনো কথা নিজের সাথে অথবা কতিপয় জ্ঞানী, অথবা দুনিয়াত্যাগী, অথবা ইসরাইলী বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত করে]

(অনেক সময় জালকারী কোনো কথা নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে), যেমন অধিকাংশ জাল হাদীসে দেখা যায়, (অথবা কতিপয় জ্ঞানীর সাথে), অথবা দুনিয়াত্যাগীদের সাথে, অথবা ইসরাইলী বর্ণনার সাথে। যেমন হাদীস: «পেট হল সকল রোগের আবাসস্থল, এবং সংযম হল সকল ঔষধের মূল»। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সাথে এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং এটি কতিপয় চিকিৎসকের কথা। বলা হয়েছে: এটি আরবদের চিকিৎসক হারিস ইবন কালাদার কথা।

এবং ইরাকি তাঁর শারহুল আলফিয়াহ গ্রন্থে এটিকে এই হাদীস দ্বারা উদাহরণ দিয়েছেন: «দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা সকল পাপের মূল»। তিনি বলেন: এটি হয় মালিক ইবন দিনারের কথা, যেমন ইবন আবিদ দুনিয়া তাঁর 'মাকাইদিশ শাইতান' গ্রন্থে তাঁর সনদ সহ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন; অথবা এটি ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহিস সালামের কথা, যেমন বাইহাকি 'আয-যুহদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর কোনো ভিত্তি নেই

، وَمِنَ الْمَوْضُوعِ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً. وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[تدريب الراوي]

لَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَمَرَاسِيلُ الْحَسَنِ عِنْدَهُمْ شَبَهُ الرِّيحِ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِسْنَادُهُ إِلَى الْحَسَنِ حَسَنٌ، وَمَرَاسِيلُهُ أَثْنَى عَلَيْهَا أَبُو زُرْعَةَ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، فَلَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهِ. انْتَهَى. وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ.

(وَرَبَّمَا وَقَعَ) الرَّاوي (فِي شَبِّهِ الْوَضْعِ) غَلَطًا مِنْهُ (بِغَيْرِ قَصْدٍ) ، فَلَيْسَ بِمَوْضُوعٍ حَقِيقَةً، بَلْ هُوَ بِقِسْمِ الْمُدْرَجِ أَوَّلَى كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " شَرْحِ النُّخْبَةِ " ، قَالَ: بِأَنْ يَسُوقَ الْإِسْنَادَ فَيَعْرِضَ لَهُ عَارِضٌ، فَيَقُولُ كَلَامًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، فَيُظَنُّ بَعْضُ مَنْ سَبَّعَهُ أَنَّ ذَلِكَ مَثْنٌ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، فَيَرْوِيهِ عَنْهُ كَذَلِكَ.

كَحَدِيثِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى الزَّاهِدِ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» .

قَالَ الْحَاكِمُ: دَخَلَ ثَابِتٌ عَلَى شَرِيكِ وَهُوَ يُبْلِي، وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ لِيَكْتُتَبَ الْمُسْتَبْلِي، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتٍ، قَالَ: مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ. وَقَصَدَ بِذَلِكَ ثَابِتًا لِزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ، فَظَنَّ ثَابِتٌ أَنَّهُ مَثْنٌ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ ; فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ.

এবং জাল হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কুরআনুল কারীমের প্রতিটি সূরার ফজিলত সম্পর্কিত হাদিস। তাফসীরকারকদের মধ্যে যারা এটি উল্লেখ করেছেন, তারা ভুল করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

-

[তাদরীবুর রাবী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে তার (অর্থাৎ উবাই ইবনে কাবের বর্ণনার) কোনো ভিত্তি নেই, হাসান আল-বসরীর মুরসাল হাদিস ছাড়া। যেমনটি বায়হাকী 'শুআবুল ইমান'-এ বর্ণনা করেছেন। আর তাদের (অর্থাৎ হাদিস বিশারদদের) নিকট হাসান (আল-বসরীর) মুরসাল হাদিস বাতাসের মতো।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: হাসান (আল-বসরী) পর্যন্ত এর সনদ হাসান। এবং তার মুরসাল হাদিসের প্রশংসা করেছেন আবু যুরআ ও ইবনুল মাদীনী। সুতরাং, এর জাল হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। সমাপ্ত।

আর ব্যাপারটি এমনই, যেমনটি তিনি বলেছেন।

(অনেক সময়) রাবী (বর্ণনাকারী) (অনিচ্ছাকৃতভাবে) নিজের ভুলের কারণে (জাল হওয়ার মতো অবস্থায়) পড়ে যান। সুতরাং, এটি প্রকৃত অর্থে জাল নয়, বরং এটি 'মুদরাজ' প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিক উপযোগী, যেমনটি শাইখুল ইসলাম 'শারহুন নুখবাহ'-তে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন: এভাবে যে, রাবী সনদ বর্ণনা করতে থাকেন, অতঃপর তার সামনে কোনো ঘটনা ঘটে, তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলেন। অতঃপর যারা তার কাছ থেকে শুনেছেন, তাদের কেউ কেউ মনে করেন যে, সেটি ওই সনদেরই মূল বক্তব্য। ফলে তারা তার থেকে এভাবেই বর্ণনা করেন।

যেমন একটি হাদিস যা ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আত-তালহী থেকে, তিনি সাবিত ইবনে মূসা আয-যাহিদ থেকে, তিনি শারীক থেকে, তিনি আল-আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু' সূত্রে: «যে ব্যক্তি রাতে বেশি সালাত আদায় করে, দিনে তার চেহারা সুন্দর হয়»।

আল-হাকিম বলেছেন: সাবিত শারীকের নিকট প্রবেশ করলেন, তখন শারীক হাদিস বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন: আমাদেরকে আল-আ'মাশ হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন...। এবং তিনি চুপ করলেন যাতে লিখিয়ে নেওয়া ব্যক্তি (মুস্তামলী) লিখতে পারে। যখন তিনি সাবিতকে দেখলেন, তখন বললেন: «যে ব্যক্তি রাতে বেশি সালাত আদায় করে, দিনে তার চেহারা সুন্দর হয়»। এবং তিনি সাবিতকে উদ্দেশ্য করে এটি বলেছিলেন তার

(সাবিতের) যুহদ (তাকওয়া) ও পরহেজগারীর কারণে। অতঃপর সাবিত মনে করলেন যে, এটি ওই সনদেরই মূল বক্তব্য; ফলে তিনি এটি বর্ণনা করতে লাগলেন।

(ص: 340) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ شَرِيكَ، فَإِنَّهُ قَالَ عَقَبَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ». فَأَدْرَجَهُ ثَابِتٌ فِي الْخَبَرِ، ثُمَّ سَرَقَهُ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَحَدَّثُوا بِهِ، عَنْ شَرِيكَ، كَعَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ بَحْرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ بَشِيرٍ الْكَاهِلِيِّ، وَجَمَاعَةٍ آخَرِينَ.

[من أمثلة الموضوع]

(وَمِنَ الْمَوْضُوعِ: الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ)، مَرْفُوعًا (فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً) مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

فَرَوَيْنَا عَنِ الْمُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِهِ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ مَنْ حَدَّثَكَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ بِالْمَدَائِنِ - وَهُوَ حَيٌّ - فَصَرْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِوَاسِطٍ - وَهُوَ حَيٌّ - فَصَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِالْبَصْرَةِ، فَصَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِعَبَّادَانَ، فَصَرْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي بَيْتًا، فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ، وَمَعَهُمْ شَيْخٌ، فَقَالَ: هَذَا الشَّيْخُ حَدَّثَنِي، فَقُلْتُ: يَا شَيْخُ مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ لَمْ يُحَدِّثْنِي أَحَدٌ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ رَغَبُوا، عَنِ الْقُرْآنِ، فَوَضَعْنَا لَهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لِيَصْرِفُوا قُلُوبَهُمْ إِلَى الْقُرْآنِ.

قُلْتُ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْيِيَةِ هَذَا الشَّيْخِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجُوزِيِّ، أَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ بَزْيِغِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي، وَقَالَ: الْآفَةُ فِيهِ مِنْ بَزْيِغٍ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ مَخْلَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَلِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَقَالَ: الْآفَةُ فِيهِ مِنْ مَخْلَدٍ. فَكَأَنَّ أَحَدَهُمَا وَضَعَهُ، وَالْآخَرَ سَرَقَهُ، أَوْ كِلَاهُمَا سَرَقَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ الْوَاضِعِ.

[তাদরীবুর রাবী]

ইবন হিব্বান বলেছেন: এটি কেবল শরীকের উক্তি। কারণ, তিনি এটি আমাশ, আবু সুফিয়ান, জাবির (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসের পরে বলেছিলেন: ‘শয়তান তোমাদের কারো মাথার পেছনের অংশে গিঁট লাগিয়ে দেয়।’ এরপর সাবিত এটিকে খবরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দুর্বলদের একটি দল তার থেকে এটি চুরি করে নিয়েছিল এবং শরীক থেকে এটি বর্ণনা করেছিল, যেমন আব্দুল হামিদ ইবন বাহর, আব্দুল্লাহ ইবন শুবরুমা, ইসহাক ইবন বিশর আল-কাহিলী এবং অন্যান্য আরও অনেকে।

[মাওয়া বা জাল হাদীসের উদাহরণ]

(জাল হাদীসের মধ্যে অন্যতম হলো: উবাই ইবন কা'ব থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত কুরআন কারীমের প্রতিটি সুরার ফাযিলত সম্পর্কিত হাদীস) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

আমাদেরকে মুয়াম্মাল ইবন ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন: আমাকে একজন শাইখ এটি বর্ণনা করেছেন। আমি সেই শাইখকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন: মাদাইনে এক ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন – এবং তিনি জীবিত ছিলেন। আমি তার কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাকে কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন: ওয়াসিতে একজন শাইখ আমাকে বর্ণনা করেছেন – এবং তিনি জীবিত ছিলেন। আমি তার কাছে গেলাম, তিনি বললেন: বসরায় একজন শাইখ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আমি তার কাছে গেলাম, তিনি বললেন: আব্বাদানে একজন শাইখ আমাকে বর্ণনা করেছেন। আমি তার কাছে গেলাম, তিনি আমার হাত ধরে একটি ঘরে প্রবেশ করালেন। সেখানে একদল মুতাসাওউইফ (সূফী) ছিলেন এবং তাদের সাথে একজন শাইখ ছিলেন। তিনি বললেন: এই

শাইখই আমাকে বর্ণনা করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে শাইখ, আপনাকে কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন: আমাকে কেউ বর্ণনা করেনি, তবে আমরা দেখেছি যে, মানুষ কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে, তাই আমরা তাদের জন্য এই হাদীস তৈরি করেছি, যাতে তাদের অন্তর কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আমি (বর্ণনাকারী) বললাম: আমি এই শাইখের নাম জানতে পারিনি। তবে ইবনুল জাওয়াযী তার ‘আল-মাওয়াযাত’ গ্রন্থে এটি বাযীগ ইবন হাঙ্গান, তিনি আলী ইবন যায়দ ইবন জুদআন ও আতা ইবন আবি মাইমূনা থেকে, তারা যিরর ইবন হুবাইশ থেকে, তিনি উবাই (রা) থেকে বর্ণিত সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: এর একটি বাযীগের পক্ষ থেকে। তারপর তিনি এটি মাখলাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ, তিনি আলী ও আতা থেকে বর্ণিত সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: এর একটি মাখলাদের পক্ষ থেকে।

সুতরাং, মনে হয় তাদের একজন এটি তৈরি করেছে এবং অন্যজন এটি চুরি করেছে, অথবা তারা উভয়ই সেই জালকারী শাইখের কাছ থেকে এটি চুরি করেছে।

(ص: 341) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

(وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ) فِي تَفْسِيرِهِ كَالثَّعْلَبِيِّ، وَالْوَاحِدِيِّ، وَالزَّمْخَشَرِيِّ،
وَالْبَيْضَاوِيِّ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنْ مَنْ أُبْرَزَ إِسْنَادُهُ مِنْهُمْ كَالْأَوَّلِينَ، فَهُوَ أَبْسَطُ لِعُذْرِهِ إِذْ أَحَالَ نَظَرَهُ
عَلَى الْكُشْفِ عَنْ سَنَدِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُبْرَزْ سَنَدُهُ،
وَأُورِدَهُ بِصِغَةِ الْجَزْمِ، فَخَطْوُهُ أَفْحَشُ.

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: مِنَ الْبَاطِلِ أَيْضًا فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ سُورَةُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَضَعَهُ مَيْسَرَةُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أُوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَلَامِ بْنِ سُلَيْمٍ الْمَدَائِنِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ. الثَّانِي: وَرَدَ فِي فَضَائِلِ السُّورِ أَحَادِيثُ مُفَرَّقَةٌ أَحَادِيثُ بَعْضُهَا صَحِيحٌ، وَبَعْضُهَا حَسَنٌ، وَبَعْضُهَا ضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ، وَلَوْ لَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَأُوْرَدْتُ ذَلِكَ هُنَا، لِئَلَّا يَتَوَهَّمَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَصَحَّ فِي فَضَائِلِ السُّورِ شَيْءٌ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: فَضْلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَمَنْ طَالَعَ كُتُبَ السُّنَنِ وَالزَّوَائِدَ عَلَيْهَا، وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا.

وَتَفْسِيرُ الْحَافِظِ عِمَادِ الدِّينِ ابْنِ كَثِيرٍ أَجَلُّ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ أُوْرَدَ غَالِبَ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ، مِمَّا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ، وَإِنْ فَاتَهُ أَشْيَاءٌ. وَقَدْ جَمَعْتُ فِي ذَلِكَ كِتَابًا لَطِيفًا سَمَّيْتُهُ: " خَمَائِلَ الرَّهْرِ فِي فَضَائِلِ السُّورِ ". وَاعْلَمُوا أَنَّ السُّورَ الَّتِي صَحَّتِ الْأَحَادِيثُ فِي فَضَائِلِهَا: الْفَاتِحَةُ، وَالزُّهْرَاوَانُ،

[তাদরিবুর রাবী]

(মুফাসসিরদের মধ্যে যারা এটি তাদের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, তারা ভুল করেছেন) — যেমন সা'লাবী, ওয়াহিদী, যামাখশারী এবং বাইযাবী।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: কিন্তু তাদের মধ্যে যারা প্রথমদের মতো তাদের সনদ উল্লেখ করেছেন, তাদের অজুহাত বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, কারণ তারা পাঠকের দৃষ্টিকে সনদের অনুসন্ধানের দিকে ফিরালেন, যদিও তাদের জন্য এর উপর নীরব থাকা জায়েজ ছিল না। আর যে ব্যক্তি তার সনদ উল্লেখ করেনি এবং তা নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করেছে, তার ভুল আরও মারাত্মক।
কতিপয় সতর্কতা

প্রথম: কুরআনের প্রতিটি সূরার ফাযিলত সম্পর্কে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীসও বাতিলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। মাইসারা এটিকে জাল করেছেন, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আবু উমামা আল-বাহিলী (রা.) এর হাদীস, যা দাইলামী বর্ণনা করেছেন সালাম ইবনে

সুলাইম আল-মাদাইনী এর সূত্রে, হারুন ইবনে কাসীর থেকে, তিনি যায়দ ইবনে আসলাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি (আবু উমামা) থেকে।

দ্বিতীয়: সূরাসমূহের ফাযিলত সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে, এই হাদীসসমূহের কিছু সহীহ, কিছু হাসান এবং কিছু যঈফ, তবে জাল নয়। যদি দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি সেগুলো এখানে উল্লেখ করতাম, যাতে ধারণা না হয় যে সূরাসমূহের ফাযিলত সম্পর্কে কিছুই সহীহ প্রমাণিত হয়নি। বিশেষ করে দারাকুতনী (রহ.)-এর এই উক্তি সত্ত্বেও যে, কুরআনের ফাযিলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সহীহ হলো সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ-এর ফাযিলত। আর যে ব্যক্তি সুনান গ্রন্থসমূহ এবং সেগুলোর অতিরিক্ত বিষয়াদি অধ্যয়ন করবে, সে এর মধ্যে অনেক কিছু খুঁজে পাবে।

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (রহ.)-এর তাফসীরই এ বিষয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য, কেননা তিনি এর মধ্যে জাল নয় এমন অধিকাংশ বিষয় উল্লেখ করেছেন, যদিও কিছু বিষয় তার থেকে বাদ পড়েছে।

আর আমি এ বিষয়ে একটি সুন্দর কিতাব সংকলন করেছি, যার নামকরণ করেছি: "খামাইলুয যাহর ফী ফাদ্বাইলিস সুওয়ার"।

জেনে রাখুন, যে সূরাসমূহের ফাযিলত সম্পর্কে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো: আল-ফাতিহা, এবং আয-যাহরাওয়ান (আল-বাকারা ও আলে ইমরান),

(ص: 342) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الثَّانِي وَالْعَشْرُونَ: الْمُقْلُوبُ: هُوَ نَحْوُ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ عَنْ سَالِمٍ جُعِلَ عَنْ نَافِعٍ لِيُرْغَبَ فِيهِ، وَقَلَبَ أَهْلُ بَغْدَادَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِائَةً حَدِيثٍ امْتِحَانًا فَرَدَّهَا عَلَى وَجْهِهَا فَأَذَعْنُوا بِفَضْلِهِ.

[تدريب الراوي]

وَالْأَنْعَامُ، وَالسَّبْعُ الطُّوْلُ مُجْمَلًا، وَالْكَهْفُ، وَيس، وَالْدُّخَانُ، وَالْمُلْكُ، وَالزُّلْزَلَةُ، وَالنَّصْرُ، وَالْكَافِرُونَ، وَالْإِخْلَاصُ، وَالْمُعَوِّذَتَانِ، وَمَا عَدَاهَا لَمْ يَصَحَّ فِيهَا شَيْءٌ.

الثَّالِثُ: مِنَ الْمَوْضُوعِ أَيْضًا: حَدِيثُ الْأُرْزِ، وَالْعَدَسِ، وَالْبَاذُنْجَانِ، وَالْهَرِيسَةِ، وَفَضَائِلِ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَفَضْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَيْنِ سُلْوَانَ وَعَسْقَلَانَ، إِلَّا حَدِيثَ أَنَسٍ الَّذِي فِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " عَلَى مَا قِيلَ فِيهِ مِنَ النَّكَارَةِ، وَوَصَايَا عَلِيٍّ وَضَعَهَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ، وَوَصِيَّةٌ فِي الْجَمَاعِ وَضَعَهَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ الْمَلْطِيُّ، وَنُسْخَةُ الْعَقْلِ وَضَعَهَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، وَأُورَدَهَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ، وَحَدِيثُ الْقَسِّ بْنِ سَاعِدَةَ، أُوْرَدَهُ الْبَزَّازُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْحَدِيثُ الطَّوِيلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِسْرَاءِ، أُوْرَدَهُ ابْنُ مَرْذُويَه فِي تَفْسِيرِهِ، وَهُوَ نَحْوُ كُرَّاسَيْنِ، وَنُسْخُ سِتَّةَ رُؤُوسٍ عَنْ أَنَسٍ، وَهُمْ أَبُو هُدَبَةَ وَدِينَارٌ، وَنَعِيمُ بْنُ سَالِمٍ، وَالْأَشْجُ، وَخِرَاشٌ، وَنُسْطُورٌ.

[النَّوعُ الثَّانِي وَالْعَشْرُونَ الْمَقْلُوبُ]

[أقسام المقلوب]

(النَّوعُ الثَّانِي وَالْعَشْرُونَ: الْمَقْلُوبُ: هُوَ) قِسْمَانِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِرَأْوٍ، فَيُجْعَلُ مَكَانَهُ آخَرُ فِي طَبَقَتِهِ (نَحْوُ حَدِيثِ مَشْهُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، جُعِلَ عَنْ نَافِعٍ؛ لِيُزَغَبَ فِيهِ) لِغَرَابَتِهِ، أَوْ عَنْ مَالِكٍ، جُعِلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الْوَضَّاعِينَ حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةٍ الْيَسَعِيُّ، وَبُهْلُولُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ.

বাইশতম প্রকার: মাকলুব (পরিবর্তিত): এটি এমন একটি প্রসিদ্ধ হাদিসের মতো, যা সালিমের সূত্রে বর্ণিত ছিল কিন্তু নাফি'র সূত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এবং বাগদাদবাসী পরীক্ষা করার জন্য ইমাম বুখারীর উপর একশত হাদিস পরিবর্তন করে উপস্থাপন করেছিল। তখন তিনি সেগুলোকে তাদের সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, ফলশ্রুতিতে তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল।

-

[তাদরীবুর রাবী]

আন'আম, এবং সংক্ষিপ্তাকারে (প্রথম) সাতটি দীর্ঘ সূরা, আল-কাহফ, ইয়াসিন, আদ-দুখান, আল-মুলক, আয-যালযালাহ, আন-নাসর, আল-কাফিরুন, আল-ইখলাস এবং

মু‘আওয়যাতাইন (আল-ফালাক ও আন-নাস)। এর বাইরে অন্য কোনো সূরার ফযীলত সম্পর্কে সহীহ কিছু বর্ণিত হয়নি।

তৃতীয়ত: জাল হাদিসসমূহের মধ্যে আরও রয়েছে: চাল, মসুর ডাল, বেগুন এবং হারিসা সংক্রান্ত হাদিস; যার নাম মুহাম্মাদ ও আহমাদ, তাদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদিস; আবু হানিফার ফযীলত সংক্রান্ত হাদিস; এবং ‘আইনুল সিলওয়ান’ ও ‘আসকালান’ (স্থাননাম) সংক্রান্ত হাদিস; তবে আনাসের হাদিসটি যা ‘মুসনাদে আহমাদ’-এ রয়েছে, যদিও এতে আপত্তিকর দিক থাকার কথা বলা হয়েছে (তা বাদে)। আলীর উপদেশাবলী, যা হাম্মাদ ইবন আমর আন-নাসীবী জাল করেছে; সহবাস সংক্রান্ত একটি উপদেশ, যা ইসহাক ইবন নাজিহ আল-মালতী জাল করেছে; ‘আকল’ (বুদ্ধি) বিষয়ক অনুলিপি, যা দাউদ ইবনুল মুহাম্মার জাল করেছে এবং এটি আল-হারিস ইবন আবী উসামাহ তার ‘মুসনাদ’-এ উল্লেখ করেছেন; আল-কাস ইবন সাঈদার হাদিস, এটি আল-বাযযার তার ‘মুসনাদ’-এ উল্লেখ করেছেন; এবং ইবন আব্বাসের সূত্রে ইসরা’ (মি’রাজ) সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদিস, এটি ইবন মারদাওয়াইহি তার ‘তাফসীর’-এ উল্লেখ করেছেন এবং এটি প্রায় দুই পুস্তিকা; এবং আনাসের সূত্রে ছয়টি অনুলিপি (বা, বর্ণনা) বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন: আবু হুদবাহ, দীনার, নুআইম ইবন সালিম, আল-আশাজ্জ, খিরাশ এবং নুস্তুর।

[বাইশতম প্রকার: মাকলুব (পরিবর্তিত)]

[মাকলুবে প্রকারভেদ]

(বাইশতম প্রকার: মাকলুব (পরিবর্তিত) এটি) দুই প্রকার: প্রথমটি: হাদিসটি একজন রাবীর সূত্রে প্রসিদ্ধ থাকে, তখন তার পরিবর্তে একই স্তরের অন্য একজন রাবীকে স্থাপন করা হয়। (যেমন, একটি প্রসিদ্ধ হাদিস, যা সালিমের সূত্রে বর্ণিত ছিল, তাকে নাফি'র সূত্রে রূপান্তরিত করা হয়; যাতে এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়) এর দুর্লভতার কারণে; অথবা মালিকের সূত্রে বর্ণিত হাদিসকে উবাইদুল্লাহ ইবন উমরের সূত্রে পরিণত করা হয়।

এবং জালকারীরা যারা এমনটি করতো তাদের মধ্যে ছিলেন হাম্মাদ ইবন আমর আন-নাসীবী, আবু ইসমাইল ইবরাহীম ইবন আবী হাইয়াহ আল-ইয়াসা‘ এবং বাহলুল ইবন উবাইদ আল-কিন্দি।

[تدريب الراوي]

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى رَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: مِثَالُهُ حَدِيثُ رَوَاهُ عُمَرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ النَّصِيبِيِّ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا
تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ». الْحَدِيثُ، فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْلُوبٌ قَلْبُهُ حَمَّادٌ فَجَعَلَهُ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ بِسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ
رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَزْدِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ
سُهَيْلٍ.

قَالَ: وَلِهَذَا كَرِهَ أَهْلُ الْحَدِيثِ تَتَبُّعَ الْغَرَائِبِ، فَإِنَّهُ قَلَمًا يَصْحُ مِنْهَا.
تَنْبِيهُ

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: قَدْ يَقَعُ الْقَلْبُ فِي الْمَتْنِ، قَالَ:، وَيُمْكِنُ تَنْثِيلُهُ بِمَا رَوَاهُ حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ، مَرْفُوعًا، «إِذَا أَذِنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَإِذَا
أَذِنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تَشْرَبُوا» الْحَدِيثُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِي
صَحِيحَيْهِمَا، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ: «إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بِلِيلٍ، فَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

[তাদরিবুর রাবী]

ইবনু দাকীকুল ঈদ বলেছেন: এবং এটি এমন [হাদীস] যাঁর বর্ণনাকারীকে 'হাদীস চোর' বলে অভিহিত করা হয়।

ইরাকী বলেছেন: এর উদাহরণ হলো একটি হাদীস যা আমার ইবনু খালিদ আল-হাররানী বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ আন-নাসীবীর সূত্রে, তিনি আ'মাশের সূত্রে, তিনি আবু সালিহের সূত্রে, তিনি

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে মারফু' হিসেবে: «যখন তোমরা মুশরিকদেরকে পথে পাবে, তখন তোমরা তাদেরকে সালাম দিয়ে শুরু করো না।» এই হাদীসটি 'মাকলূব' (বিপরীতকৃত) হাদীস। হাম্মাদ এটিকে উল্টে দিয়ে আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অথচ এটি সুহাইল ইবনু আবী সালিহের সূত্রে তাঁর পিতা থেকে পরিচিত। এভাবেই মুসলিম এটিকে শু'বাহ, সাওরী, জারীর ইবনু আবদিল হামীদ এবং আবদুল আযীয আদ-দারওয়াদী'র বর্ণনা থেকে সংকলন করেছেন, তাদের সকলেই সুহাইলের সূত্রে [বর্ণনা করেছেন]।

তিনি বলেছেন: আর এই কারণেই হাদীস বিশারদগণ 'গারাইব' (অপরিচিত, একক বর্ণনা) হাদীসের অনুসন্ধান অপছন্দ করেছেন; কারণ সেগুলোর মধ্যে খুব কমই সহীহ প্রমাণিত হয়।
দ্রষ্টব্য

আল-বুলফীনী বলেছেন: 'কলব' (বিপরীতকরণ) মতন-এর মধ্যেও ঘটতে পারে। তিনি বলেছেন: এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে সেই হাদীস দ্বারা যা হাবীব ইবনু আবদির রহমান তাঁর খালা উনাইসাহ্ থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন: «যখন ইবনু উম্মি মাকতূম আযান দেন, তখন তোমরা পানাহার করো, আর যখন বিলাল আযান দেন, তখন তোমরা পানাহার করো না।» এই হাদীসটি আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ্ এবং ইবনু হিব্বান তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনু উম্মার ও আযিশাহ্ (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসটি হলো: «নিশ্চয়ই বিলাল রাতে আযান দেন, সুতরাং তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না ইবনু উম্মি মাকতূম আযান দেন।»

(ص: 344) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ: فَالْروايةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ مَقْلُوبَةٌ، قَالَا: إِلَّا أَنَّ ابْنَ حَبَّانَ، وَابْنَ خُزَيْمَةَ لَمْ يَجْعَلَا ذَلِكَ مِنَ الْمَقْلُوبِ، وَجَمْعًا بِاحْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ بِلَالٍ وَبَيْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ تَنَاقُؤٌ. قَالَ: وَمَعَ ذَلِكَ فَدَعَوَى الْقَلْبُ لَا تَبْعُدْ، وَلَوْ فَتَحْنَا بَابَ التَّأْوِيلَاتِ لَأَنْدَفَعَ كَثِيرٌ مِنَ عِلَلِ الْحَدِيثِ.

قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ بِالْمَعْكُوسِ، فَيُفْرَدَ بِنَوْعٍ، وَلَمْ أَرْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ.
انْتَهَى.

وَقَدْ مَثَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " شَرْحِ النُّخْبَةِ " الْقَلْبَ فِي الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ،
وَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ.

وَفِي الْمَتْنِ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ فِي السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ، رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا
حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَبِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِبَالَهُ، قَالَ: فَهَذَا مِمَّا انْقَلَبَ عَلَى أَحَدِ الرُّوَاةِ، وَإِنَّمَا هُوَ
حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِبَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَبِينُهُ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.

قُلْتُ: وَوَجَدْتُ مِثْلًا آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِذَا أَمَرْتُكُمْ
بِشَيْءٍ فَأَتَوْهُ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ". فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ مَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

[তাদরিবুর রাবী]

"(উল্টো) 'মাকলুব' বর্ণনাটি 'এর বিপরীত বর্ণনাটি 'মাকলুব' (উল্টো)।"
قَالَ: إِلَّا أَنَّ ابْنَ جَبَّانَ، وَابْنَ خُرَيْبَةَ لَمْ يَجْعَلَا ذَلِكَ مِنَ الْمَقْلُوبِ، وَجَمَعَ بِاخْتِهَالٍ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ بِلَالٍ
وَبَيْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ تَنَاقُؤٌ. তারা উভয়ে বলেন: তবে ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মা এটিকে
'মাকলুব' হিসেবে গণ্য করেননি। তারা এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, বিলাল এবং উম্মে
মাকতুমের মাঝে পালাবদল হতে পারে।

তিনি قَالَ: وَمَعَ ذَلِكَ فَدَعَا الْقَلْبَ لَا تَبْعُدْ، وَلَوْ فَتَحْنَا بَابَ التَّأْوِيلَاتِ لَأَنَدَفَعَ كَثِيرٌ مِنْ عِلَلِ الْحَدِيثِ
বলেন: এতদসত্ত্বেও, 'কলব' (উল্টে যাওয়ার) দাবিটি একেবারে অসম্ভব নয়। যদি আমরা
ব্যাখ্যার দ্বার উন্মুক্ত করি, তবে হাদিসের অনেক ত্রুটি (ইল্লত) দূরীভূত হয়ে যাবে।

তিনি বলেন: قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُسَمَّى ذَلِكَ بِالْمَعْكُوسِ، فَيُفْرَدَ بِنَوْعٍ، وَلَمْ أَرْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. انْتَهَى
এটিকে 'মা'কুস' (উল্টানো) নামে অভিহিত করা যেতে পারে এবং এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রকার
হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি এর উপর আলোচনা
করেছেন। শেষ।

وَقَدْ مَثَّلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " شَرْحِ النُّخْبَةِ " الْقَلْبَ فِي الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، وَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ.

শাইখুল ইসলাম তাঁর "শারহুন নুখবাহ" গ্রন্থে ইসনাদের ক্ষেত্রে 'কলব'-এর (উল্টে যাওয়ার)

উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন কা'ব ইবনে মুররাহ এবং মুররাহ ইবনে কা'ব।

وَفِي الْمَثْنِ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ فِي السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظْلَهُمُ اللَّهُ، رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، قَالَ: فَهَذَا مِمَّا انْقَلَبَ عَلَى أَحَدِ الرُّوَاةِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، كَمَا

في الصحيحين. আর মাতন (মূল পাঠ)-এর ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়েছেন মুসলিমের সেই হাদিস

দ্বারা, যা আল্লাহর আরশের ছায়াপ্রাপ্ত সাত ব্যক্তি সম্পর্কে: "এমন এক ব্যক্তি যে এমনভাবে

সাদাকা করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে তা বাম হাত জানে না।" তিনি বলেন: এটি সেই

বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত যা বর্ণনাকারীদের কারো উপর উল্টে গেছে। বরং (সঠিকটি হলো) "তার

বাম হাত যা খরচ করে তা ডান হাত জানে না।" যেমন সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ

রয়েছে।

قُلْتُ: وَوَجَدْتُ مِثْلًا آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتَوْهُ، وَإِذَا

نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " . فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . আমি বলি: এবং আমি আরেকটি উদাহরণ

পেয়েছি। আর তা হলো আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ইমাম তাবারানী বর্ণিত হাদিস: "যখন আমি

তোমাদের কোনো কিছু আদেশ করি, তখন তোমরা তা পালন করো। আর যখন আমি

তোমাদের কোনো কিছু থেকে নিষেধ করি, তখন সাধ্যমতো তা থেকে বিরত থাকো।" কারণ

সুপরিচিত (বর্ণনা) যা সহীহাইন-এ রয়েছে, তা হলো: «আমি তোমাদের যা থেকে নিষেধ

করেছি, তা থেকে বিরত থাকো। আর আমি তোমাদের যা কিছু আদেশ করেছি, তা থেকে

সাধ্যমতো পালন করো।»

(ص: 345) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُؤْخَذَ إِسْنَادُ مَتْنٍ فَيُجْعَلَ عَلَى مَتْنٍ آخَرَ، وَبِالْعَكْسِ وَهَذَا قَدْ يُقْصَدُ بِهِ أَيْضًا الْإِغْرَابُ، فَيَكُونُ كَالْوَضْعِ، وَقَدْ يُفْعَلُ اخْتِبَارًا لِحِفْظِ الْمُحَدِّثِ، أَوْ لِقَبُولِهِ التَّلَقُّينَ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ.

(وَقَلَبَ أَهْلُ بَغْدَادَ عَلَى الْبُخَارِيِّ) لَمَّا جَاءَهُمْ (مِائَةُ حَدِيثٍ امْتَحَانًا، فَرَدَّهَا عَلَى وَجْهِهَا فَأَذَعْنُوا بِفَضْلِهِ)، وَذَلِكَ فِيهَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ السَّاحِلِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَسَنِ الرَّازِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِدَّةَ مَشَايخَ يَحْكُونَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ قَدِمَ بَغْدَادَ، فَسَمِعَ بِهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، فَاجْتَمَعُوا، وَعَمَدُوا إِلَى مِائَةِ حَدِيثٍ، فَقَلَبُوا مُتُونَهَا وَأَسَانِيدَهَا، وَجَعَلُوا مَتْنَهُ هَذَا الْإِسْنَادَ لِإِسْنَادٍ آخَرَ وَإِسْنَادَ هَذَا الْمَتْنِ لِمَتْنٍ آخَرَ، وَدَفَعُوهُ إِلَى عَشْرَةِ أَنْفُسٍ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ عَشْرَةً، وَأَمَرُوهُمْ إِذَا حَضَرُوا الْمَجْلِسَ يُلقُونَ ذَلِكَ عَلَى الْبُخَارِيِّ، وَأَخَذُوا الْوَعْدَ لِلْمَجْلِسِ، فَحَضَرَ الْمَجْلِسَ جَمَاعَةٌ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ مِنَ الْغُرَبَاءِ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَغَيْرِهِمْ، وَمِنْ الْبَغْدَادِيِّينَ، فَلَمَّا اطْمَأَنَّ الْمَجْلِسُ بِأَهْلِهِ انْتَدَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْعَشْرَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا أَعْرِفُهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ آخَرَ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ، فَمَا زَالَ يُلقِي عَلَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ عَشْرَتِهِ، وَالْبُخَارِيُّ يَقُولُ: لَا أَعْرِفُهُ، فَكَانَ الْفُقَهَاءُ مِمَّنْ حَضَرَ الْمَجْلِسَ يَلْتَفِتُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَيَقُولُونَ: الرَّجُلُ فَهَمٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ يَقْضِي عَلَى الْبُخَارِيِّ بِالْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ، وَقِلَّةِ الْفَهْمِ، ثُمَّ انْتَدَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرٌ مِنَ الْعَشْرَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَقْلُوبَةِ، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا أَعْرِفُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُلقِي إِلَيْهِ

[তাদরীবুর রাবী]

দ্বিতীয় প্রকার: একটি মতনের সনদ নিয়ে অন্য একটি মতনের উপর স্থাপন করা এবং এর বিপরীতও। এর দ্বারা বিস্ময়কর কিছু বোঝানো হতে পারে, তখন তা জাল করার মতো হয়ে যায়। আবার কখনও তা মুহাদ্দিসের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য অথবা তার শিক্ষণ গ্রহণের

ক্ষমতা যাচাই করার জন্য করা হয়। শু'বা, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ এবং আহলুল হাদিসগণ (হাদিস বিশারদগণ) এটি করেছেন।

(বাগদাদের অধিবাসীরা ইমাম বুখারীর উপর উল্টে দিয়েছিল) যখন তিনি তাদের কাছে আসলেন (পরীক্ষার জন্য একশ হাদিস, তখন তিনি সেগুলোকে তাদের সঠিক রূপে ফিরিয়ে দিলেন, ফলে তারা তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলো)। এটিই খতিব বর্ণনা করেছেন। ইবন আবিল হাসান আস-সাহিলী আমাকে বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবন হাসান আর-রাযী আমাকে বলেছেন, আমি আবু আহমদ ইবন আদীকে বলতে শুনেছি: আমি অনেক শায়খকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী বাগদাদে আসলেন। তখন হাদিস বিশারদগণ তাঁর (আগমন) সম্পর্কে শুনলেন, অতঃপর তারা একত্রিত হলেন এবং একশটি হাদিসের দিকে মনোযোগ দিলেন। অতঃপর তারা সেগুলোর মতন ও সনদগুলো উল্টে দিলেন (পাল্টে দিলেন), এবং তারা এই সনদের মতন অন্য একটি সনদের জন্য রাখলেন, এবং এই মতনের সনদ অন্য একটি মতনের জন্য রাখলেন। তারা সেগুলো দশজন লোকের কাছে দিলেন, প্রত্যেকের কাছে দশটি করে। এবং তাদের নির্দেশ দিলেন যে, যখন তারা মজলিসে উপস্থিত হবে, তখন তারা এগুলো বুখারীর উপর উপস্থাপন করবে। মজলিসের জন্য সময় নির্ধারণ করা হলো। অতঃপর মজলিসে উপস্থিত হলেন হাদিস বিশারদগণের একটি জামাত, খুরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলের বহিরাগত এবং বাগদাদের অধিবাসীগণ থেকে। যখন মজলিস তার উপবিষ্টদের দ্বারা স্থির হলো, তখন দশজনের একজন লোক তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। অতঃপর তাকে সেই হাদিসগুলোর একটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন বুখারী বললেন: আমি এটি চিনি না। অতঃপর তাকে অন্য একটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তখন তিনি বললেন: আমি এটি চিনি না। সে একের পর এক তাঁর কাছে (হাদিস) উপস্থাপন করতে লাগলো যতক্ষণ না তার দশটি শেষ হলো, এবং বুখারী বলতে লাগলেন: আমি এটি চিনি না। তখন মজলিসে উপস্থিত ফুকাহাগণ (আইনবিদগণ) একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: লোকটি বুঝেছে। আর তাদের মধ্যে যারা এমন ছিল না (যারা বুঝতে পারছিল না), তারা বুখারীর উপর অক্ষমতা, ত্রুটি এবং জ্ঞানের অভাবের সিদ্ধান্ত দিচ্ছিল। অতঃপর দশজনের অন্য একজন লোক তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। অতঃপর তাকে সেই উল্টানো (পাল্টে দেওয়া) হাদিসগুলোর একটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন বুখারী বললেন: আমি এটি চিনি না। অতঃপর সে তার কাছে উপস্থাপন করতে লাগলো...

[تدريب الراوي]

، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ عَشْرَتِهِ، وَالْبُخَارِيُّ يَقُولُ: لَا أَعْرِفُهُ، ثُمَّ انْتَدَبَ إِلَيْهِ
الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ إِلَى تَمَامِ الْعَشْرَةِ، حَتَّى فَرَغُوا كُلُّهُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَقْلُوبَةِ، وَالْبُخَارِيُّ
لَا يَزِيدُهُمْ عَلَى: لَا أَعْرِفُهُ، فَلَمَّا عَلِمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا، انْتَفَتَ إِلَى الْأَوَّلِ
مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَمَّا حَدِيثُكَ الْأَوَّلُ، فَهُوَ كَذَا، وَحَدِيثُكَ الثَّانِي فَهُوَ كَذَا، وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ
عَلَى الْوَلَاءِ، حَتَّى أَتَى عَلَى تَمَامِ الْعَشْرَةِ، فَرَدَّ كُلُّ مَتْنٍ إِلَى إِسْنَادِهِ، وَكُلَّ إِسْنَادٍ إِلَى مَتْنِهِ،
وَفَعَلَ بِالْآخَرِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَدَّ مُتُونَ الْأَحَادِيثِ إِلَى أَسَانِيدِهَا، وَأَسَانِيدِهَا إِلَى مُتُونِهَا،
فَأَقَرَّ لَهُ النَّاسُ بِالْحِفْظِ، وَأَذَعَنُوا لَهُ بِالْفَضْلِ.

- 1

تَنْبِيهَاتُ

الْأَوَّلُ: قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فِي جَوَازِ هَذَا الْفِعْلِ نَظَرٌ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يَسْتَقِرُّ
حَدِيثًا، وَقَدْ أَنْكَرَ حَرَمِيُّ عَلَى شُعْبَةَ لَمَّا قَلَبَ أَحَادِيثَ عَلَى أَبَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ، وَقَالَ: يَا
بُسْ مَا صَنَعَ، وَهَذَا يَحِلُّ؟ .

الثَّانِي: قَدْ يَقَعُ الْقَلْبُ غَلَطًا، لَا قَصْدًا، كَمَا يَقَعُ الْوَضْعُ كَذَلِكَ، وَقَدْ مَثَّلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ
بِحَدِيثِ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا
تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» .

فَهَذَا حَدِيثٌ انْقَلَبَ إِسْنَادُهُ عَلَى جَرِيرٍ، وَهُوَ مَشْهُورٌ لِيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

একজনের পর একজন করে দশজন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। আর বুখারী বলছিলেন: আমি তা জানি না। এরপর তার নিকট তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি প্রেরিত হলো, দশজন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। এমনকি তারা সবাই মাকলুব (উল্টানো) হাদীসগুলো থেকে ফারেগ (অবসর) হলেন। আর বুখারী তাদের জন্য ‘আমি তা জানি না’ কথাটি ছাড়া আর কিছু বাড়ালেন না। অতঃপর যখন বুখারী জানতে পারলেন যে তারা ফারেগ হয়েছেন, তখন তাদের প্রথমজনের দিকে ফিরে বললেন: আপনার প্রথম হাদীসটি এই, এবং আপনার দ্বিতীয় হাদীসটি এই, তৃতীয়টি এবং চতুর্থটি ধারাবাহিকভাবে, এমনকি দশজন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। তখন তিনি প্রতিটি মাতানকে তার ইসনাদের সাথে এবং প্রতিটি ইসনাদকে তার মাতানের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন। আর অন্যদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করলেন। এবং হাদীসগুলোর মাতানসমূহকে তাদের ইসনাদসমূহের সাথে এবং তাদের ইসনাদসমূহকে তাদের মাতানসমূহের সাথে ফিরিয়ে দিলেন। ফলে লোকেরা তার স্মরণশক্তির স্বীকৃতি দিল এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিল।

১ -

তানবীহাত (দৃষ্টি আকর্ষণ)

প্রথমত: ইরাকী বলেছেন: এই কাজের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তবে হাদীসবিদগণ যখন এটি করেন, তখন তা হাদীস হিসেবে স্থির থাকে না। আর হারামী শু’বার উপর আপত্তি করেছিলেন যখন তিনি আবান ইবনে আবী আইয়াশের উপর হাদীস উল্টিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: সে কী জঘন্য কাজ করেছে! আর এটা কি হালাল?

দ্বিতীয়ত: কখনো ভুলক্রমে হাদীস উল্টে যেতে পারে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়, যেমনটি জালকরণও ঘটে থাকে। আর ইবনুল সালাহ এর উদাহরণ দিয়েছেন একটি হাদীস দিয়ে যা জারীর ইবনে হাযিম, সাবেত থেকে, আনাস থেকে মারফু’ সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «যখন সালাত কায়েম করা হয়, তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না»।

সুতরাং এটি এমন একটি হাদীস যার ইসনাদ জারীরের উপর উল্টে গেছে, আর এটি ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীরের পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ, عن

[تدريب الراوي]

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا رَوَاهُ الْأَيْمَنُ
الْخُمْسَةَ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافِ، عَنْ
يَحْيَى وَجَرِيرٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ حَجَّاجٍ، فَأَنْقَلَبَ عَلَيْهِ، وَقَدْ بَيَّنَّ ذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فِيهَا
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ
أَنَا، وَجَرِيرٌ عِنْدَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَ حَجَّاجٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَظَنَّ جَرِيرٌ أَنَّهُ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ.
الثَّالِثُ: هَذَا آخِرُ مَا أوردَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّعِيفِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ " الْمُتْرُوكُ "، ذَكَرَهُ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " التُّخْبَةِ "، وَفَسَّرَهُ: بِأَنْ يَرْوِيَهُ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ
الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ.
قَالَ: وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَقُوعُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ
دُونَ الْأَوَّلِ. انْتَهَى.

وَتَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ عَقِبَ الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ.

الرَّابِعُ: تَقَدَّمَ أَنَّ شَرَّ الضَّعِيفِ: الْمَوْضُوعُ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ
تَرْتِيبَ أَنْوَاعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَلِيهِ الْمُتْرُوكُ ثُمَّ الْمُنْكَرُ، ثُمَّ الْمَعْلَلُ، ثُمَّ الْمُدْرَجُ، ثُمَّ
الْمَقْلُوبُ، ثُمَّ الْمُضْطَرَبُّ، كَذَا رَتَّبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

[তাদরীবুর রাবী]

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদা, তাঁর পিতা থেকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।
এভাবেই বর্ণনা করেছেন পাঁচজন ইমাম, আর এটি মুসলিম ও নাসায়ীর নিকট হাজ্জাজ ইবনে
আবি উসমান আস-সাওয়াফের বর্ণনায় রয়েছে। ইয়াহইয়া ও জারীর তা হাজ্জাজ থেকে
শুনেছিলেন, অতঃপর এটি তাদের কাছে উল্টে গেছে (বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে)। আর হাম্মাদ ইবনে
যায়েদ তা স্পষ্ট করেছেন, যা আবু দাউদ 'আল-মারাসিল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আহমাদ ইবনে
সালিহ থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে হাসসান থেকে, তিনি (হাম্মাদ) বলেন: আমি এবং জারীর

সাবিতের নিকট ছিলাম, অতঃপর হাজ্জাজ ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদিস বর্ণনা করলেন। কিন্তু জারীর ধারণা করলেন যে, সাবিত তা আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ত: এটি দুর্বল (হাদিসের) প্রকারভেদ থেকে মুসান্নিফ যা উল্লেখ করেছেন তার শেষ অংশ, এবং তার নিকট 'মাতরুক' বাকি ছিল। শায়খুল ইসলাম এটি 'আন-নুখবাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: যে ব্যক্তি মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত, সে এটি বর্ণনা করবে, এবং ওই হাদিসটি তার মাধ্যম ছাড়া আর কারো থেকে পরিচিত হবে না, এবং এটি সুপরিচিত নিয়ম-নীতির পরিপন্থী হবে।

তিনি (শায়খুল ইসলাম) বলেন: তেমনি, যে ব্যক্তি তার সাধারণ কথায় মিথ্যা বলার জন্য পরিচিত, যদিও হাদিসের ক্ষেত্রে তার মিথ্যাচার প্রকাশিত না হয়, তবে এটি প্রথম প্রকারের চেয়ে নিম্নস্তরের। সমাপ্ত।

শায ও মুনকার হাদিসের পরে এর (মাতরুকের) প্রতি ইঙ্গিত পূর্বেও করা হয়েছে।

চতুর্থত: পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুর্বল (হাদিসের) মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল: মাওযু (বানোয়াট) হাদিস, এবং এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। মুসান্নিফ এরপর এর প্রকারভেদগুলোর ক্রম উল্লেখ করেননি, এবং এর পরেই মাতরুক, তারপর মুনকার, তারপর মুআল্লাল, তারপর মুদরাজ, তারপর মাকলুব, তারপর মুদতারিব। এভাবেই শায়খুল ইসলাম এটিকে বিন্যস্ত করেছেন।

(ص: 348) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

فَعُ:

إِذَا رَأَيْتَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ هُوَ ضَعِيفٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا تَقُلْ
ضَعِيفُ الْمَتْنِ لِمَجَرَّدِ ضَعْفِ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِمَامٌ: إِنَّهُ لَمْ يَرَوْ مِنْ وَجْهِ
صَحِيحٍ، أَوْ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مُفْسِّرًا ضَعْفُهُ، فَإِنْ أَطْلَقَ فِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا، وَإِذَا
أَرَدْتَ رِوَايَةَ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا،
وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ صَيِّغِ الْجَزْمِ، بَلْ قُلْ: رَوَى كَذَا، أَوْ بَلَّغَنَا كَذَا، أَوْ وَرَدَ، أَوْ جَاءَ، أَوْ نُقِلَ،
وَمَا أَشْبَهَهُ، وَكَذَا مَا تَشْكُ فِي صِحَّتِهِ.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: شَرُّهَا الْمَوْضُوعُ، ثُمَّ الْمَقْلُوبُ، ثُمَّ الْمَجْهُولُ.
وَقَالَ الرَّزْكَانِيُّ فِي مُحْتَصَرِهِ: مَا ضَعْفُهُ لَا لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ، شَرُّهَا:
الْمَوْضُوعُ، ثُمَّ الْمُدْرَجُ، ثُمَّ الْمَقْلُوبُ، ثُمَّ الْمُنْكَرُ، ثُمَّ الشَّاذُّ، ثُمَّ الْمَعْلَلُ، ثُمَّ
الْمُضْطَرِبُّ. انْتَهَى.

قُلْتُ: وَهَذَا تَرْتِيبٌ حَسَنٌ، وَيَنْبَغِي جَعْلُ الْمَتْرُوكِ قَبْلَ الْمُدْرَجِ، وَأَنْ يُقَالَ فِيهَا ضَعْفُهُ
لِعَدَمِ اتِّصَالِ: شَرُّهُ الْمَعْضَلُ، ثُمَّ الْمُنْقَطِعُ، ثُمَّ الْمُدَلَّسُ، ثُمَّ الْمُرْسَلُ، وَهَذَا وَاضِحٌ.
ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا الْإِمَامَ الشُّبَّانِيَّ نَقَلَ قَوْلَ الْجَوْزِقَانِيِّ: الْمَعْضَلُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُنْقَطِعِ،
وَالْمُنْقَطِعُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُرْسَلِ.
وَتَعَقَّبَهُ بِأَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْإِنْقِطَاعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا فَهُوَ يُسَاوِي الْمَعْضَلِ.

[فرع مسائل تتعلق بالضعيف]

فَرْعٌ

فِيهِ مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالضَّعِيفِ (إِذَا رَأَيْتَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: هُوَ
ضَعِيفٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا تَقُلْ ضَعِيفُ الْبُتْنِ)، وَلَا ضَعِيفٌ، وَلَا تُطْلِقُ (لِجَرَدِ ضَعْفِ
ذَلِكَ الْإِسْنَادِ)، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ صَحِيحٌ، (إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِمَامٌ: إِنَّهُ لَمْ يُرَوْ مِنْ
وَجْهِ صَحِيحٍ)، أَوْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ يَثْبُتُ بِهِ، (أَوْ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ:

فَرْعٌ:

যখন তুমি কোনো দুর্বল সনদযুক্ত হাদীস দেখবে, তখন তুমি বলতে পারো যে, এটি এই সনদ
সূত্রে দুর্বল, কিন্তু শুধুমাত্র ওই সনদের দুর্বলতার কারণে 'হাদীসের মতন দুর্বল' বলবে না, তবে
যদি কোনো ইমাম বলেন যে, এটি কোনো সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি, অথবা এটি একটি দুর্বল
হাদীস এবং এর দুর্বলতা ব্যাখ্যা করেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। আর যদি তিনি নিরঙ্কুশভাবে
(দুর্বল বলেন), তবে সে বিষয়ে আলোচনা পরবর্তীতে আসবে। আর যখন তুমি সনদ ছাড়া দুর্বল

হাদীস বর্ণনা করতে চাও, তখন তুমি বলবে না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন, অথবা এ ধরনের কোনো নিশ্চিত বাক্য ব্যবহার করবে না, বরং তুমি বলো: এমন বর্ণিত হয়েছে, অথবা আমাদের নিকট এমন পৌঁছেছে, অথবা এসেছে, অথবা বর্ণিত হয়েছে, অথবা স্থানান্তরিত হয়েছে, অথবা এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করো, এবং যা তুমি বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করো (সেক্ষেত্রেও)।

-

[তা'দরীবুর রাবী]

আর আল-খাতাবী বলেছেন: সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো 'মাওয়ু' (বানোয়াট), তারপর মাকলুব (বিপরীতকৃত), তারপর মাজহুল (অপরিচিত)।

আর যারকাশী তাঁর 'মুখতাসার' গ্রন্থে বলেছেন: সেগুলোর দুর্বলতা সনদের অবিচ্ছিন্নতার অভাবের কারণে নয়, সেগুলো সাত প্রকার; সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো: 'মাওয়ু' (বানোয়াট), তারপর মুদরাজ (সন্নিবেশিত), তারপর মাকলুব (বিপরীতকৃত), তারপর মুনকার (অস্বীকৃত), তারপর শা'য (ব্যতিক্রম), তারপর মু'আল্লাল (ত্রুটিপূর্ণ), তারপর মুযতারিব (বিক্ষিপ্ত)। সমাপ্ত।

আমি বলি: এটি একটি ভালো বিন্যাস, আর উচিত হলো মাতরুক (পরিত্যক্ত) কে মুদরাজের আগে রাখা, এবং যা সনদের অবিচ্ছিন্নতার অভাবের কারণে দুর্বল, সে সম্পর্কে বলা উচিত: সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো মু'দাল (দুর্গম), তারপর মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন), তারপর মুদাল্লাস (প্রতারণিত), তারপর মুরসাল (প্রেরিত)। আর এটি স্পষ্ট।

তারপর আমি আমাদের শাইখ ইমাম আশ-শুমনুনীকে দেখেছি আল-জাওয়াকানীর এই উক্তিটি বর্ণনা করতে: মু'দাল (দুর্গম) হাদীস মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হাদীসের চেয়ে খারাপ অবস্থা সম্পন্ন, এবং মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হাদীস মুরসাল (প্রেরিত) হাদীসের চেয়ে খারাপ অবস্থা সম্পন্ন। এবং তিনি এর উপর মন্তব্য করেছেন যে, এটি (উপরোক্ত বিন্যাস) তখন, যখন বিচ্ছিন্নতা একটি মাত্র স্থানে হয়, অন্যথায় তা (মুনকাতি') মু'দালের সমতুল্য।

[দুর্বল হাদীস সম্পর্কিত উপশাখা]

فَعْنُ

এতে দুর্বল হাদীস সম্পর্কিত কিছু মাসআলা রয়েছে: (যখন তুমি কোনো দুর্বল সনদযুক্ত হাদীস দেখবে, তখন তুমি বলতে পারো যে, এটি এই সনদ সূত্রে দুর্বল, এবং 'হাদীসের মতন দুর্বল')

বলবে না), এবং (শুধু) 'দুর্বল' বলবে না, আর নিরঙ্কুশভাবেও বলবে না (শুধুমাত্র ওই সনদের দুর্বলতার কারণে), কারণ তার অন্য কোনো সহীহ সনদ থাকতে পারে, (তবে যদি কোনো ইমাম বলেন যে, এটি কোনো সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি), অথবা তার এমন কোনো সনদ নেই যা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়, (অথবা এটি একটি দুর্বল হাদীস:

(ص: 349) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

مُفَسِّرًا ضَعْفَهُ، فَإِنْ أُطْلِقَ الضَّعِيفُ، وَلَمْ يُبَيَّنْ سَبَبُهُ، (فَفِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا) فِي النَّوْعِ الْآتِي.

فَوَائِدُ

الأُولَى: إِذْ قَالَ الْحَافِظُ الْمُطَّلِعُ النَّاقِدُ فِي حَدِيثٍ: لَا أَعْرِفُهُ، اعْتَمَدَ ذَلِكَ فِي نَفْيِهِ، كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

فَإِنْ قِيلَ: يُعَارِضُ هَذَا مَا حُكِيَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّهُ رَوَى حَدِيثًا بِحَضْرَةِ الزُّهْرِيِّ، فَأَنكَرَهُ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا، فَقِيلَ لَهُ: أَحْفَظْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَنِصْفُهُ، قَالَ: أَرْجُو، قَالَ: اجْعَلْ هَذَا مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَعْرِفْهُ، هَذَا وَهُوَ الزُّهْرِيُّ، فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِهِ.

وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا أَسْنَدَهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي "تَارِيخِهِ"، عَنْ ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: تَكَلَّمَ شَابٌّ يَوْمًا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، فَقَالَ الشَّابُّ: كُلُّ الْعِلْمِ سَمِعْتُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَشَطْرُهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَاجْعَلْ هَذَا فِي الشَّطْرِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْهُ، فَأَلْجَمَ الشَّعْبِيُّ.

قُلْنَا: أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَدْوِينِ الْأَخْبَارِ فِي الْكُتُبِ، فَكَانَ إِذْ ذَاكَ عِنْدَ بَعْضِ الرُّوَاةِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْحُقَاقِظِ، وَأَمَّا بَعْدَ التَّدْوِينِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، فَيَبْعُدُ عَدَمُ الْإِطْلَاعِ مِنَ الْحَافِظِ الْجِهْدِ عَلَى مَا يُورِدُهُ غَيْرُهُ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ.

الثَّانِيَّةُ: أَلْفَ عُمَرُ بْنُ بَدْرِ الْمُوصِلِيِّ - وَلَيْسَ مِنَ الْحُقَاقِظِ - كِتَابًا فِي قَوْلِهِمْ: "لَمْ يَصَحَّ شَيْءٌ فِي هَذَا الْبَابِ" وَعَلَيْهِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ انْتِقَادٌ.

[হাদিস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

তার দুর্বলতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি দুর্বল (হাদিস)কে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয় এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করা না হয়, তবে এ বিষয়ে আলোচনা শীঘ্রই পরবর্তী প্রকারে আসবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী

প্রথমত: যখন প্রাজ্ঞ সমালোচক হাফিজ (সূতিধর) কোনো হাদিস সম্পর্কে বলেন: “আমি এটি জানি না”, তখন তার অস্বীকৃতিতে এর উপর নির্ভর করা হয়, যেমন শায়খুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন।

যদি বলা হয়: এটি আবু হাজিম থেকে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী, যে তিনি যুহরীর উপস্থিতিতে একটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন, তখন যুহরী তা অস্বীকার করেন এবং বলেন: “আমি এটি জানি না।” তখন তাকে বলা হলো: “আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত হাদিস মুখস্থ করেছেন?” তিনি বললেন: “না।” বলা হলো: “তাহলে তার অর্ধেক?” তিনি বললেন: “আশা করি (হ্যাঁ)।” বলা হলো: “এটিকে সেই অর্ধেকের অন্তর্ভুক্ত করুন যা আপনি জানেননি।” এটি যুহরীর ঘটনা, তাহলে অন্যদের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?

এবং এর কাছাকাছি আরেকটি ঘটনা যা ইবনুল্লাজ্জার তার "তারিখ" গ্রন্থে ইবনু আবি আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: একদিন শা'বীর কাছে এক যুবক কথা বলছিল, তখন শা'বী বললেন: “আমরা এটি শুনিনি।” তখন যুবকটি বলল: “আপনি কি সমস্ত জ্ঞান শুনেছেন?” তিনি বললেন: “না।” বলা হলো: “তাহলে তার অর্ধেক?” তিনি বললেন: “না।” বলা হলো: “এটিকে সেই অর্ধেকের অন্তর্ভুক্ত করুন যা আপনি শোনেনি।” তখন শা'বী নিরন্তর হয়ে গেলেন।

আমরা বলি: এর উত্তরে বলা হয় যে, এটি কিতাবসমূহে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা, সুতরাং তখন কিছু বর্ণনাকারীর কাছে এমন বিষয় ছিল যা হাফিজদের কাছে ছিল না। কিন্তু লিপিবদ্ধকরণ এবং সংকলিত গ্রন্থসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তনের পর, একজন শ্রেষ্ঠ হাফিজের জন্য অন্যের বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সুদূরপরাহত। সুতরাং প্রকাশ্যত এটি অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত: উমর ইবনু বদর আল-মাওসিলী – যিনি হাফিজদের অন্তর্ভুক্ত নন – তাদের উক্তি: “এই অধ্যায়ে কোনো কিছু সহীহ প্রমাণিত হয়নি” সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করেছেন। এবং তিনি যা উল্লেখ করেছেন তার অনেক বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

(ص: 350) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ، وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَحْكَامِ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَمِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ.

[تدريب الراوي]

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: مَعْنَاهُ: لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ.

(وَإِذَا أُرِدَتْ رِوَايَةُ الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، فَلَا تَقُلْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ صَيِّغِ الْجَزْمِ) بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ، (بَلْ قُلْ: رُوِيَ عَنْهُ (كَذَا، أَوْ بَلَّغْنَا) عَنْهُ (كَذَا، أَوْ وَرَدَ) عَنْهُ (، أَوْ جَاءَ) عَنْهُ كَذَا (، أَوْ نُقِلَ) عَنْهُ كَذَا (، وَمَا أَشْبَهَهُ) مِنْ صَيِّغِ التَّنْزِيهِ، كَرَوَى بَعْضُهُمْ، (وَكَذَا) تَقُولُ فِي (مَا تَشْكُ فِي صِحَّتِهِ) ، وَضَعْفِهِ، أَمَّا الصَّحِيحُ فَادْكُزُهُ بِصَيِّغَةِ الْجَزْمِ، وَيَقْبُحُ فِيهِ صَيِّغَةُ التَّنْزِيهِ، كَمَا يَقْبُحُ فِي الضَّعِيفِ صَيِّغَةُ الْجَزْمِ.

[شروط العمل بالأحاديث الضعيفة]

(وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ) الضَّعِيفَةُ (وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى) ، وَمَا يَجُوزُ وَيُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُ كَلَامِهِ، (وَالْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَ) غَيْرِهِمَا، وَذَلِكَ كَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالْمَوَاعِظِ، وَغَيْرِهَا (مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ) .

وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالُوا: إِذَا رَوَيْنَا

وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ، وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَمِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ.

[তাদরীবুর রাবী]

তৃতীয়ত: তাদের উক্তি: "এই হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই", অথবা "এর কোনো আসল নেই"।
ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন: এর অর্থ: এর কোনো সনদ নেই।

(যখন তুমি সনদবিহীন দুর্বল হাদীস বর্ণনা করতে চাও, তখন বলো না: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বলেছেন", অথবা এর অনুরূপ নিশ্চিতকারী শব্দ ব্যবহার করো না) এই অর্থে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি বলেছেন। (বরং বলো: "তাঁর থেকে এমন বর্ণিত হয়েছে") (এমন, অথবা "তাঁর থেকে এমন আমাদের কাছে পৌঁছেছে") এমন, (অথবা "তাঁর থেকে এমন এসেছে"), অথবা "তাঁর থেকে এমন এসেছে" এমন (অথবা "তাঁর থেকে এমন বর্ণিত হয়েছে") এমন (এবং এর অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করো) যা দুর্বলতার ইঙ্গিতবাহী শব্দাবলী, যেমন কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। (এবং একইভাবে) তুমি (এমন বিষয়ে বলবে যার বিশুদ্ধতা) ও দুর্বলতা (নিয়ে তুমি সন্দেহান)। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসকে নিশ্চিতকারী শব্দ দিয়ে উল্লেখ করো, এবং এর ক্ষেত্রে দুর্বলতার ইঙ্গিতবাহী শব্দ ব্যবহার করা নিন্দনীয়, যেমন দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে নিশ্চিতকারী শব্দ ব্যবহার করা নিন্দনীয়।

[দুর্বল হাদীস অনুযায়ী আমল করার শর্তাবলী]

(এবং মুহাদ্দিসগণ ও অন্যান্যদের মতে দুর্বল) সনদসমূহে শিথিলতা অবলম্বন করা, (এবং মাওয়া' (জাল) ব্যতীত দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা ও এর দুর্বলতা উল্লেখ না করেই তদনুযায়ী আমল করা জায়েয, তবে তা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী) এবং তাঁর জন্য যা জায়েয ও অসম্ভব, এবং তাঁর বাণীর ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিষয়ে নয়। (এবং হালাল-হারামের মতো বিধানাবলী, এবং) অন্যান্য এমন বিষয়াদিতে প্রযোজ্য নয়। আর তা হচ্ছে কিসসা-কাহিনী, আমলের ফযীলত, উপদেশাবলী এবং এর বাইরে যা কিছু (আকীদা ও আহকামের সাথে সম্পর্কিত নয়)। এবং যাদের থেকে এর বর্ণনা এসেছে, তারা হলেন: ইবনে হাম্বল, ইবনে মাহদী এবং ইবনুল মুবারক। তারা বলেছেন: "যখন আমরা বর্ণনা করি..."

(ص: 351) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا، وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا.
تَنْبِيْهُ

لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَفِي سَائِرِ كُتُبِهِ لِمَا ذَكَرَ سِوَى هَذَا الشَّرْطِ، وَهُوَ كَوْنُهُ فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرَدِ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ بِالْكَذِبِ، وَمَنْ فَحَشَ غَلْطُهُ، نَقَلَ الْعَلَاءِيُّ الْإِتِّفَاقَ عَلَيْهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَنْدَرِجَ تَحْتَ أَصْلِ مَعْبُولٍ بِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُهُ، بَلْ يُعْتَقَدُ الْإِحْتِيَاطُ.

وَقَالَ: هَذَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ

وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ مُطْلَقًا، قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ.

وَقِيلَ: يُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا، وَتَقَدَّمَ عَزُّو ذَلِكَ إِلَى أَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ، وَأَنَّهُمَا يَرِيَانِ ذَلِكَ أَقْوَى مِنْ رَأْيِ الرَّجَالِ.

وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيِّ: وَالضَّعِيفُ مَرْدُودٌ مَا لَمْ يَقْتَضِ تَرْغِيبًا، أَوْ تَرْهِيْبًا، أَوْ تَتَعَدَّدُ طُرُقُهُ، وَلَمْ يَكُنِ الْمُتَابِعُ مُنْحَطًّا عَنْهُ وَقِيلَ لَا يَقْبَلُ مُطْلَقًا.

وَقِيلَ: يَقْبَلُ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَصْلٌ، وَانْدَرَجَ تَحْتَ عُمُومٍ. انْتَهَى.

وَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ، إِذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ.

[النَّوعُ الثَّلَاثُ وَالْعِشْرُونَ صِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ فِيهِ مَسَائِلُ]

[الأولى شروط من يحتج بروايته]

(وَالثَّانِيَّةُ: تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ لِلرَّائِي بِتَنْصِيسِ عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا) ، وَعِبَارَةُ ابْنِ

-

[তাদরিবুর রাবী]

আমরা হালাল ও হারামের বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছি, আর যখন আমরা ফাযায়েল (পুণ্যাবলী) এবং এ জাতীয় বিষয়ে বর্ণনা করেছি, তখন শিথিলতা অবলম্বন করেছি।

সতর্কীকরণ

ইবনুল সালাহ এবং সংকলক এখানে এবং তার অন্যান্য গ্রন্থে এই শর্ত ব্যতীত আর কিছু উল্লেখ করেননি, তা হলো: এটি ফাযায়েল (পুণ্যাবলী) ও এ জাতীয় বিষয়ে হবে। তবে শায়খুল ইসলাম এর জন্য তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন: প্রথমত: দুর্বলতা যেন খুব বেশি তীব্র না হয়। সুতরাং মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির, এবং যার ভুল খুব বেশি হয়, তারা এই তালিকা থেকে বাদ পড়বেন। আল-আলাই এই বিষয়ে ঐকমত্য نقل করেছেন।

দ্বিতীয়ত: তা যেন এমন কোনো মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয় যা অনুযায়ী আমল করা হয়।

তৃতীয়ত: এর উপর আমল করার সময় এর দৃঢ়তা (সাব্যস্ততা) বিশ্বাস করা না হয়, বরং সতর্কতামূলক আমল হিসেবে বিশ্বাস করা হয়।

তিনি বলেছেন: এই দুটি বিষয় ইবনে আব্দুল সালাম এবং ইবনে দাকীকুল ঈদ উল্লেখ করেছেন।

এবং বলা হয়েছে: এটি দ্বারা শর্তহীনভাবে (কোনো ক্ষেত্রেই) আমল করা জায়েজ নয়। এটি আবু বকর ইবনুল আরাবি বলেছেন।

এবং বলা হয়েছে: এটি দ্বারা শর্তহীনভাবে আমল করা যাবে। আবু দাউদ ও আহমাদ এর প্রতি এর attribution (نسبت) পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তারা মনে করতেন যে এটি (দুর্বল হাদিস দ্বারা আমল) মানুষের মতামতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

আর জারকাশীর উক্তি হলো: দুর্বল (হাদীস) প্রত্যাখ্যাত, যতক্ষণ না তা কোনো উৎসাহ (তারগীব) বা ভীতি (তারহীব) নির্দেশ করে, অথবা এর সূত্রগুলো একাধিক হয়, এবং এর অনুসরণকারী (متابع) এর চেয়ে নিম্নমানের না হয়।

এবং বলা হয়েছে: এটি (দুর্বল হাদিস) শর্তহীনভাবে গৃহীত হবে না।

এবং বলা হয়েছে: এটি গৃহীত হবে যদি এর সমর্থনে কোনো মূলনীতি থাকে এবং তা কোনো সাধারণ ধারণার (ব্যাপকতার) অন্তর্ভুক্ত হয়। সমাপ্ত।

দুর্বল (হাদীস) দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রেও আমল করা হয়, যদি তাতে সতর্কতা থাকে।

[তেইশতম প্রকার: যার বর্ণনা গৃহীত হয় এবং যার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হয় তার বিবরণ এবং জারহ (সমালোচনা) ও তা'দীল (প্রশংসা) সম্পর্কিত বিষয়াদি এবং এতে কয়েকটি মাসআলা (বিষয়) রয়েছে]

[প্রথম মাসআলা: যার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় তার শর্তাবলি]

(এবং দ্বিতীয় মাসআলা: রাবীর জন্য আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) সাব্যস্ত হয়) (দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির) এর উপর সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে, আর ইবনের উক্তি:

(ص: 352) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: صِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ: إِحْدَاهَا: أَجْمَعَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ضَابِطًا بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا سَلِيمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفُسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ.

مُتَيَقِّظًا حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَاطِبًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْهُ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ
الْمَعْنَى إِنْ رَوَى بِهِ.

(النَّوعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: صِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ) ، وَمَنْ تُرَدُّ (، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) مِنْ
الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ (وَفِيهِ مَسَائِلُ:

إِحْدَاهَا: أَجْمَعَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ) عَلَى (أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ) ، أَيُّ مَنْ
يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ، (أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ضَاطِبًا) لِمَا يَرْوِيهِ.

وَفُسِّرَ الْعَدْلُ (بَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا) ، فَلَا يُقْبَلُ كَافِرٌ، وَمَجْنُونٌ مُطْبِقٌ
بِالْإِجْمَاعِ، وَمَنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ، وَأَثَرَ فِي زَمَنِ إِفَاقَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْثَرْ قَبْلُ، قَالَهُ ابْنُ
السَّعَّانِيِّ، وَلَا صَبِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَقِيلَ يُقْبَلُ الْمُسَيِّرُ إِنْ لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ الْكَذِبُ.

(سَلِيمًا مِنْ أَسْبَابِ الْفُسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ) عَلَى مَا حَرَّرَ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ كُتُبِ
الْفِقْهِ، وَتَخَالَفُهَا فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْحَرِيَّةِ وَالذُّكُورَةِ، قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] ، وَقَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ}
[الطلاق: 2] .

وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا تَأْخُذُوا الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ تَقَبُّلُوا شَهَادَتَهُ» ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ
"

[تدريب الراوي]

তেইশতম প্রকার: যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, তার গুণাবলী এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী।
এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে: প্রথমত: অধিকাংশ হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণ এ
বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বর্ণনাকারীর মধ্যে ন্যায়পরায়ণ (আদল) এবং সুদৃঢ়
স্মৃতিশক্তি (দাবিত) সম্পন্ন হওয়া শর্ত। অর্থাৎ, তাকে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, ফিসকের
কারণসমূহ ও মুরুওয়াত পরিপন্থী বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি সে মুখস্থ থেকে বর্ণনা

করে, তাহলে সতর্ক ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হতে হবে; আর যদি কিতাব থেকে বর্ণনা করে, তাহলে তার কিতাবের উপর দখল থাকতে হবে; এবং যদি অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা করে, তাহলে অর্থ বিকৃতকারী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে।

(তেইশতম প্রকার: যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য), এবং যার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হয় (, এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী) জারহ ও তা'দীল (দোষারোপ ও বিশ্বস্ততা ঘোষণা) সংক্রান্ত (এবং এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:)।

প্রথমত: হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের অধিকাংশ ইমামগণ এ বিষয়ে (ঐকমত্য পোষণ করেছেন) যে, (বর্ণনাকারীর মধ্যে শর্ত) হলো, অর্থাৎ যার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়, (তাকে ন্যায়পরায়ণ (আদল) এবং সুদৃঢ় স্মৃতিশক্তি (দাবিত) সম্পন্ন হতে হবে) যা সে বর্ণনা করে। ন্যায়পরায়ণতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে (এভাবে যে, তাকে মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান হতে হবে)। সুতরাং কাফিরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, এবং সর্বসম্মতভাবে সম্পূর্ণ উন্মাদ ব্যক্তির বর্ণনাও নয়। আর যে ব্যক্তির পাগলামি মাঝে মাঝে হয় এবং সুস্থতার সময় তার উপর প্রভাব দেখা যায়, এমনকি পূর্বে প্রভাব দেখা না গেলেও, তার বর্ণনাও (গ্রহণযোগ্য নয়), একথা ইবনে সাম'আনী বলেছেন। আর বিশুদ্ধ মতানুসারে শিশুর বর্ণনাও নয়।

এবং বলা হয়েছে যে, যদি বুদ্ধিমান শিশুটির মিথ্যা বলার অভ্যাস প্রমাণিত না হয়, তবে তার বর্ণনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ফিসকের কারণসমূহ এবং মু'রুওয়াত পরিপন্থী বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে) ফিকহ গ্রন্থসমূহের 'শাহাদাত' (সাক্ষ্য) অধ্যায়ে যা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী। এবং বর্ণনা (শাহাদাত থেকে) ভিন্ন হয় এই অর্থে যে, এতে স্বাধীনতা ও পুরুষত্ব শর্ত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {হে মুমিনগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করে নাও} [আল-হুজুরাত: ৬]। এবং তিনি বলেছেন: {তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো} [আত-তালাক: ২]।

এবং হাদীসে এসেছে: «তোমরা ইলম (জ্ঞান) গ্রহণ করো না, কেবল তাদের কাছ থেকে যাদের সাক্ষ্য তোমরা গ্রহণ করো»। এটি বায়হাকী তার "আল-মাদখাল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

-

[তাদরীবুর রাবী]

.....

مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا.
وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طُرُقِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَأْخُذَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ».

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا لَنُعَظُّمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَكَ ابْنُ إِمَامِي هُدًى تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ: أَعْظَمُ وَاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِمَا لَيْسَ لِي فِيهِ عِلْمٌ، أَخْبَرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ: لَا يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثِّقَاتُ، أَسَنَدَهُ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ الصَّحِيحِ.

وَأُسْنَدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ، نَظَرُوا إِلَى سَمْتِهِ، وَإِلَى صَلَاتِهِ، وَإِلَى حَالِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ.
وَفُسِّرَ الضُّبُطُ بِأَنْ يَكُونَ (مُتَبَقِّظًا) غَيْرَ مُعَقَّلٍ، (حَافِظًا) إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَاطِبًا لِكِتَابِهِ) مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ (إِنْ حَدَّثَ مِنْهُ)، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ (عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ الْمَعْنَى إِنْ رَوَى بِهِ).

[الثانية بم تثبت عدالة الراوي]

الثَّانِيَّةُ: تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ بِتَنْصِيصِ عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا، أَوْ بِإِسْتِفَاضَةٍ، فَمِنْ اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا كَفَى فِيهَا، كَمَا لِكَ، وَالسُّفْيَانِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ وَأَشْبَاهُهُمْ، وَتَوَسَّعَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ فَقَالَ: كُلُّ حَامِلٍ عِلْمٍ مَعْرُوفٍ الْإِعْنَانِيَّةُ بِهِ مَحْبُولٌ أَبَدًا عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرُّهُ، وَقَوْلُهُ هَذَا غَيْرُ مُرْضٍ.

ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকে মারফু' ও মাওকুফ উভয় সূত্রেই বর্ণিত।

আরও বর্ণিত হয়েছে শা'বীর সূত্রে, ইবনে উমার থেকে, তিনি উমার (রাঃ) থেকে যে, তিনি বলেছেন: "তিনি আমাদেরকে আদেশ করতেন যে, আমরা যেন কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো থেকে (ইলম) গ্রহণ না করি।"

শাফিঈ ও অন্যান্য ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইয়াহইয়া) বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের এক পুত্রকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তিনি তাতে কোনো উত্তর দিলেন না। তখন তাকে বলা হলো: "আমরা একে বড় (ব্যাপার) মনে করি যে আপনার মতো একজন ব্যক্তি, যিনি হেদায়েতের দুই ইমামের পুত্র, তাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যেখানে আপনার কোনো জ্ঞান নেই (আর আপনি চুপ থাকলেন)।" তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলার নিকট, এবং যারা আল্লাহকে চিনেছেন তাদের নিকট, এবং যারা আল্লাহ সম্পর্কে বোঝেন তাদের নিকট এর চেয়েও বড় (অপরাধ) হলো এমন বিষয়ে কথা বলা যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, অথবা কোনো অবিশ্বস্ত ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করা।"

শাফিঈ বলেছেন: এবং সা'দ ইবনে ইব্রাহিম বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরাই হাদীস বর্ণনা করেন।" মুসলিম এটিকে তাঁর সহীহের মুকাদ্দিমায় (ভূমিকা) বর্ণনা করেছেন।

ইবনে সীরিন থেকে বর্ণিত হয়েছে: "নিশ্চয়ই এই ইলম (জ্ঞান) হলো দ্বীন (ধর্ম)। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো, কাদের থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো।"

বাইহাকী নাখাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "তারা যখন কোনো ব্যক্তির কাছে ইলম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসতেন, তখন তারা তার চালচলন, তার সালাত এবং তার সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন, অতঃপর তার থেকে (ইলম) গ্রহণ করতেন।"

এবং 'দাবত' (স্মৃতিশক্তি/সঠিকতা) এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে যে, বর্ণনাকারী হবেন (সজাগ), অসতর্ক নন; (যদি স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেন তবে স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, এবং যদি তার কিতাব থেকে বর্ণনা করেন, তবে তার কিতাবকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হবেন)। এর সাথে আরও শর্ত হলো, যদি তিনি (অর্থসহ) বর্ণনা করেন, তবে এমন বিষয়ে অবগত থাকবেন যা অর্থের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

[দ্বিতীয়ত: বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা (আদালত) কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?]

দ্বিতীয়ত: নির্ভরযোগ্যতা (আদালত) প্রতিষ্ঠিত হয় দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির স্পষ্ট সাক্ষ্য দ্বারা, অথবা ব্যাপক প্রসিদ্ধি দ্বারা। সুতরাং যার নির্ভরযোগ্যতা আলেমদের মধ্যে সুপরিচিত এবং যার প্রশংসা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট; যেমন: মালিক, দুই সুফিয়ান (সুফিয়ান সাওরি ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা), আওয়াঈ, শাফিঈ, আহমদ এবং তাদের মতো অন্যান্যরা। ইবনে আব্দুল বার্র এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন: "প্রত্যেক ইলম বহনকারী ব্যক্তি, যিনি এর প্রতি যত্নশীল হিসেবে পরিচিত, তাকে সর্বদা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হবে যতক্ষণ না তার ত্রুটি প্রকাশিত হয়।" তাঁর এই উক্তি সন্তোষজনক নয়।

[তাদরিবুর রাবী]

(ص: 354) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الصَّالِحِ مُعَدَّلِينَ، وَعُدِلَ عَنْهُ لِمَا سَيَأْتِي: أَنَّ التَّعْدِيلَ إِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْ عَالِمٍ. (أَوْ بِالِاسْتِفَاضَةِ)، وَالشُّهُرَةُ.

(فَمَنْ اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ) مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ، (وَشَاعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا، كَفَى فِيهَا) أَيِ فِي عَدَالَتِهِ، وَلَا يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَدَّلٍ يَنْصُ عَلَيْهِ، (كَمَا لِكَ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ) بْنِ حَنْبَلٍ، (وَأَشْبَاهِهِمْ). قَالَ ابْنُ الصَّالِحِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ.

وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْخَطِيبُ، وَمِثْلُهُ بَيْنَ ذَكَرَ وَضَمَّ إِلَيْهِمُ اللَّيْثُ، وَشُعْبَةُ،
وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَوَكَيْعًا، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ
الذِّكْرِ، وَاسْتِقَامَةِ الْأَمْرِ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هَؤُلَاءِ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ خَفِيَ
أَمْرُهُ.
وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ رَاهَوِيَّهِ، فَقَالَ: مِثْلُ إِسْحَاقَ يُسْأَلُ عَنْهُ؟

[তাদরীবুর রাবী]

সালাহ (সততা) দুইজন সত্যায়নকারী দ্বারা, এবং এ মত থেকে বিচ্যুত হওয়া হয়েছে যা পরে আসবে: যে সত্যায়ন (তা'দীল) কেবল একজন আলিম (জ্ঞানী ব্যক্তি) থেকেই গ্রহণযোগ্য। (অথবা ব্যাপক প্রচলন) এবং প্রসিদ্ধির মাধ্যমে।

(সুতরাং যার সততা বিদ্বানদের মাঝে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে)—হাদীস বিশারদগণ কিংবা অন্যান্যদের মধ্য থেকে—(এবং যার ব্যাপারে এর (সততার) প্রশংসা ব্যাপক হয়েছে, তার জন্য তা যথেষ্ট)—অর্থাৎ তার সততার ক্ষেত্রে। এবং এর সাথে তার সততা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার জন্য কোনো সত্যায়নকারীর প্রয়োজন হয় না। (যেমন মালিক, দুই সুফিয়ান, আল-আওয়ায়ী, আশ-শাফিঈ, এবং আহমাদ)—ইবনে হাম্বাল—(ও তাদের মতো অন্যান্য)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: আশ-শাফিঈর মাযহাবে এটিই বিশুদ্ধ মত, এবং উসূলুল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি) তে এর উপরই নির্ভর করা হয়।

এবং যাদের নাম হাদীস বিশারদ আল-খাতীব উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি যাদের কথা বলেছেন তাদের উদাহরণ দিয়েছেন, এবং তাদের সাথে যুক্ত করেছেন আল-লাইস, শু'বা, ইবনুল মুবারাক, ওয়াকী', ইবনু মাসীন, ইবনুল মাদীনী, এবং যারা খ্যাতি ও কর্মের দৃঢ়তায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। সুতরাং এদের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না, বরং যার অবস্থা অস্পষ্ট, তার সততা সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে।

আর ইবনু হাম্বালকে ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: ইসহাকের মতো ব্যক্তি সম্পর্কে কি প্রশ্ন করা হয়?

[تدريب الراوي]

وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ: مِثْلِي يُسْأَلُ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ؟ أَبُو عُبَيْدٍ يُسْأَلُ
عَنِ النَّاسِ.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ: الشَّاهِدُ وَالْمُخْبِرُ إِنَّمَا يَحْتَاجَانِ إِلَى التَّزْكِيَةِ إِذَا لَمْ
يَكُونَا مَشْهُورَيْنِ بِالْعَدَالَةِ، وَالرِّضَى، وَكَانَ أَمْرُهُمَا مُشْكِلًا مُلْتَبِسًا، وَمُجَوِّزًا فِيهِمَا
الْعَدَالَةُ وَغَيْرُهَا.

قَالَ: وَالِدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ بِظُهُورِ سَيْرِهَا وَاشْتِهَارِ عَدَالَتِهَا أَقْوَى فِي النَّفْسِ
مِنْ تَعْدِيلِ وَاحِدٍ، وَاثْنَيْنِ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْكَذِبُ وَالْمَحَابَاةُ.

(وَتَوَسَّعَ) الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ (ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ، فَقَالَ: كُلُّ حَامِلٍ عِلْمٍ مَعْرُوفٍ الْعِنَايَةَ
بِهِ)، فَهُوَ عَدْلٌ (مَحْمُولٌ) فِي أَمْرِهِ (أَبَدًا عَلَى الْعَدَالَةِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرُّهُ).

وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْمَوَاقِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْمِلُ هَذَا
الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ
الْجَاهِلِينَ». رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مُعَانَ بْنِ رِفَاعَةَ السَّلَامِيِّ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُدْرِيِّ، مَرْفُوعًا.

[তাদরিবুর রাবী]

ইবনে মাঈনকে আবু উবাইদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আমার মতো ব্যক্তিকে
আবু উবাইদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে? আবু উবাইদকে তো মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা
হয়।

এবং কাজি আবু বকর আল-বাকিল্লানি বলেছেন: সাক্ষী ও সংবাদ প্রদানকারীর কেবল তখনই
তায়কিয়া (সত্যায়ন) প্রয়োজন হয়, যখন তারা ন্যায্যপরায়ণতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য

সুপরিচিত না হয়, এবং তাদের অবস্থা জটিল ও অস্পষ্ট থাকে, এবং তাদের ক্ষেত্রে
ন্যায়পরায়ণতা ও অন্য (ত্রুটিপূর্ণ) উভয়টিই সম্ভব বলে মনে হয়।

তিনি বললেন: এর প্রমাণ হলো এই যে, তাদের জীবনধারার প্রকাশ ও তাদের ন্যায়পরায়ণতার
প্রসিদ্ধি সম্পর্কে জ্ঞান প্রাণে অধিক শক্তিশালী হয় একজন বা দুজনের তা'দীল (সত্যায়ন)
অপেক্ষা, যাদের ক্ষেত্রে মিথ্যা ও পক্ষপাতিত্ব সম্ভব।

আর হাফেজ আবু উমার (ইবনে আব্দুল বার) এ বিষয়ে (বিস্তারিত আলোচনা করেছেন), তিনি
বলেছেন: প্রত্যেক জ্ঞান বহনকারী, যে এর প্রতি যত্নশীল বলে পরিচিত, সে ন্যায়পরায়ণ এবং
তার বিষয়ে (সর্বদা ন্যায়পরায়ণতার) উপর ধরে নেওয়া হবে, যতক্ষণ না তার ত্রুটি (জাহ) স্পষ্ট
হয়।

পরবর্তী যুগের ইবনুল মাওয়াক এতে একমত হয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
এই বাণীর কারণে: «এই জ্ঞানকে প্রত্যেক উত্তরসূরিদের মধ্যে থেকে এর ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির
বহন করবে, তারা এর থেকে বাড়াবাড়িকারীদের বিকৃতি, মিথ্যাবাদীদের দাবি এবং মূর্খদের
অপব্যখ্যা দূর করবে»। এটি উকাইলীর সূত্রে, মু'আন ইবনে রিফাআহ আস-সালামীর বর্ণনা
থেকে, ইব্রাহিম ইবনে আব্দুর রহমান আল-উযরির সূত্রে মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

(ص: 356) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَقَوْلُهُ هَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ) ، وَالْحَدِيثُ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي أَوْرَدَهُ مُرْسَلٌ، أَوْ مُعْضَلٌ.

وَأِبْرَاهِيمُ الَّذِي أَرْسَلَهُ قَالَ فِيهِ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا نَعْرِفُهُ أَلْبَتَّةَ.

وَمُعَانٌ أَيْضًا ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَابْنُ جَبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْجَوْزَجَانِيُّ،

نَعَمْ وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ.

وَفِي كِتَابِ " الْعِلَالِ " لِلْخَلَالِ أَنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقِيلَ لَهُ: كَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ؟

فَقَالَ: لَا، هُوَ صَحِيحٌ، فَقِيلَ لَهُ: مِمَّنْ سَبَعْتُهُ؟ فَقَالَ: مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قِيلَ: مَنْ هُمْ؟

قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ مُسْكِينٍ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: عَنْ مُعَانَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، وَمُعَانٌ لَا بَأْسَ بِهِ. انْتَهَى.
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَخَفِيَ عَلَى أَحْمَدَ مِنْ أَمْرِهِ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

[তারিপুর রাবী]

(আর তার এই উক্তি অগ্রহণযোগ্য), এবং হাদীসটি তিনি যে সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তা মুরসাল অথবা মু'দাল।

আর ইবরাহীম, যিনি এটি বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেছেন: আমরা তাকে একেবারেই চিনি না।

আর মু'আনকেও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন ইবনু মা'জিন, আবু হাতিম, ইবনু হিব্বান, ইবনু আদী, এবং জাওয়াজানী। হ্যাঁ, তবে তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন ইবনুল মাদীনী ও আহমাদ।

আর খাল্লালের "আল-ইলাল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আহমাদকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তাকে বলা হলো: এটি যেন মাওয়ু' (বানোয়াট)? তিনি বললেন: না, এটি সহীহ। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি এটি কার কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন: একের অধিক ব্যক্তি থেকে। বলা হলো: কারা তারা? তিনি বললেন: আমাকে ইবনু মিসকীন এটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেন: মু'আন থেকে, তিনি কাসিম ইবনু আব্দুর রহমান থেকে। আর মু'আনের ব্যাপারে 'লা বা'সা বিহ' (তার কোনো সমস্যা নেই)। সমাপ্ত।

ইবনুল কাত্তান বলেছেন: আর তার (মু'আনের) অবস্থা সম্পর্কে এমন কিছু আহমাদ-এর কাছে গোপন ছিল, যা অন্যরা জানতো।

(ص: 357) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثَةُ: يُعْرَفُ ضَبْطُهُ بِمُؤَافَقَتِهِ الثِّقَاتِ الْمُتَقِينِ غَالِبًا، وَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ النَّادِرَةَ فَإِنَّ
كَثْرَتِ اخْتِلَافِ ضَبْطِهِ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ.

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلًا مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ سُرَّةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يُقَوِّي الْمُرْسَلَ.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَرَوَاهُ الثَّقَاتُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْعُدْرِيِّ، ثَنَا الثَّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ. ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ إِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ لَوْ كَانَ خَبْرًا، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْخَبَرِ ; لِوُجُودِ مَنْ يَحْمِلُ الْعِلْمَ وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ وَغَيْرُ ثِقَةٍ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَحْمَلٌ إِلَّا عَلَى الْأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ أَمْرٌ لِلثِّقَاتِ بِحَمْلِ الْعِلْمِ ; لِأَنَّ الْعِلْمَ إِنَّمَا يُقْبَلُ عَنْهُمْ. وَالِدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ: لِيَحْمِلَ هَذَا الْعِلْمَ، بِلَامٍ الْأَمْرِ.

وَذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَوَائِدِ رَحْلَتِهِ، أَنَّ بَعْضَهُمْ ضَبَطَهُ - بِضَمِّ الْيَاءِ، وَفَتْحِ الْمِيمِ - مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وَرَفَعَ مِيمَ الْعِلْمِ - وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ - مِنْ " عُدُولَةٍ "، وَآخِرُهُ تَاءٌ فَوْقِيَّةٌ، فَعُولَةٌ بِسَعْنَى فَاعِلٍ، أَيْ كَامِلٌ فِي عَدَالَتِهِ، أَيْ أَنَّ الْخَلْفَ هُوَ الْعُدُولَةُ، وَالْمَعْنَى إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ يُحْمَلُ، أَيْ يُؤْخَذُ، عَنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدْلٍ، فَهُوَ أَمْرٌ بِأَخْذِ الْعِلْمِ عَنِ الْعُدُولِ، وَالْمَعْرُوفُ فِي ضَبْطِهِ فَتْحُ يَاءٍ يَحْمِلُ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، وَنَصَبُ " الْعِلْمَ " مَفْعُولُهُ، وَالْفَاعِلُ عُدُولُهُ جَمْعُ عَدْلٍ.

[الثالثة كيف يعرف ضبط الراوي]

(الثالثة: يُعْرَفُ ضَبْطُهُ) ، أَيْ الرَّاوي (بِمُوَافَقَةِ الثِّقَاتِ الْمُتَّقِنِينَ) الضَّابِطِينَ، إِذَا

তৃতীয়ত: বর্ণনাকারীর নির্ভুলতা সাধারণত নির্ভরযোগ্য ও সুনিপুণ বর্ণনাকারীদের সাথে তার বর্ণনার মিল থাকার মাধ্যমে জানা যায়। তার কদাচিৎ বিরোধিতা (অন্যদের থেকে ভিন্ন বর্ণনা) ক্ষতিকর নয়। তবে যদি তা বেশি হয়, তাহলে তার নির্ভুলতা বিঘ্নিত হয় এবং তার বর্ণনা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না।

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইরাকী বলেছেন: এই হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে আলী, ইবনে উমর, ইবনে আমর, জাবির ইবনে সামুরাহ, আবু উমামাহ এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর সব দুর্বল, এর কোনটিই প্রমাণিত নয় এবং এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা মুরসাল হাদীসকে শক্তিশালী করে।

ইবনে আদী বলেছেন: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা এটি ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি ইব্রাহীম আল-উযরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাদের নির্ভরযোগ্য সাথীদের একজন থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি উল্লেখ করেছেন। এরপর, এর প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার অনুমান সাপেক্ষেও, এটি দ্বারা দলিল হিসেবে পেশ করা তখনই সহীহ হবে যখন এটি একটি সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এটিকে সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করা সহীহ নয়; কারণ এমন ব্যক্তি বিদ্যমান যে ইলম বহন করে কিন্তু সে ন্যায়পরায়ণ নয় এবং নির্ভরযোগ্যও নয়। সুতরাং এর জন্য আদেশমূলক অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ থাকে না। এর অর্থ হলো এটি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য ইলম বহনের (শিক্ষা প্রদানের) একটি আদেশ; কারণ ইলম কেবল তাদের থেকেই গ্রহণ করা হয়।

এর প্রমাণ হলো যে, ইবনে আবী হাতিমের নিকট এর কিছু সনদে 'লীয়াহমিল হাজাল ইলম' (এই ইলম যেন বহন করা হয়/করো) আদেশসূচক 'লাম' সহকারে এসেছে।

ইবনে সালাহ তার 'ফাওয়াইদু রিহলাতিহি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের কেউ এটিকে মাজহুল (কর্মবাচ্যে) হিসেবে ضبط করেছেন, যেখানে 'ইয়া'-তে পেশ (ধম্মাহ) এবং 'মীম'-এ ফাতহাহ (যবর) রয়েছে (يُحْمِلُ - ইউহমালু), এবং 'ইলম' এর মীম-এ রফা (পেশ) রয়েছে (الْعِلْمُ - আল-ইলমু); এবং 'আইন' ও 'লাম'-এ ফাতহাহ (যবর) সহ "عدولة" (আদুলুন) থেকে (আদুলুন এর মীম রফা), যার শেষে একটি 'তা' (গোল তা) রয়েছে। এটি 'ফাউলাহ' ওজনের শব্দ, 'ফায়েল' (কর্তা) অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ পরবর্তীরাই 'আদুলুন' (ন্যায়পরায়ণ)। এবং এর অর্থ হলো, এই জ্ঞান বহন করা হয়, অর্থাৎ গ্রহণ করা হয়, প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ উত্তরসূরি থেকে। সুতরাং এটি নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের থেকে জ্ঞান গ্রহণের একটি নির্দেশ। আর এর প্রসিদ্ধ ضبط (উচ্চারণ/গঠন) হলো 'ইয়াহমিলু' (يَحْمِلُ) এর 'ইয়া'-তে ফাতহাহ (যবর) সহ মা'লুম (কর্তৃবাচ্যে), এবং 'আল-ইলমা' (الْعِلْمُ) কে মাফ'উল

(কর্ম) হিসেবে নাসব (যবর) দেওয়া, এবং ফায়েল (কর্তা) হলো 'উদুলুহ' (عدوله) যা 'আদল' শব্দের বহুবচন।

[তৃতীয়ত: কীভাবে বর্ণনাকারীর নির্ভুলতা জানা যায়]

(তৃতীয়ত: তার নির্ভুলতা জানা যায়), অর্থাৎ বর্ণনাকারীর (নির্ভরযোগ্য, সুনিপুণ) ও নির্ভুল বর্ণনাকারীদের সাথে তার বর্ণনার মিল থাকার মাধ্যমে, যখন

(ص: 358) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

اُعْتَبِرَ حَدِيثُهُ بِحَدِيثِهِمْ، فَإِنْ وَافَقَهُمْ فِي رَوَايَتِهِمْ (غَالِبًا)، وَلَوْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَضَابِطٌ، (وَلَا تَضُرُّ مُخَالَفَتُهُ) لَهُمْ (النَّادِرَةُ، فَإِنْ كَثُرَتْ) مُخَالَفَتُهُ لَهُمْ، وَنَدَّرَتْ الْوُافَقَةُ، (اِخْتَلَّ ضَبْطُهُ، وَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ) فِي حَدِيثِهِ.

فَأَيَّدَهُ

ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْبَزْزِيُّ فِي الْأَطْرَافِ: أَنَّ الْوَهْمَ تَارَةً يَكُونُ فِي الْحِفْظِ، وَتَارَةً يَكُونُ فِي الْقَوْلِ، وَتَارَةً فِي الْكِتَابَةِ.

قَالَ: وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ حَدِيثَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي»، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَبِي بَكْرِ، وَأَبِي كُرَيْبٍ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَهْمَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، إِنَّمَا رَوَوْهُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُمْ النَّاسُ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ أَحَدِ شُيُوخِ مُسْلِمٍ فِيهِ.

قَالَ: وَالِدَلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَهْمٌ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَالِ كِتَابَتِهِ، لَا فِي حِفْظِهِ: أَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا حَدِيثَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ ثَنَّى بِحَدِيثِ جَرِيرٍ، وَذَكَرَ الْبُتْنَ وَبَقِيَّةَ الْإِسْنَادِ، ثُمَّ ثَلَّثَ

بِحَدِيثٍ وَكَيْعٍ، ثُمَّ رَّبَعَ بِحَدِيثِ شُعْبَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُنَّ وَلَا بَقِيَّةَ الْإِسْنَادِ عَنْهَا، بَلْ قَالَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِهَا، فَلَوْلَا أَنَّ إِسْنَادَ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ عِنْدَهُ وَاحِدٌ، لَمَّا جَمَعَهُمَا فِي الْحَوَالَةِ عَلَيْهَا.

[তাদরিবুর রাবী]

তাঁর হাদীসকে তাদের (অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের) হাদীসের সাথে যাচাই করা হবে। যদি সে তাদের বর্ণনার সাথে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) একমত হয়, এমনকি অর্থের দিক থেকেও, তাহলে সে 'দাবেত' (সুসংরক্ষণকারী)। তাদের সাথে তার বিরল অমিল কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু যদি তাদের সাথে তার অমিল ঘন ঘন হয় এবং মিল বিরল হয়, তাহলে তার সুসংরক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

ফায়দা

হাফিজ আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী 'আতরাফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: যে, ভুল (ওয়াহম) কখনো স্মৃতিতে হয়, কখনো বক্তব্যে হয় এবং কখনো লেখায় হয়।

তিনি বলেন: মুসলিম "তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না" হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, আবু বকর ও আবু কুরাইব থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তিনজনই আবু মু'আবিয়া থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি (মুসলিম) তাঁদের (ইসনাদের) ব্যাপারে ভুল করেছেন। বস্তুত, তাঁরা এটি বর্ণনা করেছেন আবু মু'আবিয়া থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে। এভাবেই লোকেরা তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছে, যেমন ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন আবু কুরাইব থেকে, যিনি এক্ষেত্রে মুসলিমের একজন শাইখ।

তিনি বলেন: এর প্রমাণ এই যে, এটি তার (মুসলিমের) লেখার সময়কার ভুল, তার স্মরণশক্তির ভুল নয়— তিনি প্রথমে আবু মু'আবিয়ার হাদীস উল্লেখ করেছেন, তারপর জারীরের হাদীস দ্বারা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেছেন এবং মূল পাঠ (মতন) ও বাকি সনদ (ইসনাদ) উল্লেখ করেছেন। তারপর ওয়াকী'র হাদীস দ্বারা তৃতীয়বার এবং শু'বার হাদীস দ্বারা চতুর্থবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁদের দুজনের থেকে মূল পাঠ (মতন) বা বাকি সনদ (ইসনাদ) উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, 'আ'মাশ থেকে জারীর ও আবু মু'আবিয়ার সনদ অনুযায়ী,

তাদের হাদীসের মতই (মূল পাঠ)।' যদি জারীর ও আবু মু'আবিয়ার সনদ তাঁর কাছে এক না হত, তাহলে তিনি তাঁদের দুজনকে একই সূত্রে উল্লেখ করতেন না।

(ص: 359) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الرَّابِعَةُ: يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ، وَلَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا مُبَيَّنَ السَّبَبُ.
وَأَمَّا كُتُبُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الَّتِي لَا يُذْكَرُ فِيهَا سَبَبُ الْجَرْحِ فَفَائِدَتُهَا التَّوَقُّفُ فِيمَنْ جَرَّحُوهُ فَإِنْ بَحَثْنَا عَنْ حَالِهِ وَانْزَا حَتْ عَنْهُ الرِّيْبَةُ، وَحَصَلَتِ الثِّقَّةُ بِهِ قَبْلَنَا حَدِيثُهُ، كَجَمَاعَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ.

[تدريب الراوي]

[الرابعة هل يقبل التعديل دون ذكر السبب]

(الرَّابِعَةُ: يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ سَبَبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ) ; لِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ فَيَثْقُلُ، وَيَشُقُّ ذِكْرُهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُحَوِّجُ الْمُعَدِّلَ إِلَى أَنْ يَقُولَ: لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، لَمْ يَزْتَكِبْ كَذَا، فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَيَعْدِدُ جَمِيعَ مَا يَفْسُقُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِتَرْكِهِ، وَذَلِكَ شاقٌّ جَدًّا.

(وَلَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا مُبَيَّنَ السَّبَبُ) ; لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَشُقُّ ذِكْرُهُ، وَلِأَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ فِي أَسْبَابِ الْجَرْحِ، فَيُطْلَقُ أَحَدُهُمُ الْجَرْحَ بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ جَرَحًا، وَلَيْسَ بِجَرَحٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ ; لِيُنْظَرَ هَلْ هُوَ قَدْحٌ، أَوْ لَا؟ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا ظَاهِرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.

وَذَكَرَ الْخَطِيبُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَثَنَةِ مِنْ حُقَاطِ الْحَدِيثِ كَالشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا.
وَلِذَلِكَ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِجَمَاعَةٍ سَبَقَ مِنْ غَيْرِهِ الْجَرْحَ لَهُمْ، كَعِكْرِمَةَ، وَعَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَجَمَاعَةٍ اشْتَهَرَ الطَّعْنُ فِيهِمْ، وَهَكَذَا فَعَلَ أَبُو

دَاوُدَ، وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْجَرْحَ لَا يَثْبُتُ، إِلَّا إِذَا فُسِّرَ سَبَبُهُ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَفْسَرَ الْجَارِحُ، فَذَكَرَ مَا لَيْسَ بِجَرْحٍ. وَقَدْ عَقَدَ الْخَطِيبُ لِذَلِكَ بَابًا، رَوَى فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: لِمَ تَرَكْتَ حَدِيثَ فُلَانٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَزْكُضُ عَلَى بَرْدَوْنٍ فَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ.

চতুর্থ: প্রসিদ্ধ ও সহীহ মতানুসারে তা'দীল (রাবীর নির্ভরযোগ্যতা) তার কারণ উল্লেখ ব্যতীতই গৃহীত হবে, আর জারহ (রাবীর দুর্বলতা) কারণ ব্যাখ্যা ব্যতীত গৃহীত হবে না।

আর জারহ ও তা'দীলের যে সকল কিতাবে জারহের কারণ উল্লেখ করা হয়নি, সেগুলোর উপকারিতা হলো যাদেরকে জারহ করা হয়েছে তাদের বিষয়ে বিরত থাকা (স্থগিত রাখা)।

অতঃপর যদি আমরা তার অবস্থা অনুসন্ধান করি এবং তার থেকে সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং তার উপর আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আমরা তার হাদীস গ্রহণ করব, যেমন সহীহইন (বুখারী ও মুসলিম) এর একদল রাবী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

-

[তাগদীবুর রাবী]

[চতুর্থ: কারণ উল্লেখ ব্যতীত কি তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতা) গৃহীত হবে?]

(চতুর্থ: প্রসিদ্ধ ও সহীহ মতানুসারে তা'দীল (রাবীর নির্ভরযোগ্যতা) তার কারণ উল্লেখ ব্যতীতই গৃহীত হবে); কারণ এর কারণসমূহ অনেক, ফলে তা উল্লেখ করা কঠিন ও কষ্টকর; কারণ এর জন্য মুআদিলকে (তা'দীলকারী) বলতে হবে: সে এই কাজ করেনি, সে এই অপরাধ করেনি, সে এই এই কাজ করেছে – এভাবে সে তার সকল কর্ম বা বর্জন গণনা করবে যা দ্বারা সে ফাসিক (পাপী) হয়, আর তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

(আর জারহ (রাবীর দুর্বলতা) কারণ ব্যাখ্যা ব্যতীত গৃহীত হবে না); কারণ তা একটি মাত্র বিষয়ে ঘটে এবং তা উল্লেখ করা কঠিন নয়। আর কারণ মানুষ জারহের কারণসমূহে ভিন্নমত পোষণ করে, ফলে তাদের কেউ কেউ জারহকে এমন কিছু ভিত্তিতে প্রয়োগ করে যা সে জারহ মনে করে, অথচ প্রকৃত অর্থে তা জারহ নয়। অতএব, তার কারণ ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য; যাতে দেখা যায় যে, তা কি ত্রুটি (কাদহ) নাকি নয়?

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটি ফিকহ ও তার উসুল (মৌলিক নীতি)-এ একটি সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

খতীব উল্লেখ করেছেন যে, এটি শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং অন্যান্য হাদীস হাফিয ইমামগণের মাযহাব (মত)।

আর এ কারণেই বুখারী এমন একদল রাবী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যাদের বিরুদ্ধে অন্যেরা জারহ (দুর্বলতার অভিযোগ) উত্থাপন করেছিল, যেমন ইকরিমা ও আমর ইবনু মারযুক। আর মুসলিম সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ এবং এমন একদল রাবী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাচক মন্তব্য (ত্বান) প্রসিদ্ধ ছিল। আবু দাউদও অনুরূপ করেছেন। আর এটি প্রমাণ করে যে, তারা এই মত পোষণ করতেন যে, জারহ তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। এবং এর আরেকটি প্রমাণ হলো যে, কখনও কখনও জারহকারীকে প্রশ্ন করা হলে সে এমন কিছু উল্লেখ করে যা প্রকৃত অর্থে জারহ নয়।

খতীব এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যেখানে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার আল-মাদাঈনীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: শু'বাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি অমুকের হাদীস কেন বর্জন করেছেন? তিনি বললেন: আমি তাকে একটি বারিযাউন (ভারবাহী ঘোড়া)-এর উপর দ্রুতগতিতে চলতে দেখেছি, তাই আমি তার হাদীস বর্জন করেছি।

(ص: 360) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَرَوَى عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ، فَقَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِصَالِحٍ؟ ذَكَرُوهُ يَوْمًا عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَأَمْتَخَطَ حَمَّادٌ.
وَرَوَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: أَتَيْتُ مَنْزِلَ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَمِعْتُ مِنْهُ صَوْتَ الطَّنْبُورِ فَرَجَعْتُ، فَقِيلَ لَهُ: فَهَلَا سَأَلْتَ عَنْهُ إِذْ لَا يَعْلَمُ هُوَ؟ .

وَرَوَيْنَا، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ: لِمَ لَمْ تَرَوْ عَنْ زَادَانَ؟ قَالَ: كَانَ كَثِيرَ الْكَلَامِ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.

قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: وَكَذَا إِذَا قَالُوا: فَلَانٌ كَذَّابٌ ; لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ ; لِأَنَّ الْكَذِبَ يَحْتَبِلُ الْغَلَطُ، كَقَوْلِهِ: كَذَّبَ أَبُو مُحَبِّدٍ.

وَلَمَّا صَحَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ هَذَا الْقَوْلَ، أَوْرَدَ عَلَى نَفْسِهِ سُؤَالَ، فَقَالَ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا يَعْتَبِدُ النَّاسُ فِي جَرَحِ الرُّوَاةِ وَرَدِّ حَدِيثِهِمْ عَلَى الْكُتُبِ الَّتِي صَنَفَهَا أَيْمَةُ الْحَدِيثِ فِي الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَقَلَمًا يَتَعَرَّضُونَ فِيهَا لِبَيَانِ السَّبَبِ، بَلْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى مُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ: فَلَانٌ ضَعِيفٌ، وَفُلَانٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَاشْتِرَاطِ بَيَانِ السَّبَبِ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيلِ ذَلِكَ وَسَدِّ بَابِ الْجَرَحِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ.

ثُمَّ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ: (وَأَمَّا كُتُبُ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ الَّتِي لَا يُذَكَّرُ فِيهَا سَبَبُ الْجَرَحِ)، فَإِنَّا وَإِنْ لَمْ نَعْتَبِدْهَا فِي إِثْبَاتِ الْجَرَحِ وَالْحُكْمِ بِهِ (فَقَائِدُهَا)

-

[তা'দরীবুর রাবী]

এবং মুসলিম ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে সালিহ আল-মুররি'র হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: সালিহকে দিয়ে কী করবেন? একদা হাম্মাদ ইবনে সালামার কাছে তার (সালিহ'র) উল্লেখ করা হলে, হাম্মাদ বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

এবং ওয়াহব ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: শু'বাহ বলেছেন: আমি মিনহাল ইবনে আমর-এর বাড়িতে গেলাম, অতঃপর তার কাছ থেকে তুনবুর (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) এর শব্দ শুনলাম এবং ফিরে আসলাম। তখন তাকে বলা হলো: তাহলে কেন আপনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন না, যখন তিনি নিজে (নিজের অবস্থা) জানতেন না?।

এবং শু‘বাহ থেকে আমরা বর্ণনা করেছি, তিনি বলেন: আমি হাকাম ইবনে উতায়বাহকে বললাম: আপনি কেন যাযান থেকে বর্ণনা করেননি? তিনি বললেন: তিনি অধিক কথা বলতেন, এবং এ ধরনের অন্যান্য (কারণ)।

সায়রাফী বলেছেন: এবং অনুরূপভাবে যখন তারা বলে: অমুক মিথ্যাবাদী; তখন এর ব্যাখ্যা প্রদান অত্যাবশ্যিক; কেননা মিথ্যা (শব্দটি) ভুলকেও বোঝাতে পারে, যেমন তাদের উক্তি: আবু মুহাম্মাদ ভুল করেছেন।

এবং যখন ইবনুল সালাহ এই উক্তিকে সঠিক সাব্যস্ত করলেন, তখন তিনি নিজেই নিজের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন এবং বললেন: কোনো বক্তা বলতে পারেন যে, লোকেরা রাবীদের জারহ (ত্রুটি চিহ্নিতকরণ) এবং তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে সেই কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করে যা হাদীসের ইমামগণ জারহ ওয়া তা‘দীল (দোষ ও গুণ নির্ণয়) বিষয়ে রচনা করেছেন, এবং কদাচিৎ সেগুলিতে কারণ উল্লেখ করা হয়, বরং তারা কেবল তাদের এই উক্তির উপর সীমাবদ্ধ থাকে যে: অমুক দুর্বল, এবং অমুক কিছুই না, ইত্যাদি, এবং এটি একটি দুর্বল হাদীস, অথবা একটি অ-প্রমাণিত হাদীস, ইত্যাদি, এবং কারণ উল্লেখ করার শর্তারোপ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জারহ-এর এই প্রক্রিয়াকে অকার্যকর করে দেবে এবং জারহ-এর দ্বার বন্ধ করে দেবে।

অতঃপর তিনি এর জবাব দিয়েছেন যা গ্রন্থকার তার উক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন: (আর জারহ ওয়া তা‘দীল-এর সেই কিতাবসমূহ যেখানে জারহ-এর কারণ উল্লেখ করা হয় না), তবে আমরা যদিও জারহ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এবং এর মাধ্যমে ফায়সালা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলোর উপর নির্ভর না করি, তথাপি (এর উপকারিতা

(ص: 361) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

التَّوَقُّفُ فِيْمَنْ جَرَّحُوهُ) عَنْ قَبُولِ حَدِيثِهِ، لِمَا أُوقِعَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنَ الرِّيْبَةِ الْقَوِيَّةِ فِيْهِمْ، (فَإِنْ بَحَثْنَا عَنْ حَالِهِ وَانْزَاحَتْ عَنْهُ الرِّيْبَةُ، وَحَصَلَتِ الثَّقَةُ بِهِ، قَبِلْنَا حَدِيثَهُ، كَجَمَاعَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ)، كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ.

وَمُقَابِلُ الصَّحِيْحِ أَقْوَالٌ: أَحَدُهَا: قَبُولُ الْجَرَحِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ، وَلَا يُقْبَلُ التَّعْدِيلُ إِلَّا بِذِكْرِ سَبَبِهِ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْعَدَالَةِ يَكْثُرُ التَّصْنُّعُ فِيْهَا، فَيَبْنِي الْمُعَدِّلُ عَلَى الظَّاهِرِ، نَقْلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّازِيُّ فِي " الْمَحْصُولِ ".

الثَّانِي: لَا يُقْبَلَانِ إِلَّا مُفَسَّرَيْنِ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ، وَالْأَصُولِيُّونَ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قَدْ يَجْرَحُ الْجَارِحُ بِمَا لَا يَقْدَحُ، كَذَلِكَ يُوثِّقُ الْمُعَدِّلُ بِمَا لَا يَقْتَضِي الْعَدَالَةَ، كَمَا رَوَى يَعْقُوبُ الْفَسَوِيُّ فِي " تَارِيخِهِ "، قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا يَقُولُ لِأَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ: عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفٌ؛ قَالَ: إِنَّمَا يُضَعِّفُهُ رَافِضِيٌّ مُبْغِضٌ لِأَبَائِهِ، وَلَوْ رَأَيْتَ لِحَيْتَهُ، وَهَيْئَتَهُ لَعَرَفْتَ أَنَّهُ ثَقَّةٌ.

فَاسْتَدَلَّ عَلَى ثِقَتِهِ بِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ حُسْنَ الْهَيْئَةِ يَشْتَرِكُ فِيْهِ الْعَدْلُ وَغَيْرُهُ.

الثَّالِثُ: لَا يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَبِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ عَالِمَيْنِ

[তারিখুর রাবী]

যাদের জর্হ (সমালোচনা) করা হয়েছে, তাদের হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরতি গ্রহণ করতে হবে; কারণ এটি আমাদের নিকট তাদের সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ সৃষ্টি করে। তবে যদি আমরা তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করি এবং তাদের থেকে সন্দেহ দূরীভূত হয় ও তাদের প্রতি আস্থা অর্জিত হয়, তাহলে আমরা তাদের হাদীস গ্রহণ করব, যেমন সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর একদল রাবী এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত, যেমন পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সহীহ-এর বিপরীত মতাবলম্বী কয়েকটি উক্তি রয়েছে। প্রথমত: অস্পষ্ট জর্হ (সমালোচনা) গ্রহণ করা হবে, আর তা'দীল (প্রশংসা) গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না এর কারণ উল্লেখ করা হয়। কারণ ন্যায়পরায়ণতার (আদালত) কারণসমূহে অনেক কৃত্রিমতা দেখা যায়, ফলে প্রশংসাকারী

বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে মত দেয়। ইমামুল হারামাইন, গাযালী এবং রাযী 'আল-মাহসুল' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: উভয়টি (জর্হ ও তা'দীল) ব্যাখ্যা করা না হলে গৃহীত হবে না। এটি খতীব ও উসুলীগণ বর্ণনা করেছেন। কারণ জর্হকারী যেমন এমন বিষয় দিয়ে জর্হ করতে পারে যা ঠাট্টিপূর্ণ নয়, তেমনি প্রশংসাকারীও এমন বিষয় দিয়ে বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারে যা ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) প্রমাণ করে না। যেমন ইয়াকুব আল-ফাসাবী তার 'তারিখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি একজন ব্যক্তিকে আহমদ ইবন ইউনুসকে বলতে শুনেছি: আবদুল্লাহ আল-উমারী দুর্বল। আহমদ ইবন ইউনুস বলেন: তাকে দুর্বল কেবল একজন রাফিযী (শিয়া) বলে, যে তার পূর্বপুরুষদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আর যদি তুমি তার দাড়ি ও তার বাহ্যিক অবয়ব দেখতে, তাহলে জানতে যে সে বিশ্বস্ত।

সুতরাং তিনি এমন বিষয় দিয়ে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিলেন যা দলীল নয়; কারণ উত্তম অবয়ব ন্যায়পরায়ণ (আদেল) এবং অন্য উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকতে পারে।

তৃতীয়ত: উভয়ের (জর্হ ও তা'দীল) কোনোটিতেই কারণ উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়, যদি জর্হকারী ও তা'দীলকারী উভয়েই জ্ঞানী হন।

(ص: 362) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

بِأَسْبَابِ الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ بَصِيرًا مَرْضِيًّا فِي اعْتِقَادِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَهَذَا
اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ، وَنَقَلَهُ عَنِ الْجُمْهُورِ، وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ
وَالرَّازِيُّ، وَالْخَطِيبُ، وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ فِي "مَحَاسِنِ
الِإِصْطِلَاحِ".

وَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَفْصِيلًا حَسَنًا، فَإِنْ كَانَ مِنْ جُرْحٍ مُجْمَلًا، قَدْ وَثَّقَهُ أَحَدٌ مِنْ
أَيَّةِ هَذَا الشَّانِ، لَمْ يُقْبَلِ الْجُرْحُ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ كَاتِبًا مَنْ كَانَ إِلَّا مُفَسَّرًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ

ثَبَّتَتْ لَهُ رُتْبَةُ الثِّقَةِ، فَلَا يُزْحَضُ عَنْهَا إِلَّا بِأَمْرِ جَلِيٍّ، فَإِنَّ أَيْمَةَ هَذَا الشَّأْنِ لَا يُوثِقُونَ إِلَّا مَنْ اِعْتَبَرُوا حَالَهُ فِي دِينِهِ، ثُمَّ فِي حَدِيثِهِ، وَتَفَقَّدُوهُ كَمَا يَنْبَغِي، وَهُمْ أَيْقُظُ النَّاسِ، فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُ أَحَدِهِمْ إِلَّا بِأَمْرِ صَرِيحٍ، وَإِنْ خَلَا عَنِ التَّعْدِيلِ قَبْلَ الْجُرْحِ فِيهِ غَيْرُ مُفَسِّرٍ إِذَا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ ; لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَدَّلْ فَهُوَ فِي حَيْزِ الْمَجْهُولِ، وَإِعْمَالُ قَوْلِ الْمَجْرِحِ فِيهِ، أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ...

[তাদরীবুর রাবী]

জাহ ও তা'দীলের কারণসমূহ সম্পর্কে এবং সে বিষয়ে বিদ্যমান মতানৈক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, এবং যার বিশ্বাস ও কর্ম সন্তোষজনক। এটিই কাযী আবু বকরের অভিমত, এবং তিনি তা জমহূর (অধিকাংশ উলামা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমামুল হারামাইন, গাযালী, রাযী এবং খতীবও এটিই গ্রহণ করেছেন। আর হাফিয আবুল ফাদল আল-ইরাকী ও বুলকীনী "মাহাসিনুল ইসতিলাহ" গ্রন্থে এটিকে সহীহ (প্রমাণিত) বলেছেন।

আর শাইখুল ইসলাম একটি উত্তম বিস্তারিত মত গ্রহণ করেছেন: যদি এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে (সামগ্রিকভাবে) জাহ করা হয়, যাকে এই শাস্ত্রের কোনো ইমাম বিশ্বস্ত (সিকাহ) বলে গণ্য করেছেন, তবে তার সম্পর্কে যেকোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে অস্পষ্ট (মুজমাল) জাহ গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না তা বিস্তারিতভাবে (মুফাসসার) বর্ণিত হয়। কারণ, তার জন্য বিশ্বস্ততার মান প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং, স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়া তাকে এই স্থান থেকে সরানো যাবে না। কারণ, এই শাস্ত্রের ইমামগণ এমন ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বিশ্বস্ত বলেন না, যার দ্বীন ও হাদীসের অবস্থা তারা পুজ্জানুপুজ্জভাবে যাচাই করেননি এবং যেমনটি হওয়া উচিত সেভাবে অনুসন্ধান করেননি। আর তারা মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক সতর্ক। তাই তাদের কারো ফয়সালা স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়া বাতিল করা যাবে না। আর যদি সে তা'দীল (বিশ্বস্ততা) থেকে মুক্ত থাকে (অর্থাৎ, তাকে কেউ বিশ্বস্ত বলেনি), তবে তার সম্পর্কে অস্পষ্ট জাহও গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে আসে। কারণ, যদি তাকে বিশ্বস্ত না বলা হয়, তবে সে অজ্ঞাতদের পর্যায়ে পড়ে। এবং তার সম্পর্কে জাহকারীর বক্তব্য গ্রহণ করা, তা উপেক্ষা করার চেয়ে বেশি উত্তম।

(ص: 363) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الخَامِسَةُ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ. وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ وَقِيلَ: إِنْ زَادَ الْمُعَدِّلُونَ قُدِّمَ التَّعْدِيلُ، وَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَّةُ أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يُكْتَفَ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: يُكْتَفَى، فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ عَالِمًا كَفَى فِي حَقِّ مُوَافِقِهِ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ. وَإِذَا رَوَى الْعَدْلُ عَمَّنْ سَبَّاهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: هُوَ تَعْدِيلٌ. وَعَمَلُ الْعَالِمِ وَفُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ رَوَاهُ، لَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّتِهِ وَلَا مُخَالَفَتُهُ قُدْحٌ فِي صِحَّتِهِ وَلَا فِي رُؤَاتِهِ.

[تدريب الراوي]

- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ -: لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّانِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقِ ضَعِيفٍ، وَلَا عَلَى تَضْعِيفِ ثِقَةٍ. انْتَهَى. وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ: أَنْ لَا يَتْرُكَ حَدِيثَ الرَّجُلِ حَتَّى يُجْبِعُوا عَلَى تَرْكِهِ.

[الخامسة هل يشترط العدد في الجرح والتعديل]

(الخَامِسَةُ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ) ; لِأَنَّ الْعَدَدَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي جَرْحِ رَاوِيهِ، وَتَعْدِيلِهِ، وَلِأَنَّ التَّرْكِيبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ، وَهُوَ أَيْضًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ.

(وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ) كَمَا فِي الشَّهَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَوْ قِيلَ يُفْصَلُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّرْكِيبَةُ مُسْنَدَةً مِنَ الْمُزَكِّيِّ إِلَى اجْتِهَادِهِ، أَوْ إِلَى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهِ لَكَانَ مُتَّجِهًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا يُشْتَرِطُ الْعَدُّ أَصْلًا لِأَنَّهُ بِسَنَدٍ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ، وَيَتَّبَعُ

পঞ্চম: সঠিক মত হলো যে, জারহ ও তা'দীল একজন কর্তৃক প্রমাণিত হয়, এবং বলা হয়েছে: দুজনের প্রয়োজন হয়।

এবং যখন কোনো রাবির মধ্যে জারহ ও তা'দীল একত্রিত হয়, তখন জারহ অগ্রাধিকার পাবে।

এবং বলা হয়েছে: যদি তা'দীলকারীগণ সংখ্যায় বেশি হন, তাহলে তা'দীলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এবং যখন রাবি বলেন: 'আমাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন' অথবা এ ধরনের কিছু, তখন সহীহ মতে তা যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। এবং বলা হয়েছে: তা যথেষ্ট। অতঃপর যদি বক্তা আলেম হন, তবে কিছু মুহাক্কিকীন (গবেষকদের) মতে তার মাযহাবের অনুসারীদের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

এবং যখন একজন আদল (নির্ভরযোগ্য) রাবি এমন কারো থেকে বর্ণনা করেন যার নাম তিনি উল্লেখ করেন, তখন অধিকাংশের মতে তা তা'দীল নয়, এবং এটিই সহীহ মত। এবং বলা হয়েছে: এটি তা'দীল।

একজন আলেমের আমল এবং তার ফতোয়া, যা তিনি বর্ণিত একটি হাদিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে দেন, তা হাদিসের সহীহ হওয়ার প্রমাণ নয়, এবং তার এর বিরোধিতা তার সহীহ হওয়া বা তার বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না।

-

[তাদরীবুর রাবী]

- এবং তিনি রিজালশাস্ত্রের সমালোচনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ অনুসন্ধানের অধিকারী ছিলেন -: এই বিষয়ের দুজন আলেমও কখনো কোনো দুর্বল রাবিকে নির্ভরযোগ্য বলে ঐক্যবদ্ধ হননি, এবং কোনো নির্ভরযোগ্য রাবিকে দুর্বল বলতেও ঐক্যবদ্ধ হননি। সমাপ্ত।

এবং এ কারণেই ইমাম নাসায়ী (রহ.)-এর মাযহাব ছিল: যে কোনো ব্যক্তির হাদিস ততক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগ করা হবে না, যতক্ষণ না তারা (মুহাদ্দিসগণ) তা ত্যাগ করার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হন।

[পঞ্চম: জারহ ও তা'দীলে সংখ্যা শর্ত কি?]

(পঞ্চম: সঠিক মত হলো যে, জারহ ও তা'দীল একজন কর্তৃক প্রমাণিত হয়); কারণ খবর (বর্ণনা) গ্রহণে সংখ্যা শর্ত করা হয়নি, সুতরাং এর রাবির জারহ ও তা'দীলেও সংখ্যা শর্ত করা হয়নি। এবং কারণ তাযকিয়াহ (সুপারিশ বা নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি) একটি বিধানের মর্যাদায়, এবং এতেও সংখ্যা শর্ত করা হয় না।

(এবং বলা হয়েছে: দুজনের প্রয়োজন) যেমন সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে। এবং পার্থক্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: এবং যদি বলা হয় যে, তাযকিয়াহ (সুপারিশ) যদি তাযকিয়াহকারী (সুপারিশকারী) কর্তৃক তার ইজতিহাদের (গবেষণালব্ধ মতের) উপর ভিত্তি করে হয়, অথবা অন্যের থেকে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হয়, তাহলে তা সঠিক হত; কারণ প্রথমটি (ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হলে) হলে মূলত সংখ্যা শর্ত নয়, যেহেতু তা একটি বিধানের মর্যাদায়। আর যদি দ্বিতীয়টি (অন্যের থেকে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে) হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান থাকবে, এবং তা স্পষ্ট হবে

(ص: 364) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ ; لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ، فَكَذَا مَا تَفَرَّعَ مِنْهُ.
انْتَهَى.

وَلَيْسَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَائِدَةٌ إِلَّا نَفْيُ الْخِلَافِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَشَيْلِ
الْوَاحِدِ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ، وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَائِدِهِ.

(وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ) ، أَيِ الرَّاوي (جَرَحٌ) مُفَسَّرٌ، (وَتَعْدِيلٌ)، فَالْجَرَحُ مُقَدَّمٌ) ، وَلَوْ زَادَ
عَدَدُ الْمَعْدِلِ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَنَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْ جُمْهُورِ

الْعَمَاءُ ; لِأَنَّ مَعَ الْجَارِحِ زِيَادَةَ عِلْمٍ لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهَا الْمُعَدِّلُ ; وَلِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِلْمُعَدِّلِ
فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، عَنْ ظَاهِرِ حَالِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يُخْبِرُ، عَنْ أَمْرِ بَاطِنٍ خَفِيَ عَنْهُ.
وَقَيَّدَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَقُلِ الْمُعَدِّلُ عَرَفْتُ السَّبَبَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَارِحُ، وَلَكِنَّهُ
تَابَ، وَحَسُنَتْ حَالُهُ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُقَدِّمُ الْمُعَدِّلُ قَالِ الْبُلْقَيْنِيُّ: وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا هُنَا إِلَّا
فِي الْكَذِبِ، كَمَا سَيَأْتِي.

وَقَيَّدَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: بِأَنْ يَبْنِي عَلَى أَمْرِ مَجْزُومٍ بِهِ لَا بِطَرِيقِ اجْتِهَادِيٍّ، كَمَا
اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الْإِعْتِمَادِ فِي الْجَرَحِ عَلَى اعْتِبَارِ حَدِيثِ الرَّاويِّ لِحَدِيثِ
غَيْرِهِ، وَالنَّظَرُ إِلَى كَثْرَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ.

وَرَدَّ بِأَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ لَمْ يَعْتَبِدُوا ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ الْعَدَالَةِ وَالْجَرَحِ، بَلْ فِي مَعْرِفَةِ
الضُّبُطِ وَالتَّغْفُلِ، وَاسْتَشْنَى أَيْضًا مَا إِذَا عَيَّنَ سَبَبًا، فَتَفَاهُ الْمُعَدِّلُ بِطَرِيقِ مُعْتَبَرٍ، بِأَنْ
قَالَ: قَتَلَ غُلَامًا ظُلْمًا يَوْمَ كَذَا، فَقَالَ الْمُعَدِّلُ: رَأَيْتُهُ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ الْقَاتِلُ فِي
ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدِي، فَإِنَّهُمَا يَتَعَارِضَانِ وَتَقْيِيدُ الْجَرَحِ بِكَوْنِهِ

[তাদরিবুর রাবী]

এছাড়াও, সংখ্যা শর্ত নয়; কারণ বর্ণনার মূলনীতিতে এটি শর্ত নয়, সুতরাং এর থেকে যা শাখা-
প্রশাখা হয়েছে, তার ক্ষেত্রেও একই। সমাপ্ত।

এবং এই বিস্তারিত বর্ণনার, যা তিনি উল্লেখ করেছেন, কোনো ফায়দা নেই, প্রথম অংশে
মতভেদ অস্বীকার করা ছাড়া। এবং একক ব্যক্তি দাস ও নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং লেখক
তার অতিরিক্ত সংযোজনের মধ্যে এটি উল্লেখ করবেন।

(এবং যখন তাতে একত্রিত হয়), অর্থাৎ বর্ণনাকারীর মধ্যে (একটি ব্যাখ্যা করা 'জারহ'
(ত্রুটি/দোষ)), (এবং একটি 'তা'দিল' (সংশোধন/প্রশংসা), তখন 'জারহ' অগ্রাধিকার পাবে),
যদিও তা'দিলকারীদের সংখ্যা বেশি হয়। এটি ফকীহগণ ও উসুলীগণের নিকট অধিক সহীহ
মত, এবং খতীব তা অধিকাংশ উলামার থেকে বর্ণনা করেছেন; কারণ জারহকারী
(সমালোচক)-এর কাছে এমন অতিরিক্ত জ্ঞান থাকে যা মু'আদিল (প্রশংসাকারী) অবগত নন;

এবং কারণ সে (জারহকারী) মু'আদিলকে তার বর্ণিত বাহ্যিক অবস্থার বিষয়ে সত্য প্রতিপন্ন করে, কিন্তু সে এমন একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে খবর দেয় যা তার থেকে গোপন ছিল। এবং ফকীহগণ তা এই শর্তে সীমিত করেছেন যে, মু'আদিল যদি না বলে, আমি জারহকারী কর্তৃক উল্লেখিত কারণটি জানি, কিন্তু সে তওবা করেছে এবং তার অবস্থা ভালো হয়েছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে মু'আদিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আল-বুলকিনী বলেছেন: এই বিষয়টি এখানেও প্রযোজ্য, মিথ্যাচার ছাড়া, যেমনটি পরে আসবে।

এবং ইবনে দাকিকুল ঈদ এটিকে এই শর্তে সীমিত করেছেন যে, তা এমন একটি সুনিশ্চিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হতে হবে, ইজতিহাদী (ব্যক্তিগত বিশ্লেষণমূলক) পদ্ধতির মাধ্যমে নয়, যেমন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ জারহ (সমালোচনা) এর ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর হাদীসকে অন্যের হাদীসের সাথে তুলনা করে নির্ভর করার রীতি স্থাপন করেছেন, এবং সামঞ্জস্য ও অমিলগুলির আধিক্য দেখার মাধ্যমে।

এবং এর প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, হাদীস বিশেষজ্ঞগণ আদালত (নির্ভরযোগ্যতা) ও জারহ (সমালোচনা) জানার ক্ষেত্রে এর উপর নির্ভর করেননি, বরং যবত (সুতিশক্তি) ও তাগাফফুল (অমনোযোগিতা) জানার ক্ষেত্রে এর উপর নির্ভর করেছেন, এবং আরও ব্যতিক্রম করা হয়েছে যদি জারহকারী একটি নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে, আর মু'আদিল (প্রশংসাকারী) একটি নির্ভরযোগ্য উপায়ে তা অস্বীকার করে, যেমন (জারহকারী) বলল: 'অমুক দিনে সে অন্যায়ভাবে একটি বালককে হত্যা করেছে', তখন মু'আদিল (প্রশংসাকারী) বলল: 'আমি তাকে এর পরে জীবিত দেখেছি', অথবা 'সেই সময় হত্যাকারী আমার কাছে ছিল', তাহলে উভয়টি পরস্পর বিরোধী হবে এবং জারহকে এই শর্তে সীমিত করা যে তা হবে

(ص: 365) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مُفَسِّرًا جَارٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَغَيْرُهُ.

(وَقِيلَ: إِنَّ زَادَ الْمُعَدِّلُونَ) فِي الْعَدَدِ عَلَى الْمُجَرِّحِينَ، (قُدِّمَ التَّعْدِيلُ) ; لِأَنَّ كَثَرَتَهُمْ تُقَوِّي حَالَهُمْ، وَتُوجِبُ الْعَمَلَ بِخَبَرِهِمْ، وَقِلَّةُ الْمُجَرِّحِينَ تُضْعِفُ خَبَرَهُمْ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا خَطَأٌ وَبُعْدٌ مِّنْ تَوْهَمِهِ ; لِأَنَّ الْمُعَدِّلِينَ، وَإِنْ كَثُرُوا لَمْ يُخْبِرُوا عَنْ عَدَمِ مَا أُخْبِرَ بِهِ الْجَارِحُونَ، وَلَوْ أُخْبِرُوا بِذَلِكَ، لَكَانَتْ شَهَادَةٌ بَاطِلَةً عَلَى نَفْيِ. وَقِيلَ: يُرَجَّحُ بِالْأَحْفَظِ، حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي " مَحَاسِنِ الْإِصْطِلَاحِ ". وَقِيلَ: يَتَعَارَضَانِ، فَلَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِمُرَجِّحٍ، حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَلَامُ الْخَطِيبِ يَقْتَضِي نَفْيَ هَذَا الْقَوْلِ، فَإِنَّهُ قَالَ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَّحَهُ الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَعَدَلَهُ مِثْلُ عَدَدِ مَنْ جَرَّحَهُ، فَإِنَّ الْجَرَّحَ بِهِ أَوْلَى، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيمِ الْجَرَّحِ خِلَافَ مَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ. (وَإِذَا قَالَ حَدَّثَنِي الثَّقَةُ أَوْ نَحْوُهُ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَيِّيَهُ، (لَمْ يُكْتَفَ بِهِ) فِي التَّعْدِيلِ (عَلَى الصَّحِيحِ)، حَتَّى يُسَيِّيَهُ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً عِنْدَهُ، فَرُبَّمَا لَوْ سَأَلَهُ لَكَانَ مِمَّنْ جَرَّحَهُ غَيْرُهُ بِجَرِّحِ قَادِحٍ، بَلْ إِضْرَابُهُ عَنْ تَسْيِيتِهِ رَيْبَةٌ تُوقِعُ تَرَدُّدًا فِي الْقَلْبِ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

যা মুসান্নিফ (সংকলক) ও অন্যান্যরা বিশুদ্ধ বলেছেন, সে অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ইবনু দাকীকুল ঈদ ও অন্যান্যরা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

(এবং বলা হয়েছে: যদি তা'দীলকারীগণ) সংখ্যায় তাজরুহকারীদের চেয়ে বেশি হয়, (তবে তা'দীলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে); কারণ তাদের সংখ্যাধিক্য তাদের অবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং তাদের সংবাদ গ্রহণ করা আবশ্যিক করে। আর তাজরুহকারীদের স্বল্পতা তাদের সংবাদকে দুর্বল করে দেয়।

খতীব বলেছেন: এটি ভুল এবং যে ব্যক্তি এটি ধারণা করেছে, সে সত্য থেকে অনেক দূরে; কারণ তা'দীলকারীগণ সংখ্যায় বেশি হলেও, তাজরুহকারীগণ যা কিছু সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে,

সেগুলোর অনুপস্থিতি সম্পর্কে তারা সংবাদ দেননি। আর যদি তারা সে সম্পর্কে সংবাদ দিত, তবে তা হতো অস্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে একটি বাতিল সাক্ষ্য।

এবং বলা হয়েছে: যে অধিক স্মৃতিধর, তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি আল-বুলকিনী তার "মাহাসিনুল ইসতিলাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এবং বলা হয়েছে: উভয়টি পরস্পরবিরোধী হয়, ফলে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না, যতক্ষণ না কোনো অগ্রাধিকারদানকারী (কারণ) পাওয়া যায়। এটি ইবনু হাজিব এবং অন্যান্যরা মালিকী মাযহাবের ইবনু শাবান থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইরাকী বলেছেন: খতীবের কথা এই মতকে নাকচ করে দেয়। কারণ তিনি বলেছেন: আহলুল ইলম (আলেম সমাজ) একমত যে, যদি কোনো ব্যক্তিকে এক বা দু'জন ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণা করে এবং তাকে ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণাকারীর সমসংখ্যক ব্যক্তি বিশ্বস্ত ঘোষণা করে, তবে ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুতরাং এই অবস্থায় ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উপর ইজমা'র বর্ণনা ইবনু হাজিবের বর্ণনার পরিপন্থী।

(এবং যখন সে বলে: "আমাকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন" অথবা এ জাতীয় কিছু) তার নাম উল্লেখ না করে, (তখন তা'দীলের জন্য যথেষ্ট হবে না) (সহীহ মত অনুযায়ী), যতক্ষণ না সে তার নাম উল্লেখ করে; কারণ যদিও সে তার কাছে বিশ্বস্ত, কিন্তু সম্ভবত যদি সে তার নাম উল্লেখ করত, তবে সে এমন ব্যক্তি হতো যাকে অন্য কেউ আপত্তিকর (ক্ষতিকর) ত্রুটির কারণে তাজরুহ করেছে। বরং তার নাম উল্লেখ না করা একটি সন্দেহ সৃষ্টি করে যা অন্তরে দ্বিধা জাগিয়ে তোলে।

(ص: 366) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

بَلْ زَادَ الْخَطِيبُ أَنَّهُ لَوْ صَرَحَ بِأَنَّ كُلَّ شَيْئٍ مِنْهُ ثِقَاتٌ، ثُمَّ رَوَى عَنْ لَمْ يُسَمِّهِ، لَمْ يُعْمَلْ بِتَرْكِئِهِ، لِجَوَازِ أَنْ يُعْرَفَ إِذَا ذَكَرَهُ بِغَيْرِ الْعَدَالَةِ.

(وَقِيلَ: يُكْتَفَى) بِذَلِكَ مُطْلَقًا، كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ; لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ فِي الْحَالَتَيْنِ مَعًا، (فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ عَالِمًا) ، أَيْ مُجْتَهِدًا، كَمَا لِكِ الشَّافِعِيِّ، وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ، (كَفَى فِي حَقِّ مُوَافِقِهِ فِي الْمَذْهَبِ) ، لَا غَيْرِهِ (عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ) .

قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: لِأَنَّهُ لَا يُورَدُ ذَلِكَ احْتِجَاجًا بِالْخَبَرِ عَلَى غَيْرِهِ، بَلْ يَذْكُرُ لِأَصْحَابِهِ قِيَامَ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ عَلَى الْحُكْمِ، وَقَدْ عَرَفَ هُوَ مَنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ. وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْنَدِ، وَفَرَضَهُ فِي صُدُورِ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ التَّعْدِيلِ.

وَقِيلَ: لَا يَكْفِي أَيْضًا، حَتَّى يَقُولَ: كُلُّ مَنْ أَرَوِي لَكُمْ عَنْهُ، وَلَمْ أُسَيِّهِ، فَهُوَ عَدْلٌ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَقَدْ يُوجَدُ فِي بَعْضِ مَنْ أَبْهَمُوهُ الضَّعْفُ لِخَفَاءِ حَالِهِ، كَرِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ.

فَائِدَتَانِ

الأولى: لَوْ قَالَ نَحْوُ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَّةُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ بِتَوْثِيقٍ ; لِأَنَّهُ نَفْيٌ لِلتَّهْمَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِاثْقَانِهِ،

-

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

বরং খতীব আরও বলেছেন যে, যদি কোনো রাবী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে তার সকল উস্তাদ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এরপর এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করে যার নাম সে উল্লেখ করেনি, তবে তার এই তায়কিয়া (সাধারণ নির্ভরযোগ্যতার ঘোষণা) গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, যদি তার নাম উল্লেখ করা হয়, তবে তার অদল (ন্যায়পরায়ণতা) ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে।

(এবং বলা হয়েছে: এই সাধারণ ঘোষণাই) নিরঙ্কুশভাবে যথেষ্ট, যেমন যদি সে নাম উল্লেখ করে থাকে; কারণ উভয় অবস্থাতেই সে বিশ্বস্ত। (তবে যদি ঘোষণাকারী একজন আলেম হন), অর্থাৎ মুজতাহিদ, যেমন ইমাম মালিক ও শাফিঈ, এবং তারা প্রায়শই এমনটি করে থাকেন,

(তবে তা মাযহাবের অনুসারীদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে), অন্য কারো ক্ষেত্রে নয় (কিছু মুহাক্কিকের মতে)।

ইবনুল সাব্বাগ বলেছেন: কারণ, সে এই খবর দ্বারা অন্যের উপর দলীল পেশ করার উদ্দেশ্যে তা উল্লেখ করে না; বরং সে তার অনুসারীদের কাছে ওই মাসআলায় তার কাছে প্রমাণ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে। আর সে নিজে জানে কার থেকে সে এটি বর্ণনা করেছে। ইমামুল হারামাইন এই মতই গ্রহণ করেছেন, এবং রাফেঈ তাঁর 'শারহুল মুসনাদ' গ্রন্থে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর শর্ত হলো, তা তা'দীলকারীদের (রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা ঘোষণাকারীদের) পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে হবে।

এবং বলা হয়েছে: এটিও যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না সে স্পষ্টভাবে বলে: "যার থেকেই আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি, এবং যার নাম আমি উল্লেখ করিনি, সে আদল (ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য)।"

খতীব বলেছেন: এবং কখনও কখনও এমন ব্যক্তি যার পরিচয় আবৃত রাখা হয়েছে, তার দুর্বলতা পাওয়া যায়, কারণ তার অবস্থা অস্পষ্ট থাকে। যেমন মালিকের আব্দুল করীম ইবন আবিল মুখারিক থেকে বর্ণনা।

দুইটি ফায়দা

প্রথমটি: যদি শাফিঈর মতো (কোনো ইমাম) বলেন: "আমাকে এমন ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন যাকে আমি সন্দেহ করি না," তবে তা তাঁর এই কথারই অনুরূপ: "আমাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন।"

আর যাহাবী বলেছেন: এটি তাওসীক (নির্ভরযোগ্যতার ঘোষণা) নয়; কারণ এটি শুধু সন্দেহের অনুপস্থিতি, কিন্তু এতে তার পূর্ণতা বা নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই,

(ص: 367) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَلَا لِأَنَّهُ حُجَّةٌ.

قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ: وَهَذَا صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا إِذَا وَقَعَ مِنَ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَسْأَلَةٍ دِينِيَّةٍ فَهِيَ وَالتَّوَثُّيقُ سَوَاءٌ فِي أَصْلِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ كَانَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ، فَبَيْنَ ثَمَّ خَالَفَتْهُ فِي مِثْلِ الشَّافِعِيِّ، أَمَّا مَنْ لَيْسَ مِثْلُهُ فَلَا أَمْرُ كَمَا قَالَ، انْتَهَى. قَالَ الرَّزُّكَشِيُّ: وَالْعَجَبُ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَقْلِهِ، عَنِ الذَّهَبِيِّ مَعَ أَنَّ طَوَائِفَ مِنْ فُحُولِ أَصْحَابِنَا صَرَّحُوا بِهِ، مِنْهُمْ: الصَّيْرَفِيُّ، وَالْمَاوَرِدِيُّ، وَالرُّوْيَانِيُّ. الثَّانِيَّةُ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِذَا قَالَ مَالِكٌ: عَنِ الثَّقَّةِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْجِ، فَالثَّقَّةُ مَحْرَمَةٌ بِنِ بُكَيْرٍ. وَإِذَا قَالَ: عَنِ الثَّقَّةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَقِيلَ: الرَّهْرِيُّ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الَّذِي يَقُولُ مَالِكٌ فِي كِتَابِهِ: "الثَّقَّةُ، عَنْ بُكَيْرٍ" يُشَبِّهُهُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كُلُّ مَا فِي كِتَابِ مَالِكٍ، أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَبْرِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، يَقُولُ: إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثَّقَّةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُوَيْبٍ، فَهُوَ ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ.

[তাদরিবুর রাবী]

এবং এ কারণেও নয় যে, এটি (কোনো) হুজ্জাত (প্রমাণ)।

ইবনুল সুবকী বলেছেন: এটি সহীহ। তবে, যদি এটি (কোনো বর্ণনা) ইমাম শাফিঈ থেকে কোনো দ্বীনী মাসআলার ক্ষেত্রে আসে, তাহলে এটি এবং তাওসীক (নির্ভরযোগ্যতা ঘোষণা) মূল প্রমাণের ক্ষেত্রে একই জিনিস। যদিও শব্দের ইঙ্গিত ইমাম যাহাবী যা উল্লেখ করেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু নয়, তবুও আমরা ইমাম শাফিঈর মতো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার (যাহাবীর) বিরোধিতা করেছি। কিন্তু যিনি তার (শাফিঈর) মতো নন, তার ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমনই যেমন তিনি (যাহাবী) বলেছেন। (আলোচনা) সমাপ্ত।

যারকাশী বলেছেন: বিস্ময়ের বিষয় হলো, তিনি (আলোচক) ইমাম যাহাবীর সূত্রে বর্ণনার উপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন, অথচ আমাদের ফকীহদের একদল প্রসিদ্ধ ইমাম এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আস-সাইরাফী, আল-মাওয়াদী, এবং আর-রুয়ানী।

দ্বিতীয় বিষয়: ইবনু আবদিল বার বলেছেন: যখন ইমাম মালিক বলেন: "আনিল ছিকাহ, আন বুকাইর ইবনু আবদিল্লাহ আল-আশাজ্জ", তখন 'ছিকাহ' (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি) দ্বারা মাখরমা ইবনু বুকাইরকে বোঝানো হয়।

আর যখন তিনি (মালিক) বলেন: "আনিল ছিকাহ, আন আমর ইবনু শুআইব", তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহবকে বোঝান। এবং বলা হয়েছে: (তিনি) আয-যুহরী।

নাসায়ী বলেছেন: ইমাম মালিক তাঁর কিতাবে "আল-ছিকাহ, আন বুকাইর" বলে যা উল্লেখ করেছেন, তা আমর ইবনুল হারিস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

অন্য একজন বলেছেন: ইবনু ওয়াহব বলেছেন: ইমাম মালিকের কিতাবে যা কিছু 'আখবারানী মান লা আত্তাহিমু মিন আহলিল ইলম' (আমাকে এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি জানিয়েছেন, যার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই) বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন লাইস ইবনু সা'দ।

আবুল হাসান আল-আস্কারী বলেছেন: আমি কিছু আহলুল হাদীসকে বলতে শুনেছি যে, যখন ইমাম শাফিঈ বলেন: "আখবারানাস ছিকাহ, আন ইবনি আবী যুইব", তখন তিনি ইবনু আবী ফুদাইককে বোঝান।

(ص: 368) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَّةُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، فَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ.
وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَّةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، فَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ.
وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَّةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فَهُوَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ.
وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي الثَّقَّةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ.

وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ، فَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى، انْتَهَى.
وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ.
وَقَالَ: ابْنُ حَجَرٍ فِي رِجَالِ الْأَرْبَعَةِ: إِذَا قَالَ مَالِكٌ: عَنْ الثَّقَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
فَقِيلَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ ابْنُ لَهِيْعَةٍ.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِ قِيلَ: هُوَ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، هُوَ نَافِعٌ، كَمَا فِي مُوطَّأِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَإِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ:، عَنْ الثَّقَةِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ الرَّبِيعُ: هُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ حُمَيْدٍ، هُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ مَعْمَرٍ، هُوَ مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، هُوَ أَبُو أُسَامَةَ.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، لَعَلَّهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، هُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ.
وَعَنِ الثَّقَةِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. انْتَهَى.

[তারিপুর রাবী]

এবং যখন তিনি বলেন: ‘আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি লাইস ইবনু সা’দ থেকে অবহিত করেছেন’, তখন তিনি হলেন ইয়াহইয়া ইবনু হাসসান।

এবং যখন তিনি বলেন: ‘আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবনু কাসীর থেকে অবহিত করেছেন’, তখন তিনি হলেন আবু উসামা।

এবং যখন তিনি বলেন: ‘আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আল-আওয়াঈ থেকে অবহিত করেছেন’, তখন তিনি হলেন আমর ইবনু আবী সালামা।

এবং যখন তিনি বলেন: ‘আমাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ইবনু জুরাইজ থেকে অবহিত করেছেন’, তখন তিনি হলেন মুসলিম ইবনু খালিদ।

এবং যখন তিনি বলেন: ‘আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সালিহ, মাওলা আত-তাওআমা থেকে অবহিত করেছেন’, তখন তিনি হলেন ইবরাহীম ইবনু ইয়াহইয়া। সমাপ্ত।

আর অন্যেরা এটি আবু হাতিম আর-রাযী থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু হাজার ‘রিজালুল আরবাআহ’ গ্রন্থে বলেছেন: যখন মালিক বলেন: ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমার ইবনু শু‘আইব থেকে’, তখন বলা হয়েছে: তিনি হলেন আমার ইবনু আল-হারিস অথবা ইবনু লাহী‘আহ।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বুকাইর ইবনু আল-আশাজ্জ থেকে’, তখন বলা হয়েছে: তিনি হলেন মাখরামা ইবনু বুকাইর।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ইবনু উমার থেকে’, তিনি হলেন নাফি‘, যেমনটি ইবনুল কাসিমের মুওয়াত্তা‘য় রয়েছে।

এবং যখন আশ-শাফি‘ঈ বলেন: ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি লাইস ইবনু সা‘দ থেকে’, তখন আর-রাবী‘ বলেন: তিনি হলেন ইয়াহইয়া ইবনু হাসসান।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি উসামা ইবনু যায়দ থেকে’, তিনি হলেন ইবরাহীম ইবনু ইয়াহইয়া।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হুমাইদ থেকে’, তিনি হলেন ইবনু উলাইয়াহ।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মা‘মার থেকে’, তিনি হলেন মুতাররিফ ইবনু মাযিন।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবনু কাসীর থেকে’, তিনি হলেন আবু উসামা।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে’, সম্ভবত তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ইউনুস ইবনু উবাইদ, আল-হাসান থেকে’, তিনি হলেন ইবনু উলাইয়াহ।

এবং ‘নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আয-যুহরী থেকে’, তিনি হলেন সুফয়ান ইবনু উয়াইনা। সমাপ্ত।

(ص: 369) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَرَوَيْنَا فِي مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَهُمُ يُرِيدُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ يَحْيَى، وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ، يُرِيدُ بِهِ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ.

وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ إِنَّ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْبِلَاطَةِ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمَوْضِحَةِ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْفَلَكَيُّ: الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ الشَّافِعِيُّ، هُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَفِي "تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، عَنْ أَبِي.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: يُوجَدُ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَالشَّافِعِيُّ لَمْ يَأْخُذْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ أَدْرَكَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِسَنَدِهِ، عَنْ يَحْيَى.

قَالَ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ إِذَا قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، وَذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، فَهُوَ يَعْنِي أَبَاهُ.

(وَإِذَا رَوَى الْعَدْلُ عَنْ سَبَّاهُ، لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، (وَهُوَ الصَّحِيحُ)، لِحُجُوزِ رِوَايَةِ الْعَدْلِ، عَنْ غَيْرِ الْعَدْلِ فَلَمْ تَتَضَمَّنْ رِوَايَتَهُ عَنْهُ تَعْدِيلَهُ.

وَقَدْ رَوَيْنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ كَذَّابًا.

[তা'দরীবুর রাবী]

মুসনাদে শাফিয়ীতে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, আসম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রবী'কে বলতে শুনেছি যে, শাফিয়ী যখন বলতেন: "আমাকে এমন ব্যক্তি অবহিত করেছেন যার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই", তখন তিনি ইবরাহীম ইবনে

ইয়াহইয়াকে বোঝাতেন। আর যখন বলতেন: "আমাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অবহিত করেছেন", তখন তিনি ইয়াহইয়া ইবনে হাঙ্গানকে বোঝাতেন।

শাফিয়ী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অবহিত করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে, যদি আমি এটি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে না শুনে থাকি, মালিক ইবনে আনাস থেকে, ইয়াযীদ ইবনে কুসায়ত থেকে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব থেকে যে, উমার ও উসমান 'মিলতাত' বিষয়ে 'মুওয়াদ্দিহা'র দিয়াতের অর্ধেক ফায়সালা দিয়েছিলেন।"

হাফিয় আবুল ফাদল আল-ফালাকী বলেন: যে ব্যক্তির নাম শাফিয়ী উল্লেখ করেননি, তিনি হলেন আহমাদ ইবনে হাম্বল।

এবং 'তারীখে ইবনে আসাকির'-এ এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেছেন: শাফিয়ীর কিতাবে 'আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অবহিত করেছেন' বলে যা কিছু এসেছে, তা আমার পিতা (আহমাদ ইবনে হাম্বল) থেকে।

শায়খুল ইসলাম বলেন: শাফিয়ীর কথায় পাওয়া যায়: "আমাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অবহিত করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর থেকে", অথচ শাফিয়ী এমন কারো থেকে গ্রহণ করেননি যিনি ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীরকে পেয়েছিলেন। সুতরাং সম্ভবত তিনি তার সনদ দ্বারা ইয়াহইয়াকে বোঝাতে চেয়েছেন।

তিনি (শায়খুল ইসলাম) বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ উল্লেখ করেছেন যে, শাফিয়ী যখন বলতেন: "আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অবহিত করেছেন" এবং ইরাকীদের মধ্য থেকে কারো কথা উল্লেখ করতেন, তখন তিনি তার পিতাকে (আহমাদ ইবনে হাম্বল) বোঝাতেন।

(এবং যখন একজন 'আদল' (নির্ভরযোগ্য/সৎ) ব্যক্তি এমন কারো থেকে বর্ণনা করেন যার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, তখন তা অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্যদের মতে 'তা'দীল' (নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা) গণ্য হবে না), এবং এটিই সঠিক। কারণ, একজন 'আদল' ব্যক্তির পক্ষে একজন 'গাইরু আদল' (অনির্ভরযোগ্য/অসৎ) ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করা জায়েয, তাই তার থেকে তার বর্ণনা সেই ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করাকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

এবং আমাদের কাছে শা'বী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: হারিস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অথচ আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে মিথ্যাবাদী ছিল।

[تدريب الراوي]

، وَرَوَى الْحَاكِمُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَنَّهُ رَأَى يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَهُوَ يَكْتُبُ صَحِيفَةً مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ كَتَبَهُ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: تَكْتُبُ صَحِيفَةَ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، وَتَعْلَمُ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ؟ فَلَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: أَنْتَ تَتَكَلَّمُ فِي أَبِيهِ، ثُمَّ تَكْتُبُ حَدِيثَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَكْتُبُ هَذِهِ الصَّحِيفَةَ، فَأَحْفَظُهَا كُلَّهَا، وَأَعْلَمُ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، حَتَّى لَا يَجِيءَ إِنْسَانٌ فَيَجْعَلَ بَدَلَ أَبِيهِ ثَابِتًا، وَيَرْوِيهَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَأَقُولُ لَهُ: كَذَبْتَ، إِنَّمَا هِيَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، لَا عَنْ ثَابِتٍ.

(وَقِيلَ: هُوَ تَعْدِيلٌ)، إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحًا، لَذَكَرَهُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَكَانَ غَاشًّا فِي

الدِّينِ.

قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: وَهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ تَعْرِيفٌ لَهُ، وَالْعَدَالَةُ بِالْخُبْرَةِ.

وَأَجَابَ الْخَطِيبُ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْرِفُ عَدَالَتَهُ وَلَا جَرْحَهُ.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْعَدْلُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ، لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، كَانَتْ رِوَايَتُهُ تَعْدِيلًا،

وَالْإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ الْأُصُولِيُّونَ، كَالْأَمْدِيِّ، وَابْنِ الْحَاجِبِ، وَغَيْرِهِمَا.

(وَعَمَلُ الْعَالِمِ وَفُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ رَوَاهُ لَيْسَ حُكْمًا) مِنْهُ (بِصَحَّتِهِ)، وَلَا بِتَعْدِيلِ

رِوَايَتِهِ، لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ احْتِيَاطًا، أَوْ لِدَلِيلِ آخَرَ وَافَقَ ذَلِكَ الْخَبَرَ.

وَصَحَّحَ الْأَمْدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ حُكْمٌ بِذَلِكَ.

[তারিখের রাবী]

হাকিম এবং অন্যান্যরা আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে মাস্গিনকে দেখতে পান, যখন তিনি মামার, আযান, আনাস সূত্রে একটি সহীফা লিখছিলেন।

কোনো ব্যক্তি তাকে দেখতে পেলে তিনি তা লুকিয়ে ফেলতেন। তখন আহমদ তাকে বললেন: আপনি মা'মার, আযান, আনাস সূত্রে একটি সহীফা লিখছেন, অথচ আপনি জানেন যে এটি মওযু (জাল)? যদি কোনো বক্তা আপনাকে বলে: আপনি তো আযানের সমালোচনা করেন, অথচ তার হাদীস লিখছেন! তখন তিনি (ইয়াহইয়া) বললেন: হে আবু আবদুল্লাহ! আমি এই সহীফাটি লিখি এবং এর সবকিছু মুখস্থ করি, আর আমি জানি যে এটি মওযু (জাল), যেন কোনো ব্যক্তি এসে আযানের পরিবর্তে সাবেতকে স্থাপন না করে এবং মা'মার, সাবেত, আনাস সূত্রে তা বর্ণনা না করে। তখন আমি তাকে বলি: তুমি মিথ্যা বলেছ। এটি তো মা'মার, আযান সূত্রেই বর্ণিত, সাবেত সূত্রে নয়।

(এবং বলা হয়েছে: এটি তা'দীল বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণ)। কারণ যদি তিনি তার মধ্যে কোনো দোষ (জারহ) জানতেন, তবে তা উল্লেখ করতেন। আর যদি তা উল্লেখ না করতেন, তবে তিনি দীনের ক্ষেত্রে প্রতারক হতেন।

সায়রাফি বলেছেন: এটি ভুল; কারণ বর্ণনা তার পরিচিতি মাত্র, আর ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

খতিব এর জবাবে বলেছেন যে, বর্ণনাকারী তার ন্যায়পরায়ণতা বা দোষ সম্পর্কে নাও জানতে পারেন।

এবং বলা হয়েছে: যদি সেই ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী, যার থেকে (অন্য বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেছেন, তিনি কেবল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি থেকেই বর্ণনা করেন, তবে তার বর্ণনা তা'দীল (ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণ) হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় নয়। আর উসুলবিদগণ, যেমন আল-আমিদী, ইবনুল হাজিব ও অন্যান্যরা এই মতকে গ্রহণ করেছেন।

(এবং কোনো আলেমের আমল ও তার ফতোয়া, যা তিনি বর্ণনা করেছেন এমন একটি হাদীসের অনুরূপ, তা কোনো রায় নয়) তার পক্ষ থেকে (এর শুদ্ধতার বিষয়ে), এবং এর বর্ণনাকারীদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণের বিষয়েও নয়। কারণ এটি তার পক্ষ থেকে সতর্কতা (এহতিয়াত) হিসেবে হতে পারে, অথবা অন্য কোনো প্রমাণের কারণে যা সেই বর্ণনাটির সাথে মিলে গেছে।

তবে আল-আমিদী ও অন্যান্য উসুলবিদগণ এটিকে (অর্থাৎ আমল ও ফতোয়াকে শুদ্ধতার উপর রায়) সহীহ বলেছেন।

[تدريب الراوي]

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَسَالِكِ الْإِحْتِيَاظِ.
وَفَرَّقَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَيْنَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ.
(وَلَا مُخَالَفَتُهُ) لَهُ (قَدْحٌ) مِنْهُ (فِي صَحَّتِهِ، وَلَا فِي رَوَاتِهِ)، لِإِمْكَانِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
لِمَانِعٍ مِنْ مُعَارِضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ حَدِيثَ الْخِيَارِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ لِعَمَلِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَدْحًا فِي نَافِعِ رَأْيِهِ.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ نَظَرٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ،
وَتَعَرَّضَ لِلِاخْتِجَاجِ بِهِ فِي فُتْيَاهُ أَوْ حُكْمِهِ، أَوْ اسْتُشْهِدَ بِهِ عِنْدَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَالْجَوَابُ: وَفِي هَذَا النَّظَرِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ ذَلِكَ الْبَابَ لَيْسَ
فِيهِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ دَلِيلٌ آخَرُ مِنْ قِيَاسٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، وَلَا يَلْزَمُ
الْمُفْتِي أَوْ الْحَاكِمَ أَنْ يَذْكُرَ جَمِيعَ أدِلَّتِهِ، بَلْ وَلَا بَعْضَهَا، وَلَعَلَّ لَهُ دَلِيلًا آخَرَ،
وَاسْتَأْنَسَ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي الْبَابِ، وَرُبَّمَا كَانَ يَرَى الْعَمَلَ بِالضَّعِيفِ وَتَقْدِيرَهُ عَلَى
الْقِيَاسِ كَمَا تَقَدَّمَ.

تَنْبِيْهُ

مِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْأُصُولِ مُوَافَقَةً لِإِجْمَاعٍ لَهُ
عَلَى الْأَصَحِّ، لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَنْدُ غَيْرَهُ، وَقِيلَ: يَدُلُّ وَكَذَلِكَ بَقَاءُ خَبَرٍ تَتَوَقَّرُ
الدَّوَاعِي عَلَى إِبْطَالِهِ.

وَقَالَ الزَّيْدِيَّةُ: يَدُلُّ وَافْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ مُتَأَوَّلٍ لِلْحَدِيثِ، وَمُحْتَجِّ بِهِ.
قَالَ ابْنُ السَّعَّانِيِّ، وَقَوْمٌ: يَدُلُّ، لِتَضَمُّنِهِ تَلْقِيهِمْ لَهُ بِالْقَبُولِ.
وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَأَوَّلَهُ عَلَى تَقْدِيرِ صَحَّتِهِ وَفَرْضًا، لَا عَلَى ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ.

[السادسة حكم رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا]
 (السَّادِسَةُ: رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفَ الْعَيْنِ بِرِوَايَةِ
 عَدْلَيْنِ عَنْهُ، (لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ) .
 وَقِيلَ: تُقْبَلُ مُطْلَقًا.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مَنْ رَوَى عَنْهُ فِيهِمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قَبْلَ وَإِلَّا فَلَا.
 (وَرِوَايَةُ الْمُسْتَوْرِ وَهُوَ عَدْلُ الظَّاهِرِ خَفِيُّ الْبَاطِنِ) ، أَيْ مَجْهُولُ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا.
 (يَحْتَجُّ بِهَا بَعْضُ مَنْ رَدَّ الْأَوَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيِّينَ) ، كَسُلَيْمِ الرَّازِيِّ.
 قَالَ: لِأَنَّ الْإِخْبَارَ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّوَايَةِ، وَلِأَنَّ رِوَايَةَ الْأَخْبَارِ تَكُونُ عِنْدَ مَنْ
 يَتَعَدَّرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ فِي الْبَاطِنِ، فَاقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ،
 بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ الْحُكَّامِ، فَلَا يَتَعَدَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ.
 (قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَيُشَبِّهُهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا) الرَّأْيِ (فِي)

[তাদরীবুর রাবী]

ইমামুল হারামাইন বলেছেন: যদি তা সতর্কতামূলক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত না হয়।

ইবনু তাইমিয়াহ উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এর উপর আমল করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

এবং এর (হাদীসের) বিরোধিতা তার বিশুদ্ধতার প্রতি, বা তার বর্ণনাকারীদের প্রতি কোনো আঘাত নয়, কারণ এটি কোনো বিরোধপূর্ণ কারণ বা অন্য কোনো কারণে হতে পারে। আর মালিক হাদীসুল খিয়ার বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি এর উপর আমল করেননি; কারণ মদীনাবাসীরা এর বিপরীত আমল করত। এটি তার বর্ণনাকারী নাফি'র প্রতি কোনো আঘাত ছিল না।

ইবনু কাছীর বলেছেন: প্রথম অংশে পর্যালোচনার অবকাশ আছে, যদি সেই পরিচ্ছেদে উক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস না থাকে এবং তিনি তার ফতোয়া বা বিধানে এর মাধ্যমে

প্রমাণ পেশ করেন অথবা এর দাবি অনুযায়ী আমল করার সময় এটিকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন।

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং জবাব হলো: এই পর্যালোচনার মধ্যেও পর্যালোচনার অবকাশ আছে; কারণ, সেই পরিচ্ছেদে এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস না থাকার কারণে এটা জরুরি নয় যে, কিয়াস বা ইজমা থেকে অন্য কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর মুফতী বা বিচারকের জন্য তার সকল প্রমাণ, এমনকি কিছু প্রমাণও উল্লেখ করা আবশ্যিক নয়। হয়তো তার অন্য কোনো প্রমাণ আছে এবং তিনি সেই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে আশ্বাস গ্রহণ করেছেন। এবং হয়তো তিনি দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা এবং কিয়াসের উপর এটিকে প্রাধান্য দেওয়া বৈধ মনে করতেন, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ মনোযোগ

যা হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে না, যেমন উসূলবিদগণ উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইজমার সাথে এর সঙ্গতি।

সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী, কারণ এর ভিত্তি অন্য কিছু হতে পারে। এবং বলা হয়েছে: তা প্রমাণ করে। একইভাবে এমন কোনো খবরের টিকে থাকা, যা বাতিল করার বহু কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও।

যাইদিয়াহগণ বলেছেন: এটি প্রমাণ করে। এবং আলেমদের মধ্যে হাদীসের ব্যাখ্যাকারী ও এর দ্বারা প্রমাণ পেশকারীর মধ্যে বিভেদ থাকা (ও একটি বিষয়)।

ইবনুস সামআনী এবং একটি দল বলেছেন: এটি প্রমাণ করে, কারণ এর মধ্যে তাদের (আলেমদের) এটিকে গ্রহণ করার বিষয়টি নিহিত।

এবং জবাব দেওয়া হয়েছে এই সম্ভাবনার দ্বারা যে, তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন এর বিশুদ্ধতা ও অনুমান সাপেক্ষে, তাঁর নিকট এটি প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে নয়।

[ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিক থেকে যার ন্যায়পরায়ণতা অজ্ঞাত, তার বর্ণনার বিধান]

(ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিক থেকে যার ন্যায়পরায়ণতা অজ্ঞাত, তার বর্ণনা), যদিও সে দু'জন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় পরিচিত ব্যক্তি (মা'রুফুল আইন), (তবে) জমহুর (অধিকাংশ আলেম)-এর মতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

এবং বলা হয়েছে: তা শর্তহীনভাবে গ্রহণযোগ্য।

এবং বলা হয়েছে: যদি তার কাছ থেকে যারা বর্ণনা করেছে তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে কেবল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে বর্ণনা করে না, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়।

(এবং মাস্তুর (গোপন) ব্যক্তির বর্ণনা, যে প্রকাশ্যভাবে ন্যায়পরায়ণ কিন্তু অপ্রকাশ্য দিক থেকে গোপন), অর্থাৎ, অপ্রকাশ্যভাবে যার ন্যায়পরায়ণতা অজ্ঞাত।

(প্রথমোক্ত (ধরনের বর্ণনা) প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, এবং এটি শাফি'ঈদের কারো কারো মত), যেমন সুলাইম আর-রাযী।

তিনি বলেছেন: কারণ খবর দেওয়া বর্ণনাকারীর প্রতি সুধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং কারণ খবরের বর্ণনা এমন লোকদের কাছে হয় যাদের জন্য অপ্রকাশ্য ন্যায়পরায়ণতা জানা কঠিন। সুতরাং এর ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিক থেকে তা জানার উপর সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে, শাহাদাত (সাক্ষ্য) এর বিপরীতে, কারণ তা বিচারকদের নিকট হয়, ফলে তাদের জন্য তা জানা কঠিন নয়।

(শাইখ) ইবনুস সালাহ বলেছেন: (এবং এর সদৃশ হলো যে, এই মতের উপর আমল হবে)

(ص: 372) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

السَّادِسَةُ: رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، وَرِوَايَةُ الْمُسْتَوْرِ وَهُوَ عَدْلُ الظَّاهِرِ خَفِيُّ الْبَاطِنِ يَحْتَجُّ بِهَا بَعْضُ مَنْ رَدَّ الْأَوَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيِّينَ، قَالَ الشَّيْخُ: يُشَبِّهُهُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ، وَتَعَدَّرَتْ خِبْرَتُهُمْ بَاطِنًا، وَأَمَّا مَجْهُولُ الْعَيْنِ فَقَدْ لَا يَقْبَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَقْبَلُ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ، ثُمَّ مَنْ رَوَى عَنْهُ عَدْلَانِ، عَيْنَاهُ ارْتَفَعَتْ جَهَالَةً عَيْنِهِ، قَالَ الْخَطِيبُ: الْمَجْهُولُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يُعْرِفُ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدٍ، وَأَقْلُ مَا يَرْفَعُ الْجَهَالََةَ رِوَايَةُ اثْنَيْنِ مَشْهُورَيْنِ.

وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ نَحْوَهُ، قَالَ الشَّيْخُ رَدًّا عَلَى الْخَطِيبِ: وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَمُسْلِمٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَلَمْ يَزُوْا عَنْهُمَا

غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُتَّجِهٌ كَالْإِكْتِفَاءِ بِتَعْدِيلِ وَاحِدٍ، وَالصَّوَابُ نَقْلُ الْخَطِيبِ،
وَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِمِرْدَاسٍ وَرَبِيعَةٍ فَإِنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ مَشْهُورَانِ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ
عُدُولٌ.

[تدريب الراوي]

السادسة: এমন ব্যক্তির বর্ণনা যার ন্যায়পরায়ণতা বাহ্যত ও অভ্যন্তরীণভাবে অজ্ঞাত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিকট তা গৃহীত নয়। আর মাস্তুরের বর্ণনা—যে বাহ্যত ন্যায়পরায়ণ কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থা গোপন—প্রথম প্রকারকে প্রত্যাখ্যানকারী কিছু লোক এটি দ্বারা দলিল পেশ করে। এটি কিছু শাফেঈ ফকীহদের অভিমত। শায়খ বলেছেন: মনে হয়, হাদিসের বহু কিতাবে এই নীতির উপরই আমল করা হয়েছে, একদল রাবীর ক্ষেত্রে যাদের সময়কাল অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এবং যাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর যেই রাবী ‘মাঝহুলুল আইন’ (অজ্ঞাত পরিচয়), মাঝে মাঝে তাকে এমন ব্যক্তিও গ্রহণ করেন না, যিনি ‘মাঝহুলুল আদালাহ’ (যার ন্যায়পরায়ণতা অজ্ঞাত) কে গ্রহণ করেন। এরপর যার থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ রাবী বর্ণনা করেছেন এবং তারা তাকে চিহ্নিত করেছেন, তার অজ্ঞাত পরিচয় হওয়ার অবস্থা দূরীভূত হয়ে যায়। খতীব বলেছেন: আহলে হাদিসের নিকট মাঝহুল (অজ্ঞাত রাবী) হলো যাকে উলামায়ে কেরাম চেনেন না এবং যার হাদিস কেবল একজন রাবীর মাধ্যমে পরিচিত। এবং সর্বনিম্ন যা অজ্ঞাত অবস্থা দূরীভূত করে, তা হলো দুজন প্রসিদ্ধ রাবীর বর্ণনা। ইবন আব্দুল বার আহলে হাদিস থেকে প্রায় একই রকম কথা বর্ণনা করেছেন। শায়খ খতীবের উত্তরে বলেছেন: বুখারী মিরদাস আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম রাবী‘আ ইবন কা‘ব আল-আসলামী থেকে, অথচ তাদের দুজনের থেকে একজন ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর এ বিষয়ে মতানৈক্য থাকা স্বাভাবিক, যেমন একজন কর্তৃক তা‘দীল (ন্যায়পরায়ণতা ঘোষণা) যথেষ্ট হওয়া। এবং সঠিক অভিমত হলো খতীবের বর্ণনা। আর মিরদাস ও রাবী‘আকে দিয়ে তার উপর আপত্তি করা সহীহ নয়, কারণ তারা দুজনই প্রসিদ্ধ সাহাবী, আর সকল সাহাবীই ন্যায়পরায়ণ।

[তারীবুল রাবী]

[تدريب الراوي]

كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ (فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ تَقَادَمَ الْعَهْدُ بِهِمْ، وَتَعَذَّرَتْ خُبْرَتُهُمْ بَاطِنًا)، وَكَذَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. (وَأَمَّا مَجْهُولُ الْعَيْنِ)، وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّلَاثُ مِنْ أَقْسَامِ الْمَجْهُولِ: (فَقَدْ لَا يَقْبَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَقْبَلُ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ)، وَرَدُّهُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَغَيْرِهِمْ.

وَقِيلَ: يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الرَّاوي مَزِيدًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَقِيلَ: إِنْ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، كَابْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَاكْتَفَيْنَا فِي التَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قَبْلَ، وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالرُّهْدِ، أَوِ التَّجْدَةِ قَبْلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

وَقِيلَ: إِنْ زَكَاهُ أَحَدٌ مِنْ أَيْمَةِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةٍ، وَاحِدٍ عَنْهُ قَبْلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. (ثُمَّ مَنْ رَوَى عَنْهُ عَدْلَانِ عَيْنَاهُ، ارْتَفَعَتْ جَهَالَتُهُ عَيْنُهُ).

قَالَ الْخَطِيبُ) فِي " الْكِفَايَةِ " وَغَيْرِهَا: (الْمَجْهُولُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الْعُلَمَاءُ)، وَلَمْ يَشْتَهَرْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ، (وَلَا يُعْرَفُ حَدِيثُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ) (رَأَوْ وَاحِدًا، وَأَقْلُ مَا يَرْفَعُ الْجَهَالََةَ) عَنْهُ (رِوَايَةُ اثْنَيْنِ مَشْهُورَيْنِ) فَكَثُرَ عَنْهُ، وَإِنْ

[তাদরীবুর রাবী]

(প্রসিদ্ধ বহু হাদীস গ্রন্থে) (একদল রাবীর ক্ষেত্রে, যাদের যুগ অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এবং যাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ দুষ্কর হয়েছে)। এবং এভাবেই গ্রন্থকার শারহুল মুহাযযাবে এটিকে সহীহ বলেছেন।

(আর মাজহুলুল আইন), যা মাজহুলুলের প্রকারসমূহের মধ্যে তৃতীয় প্রকার: (এমন কিছু উলামা তাকে গ্রহণ করেন না, যারা মাজহুলুল আদালাতকে গ্রহণ করেন), এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করাই হলো বিশুদ্ধ মত, যা অধিকাংশ হাদীসবিদ ও অন্যান্য উলামার নিকট স্বীকৃত। এবং বলা হয়েছে: তাকে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা হবে। এটি তাদের অভিমত যারা রাবীর জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো শর্তারোপ করেন না।

এবং বলা হয়েছে: যদি এমন ব্যক্তি তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেন, যিনি কেবল নির্ভরযোগ্য (আদল) রাবী থেকেই বর্ণনা করেন, যেমন ইবনু মাহদী ও ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, এবং আমরা যদি তার তা'দীল (নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্য) একজন দ্বারা সম্ভুষ্ট হই, তাহলে তা গৃহীত হবে; অন্যথায় নয়।

এবং বলা হয়েছে: যদি তিনি জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হন, যেমন যুহদ (তাকওয়া) বা সাহসিকতা, তাহলে তাকে গ্রহণ করা হবে; অন্যথায় নয়। ইবনু আব্দুল বার্র এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

এবং বলা হয়েছে: যদি জারহ ও তা'দীলের ইমামগণের মধ্যে কোনো একজন তাকে তায়কিয়া (প্রশংসা) করেন এবং তার থেকে একজন রাবী বর্ণনা করেন, তাহলে তাকে গ্রহণ করা হবে; অন্যথায় নয়। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান এটি গ্রহণ করেছেন, আর শাইখুল ইসলাম এটিকে সহীহ বলেছেন।

(তারপর, যার থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য (আদল) রাবী বর্ণনা করেন এবং তাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন, তার মাজহুলুল আইন (সত্তাগত অপরিচিতি) দূর হয়ে যায়)।

(খতীব আল-বাগদাদী) "আল-কিফায়া" ও অন্যান্য গ্রন্থে বলেছেন: (আহলে হাদীসের নিকট মাজহুল হলো সে ব্যক্তি, যাকে উলামায়ে কিরাম চেনেন না), এবং নিজে ইলম অর্জনে প্রসিদ্ধ হননি, (এবং তার হাদীস কেবল) (একজন রাবী থেকে ছাড়া পরিচিত নয়), (এবং তার থেকে অপরিচিতি দূর করার জন্য সর্বনিম্ন) (দুজন প্রসিদ্ধ রাবীর বর্ণনা বা তারও বেশি প্রয়োজন), যদিও

[تدريب الراوي]

لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِذَلِكَ حُكْمُ الْعَدَالَةِ.

(وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ نَحْوَهُ) ، وَلَفْظُهُ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي النَّوْعِ السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَزَوْ عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ مَجْهُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مَشْهُورًا فِي غَيْرِ حَمْلِ الْعِلْمِ، كَاشْتِهَارِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ بِالرُّهْدِ، وَعَمْرٍو بْنِ مَعْدِي كَرَبٍ بِالنَّجْدَةِ.

(قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ (رَدًّا عَلَى الْخَطِيبِ) فِي ذَلِكَ، (وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ) فِي صَحِيحِهِ (عَنْ مِرْدَاسٍ) ابْنِ مَالِكٍ (الْأَسْلَمِيِّ، وَ) رَوَى (مُسْلِمٌ) فِي صَحِيحِهِ (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَلَمْ يَزَوْ عَنْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ) ، وَهُوَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْأَوَّلِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الثَّانِي، وَذَلِكَ مَصِيرٌ مِنْهُمَا إِلَى أَنَّ الرَّاويَ يَخْرُجُ، عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولًا مَرْدُودًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ، قَالَ: (وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُتَّجِهٌ كَالِاِكْتِفَاءِ بِتَعْدِيلِ وَاحِدٍ) .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَدًّا عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَالصَّوَابُ نَقْلُ الْخَطِيبِ) وَقَدْ نَقَلَهُ أَيْضًا أَبُو مَسْعُودٍ إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَغَيْرُهُ، (وَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِمِرْدَاسٍ، وَرَبِيعَةَ،

[তাদরীবুর রাবী]

এতে তার জন্য 'আদালত (নির্ভরযোগ্যতার) বিধান সাব্যস্ত হয় না।

(এবং ইবন আব্দুল বার্র আহলে হাদীস থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন), এবং এর শব্দাবলি, যেমন ইবনুস সালাহ সাতচল্লিশতম প্রকার (পরিচ্ছেদ)-এ বর্ণনা করেছেন: যার থেকে একজন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি, তিনি তাদের নিকট মাজহুল (অজ্ঞাত) হিসেবে গণ্য।

তবে যদি তিনি জ্ঞান বহন (হাদীস বর্ণনা) ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হন, যেমন মালিক ইবনু দীনারের যুহদ (বৈরাগ্য)-এর জন্য প্রসিদ্ধি এবং আমর ইবনু মা'দিকারিবার বীরত্বের জন্য।

(শাইখ) ইবনুস সালাহ এ বিষয়ে (আল-খাতীবের খণ্ডনে) বলেছেন, (এবং বুখারী) তাঁর সহীহ গ্রন্থে (মিরদাস) ইবনু মালিক (আল-আসলামী থেকে) বর্ণনা করেছেন, এবং (মুসলিম) তাঁর সহীহ গ্রন্থে (রাবী'আ ইবনু কা'ব আল-আসলামী থেকে) বর্ণনা করেছেন, (এবং তাদের দু'জন থেকে একজন ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেননি), আর তিনি হলেন প্রথমজন থেকে কায়স ইবনু আবী হাযিম এবং দ্বিতীয়জন থেকে আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান, এবং এটি তাদের উভয়ের এমন সিদ্ধান্ত যে, বর্ণনাকারী তার থেকে একজন ব্যক্তির বর্ণনার মাধ্যমে মাজহুল (অজ্ঞাত) ও মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) হওয়ার অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসেন, তিনি বলেছেন: (এবং এ বিষয়ে মতানৈক্য যুক্তিযুক্ত, যেমন একজন ব্যক্তির তা'দীল (প্রশংসা)-তে যথেষ্ট মনে করা)। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ইবনুস সালাহের খণ্ডনে বলেছেন: (এবং সঠিক হলো আল-খাতীবের বর্ণনা), এবং আবু মাসউদ ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আদ-দিমাশকী ও অন্যান্যরাও এটি বর্ণনা করেছেন, (এবং মিরদাস ও রাবী'আ দ্বারা তার উপর খণ্ডন করা সহীহ নয়,

(ص: 375) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

فَاتَّهَمَا صَحَابِيَّانِ مَشْهُورَانِ، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى رَفْعِ الْجَهَالَةِ عَنْهُمْ بِتَعَدُّ الرُّوَاةِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ النَّوَوِيُّ مُتَّجِهٌ إِذَا ثَبَّتَتِ الصُّحْبَةُ، وَلَكِنْ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ هَلْ ثَبَّتَتِ الصُّحْبَةُ بِرَوَايَةٍ وَاحِدٍ عَنْهُ، أَوْ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِرَوَايَةِ اثْنَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاخْتِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَالْحَقُّ أَنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا بِذِكْرِهِ فِي الْغَزَوَاتِ، أَوْ فِي مَنْ وَفَدَ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ تَثْبُتُ صُحْبَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ عَنْهُ إِلَّا رَأَوْا وَاحِدًا، وَمِرْدَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّجَرَةِ، وَرَبِيعَةٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَلَا يَضُرُّهُمَا انْفِرَادُ رَأَوْا وَاحِدٍ عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصَوَابٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رَبِيعَةٍ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا نَعِيمُ الْمُجَبِّرِ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ.

قَالَ: وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ، وَالذَّهَبِيُّ أَنَّ مِرْدَاسًا رَوَى عَنْهُ أَيْضًا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، وَهُوَ وَهُمْ، إِنَّمَا ذَاكَ مِرْدَاسُ بْنُ عُرْوَةَ صَحَابِيٍّ آخَرٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

কারণ তারা দু'জন প্রসিদ্ধ সাহাবী, এবং সকল সাহাবীই আস্থাভাজন (আদেল), সুতরাং একাধিক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে তাদের অপরিচিতি দূর করার প্রয়োজন নেই।

ইরাকী (রহ.) বলেন: নওয়াবী (রহ.) যা বলেছেন, তা সঙ্গত যদি সাহাবিয়াত প্রমাণিত হয়। তবে এই বিষয়ে আলোচনা অবশিষ্ট থাকে যে, তার থেকে একজন রাবীর বর্ণনার মাধ্যমে সাহাবিয়াত প্রমাণিত হয়, নাকি তার থেকে দু'জন রাবীর বর্ণনা ছাড়া তা প্রমাণিত হয় না? আর এটিই জ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার ও মতভেদের বিষয়।

এবং সত্য কথা হলো, যদি তাঁর উল্লেখ যুদ্ধসমূহে বা রাসূলুল্লাহর (সা.) নিকট আগত সাহাবীদের মধ্যে বা এ জাতীয় কোনো সূত্রে পরিচিত হয়, তবে তার সাহাবিয়াত প্রমাণিত হবে, যদিও তার থেকে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেন। আর মিরদাস হলেন 'আহলুশ শাজারা'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং রাবী'আহ হলেন 'আহলুস সুফফাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের প্রত্যেকের থেকে একজন মাত্র রাবীর একক বর্ণনা তাদের কোনো ক্ষতি করে না (অর্থাৎ তাদের সাহাবিয়াত প্রমাণিত হতে বাধা দেয় না), তবে রাবী'আহর ক্ষেত্রে এটি সঠিক নয়। কারণ তার থেকে নু'আইম আল-মুজমির, হানযালা ইবন আলী এবং আবু ইমরান আল-জাওনীও বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: এবং মিয়্যী ও যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, মিরদাস থেকে যিয়াদ ইবন ইলাক্বাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি একটি ভ্রম। আসলে তিনি ছিলেন মিরদাস ইবন উরওয়া, একজন ভিন্ন সাহাবী, যেমনটি বুখারী (রহ.) ও ইবন আবী হাতিম (রহ.) উল্লেখ করেছেন।

[تدريب الراوي]

وَابْنُ حَبَّانٍ، وَابْنُ مَنْدَةَ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَالطَّبْرَانِيُّ، وَابْنُ قَانِعٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

تَنْبِيْهُ

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِذَا مَشِينَا عَلَى مَا قَالَهُ التَّوَوِيُّ أَنَّ هَذَا لَا يُؤْتَرُ فِي الصَّحَابَةِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَزُوْا عَنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا. قَالَ: وَقَدْ جَعَلْتُهُمْ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ، مِنْهُمْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: جُوَيْرِيَّةُ بْنُ قَدَامَةَ، تَفَرَّدَ عَنْهُ أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ.

وَزَيْدُ بْنُ رَبَاحٍ الْمَدَنِيُّ، تَفَرَّدَ عَنْهُ مَالِكٌ.

وَالْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَارُودِيُّ، تَفَرَّدَ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُّ، تَفَرَّدَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ.

وَحَبَّابُ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، تَفَرَّدَ عَنْهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ. انْتَهَى.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَمَّا جُوَيْرِيَّةُ، فَلَا رُجْحَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَمِّ الْأَحْنَفِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ

أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، وَجَارِيَةٌ بِنْتُ قَدَامَةَ صَحَابِيٍّ شَهِيرٍ، رَوَى عَنْهُ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ،

وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.

وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ رَبَاحٍ، فَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: مَا أَرَى بِحَدِيثِهِ بَأْسًا، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ،

[তাদরিবুর রাবী]

এবং ইবনু হিব্বান, ইবনু মানদাহ, ইবনু আব্দুল বার, তাবারানী, ইবনু কানি' এবং অন্যান্যরা (একমত)। আমি এ বিষয়ে কোনো মতভেদ জানি না।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ইরাকী বলেছেন: যদি আমরা নববীর কথা অনুসরণ করি যে, এটি (একক বর্ণনাকারীর বিষয়টি) সাহাবীদের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে না, তাহলে (সাহাবী ব্যতীত) যাদের থেকে বুখারী বা মুসলিম হাদীস সংকলন করেছেন এবং তাদের থেকে মাত্র একজনই বর্ণনা করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও (এই নিয়ম) প্রযোজ্য হবে।

তিনি বলেছেন: আমি তাদের (নাম) একটি স্বতন্ত্র অংশে একত্রিত করেছি। তাদের মধ্যে বুখারীর নিকট রয়েছেন: জুওয়াইরিয়াহ ইবনু কুদামাহ, তার থেকে শুধু আবু জামরাহ নসর ইবনু ইমরান আদ-দুবায়ী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবং যায়দ ইবনু রাবাহ আল-মাদানী, তার থেকে শুধু মালিক এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবং ওয়ালীদ ইবনু আবদির রহমান আল-জারুদী, তার থেকে শুধু ইবনুল মুনযির এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবং মুসলিমের নিকট রয়েছেন: জাবির ইবনু ইসমাইল আল-হাদরামী, তার থেকে শুধু আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এবং খাব্বাব, মাকসূরা-ওয়ালা, তার থেকে শুধু আমির ইবনু সাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (কথা) সমাপ্ত হলো।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: জুওয়াইরিয়াহর ব্যাপারে, প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে তিনি আহনাফের চাচার দাসী ছিলেন। ইবনু আবী শায়বাহ তার ‘মুসান্নাফ’ গ্রন্থে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর জারিয়াহ ইবনু কুদামাহ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, তার থেকে আহনাফ ইবনু কায়স এবং হাসান আল-বসরী বর্ণনা করেছেন।

আর যায়দ ইবনু রাবাহর ব্যাপারে, আবু হাতিম তার সম্পর্কে বলেছেন: আমি তার হাদীসে কোনো সমস্যা দেখি না। এবং দারাকুতনী বলেছেন,

(ص: 377) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَعِيْزُهُ: ثِقَّةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: ثِقَّةٌ مَّامُونٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، فَانْتَفَتْ عَنْهُ الْجَهَالَةُ بِتَوْثِيْقِ هَؤُلَاءِ.

أَمَّا الْوَلِيدُ، فَوَثَّقَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
وَأَمَّا جَابِرٌ، فَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ.

وَأَمَّا خَبَّابٌ فَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ فِي الصَّحَابَةِ.
فَايْدَتَانِ

الْأَوَّلَى: جَهْلَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحَفَاطِ قَوْمًا مِنَ الرُّوَاةِ لِعَدَمِ عَلَيْهِمْ بِهِمْ، وَهُمْ مَعْرُوفُونَ بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَأَنَا أَسْرُدُ مَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ ذَلِكَ: أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْبَلْخِيُّ، جَهْلُهُ أَبُو حَاتِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْبَرْ بِحَالِهِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: رَوَى عَنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ. إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، جَهْلُهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَعَرَفَهُ غَيْرُهُ، فَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ.

[তাদরিবুর রাবী]

এবং অন্যান্যরা: নির্ভরযোগ্য। ইবনু আব্দুল বার বলেছেন: নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। ইবনু হিব্বান তাকে ‘আল-সিক্বাত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, এদের সত্যায়নের মাধ্যমে তার থেকে অজ্ঞাততা দূরীভূত হয়েছে।

আর ওয়ালীদকে দারাকুতনী ও ইবনু হিব্বানও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আর জাবিরকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন, এবং ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং বলেছেন: যে তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়।

আর খাব্বাবকে তো অনেকে সাহাবাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

দুটি উপকারিতা

প্রথমটি: অনেক হাফিয কিছু রাবীকে অজ্ঞাত মনে করেছেন, কারণ তাদের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল না, অথচ তারা অন্যদের কাছে ন্যায্যপরায়ণ ও সুপরিচিত। আমি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ এর থেকে যা আছে তা বর্ণনা করছি: আহমদ ইবনু আসিম আল-বালখী, আবু

হাতিম তাকে অজ্ঞাত মনে করতেন; কারণ তার অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়নি, অথচ ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং বলেছেন: তার শহরের লোকেরা তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইব্রাহীম ইবনু আব্দুল রহমান আল-মাখযুমী, ইবনুল কাত্তান তাকে অজ্ঞাত মনে করতেন, অথচ অন্যরা তাকে চিনতেন। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং তার থেকে অনেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 378) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

أَسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيِّ، جِهْلَهُ السَّاجِي، وَأَبُو الْقَاسِمِ اللَّالِكَايُ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ بِجُهُولٍ، رَوَى عَنْهُ أَرْبَعَةٌ.

أُسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ، جِهْلَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَعَرَفَهُ الْبُخَارِيُّ.

بَيَّانُ بْنُ عَمْرٍو، جِهْلَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاصِلٍ.

الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَسَارٍ، جِهْلَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.

الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، جِهْلَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ الذُّهْلِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ أَرْبَعَةٌ ثِقَاتٌ.

عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَنْطَرِيُّ، جِهْلَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُهُ، وَرَوَى عَنْهُ

الْبُخَارِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَمَّالُ، وَغَيْرُهُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ، جِهْلَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ.

[তাদরীবুর রাবী]

উসামাহ ইবনু হাফস আল-মাদানীকে সাজি ও আবুল কাসিম আল-লালাকায়ী অজ্ঞাত বলেছেন। যাহাবী বলেছেন: তিনি অজ্ঞাত নন; চারজন তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

আসবাত আবু আল-ইয়াসা'কে আবু হাতিম অজ্ঞাত বলেছেন, তবে বুখারী তাকে চিনতেন। বায়ান ইবনু আমরকে আবু হাতিম অজ্ঞাত বলেছেন, কিন্তু ইবনুল মাদীনী, ইবনু হিব্বান ও ইবনু আদী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বুখারী, আবু যুরআহ ও আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াসিল তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

আল-হুসায়ন ইবনু আল-হাসান ইবনু ইয়াসারকে আবু হাতিম অজ্ঞাত বলেছেন, তবে আহমদ ও অন্যরা তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আল-হাকাম ইবনু আবদুল্লাহ আল-বাসরীকে আবু হাতিম অজ্ঞাত বলেছেন, তবে আয-যুহলী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। চারজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

আব্বাস ইবনুল হুসায়ন আল-কানতারীকে আবু হাতিম অজ্ঞাত বলেছেন, তবে আহমদ ও তার পুত্র তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বুখারী, আল-হাসান ইবনু আলী আল-মামারী, মুসা ইবনু হারুন আল-হাম্মাল ও অন্যান্যরা তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনুল হাকাম আল-মারওয়াযীকে আবু হাতিম অজ্ঞাত বলেছেন, তবে ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বুখারী তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 379) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

فُرْعٌ:

يُقْبَلُ تَعْدِيلُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ الْعَارِفَيْنِ، وَمَنْ عُرِفَتْ عَيْنُهُ وَعَدَالَتُهُ وَجُهِلَ اسْمُهُ احْتَجَّ بِهِ.

وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ، وَهُمَا عَدْلَانِ احْتَجَّ بِهِ فَإِنْ جَهِلَ عَدَالَةُ أَحَدِهِمَا أَوْ قَالَ: فُلَانٌ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ.

[تدريب الراوي]

الثَّانِيَةُ: قَالَ: الذَّهَبِيُّ فِي " الْمِيزَانِ ": مَا عَلِمْتُ فِي النِّسَاءِ مَنْ اتَّهَمْتُ، وَلَا مَنْ تَرَكَوْهَا، وَجَبِيعٌ مَنْ ضَعَّفَ مِنْهُنَّ إِنَّمَا هُوَ لِلْجَهَالَةِ.

[فرع هل يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين]

فَرَعٌ

فِي مَسَائِلَ زَادَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (يُقْبَلُ تَعْدِيلُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ الْعَارِفَيْنِ) لِقَبُولِ خَبَرِهِمَا، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْخَطِيبُ فِي " الْكِفَايَةِ "، وَالرَّازِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَكَى، عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي التَّعْدِيلِ النِّسَاءُ، لَا فِي الرِّوَايَةِ، وَلَا فِي الشَّهَادَةِ، وَاسْتَدَلَّ الْخَطِيبُ عَلَى الْقَبُولِ بِسُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ.

قَالَ: بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ فَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ إِجْمَاعًا.

(وَمَنْ عُرِفَتْ عَيْنُهُ وَعَدَّالَتُهُ وَجُهِلَ اسْمُهُ)، وَنَسَبُهُ (اُحْتُجَّ بِهِ)، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ ذَلِكَ كَثِيرٌ، كَقَوْلِهِمْ: ابْنُ فُلَانٍ أَوْ وَالِدُ فُلَانٍ، وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ الْخَطِيبُ فِي " الْكِفَايَةِ "، وَنَقَلَهُ، عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيِّ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْجَهْلَ بِاسْمِهِ لَا يُخِلُّ بِالْعِلْمِ بَعْدَالَتِهِ.

وَمَثَلُهُ بِحَدِيثِ ثُمَامَةَ بِنِ حَزْنِ الْقُشَيْرِيِّ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ التَّبِيدِ فَقَالَتْ: هَذِهِ خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَارِيَةٍ حَبَشِيَّةٍ، فَسَلَهَا، الْحَدِيثَ.

فَرَعٌ:

জ্ঞানী গোলাম ও নারীর তা'দীল (বিশ্বাসযোগ্যতা) গ্রহণ করা হবে। আর যার পরিচয় ও সততা জানা আছে কিন্তু তার নাম অজানা, তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে।

আর যখন সে (বর্ণনাকারী) বলবে: আমাকে অমুক বা অমুক ব্যক্তি খবর দিয়েছে, এবং তারা উভয়েই সৎ হলে, তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে। কিন্তু যদি তাদের দুজনের একজনের সততা সম্পর্কে অজানা থাকে অথবা সে বলে: অমুক বা অন্য কেউ, তাহলে তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না।

[তাদরীবুর রাবী]

দ্বিতীয় বিষয়: ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন: আমি নারীদের মধ্যে এমন কাউকে জানি না যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে অথবা যাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যাদেরকে দুর্বল বলা হয়েছে, তা কেবল অপরিচিতির (জাহালাত) কারণে।

[অনুচ্ছেদ: জ্ঞানী গোলাম ও নারীর তা'দীল কি গ্রহণীয়?]

অনুচ্ছেদ

এ সকল মাসআলা যা মুসান্নিফ ইবনুস সালাহ-এর উপর বাড়িয়েছেন: (জ্ঞানী গোলাম ও নারীর তা'দীল গ্রহণ করা হবে) তাদের খবর (বর্ণনা) গ্রহণীয় হওয়ার কারণে। আর এ বিষয়ে আল-খতিব "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে, আর-রাযী এবং ক্বাযী আবু বকর নিশ্চিত করেছেন, যদিও তিনি (আবু বকর) মদীনাবাসী ও অন্যান্য অধিকাংশ ফকীহদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তা'দীলের ক্ষেত্রে নারীদের গ্রহণ করা হয় না, না রিওয়াযাতে (বর্ণনায়) এবং না শাহাদাতে (সাক্ষ্যতে)। আর আল-খতিব ই'ফকের ঘটনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারিরাহকে আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসার দ্বারা গ্রহণীয় হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

তিনি বলেন: বালগ হওয়ার নিকটবর্তী বালকের ক্ষেত্রে ভিন্ন, তার তা'দীল ইজমা'র ভিত্তিতে গ্রহণীয় নয়।

(আর যার পরিচয় ও সততা জানা আছে কিন্তু তার নাম) এবং তার বংশ (অজানা, তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে)। সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এ এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন তাদের (বর্ণনাকারীদের) উক্তি: 'অমুকের পুত্র' অথবা 'অমুকের পিতা'। আর আল-খতিব "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে এই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন এবং ক্বাযী আবু বকর আল-বাকিল্লানীর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেন যে, তার নাম অজানা থাকা তার সততা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে বাধা দেয় না।

তিনি এটিকে সুমামা ইবনু হাযন আল-কুশাইরীর হাদীস দ্বারা উদাহরণ দিয়েছেন: আমি আয়েশা (রাঃ)-কে নাবিজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম (একটি হাবশী দাসীর দিকে ইশারা করে), তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো।" — হাদীস।

[تدريب الراوي]

(وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي فَلَانٌ، أَوْ فَلَانٌ) عَلَى الشَّكِّ (وَهَبًا عَدْلَانِ، احْتُجَّ بِهِ) لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَهُمَا، وَتَحَقَّقَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَكِلَاهُمَا مَقْبُولٌ، قَالَهُ الْخَطِيبُ. وَمَثَلُهُ بِحَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، الْحَدِيثَ. (فَإِنْ جَهِلَ عَدَالَةَ أَحَدِهِمَا، أَوْ قَالَ: فَلَانٌ، أَوْ غَيْرُهُ)، وَلَمْ يُسَمِّهِ (لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ)، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ الْمَجْهُولَ. فَأَيَّدُ

وَقَعَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" أَحَادِيثُ أُبْهِمَ بَعْضُ رِجَالِهَا، كَقَوْلِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ لَنَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَهَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ. أَمَّا رِوَايَةُ الْجُلُودِيِّ فِيهَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. وَفِيهِ أَيْضًا: وَحَدَّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ، وَيُونُسَ الْمُؤَدَّبِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]». »

[তাদরিবুর রাবী]

(আর যদি সে বলে: ‘অমুক অথবা অমুক আমাকে সংবাদ দিয়েছেন’, সন্দেহের ভিত্তিতে, এবং তারা উভয়েই ‘আদল সম্পন্ন হন, তাহলে তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হবে।) কারণ সে তাদের দু’জনকেই নির্দিষ্ট করেছে, এবং তাদের দুজনের যেকোনো একজনের থেকে ওই হাদীস শ্রবণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে, আর উভয়ই গ্রহণযোগ্য। এ কথা খতীব বলেছেন।

আর তিনি এর উদাহরণ পেশ করেছেন শু'বাহ এর হাদীস দ্বারা, যা সালাফাহ ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি আবুয-যা'রা অথবা যাইদ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সুওয়াইদ ইবনে গাফলাহ আলী ইবনে আবী তালিবের নিকট প্রবেশ করে বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গিয়েছি যারা আবু বকর ও উমারকে (মন্দভাবে) স্মরণ করছিল। (এরপর) হাদীসটি (পূর্ণাঙ্গ)।

(যদি সে তাদের দুজনের যেকোনো একজনের 'আদালত (সততা) সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, অথবা বলে: 'অমুক অথবা অন্য কেউ' – এবং তার নাম উল্লেখ না করে – তাহলে তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হবে না;) এই সম্ভাবনার কারণে যে, সংবাদদাতা অজানা ব্যক্তি হতে পারে।

ফায়দা

'সহীহ মুসলিম'-এ এমন কিছু হাদীস পাওয়া যায় যার কিছু রাবী (বর্ণনাকারী) অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন সালাত অধ্যায়ে তাঁর উক্তি: 'আমাদের একজন সাথী আমাদেরকে ইসমাইল ইবনে যাকারিয়া থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন।' এটি ইবনে মাহানের রিওয়ায়েতে রয়েছে।

তবে জুলূদীর রিওয়ায়েতে আছে: 'মুহাম্মাদ ইবনে বাক্কার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, ইসমাইল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।'

এবং তাতে আরও রয়েছে: 'আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে হাসসান এবং ইউনুস আল-মুআদ্বাব থেকে বর্ণনা করা হয়েছে', এরপর আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন:

«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বিতীয় রাক'আত থেকে উঠতেন, তখন তিনি {আলহামদু লিল্লাহি রাক্বিল আলামীন} [সূরা ফাতিহা: ২] দ্বারা কিরাত শুরু করতেন।»

(ص: 381) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ مُسْكِينٍ، وَهُوَ ثِقَّةٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ.
وَفِي الْجَنَائِزِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْأَعْمَرَ بِحَدِيثِ خُرُوجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
الْبَقِيعِ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ حَجَّاجٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْبِصِيُّ،
وَعَنْهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَوَثَّقَهُ.

وَفِي الْجَوَائِحِ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْبَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْخُصُومِ.

وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ إِسْبَاعِيلَ، فَهُوَ أَحَدُ شُيُوخِ مُسْلِمٍ فِيهِ.
وَفِي الْإِحْتِكَارِ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، وَوَهْبٌ مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ فِي
صَحِيحِهِ.

وَفِي الْمَنَاقِبِ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ.

[তা'দ্রীবুর রাবি]

আবু নু'আইম এটি 'আল-মুস্তাখরাজ' গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে সাহল ইবনে আসকারের সূত্রে,
ইয়াহইয়া ইবনে হাসসান থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং মুহাম্মাদ ইবনে সাহল, মুসলিমের
'সহীহ' গ্রন্থের অন্যতম শিক্ষক (শায়খ) ছিলেন।

আল-বাযযার এটি আবু আল-হাসান ইবনে মিসকীন থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি
নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ছিলেন, ইয়াহইয়া ইবনে হাসসান থেকে।

এবং 'আল-জানা'ইয' (জানাজা) অধ্যায়ে (আছে): আমাকে তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি হাজ্জাজ
আল-আ'ওয়ারকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাকী'তে বের হওয়ার হাদীসটি বলতে শুনেছিলেন।

এবং হাজ্জাজ থেকে বহু লোক এটি বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ এবং
ইউসুফ ইবনে সাঈদ আল-মিসিসী। এবং তার (ইউসুফ ইবনে সাঈদের) সূত্রে নাসায়ী এটি
উদ্ধৃত করেছেন এবং তাকে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

এবং 'আল-জাওয়া'ইহ' (ক্ষতিপূরণ) অধ্যায়ে (আছে): আমার সাথীদের মধ্য থেকে বহুজন আমাকে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেছেন: ইসমাইল ইবনে আবি উওয়াইস আমাদের কাছে আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন 'আল-খুসুম' (বিরোধ) প্রসঙ্গে। এবং বুখারী এটি ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং, তিনি (ইসমাইল) এতে মুসলিমের অন্যতম শিক্ষক (শায়খ) ছিলেন।

এবং 'আল-ইহতিকার' (মজুদদারি) অধ্যায়ে (আছে): আমার সাথীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার ইবনে আওন থেকে, তিনি বলেছেন: খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

এবং আবু দাউদ এটি ওয়াহব ইবনে বাকিয়া থেকে, তিনি খালিদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এবং ওয়াহব, মুসলিমের 'সহীহ' গ্রন্থের অন্যতম শিক্ষক (শায়খ) ছিলেন।

এবং 'আল-মানাক্বিব' (গুণাবলী) অধ্যায়ে (আছে): আমাকে আবু উসামা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

(ص: 382) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا»، الْحَدِيثُ.

وَقَدْ رَوَاهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ جَمَاعَةً مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الْبَرَّاءُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْأَرْغِيَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ فِئِلٍ الْبَالِسِيُّ.

وَرَوَاهُ عَنِ الْأَرْغِيَانِيِّ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ الْمُرَّكِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

وَفِي الْقَدَرِ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ «لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ».

وَقَدْ وَصَّلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.

وَأَخْرَجَ فِي الْجَنَائِزِ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ.

وَقَدْ وَصَلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ.

وَأَخْرَجَ فِي الْجِهَادِ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «نَفَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً».

وَقَدْ وَصَلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْ طَرِيقٍ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَأَخْرَجَ فِيهِ حَدِيثَ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتُ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ».

وَقَدْ وَصَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং যারা তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনু সাঈদ আল-জাওহারী। আবু উসামা আমাদের কাছে আবু মূসার হাদীস বর্ণনা করেছেন: «আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কোনো উম্মতের প্রতি দয়া করতে চান, তখন তাদের নবীকে উঠিয়ে নেন,» সম্পূর্ণ হাদীসটি।

আর এটি ইবরাহীম আল-জাওহারী থেকে, তিনি আবু উসামা থেকে একদল বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন: আবু বকর আল-বাজ্জার, মুহাম্মাদ ইবনু আল-মুসায়াব আল-আরগিয়ানী, এবং আহমাদ ইবনু ফীল আল-বালিসী।

আর এটি আল-আরগিয়ানী থেকে ইবনু খুযাইমাহ, ইবরাহীম আল-মুযাক্কী, আবু আহমাদ আল-জুলূদী এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

আর 'আল-কাদার' অধ্যায়ে: আমাদের সাথীদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে সাঈদ ইবনু আবি মারযাম থেকে, তিনি আবু সাঈদের এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: «তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অবলম্বন করবে।»

আর ইবরাহীম ইবনু সুফিয়ান এটি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া থেকে, তিনি ইবনু আবি মারযাম থেকে সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

আর 'আল-জানা'ইয়' অধ্যায়ে তিনি যুহরীর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন: "অনেক ব্যক্তি আমাকে আবু হুরায়রা থেকে, জানাযায় উপস্থিত ব্যক্তির হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।"

আর তিনি এর পূর্বে এর সনদ সংযুক্ত করেছেন যুহরী থেকে, তিনি আল-আ'রাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীস হিসেবে; এবং তার (যুহরীর) থেকে, তিনি সাঈদ ইবনু আল-মুসায়াব থেকে, তিনি তার (আবু হুরায়রার) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসেবে।

আর 'আল-জিহাদ' অধ্যায়ে তিনি যুহরীর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তিনি (যুহরী) বলেছেন: "ইবনু উমার থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে যে: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদলকে অতিরিক্ত গণীমাহ দিয়েছিলেন।»"

আর তিনি এর পূর্বে এর সনদ সংযুক্ত করেছেন যুহরী থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে; এবং নাফি'র সূত্রে, তিনি ইবনু উমার থেকে।

আর তিনি তাতে হিশামের হাদীস উল্লেখ করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি (পিতা) বলেছেন: "আমাকে জানানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «তুমি তাদের বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেছ।»"

আর তিনি এর সনদ আবু সাঈদের বর্ণনা থেকে সংযুক্ত করেছেন।

(ص: 383) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

السَّابِعَةُ: مَنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ بِإِلْتِفَاقٍ، وَمَنْ لَمْ يُكْفَرْ قِيلَ: لَا يُحْتَجُّ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ، أَوْ لِأَهْلِ مَذْهَبِهِ، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَقِيلَ: يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ كَانَ دَاعِيَةً، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ الْأَعْدَلُ، وَقَوْلُ الْكَثِيرِ الْأَكْثَرُ، وَضَعَفَ الْأَوَّلُ بِأَحْتِجَاجِ صَاحِبِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِكَثِيرٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدَّعَاةِ.

[تدريب الراوي]

وَأَخْرَجَ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثَ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّهْوِ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ: وَأُخْبِرْتُ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمْ.
وَالْقَائِلُ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا رَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَقَدْ وَصَلَ لَفْظَ السَّلَامِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُمَرَانَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ.
وَأَخْرَجَ فِي اللَّعَانِ حَدِيثَ ابْنِ شَهَابٍ: بَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ الْحَدِيثَ «إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ» .
وَهُوَ مُتَّصِلٌ عِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَعِنْدَهُ، وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ.
فَهَذَا مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ هَذَا النَّوعِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ اتِّصَالُهُ.

[السابعة عدم الاحتجاج بمن كفر ببدعته]

(السَّابِعَةُ مَنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ) ، وَهُوَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِلْمُصَنِّفِ: الْبُجَسْمُ، وَمُنْكَرُ عِلْمِ الْجُزْئِيَّاتِ.

قِيلَ: وَقَائِلُ خَلْقِ الْقُرْآنِ، فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمَنْعَ تَأْوِيلِ الْبَيْهَقِيِّ لَهُ بِكُفْرَانِ النَّعْمَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ ذَلِكَ فِي حَقِّ حَفْصِ الْفَرْدِ لَمَّا أَفْتَى بِضَرْبِ عُنُقِهِ، وَهَذَا رَادٌّ لِلتَّأْوِيلِ.

(لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ) قِيلَ: دَعَوَى الْإِتِّفَاقِ مَبْنُوعَةٌ، فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُقْبَلُ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ: يُقْبَلُ إِنْ اعْتَقَدَ حُرْمَةَ الْكُذِبِ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ " الْمَحْصُولِ " .

সপ্তম: যে তার বিদআতের কারণে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে, সর্বসম্মতিক্রমে তার বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না। আর যে কাফির সাব্যস্ত হয়নি, বলা হয়েছে: মোটেই তার বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না। এবং বলা হয়েছে: তার বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে, যদি সে তার মাযহাবের সমর্থনে অথবা তার মাযহাবের অনুসারীদের জন্য মিথ্যা বলাকে বৈধ মনে না করে। এটি ইমাম শাফিঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত। এবং বলা হয়েছে: তার বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ

করা যাবে, যদি সে তার বিদআতের দিকে আহ্বানকারী না হয়; আর যদি সে আহ্বানকারী হয়, তাহলে তার বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না। এটিই অধিকতর স্পষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত মত, এবং অধিকাংশের বক্তব্য। প্রথম মতটিকে দুর্বল করা হয়েছে, কারণ সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর রচয়িতাদ্বয় এবং অন্যান্যরা বহু বিদআতী (তবে যারা বিদআতের দিকে আহ্বানকারী নন) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং তিনি সালাত অধ্যায়ে আইয়ুব, ইবনে সীরিন, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে সাহু (ভুল)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং এর শেষে তিনি (আবু হুরায়রা) বলেছেন: ‘এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে খবর এসেছে যে, তিনি (নবী সা.) সালাম ফিরিয়েছিলেন’।

আর এর বক্তা (অর্থাৎ ‘ওয়া সালাম’ বলার ব্যক্তি) হলেন ইবনে সীরিন, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে, যেমনটি দারা কুতনী (রহ.) সমর্থন করেছেন।

এবং সালামের শব্দ আবু মুহাল্লব সূত্রে ইমরান (রা.) থেকে অন্য একটি হাদীসে সংযুক্ত হয়েছে। এবং লিআন অধ্যায়ে ইবনে শিহাবের হাদীস বর্ণনা করেছেন: আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, আবু হুরায়রা (রা.) এই হাদীস বর্ণনা করতেন যে, «আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে সন্তান জন্ম দিয়েছে»।

এবং এটি তার (গ্রন্থকারের) কাছে যুহরী, আবু সালামা, আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে মুত্তাসিল (পরিপূর্ণ সনদযুক্ত)।

এবং তার (গ্রন্থকারের) কাছে এবং বুখারী (রহ.) এর কাছে ইবনুল মুসায়্যাব, তার (আবু হুরায়রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও (মুত্তাসিল)।

সুতরাং এই প্রকারের যা কিছু তাতে (বইটিতে) এসেছে, তার সনদের ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

[সপ্তম: যে তার বিদআতের কারণে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ না করা]

(সপ্তম: যে তার বিদআতের কারণে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে), এবং সে হলো, যেমনটি মুসান্নিফ (গ্রন্থকার)-এর শারহুল মুহাদ্দাব গ্রন্থে আছে: মুজাসসিম (দেহধারী উপাস্য মতবাদের অনুসারী) এবং জ্ঞান (আল্লাহর) আংশিক বিষয়াবলী অস্বীকারকারী।

বলা হয়েছে: এবং কুরআনকে সৃষ্টিকারী বলার লোকও। শাফিঈ (রহ.) এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য (নাস) দিয়েছেন, এবং আল-বুলকীনী (রহ.) এটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বাইহাকী (রহ.) এর এই তা'বীল (ব্যাখ্যা) কে অস্বীকার করেছেন যে, (শাফিঈ-এর বক্তব্যটি) কুফরানে নি'মাত (নি'আমতের অস্বীকার) সংক্রান্ত, এই যুক্তিতে যে, শাফিঈ (রহ.) হাফস আল-ফার্দ এর ক্ষেত্রে এমনটি বলেছিলেন যখন তিনি তার শিরচ্ছেদ করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। আর এটি তা'বীলকে প্রত্যাখ্যান করে।

(সর্বসম্মতিক্রমে তার বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না) বলা হয়েছে: এই সর্বসম্মতির দাবি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বলা হয়েছে যে, তার বর্ণনা মোটেই গ্রহণযোগ্য।

এবং বলা হয়েছে: তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যদি সে মিথ্যাকে হারাম মনে করে। "আল-মাহসুল" গ্রন্থের রচয়িতা এই মতকে সহীহ বলেছেন।

(ص: 384) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكْفَرٍ بِبِدْعَتِهِ ; لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالَفَتَهَا مُبْتَدِعَةٌ، وَقَدْ تَبَالُغَ فَتُكْفَرُ مُخَالَفِئِهَا، فَلَوْ أَخِذَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لَأَسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ، وَالْمُعْتَبَدُ أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ: مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، أَوْ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ لِمَا يَزْوِيهِ مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ، فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ. (وَمَنْ لَمْ يُكْفَرْ) فِيهِ خِلَافٌ.

(قِيلَ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ مُطْلَقًا) ، وَنَسَبَهُ الْخَطِيبُ لِمَالِكٍ ؛ لِأَنَّ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجًا لِأَمْرِهِ ، وَتَنْوِيهَا بِذِكْرِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ فَاسِقٌ بِبِدْعَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَوَّلًا يُرَدُّ كَالْفَاسِقِ بِلَا تَأْوِيلٍ ، كَمَا اسْتَوَى الْكَافِرُ الْمُتَأَوَّلُ وَغَيْرُهُ .
(وَقِيلَ: يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْكَذِبَ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ ، أَوْ لِأَهْلِ مَذْهَبِهِ) سَوَاءٌ كَانَ دَاعِيَةً أَمْ لَا ، وَلَا يَقْبَلُ إِنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ .
(وَحُكِيَ) هَذَا الْقَوْلُ (عَنِ الشَّافِعِيِّ) ، حَكَاهُ عَنْهُ الْخَطِيبُ فِي " الْكِفَايَةِ " ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلَّا الْخَطَابِيَّةَ ، لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُؤَافِقِهِمْ .
قَالَ: وَحُكِيَ هَذَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ . (وَقِيلَ: يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ إِنْ كَانَ دَاعِيَةً إِلَيْهَا .

[তাদরীবুর রাবী]

এবং শাইখুল ইসলাম বলেছেন: প্রকৃত কথা হলো, বিদআতের কারণে কাফের আখ্যায়িত প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে না; কেননা প্রত্যেক দলই দাবি করে যে, তাদের বিরোধী পক্ষ বিদআতী, এবং কখনও কখনও তারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরোধীদের কাফের আখ্যায়িত করে। সুতরাং যদি এটিকে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে এর অনিবার্য ফল হবে সকল দলকে কাফের আখ্যায়িত করা। নির্ভরযোগ্য মত হলো, যার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হবে সে হলো এমন ব্যক্তি, যে শরীয়তের এমন কোনো মুতাওয়াতির বিষয় অস্বীকার করে যা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান হিসেবে সুপরিচিত, অথবা তার বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। আর যে ব্যক্তি এমন নয়, এবং এর সাথে তার বর্ণিত বিষয়ে তার দৃঢ়তা, পরহেজগারী ও তাকওয়া যুক্ত হয়, তবে তার বর্ণনা গ্রহণে কোনো বাধা নেই।

(আর যাকে কাফের বলা হয়নি) এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

(বলা হয়েছে: তার দ্বারা কোনো অবস্থাতেই দলিল পেশ করা যাবে না), আর আল-খাতীব এটিকে ইমাম মালিকের দিকে সম্পর্কিত করেছেন; কারণ তার থেকে বর্ণনা করা তার মতের প্রচার ও তার আলোচনাকে প্রসিদ্ধি দান করবে; এবং কারণ সে তার বিদআতের কারণে ফাসিক। যদিও সে (তার বিদআত সম্পর্কে) ব্যাখ্যাদানকারী হয়, তবুও তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান

করা হবে যেমন কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া ফাসিকের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হয়, যেমন ব্যাখ্যাদানকারী কাফের ও অন্য কাফের একই গণ্য হয়।

(এবং বলা হয়েছে: তার দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে যদি সে এমন না হয় যে তার মাযহাবের সমর্থনে অথবা তার মাযহাবের অনুসারীদের জন্য মিথ্যা বলা হালাল মনে করে) সে (তার বিদআতের) প্রচারক হোক বা না হোক। আর যদি সে তা (মিথ্যা বলা) হালাল মনে করে, তবে তার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না।

(এবং এই মতটি ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে), আল-খাতীব তার "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে এটি তার থেকে বর্ণনা করেছেন; কারণ তিনি বলেছেন: "আমি আহলুল আহওয়া (নিজ খেলাল-খুশির অনুসারী/বিদআতী) দের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে খাতাবিয়াদের নয়; কারণ তারা তাদের অনুসারীদের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া জায়েয মনে করে।"

তিনি (খাতীব) বলেছেন: এবং এটি ইবন আবি লায়লা, আস-সাওরী এবং কাযী আবু ইউসুফ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (এবং বলা হয়েছে: তার দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে যদি সে তার বিদআতের প্রচারক না হয়, আর যদি সে তার প্রচারক হয় তবে তার দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না),

(ص: 385) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

لِأَنَّ تَرْيِينَ بِدَعْتِهِ قَدْ تَحْمِلُهُ عَلَى تَحْرِيفِ الرِّوَايَاتِ وَتَسْوِيتِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُ.

(وَهَذَا) الْقَوْلُ (هُوَ الْأَظْهَرُ الْأَعْدَلُ وَقَوْلُ الْكَثِيرِ أَوْ الْأَكْثَرِ) مِنَ الْعُلَمَاءِ. (وَضَعُفَ) الْقَوْلُ (الْأَوَّلُ بِأَحْتِجَاجِ صَاحِبِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِكَثِيرٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ، كَعِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ وَدَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ).

قَالَ الْحَاكِمُ وَكِتَابُ مُسْلِمٍ مَلَأَنُ مِنَ الشَّيْعَةِ، وَقَدْ ادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ الْإِتِّفَاقَ عَلَى رَدِّ الدَّاعِيَةِ وَقَبُولِ غَيْرِهِ بِلَا تَفْصِيلٍ.

- 1

تَنْبِيهَاتُ

الْأَوَّلُ: قَيَّدَ جَمَاعَةُ قَبُولِ الدَّاعِيَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَزَوْ مَا يُقَوِّي بِدُعَتِهِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَوْزَجَانِيُّ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّنَسَائِيُّ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ " مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ ": وَمِنْهُمْ زَائِعٌ عَنِ الْحَقِّ، أَبِي عَنِ السُّنَّةِ، صَادِقُ اللَّهْجَةِ، فَلَيْسَ فِيهِ حِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَا يَكُونُ مُنْكَرًا إِذَا لَمْ يُقَوِّ بِهِ بِدُعَتِهِ، وَبِهِ جَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " التُّخْبَةِ ".

[তাদরীবুর রাবী]

কারণ তার বিদআতের অলংকরণ তাকে রেওয়ায়াতসমূহকে বিকৃত করতে এবং সেগুলোকে তার মাযহাবের চাহিদা অনুযায়ী সমঞ্জস করতে প্ররোচিত করতে পারে।

(এবং এই) উক্তিটিই (সবচেয়ে সুস্পষ্ট, ন্যায়সঙ্গত এবং অনেক বা অধিকাংশ) উলামার অভিমত। (এবং দুর্বল করা হয়েছে) প্রথম উক্তিটিকে এই যুক্তিতে যে, সহীহাইন ও অন্যান্যদের রচয়িতাদ্বয় অনেক এমন বিদআতী থেকে (হাদীস গ্রহণ করে) প্রমাণ পেশ করেছেন যারা বিদআতের প্রচারক ছিলেন না, যেমন ইমরান ইবনে হিত্তান ও দাউদ ইবনে হুসাইন।

হাকিম বলেছেন, মুসলিমের কিতাব শিয়া রাবীতে পূর্ণ। আর ইবনে হিব্বান বিদআতের প্রচারকদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান এবং প্রচারক নয় এমন ব্যক্তির বর্ণনা বিনা বিস্তারিত আলোচনায় গ্রহণের বিষয়ে ঐকমত্য দাবি করেছেন।

১ -

বিশেষ দ্রষ্টব্যসমূহ

প্রথমত: একটি দল বিদআতের প্রচারকের বর্ণনা গ্রহণের শর্তারোপ করেছেন এই শর্তে যে, সে তার বিদআতকে সমর্থন করে এমন কিছু বর্ণনা না করে। হাফেয আবু ইসহাক আল-জাওয়াজানী, যিনি আবু দাউদ ও নাসায়ী'র উস্তাদ, স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার

"মা'রিফাতুর রিজাল" নামক কিতাবে বলেছেন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ হক থেকে বিচ্যুত— অর্থাৎ সুন্নাহ থেকে—কিন্তু তার কথা সত্যবাদী। তার (হাদীস থেকে গ্রহণের) ব্যাপারে কোনো কৌশল নেই, তবে তার হাদীস থেকে এমন কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে যা মুনকার নয়, যদি সে তার দ্বারা তার বিদআতকে সমর্থন না করে। আর শাইখুল ইসলাম "আন-নুখবাহ" গ্রন্থে এই মতকেই নিশ্চিত করেছেন।

(ص: 386) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَالَ فِي شَرْحِهَا: مَا قَالَهُ الْجَوْزَجَانِيُّ مُتَّبَعُهُ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي بِهَا رُدَّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ فِيهَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الْمَرْوِيِّ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُتَّبَعِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً. الثَّانِي: قَالَ الْعِرَاقِيُّ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَيْضًا احْتَجَّ بِالْدُّعَاةِ، فَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعُمَرَانَ بْنِ حِطَّانَ وَهُوَ مِنَ الدُّعَاةِ، وَاحْتَجَّ بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيِّ وَكَانَ دَاعِيَةً إِلَى الْإِرْجَاءِ. وَأَجَابَ بِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ لَيْسَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنَ الْخَوَارِجِ، ثُمَّ ذَكَرَ عُمَرَانَ بْنَ حِطَّانَ وَأَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ، قَالَ: وَلَمْ يَحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بَلْ أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ. الثَّالِثُ: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ رِوَايَةُ الرَّافِضَةِ وَسَابِ السَّلَفِ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي "الرَّوْضَةِ" فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِي مَسَائِلِ الْإِفْتَاءِ، وَإِنْ سَكَتَ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ عَنِ التَّصْرِيحِ بِاسْتِثْنَائِهِمْ إِحَالَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّ سَبَابَ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، فَالصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ مِنْ بَابِ أُولَى. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الذَّهَبِيُّ فِي "الْمِيزَانِ"، فَقَالَ: الْبِدْعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

صُغْرَى كَالْتَّشْيِيعِ بِلَا غُلُوٍّ، أَوْ بِغُلُوٍّ، كَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَقِّ مَنْ حَارَبَ عَلِيًّا، فَهَذَا كَثِيرٌ فِي
التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ مَعَ الدِّينِ وَالْوَرَعِ وَالصِّدْقِ، فَلَوْ رُدَّ حَدِيثُ هَؤُلَاءِ

[তাদরিবুর রাবী]

এবং এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: জাওয়াজানীর কথা যুক্তিযুক্ত, কারণ যে কারণে একজন দাওয়াত প্রদানকারী (বিদ‘আতী) এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তা সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন বর্ণিত বিষয়টির বাহ্যিক রূপ বিদ‘আতীর মতাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, যদিও সে দাওয়াত প্রদানকারী (প্রচারের কাজে লিপ্ত) না হয়।

দ্বিতীয়ত: ইরাকী বলেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয়েছে যে, শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)ও দাওয়াত প্রদানকারীদের (বিদ‘আতীদের) থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন বুখারী ইমরান ইবন হিত্তানের থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন দাওয়াত প্রদানকারী (বিদ‘আতী)। এবং তাঁরা উভয়েই আব্দুল হামিদ ইবন আব্দুর রহমান আল-হিম্মানির থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, অথচ তিনি ইরজা (আশাবাদ) এর দাওয়াত প্রদানকারী (প্রচারক) ছিলেন।

তিনি উত্তরে বলেন যে, আবু দাউদ বলেছেন: "আহলে আহওয়া (বিদ‘আতপন্থী) দের মধ্যে খাওয়ারিজদের চেয়ে অধিক সহীহ হাদীসওয়ালা আর কেউ নেই।" অতঃপর তিনি ইমরান ইবন হিত্তান এবং আবু হাসসান আল-আ'রাজ-এর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: "মুসলিম আব্দুল হামিদ থেকে দলীল গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর জন্য মুকাদ্দিমায় বর্ণনা করেছেন এবং ইবন মাঈন তাঁকে বিশ্বস্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন।"

তৃতীয়ত: সঠিক মত হলো, রাফিযী এবং সালাফদের গালমন্দকারীদের বর্ণনা গ্রহণ করা হবে না, যেমনটি গ্রন্থকার "আর-রাওদাহ" গ্রন্থে "আল-কাদা" অধ্যায়ের "মাসাইলুল ইফতা" অংশে উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি "আল-শাহাদাত" অধ্যায়ে তাদের ব্যতিক্রমকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থেকে নীরব ছিলেন, তবে তা পূর্ববর্তী আলোচনার প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ। কারণ, মুসলিমকে গালমন্দ করা ফিস্ক (ফাসিকী কাজ), সুতরাং সাহাবী ও সালাফদের গালমন্দ করা এর চেয়েও গুরুতর।

এবং ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: "বিদ‘আত দুই প্রকারের:"

ক্ষুদ্রতর (সাগীরা), যেমন বাড়াবাড়ি ছাড়া শিয়া মতবাদ, অথবা বাড়াবাড়ির সাথে, যেমন যে ব্যক্তি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সম্পর্কে কথা বলেছে। এটি তাবেঈন এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা, পরহেজগারী এবং সততার সাথে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। যদি এদের হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয়...

(ص: 387) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

لَذَهَبَ جُمْلَةً مِنَ الْأَثَارِ النَّبَوِيَّةِ، وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ بَيِّنَةٌ.
ثُمَّ بَدَعَةُ كُبْرَى كَالرَّفُضِ الْكَامِلِ وَالْغُلُوِّ فِيهِ، وَالْحِطُّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالِدَعَاءٍ إِلَى ذَلِكَ، فَهَذَا النَّوعُ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ وَلَا كَرَامَةً.
وَأَيْضًا فَمَا اسْتَحْضَرَ الْآنَ فِي هَذَا الضَّرْبِ رَجُلًا صَادِقًا وَلَا مَأْمُونًا، بَلِ الْكَذِبُ شِعَارُهُمُ وَالتَّقِيَّةُ وَالنِّفَاقُ دِتَارُهُمْ انْتَهَى.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَقِدَ خِلَافَهُ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الرَّافِضَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَالتَّرَخُّصُ مُطْلَقًا إِلَّا مَنْ يَكْذِبُ وَيَضَعُ، وَالثَّلَاثُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعَارِفِ بِمَا يَحْدُثُ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ أَشْهَبُ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّافِضَةِ فَقَالَ: لَا تُكَلِّمُوهُمْ وَلَا تَرَوْا عَنْهُمْ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ أَرِ أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ.
وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: يُكْتَبُ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَّا الرَّافِضَةُ.
وَقَالَ شَرِيكٌ: أَحْبَبُ الْعِلْمِ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيتُ إِلَّا الرَّافِضَةَ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا تُحَدِّثُوا عَنْ عَمْرِو بْنِ تَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

الرَّابِعُ: مِنَ الْمُلْحَقِ بِالْمُبْتَدِعِ مَنْ دَأْبُهُ الْإِشْتِغَالُ بِعُلُومِ الْأَوَائِلِ كَالْفَلَسَفَةِ وَالْمُنْطِقِ، صَرَاحَ بِذَلِكَ السَّلَفِيُّ فِي مُعْجَمِ السَّفَرِ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ رَشِيدٍ فِي رَحْلَتِهِ.

[তাদরিবুর রাবী]

বহু নববী নিদর্শন হারিয়ে যেত, এবং এটি একটি সুস্পষ্ট অপচয়।

তারপর পূর্ণাঙ্গ রাফদ (শিয়া মতবাদ) ও তাতে বাড়াবাড়ির মতো বড় বিদ‘আত, আবু বকর ও উমরের সমালোচনা এবং সেদিকে আহ্বান—তাহলে এ ধরনের লোকদের দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না এবং কোনো সম্মান নেই।

এই প্রকারের (লোকদের) মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো সত্যবাদী বা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যায়নি, বরং মিথ্যা তাদের স্লোগান, আর তাক্বিয়াহ (আত্মরক্ষা হেতু সত্য গোপন) ও মুনাফিকি তাদের আবরণ। সমাপ্ত।

তিনি যা বলেছেন, তা-ই সঠিক, যা কোনো মুসলমানের জন্য এর বিপরীত বিশ্বাস করা হালাল নয়। তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন: রাফিয়া (শিয়া)-দের বর্ণনা দিয়ে দলীল পেশ করার ব্যাপারে লোকেরা তিন মতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন: প্রথমত: সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। দ্বিতীয়ত: যে মিথ্যা বলে ও জাল করে, সে ছাড়া সকলের জন্য সম্পূর্ণরূপে শিথিলতা। এবং তৃতীয়ত: যা ঘটে (বা পরিচিত) তা জানে এমন ব্যক্তি ও অন্যজনের মধ্যে পার্থক্য করা।

আশহাব বলেছেন, মালিককে রাফিয়া (শিয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: তাদের সাথে কথা বলো না এবং তাদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করো না।

শাফিঈ বলেছেন: রাফিয়া (শিয়া)-দের চেয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী কাউকে আমি দেখিনি।

ইয়াযিদ ইবন হারুন বলেছেন: প্রত্যেক বিদ‘আতি ব্যক্তির কাছ থেকে (হাদিস) লেখা যাবে, যদি সে তার বিদ‘আতের দিকে আহ্বানকারী না হয়, তবে রাফিয়া (শিয়া)-দের থেকে নয়।

শারিক বলেছেন: আমি যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের সকলের কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করি, তবে রাফিয়া (শিয়া)-দের কাছ থেকে নয়।

ইবনুল মুবারক বলেছেন: আমার ইবন সাবিত থেকে হাদিস বর্ণনা করো না, কারণ সে সালাফদের গালি দিত।

চতুর্থ: বিদ‘আতীর অন্তর্ভুক্ত হলো সে ব্যক্তি যার অভ্যাস হলো পূর্ববর্তীদের জ্ঞান, যেমন দর্শনশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকা, এ বিষয়ে আস-সালাফি তার ‘মু‘জামুস সাফার’-এ এবং হাফিয় আবু আবদুল্লাহ ইবন রশীদ তার ‘রিহলা’ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

(ص: 388) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَإِنْ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ اعْتِقَادُهُ بِمَا فِي عِلْمِ الْفَلَسَفَةِ مِنْ قِدَمِ الْعَالَمِ وَنَحْوِهِ فَكَافِرٌ، أَوْ لِمَا فِيهَا مِمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ بِخِلَافِهِ وَأَقَامَ الدَّلِيلَ الْفَاسِدَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فَلَا تَأْمَنُ مَيْلُهُ إِلَيْهِمْ.

وَقَدْ صَرَّحَ بِالْحِطِّ عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَعَدِمَ قَبُولَ رِوَايَتِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي طَبَقَاتِهِ، وَخَلَائِقُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ خُصُوصًا أَهْلَ الْمَغْرِبِ، وَالْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ الْقَزْوِينِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالذَّهَبِيُّ لَهَجَ بِذَلِكَ فِي جَمِيعِ تَصَانِيفِهِ.

- 1

فَائِدَةٌ

أَرَدْتُ أَنْ أَسْرِدَ هُنَا مَنْ رُمِيَ بِبِدْعَتِهِ مِمَّنْ أَخْرَجَ لَهُمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُمْ:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، أَيُّوبُ بْنُ عَائِدٍ الطَّائِيُّ، ذُرُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْهَبِيُّ، شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الْحَمَّانِيُّ، عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَادٍ، عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ الْبَصْرِيُّ، عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ، أَبُو

مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، وَرَقَاءُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْيَشْكُرِيِّ، يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ.

هُؤُلَاءِ رُؤُوسُ الْأَرْجَاءِ وَهُوَ تَأْخِيرُ الْقَوْلِ فِي الْحُكْمِ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبَائِرِ بِالنَّارِ، إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْعَدَوِيُّ، بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ الْوَاسِطِيُّ، خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْفَأْفَاءُ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. هُؤُلَاءِ رُؤُوسُ النَّصَبِ، وَهُوَ بُغْضُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَقْدِيمُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ،

[তাদরীবুর রাবী]

যদি এর সাথে দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে জগৎ চিরন্তন হওয়ার মতো কোনো বিশ্বাস যুক্ত হয়, তবে সে কাফের। অথবা এতে এমন কিছু থাকে যা শরিয়তের পরিপন্থী এবং সে তাদের পদ্ধতিতে ভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করে, তাহলে তার প্রতি তাদের (দর্শনার্থীদের) পক্ষপাতের বিষয়ে আমরা নিরাপদ নই।

ইবনুল সালাহ তার ফাতাওয়াসমূহে, মুসান্নিফ তার তাবাকাত গ্রন্থে, এবং বহু শাফিঈ বিদ্বান, ইবনু আবদিল বার ও অন্যান্য মালিকী বিদ্বান, বিশেষ করে মাগরিবের অধিবাসীগণ, হাফেয সিরাজুদ্দীন আল-কাজভিনী ও অন্যান্য হানাফী বিদ্বান, ইবনু তাইমিয়া ও অন্যান্য হাম্বলী বিদ্বান, এবং যাহাবী তার সকল রচনায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের সমালোচনা ও তাদের বর্ণনা ও বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

1 -

ফায়েদা

আমি এখানে এমন ব্যক্তিদের তালিকা দিতে চেয়েছি যাদেরকে বিদআতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, অথচ বুখারী ও মুসলিম অথবা তাদের যেকোনো একজন তাদের থেকে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন:

ইবরাহীম ইবনু তাহমান, আইয়ুব ইবনু আয়েয আত-ত্বাই, যার ইবনু আবদুল্লাহ আল-মুরহিবী, শাবাবাতু ইবনু সাওয়ার, আবদুল হামিদ ইবনু আবদির রহমান আবু ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী, আবদুল মাজীদ ইবনু আবদিল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ, উসমান ইবনু গিয়াস আল-বাসরী, উমার ইবনু যার, আমর ইবনু মুররাহ, মুহাম্মাদ ইবনু হাযিম, আবু মুআবিয়া আদ-ধারীর,

ওয়ারকা ইবনু উমার আল-ইয়াশকুরী, ইয়াহইয়া ইবনু সালিহ আল-উহাযী, ইউনুস ইবনু বুকাইর।

এদেরকে ইরজা'-এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ইরজা' হলো মহা পাপীদের জাহান্নামের ফয়সালা বিষয়ে মতামত স্থগিত রাখা। ইসহাক ইবনু সুওয়াইদ আল-আদাবী, বাহয ইবনু আসাদ, হারিয ইবনু উসমান, হুসাইন ইবনু নুমাইর আল-ওয়াসিতী, খালিদ ইবনু সালামা আল-ফাফা, আবদুল্লাহ ইবনু সালিম আল-আশ'আরী, কায়স ইবনু আবী হাযিম।

এদেরকে নাসব-এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। নাসব হলো আলী (রাতিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এবং তার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(ص: 389) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا الْخُلَقَانِيُّ، جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَبَانُ بْنُ تَغْلِبِ الْكُوفِيِّ، خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ، أَبُو الْبُخْتَرِيِّ، سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعٍ، سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنِ الْبَرِيدِ، الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْكُوفِيُّ، فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ الْكُوفِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ، مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو غَسَّانَ، يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ، هُوَلَاءُ رُمُوا بِالتَّشْيِيعِ وَهُوَ تَقْدِيمُ عَلِيٍّ عَلَى الصَّحَابَةِ.

ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْحَنْصِيِّ، حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ الْمُحَارِبِيِّ، الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، دَاوُدُ بْنُ الْحَصِينِ، زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، سَالِمُ بْنُ عَجْلَانَ، سَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ

وَسَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَكِّيُّ، شَيْبُلُ بْنُ عَبَّادٍ، شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ، عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَمْرُو بْنُ زَائِدَةَ، عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَصِيرُ، عَمِيْرُ بْنُ هَانِي، عَوْفُ الْأَعْرَابِيِّ، كَهْمَسُ بْنُ الْبِنْهَالِ، مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ الْبَصْرِيُّ، هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْأَعْوَرُ النَّحْوِيُّ، هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ الْحَضْرَمِيُّ.

هَؤُلَاءِ رُمُوا بِالْقَدَرِ، وَهُوَ زَعْمُ أَنَّ الشَّرَّ مِنْ خَلْقِ الْعَبْدِ.
بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، رُمِيَ بِرَأْيِ أَبِي جَهْمٍ وَهُوَ نَفْيُ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقَوْلُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ.

عِكْرَمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، هَؤُلَاءِ الْحُرُورِيَُّّةُ، الْخَوَارِجُ

[রাবী প্রশিক্ষণ]

ইসমাইল ইবনে আবান, ইসমাইল ইবনে যাকারিয়া আল-খুলকানি, জারীর ইবনে আব্দুল হামিদ, আবান ইবনে তাগলিব আল-কুফী, খালিদ ইবনে মাখলাদ আল-ক্বাতওয়ানি, সাঈদ ইবনে ফাইরুজ, আবুল বাখতারী, সাঈদ ইবনে আশওয়া', সাঈদ ইবনে উফাইর, আব্বাদ ইবনে আল-আওয়াম, আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব, আব্দুল্লাহ ইবনে ঈসা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা, আব্দুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম, আব্দুল মালিক ইবনে আ'ইয়ান, উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আবসী, আদী ইবনে সাবিত আল-আনসারী, আলী ইবনে আল-জা'দ, আলী ইবনে হাশিম ইবনে আল-বারীদ, আল-ফাযল ইবনে দুকাইন, ফুযায়ল ইবনে মারযুক আল-কুফী, ফিতর ইবনে খলিফা, মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা আল-কুফী, মুহাম্মাদ ইবনে ফুযায়ল ইবনে গাযওয়ান, মালিক ইবনে ইসমাইল আবু গাস্সান, ইয়াহইয়া ইবনে আল-জাযযার— এঁদের বিরুদ্ধে তাশাইয়্যুর (শিয়া মতবাদের) অভিযোগ আনা হয়েছিল, যা হলো সাহাবীদের উপর আলী (রা.)-কে প্রাধান্য দেওয়া।

সাওইর ইবনে যায়েদ আল-মাদানী, সাওইর ইবনে ইয়াযীদ আল-হিমসী, হাস্সান ইবনে আতিয়াহ আল-মুহারিবি, আল-হাসান ইবনে যাকওয়ান, দাউদ ইবনে আল-হুসাইন, যাকারিয়া ইবনে ইসহাক, সালিম ইবনে আজলান, সালাম ইবনে মিসকীন এবং সাইফ ইবনে সুলাইমান আল-মাক্কী, শিবল ইবনে আব্বাদ, শারীক ইবনে আবী নামির, সালিহ ইবনে কাইসান, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আবুল মুগীরা আব্দুল্লাহ ইবনে আবী লাবীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী নাজীয়াহ, আব্দুল আ'লা ইবনে আব্দুল আ'লা, আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল-মাদানী, আব্দুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ আস-সাওরী, আত্বা ইবনে আবী মাইমুনা, আল-আ'লা ইবনে আল-হারিস, আমর ইবনে যাঈদা, ইমরান ইবনে মুসলিম আল-কসীর, উমাইর ইবনে হানী, আওফ আল-আ'রাবী, কাহমাস ইবনে আল-মিনহাল, মুহাম্মাদ ইবনে সাওয়া আল-বাসরী, হারুন ইবনে মূসা আল-আ'ওয়ার আন-নাহবী, হিশাম আদ-দাসতুওয়াই, ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ, ইয়াহইয়া ইবনে হামযাহ আল-হাযরামী।

ঐদের বিরুদ্ধে রুদর-এর (কাদারিয়া মতবাদের) অভিযোগ আনা হয়েছিল, যা হলো এই দাবি যে মন্দ (অকল্যাণ) বান্দার সৃষ্টি।

বিশর ইবনে আস-সারীর বিরুদ্ধে আবু জাহমের মতবাদের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যা হলো আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী অস্বীকার এবং কুরআনকে সৃষ্ট বলার মতবাদ।

ইকরিমাহ মাওলা ইবনে আব্বাস, আল-ওয়ালীদ ইবনে কাসীর— এঁরা ছিলেন হারুরিয়াহ, খারেজীগণ।

(ص: 390) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّامِنَةُ: تُقْبَلُ رَوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفُسْقِ إِلَّا الْكَذِبَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُقْبَلُ أَبَدًا وَإِنْ حَسَنْتَ طَرِيقَتَهُ، كَذَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحُمَيْدِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَالصَّيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ. قَالَ الصَّيْرِيُّ: كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبْرَهُ بِكَذِبٍ لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ، وَمَنْ ضَعَّفْنَاهُ لَمْ نُقَوِّهِ بَعْدَهُ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ، وَقَالَ السَّعَّانِيُّ: مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ، قُلْتُ: هَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا، وَلَا نُقَوِّي الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ.

[تدريب الراوي]

الَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَىٰ عَلِيِّ التَّحْكِيمَ وَتَبَرَّعُوا مِنْهُ وَمِنْ عُثْمَانَ وَذَوِيهِ: وَقَاتَلُوهُمْ، عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ رُمِيَ بِالْوَقْفِ، وَهُوَ أَنْ لَا يَقُولَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانٍ مِنَ الْقُعْدِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَيْمَةِ وَلَا يُبَاشِرُونَ ذَلِكَ، فَهَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعَةُ مِمَّنْ أَخْرَجَ لَهُمُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا.

[الثامنة تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفُسْقِ إِلَّا الْكَذِبَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ]

(الثامنة تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفُسْقِ) وَمِنَ الْكَذِبِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ كَشَهَادَتِهِ، لِلآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ (إِلَّا الْكَذِبَ فِي أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُقْبَلُ) رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنْهُ (أَبَدًا وَإِنْ حَسَنْتَ طَرِيقَتَهُ كَذَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ) أَبُو بَكْرٍ (الْحَمِيدِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَ) أَبُو بَكْرٍ (الصَّيْرَفِيُّ الشَّافِعِيُّ) ، بَلْ (قَالَ الصَّيْرَفِيُّ) زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ فِي " شَرْحِ الرِّسَالَةِ " (كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا خَبْرَهُ) مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ (بِكَذِبٍ) وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ (لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ) تَظْهَرُ (وَمَنْ ضَعَّفْنَاهُ لَمْ نُقَوِّهِ بَعْدَهُ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ) .

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيَجُوزُ أَنْ يُوجَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ جُعِلَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَزَجْرًا بَلِيغًا عَنِ الْكَذِبِ

অষ্টম: ফিসক (পাপ) থেকে তাওবাকারীর বর্ণনা গৃহীত হয়, তবে রাসুলুল্লাহর হাদিসে মিথ্যা বললে তা নয়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে তা কখনোই গৃহীত হয় না, যদিও তার পদ্ধতি সুন্দর হয়। এমনটি বলেছেন আহমদ ইবনে হাম্বল, বুখারীর শিক্ষক হুমাইদী এবং শাফিঈ সায়রাফী। সায়রাফী বলেছেন: আমরা যার খবর মিথ্যা বলার কারণে বাতিল করেছি, তার তওবার পর তা গ্রহণে আমরা ফিরে আসিনি। আর যাকে আমরা দুর্বল ঘোষণা করেছি, শাহাদাতের (সাক্ষ্য) ব্যতিক্রম করে, আমরা তার পরে তাকে শক্তিশালী করিনি। সামআনী বলেছেন: যে ব্যক্তি একটি খবরে মিথ্যা বলেছে, তার পূর্বের সকল হাদিস বাতিল করা আবশ্যিক। আমি বলি: এসবই আমাদের মাযহাবের ও অন্যদের মাযহাবের নিয়মের বিরোধী। আর আমরা এর ও শাহাদাতের (সাক্ষ্য) মধ্যে পার্থক্যকে সমর্থন করি না।

[তাদরিবুর রাবী]

যারা আলীর উপর সালিসী প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করেছিল এবং তার ও উসমান ও তাদের স্বজনদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল— আলী ইবনে হিশামকে 'আল-ওয়াকফ' (কোরআন সৃষ্টি বা অসৃষ্টি কোনোটিই না বলা) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

ইমরান ইবনে হিত্তান আল-কুদিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা ইমামদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করতেন কিন্তু নিজেরা তাতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন না। এরা সেই বিদআতীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের থেকে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) বা তাদের একজন হাদিস বর্ণনা করেছেন।

[অষ্টম: ফিসক থেকে তাওবাকারীর বর্ণনা গৃহীত হয়, তবে রাসুলুল্লাহর হাদিসে মিথ্যা বলা ছাড়া]

(অষ্টম: ফিসক (পাপ) থেকে তাওবাকারীর বর্ণনা গৃহীত হয়) এবং নবীজির হাদিস ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা থেকে তাওবাকারীর বর্ণনাও, যেমন তার সাক্ষ্য, গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে নির্দেশকারী আয়াত ও হাদিসের কারণে। (তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে মিথ্যা বললে তা গৃহীত হয় না) তার থেকে তাওবাকারীর বর্ণনা (কখনোই, যদিও তার পদ্ধতি সুন্দর হয়। এমনটি বলেছেন আহমদ ইবনে হাম্বল এবং) আবু বকর (হুমাইদী, যিনি বুখারীর শিক্ষক, এবং) আবু বকর (সায়রাফী আশ-শাফিঈ)। বরং (সায়রাফী) 'শারহুর রিসালাহ' গ্রন্থে এর অতিরিক্ত হিসেবে বলেছেন: (বর্ণনাকারীদের মধ্যে যার খবর আমরা) তার উপর প্রমাণিত (মিথ্যা বলার কারণে বাতিল করেছি), (প্রকাশিত) তওবার পর তার বর্ণনা গ্রহণে আমরা ফিরে আসিনি। (আর যাকে আমরা দুর্বল ঘোষণা করেছি, শাহাদাতের (সাক্ষ্য) ব্যতিক্রম করে,) আমরা তার পরে তাকে শক্তিশালী করিনি।

গ্রন্থকার বলেছেন: এর ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, এটি তার উপর কঠোরতা এবং মিথ্যা বলা থেকে তীব্রভাবে নিবৃত্ত করার জন্য করা হয়েছে।

[تدريب الراوي]

عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِعَظَمِ مَفْسَدَتِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ شَرْعًا مُسْتَهْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
بِخِلَافِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ وَالشَّهَادَةِ، فَإِنَّ مَفْسَدَتَهُمَا قَاصِرَةٌ لَيْسَتْ عَامَّةً.
(وَقَالَ) أَبُو الْمُظَفَّرِ (السَّعَّانِيُّ): مَنْ كَذَبَ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إِسْقَاطُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
حَدِيثِهِ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا يُضَاهِي مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الصَّيْرَفِيُّ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (قُلْتُ: هَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا وَلَا نُقْوِي الْفَرْقَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ) وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْمُخْتَارُ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَبُولُ
رَوَايَتِهِ كَشَهَادَتِهِ، كَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ.
وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّ كَانَتْ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ هَذَا لِقَوْلِ أَحْمَدَ وَالصَّيْرَفِيِّ وَالسَّعَّانِيِّ فَلَا وَاللَّهِ
مَا هُوَ بِمُخَالِفٍ وَلَا بَعِيدٍ، وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ تَغْلِيظًا وَزَجْرًا، وَإِنْ كَانَتْ لِقَوْلِ
الصَّيْرَفِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: يَكْذِبُ، عَامٌّ فِي الْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ.
فَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ مُرَادَ الصَّيْرَفِيِّ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ، أَيُّ فِي الْحَدِيثِ لَا مُطْلَقًا،
بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ، وَتَفْصِيلِهِ بِالْمُحَدِّثِ فِي قَوْلِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ، وَلَيْسَ
يَطْعَنُ عَلَى الْمُحَدِّثِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ تَعَمَّدْتُ الْكَذِبَ، فَهُوَ كَاذِبٌ فِي الْأَوَّلِ وَلَا يَقْبَلُ خَبَرُهُ
بَعْدَ ذَلِكَ انْتَهَى.

[তাদরীবুর রাবী]

তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর (মিথ্যা আরোপ করা), কেননা এর
ফাসাদ (ক্ষতি) অনেক বড়; কারণ তা কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্থায়ী শরীয়ত হয়ে দাঁড়ায়। এর
বিপরীতে অন্য কারো উপর মিথ্যা বলা ও সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষতি সীমাবদ্ধ, তা ব্যাপক নয়।
(এবং বলেছেন) আবুল মুজাফফর (আস-সাম‘আনী: যে ব্যক্তি একটি বর্ণনায় মিথ্যা বলে, তার
পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ বাতিল করা ওয়াজিব)।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এবং এটি অর্থগতভাবে যা সাইরাফী উল্লেখ করেছেন তার সদৃশ। গ্রন্থকার বলেছেন: (আমি বলি: এই সমস্ত আমাদের মাযহাব ও অন্যদের মাযহাবের মূলনীতির পরিপন্থী এবং আমরা এর ও সাক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্যকে শক্তিশালী মনে করি না)। তেমনিভাবে তিনি শারহ মুসলিম গ্রন্থে বলেছেন: নির্বাচিত মত হল, তার তওবা সহীহ হওয়া ও তার বর্ণনা তার সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রহণ করা, যেমন কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে।

আর আমি বলি: যদি তার "এই সমস্ত" উক্তিটি আহমদ, সাইরাফী ও সাম'আনী-এর উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে হয়, তবে আল্লাহর কসম, তা বিরোধীও নয়, আর দূরবর্তীও নয়। এবং হক্ক (সত্য) তাই যা ইমাম আহমদ কঠোরতা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বলেছেন। আর যদি তা সাইরাফী-এর উক্তির প্রতি হয় এই ভিত্তিতে যে, তার "মিথ্যা বলে" উক্তিটি হাদীস ও অন্য বিষয়ে মিথ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক।

তাহলে ইরাকী তার জবাব দিয়েছেন যে, সাইরাফীর উদ্দেশ্য তাই যা আহমদ বলেছেন, অর্থাৎ হাদীসের ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে নয়। তার "আহলুন নাকল (বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত)" উক্তিটির দলীলস্বরূপ এবং শারহুর রিসালাহ গ্রন্থে তার উক্তি "মুহাদিসকে সীমাবদ্ধ করা" দ্বারাও (প্রমাণিত)। "আর মুহাদিসের উপর দোষারোপ করা যায় না, যতক্ষণ না সে বলে যে, 'আমি স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলেছি।' সুতরাং সে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী এবং এরপর তার বর্ণনা আর গ্রহণ করা হবে না।" সমাপ্ত।

(ص: 392) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقَوْلُهُ وَمَنْ ضَعَّفَنَاهُ أَيُّ بِالْكَذِبِ، فَانْتَظِمَ مَعَ قَوْلِ أَحْمَدَ، وَقَدْ وَجَدْتُ فِي الْفِقْهِ فَرْعَيْنِ يَشْهَدَانِ لِمَا قَالَهُ الصَّيْرِيُّ وَالسَّبْعَانِيُّ، فَذَكَرُوا فِي بَابِ اللَّعَانِ: أَنَّ الزَّائِي إِذَا تَابَ وَحَسَنَتْ تَوْبَتُهُ لَا يَعُودُ مُحْصَنًا وَلَا يُحَدُّ قَازِفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِبَقَاءِ ثُلْمَةٍ عَرِضِهِ، فَهَذَا نَظِيرُ أَنَّ الْكَاذِبَ لَا يُقْبَلُ خَبْرُهُ أَبَدًا، وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ ثُمَّ رَنَى بَعْدَ الْقَذْفِ قَبْلَ أَنْ

يُحَدِّ الْقَاذِفُ لَمْ يُحَدِّ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةِ أَنَّهُ لَا يَفْضَحُ أَحَدًا مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ.
فَالظَّاهِرُ تَقَدُّمُ زَنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يُحَدِّ لَهُ الْقَاذِفُ.
وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِيمَنْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ: الظَّاهِرُ تَكَرُّرُ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى ظَهَرَ لَنَا. وَلَمْ يَتَعَيَّنْ لَنَا
ذَلِكَ فِيمَا رَوَى مِنْ حَدِيثِهِ فَوَجَبَ إِسْقَاطُ الْكُلِّ، وَهَذَا وَاضِحٌ بِلَا شَكٍّ، وَلَمْ أَرِ أَحَدًا
تَنَبَّهَ لَهَا حَرَزَتْهُ وَبَلَّهِ الْحَمْدُ.

- 1

فَائِدَةٌ

مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِّمَةِ تَحْرِيرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ، وَقَدْ خَاضَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ،
وَعَايَةُ مَا فَرَّقُوا بِهِ الْإِخْتِلَافَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ، كَاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ
تَخَالَفًا فِي الْحَقِيقَةِ.

قَالَ الْقُرَافِيُّ: أَقْبَتْ مُدَّةَ أَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى ظَفِرْتُ بِهِ فِي كَلَامِ الْمَازِرِيِّ، فَقَالَ:
الرِّوَايَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ عَنْ عَامٍّ لَا تَرَأْفَعُ فِيهِ إِلَى الْحُكْمِ وَخِلَافُهُ الشَّهَادَةُ، وَأَمَّا الْأَحْكَامُ
الَّتِي يَفْتَرِقَانِ فِيهَا فَكَثِيرَةٌ لَمْ أَرِ مَنْ تَعَرَّضَ لِجَمِيعِهَا، وَأَنَا أَذْكَرُ مِنْهَا مَا تَيَسَّرَ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

আর তাঁর কথা, "আমরা যাকে দুর্বল করেছি" অর্থাৎ মিথ্যার কারণে, তা আহমদের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি ফিকহশাস্ত্রে এমন দুটি শাখাগত মাসআলা পেয়েছি যা সায়রাফী ও সাম'আনী যা বলেছেন তার সাক্ষ্য দেয়। তারা লি'আন অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো ব্যভিচারী যখন তওবা করে এবং তার তওবা উত্তম হয়, তখন সে পুনরায় মুহসান (বিবাহিত) বলে গণ্য হয় না এবং এরপর তার অপবাদকারীকে শাস্তি দেওয়া হয় না, কারণ তার সম্মানের ত্রুটি অবশিষ্ট থাকে। এটি এই নীতির সমর্থক যে, মিথ্যাবাদীর সংবাদ কখনোই গ্রহণ করা হয় না। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, যদি কেউ অপবাদ দেয়, অতঃপর অপবাদের পরে ব্যভিচার করে এবং অপবাদকারীকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে, তবে অপবাদকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে না; কারণ আল্লাহ তা'আলা এই রীতি জারি করেছেন যে, তিনি প্রথমবার কাউকে ফাঁস

করে দেন না। সুতরাং, স্পষ্টত, তার ব্যভিচার এর আগে ঘটেছিল, তাই তার অপবাদকারীকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

অনুরূপভাবে আমরা তার সম্পর্কে বলি যার মিথ্যা প্রকাশিত হয়েছে: স্পষ্টত, এটি তার থেকে বারবার ঘটেছে যতক্ষণ না তা আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। এবং সে তার বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কোনটি মিথ্যা তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট না হওয়ায়, সবগুলি বাতিল করা আবশ্যিক। এটি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট, এবং আমি কাউকে দেখিনি আমার এই বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ দিতে। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

1 -

ফায়দা

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো রেওয়ায়াত (বর্ণনা) ও শাহাদাত (সাক্ষ্য) এর পার্থক্য সুস্পষ্ট করা। আর পরবর্তীকালের বিদ্বানগণ এ বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। এবং তাদের পার্থক্যের চূড়ান্ত বিষয় হলো কিছু আহকাম (বিধান) এর ভিন্নতা, যেমন সংখ্যা শর্ত করা ইত্যাদি। কিন্তু এটি মূলত কোনো মৌলিক ভিন্নতা তৈরি করে না।

আল-কারাফী বলেছেন: আমি দীর্ঘকাল তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অন্বেষণ করেছি, অবশেষে আল-মাঘিরীর বক্তব্যে তা খুঁজে পেয়েছি। তিনি বলেছেন: রেওয়ায়াত হলো সাধারণ বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া, যাতে বিচারকদের কাছে কোনো মামলা উত্থাপিত হয় না। আর এর বিপরীতটিই হলো শাহাদাত (সাক্ষ্য)। আর যে সকল আহকামে তারা ভিন্ন হয়, তা অনেক। আমি কাউকে দেখিনি যে এগুলোর সবগুলি আলোচনা করেছে। আমি সেগুলোর মধ্য থেকে যা সহজলভ্য তা উল্লেখ করব।

(ص: 393) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

الأَوَّلُ: الْعَدَدُ، لَا يُشْتَرَطُ فِي الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مُنَاسِبَةٍ ذَلِكَ أُمُورًا:

أَحَدَهَا: أَنَّ الْغَالِبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَهَابَةُ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ شَهَادَةِ الزُّورِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يَنْفَرِدُ بِالْحَدِيثِ رَآوٍ وَاحِدٌ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ لَفَاتَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ، بِخِلَافِ قُوَّةِ حَقِّ وَاحِدٍ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَدَاوَاتٍ تَحْبِلُهُمْ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ بِخِلَافِ الرَّوَايَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الثَّانِي: لَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورِيَّةُ فِيهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ.

الثَّالِثُ: لَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ فِيهَا بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا.

الرَّابِعُ: لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْبُلُوغُ فِي قَوْلٍ.

الخَامِسُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ وَلَوْ كَانَ دَاعِيَةً وَلَا تُقْبَلُ رَوَايَةُ الدَّاعِيَةِ وَلَا غَيْرُهُ إِنْ رَوَى مُوَافِقُهُ.

السَّادِسُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ النَّائِبِ مِنَ الْكَذِبِ دُونَ رَوَايَتِهِ.

السَّابِعُ: مَنْ كَذَبَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ رُدَّ جَمِيعُ حَدِيثِهِ السَّابِقِ، بِخِلَافِ مَنْ تَبَيَّنَ شَهَادَتُهُ لِلزُّورِ فِي مَرَّةٍ لَا يَنْقُضُ مَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

الثَّامِنُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ جَرَّتْ شَهَادَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا أَوْ دَفَعَتْ عَنْهُ ضَرَرًا، وَتُقْبَلُ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ.

التَّاسِعُ: لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِأَصْلِ وَفَرْعٍ وَرَقِيقٍ بِخِلَافِ الرَّوَايَةِ.

-

[তারিখের রাবী (বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ)]

প্রথম: সংখ্যা। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এর বিপরীত হলেও, (হাদীস) বর্ণনার ক্ষেত্রে সংখ্যার শর্তারোপ করা হয় না। ইবনু আব্দুস সালাম এই প্রাসঙ্গিকতায় বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন:

এক: অধিকাংশ মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যাচারের বিষয়ে শঙ্কিত থাকেন, যা মিথ্যা সাক্ষ্যের (শঙ্কার) বিপরীত।

দুই: কখনো একজন রাবী এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন, সুতরাং যদি তা গৃহীত না হয়, তাহলে মুসলিম উম্মাহর জন্য সেই কল্যাণ হাতছাড়া হয়ে যাবে, যা একজন ব্যক্তির একক অধিকার হারানোর বিপরীত।

তিন: অনেক মুসলমানের মধ্যে এমন শত্রুতা থাকে যা তাদেরকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনার (ব্যাপারের) বিপরীত।

দ্বিতীয়: সাক্ষ্যদানের কিছু ক্ষেত্রে এর বিপরীত হলেও, বর্ণনার ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া শর্ত নয়।

তৃতীয়: সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে শর্তারোপ করা হলেও, বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়।

চতুর্থ: এক মতে, বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবালক হওয়া শর্ত নয়।

পঞ্চম: বিদআতী ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হয়, তবে খাতাবিয়্যাহ সম্প্রদায়ের ব্যতীত, যদিও সে (বিদআতের) প্রচারক হয়। কিন্তু প্রচারক বিদআতী ব্যক্তির বর্ণনা গৃহীত হয় না, এবং (অন্যান্য) এমন ব্যক্তির বর্ণনাও গৃহীত হয় না যদি সে তার (বিদআতের) সমর্থক বিষয় বর্ণনা করে।

ষষ্ঠ: মিথ্যাচার থেকে তাওবাকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হয়, তবে তার বর্ণনা নয়।

সপ্তম: যে ব্যক্তি একটি হাদীসে মিথ্যা বলেছে, তার পূর্বের সমস্ত হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়। এর বিপরীতে, যে ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষ্য একবার প্রমাণিত হয়েছে, তা পূর্বে প্রদত্ত তার সাক্ষ্যকে বাতিল করে না।

অষ্টম: যে ব্যক্তির সাক্ষ্য তার নিজের জন্য কোনো উপকার বয়ে এনেছে বা তার থেকে কোনো ক্ষতি দূর করেছে, তার সাক্ষ্য গৃহীত হয় না। তবে, যে ব্যক্তি (এমন হাদীস) বর্ণনা করেছে তার বর্ণনা গৃহীত হয়।

নবম: উর্ধ্বতন, অধস্তন এবং ক্রীতদাসের জন্য সাক্ষ্য গৃহীত হয় না, যা বর্ণনার বিপরীত।

الْعَاشِرُ وَالْحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ: الشَّهَادَةُ إِنَّمَا تَصِحُّ بِدَعْوَى سَابِقَةٍ وَطَلَبٍ لَهَا، وَعِنْدَ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْكُلِّ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: لِلْعَالِمِ الْحُكْمُ بِعِلْمِهِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ قَطْعًا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهَا. الرَّابِعَ عَشَرَ: يَثْبُتُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ فِي الرِّوَايَةِ بِوَاحِدٍ دُونَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ. الْخَامِسَ عَشَرَ: الْأَصَحُّ فِي الرِّوَايَةِ قَبُولُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ غَيْرِ مُفَسِّرٍ مِنَ الْعَالِمِ وَلَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا مُفَسَّرًا. السَّادِسَ عَشَرَ: يَجُوزُ اخْتِزَامُ الْأُجْرَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِلَّا إِذَا احتَاجَ إِلَى مَرْكُوبٍ.

السَّابِعَ عَشَرَ: الْحُكْمُ بِالشَّهَادَةِ تَعْدِيلٌ، بَلْ قَالَ الْغَزَالِيُّ: أَقْوَى مِنْهُ بِالْقَوْلِ بِخِلَافِ عَمَلِ الْعَالِمِ أَوْ فُتْيَاهُ بِمُوَافَقَةِ الْمُرُوءِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ. الثَّامِنَ عَشَرَ: لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا عِنْدَ تَعَسُّرِ الْأَصْلِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ.

التَّاسِعَ عَشَرَ: إِذَا رَوَى شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ، بِخِلَافِ الرَّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ.

الْعِشْرُونَ: إِذَا شَهِدَا بِمُوجِبِ قَتْلِ ثُمَّ رَجَعَا وَقَالَا: تَعَمَّدْنَا، لَزِمَهُمَا الْقِصَاصُ، وَلَوْ أَشْكَلَتْ حَادِثَةٌ عَلَى حَاكِمٍ فَتَوَقَّفَ فَرَوَى شَخْصٌ خَبْرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَتَلَ الْحَاكِمُ بِهِ رَجُلًا ثُمَّ رَجَعَ الرَّاوي وَقَالَ: كَذَبْتُ وَتَعَمَّدْتُ. فَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ، كَالشَّاهِدِ إِذَا رَجَعَ.

[তারিখুর রাবী]

দশম, একাদশ ও দ্বাদশ (বিষয়): সাক্ষ্য কেবল পূর্ববর্তী দাবি ও তজ্জন্য প্রার্থনার মাধ্যমেই সহীহ হয়। বিচারকের নিকট বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে রিওয়াযাতের বিপরীত।

ত্রয়োদশ (বিষয়): তা'দীল (সততা প্রতিপাদন) ও তাজরীহের (অসততা প্রমাণ) ক্ষেত্রে আলেমের জন্য তার স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী চূড়ান্ত ও নিরঙ্কুশভাবে ফয়সালা করা বৈধ, সাক্ষ্যের বিপরীত। কারণ এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে; এর মধ্যে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমাসমূহ (হুদুদ) এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা।

চতুর্দশ (বিষয়): রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে একজন দ্বারা জারহ ও তা'দীল প্রমাণিত হয়, তবে বিশুদ্ধতম অভিমত অনুযায়ী সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে নয়।

পঞ্চদশ (বিষয়): রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো আলেমের নিকট থেকে ব্যাখ্যাবিহীন জারহ ও তা'দীল গ্রহণ করা। তবে সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে জারহ ব্যাখ্যা ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়।

ষোড়শ (বিষয়): রিওয়ায়াতের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ, সাক্ষ্য প্রদানের বিপরীত। তবে যদি বাহনের প্রয়োজন হয় (তবে বৈধ)।

সপ্তদশ (বিষয়): সাক্ষ্য দ্বারা বিচার করা তা'দীল (সততা প্রতিপাদন)। বরং গাজ্জালী (রহ.) বলেছেন: এটি (বিচার) কথার (তা'দীল) চেয়েও শক্তিশালী। বিশুদ্ধতম অভিমত অনুযায়ী, আলেমের আমল বা তার ফতোয়া যা বর্ণিত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তার বিপরীত (অর্থাৎ আলেমের আমল বা ফতোয়াকে তা'দীল হিসেবে গণ্য করা হয় না)।

অষ্টাদশ (বিষয়): সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য (অর্থাৎ পরোক্ষ সাক্ষ্য) গ্রহণযোগ্য নয়, তবে মূল সাক্ষীর মৃত্যু, অনুপস্থিতি বা অনুরূপ কারণে অসুবিধা হলে (গ্রহণযোগ্য)। রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন।

উনবিংশ (বিষয়): যদি কেউ কোনো কিছু রিওয়ায়াত করার পর তা থেকে ফিরে আসে, তবে তা বাতিল হয়ে যায় এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয় না। এটি বিচারিক ফয়সালা পর সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসার বিপরীত।

বিংশ (বিষয়): যদি দুজন (সাক্ষী) হত্যার আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, অতঃপর তারা (সাক্ষ্য থেকে) ফিরে আসে এবং বলে, "আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিয়েছিলাম", তাহলে তাদের উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো বিচারকের নিকট কোনো ঘটনা অস্পষ্ট হয় এবং তিনি (ফয়সালা থেকে) বিরত থাকেন, অতঃপর একজন ব্যক্তি সেই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি খবর (হাদীস) রিওয়ায়াত করে, আর বিচারক সেই (হাদীস) অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেন, অতঃপর রাবী (বর্ণনাকারী) ফিরে এসে বলে, "আমি মিথ্যা বলেছিলাম এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিলাম,"

তাহলে আল-বাগভী (রহ.) এর ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে, তার (রাবী'র) উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়া উচিত, যেমন সাক্ষ্য থেকে ফিরে আসা সাক্ষীর উপর (ওয়াজিব হয়)।

(ص: 395) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

التَّاسِعَةُ: إِذَا رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَفَاهُ الْمُسْنَعُ، فَلَمْ يُخْتَارْ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَازِمًا بِنَفْيِهِ بِأَنَّ مَا رَوَيْتُهُ وَنَحْوَهُ وَجَبَ رَدُّهُ وَلَا يَقْدَحُ فِي بَاقِي رَوَايَاتِ الرَّاوي عَنْهُ. فَإِنْ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لَا أَذْكُرُهُ أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ. وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الطَّوَائِفِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنْفِيَّةِ، وَلَا يُخَالِفُ هَذَا كَرَاهَةُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ الْأَحْيَاءِ.

[تدريب الراوي]

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ فِي الْفَتَاوَى وَالْإِمَامُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْحَادِثَةِ، وَالْخَبَرُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا. الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ: إِذَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزَّنَا حُدُّوا لِلْقَذْفِ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ، وَفِي قَبُولِ رَوَايَتِهِمْ وَجْهَانِ، الْمَشْهُورُ مِنْهَا الْقَبُولُ، ذَكَرَهُ الْمَاوَرَدِيُّ فِي الْحَاوِي، وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرَّفْعَةِ فِي "الْكِفَايَةِ"، وَالْإِسْنَوِيُّ فِي "الْأَلْغَازِ".

[التاسعة إِذَا رَوَى ثِقَةً عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا ثُمَّ نَفَاهُ الْمُسْنَعُ وَأَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ] (التَّاسِعَةُ: إِذَا رَوَى) ثِقَةً عَنْ ثِقَةٍ (حَدِيثًا ثُمَّ نَفَاهُ الْمُسْنَعُ) لَمَّا رُوجِعَ فِيهِ (فَلَمْ يُخْتَارْ) عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ (أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَازِمًا بِنَفْيِهِ بِأَنَّ قَالَ مَا رَوَيْتُهُ) أَوْ كَذَبَ عَلَيَّ (وَنَحْوَهُ وَجَبَ رَدُّهُ) لِتَعَارُضِ قَوْلِهِمَا مَعَ أَنَّ الْجَاحِدَ هُوَ الْأَصْلُ (وَ) لَكِنْ (لَا يَقْدَحُ) ذَلِكَ (فِي) بَاقِي رَوَايَاتِ الرَّاوي عَنْهُ) وَلَا يَثْبُتُ بِهِ جُرْحُهُ لِأَنَّهُ أَيْضًا مُكْذَّبٌ لِشَيْخِهِ فِي نَفْيِهِ لِذَلِكَ، وَلَيْسَ قَبُولُ جَرْحٍ كُلِّ مِنْهُمَا أَوَّلَى مِنَ الْآخَرِ فَتَسَاقَطَا، فَإِنْ عَادَ الْأَصْلُ وَحَدَّثَ

بِهِ أَوْ حَدَّثَ فَرَعٌ آخَرُ ثِقَةٌ عَنْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَهُوَ مَقْبُولٌ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ
وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا، وَمُقَابِلُ الْمُخْتَارِ فِي الْأَوَّلِ عَدَمُ رَدِّ الْمَرْوِيِّ.
وَاخْتَارَهُ السَّعْنَانِيُّ وَعَزَاهُ الشَّاشِيُّ لِلشَّافِعِيِّ، وَحَكَى الْهَنْدِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ
الْمَاوَرِدِيُّ وَالرُّوْيَانِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَرَعِ أَنْ
يَرْوِيَهُ عَنِ الْأَصْلِ، فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.
وَتَمَّ قَوْلُ رَابِعٍ: أَنَّهَا يَتَعَارَضَانِ وَيُرْجَّحُ أَحَدُهُمَا بِطَرِيقِهِ، وَصَارَ إِلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ.
وَمِنْ شَوَاهِدِ الْقَبُولِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

নবম: যদি একজন রাবী একটি হাদীস বর্ণনা করেন, অতঃপর যার থেকে শোনা হয়েছে
(মুসম্মা) তিনি তা অস্বীকার করেন, তাহলে নির্বাচিত মত হলো যে, যদি অস্বীকারকারী
নিশ্চিতভাবে তা অস্বীকার করেন এই বলে যে, "আমি যা বর্ণনা করেছি" (বা অনুরূপ কিছু),
তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক। তবে এটি সেই বর্ণনাকারীর (রাবী) অন্যান্য
বর্ণনাগুলিকে ঠাট্টিযুক্ত করবে না।

যদি তিনি বলেন: "আমি এটি জানি না" বা "আমার মনে নেই" অথবা অনুরূপ কিছু, তবে এটি
(রাবীর বর্ণনাকে) ঠাট্টিযুক্ত করবে না। আর যে ব্যক্তি একটি হাদীস বর্ণনা করার পর তা ভুলে
যায়, সহীহ মতানুসারে তা দ্বারা আমল করা জায়েজ। এটি সকল সম্প্রদায়ের জমহূর
(অধিকাংশের) মত, কিছু হানাফী ফকীহদের মতের ব্যতিক্রম। এবং এটি ইমাম শাফেয়ী ও
অন্যান্যদের জীবিতদের থেকে বর্ণনা অপছন্দ করার মতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইমাম রাফেয়ী বলেছেন: আর যা ক্বাফফাল তাঁর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে এবং ইমাম (আল-হারামাইন)
উল্লেখ করেছেন তা হলো, শাহাদাতের (সাক্ষ্যের) বিপরীতে কিসাস (প্রতিশোধমূলক শাস্তি)
নেই। কারণ শাহাদাত একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু সংবাদ (হাদীস) এর সাথে
নির্দিষ্টভাবে জড়িত নয়।

একুশতম: যদি চারজনের কম লোক ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেয়, তবে প্রকাশ্য মতানুসারে তাদের
ক্বাজফের (মিথ্যা অপবাদের) শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। এবং তাদের তওবার (অনুশোচনার)
আগে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের বর্ণনা (রিওয়ায়াত) গ্রহণের বিষয়ে দুটি মত

রয়েছে, যার মধ্যে প্রসিদ্ধ মতটি হলো গ্রহণীয়তা। এটি মাওয়াদী তাঁর 'আল-হাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এবং ইবনুর রিফ'আহ তাঁর "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে এবং আল-ইসনাবী তাঁর "আল-আলগায়" গ্রন্থে তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

[নবম: যখন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করে, অতঃপর যার থেকে শোনা হয়েছে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের অভিমতসমূহ]

(নবম: যখন) একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে (হাদীস বর্ণনা করে), অতঃপর (মুসন্না') যার থেকে শোনা হয়েছে তিনি তাতে জিজ্ঞাসিত হলে তা (হাদীসটি) অস্বীকার করেন, (তখন মুতাআখখিরীনদের নিকট নির্বাচিত মত হলো) যদি তিনি নিশ্চিতভাবে তা অস্বীকার করেন এই বলে যে, "আমি এটি বর্ণনা করিনি" অথবা "আমার উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে" (বা অনুরূপ কিছু), তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক। কারণ তাদের দুজনের কথার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে অস্বীকারকারীই মূল ব্যক্তি (আসল)। (তবে) এটি সেই বর্ণনাকারীর (রাবী) অন্যান্য বর্ণনাগুলিকে ঋণীভুক্ত করবে না। এবং এর দ্বারা তার দুর্বলতা (জাহ) প্রমাণিত হয় না, কারণ সেও তার শাইখের এই অস্বীকারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। এবং তাদের দুজনের একজনের জাহকে (দুর্বলতাকে) অন্যজনের জাহ থেকে অধিক গ্রহণীয় মনে করা যায় না, তাই উভয়ই বাতিল বলে গণ্য হবে (তাসাকুতা)। অতঃপর যদি মূল ব্যক্তি (আসল) ফিরে আসেন এবং হাদীসটি বর্ণনা করেন, অথবা অন্য একজন নির্ভরযোগ্য ফার' (শিষ্য) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কাযী আবু বকর, খতীব ও অন্যান্যরা স্পষ্টভাবে এটি বলেছেন। প্রথমোক্ত নির্বাচিত মতের বিপরীত হলো বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান না করা।

সাম'আনী এটি নির্বাচন করেছেন এবং শাশী এটি ইমাম শাফেয়ী এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। আল-হিন্দী এর উপর ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। মাওয়াদী ও রুইয়ানী নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, এটি হাদীসের বিশুদ্ধতাকে ঋণীভুক্ত করে না, তবে ফার' (শিষ্য) এর জন্য আসল (উস্তাদ) থেকে এটি বর্ণনা করা জায়েজ নয়। ফলে তিনটি অভিমত পাওয়া গেল।

এবং একটি চতুর্থ অভিমতও আছে: যে তারা (দু'জনের কথা) পরস্পর সাংঘর্ষিক হবে এবং তাদের একটিকে তার (অন্যান্য) তারীক (বর্ণনার ধারা) দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া হবে। ইমামুল হারামাইন এই মত গ্রহণ করেছেন।

গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে যা শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি আমর ইবনে

(ص: 396) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

دِينَارٌ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ» .

قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِأَبِي مَعْبُدٍ فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَ، قَالَ عَمْرُو: قَدْ حَدَّثْتَنِيهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ نَسِيَهُ بَعْدَ مَا حَدَّثَهُ إِيَّاهُ، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(فَإِنْ قَالَ) الْأَصْلُ (لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لَا أَذْكُرُهُ أَوْ نَحْوَهُ) مِمَّا يَقْتَضِي جَوَازَ نِسْيَانِهِ (لَمْ يَفْدَحْ فِيهِ) وَلَا يَرُدُّ بِذَلِكَ.

(وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا ثُمَّ نَسِيَهُ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الطَّوَائِفِ) أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْكَلَامِ (خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنْفِيَّةِ) فِي قَوْلِهِمْ بِإِسْقَاطِهِ بِذَلِكَ.

وَبَنَوْا عَلَيْهِ رَدَّ حَدِيثِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ مِنْ رِوَايَةِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» .

زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَزِيَّ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَهْلٍ فَقَالَ:
أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَّةٌ، أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

দিনার আবু মা'বাদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের সমাপ্তি তাকবীরের মাধ্যমে জানতে পারতাম।"

আমর ইবনে দিনার বলেন, তারপর আমি আবু মা'বাদের কাছে তা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন: "আমি তোমাকে এটি বর্ণনা করিনি।" আমর বললেন: "আপনি অবশ্যই আমাকে এটি বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন: যেন তিনি তা বর্ণনা করার পর ভুলে গেছেন। আর এই হাদীসটি ইবনে উয়াইনাহর সূত্রে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন।

(যদি মূল রাবী বলেন) "আমি তা জানি না," অথবা "আমার মনে নেই," অথবা এ ধরনের কথা, যা তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বোঝায়, (তাতে কোনো ত্রুটি হবে না) এবং এর দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করা হবে না।

(যে ব্যক্তি একটি হাদীস বর্ণনা করার পর তা ভুলে যায়, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সেটির উপর আমল করা জায়েজ। এটিই আহলে হাদীস, ফিকাহবিদ ও কালামশাস্ত্রবিদসহ অধিকাংশ দলের অভিমত), (কিছু হানাফী ফকীহ ভিন্নমত পোষণ করেন) যারা বলেন এর দ্বারা হাদীসটি বাতিল হয়ে যায়।

আর তারা এর ভিত্তিতে এমন একটি হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন যা আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন রাবী'আ ইবনে আবি আব্দুর রহমান সূত্রে, তিনি সুহাইল ইবনে আবি সালিহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা থেকে: "নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সাথে শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছিলেন।" আবু দাউদ তার এক বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল আযীয আদ-দারাবুরদী বলেন: "আমি সুহাইলের কাছে তা উল্লেখ করলাম।" তখন তিনি বললেন: "রাবী'আ আমাকে জানিয়েছেন – আর তিনি আমার কাছে নির্ভরযোগ্য – যে আমি তাকে এটি বর্ণনা করেছিলাম, কিন্তু আমার তা মনে নেই।"

[تدريب الراوي]

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَدْ كَانَ سُهَيْلٌ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ، فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي. فَإِنْ قِيلَ: إِنْ كَانَ الرَّاوي مُعَرَّضًا لِلْسَهْوِ وَالنِّسْيَانِ فَالْفَرْعُ أَيْضًا كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ.

أُجِيبُ بِأَنَّ الرَّاويَ لَيْسَ بِنَافٍ وَقُوْعُهُ بَلْ ذَاكِرٌ، وَالْفَرْعُ جَازِمٌ مُثَبِّتٌ فَقَدِمَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ رَوَى كَثِيرٌ مِنَ الْأَكَابِرِ أَحَادِيثَ نَسَوْهَا بَعْدَ مَا حَدَّثُوا بِهَا، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنِّي عَنْ فُلَانٍ، بِكَذَا. وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ الْخَطِيبُ أَخْبَارَ مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ، وَكَذَلِكَ الدَّارِقُطِيُّ، مِنْ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَنِّي «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ فَصَّ الْخَاتِمِ مِمَّا سِوَاهُ»، وَرَوَى مِنْ طَرِيقِ بَشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي رَوْحٌ أَنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ عَنْ زُبَيْدَةَ عَنْ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ هَذَا

আব্দুল আযীয বলেন: সুহাইলের একটি রোগ হয়েছিল যা তার কিছু বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছিল এবং সে তার কিছু হাদীস ভুলে গিয়েছিল। এরপর সুহাইল তার পিতা থেকে রাবিয়ার সূত্রে তার নিজের থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

এবং আবু দাউদও এটি সুলাইমান ইবনে বিলালের সূত্রে রাবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান বলেন: আমি সুহাইলের সাথে দেখা করে তাকে এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: আমি এটি জানি না। আমি তাকে বললাম: রাবিয়া আমাকে এটি আপনার সূত্রে জানিয়েছেন। তিনি বললেন: যদি রাবিয়া আমার সূত্রে আপনাকে জানিয়ে থাকেন, তবে রাবিয়ার সূত্রে আমার থেকে বর্ণনা করুন।

যদি বলা হয়: যদি বর্ণনাকারী ভুল ও বিস্মৃতির শিকার হন, তাহলে শাখা বর্ণনাকারীও একইভাবে শিকার হতে পারেন, সুতরাং তাদের উভয়কেই বাতিল করা উচিত।

জবাব দেওয়া হয় যে, বর্ণনাকারী ঘটনা অস্বীকারকারী নন, বরং স্মরণকারী। আর শাখা বর্ণনাকারী নিশ্চিত ও প্রমাণকারী, তাই তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ইবনুস সালাহ বলেন: বহু বড় ব্যক্তিত্ব এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তারা বর্ণনার পর ভুলে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলতেন: অমুক আমাকে অমুকের সূত্রে আমার থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল-খতিব এ বিষয়ে 'আখবার মান হাদ্দাসা ওয়া নাসিয়া' (যারা হাদীস বর্ণনা করে ভুলে গেছেন তাদের খবর) গ্রন্থ সংকলন করেছেন, অনুরূপভাবে দারা কুতনীও। এর মধ্যে একটি হলো: আল-খতিব হাম্মাদ ইবনে সালামাহর সূত্রে আসিম থেকে আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেন: আমার দুই ছেলে আমার সূত্রে নবী (সাঃ) থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আংটির পাথরকে অন্য ধাতু থেকে তৈরি করতে অপছন্দ করতেন। এবং বিশর ইবনে আল-ওয়ালিদেব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে তালহা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রুহ আমাকে বলেছেন যে, তিনি তাকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যুবাইদা থেকে মুররাহ থেকে আব্দুল্লাহর সূত্রে, আব্দুল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয় এটি

[تدريب الراوي]

الدِّينَارَ وَالْدِرْهَمَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَهَمَّا مُهْلِكَاكُمْ ."

وَمِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ صَاحِبِ الْجَامِعِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِّي وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَرِهَ
الْبُخَارِيُّ بَعْدَ الْوُضْوءِ لِأَنَّ الْوُضْوءَ يُوزَنُ.

وَمِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ أَنِّي حَدَّثْتُهُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، (مِنْ صَيَاصِيهِمْ) ، قَالَ: مِنْ حُصُونِهِمْ.

(وَلَا يُخَالِفُ هَذَا كَرَاهِيَةُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ) كَشْعَبَةَ وَمَعْبَرَ (الرِّوَايَةُ عَنِ الْأَحْيَاءِ)
لَأَنَّهُمْ إِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنِّسْيَانِ فَيُبَادِرُ إِلَى جُحُودِ مَا رُويَ عَنْهُ
وَتَكْذِيبِ الرَّاوي لَهُ.

وَقِيلَ: إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَغَيَّرَ الرَّاوي عَنِ الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ بِطَارِئٍ يَظْرَأُ عَلَيْهِ
يَقْتَضِي رَدَّ حَدِيثِهِ الْمُتَقَدِّمِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا حَدْسٌ وَظَنٌّ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا أَرَادَهُ الشَّافِعِيُّ، وَقَدْ بَيَّنَّ

-

[তাদরিবুর রাবী]

দিনার ও দিরহাম তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং তারাই তোমাদের ধ্বংসকারী।"

এবং জামে'র রচয়িতা তিরমিযীর সূত্রে বর্ণিত: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জারীর, তিনি বলেছেন: আলী ইবনে মুজাহিদ আমার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমার নিকট নির্ভরযোগ্য, সা'লাবাহ থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই তিনি ওয়ুর পর রুমাল ব্যবহার অপছন্দ করেছেন, কারণ ওয়ুকে (কিয়ামতের দিন) ওজন করা হবে।

এবং ইব্রাহিম ইবনে বাশশারের সূত্রে বর্ণিত, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ওয়াকী' আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে আমি তাকে আমার ইবনে দিনার থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেছি, (مِنْ صَيَاصِيهِمْ), তিনি বলেছেন: তাদের দুর্গসমূহ থেকে।

(এবং এটি শাফি'ঈ ও শু'বাহ ও মা'মারের মতো অন্যদের জীবিতদের থেকে বর্ণনা অপছন্দ করার সাথে সাংঘর্ষিক নয়), কারণ তারা এটি এজন্য অপছন্দ করেছেন যে মানুষ বিস্মৃতির শিকার হয়, ফলে সে তার থেকে বর্ণিত বিষয় অস্বীকার করতে দ্রুত অগ্রগামী হয় এবং তার বর্ণনাকারীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে।

এবং বলা হয়েছে: এটি এজন্য অপছন্দ করা হয়েছে যে, বর্ণনাকারী তার নির্ভরযোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে কোনো আকস্মিক ঘটনার দ্বারা, যা তার পূর্ববর্তী হাদীস প্রত্যাখ্যানের দাবি রাখে।

ইরাকী বলেছেন: এটি একটি অনুমান ও ধারণা যা শাফি'ঈ যা চেয়েছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং তিনি স্পষ্ট করেছেন

(ص: 399) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

الشَّافِعِيُّ مُرَادُهُ بِذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُحَدِّثُ عَنْ حَيٍّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ النَّسِيَّانَ، قَالَهُ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حِينَ رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ حِكَايَةً فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا.

[العاشره حكم من أخذ على التحديث أجرا]

(الْعَاشِرَةُ: مَنْ أَخَذَ عَلَى التَّحْدِيثِ أَجْرًا لَا تُقْبَلُ رَوَايَتُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ) بَنِ حَنْبَلٍ (وَأِسْحَاقَ) بَنِ رَاهَوِيَّهِ (وَأَبِي حَاتِمٍ) الرَّازِيَّ. (وَتُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ) بَنِ دُكَيْنٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ (وَعَلِيِّ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الْبَغَوِيِّ (وَأَخْرَيْنَ) تَرْخُصًا.

وَأَفْتَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْرَازِيَّ (أَبَا الْحُسَيْنِ بْنِ النَّقُورِ (بَجَوَازِهَا لِه) أَنَّهُ مَنْ
 (مَنْ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ لِعِيَالِهِ بِسَبَبِ التَّحْدِيثِ) وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ اخْذِ الْوَصِيِّ
 الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَوْ اشْتَغَلَ بِحِفْظِهِ عَنِ الْكَسْبِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ
 عَلَيْهِ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ.
 فَائِدَةٌ

هَذَا أَوَّلُ مَوْضِعٍ وَقَعَ فِيهِ ذِكْرُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَّهِ، وَقَدْ سُئِلَ

[তারিবুর রাবী (হাদিস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ)]

শাফিঈ (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যেমনটি বায়হাকী তাঁর "আল-মাদখাল"-এ তাঁর
 সনদসহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: কোনো জীবিত ব্যক্তি থেকে হাদিস বর্ণনা করো
 না, কারণ জীবিত ব্যক্তির ওপর বিস্মৃতি (ভুলে যাওয়া) থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। তিনি এ
 কথা ইবনে আব্দুল হাকামকে বলেছিলেন যখন তিনি (ইবনে আব্দুল হাকাম) শাফিঈ থেকে
 একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, অতঃপর শাফিঈ তা অস্বীকার করেন এবং পরে স্মরণ করেন।

[দশম: হাদিস বর্ণনা করার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর বিধান]

(দশম: যে ব্যক্তি হাদিস বর্ণনার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তার বর্ণনা আহমদ) ইবনে হাম্বল
 (রহ.), (ইসহাক) ইবনে রাহাওয়াইহি (রহ.) (এবং আবু হাতেম) আল-রাযী (রহ.)-এর মতে
 গ্রহণযোগ্য নয়।

(তবে তা গৃহীত হয় আবু নু'আইম আল-ফাদল) ইবনে দুকাইন, বুখারীর উস্তাদ, (এবং আলী
 ইবনে আব্দুল আযীয) আল-বাগাওয়া (রহ.) (এবং অন্যান্যদের) কাছে শিথিলতার কারণে।
 (এবং শায়খ আবু ইসহাক আশ-শিরায়ী) আবু আল-হুসাইন ইবনে আন-নাকুরকে (এর বৈধতার
 ফতোয়া দিয়েছেন কারণ) যে ব্যক্তি (হাদিস বর্ণনার কারণে) তার পরিবারের জন্য উপার্জন
 থেকে বিরত থাকে। এর সমর্থনে প্রমাণ হলো, ওয়াসী (অভিভাবক) যদি দরিদ্র হয়, অথবা
 ইয়াতিমের দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকার কারণে উপার্জন থেকে বিরত থাকে এবং তার ওপর
 (উপার্জনের) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ না থাকে, তাহলে কুরআনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে
 ইয়াতিমের সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ।

একটি ফায়দা (উপকারিতা)

এটি প্রথম স্থান যেখানে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহি-এর উল্লেখ এসেছে। এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল

(ص: 400) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

لَمَ قِيلَ لَهُ ابْنُ رَاهَوِيَّةَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وُلِدَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَتِ الْمَرَاوِزَةُ: رَاهَوِيَّةَ، يَعْنِي أَنَّهُ وُلِدَ فِي الطَّرِيقِ، وَفِي فَوَائِدِ رَحْلَةِ ابْنِ رَشِيدٍ: مَذْهَبُ النُّحَاةِ فِي هَذَا وَفِي نَظَائِرِهِ فَتَحُ الْوَاوِ وَمَا قَبْلَهَا وَسُكُونُ الْيَاءِ ثُمَّ هَاءٌ، وَالْمُحَدِّثُونَ يَنْحُونُ بِهِ نَحْوَ الْفَارِسِيَّةِ فَيَقُولُونَ: هُوَ بِضَمِّ مَا قَبْلَ الْوَاوِ وَسُكُونِهَا وَفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ فَهِيَ هَاءٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالتَّاءُ خَطَأً.

قَالَ: وَكَانَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ يَقُولُ: أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يُحِبُّونَ وَيَهُ أَه. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ سَلَفٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ "مُعَاشَرَةِ الْأَهْلِيْنَ" عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ وَيَهُ اسْمُ شَيْطَانٍ. قُلْتُ: ذَكَرَ يَاقُوتٌ فِي "مُعْجَمِ الْأَدْبَاءِ" نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رَشِيدٍ، وَقَالَ: قَدْ ضَبَطَهُ ابْنُ بَسَّامٍ بِسُكُونِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الْيَاءِ، فَقَالَ فِي نِفْطُوِيَّةٍ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ أَبِي آدَمَ... صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ فَقَالَ أَبْلِغْ وَلَدِي كُلَّهُمْ... مَنْ كَانَ فِي حَزَنٍ وَفِي سَهْلٍ بِأَنَّ حَوَاءَ أُمُّهُمْ طَالَتْ... إِنْ كَانَ نِفْطُوِيَّةٌ مِنْ نَسْلِي

[তাদীবুর রাবী]

তাকে ইবনু রাহাওয়াইহ কেন বলা হয়? তিনি বললেন: আমার পিতা পথে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মার্ভের অধিবাসীরা বললো: রাহাওয়াইহ, অর্থাৎ তিনি পথে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনু রাশীদেব 'ফাওয়াইদু রিহ্লাহ' গ্রন্থে এসেছে: এ এবং এর সদৃশ নামগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাকরণবিদদের মতে, ওয়াব (و) এবং তার পূর্ববর্তী অক্ষরের উপর ফাতহা (স্বরধ্বনি), ইয়া (ي)-এর উপর সুকুন (নিষ্ক্রিয়), এরপর হা (ه) হবে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ ফারসি রীতি অনুসরণ করে বলেন: এটি ওয়াব (و)-এর পূর্ববর্তী অক্ষরের উপর যম্মাহ (স্বরধ্বনি), ওয়াব-এর উপর সুকুন, ইয়া (ي)-এর উপর ফাতহা এবং হা (ه)-এর উপর সুকুন হবে। সুতরাং, এটি সর্বাবস্থায় হা হবে, তা (ت) হবে ভুল।

তিনি বললেন: হাফিয আবুল আলা আল-আভার বলতেন: আহলে হাদীসগণ 'ওয়াইহ' পছন্দ করেন না। ইতি।

শায়খুল ইসলাম বললেন: এ ব্যাপারে তাদের পূর্বসূরি রয়েছেন। আমরা 'মু'আশারাতুল আহলীন' গ্রন্থে আবু আমর সূত্রে ইব্রাহীম নাখাঈ থেকে বর্ণনা করেছি যে, 'ওয়াইহ' হলো শয়তানের নাম।

আমি বলি: ইয়াকূত তাঁর 'মু'জামুল উদাবা' গ্রন্থে ইবনু রাশীদ যা উল্লেখ করেছেন তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি বলেন: ইবনু বাস্সাম এটিকে ওয়াব (و)-এর উপর সুকুন এবং ইয়া (ي)-এর উপর ফাতহা দ্বারা উচ্চারণ করতেন। তিনি নিফতাওয়াইহ সম্পর্কে বলেন:

আমি স্বপ্নে আমার পিতা আদমকে দেখলাম ... তাঁর উপর দয়াময় আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করুন।

তিনি বললেন: আমার সকল সন্তানকে খবর পৌঁছে দাও ... যারা দুঃখ-কষ্টে বা স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

যে তাদের মা হাওয়া তালুকপ্রাপ্ত, ... যদি নিফতাওয়াইহ আমার বংশধর হয়।

(ص: 401) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْعَاشِرَةُ: مَنْ أَخَذَ عَلَى التَّحْدِيثِ أَجْرًا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَتُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ، وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَآخَرِينَ.
وَأَفْتَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْرَازِيُّ بِجَوَازِهَا لِمَنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْكُسْبُ لِعِيَالِهِ بِسَبَبِ التَّحْدِيثِ.

الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ: لَا تُقْبَلُ رِوَايَةٌ مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِهِ أَوْ إِسْمَاعِهِ كَمَنْ لَا يُبَالِي
بِالنُّومِ فِي السَّمَاعِ، أَوْ يُحَدِّثُ لَا مِنْ أَصْلِ مُصَحِّحٍ، أَوْ عُرِفَ بِقَبُولِ التَّلْقِينِ فِي الْحَدِيثِ
أَوْ كَثْرَةِ السَّهْوِ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا لَمْ يُحَدِّثْ مِنْ أَصْلِ أَوْ كَثْرَةِ الشَّوَاذِ وَالْمَنَاقِيرِ فِي حَدِيثِهِ.
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَالْحَبِيدِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: مَنْ غَلَطَ فِي حَدِيثٍ فَبَيَّنَ لَهُ فَأَصْرَّ عَلَى
رِوَايَتِهِ سَقَطَتْ رِوَايَاتُهُ. وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَصْرَّ عِنَادًا أَوْ نَحْوَهُ.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي "تَهْذِيبِهِ" فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ حَرْبٍ: هُوَ بَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ
وَالْوَاوِ وَسُكُونِ الْيَاءِ ثُمَّ هَاءٌ، وَيُقَالُ: بَضَمَ الْبَاءَ مَعَ إِسْكَانِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الْيَاءِ، وَيَجْرِي
هَذَانِ الْوُجْهَانِ فِي نَظَائِرِهِ كَسَيْبَوِيهِ وَنَفْطَوِيهِ وَرَاهَوِيهِ وَعَمْرَوِيهِ، فَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ
النُّحَوِيِّينَ وَأَهْلِ الْأَدَبِ، وَالثَّانِي مَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ. انْتَهَى.

[الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ لَا تُقْبَلُ رِوَايَةٌ مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِهِ أَوْ إِسْمَاعِهِ]
(الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ: لَا تُقْبَلُ رِوَايَةٌ مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِهِ أَوْ إِسْمَاعِهِ كَمَنْ لَا
يُبَالِي بِالنُّومِ فِي السَّمَاعِ) مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ (أَوْ يُحَدِّثُ لَا مِنْ أَصْلِ مُصَحِّحٍ) مُقَابِلُ عَلَى أَصْلِهِ
أَوْ أَصْلِ شَيْخِهِ (أَوْ عُرِفَ بِقَبُولِ التَّلْقِينِ فِي الْحَدِيثِ) بِأَنْ يُلَقِّنَ الشَّيْءَ فَيُحَدِّثُ بِهِ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِهِ، كَمَا وَقَعَ لِمُوسَى بْنِ دِينَارٍ وَنَحْوِهِ، (أَوْ كَثْرَةِ السَّهْوِ
فِي رِوَايَتِهِ إِذَا لَمْ يُحَدِّثْ مِنْ أَصْلِ) صَحِيحٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَدَّثَ مِنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِكَثْرَةِ
سَهْوِهِ، لِأَنَّ الْإِعْتِمَادَ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَصْلِ لَا عَلَى حِفْظِهِ، (أَوْ كَثْرَةِ الشَّوَاذِ وَالْمَنَاقِيرِ فِي
حَدِيثِهِ).

قَالَ شُعْبَةُ لَا يَجِئُكَ الْحَدِيثُ الشَّاذُّ إِلَّا مِنَ الرَّجُلِ الشَّاذِّ، وَقِيلَ لَهُ: مَنْ الَّذِي تُتْرَكُ
الرِّوَايَةُ عَنْهُ؟ قَالَ: مَنْ أَكْثَرَ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الرِّوَايَةِ

দশম: যে ব্যক্তি হাদিস বর্ণনার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তার বর্ণনা ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং আবু হাতিমের মতে গ্রহণ করা হয় না। আর আবু নু'আইম আল-ফাদল, আলী ইবনু আব্দুল আযীয এবং অন্যান্যদের মতে তা গ্রহণ করা হয়।

শায়খ আবু ইসহাক আশ-শিরায়ী ফতোয়া দিয়েছেন যে, হাদিস বর্ণনার কারণে যার পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জন করা বাধাগ্রস্ত হয়, তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয।

একাদশ: যার শ্রবণ (হাদিস গ্রহণ) বা ইসমা' (হাদিস বর্ণনা)-এ শিথিলতা পরিচিত, তার বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না। যেমন সে ব্যক্তি যে শ্রবণের সময় ঘুমানোর পরোয়া করে না, অথবা এমন মূল কিতাব থেকে বর্ণনা করে না যা শুদ্ধ করা হয়েছে, অথবা হাদিসে তালফীন (অন্যের শেখানো) গ্রহণ করার জন্য পরিচিত, অথবা তার বর্ণনায় বেশি ভুল (সাহ) করে, যদি সে কোনো মূল কিতাব থেকে বর্ণনা না করে, অথবা তার হাদিসে শাওয়াজ্জ ও মুনকার হাদিসের আধিক্য থাকে। ইবনুল মুবারক, আহমদ, আল-হুমাঈদী ও অন্যান্যরা বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো হাদিসে ভুল করে এবং তাকে তা সুস্পষ্ট করে দেখানো হয়, এরপরও সে তার বর্ণনার উপর জিদ করে থাকে, তার সমস্ত বর্ণনা বাতিল হয়ে যায়। এবং এটি সঠিক, যদি স্পষ্ট হয় যে সে জিদ বা এ জাতীয় কিছু করার কারণে অটল থাকে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

গ্রন্থকার তাঁর "তাহযীব" গ্রন্থে আবু উবাইদ ইবন হারবাওয়াইহ-এর জীবনীতে বলেছেন: এটি (হারবাওয়াইহ) একক বা (ب)-এর ফাতহা (জবর), ওয়াও (و)-এর ফাতহা, ইয়া (ي)-এর সুকুন (সাকিন) এবং তারপর হা (ح) দ্বারা। এবং বলা হয়: বা (ب)-এর দম্মা (পেশ) সহ, ওয়াও (و)-এর সুকুন এবং ইয়া (ي)-এর ফাতহা দ্বারা। এই দুটি পদ্ধতি এর অনুরূপ নামগুলোতেও প্রযোজ্য, যেমন সীবাবাইহ, নাফতওয়াইহ, রাহাওয়াইহ এবং আমরওয়াইহ। প্রথমটি নাহ্‌বিদ ও সাহিত্যিকদের মত, আর দ্বিতীয়টি মুহাদ্দিসীনদের মত। সমাপ্ত।

[একাদশ: যার শ্রবণ (হাদিস গ্রহণ) বা ইসমা' (হাদিস বর্ণনা)-এ শিথিলতা পরিচিত, তার বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না।]

(একাদশ: যার শ্রবণ (হাদিস গ্রহণ) বা ইসমা' (হাদিস বর্ণনা)-এ শিথিলতা পরিচিত, তার বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না, যেমন সে ব্যক্তি যে শ্রবণের সময় ঘুমানোর পরোয়া করে না) (তার থেকে বা তার কাছে) (অথবা এমন মূল কিতাব থেকে বর্ণনা করে না যা শুদ্ধ করা হয়েছে) (তার নিজের

মূল কিতাবের সাথে বা তার উস্তাদের মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে) (অথবা হাদিসে তালফীন গ্রহণ করার জন্য পরিচিত) অর্থাৎ তাকে কোনো কিছু তালফীন করা হলে সে তা বর্ণনা করে, অথচ সে জানে না যে তা তার হাদিসের অংশ কি না, যেমন মূসা ইবনু দীনার এবং তাঁর মতো অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছে, (অথবা তার বর্ণনায় বেশি ভুল (সাহ) করে, যদি সে কোনো মূল কিতাব থেকে বর্ণনা না করে) (সঠিক), এর বিপরীত হলো যদি সে মূল কিতাব থেকে বর্ণনা করে, তাহলে তার ভুলের আধিক্য কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, কারণ তখন নির্ভরতা মূল কিতাবের উপর, তার মুখস্তের উপর নয়, (অথবা তার হাদিসে শাওয়াজ্জ ও মুনকার হাদিসের আধিক্য থাকে)।

শু'বা বলেছেন: "শায় হাদিস তোমার কাছে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির কাছে থেকেই আসবে যে নিজেই শায় (বিরল/অদ্ভুত)।" তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: কার কাছে থেকে বর্ণনা পরিত্যাগ করা হবে? তিনি বললেন: "যে পরিচিত (গ্রহণযোগ্য) বর্ণনা থেকে বেশি ব্যতিক্রমী বর্ণনা করে।"

(ص: 402) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّانِيَّةُ عَشْرَةَ: أَعْرَضَ النَّاسُ هَذِهِ الْأَزْمَانَ عَنْ اعْتِبَارِ مَجْمُوعِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ لِكَوْنِ الْمَقْصُودِ صَارَ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الْمُخْتَصِّ بِالْأُمَّةِ فَلْيُعْتَبَرْ مَا يَلِيْقُ بِالْمَقْصُودِ، وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْخِ مُسْلِمًا بَالِغًا، عَاقِلًا، غَيْرَ مُتَّظَاهِرٍ بِفُسْقٍ، أَوْ سُخْفٍ، وَفِي ضَبْطِهِ، بِوُجُودِ سَمَاعِهِ مُثَبَّتًا بِخَطِّ غَيْرِ مُتَّهَمٍ، وَبِرِوَايَتِهِ مِنْ أَصْلِ مُوَافِقٍ لِأَصْلِ شَيْخِهِ. وَقَدْ قَالَ نَحْوُ مَا ذَكَرْنَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ.

[تدريب الراوي]

مَا لَا يُعْرَفُ، وَأَكْثَرُ الْغَلَطِ.

(قَالَ) عَبْدُ اللَّهِ (بُنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحَمِيدِيُّ وَغَيْرُهُمْ: مَنْ غَلَطَ فِي حَدِيثٍ فَبَيَّنَ لَهُ) غَلَطُهُ (فَأَصَرَ عَلَى رِوَايَتِهِ) لِذَلِكَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْجَعْ (سَقَطَتْ رِوَايَاتُهُ) كُلُّهَا وَلَمْ يُكْتَبْ عَنْهُ

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ، (وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَصَرَ عِنَادًا أَوْ نَحْوَهُ) وَكَذَا
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ.

قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ لِشُعْبَةَ: مَنْ الَّذِي تُتْرَكُ الرَّوَايَةُ عَنْهُ؟ قَالَ: إِذَا تَمَارَى فِي غَلْطٍ مُجْمَعٍ
عَلَيْهِ، وَلَمْ تُثَبِّهْ نَفْسُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُبَيَّنُّ عَالِمًا عِنْدَ الْمُبَيَّنِّ لَهُ وَإِلَّا
فَلَا حَرَجَ إِذَا.

[الثَّانِيَّةُ عَشْرَةَ] إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الْمُخْتَصِّ بِالْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمُحَازَرَةِ مِنَ انْقِطَاعِ
سِلْسِلَتِهَا
(الثَّانِيَّةُ عَشْرَةَ: أَعْرَضَ النَّاسُ) فِي (هَذِهِ الْأَزْمَانِ) الْمُتَأَخِّرَةِ (عَنِ اعْتِبَارِ

দ্বাদশ: এই যুগগুলোতে মানুষ উল্লিখিত সমস্ত শর্ত বিবেচনা করা থেকে বিরত থেকেছে। কারণ
(এখন) উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে উম্মাহর সাথে নির্দিষ্ট সনদ-শৃঙ্খলকে টিকিয়ে রাখা। অতএব,
উদ্দেশ্যের সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ, তাই বিবেচনা করা উচিত। আর তা হলো শাইখ মুসলিম,
সাবালক, বুদ্ধিমান হবেন এবং প্রকাশ্যে ফাসিকি বা মূর্খতা প্রদর্শনকারী হবেন না। এবং তার
স্মৃতিশক্তির শুদ্ধতার ক্ষেত্রে, তার শ্রবণের প্রমাণ থাকবে যা অবিশ্বাসযোগ্য নয় এমন কারো
হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ, এবং তার বর্ণনা তার শাইখের মূল গ্রন্থের সাথে মিলে যায় এমন মূল থেকে
হবে। আমরা যা উল্লেখ করেছি, আল-হাফিয আবু বকর আল-বায়হাকীও অনুরূপ কথা
বলেছেন।

-

[তাদরিবুর রাবী]

যা পরিচিত নয়, এবং ভুল বেশি করে।

আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-হুমাইদি এবং অন্যান্যরা বলেছেন: যে
ব্যক্তি কোনো হাদিসে ভুল করে এবং তার ভুল তাকে স্পষ্ট করে জানানো হয়, এরপরও সে
সেই হাদিসের বর্ণনার উপর জিদ করে অটল থাকে এবং প্রত্যাবর্তন না করে, তার সমস্ত বর্ণনা
বাতিল হয়ে যায় এবং তার থেকে কিছু লেখা হয় না।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: "এ বিষয়ে বিবেচনার অবকাশ আছে।" (এবং) এটি সঠিক যদি স্পষ্ট হয় যে সে জিদবশত বা অনুরূপ কারণে অটল রয়েছে। ইবনু হিব্বানও অনুরূপ কথা বলেছেন। ইবনে মাহদি শু'বাকে বললেন: কার থেকে বর্ণনা পরিত্যাগ করা হবে? তিনি বললেন: যখন সে সর্বসম্মত কোনো ভুল নিয়ে তর্ক করে, এবং যখন তারা (আলেমগণ) তার মতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তার সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় না।

আল-ইরাকী বলেছেন: কিছু পরবর্তী আলিম এটিকে এই শর্তের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন যে, ভুল স্পষ্টকারী ব্যক্তি ভুলকারী ব্যক্তির কাছে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হবেন। অন্যথায়, তখন কোনো সমস্যা নেই।

[দ্বাদশ: মুহাম্মাদিয়া উম্মাহর সাথে নির্দিষ্ট সনদ-শৃঙ্খলকে টিকিয়ে রাখা এবং তার শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকা।]

(দ্বাদশ: মানুষ) এই পরবর্তী (যুগগুলোতে) (বিবেচনা করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

(ص: 403) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

مَجْمُوع) هَذِهِ (الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ) فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَمَشَايِخِهِ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِهَا عَلَى مَا شَرِطَ وَ (لِكُونِ الْمَقْصُودِ) الْآنَ (صَارَ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الْمُخْتَصِّ بِالْأُمَّةِ) الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمَحَازِرَةِ مِنْ انْقِطَاعِ سِلْسِلَتِهَا. (فَلْيُعْتَبَرْ) مِنَ الشُّرُوطِ (مَا يَلِيْقُ بِالْمَقْصُودِ) الْمَذْكُورِ عَلَى تَجَرُّدِهِ وَلِيُكْتَفَ بِمَا يُذَكَّرُ (وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْخِ مُسْلِمًا بَالِغًا غَيْرَ مُتَظَاهِرٍ بِفُسُقٍ أَوْ سُخْفٍ) يُخْلُ بِرُوءَتِهِ لِتَحَقُّقِ عَدَالَتِهِ.

(و) يُكْتَفَى (فِي ضَبْطِهِ بِوُجُودِ سَمَاعِهِ مُثَبَّتًا بِخَطِّ) ثِقَةٍ (غَيْرِ مُتَّهَمٍ وَبِرِوَايَتِهِ مِنْ أَصْلِ) صَحِيحٍ (مُؤَافِقٍ لِأَصْلِ شَيْخِهِ وَقَدْ قَالَ نَحْوُ مَا ذَكَرْنَاهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ)

وَعِبَارَتُهُ: تَوَسَّعَ مَنْ تَوَسَّعَ فِي السَّمَاعِ مِنْ بَعْضِ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا. الَّذِينَ لَا يَحْفَظُونَ حَدِيثَهُمْ وَلَا يُحَسِّنُونَ قِرَاءَتَهُ مِنْ كُتُبِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِمْ، وَذَلِكَ لِتَدْوِينِ الْأَحَادِيثِ فِي الْجَوَامِعِ الَّتِي جَمَعَهَا أئِمَّةُ الْحَدِيثِ.

قَالَ: فَمَنْ جَاءَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ لَا يُوْجَدُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِحَدِيثٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ فَالَّذِي يَزُوِيهِ لَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ، وَالْحُجَّةُ قَائِمَةٌ بِحَدِيثِهِ بِرِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَالْقَصْدُ مِنْ رِوَايَتِهِ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ أَنْ يَصِيرَ الْحَدِيثُ مُسَلَّسًا بِحَدَّثِنَا وَأَخْبَرْنَا، وَتَبَقَّى هَذِهِ الْكِرَامَةُ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ شَرَفًا لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذَا قَالَ السَّلَفِيُّ فِي جُزْءٍ لَهُ فِي شَرْطِ الْقِرَاءَةِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي "الْبَيَّزَانِ": لَيْسَ الْعُمْدَةُ فِي زَمَانِنَا عَلَى الرُّوَاةِ بَلْ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ

[তাদরীবুর রাবী]

হাদীস ও এর শায়খদের বর্ণনা সম্পর্কিত উল্লিখিত সকল শর্তসমূহ (পূরণের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে), কারণ, নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী সেগুলো পূরণ করা অসম্ভব। এবং যেহেতু বর্তমানে উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মুহাম্মাদী উম্মাহর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ইসনাদের পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখা এবং এর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকা।

অতএব, উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শর্তগুলোই কেবল বিবেচনা করা হোক এবং যা উল্লেখ করা হবে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হোক। আর তা হলো, শায়খ মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক এবং এমন কোনো স্পষ্ট ফাসেকী বা হীনতার প্রকাশকারী হবেন না যা তাঁর ব্যক্তিত্বের (মুরুআহ) পরিপন্থী, যাতে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত) নিশ্চিত হয়।

আর তাঁর ‘জ্ববত’ (নির্ভুলতা) এর ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে, তাঁর শ্রবণ একটি নির্ভরযোগ্য, অ-অভিযুক্ত ব্যক্তির হাতের লেখায় প্রমাণিত হওয়া এবং তাঁর শায়খের মূল পাণ্ডুলিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সহীহ মূল পাণ্ডুলিপি থেকে তাঁর বর্ণনা করা। আমাদের উল্লিখিত বিষয়ের কাছাকাছি কথা বলেছেন হাফিজ আবু বকর আল-বায়হাকী। তাঁর বক্তব্য হলো: আমাদের যুগের কিছু মুহাদ্দিসদের থেকে শ্রবণের ক্ষেত্রে যারা উদারতা দেখিয়েছেন, তারা হলেন এমন

ব্যক্তির যাঁরা তাদের হাদীস মুখস্থ রাখেন না, তাদের কিতাব থেকে ভালোভাবে পড়তে পারেন না এবং তাদের সামনে যা পড়া হয় তা বোঝেন না, যদিও তাদের সামনে পঠিতব্য বিষয়গুলো তাদের মূল শ্রবণের উৎস থেকে হয়। আর এটা এই কারণে যে, হাদীসকে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তিনি (আল-বায়হাকী) বলেন: অতএব, যে ব্যক্তি আজ এমন কোনো হাদীস নিয়ে আসে যা তাদের (ইমামদের) সকলের কাছে পাওয়া যায় না, তা তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের কাছে সুপরিচিত কোনো হাদীস নিয়ে আসে, তবে যে তা বর্ণনা করে, সে তার বর্ণনায় একক নয়। তার হাদীসের পক্ষে অন্যের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত। আর তার বর্ণনা ও তার থেকে শ্রবণের উদ্দেশ্য হলো, হাদীসটি 'হাদাসানা' (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) এবং 'আখবারানা' (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) দ্বারা ধারাবাহিক হওয়া, এবং এই উম্মাহর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত এই সম্মান আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি মর্যাদা হিসেবে বাকি থাকা।

একইভাবে সালাফী তাঁর 'শরুত আল-কিরআহ' (পঠনের শর্ত) বিষয়ক অংশে বলেছেন। আর যাহাবী তাঁর 'আল-মিয়ান' গ্রন্থে বলেছেন: আমাদের যুগে নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনাকারীদের (রুওয়াত) উপর নয়, বরং মুহাদ্দিসদের উপর।

(ص: 404) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ: فِي أَلْفَاظِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ. وَقَدْ رَتَّبَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فَأَحْسَنَ. فَأَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ: أَعْلَاهَا: ثِقَّةٌ أَوْ مُتَّقِنٌ أَوْ ثَبَّتٌ أَوْ حُجَّةٌ. أَوْ عَدْلٌ حَافِظٌ، أَوْ ضَابِطٌ. الثَّانِيَّةُ: صَدُوقٌ، أَوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: هُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَّةُ وَهُوَ كَمَا قَالَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تُشْعِرُ بِالضَّبْطِ، فَيُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: إِذَا قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ فَهُوَ ثِقَّةٌ، وَلَا يُقَاوِمُ قَوْلَهُ عَنْ نَفْسِهِ نَقْلَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَهْلِ الْفَنِّ. الثَّالِثَةُ: شَيْخٌ، فَيُكْتَبُ وَيُنْظَرُ.

(الرَّابِعَةُ) : صَالِحُ الْحَدِيثِ: يُكْتَبُ لِلْإِعْتِبَارِ. وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْجَرَحِ فَمَرَاتِبُ، فَإِذَا قَالُوا:
لَيْنُ الْحَدِيثِ كُتِبَ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ اعْتِبَارًا.

وَقَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: إِذَا قُلْتُ لَيْنُ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ سَاقِطًا، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا
يَسْقُطُ عَنِ الْعَدَالَةِ، وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَهُوَ دُونَ لَيْنٍ. وَإِذَا قَالُوا:
ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فَدُونَ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا يُطْرَحُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ. وَإِذَا قَالُوا: مَتْرُوكُ
الْحَدِيثِ، أَوْ وَاهِيهِ، أَوْ كَذَّابٌ، فَهُوَ سَاقِطٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَمِنْ أَلْفَاظِهِمْ: فَلَانٌ رَوَى
عَنْهُ النَّاسُ، وَسَطٌ، مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، مُضْطَرِبٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، مَجْهُولٌ، لَا شَيْءَ، لَيْسَ
بِذَلِكَ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيٍّ، فِيهِ أَوْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ، مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى
مَعَانِيهَا بِمَا تَقَدَّمَ.

[تدريب الراوي]

وَالْمُقَيَّدِينَ، الَّذِينَ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُمْ وَصِدْقُهُمْ فِي ضَبْطِ أَسْمَاءِ السَّامِعِينَ، قَالَ: ثُمَّ مِنْ
الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَوْنِ الرَّاوي وَسِتْرِهِ. انْتَهَى.

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ ابْنُ مَعُوذٍ:

تَرْوِي الْأَحَادِيثَ عَنْ كُلِّ مُسَامَحَةٍ... وَإِنَّهَا لِمَعَانِيهَا مَعَانِيًا.

[الثالثة عشرة ألفاظ الجرح والتعديل]

(الثالثة عشرة في أَلْفَاظِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَقَدْ رَتَّبَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ) فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ
"الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ"، وَفَصَّلَ طَبَقَاتِ أَلْفَاظِهِمْ فِيهَا (فَأَحْسَنَ) وَأَجَادَ.

(فَأَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ) ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ كَابْنَ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ أَرْبَعَةً،
وَجَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ خَمْسَةً، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ سِتَّةً (أَعْلَاهَا) بِحَسَبِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
(ثِقَةً، أَوْ مُتَقِنًا، أَوْ ثَبَّتًا، أَوْ حُجَّةً، أَوْ عَدْلًا حَافِظًا، أَوْ عَدْلًا ضَابِطًا).

وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الَّتِي زَادَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ فَإِنَّهَا أَعْلَى مِنْ هَذِهِ، وَهُوَ: مَا كُرِّرَ فِيهِ أَحَدٌ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ إِمَّا بِعَيْنِهِ، كَثَقَّةٌ ثِقَّةٌ، أَوْ لَا: كَثَقَّةٌ ثُبَّتْ أَوْ ثِقَّةٌ

فَالْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ: ١. وَقَدْ رَتَّبَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فَأَحْسَنَ ١. الثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ: فِي الْأَفَاطِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ أَعْلَاهَا: ثِقَّةٌ أَوْ مُتَقِنٌ أَوْ ثُبَّتْ أَوْ حُجَّةٌ، أَوْ عَدْلٌ حَافِظٌ، أَوْ ضَابِطٌ

الثَّانِيَةُ: صَدُوقٌ، أَوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: هُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ وَهُوَ كَمَا قَالَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تُشْعِرُ بِالضَّبْطِ، فَيُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: إِذَا قُلْتَ لَا بَأْسَ بِهِ فَهُوَ ثِقَّةٌ، وَلَا يَقَاوِمُ قَوْلَهُ عَنْ نَفْسِهِ نَقْلَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَهْلِ الْفَرَنْ

١. الثَّلَاثَةَ: شَيْخٌ، فَيُكْتَبُ وَيُنْظَرُ

وَأَمَّا الْأَفَاطُ الْجَرَحِ فَمَرَاتِبُ، فَإِذَا قَالُوا: لَيْسَ الْحَدِيثُ كُتِبَ ١. (الرَّابِعَةُ): صَالِحُ الْحَدِيثِ: يُكْتَبُ لِلْإِعْتِبَارِ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ اِغْتِبَارًا

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِذَا قُلْتَ لَيْسَ الْحَدِيثُ لَمْ يَكُنْ سَاقِطًا، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يَسْقُطُ عَنِ الْعَدَالَةِ، وَإِذَا قَالُوا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فَدُونَ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا ١. وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَهُوَ دُونَ لَيْسَ ١. وَإِذَا قَالُوا: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، أَوْ وَاهِيهِ، أَوْ كَذَّابٌ، فَهُوَ سَاقِطٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ١. يُطْرَحُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ وَمِنْ الْأَفَاطِهِمْ: فَلَانٌ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَسَطٌ، مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، مُضْطَرِبٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، مَجْهُولٌ، لَا شَيْءَ، لَيْسَ بِذَلِكَ، لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيٍّ، فِيهِ أَوْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ، مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعَانِيهَا بِمَا تَقَدَّمَ

-

[তাওযীহুর রাবী (হাদীস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ)]

এবং লিপিবদ্ধকারীগণ, যাদের ন্যায্যপরায়ণতা ও সত্যবাদিতা শ্রোতাদের নাম সংরক্ষণে সুপরিচিত ছিল। তিনি বলেন: "তারপর, এটা জানা কথা যে, রাবীর (বর্ণনাকারীর) সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষা করা অপরিহার্য।" সমাপ্ত।

এই অর্থে ইবন মু'আওয়্যয বলেছেন:

তুমি সকলের থেকে উদারতা সহকারে হাদীস বর্ণনা করো ... আর নিশ্চয়ই তা (হাদীস) তার অর্থসমূহের জন্য (আরও) অর্থবহ।

[তেরোতম পরিচ্ছেদ: জাহ ও তা'দীলের পরিভাষাসমূহ]

(তেরোতম পরিচ্ছেদ: জাহ ও তা'দীলের পরিভাষাসমূহে, এবং ইবন আবী হাতেম সেগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন) তার কিতাব "আল-জাহ ওয়াত তা'দীল"-এর ভূমিকায়, এবং তাতে তাদের পরিভাষাসমূহের স্তরগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। (তিনি সুন্দরভাবে করেছেন) এবং উত্তমরূপে করেছেন।

(সুতরাং তা'দীলের পরিভাষাসমূহ কয়েকটি স্তর বিশিষ্ট) গ্রন্থকার (আল-মুসান্নিফ), ইবন আবী হাতেমের অনুসরণ করে ইবন আস-সালাহ-এর মতো চারটি উল্লেখ করেছেন। আর যাহাবী ও ইরাকী সেগুলোকে পাঁচটি এবং শাইখুল ইসলাম ছয়টি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। (তার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো) গ্রন্থকার যা উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী: (ছিকাহ (বিশ্বস্ত), অথবা মুতক্বিন (সুনিপুণ), অথবা ছাবত (দৃঢ়), অথবা হুজ্জাহ (প্রমাণ), অথবা আদলুন হাফিয (ন্যায়পরায়ণ মুখস্থকারী), অথবা) আদলুন (দাবিত (ন্যায়পরায়ণ সুসংরক্ষক))।

আর যাহাবী ও ইরাকী যে স্তরটি বাড়িয়েছেন, তা এর (উল্লেখিতগুলোর) চেয়েও উচ্চতর। সেটি হলো: যখন উল্লিখিত পরিভাষাসমূহের মধ্যে কোনো একটিকে পুনরাবৃত্তি করা হয়, হয় হুবহু একই শব্দ দ্বারা, যেমন 'ছিকাহ ছিকাহ', অথবা ভিন্ন শব্দ দ্বারা, যেমন 'ছিকাহ ছাবত' অথবা 'ছিকাহ'

(ص: 405) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

حُجَّةٌ أَوْ ثِقَّةٌ حَافِظٌ، وَالْمَرْتَبَةُ الَّتِي زَادَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ التَّكْرِيرِ، وَهِيَ:
الْوَصْفُ بِأَفْعَلٍ كَأَوْثَقِ النَّاسِ وَأَثْبَتِ النَّاسِ، أَوْ نَحْوِهِ، كَالِيهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثْبُتِ.
قُلْتُ: وَمِنْهُ، لَا أَحَدٌ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَمَنْ مِثْلُ فُلَانٍ، وَفُلَانٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَلَمْ أَرْ مَنْ
ذَكَرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، وَهِيَ فِي الْفَاضِلِ.
فَالْمَرْتَبَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَعْلَى، هِيَ ثَالِثَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ.

(الثَّانِيَّة) مِنَ الْمَرَاتِبِ وَهِيَ رَابِعَةٌ بِحَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ (صَدُوقٌ، أَوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ) .

زَادَ الْعِرَاقِيُّ: أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ، أَوْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ) مَنْ قِيلَ فِيهِ ذَلِكَ (هُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَّةُ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (وَهُوَ كَمَا قَالَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تُشْعِرُ بِالضَّبْطِ، فَيُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ بِمُوَافَقَةِ الضَّابِطِينَ) (عَلَى مَا تَقَدَّمَ) فِي أَوَائِلِ هَذَا النَّوعِ.
(وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ) أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي خَيْثَمَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقُولُ:

-

[তাদরীবুর রাবী]

প্রমাণস্বরূপ বা নির্ভরযোগ্য হাফেয। আর যে স্তরটি শাইখুল ইসলাম বৃদ্ধি করেছেন তা পুনরাবৃত্তির স্তর থেকে উচ্চতর। এবং তা হলো 'আফ'আল' (উৎকর্ষমূলক ক্রিয়া) দ্বারা গুণান্বিত করা, যেমন 'মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য' (আওসাকুন-নাস) এবং 'মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ়' (আসবাতুন-নাস) বা এ ধরনের অন্য কিছু, যেমন 'তাঁতেই দৃঢ়তার চরম সীমা' (ইলাইহিল-মুনতাহা ফিত-তাছাব্বুত)।

আমি বলি: এবং এগুলোর মধ্যে (রয়েছে): 'তার চেয়ে অধিক দৃঢ় কেউ নেই', এবং 'অমুকের মতো কে আছে?', এবং 'অমুক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই'। আমি এমন কাউকে দেখিনি যে এই তিনটি উল্লেখ করেছে, অথচ এগুলো তাদের (মুহাদ্দিসদের) শব্দাবলীর মধ্যেই বিদ্যমান।

সুতরাং, মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) যে উচ্চতর স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন, তা বাস্তবে তৃতীয়। (স্তরসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়টি) এবং আমাদের উল্লেখ অনুযায়ী তা চতুর্থ (সাদুক – সত্যবাদী, অথবা তার স্থান হলো সত্যবাদিতা, অথবা তার মধ্যে কোনো আপত্তি নেই)।

ইরাকী (রহ.) আরও যোগ করেছেন: অথবা 'মা'মুন' (আস্থাভাজন), অথবা 'খিয়ার' (উত্তম), অথবা 'তার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই'।

(ইবনে আবি হাতিম বলেছেন) যার সম্পর্কে এমনটি বলা হয়েছে (তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যার হাদিস লেখা হবে এবং তাতে (পর্যালোচনা করে) দেখা হবে, আর এটি দ্বিতীয় মর্যাদা)। ইবনে সালাহ বলেছেন (এবং তিনি যেমন বলেছেন সেটাই ঠিক, কারণ এই অভিব্যক্তি (বর্ণনাকারীর) নির্ভুলতা নির্দেশ করে না, সুতরাং তার হাদিস বিবেচিত হবে) দুই নির্ভরযোগ্য (নির্ভুল) বর্ণনাকারীর সাথে মিলে যাওয়ার মাধ্যমে (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এই প্রকারের শুরুর অংশে।

(এবং ইয়াহিয়া ইবনে মায়ীন থেকে বর্ণিত) যে তিনি আবু খাইসামাকে বলেছিলেন, যখন আবু খাইসামা তাঁকে বলেছিলেন: 'আপনি বলছেন:'

(ص: 406) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فُلَانٌ ضَعِيفٌ (إِذَا قُلْتُ) لَكَ (لَا بَأْسَ بِهِ فَهُوَ ثِقَّةٌ) وَإِذَا قُلْتُ لَكَ: هُوَ ضَعِيفٌ فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، فَأَشْعَرَ بِاسْتِوَاءِ اللَّفْظَيْنِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ حِكَايَةٌ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، بَلْ نِسْبَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ خَاصَّةٌ (وَلَا يَقَاوِمُ قَوْلُهُ عَنْ نَفْسِهِ نَقْلَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَهْلِ الْفَنِّ).

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ مَعِينٍ: إِنَّ قَوْلِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَقَوْلِي ثِقَّةٌ، حَتَّى يَلْزَمَ مِنْهُ التَّسْوِيَةُ، إِنَّمَا قَالَ: إِنَّ مَنْ قَالَ فِيهِ هَذَا فَهُوَ ثِقَّةٌ، وَلِلثِقَةِ مَرَاتِبٌ، فَالتَّعْبِيرُ بِثِقَةٍ أَرْفَعُ مِنَ التَّعْبِيرِ بِلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مُطْلَقِ الثَّقَّةِ.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقِيلَ لَهُ أَكَانَ ثِقَةً؟ فَقَالَ: كَانَ صَدُوقًا وَكَانَ مَأْمُونًا وَكَانَ خَيْرًا، الثَّقَّةُ شُعْبَةٌ وَسُفْيَانٌ.

وَحَكَى الْمَرْوُذِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ حَنْبَلٍ: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَّةٌ؟ قَالَ: تَدْرِي مَا الثَّقَّةُ؟ إِنَّمَا الثَّقَّةُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ.

[তাদরীবুর রাবী]

অমুক ব্যক্তি 'ليس به بأس' (দোষমুক্ত), অমুক ব্যক্তি 'ضعيف' (দুর্বল)। (যদি আমি তোমাকে বলি,) "তার মধ্যে কোনো দোষ নেই" (يا بأس به), তাহলে সে 'ثقة' (নির্ভরযোগ্য)। এবং যদি আমি তোমাকে বলি: "সে দুর্বল" (ضعيف), তখন সে 'ثقة' (নির্ভরযোগ্য) নয়, তার হাদিস লেখা যাবে না। এতে উভয় শব্দের সমতা প্রতীয়মান হয়।

ইবনে সালাহ বলেছেন: এতে হাদিস বিশারদদের অন্য কারো থেকে বর্ণনা নেই, বরং এটি বিশেষভাবে তাঁর নিজের প্রতি আরোপিত। (এবং তাঁর নিজের সম্পর্কে তাঁর উক্তি শাস্ত্রবিদদের থেকে ইবনে আবি হাতেমের বর্ণনার সমকক্ষ নয়)।

ইরাকি বলেছেন: ইবনে মাঈন এমন কথা বলেননি যে, আমার উক্তি "ليس به بأس" (তার মধ্যে কোনো দোষ নেই) আমার উক্তি "ثقة" (নির্ভরযোগ্য)-এর মতো, যার দ্বারা উভয়ের সমতা আবশ্যিক হয়। বরং তিনি বলেছেন: যার সম্পর্কে তিনি এ কথা বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য। আর নির্ভরযোগ্যতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অতএব, "ثقة" (নির্ভরযোগ্য) দ্বারা প্রকাশ করা "يا بأس به" (তার মধ্যে কোনো দোষ নেই) দ্বারা প্রকাশ করার চেয়ে উচ্চতর, যদিও উভয়ই নিরঙ্কুশ নির্ভরযোগ্যতায় অংশীদার।

এর প্রমাণ হলো এই যে, ইবনে মাহদি বলেছেন: আবু খালদা আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তিনি কি নির্ভরযোগ্য ছিলেন? তিনি বললেন: তিনি সত্যবাদী ছিলেন, বিশ্বস্ত ছিলেন এবং ভালো মানুষ ছিলেন। (তবে) আসল 'ثقة' (নির্ভরযোগ্য) হচ্ছেন শু'বা ও সুফিয়ান।

মাররুফী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলাম: আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আতা কি নির্ভরযোগ্য? তিনি বললেন: 'ثقة' (নির্ভরযোগ্য) বলতে তুমি কী বোঝো? প্রকৃতপক্ষে 'ثقة' (নির্ভরযোগ্য) হলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান।

দৃষ্টি আকর্ষণ

যাহাবী তাদের উক্তি: "محله الصدق" (তার স্থান সত্যবাদিতা) কে তাদের উক্তি "صدوق" (সত্যবাদী) এর পরবর্তী স্তরে রেখেছেন, যা

[تدريب الراوي]

تَلِيهَا، وَتَبِعَهُ الْعِرَاقِيُّ لِأَنَّ صَدُوقًا مُبَالَغَةً فِي الصِّدْقِ، بِخِلَافِ مَحَلُّهُ الصِّدْقِ، فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا مَحَلُّهُ وَمَرْتَبَتُهُ مُطْلَقُ الصِّدْقِ.

(الثَّالِثَةُ) مِنَ الْمَرَاتِبِ وَهِيَ خَامِسَةٌ بِحَسَبِ مَا ذَكَرْنَا: (شَيْخٌ).

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: (فِي كُتُبِ) حَدِيثُهُ (وَيُنْظَرُ) فِيهِ، وَزَادَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقِ، إِلَى الصِّدْقِ مَا هُوَ، شَيْخٌ وَسَطٌ، مُكَرَّرٌ، جَيِّدُ الْحَدِيثِ، حَسَنُ الْحَدِيثِ.

وَزَادَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: صَدُوقٌ سَيِّئُ الْحِفْظِ، صَدُوقٌ يَهُمُّ، صَدُوقٌ لَهُ أُوهَامٌ، صَدُوقٌ يُخْطِئُ، صَدُوقٌ تَغَيَّرَ بِآخِرَةٍ.

قَالَ: وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ، مَنْ رُمِيَ بِنَوْعِ بِدْعَةٍ، كَالْتَشْيِيعِ وَالْقَدَرِ وَالنَّصْبِ وَالْإِرْجَاءِ وَالتَّجَهُمِ.

(الرَّابِعَةُ) وَهِيَ سَادِسَةٌ بِحَسَبِ مَا ذَكَرْنَا (صَالِحُ الْحَدِيثِ) فَإِنَّهُ (يُكْتَبُ) حَدِيثُهُ (لِلْإِعْتِبَارِ).

وَزَادَ الْعِرَاقِيُّ فِيهَا، صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، صُوَيْلِحٌ.

[তাদরিবুর রাবী]

এর পরেই আসে, এবং ইরাকী তার অনুসরণ করেছেন। কারণ 'সাদুক' (صدوق) সততার ক্ষেত্রে বাড়তি জোর দেয়, 'মাহাল্লুহুস সিদক' (محله الصدق) এর বিপরীত। কারণ এটি নির্দেশ করে যে, এর অধিকারী ব্যক্তির অবস্থান ও মর্যাদা হলো সম্পূর্ণ সততা।

(তৃতীয়) স্তরসমূহের মধ্যে, আর আমরা যা উল্লেখ করেছি সে অনুযায়ী এটি পঞ্চম: (শাইখ)।

ইবনু আবী হাতেম বলেছেন: তার হাদীস লেখা হবে এবং তাতে দৃষ্টি দেওয়া হবে। আর ইরাকী এই স্তরে তাদের উক্তি 'মাহাল্লুহুস সিদক'-এর সাথে আরও যোগ করেছেন: 'ইলা সিদকি মা হুয়া' (তার সততা যেমন), 'শাইখুন ওয়াসাত' (মধ্যম শাইখ), 'মুকররার' (পুনরাবৃত্ত/সুপরিচিত), 'জাইয়্যিদুল হাদীস' (উত্তম হাদীস), 'হাসানুল হাদীস' (সুন্দর হাদীস)। আর শাইখুল ইসলাম আরও যোগ করেছেন: সাদুকুন সাইয়্যিউল হিফয (সাদুক, যার স্মরণশক্তি দুর্বল), সাদুকুন ইয়াহিমু (সাদুক, যে ভুল করে), সাদুকুন লাহু আওহাম (সাদুক, যার ভ্রান্তি আছে), সাদুকুন ইউখতিউ (সাদুক, যে ভুল করে), সাদুকুন তাগাইয়্যারা বিআখিরাতিন (সাদুক, যে শেষ বয়সে পরিবর্তিত হয়েছে)।

তিনি বলেছেন: এবং এর সাথে সংযুক্ত করা হবে তাকে, যে কোনো ধরনের বিদ'আত দ্বারা অভিযুক্ত, যেমন তাশাইয়্যু' (শিয়া মতাদর্শ), আল-কাদার (কাদারিয়া মতবাদ), আন-নাসব (নাসিবিয়া মতবাদ), আল-ইরজা (মুরজিয়া মতবাদ) এবং আত-তাজাহুহ (জাহমিয়া মতবাদ)।

(চতুর্থ), আর আমরা যা উল্লেখ করেছি সে অনুযায়ী এটি ষষ্ঠ: (সালিহুল হাদীস)। কারণ তার হাদীস বিবেচনার জন্য লেখা হয়।

আর ইরাকী এতে আরও যোগ করেছেন: সাদুকুন ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে সত্যবাদী), আরজু আন লা বা'সা বিহী (আমি আশা করি তার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই), সুওয়াইলিহ (সামান্য সালিহ)।

(ص: 408) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَرَزَاةَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَقْبُولٌ.

(وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْجَرَحِ فَمَرَاتِبُ) أَيْضًا أَدْنَاهَا مَا قَرُبَ مِنَ التَّعْدِيلِ (فَإِذَا قَالُوا: لَيْنَ الْحَدِيثِ كَتَبَ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ) فِيهِ (اعْتِبَارًا، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ) لَبَّا قَالَ لَهُ حَبْرَةٌ بُنْ

يُوسُفَ السَّهْمِيُّ: إِذَا قُلْتَ فَلَانٌ لَّيِّنٌ، أَيْشِ ثُرَيْدٌ؟ (إِذَا قُلْتَ لَيِّنٌ) الْحَدِيثُ (لَا يَكُونُ سَاقِطًا) مَثْرُوكَ الْحَدِيثِ (وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يَسْقُطُ عَنِ الْعَدَالَةِ).
 وَمِنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ: فِيهِ لَيِّنٌ، فِيهِ مَقَالٌ، ضَعْفٌ، تَعَرَّفَ وَتَنَكَّرَ، وَلَيْسَ بِذَلِكَ، لَيْسَ بِالْمَتَيْنِ، لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَيْسَ بِعُمْدَةٍ، لَيْسَ بِبِرْضِيٍّ لِلضَّعْفِ مَا هُوَ، فِيهِ خَلْفٌ، تَكَلَّمُوا فِيهِ، مَطْعُونٌ فِيهِ، سَيِّءُ الْحِفْظِ.
 (وَقَوْلُهُمْ لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ) أَيْضًا (حَدِيثُهُ) لِلْإِعْتِبَارِ (وَهُوَ دُونَ لَيِّنٍ) فَهِيَ أَشَدُّ فِي الضَّعْفِ.
 (وَإِذَا قَالُوا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فَدُونَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَلَا يُطْرَحُ بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ)

[তাদরীবুর রাবী]

এবং শাইখুল ইসলাম মাকবুল যোগ করেছেন।

(আর জারহ (দুর্বলতা)-এর শব্দগুলোও বিভিন্ন স্তরের) যার সর্বনিম্ন স্তর হলো যা তা'দীল (বিশুদ্ধকরণ)-এর কাছাকাছি। (সুতরাং যখন তারা বলে: 'লায়িনুল হাদীস' (দুর্বল হাদীস), তখন তার হাদীস লেখা হয় এবং তা) 'ই'তিবার' (পর্যালোচনা) হিসেবে (দেখা হয়। আর দারাকুতনী বলেছেন) যখন হামযাহ ইবনে ইউসুফ আস-সাহমী তাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'যখন আপনি বলেন, 'অমুক লায়িন (দুর্বল)', তখন আপনি কী বোঝাতে চান?' (তিনি বললেন) 'যখন আমি 'লায়িন' (দুর্বল) বলি, তখন তা 'সাকিত' (পরিত্যক্ত) বা 'মাতরু'কুল হাদীস' (যার হাদীস পরিত্যাজ্য) হয় না, (বরং এমন কিছু দিয়ে জারহ (দুর্বল করা) হয় যা তাকে 'আদালাত' (নির্ভরযোগ্যতা) থেকে ফেলে দেয় না)।

এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত আল-ইরাকী যা উল্লেখ করেছেন: 'ফিহি লীন' (তার মধ্যে দুর্বলতা আছে), 'ফিহি মাকালুন' (তার সম্পর্কে কথা আছে), 'দু'ইফফা' (তাকে দুর্বল বলা হয়েছে), 'তা'আররাফা ওয়াতানাক্কারা' (পরিচিতি ও অস্বীকৃতি এসেছে), 'লাইসা বি-যাকা' (তেমন নির্ভরযোগ্য নয়), 'লাইসা বিল-মাতীন' (দৃঢ় নয়), 'লাইসা বি-হুজ্জাতিন' (প্রমাণ নয়), 'লাইসা বি-উমদাহ' (ভরসার পাত্র নয়), 'লাইসা বি-মারদিয়িন লিদ-দা'ফ মা হুওয়া' (দুর্বলতার কারণে সে সম্ভ্রষ্টজনক নয়),

'ফিহি খালাফুন' (তার মধ্যে বিরোধ আছে), 'তাকাল্লামু ফীহি' (তার সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে), 'মাত'উনুন ফীহি' (তার ওপর অভিযোগ আছে), 'সায়িউল হিফয' (দুর্বল স্মৃতিশক্তি)। (আর তাদের উক্তি 'লাইসা বি-কাওয়িয়্যিন' (শক্তিশালী নয়) তার হাদীসও) 'ই'তিবার' (পর্যালোচনা) এর জন্য (লেখা হয়)। (আর এটি 'লায়্যিন' (দুর্বল) এর চেয়ে নিম্নমানের), সুতরাং এটি দুর্বলতার ক্ষেত্রে আরও কঠোর। (আর যখন তারা বলে: 'দ্বা'য়ীফুল হাদীস' (দুর্বল হাদীস), তখন তা 'লাইসা বি-কাওয়িয়্যিন' এরও নিচে, এবং তা ফেলে দেওয়া হয় না, বরং এর দ্বারা 'ই'তিবার' (পর্যালোচনা) করা হয়)।

(ص: 409) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

أَيْضًا، وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ ثَالِثَةٌ، وَمِنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ، ضَعِيفٌ فَقَطْ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَاهٍ ضَعْفُهُ.
(وَإِذَا قَالُوا: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَوْ وَاهِيهِ أَوْ كَذَّابٌ فَهُوَ سَاقِطٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ) وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ، وَلَا يُسْتَشْهَدُ، إِلَّا أَنْ هَاتَيْنِ مَرْتَبَتَانِ وَقَبْلَهُمَا مَرْتَبَةٌ أُخْرَى، لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهَا أَيْضًا، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ.
فَالْمَرْتَبَةُ الَّتِي قَبْلُ وَهِيَ الرَّابِعَةُ، رُدَّ حَدِيثُهُ، رُدُّوا حَدِيثَهُ، مَرْدُودُ الْحَدِيثِ، ضَعِيفٌ جِدًّا، وَاهٍ بَرَّةً، طَرَحُوا حَدِيثَهُ، مُطْرَحٌ، مُطْرَحُ الْحَدِيثِ، اِزْمَ بِهِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَا يُسَاوِي شَيْئًا.
وَيَلِيهَا، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، مَتْرُوكٌ، تَرَكُوهُ، ذَاهِبٌ، ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، سَاقِطٌ، هَالِكٌ، فِيهِ نَظَرٌ، سَكَنُوا عَنْهُ، لَا يُعْتَبَرُ بِهِ، لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ، لَيْسَ بِالثِّقَةِ، لَيْسَ بِثِقَةٍ، غَيْرُ ثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ، مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ أَوْ بِالْوَضْعِ.
وَيَلِيهَا كَذَّابٌ، يَكْذِبُ، دَجَالٌ، وَضَاعٌ، يَضَعُ، وَضَعَ حَدِيثًا.

(وَمِنْ أَلْفَاظِهِمْ) فِي الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ (فُلَانٌ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَسَطٌ، مُقَارِبُ الْحَدِيثِ)
وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا شَيْخٌ، وَهِيَ

-

[তাদরীবুর রাবী]

এছাড়াও, এটি একটি তৃতীয় স্তর। এই স্তর থেকে, যা ইরাকী উল্লেখ করেছেন, (এমন রাবী হলেন) শুধু দুর্বল, মুনকারুল হাদীস (যার হাদীস মুনকার), তার হাদীস মুনকার, ওয়াহী (অত্যন্ত দুর্বল), তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(এবং যখন তারা বলে: মাতরুকুল হাদীস (যার হাদীস পরিত্যাজ্য) অথবা ওয়াহীহী (অত্যন্ত দুর্বল) অথবা কায্যাব (মিথ্যাবাদী), তখন সে সাকিত (অপ্রমাণিত), যার হাদীস লেখা হয় না)।

তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না, এবং এর দ্বারা শাহেদ বা মুতাবাত হিসেবেও প্রমাণ পেশ করা হয় না। তবে এ দুটি (প্রকৃতপক্ষে) দুটি স্তর, এবং এগুলোর আগে আরেকটি স্তর রয়েছে, যার হাদীসকেও নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। আর ইরাকী এটি স্পষ্ট করেছেন।

সুতরাং পূর্ববর্তী স্তর, যা চতুর্থ, (তার সম্পর্কে বলা হয়) তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তারা তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছে, মারদুদুল হাদীস (প্রত্যাখ্যাত হাদীস), অত্যন্ত দুর্বল, একদম দুর্বল/নগণ্য, তারা তার হাদীস ফেলে দিয়েছে, মুত্বরাহ (বর্জনীয়), মুত্বরাহুল হাদীস (বর্জনীয় হাদীস), এটা ফেলে দাও, এটা কিছুই নয়, এর কোনো মূল্য নেই।

এবং এর পরবর্তী স্তর হলো, মাতরুকুল হাদীস, মাতরুক (পরিত্যাজ্য), তারা তাকে পরিত্যাগ করেছে, যাহিব (অর্থহীন), যাহিবুল হাদীস (অর্থহীন হাদীস), সাকিত (অপ্রমাণিত), হালিক (বিনষ্ট), এতে (তার সম্পর্কে) বিবেচনা/সন্দেহ আছে, তারা তার বিষয়ে নীরব থেকেছে, তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না, তার হাদীসকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না, সে বিশ্বস্ত নয়, সে বিশ্বস্ত নয়, না বিশ্বস্ত, না বিশ্বস্তযোগ্য, মিথ্যা বলা বা জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

এবং এর পরবর্তী স্তর হলো কায্যাব (মিথ্যাবাদী), সে মিথ্যা বলে, দাজ্জাল (প্রতারক), ওয়াদ্দা' (জালকারী), সে জাল করে, সে হাদীস জাল করেছে।

(এবং তাদের পরিভাষার মধ্যে) জারহ ওয়া তা'দীল-এ (পর্যালোচনা ও সত্যায়ন-এ) (অমুক ব্যক্তি, তার থেকে লোকেরা বর্ণনা করেছে, 'ওয়াসাত' (মধ্যম), 'মুকারিবুল হাদীস' (যার হাদীস কাছাকাছি/গ্রহণযোগ্য)।) আর এই তিনটি পরিভাষা এমন স্তরের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে একজন শাইখকে উল্লেখ করা হয়, এবং এটি হল

[تدريب الراوي]

الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، (مُضْطَرَبٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ مَجْهُولٌ) وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَرْتَبَةِ الَّتِي فِيهَا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّجْرِيجِ.

(لَا شَيْءَ) هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ رَدِّ حَدِيثِهِ، الَّتِي أَهْمَلَهَا الْمُصَنِّفُ وَهِيَ الرَّابِعَةُ (لَيْسَ بِذَلِكَ، لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيُّ، فِيهِ) ضَعْفٌ، (أَوْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ) هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ لَيْسَ الْحَدِيثِ، وَهِيَ الْأُولَى، (مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا)، هَذِهِ أَيْضًا مِنْهَا، أَوْ مِنْ آخِرِ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ، كَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذِهِ أَرْفَعُ فِي التَّعْدِيلِ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْبَأْسِ حُصُولُ الرَّجَاءِ بِذَلِكَ.

قُلْتُ: وَإِلَيْهِ يُشِيرُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ (وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعَانِيهَا) وَمَرَاتِبُهَا (بِمَا تَقَدَّمَ) وَقَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ.

- 1

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: الْبُخَارِيُّ يُطْلِقُ: فِيهِ نَظَرٌ وَسَكَتُوا عَنْهُ فِيمَنْ تَرَكُوا حَدِيثَهُ، وَيُطْلِقُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ.

গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত তা'দীলের (প্রশংসা) পর্যায়সমূহের মধ্যে তৃতীয়টি হলো: (মুদতারিব, লা ইউহতাজ্জু বিহ, মাজহুল)। এই তিনটি শব্দ সেই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে বলা হয়: য'য়ীফুল হাদীস। এটি তাজরীহের (দোষারোপ) তৃতীয় পর্যায়।

(লা শাই') - এটি 'রুদদা হাদীসুহু' (তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যা গ্রন্থকার বাদ দিয়েছেন এবং এটি চতুর্থ পর্যায়। (লাইসা বি যালিকা, লাইসা বি যাকাল কাভিয়্যি, ফীহি) য'য়ফুন (দুর্বলতা), (অথবা ফী হাদীসিহি য'য়ফুন) - এটি 'লাইয়িনুল হাদীস' (নরম হাদীস) পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি প্রথম পর্যায়। (মা আ'লামু বিহি বা'সান) - এটিও এর অন্তর্ভুক্ত, অথবা তা'দীলের (প্রশংসা) শেষ পর্যায়ের, যেমন: 'আরজু আন লা বা'সা বিহ' (আমি আশা করি এতে কোনো ক্ষতি নেই)।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: তা'দীলের ক্ষেত্রে এটিই অধিকতর উন্নত, কারণ কোনো অসুবিধা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে আশা সৃষ্টি হবে।

আমি বলি: গ্রন্থকারের কর্মপদ্ধতিও এর দিকেই ইঙ্গিত করে। (এবং এর অর্থসমূহ ও স্তরসমূহ প্রমাণ করা হয়) যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা। আর তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

1 -

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্যসমূহ

প্রথম: ইমাম বুখারী (রহ.) 'ফিহি নাযারুন' (এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে) এবং 'ওয়াসাকাতু আনহু' (তারা তার ব্যাপারে নীরব ছিলেন) ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করেন যার হাদীস তারা পরিত্যাগ করেছেন। আর 'মুনকারুল হাদীস' (অস্বীকৃত হাদীস) ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করেন যার থেকে বর্ণনা করা বৈধ নয়।

(ص: 411) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الثَّانِي: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَرَاتِبِ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْعَدَالَهَ تَتَجَزَّأُ لِكِنَّهُ بِاعْتِبَارِ الضَّبْطِ، وَهَلْ تَتَجَزَّأُ بِاعْتِبَارِ الدِّينِ؟ وَجَهَانِ فِي الْفِقْهِ، وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ فِي تَجْزِي الْاجْتِهَادِ وَهُوَ

الْأَصَحُّ فِيهِ، وَقِيَاسُهُ بِتَجَزُّؤِ الْحِفْظِ فِي الْحَدِيثِ، فَيَكُونُ حَافِظًا فِي نَوْعٍ دُونَ نَوْعٍ مِنَ الْحَدِيثِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

الثَّالِثُ: قَوْلُهُمْ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: ضُبِطَ فِي الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَقِيلَ: إِنَّ ابْنَ السَّيِّدِ حَكَى فِيهِ الْفَتْحَ وَالْكَسَرَ، وَأَنَّ الْكَسَرَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْدِيلِ، وَالْفَتْحَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّجْرِيعِ، قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ، بَلِ الْفَتْحُ وَالْكَسَرُ مَعْرُوفَانِ، حَكَاهُمَا ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ، وَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ أَلْفَاظِ التَّعْدِيلِ. وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ الذَّهَبِيُّ قَالَ: وَكَأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ فَهِمَ مِنْ فَتْحِ الرَّاءِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُقَارِبَ هُوَ الرَّدِّيُّ، وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الْعَوَامِ وَلَيْسَ مَعْرُوفًا فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْوُجْهِينِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا» فَمَنْ كَسَرَ قَالَ إِنَّ مَعْنَاهُ حَدِيثُهُ مُقَارِبٌ لِحَدِيثِ غَيْرِهِ، وَمَنْ فَتَحَ قَالَ مَعْنَاهُ إِنَّ حَدِيثَهُ يُقَارِبُهُ حَدِيثُ غَيْرِهِ، وَمَادَّةُ فَاعَلٍ تَقْتَضِي

[তাদরীবুর রাবী]

দ্বিতীয়: পূর্বে উল্লেখিত স্তরগুলো স্পষ্ট করে যে, আদালাত (বিশ্বস্ততা) বিভাজ্য, তবে তা 'দাবত' (বিশুদ্ধ স্মরণশক্তি) এর দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে দীনের (ধর্মনিষ্ঠা) দৃষ্টিকোণ থেকে কি তা বিভাজ্য? ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) এ দুটি অভিমত রয়েছে। এর অনুরূপ হলো ইজতিহাদের বিভাজ্যতা নিয়ে মতভেদ, এবং এই বিষয়ে এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত। এর উপমা হলো হাদীসের ক্ষেত্রে হিফজ (স্মরণশক্তি) এর বিভাজ্যতা, ফলে সে এক প্রকারের হাদীসে হাফিয (স্মরণকারী) হতে পারে, অন্য প্রকারের হাদীসে নয়। তবে এতে গবেষণার অবকাশ আছে।

তৃতীয়: তাদের উক্তি 'মুকারিবুল হাদীস'। ইরাকী বলেছেন: সহীহ উসুল (মূলনীতি) সমূহে এটি 'রা' অক্ষরের নিচে যের (kasra) সহকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইবনুস সাইয়িদ এতে ফাখাহ (উপরের যবর) এবং কাসরা (নিচের যের) উভয়টি বর্ণনা করেছেন, এবং কাসরা (যের) তা'দীল (বিশ্বস্ততা বর্ণনা) এর শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত, আর ফাখাহ (যবর) তাজরুহ (অবিশ্বস্ততা বর্ণনা) এর শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি (ইরাকী) বলেছেন: এটি সহীহ নয়। বরং

ফাথাহ (যবর) এবং কাসরা (যের) উভয়টিই পরিচিত, ইবনুল আরাবী তিরমিযীর শারহে (ব্যাখ্যায়) উভয়টি বর্ণনা করেছেন, এবং উভয়টিই সর্বাবস্থায় তা'দীল (বিশ্বস্ততা বর্ণনা) এর শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

যাদের মধ্যে যাহাবীও এ কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন: মনে হয়, যারা এ কথা বলেছেন, তারা 'রা' এর উপর ফাথাহ (যবর) থেকে বুঝেছেন যে, 'মুক্কারিব' (নিকটবর্তী) বস্তুটি হলো নিকৃষ্ট। এটি সাধারণ মানুষের কথা এবং অভিধানে এটি পরিচিত নয়। বরং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: «সাদিদু ওয়া ক্বারিবু» (সঠিকভাবে লক্ষ্য করো এবং নিকটবর্তী হও) এর উভয় অর্থের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, যিনি যের (kasra) দিয়ে পাঠ করেন, তিনি বলেন যে, এর অর্থ হলো তার হাদীস অন্যের হাদীসের কাছাকাছি। আর যিনি যবর (fatha) দিয়ে পাঠ করেন, তিনি বলেন যে, এর অর্থ হলো তার হাদীসের কাছাকাছি অন্যের হাদীস। এবং ফায়া'আলা (فَاعَلْ) ধাতুটির গঠন দাবি করে

(ص: 412) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

المُشَارَكَةُ انْتَهَى.

وَمِمَّنْ جَزَمَ بِأَنَّ الْفَتْحَ تَجْرِيجُ الْبُلْقِينِي فِي "مَحَاسِنِ الْإِصْطِلَاحِ"، وَقَالَ: حَكَى ثَعْلَبٌ: تَبَرُّ مُقَارِبٌ، أَيْ رَدِيءٌ انْتَهَى.

وَقَوْلُهُمْ إِلَى الصِّدْقِ مَا هُوَ، وَلِلضَّعْفِ مَا هُوَ مَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنَ الصِّدْقِ وَالضَّعْفِ، فَحَرْفُ الْجَرِّ يَتَعَلَّقُ بِقَرِيبٍ مُقَدَّرًا، وَمَا زَائِدَةٌ فِي الْكَلَامِ، كَمَا قَالَ عِيَّاضٌ وَالْمُصَنِّفُ فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ عِنْدَ مُسْلِمٍ «مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ»، مَا هُوَ "الْمُرَادُ إِثْبَاتُ أَنَّهُ فِي جِهَةِ الْمَشْرِقِ.

وَقَوْلُهُمْ وَاهٍ بِرَّةٍ أَيْ قَوْلًا وَاحِدًا لَا تَرَدُّدَ فِيهِ، فَكَأَنَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ، وَقَوْلُهُمْ: تَعَرَّفَ وَتَنَكَّرَ، أَيْ يَأْتِي مَرَّةً بِالْمُنَاكِيرِ وَمَرَّةً بِالْمَشَاهِيرِ.

[তাদরীবুর রাবী]

মুশারাকাহ অধ্যায় সমাপ্ত হলো।

যারা দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, 'আল-ফাতহ' হলো 'তাজরীহ' (দোষারোপ বা বর্ণনাকারীর ত্রুটি চিহ্নিতকরণ), তাদের মধ্যে রয়েছেন আল-বুলক্বীনী তাঁর "মাহাসিনুল ইসতিল্লাহ" গ্রন্থে। তিনি বলেছেন: সা'লাব বর্ণনা করেছেন: "তিবরুন মুকারিব", অর্থাৎ নিকৃষ্ট। সমাপ্ত।

আর তাদের উক্তি: "ইলাস্ সিদকি মা হুয়া" (সত্যের দিকে কী?), এবং "লিদ-দ্বা'ফি মা হুয়া" (দুর্বলতার জন্য কী?) এর অর্থ হলো, সত্য ও দুর্বলতার কাছাকাছি। সুতরাং, হরফে জার (অব্যয়) একটি অনুমিত 'কারিব' (কাছাকাছি) এর সাথে সম্পর্কিত, এবং 'মা' বাক্যে অতিরিক্ত (জায়িদাহ)। যেমনটি কাযী আয়াদ এবং মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ইমাম মুসলিমের "হাদীসে জাসসাসাহ" প্রসঙ্গে বলেছেন: «মিন কিবালিল মাশরিক» (পূর্ব দিক থেকে) – এর উদ্দেশ্য হলো এটি যে পূর্ব দিকে অবস্থিত, তা প্রমাণ করা।

আর তাদের উক্তি: "ওয়াহিন বি-মাররাতিন" (একেবারে দুর্বল), অর্থাৎ এমন একটি বক্তব্য যাতে কোনো দ্বিধা নেই। সুতরাং, যেন 'বা' (ب) বর্ণটি অতিরিক্ত। আর তাদের উক্তি: "তা'আররাফা ওয়া তনাক্কারা" (পরিচিত হলো এবং অপরিচিত হলো), অর্থাৎ সে কখনও মানাকীর (অস্বাভাবিক বা প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা) নিয়ে আসে এবং কখনও মাশাহীর (সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনা) নিয়ে আসে।

(ص: 413) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الرَّابِعُ وَالْعَشْرُونَ: كَيْفِيَّةُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ، وَتَحْمُلُهُ، وَصِفَةُ ضَبْطِهِ: تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ مَا تَحْمَلُهُ قَبْلَهُمَا، وَمَنْعَ الثَّانِي قَوْمٌ فَأَخْطُوا. قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَقِيلَ بَعْدَ عَشْرِينَ، وَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ التَّبْكِيْرُ بِهِ مِنْ حِينَ يَصِحُّ سَمَاعُهُ، وَبِكُتْبِهِ وَتَقْيِيدِهِ حِينَ يَتَأَهَّلُ لَهُ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ.

وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ أَهْلَ الصَّنْعَةِ حَدَّدُوا أَوَّلَ زَمَنِ يَصِحُّ فِيهِ السَّاعُ بِخُمْسِ سِنِينَ، وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الْعَمَلُ.

وَالصَّوَابُ اعْتِبَارُ التَّيْيِيزِ، فَإِنْ فَهِمَ الْخَطَابَ وَرَدَّ الْجَوَابَ كَانَ مُبَيَّنًا صَحِيحَ السَّاعِ، وَإِلَّا فَلَا، وَرَوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

[تدريب الراوي]

[النُّوعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كَيْفِيَّةُ سَبَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحْمُلُهُ وَصِفَةُ ضَبْطِهِ] [أول زمن يصح فيه سباع الحديث]

(النُّوعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: كَيْفِيَّةُ سَبَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحْمُلُهُ وَصِفَةُ ضَبْطِهِ: تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ مَا تَحْمَلُهُ قَبْلَهُمَا) فِي حَالِ الْكُفْرِ وَالصِّبَا (وَمَنْعُ الثَّانِي) أَبِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَا تَحْمَلُهُ فِي الصِّبَا (قَوْمٌ فَأَخْطَأُوا) لِأَنَّ النَّاسَ قَبِلُوا رِوَايَةَ أَحَدِ الصَّحَابَةِ كَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالتُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ وَالْبُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَغَيْرِهِمْ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحْمَلُوهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ. وَكَذَلِكَ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُحْضِرُونَ الصَّبِيَّانَ مَجَالِسَ الْحَدِيثِ وَيَعْتَدُونَ بِرِوَايَتِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ.

وَمِنْ أَمْثَلَةٍ مَا تَحَمَّلَ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ: «حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، وَكَانَ جَاءَ فِي فِدَاءٍ أَسْرَى بَدْرٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: " وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي » . وَلَمْ يَجْرِ الْخِلَافُ السَّابِقُ هُنَا، كَأَنَّهُ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَضْبُطُ غَالِبًا مَا تَحْمَلُهُ فِي صِبَاهُ

চতুর্বিংশতম প্রকার: হাদিস শ্রবণের পদ্ধতি, তার ধারণ ও স্মৃতিরক্ষার গুণাবলী: সাবালক মুসলিমের সেই রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য যা সে উভয়ের (কুফর ও শৈশবের) পূর্বে ধারণ করেছে, আর দ্বিতীয়টিকে (শৈশবে ধারণকৃত রেওয়ায়েত) একদল লোক প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তারা ভুল করেছে।

একদল উলামা বলেছেন: তিরিশ বছর বয়সের পর হাদিস শ্রবণ শুরু করা মুস্তাহাব। আবার বলা হয়েছে বিশ বছর বয়সের পর। তবে বর্তমান যুগে সঠিক হলো, যখন থেকে তার শ্রবণ সঠিক হয়, তখন থেকেই দ্রুত তা শুরু করা এবং যখন সে এর উপযুক্ত হয়, তখন তা লেখা ও লিপিবদ্ধ করা। আর এটি ব্যক্তির ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন হয়।

কাজী ইয়াদ্ব (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন যে, হাদিস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির শ্রবণের প্রথম সঠিক সময় নির্ধারণ করেছেন পাঁচ বছর বয়সে, আর এর উপরই আমল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সঠিক হলো বোধগম্যতাকে (تبيين) বিবেচনা করা। যদি সে বক্তব্য বুঝতে পারে এবং জবাব দিতে পারে, তবে সে বোধগম্য এবং তার শ্রবণ সঠিক; অন্যথায় নয়। এরূপই মূসা ইবনু হারুন এবং আহমাদ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণিত হয়েছে।

-

[তাদরিবুর রাবী]

[চতুর্বিংশতম প্রকার: হাদিস শ্রবণের পদ্ধতি, তার ধারণ ও স্মৃতিরক্ষার গুণাবলী] [হাদিস শ্রবণের প্রথম সঠিক সময়]

(চতুর্বিংশতম প্রকার: হাদিস শ্রবণের পদ্ধতি, তার ধারণ ও স্মৃতিরক্ষার গুণাবলী: সাবালক মুসলিমের সেই রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য যা সে উভয়ের পূর্বে ধারণ করেছে) কুফর ও শৈশবাবস্থায়। (আর দ্বিতীয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেছে) অর্থাৎ শৈশবে ধারণকৃত রেওয়ায়েত গ্রহণকে (একদল লোক, কিন্তু তারা ভুল করেছে) কারণ লোকেরা হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর, ইবনু আব্বাস, নু'মান ইবনু বাশীর, সা'ইব ইবনু ইয়াযীদ, মিসওয়াল ইবনু মাখরামা প্রমুখ অল্পবয়স্ক সাহাবীগণের রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছে; তাদের বালেগ হওয়ার আগে বা পরে ধারণকৃত রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি।

অনুরূপভাবে, ইলমের ধারকগণ শিশুদের হাদিসের মজলিসে উপস্থিত করতেন এবং তাদের বালেগ হওয়ার পর তাদের রেওয়ায়েতকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করতেন।

কুফরী অবস্থায় ধারণকৃত বিষয়ের একটি উদাহরণ হলো: জুবাইর ইবনু মুতইম (রাঃ)-এর সেই হাদিস যার উপর ঐকমত্য রয়েছে, যে তিনি নবী কারীম (সাঃ)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা আত-তুর পাঠ করতে শুনেছিলেন, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বদরের বন্দীদের মুক্তিপণের জন্য এসেছিলেন। আর বুখারীর এক বর্ণনায় আছে: "এবং সেটিই ছিল প্রথম যখন ঈমান আমার হৃদয়ে প্রোথিত হয়েছিল।"

পূর্বোক্ত মতবিরোধ এখানে ঘটেনি, সম্ভবত এই কারণে যে, শিশু সাধারণত শৈশবে ধারণকৃত বিষয় সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে না।

(ص: 414) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بِخِلَافِ الْكَافِرِ، نَعَمْ رَأَيْتُ الْقُطْبَ الْقُسْطَلَانِيَّ فِي كِتَابِهِ " الْمَنْهَجُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ "،
أَجْرَى الْخِلَافَ فِيهِ وَفِي الْفَاسِقِ أَيْضًا.

(قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً)
وَعَلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ (وَقِيلَ: بَعْدَ عِشْرِينَ) سَنَةً، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ.

قِيلَ لِمُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ: كَيْفَ لَمْ تَكْتُبْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ؟ فَقَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ لَا
يُخْرِجُونَ أَوْلَادَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ صِغَارًا حَتَّى يَسْتَكْبِلُوا عِشْرِينَ سَنَةً وَقَالَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْلُبَ الْحَدِيثَ تَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً " .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: " يُسْتَحَبُّ كِتَابُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينَ،
لِأَنَّهَا مُجْتَمَعُ الْعَقْلِ. قَالَ: وَأُحِبُّ أَنْ يَشْتَغَلَ دُونَهَا بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ "، أَيْ
الْفُقْهِ.

(وَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ) بَعْدَ أَنْ صَارَ الْمَلْحُوظُ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ (التَّبَكُّيرُ

[তাদরীবুর রাবী]

কাফিরের বিপরীত। হ্যাঁ, আমি কুতুব কাসতালানীকে তাঁর “আল-মানহাজ ফি উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে দেখেছি, তিনি তাতে এবং ফাসিকের ক্ষেত্রেও মতভেদ বর্ণনা করেছেন।

(একদল উলামা বলেছেন: ত্রিশ বছর পর হাদিস শ্রবণ শুরু করা মুস্তাহাব) এবং এটাই শামের অধিবাসীদের মত। (এবং বলা হয়েছে: বিশ বছর) পর, এবং এটাই কুফার অধিবাসীদের মত। মুসা ইবনু ইসহাককে জিজ্ঞাসা করা হলো: 'আপনি কেন আবু নুআ'ইম থেকে লেখেননি?' তিনি বললেন: 'কুফার অধিবাসীরা তাদের সন্তানদেরকে ছোটবেলায় হাদিস অশ্বেষণে পাঠাতো না, যতক্ষণ না তারা বিশ বছর পূর্ণ করতো।' এবং সুফিয়ান সাওরী বলেছেন: "কোন ব্যক্তি যখন হাদিস অশ্বেষণ করতে চাইতো, তার পূর্বে সে বিশ বছর ইবাদতে রত থাকতো।" এবং শাফি'ঈ মাযহাবের আবু আবদুল্লাহ আয-যুবায়রী বলেছেন: "বিশ বছর বয়সে হাদিস লেখা মুস্তাহাব, কারণ এ সময়ে বুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে। তিনি বলেছেন: 'এবং আমি পছন্দ করি যে, এর পূর্বে কুরআন ও ফরায়েয মুখস্থ করার কাজে লিপ্ত হবে'", অর্থাৎ ফিকাহ। (এবং এই যুগগুলোতে সঠিক মত হলো) যখন ইসনাদের সিলসিলা টিকিয়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, (তখন শীঘ্র শুরু করা

(ص: 415) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بِهِ) أَيُّ بِالسَّاعِ (مِنْ حَيْثُ يَصِحُّ سَاعُهُ) أَيُّ الصَّغِيرِ (وَبِكُتْبِهِ) أَيُّ الْحَدِيثِ (وَتَقْيِيدِهِ) وَضَبِطِهِ (حِينَ يَتَأَهَّلُ لَهُ) وَيَسْتَعِدُّ (وَ) ذَلِكَ (يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ) وَلَا يَنْحَصِرُ فِي سِنٍّ مَخْصُوصٍ.

(وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضُ أَنَّ أَهْلَ الصَّنْعَةِ حَدَّدُوا أَوَّلَ زَمَنِ يَصِحُّ فِيهِ السَّاعُ) لِلصَّغِيرِ (بِخَمْسِ سِنِينَ) وَنَسَبَهُ غَيْرُهُ لِلْجُمْهُورِ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الْعَمَلُ) بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَيَكْتُبُونَ لِابْنِ خَمْسٍ فَصَاعِدًا " سَمِعَ "، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسًا " حَضَرَ أَوْ أَحْضَرَ "، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: «عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي مِنْ دَلْوٍ وَأَنَا ابْنُ خُمْسِ سِنِينَ» ، بَوَّبَ عَلَيْهِ
الْبُخَارِيُّ: مَتَى يَصِحُّ سَبْعُ الصَّغِيرِ؟

[তাদরীবুর রাবী]

(হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি) হলো (শ্রবণের দ্বারা), অর্থাৎ ছোট শিশুর (যে বয়স থেকে তার শ্রবণ শুদ্ধ বলে গণ্য হয়), এবং (হাদীস) লেখার দ্বারা, এবং (তা) লিপিবদ্ধকরণ ও বিন্যাসের দ্বারা (যখন সে এর জন্য যোগ্য হয়) ও প্রস্তুত থাকে। (আর) তা (ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়) এবং কোনো নির্দিষ্ট বয়সে সীমাবদ্ধ থাকে না।

কাযী ইয়ায (رحمه الله) বর্ণনা করেছেন যে, এই শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ছোট শিশুর শ্রবণের জন্য প্রথম যে সময়টিকে শুদ্ধ বলে নির্ধারণ করেছেন, তা হলো (পাঁচ বছর বয়স থেকে)।

অন্যরা এটিকে জমহূরের (অধিকাংশ পণ্ডিতের) মত বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনুস সালাহ (رحمه الله) বলেছেন: (এবং এই নীতির উপরই আহলে হাদীসের মধ্যে আমল স্থির হয়েছে)। অতএব, তারা পাঁচ বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুর জন্য "سَبْعُ" (সে শ্রবণ করেছে) লিখে থাকেন। আর যদি পাঁচ বছর পূর্ণ না হয়, তবে "حَضَرَ" (সে উপস্থিত ছিল) অথবা "أَحْضَرَ" (তাকে উপস্থিত করা হয়েছিল) লিখে থাকেন। আর তাদের প্রমাণ হলো ইমাম বুখারী ও অন্যান্যরা মাহমূদ ইবনুর রাবী (رضي الله عنه) এর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: «আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বালতি থেকে আমার মুখে পানি ছিটাতে দেখেছি, যখন আমি পাঁচ বছর বয়সী ছিলাম।» ইমাম বুখারী (رحمه الله) এর উপর অধ্যায় বেঁধেছেন: ছোট শিশুর শ্রবণ কখন শুদ্ধ হয়?

(ص: 416) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابُنِ الصَّلَاحِ: (وَالصَّوَابُ اِعْتِبَارُ التَّنْيِيزِ فَإِنْ فَهِمَ الْخَطَابَ وَرَدَّ الْجَوَابَ كَانَ مُبَيِّنًا صَحِيحَ السَّمَاعِ) وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسًا (وَالْأَفْلَا) وَإِنْ كَانَ ابْنُ خَمْسٍ فَأَكْثَرَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَقْلِ مُحْمُودِ الْمَجَّةِ فِي هَذَا السِّنِّ أَنْ تَنْيِيزَ غَيْرَهُ مِثْلُ تَنْيِيزِهِ، بَلْ قَدْ يَنْقُصُ عَنْهُ وَقَدْ يَزِيدُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَقْلِ الْمَجَّةِ عَقْلُ غَيْرِهَا مِمَّا يَسْمَعُهُ.

وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ فِي كِتَابِ " الْمُنْهَجِ ": مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ هُوَ التَّحْقِيقُ وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ.

(وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا) وَهُوَ اِعْتِبَارُ التَّنْيِيزِ (عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ) الْحَمَالِ أَحَدِ الْحَفَاطِ (وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ) أَمَّا مُوسَى فَإِنَّهُ سُئِلَ مَتَى يَسْمَعُ الصَّبِيُّ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْجِمَارِ.

وَأَمَّا أَحْمَدُ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا عَقَلَ وَضَبَطَ، فَذُكِرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لِأَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْبَرَاءَ وَابْنَ عُمَرَ اسْتَصْغَرَهُمَا يَوْمَ بَدْرٍ»، فَأُنْكَرَ قَوْلُهُ هَذَا وَقَالَ: بِئْسَ الْقَوْلُ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِسُفْيَانٍ وَوَكَيْعٍ وَنَحْوِهِمَا، أَسْنَدَهُمَا الْخَطِيبُ فِي " الْكِفَايَةِ ".
فَالْقَوْلَانِ رَاجِعَانِ إِلَى اِعْتِبَارِ التَّنْيِيزِ، وَلَيْسَا بِقَوْلَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، خِلَافًا

-

[তাদরীবুর রাবী]

গ্রন্থকার ইবনুস সালাহ-এর মতো বলেছেন: (এবং সঠিক মত হলো তাময়িজ (পার্থক্য করার ক্ষমতা) বিবেচনা করা। অতএব, যদি সে বক্তব্য বুঝতে পারে এবং জবাব দিতে পারে, তবে সে পার্থক্যকারী হবে এবং তার শ্রবণ সহীহ হবে), যদিও তার বয়স পাঁচ বছর না হয়। (অন্যথায় নয়), যদিও তার বয়স পাঁচ বা তার বেশি হয়। এই বয়সে মাহমুদ কর্তৃক মাজ্জাহ (একটি নির্দিষ্ট বিষয়) অনুধাবন করা থেকে এটা অপরিহার্য হয় না যে, অন্যের পার্থক্য করার ক্ষমতাও তার মতো হবে; বরং তা তার চেয়ে কমও হতে পারে এবং বেশিও হতে পারে। এবং এর থেকে এটা অপরিহার্য হয় না যে, তার চেয়ে কম বয়সে সে অনুরূপ কিছু অনুধাবন করতে পারবে না। আর

(একমাত্র) মাজ্জাহ (নির্দিষ্ট ঘটনা) অনুধাবন করা থেকে এটা অপরিহার্য হয় না যে, সে যা শোনে তার অন্যান্য বিষয়ও অনুধাবন করতে পারবে।

আল-কাসতাল্লাহি তার "আল-মানহাজ" গ্রন্থে বলেছেন: ইবনুস সালাহ যা গ্রহণ করেছেন, সেটাই তাহকীক (যাচাইকৃত সত্য) এবং সহীহ মাযহাব (সঠিক মত)।

(এবং এ ধরনের বর্ণনা করা হয়েছে) আর তা হলো তাময়িজ (পার্থক্য করার ক্ষমতা) বিবেচনা করা (মুসা ইবনু হারুন) আল-হাম্মাল থেকে, যিনি হাফিয়গণের অন্যতম ছিলেন, (এবং আহমাদ ইবনু হাম্মাল থেকে)। মুসাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: শিশু কখন হাদীস শুনতে পারে? তিনি বললেন: যখন সে গরু ও গাধার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

আর আহমাদকে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন: যখন সে অনুধাবন করতে ও স্মরণ রাখতে পারে। তখন তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, সে বলেছে: তার (শিশুর) শ্রবণ বৈধ নয়, যতক্ষণ না তার পনেরো বছর বয়স হয়; কারণ, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন বারা ও ইবনু উমারকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাদের ছোট মনে করে», তখন তিনি এই মতকে অস্বীকার করলেন এবং বললেন: 'এটি কতই না মন্দ কথা! তাহলে সুফইয়ান ও ওয়াকী' এবং তাদের মতো অন্যদের ক্ষেত্রে কী করা হবে?' আল-খাতীব তাদের দুজনের কথা "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং, এই দুটি মত তাময়িজ (পার্থক্য করার ক্ষমতা) বিবেচনা করার দিকেই ফিরে যায়। এবং মূল মাসআলায় (বিষয়বস্তুতে) এগুলো দুটি ভিন্ন মত নয়, ভিন্ন মতের বিপরীতে।

(ص: 417) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

لِلْعِرَاقِيِّ حَيْثُ فَهِمَ ذَلِكَ فَحَكَى فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ حِكَايَةَ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ لِأَحَدٍ، وَهُوَ خُمُسُ عَشْرَةَ سَنَةً. وَقَدْ حَكَاهُ الْخَطِيبُ فِي "الْكِفَايَةِ" عَنْ قَوْمٍ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَحَكَى عَنْ آخَرِينَ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

وَمِمَّا قِيلَ فِي ضَابِطِ التَّيْيِيزِ: أَنَّ يُحْسِنَ الْعَدَدَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشْرِينَ، حَكَاهُ ابْنُ الْمَلِّقِ، وَفَرَّقَ السَّلَفِيُّ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَبِيِّ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ يَصِحُّ سَاعَهُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ لِحَدِيثِ مَحْمُودٍ، وَالْعَجَبِيُّ إِذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ إِلَى التَّيْيِيزِ مَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاضِيَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيَّ يَقُولُ: حَفِظْتُ الْقُرْآنَ وَلِي خَمْسُ سِنِينَ، وَأُحْضِرْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الْمُقْرِيَّ وَلِي أَرْبَعُ سِنِينَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْمَعُوا لِي فِيمَا حَضَرْتُ قِرَاءَتَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَصْغُرُ عَنِ السَّاعِ، فَقَالَ لِي ابْنُ الْمُقْرِيَّ: اقْرَأْ سُورَةَ الْكَافِرِينَ فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ: اقْرَأْ سُورَةَ التَّكْوِيرِ، فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ لِي غَيْرُهُ اقْرَأْ سُورَةَ الْمُرْسَلَاتِ، فَقَرَأْتُهَا وَلَمْ أَغْلَطْ فِيهَا، فَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِيَّ: سَمِعُوا لَهُ وَالْعَهْدَةُ عَلَيَّ.

[তাদরীবুর রাবী]

আল-ইরাকী'র মতে, যেখানে তিনি তা উপলব্ধি করেছেন, তিনি এ বিষয়ে চারটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। যেন তিনি আহমাদ এর বর্ণিত উক্তিটি উল্লেখ করতে চেয়েছেন, যখন তার বয়স ছিল পনেরো বছর। আর আল-খাতীব "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে একদল লোক থেকে তা বর্ণনা করেছেন, যাদের মধ্যে ইয়াহিয়া ইবনে মাজিন অন্যতম। এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন, যাদের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে হারুন অন্যতম, [তখন তাদের বয়স ছিল] তেরো [বছর]।

আর তামীয (বিবেক-বুদ্ধি) এর মাপকাঠি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো: যে সে এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণনা করতে সক্ষম হবে। ইবনুল মুলাক্কিন এটি বর্ণনা করেছেন। আর আস-সালাফী আরবী ও অনারবী'র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, অধিকাংশের মতে, মাহমূদ-এর হাদীস অনুযায়ী, আরবী ব্যক্তির জন্য চার বছর বয়সে শ্রবণ করা বৈধ (গ্রহণযোগ্য), আর অনারবী ব্যক্তির জন্য ছয় বছর বয়সে [শ্রবণ করা বৈধ]।

আর যা ইঙ্গিত করে যে, রেফারেন্স হলো তামীয (বিবেক-বুদ্ধি), তা হলো আল-খাতীব যা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আমি কাযী আবু মুহাম্মাদ আল-ইসফাহানীকে বলতে শুনেছি: "আমি কুরআন মুখস্থ করেছিলাম যখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।" আর আমাকে আবু বাকর আল-মুক্রি এর নিকট আনা হয়েছিল যখন আমার বয়স ছিল চার বছর। তারা চেয়েছিল আমি যা

তেলাওয়াতের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম, তা আমার থেকে শুনতে। তখন তাদের কেউ কেউ বলল: "সে (এই বয়সের জন্য) শ্রবণের জন্য খুব ছোট।" তখন ইবনুল মুক্‌রি আমাকে বললেন: "সূরা আল-কাফিরুন পাঠ করো।" আমি তা পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন: "সূরা আত-তাকভীর পাঠ করো।" আমি তা পাঠ করলাম। অতঃপর অন্য একজন আমাকে বললেন: "সূরা আল-মুরসালাত পাঠ করো।" আমি তা পাঠ করলাম এবং এতে কোনো ভুল করিনি। তখন ইবনুল মুক্‌রি বললেন: "তাকে শুনতে দাও (তার বর্ণনা গ্রহণ করো), আর এর দায়ভার আমার।"

(ص: 418) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحْمِلِ الْحَدِيثِ. وَمَجَامِعُهَا ثَبَانِيَّةٌ أَقْسَامُ:
 الْأَوَّلُ: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حِفْظٍ وَمِنْ كِتَابٍ. وَهُوَ أَرْفَعُ الْأَقْسَامِ
 عِنْدَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَا لِلْسَّامِعِ أَنْ يَقُولَ فِي
 رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ فَلَانًا وَقَالَ لَنَا وَذَكَرَ لَنَا. قَالَ الْخَطِيبُ: أَرْفَعُهَا
 سَمِعْتُ ثُمَّ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي ثُمَّ أَخْبَرَنَا، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْإِسْتِعْمَالِ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ
 يَشِيعَ تَخْصِيصُ أَخْبَرَنَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ. قَالَ: ثُمَّ أَنْبَأَنَا وَنَبَأَنَا وَهُوَ قَلِيلٌ فِي
 الْإِسْتِعْمَالِ. قَالَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا أَرْفَعُ مِنْ سَمِعْتُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، إِذْ لَيْسَ فِي
 سَمِعْتُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ رَوَاهُ إِيَّاهُ بِخِلَافِهَا.
 وَأَمَّا قَالَ لَنَا فَلَانٌ أَوْ ذَكَرَ لَنَا، فَكَحَدَّثَنَا. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَّقِي بِسَمَاعِ الْمَذَاكِرَةِ وَهُوَ بِهِ أَشْبَهُ
 مِنْ حَدَّثَنَا. وَأَوْضَحُ الْعِبَارَاتِ: قَالَ أَوْ ذَكَرَ مِنْ غَيْرِي، أَوْ لَنَا، وَهُوَ أَيْضًا مَحْبُولٌ عَلَى
 السَّمَاعِ إِذَا عُرِفَ اللَّقَاءُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي نَوْعِ الْمُعْضَلِ، لَا سِيَّمَا إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ
 قَالَ إِلَّا فِيمَا سَمِعَهُ مِنْهُ، وَخَصَّ الْخَطِيبُ حَمْلَهُ عَلَى السَّمَاعِ بِهِ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ لَيْسَ
 بِشَرْطٍ.

[تدريب الراوي]

[بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحْمُلِ الْحَدِيثِ] [القسم الأول سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ]

(بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحْمُلِ الْحَدِيثِ) هِيَ تَرْجَمَةٌ (وَمَجَامِعُهَا ثَمَانِيَةٌ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ) أَيُّ تَحْدِيثٍ مِنْ غَيْرِ إِمْلَاءٍ. وَكُلُّ مِنْهُمَا يَكُونُ (مِنْ حِفْظٍ) لِلشَّيْخِ (وَمِنْ كِتَابٍ) لَهُ. (وَهُوَ أَرْفَعُ الْأَقْسَامِ) أَيُّ أَعْلَى طُرُقِ التَّحْمُلِ (عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ) وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ فِي الْقِسْمِ الْآتِي. وَالْإِمْلَاءُ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ. وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي أَصْلِ الرُّتْبَةِ (قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ) أَسَنَدَهُ إِلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهِ (لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَا لِلْسَّامِعِ) مِنَ الشَّيْخِ (أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ) عَنْهُ (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ فَلَانًا) يَقُولُ (وَقَالَ لَنَا) فَلَانٌ (وَذَكَرَ لَنَا) فَلَانٌ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي فِيمَا شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَافِ

হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ। এবং এর সমষ্টি আট প্রকার:

প্রথমত: শাইখের শব্দ শ্রবণ করা, আর তা হল ইমলা বা শ্রুতি লিখন এবং অন্যভাবে (মুখে মুখে বর্ণনা) - মুখস্থ থেকে হোক বা কিতাব থেকে হোক। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসীনের নিকট হাদীস গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেছেন: এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, শ্রোতার জন্য তার বর্ণনা করার সময়: 'হাদ্দাসানা' (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন), 'আখবারানা' (তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন), 'আনবাআনা' (তিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন), 'সামি'তু ফুলানান' (আমি অমুককে শুনেছি), 'ওয়া কালা লানা' (এবং তিনি আমাদের বলেছেন) এবং 'ওয়া যাকার লানা' (এবং তিনি আমাদের উল্লেখ করেছেন) বলা জায়েজ। খতীব (রহ.) বলেছেন: এর মধ্যে সর্বোচ্চ হল 'সামি'তু' (আমি শুনেছি), তারপর 'হাদ্দাসানা' (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন) ও 'হাদ্দাসানি' (তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন), তারপর 'আখবারানা' (তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন)। এর ব্যবহার ব্যাপক ছিল, এবং এটি 'আখবারানা'কে শাইখের উপর পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করার আগেকার কথা। তিনি আরও বলেছেন: তারপর 'আনবাআনা' ও 'নাব্বাআনা', এবং এর ব্যবহার কম। শাইখ (রহ.) বলেছেন: অন্য একদিক থেকে 'হাদ্দাসানা' ও 'আখবারানা' 'সামি'তু' থেকে উচ্চতর, কেননা 'সামি'তু'-তে এই ইঙ্গিত থাকে না যে শাইখ তাকে এটি বর্ণনা করেছেন, যা উক্ত দু'টিতে (হাদ্দাসানা, আখবারানা) থাকে।

আর 'কালা লানা ফুলান' (অমুক আমাদের বলেছেন) বা 'যাকারা লানা' (অমুক আমাদের উল্লেখ করেছেন) - এগুলি 'হাদাসানা'-এর মতোই। তবে এটি মুযাকারার (আলোচনার মাধ্যমে শ্রবণের) জন্য অধিক উপযুক্ত এবং 'হাদাসানা' থেকে এর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সবচেয়ে স্পষ্ট অভিব্যক্তি হল 'কালা' (তিনি বলেছেন) বা 'যাকারা' (তিনি উল্লেখ করেছেন) - 'লি' (আমাকে) বা 'লানা' (আমাদের) উল্লেখ ব্যতীত। এটিও শ্রবণের উপরই ধরা হবে যদি সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়, যেমনটি মু'দাল প্রকারের আলোচনায় পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, বিশেষত যদি জানা থাকে যে, তিনি 'কালা' কেবল সেই বিষয়েই বলেন যা তিনি তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন। আর খতীব (রহ.) কেবল এর মাধ্যমেই শ্রবণের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কথা বলেছেন, তবে প্রসিদ্ধ মত হলো এটি শর্ত নয়।

-

[তাদরিবুল রাবী]

[হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ] [প্রথম প্রকার: শাইখের শব্দ শ্রবণ, আর তা হল ইমলা ও অন্যান্য]

(হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ) এটি একটি শিরোনাম। (এবং এর সমষ্টি আট প্রকার: প্রথমত: শাইখের শব্দ শ্রবণ, আর তা হল ইমলা ও অন্যান্য) অর্থাৎ ইমলা ব্যতীত বর্ণনা করা। আর উভয়টিই শাইখের (মুখস্থ থেকে) (এবং তার কিতাব থেকে) হয়ে থাকে। (আর এটি সর্বোচ্চ প্রকার) অর্থাৎ হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ (অধিকাংশ মুহাদিসীনের নিকট)। এবং এর বিপরীত বিষয় পরবর্তী প্রকারে আসবে।

এবং ইমলা অন্যান্য পদ্ধতি থেকে উচ্চতর, যদিও উভয়টি মর্যাদার মূলে সমান। (কাযী ইয়ায (রহ.) বলেছেন) এটিকে তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করেছেন তার দায়মুক্তি লাভের জন্য (যে এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, শ্রোতার জন্য) শাইখের কাছ থেকে (তার বর্ণনা করার সময়) তাঁর থেকে (নিম্নোক্ত শব্দাবলী) বলা জায়েজ: (হাদাসানা, আখবারানা, আনবাতানা এবং সামি'তু ফুলানান) তিনি বলেন (এবং কালা লানা) অমুক (এবং যাকারা লানা) অমুক।

ইবনুল সালাহ (রহ.) বলেছেন: এতে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে, এবং এই শব্দাবলী যা প্রচলিত আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে হওয়া উচিত

[تدريب الراوي]

مَخْصُوصًا بِمَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّيْخِ أَنْ لَا يُطْلَقَ فِيهَا سَمِعَ مِنْ لَفْظِهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيهَامِ وَالْإِلْبَاسِ.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ وَحَكَى عَلَيْهِ الْجَمَاعَ مُتَّجِهٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِ أَنْ يُبَيِّنَ هَلْ كَانَ السَّمَاعُ إِمْلَاءً أَوْ عَرْضًا.

قَالَ: نَعَمْ إِطْلَاقُ أَنْبَاءَنَا بَعْدَ أَنْ اشتهر استعمالُهَا فِي الْإِجَازَةِ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ نُنْظَنَ بِمَا أَدَّاهُ بِهَا أَنَّهُ إِجَازَةٌ، فَيُسْقِطُهُ مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْتَعْمَلَ فِي السَّمَاعِ لِمَا حَدَّثَ مِنَ الْإِصْطِلَاحِ.

(قَالَ الْخَطِيبُ: أَرْفَعُهَا) أَيِ الْعِبَارَاتِ فِي ذَلِكَ (سَمِعْتُ) ثُمَّ (حَدَّثْنَا وَحَدَّثَنِي) فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَقُولُ سَمِعْتُ فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَلَا فِي تَدْلِيلِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ، بِخِلَافِ حَدَّثْنَا فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا فِي الْإِجَازَةِ.

وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَتَأَوَّلَ حَدَّثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَالْحَسَنُ بِهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ.

[তাদরিবুর রাবী]

বিশেষ করে, যা তিনি শায়খের নিজের মুখে না শুনেছিলেন; যাতে তিনি শায়খের নিজের মুখে যা শুনেছেন, সে বিষয়ে [সাধারণ কোনো] শব্দ ব্যবহার না করেন, কারণ এতে অস্পষ্টতা ও বিভ্রমের সৃষ্টি হয়।

আল-ইরাকী বলেছেন: ইয়ায যা উল্লেখ করেছেন এবং তাতে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন, তা যুক্তিযুক্ত। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শ্রোতার জন্য এটি স্পষ্ট করা আবশ্যিক নয় যে, শোনাটা ইমলা (নির্দেশক্রমে লেখা) ছিল নাকি আরদ (পেশ করা বা পড়ে শোনানো) ছিল। তিনি বলেছেন: হ্যাঁ, 'আনবাআনা' (أُنْبِئْنَا) শব্দটির ব্যবহার যখন ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তখন এটিকে নির্বিচারে ব্যবহার করলে আমরা মনে করতে পারি যে, এর মাধ্যমে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা ইজাযাহ। ফলে যারা ইজাযাহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন না, তারা এটিকে বাদ দিয়ে দেবেন। সুতরাং, (হাদীস) শ্রবণের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ (পরিবর্তিত) পরিভাষার প্রচলন হয়েছে।

(আল-খাতীব বলেছেন: এর মধ্যে সর্বোচ্চ (নির্ভরযোগ্য) অভিব্যক্তি হলো) অর্থাৎ, এই বিষয়ে ব্যবহৃত অভিব্যক্তিগুলোর মধ্যে [সর্বোত্তম হলো] (আমি শুনেছি - سَمِعْتُ)। তারপর (তিনি আমাদের/আমাকে বর্ণনা করেছেন - حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي)। কারণ, ইজাযাহ বা মুকাতাবাহ (লিখিত অনুমতি) এর ক্ষেত্রে, অথবা যা শোনেননি তা তাদলিস (সনদে দোষ গোপন) করার ক্ষেত্রে 'সামি'তু' (سَمِعْتُ) শব্দটি কেউ খুব কমই ব্যবহার করেন। এর বিপরীতে 'হাদ্দাছানা' (حَدَّثَنَا) শব্দটি, কেননা কিছু উলামা ইজাযাহর ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করতেন।

হাসান (বসরী) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: 'আমাদেরকে আবু হুরায়রাহ বর্ণনা করেছেন।' এবং মাদীনাবাসী এবং হাসান (বসরী) এর দ্বারা (حَدَّثَ) তাওযীল করেছেন, যদিও তিনি তাঁর (আবু হুরায়রাহ) থেকে কিছু শোনেননি। ইবনুস সালাহ বলেছেন: তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাসানের জন্য আবু হুরায়রাহ থেকে শ্রুত হাদীস প্রমাণ করেছেন।

ইবনু দাকীক আল-ঈদ বলেছেন: যদি হাসান যে তাঁর থেকে শোনেননি, তার উপর কোনো অকাট্য প্রমাণ না থাকে, তবে এই ব্যাখ্যা (যে তিনি শোনেননি) গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

(ص: 420) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ: مَنْ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَخْطَأَ، قَالَ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، قَالَهُ غَيْرُهُمَا أَيُّوبُ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَيْسَتْ حَدَّثَنَا بِنَصٍّ فِي أَنَّ قَائِلَهَا سَمِعَ. فَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" فِي حَدِيثِ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَالُ فَيَقُولُ: «أَنْتَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ مُتَأَخِّرُ الْبَيَقَاتِ، أَيْ فَيَكُونُ الْمُرَادُ حَدِيثَ أُمِّتِهِ، وَهُوَ مِنْهُمْ، لَكِنْ قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّهُ الْخَضِرُ، فَجِيئَ بِهِ لَا مَانِعَ مِنْ سَمَاعِهِ.

قَالَ الْخَطِيبُ: (ثُمَّ) يَتْلُو حَدَّثَنَا (أَخْبَرَنَا وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْإِسْتِعْمَالِ) حَتَّى إِنَّ جَمَاعَةً لَا يَكَادُونَ يَسْتَعْمِلُونَ فِيهَا سَمْعَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ غَيْرَهَا، مِنْهُمْ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهَشِيمُ بْنُ بَشِيرٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَمْرُو بْنُ عَوْفٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى

-

[তাদরিবুর রাবী]

আল-ইরাকী বলেন: আবু যুরআ এবং আবু হাতিম বলেছেন: যে ব্যক্তি হাসান আল-বাসরী থেকে 'আমাদেরকে আবু হুরায়রাহ বর্ণনা করেছেন' বলে, সে ভুল করেছে। তিনি বলেন: এবং যার উপর আমল করা হয় তা হলো, তিনি (হাসান আল-বাসরী) তাঁর (আবু হুরায়রাহ) থেকে শুনেছেন। তাদের (আবু যুরআ ও আবু হাতিম) ব্যতীত আইয়ুব, বাহয ইবনে আসাদ, ইউনুস ইবনে উবাইদ, আন-নাসায়ী, আল-খতীব এবং অন্যান্যরাও এটি বলেছেন।

ইবনুল কাত্তান বলেন: 'হাদাসানা' (حدثنا) এই বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এর বক্তা (সরাসরি) শুনেছেন। সুতরাং সহীহ মুসলিম-এ দাজ্জাল যাকে হত্যা করবে তার হাদীসে আছে যে সে বলবে: «তুমি সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন»। তিনি বলেন: এবং এটা সুবিদিত যে সেই ব্যক্তিটি শেষ যামানার। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য হলো তাঁর উম্মতের হাদীস, আর সে তাদেরই একজন। কিন্তু মা'মার বলেছেন: তিনি হলেন আল-খিদর। তাহলে তার (আল-খিদর) শোনার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

আল-খতীব বলেন: (তারপর) 'হাদাসানা'-র পর আসে (আখবারানা, এবং এটি ব্যবহারে প্রচুর)। এমনকি একদল লোক শাইখের নিজ মুখে যা শুনেছেন তাতে এটি ছাড়া অন্য কিছু প্রায় ব্যবহারই করেন না। তাদের মধ্যে রয়েছেন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক, হুশাইম ইবনে বাশীর, উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা, আব্দুর রায়যাক, ইয়াযিদ ইবনে হারুন, আমর ইবনে আওফ এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া।

(ص: 421) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

التَّبَيُّيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةٍ وَأَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيَّانِ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا أَسهْلُ مَنْ حَدَّثَنَا، حَدَّثَنَا شَدِيدٌ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَشْبَعَ تَخْصِيصُ أَخْبَرَنَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ. قَالَ) الْخَطِيبُ: (ثُمَّ) بَعْدَ أَخْبَرَنَا (أَنْبَأْنَا وَنَبَأْنَا وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الْإِسْتِعْمَالِ. قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا أَرْفَعُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى إِذْ لَيْسَ فِي سَمْعُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ رَوَاهُ) - بِالتَّشْدِيدِ - (إِيَّاهُ) وَخَاطَبَهُ بِهِ (بِخِلَافِهَا) فَإِنَّ فِيهَا دَلَالَةً عَلَى ذَلِكَ.

وَقَدْ سَأَلَ الْخَطِيبُ شَيْخَهُ الْحَافِظَ أَبَا بَكْرٍ الْبَرْقَانِيَّ عَنِ السِّرِّ فِي

-

[তারিখুর রাবী]

আত-তামিমী, ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ, আবু মাসউদ আহমদ ইবনুল ফুরাত, মুহাম্মাদ ইবন আইয়ুব আর-রাযীযান (উভয়) এবং অন্যান্যরা।

আহমদ (রহ.) বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ (পদ্ধতিতে), আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন শা'দীদ। ইবনুল সালাহ (রহ.) বলেছেন: (এবং এটি ছিল) শাইখের সামনে পাঠ করার মাধ্যমে 'আখবারানা' শব্দটিকে নির্দিষ্ট করার প্রচলন ব্যাপক হওয়ার পূর্বে।

খতীব (রহ.) বলেছেন: (তারপর) 'আখবারানা' এর পরে (ব্যবহৃত হয়) 'আনবা'আনা' ও 'নাব্বা'আনা' – তবে এটি ব্যবহারে কম দেখা যায়। শাইখ ইবনুল সালাহ (রহ.) বলেছেন: 'হাদদাসানা' ও 'আখবারানা' অন্য দিক থেকে 'সামি'তু' (আমি শুনেছি) অপেক্ষা অধিক উচ্চতর। কেননা 'সামি'তু' শব্দে এই ইঙ্গিত নেই যে, শাইখ এটি বর্ণনা করেছেন (রওয়া-হু - তাশদীদ সহকারে) এবং তাকে এটি দিয়ে সম্বোধন করেছেন; এই দুটির (হাদদাসানা ও আখবারানা) ব্যতিক্রম, কেননা এই দুটিতে এর (শাইখের বর্ণনা ও সম্বোধন) ইঙ্গিত রয়েছে। আর খতীব (রহ.) তাঁর শাইখ হাফিয আবু বাকর আল-বারকানীকে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন...

(ص: 422) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

كَوْنِهِ يَقُولُ لَهُمْ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَبْنُدُونِيِّ سَمِعْتُ، وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ كَانَ مَعَ ثِقَتِهِ وَصَلَاةٍ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ، فَكَانَ الْبَرْقَانِيُّ يَجْلِسُ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ، وَلَا يَعْلَمُ بِحُضُورِهِ فَيَسْمَعُ مِنْهُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ الشَّخْصَ الدَّاخِلَ، فَلِذَلِكَ يَقُولُ: سَمِعْتُ، وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا، لِأَنَّ قَصْدَهُ كَانَ الرِّوَايَةَ لِلدَّاخِلِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّ حَدَّثَنَا أُرْفِعُ مِنْ حَدَّثَهُ عَلَى الْعُمُومِ، وَسَمِعْتُ مِنْ حَدَّثَهُ عَلَى الْخُصُوصِ، وَكَذَا قَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ فِي الْمَنْهَجِ.

(وَأَمَّا قَالَ لَنَا فُلَانٌ) أَوْ قَالَ لِي (أَوْ ذَكَرَ لَنَا) أَوْ ذَكَرَ لِي (فَكَحَدَّثَنَا) فِي أَنَّهُ مُتَّصِلٌ (غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَتَّصِلُ بِسَبَّاحِ الْمَذَاكِرَةِ وَهُوَ بِهِ أَشْبَهُ مِنْ حَدَّثَنَا. وَأَوْضَحُ الْعِبَارَاتِ: (قَالَ، أَوْ ذَكَرَ مِنْ غَيْرِ لِي، أَوْ لَنَا، وَهُوَ) مَعَ ذَلِكَ (أَيْضًا مُحْمُولٌ عَلَى السَّبَّاحِ إِذَا عُرِفَ اللَّقَاءُ) وَسَلِّمَ مِنَ التَّدْلِيلِ (عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي نَوْعِ

-

[তাদরিবুর রাবী]

তার (বারকানীর) ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি আবুল কাসিম আল-আবুনদুনী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে 'সামি'তু' (আমি শুনেছি) বলেন, কিন্তু 'হাদ্দাছানা' (তিনি আমাদের বলেছেন) বা 'আখবারানা' (তিনি আমাদের অবহিত করেছেন) বলেন না। অতঃপর তার কাছে উল্লেখ করা হলো যে, আবুল কাসিম তাঁর বিশ্বস্ততা ও সততা সত্ত্বেও বর্ণনা প্রদানে কঠোর ছিলেন। তাই বারকানী এমনভাবে বসতেন যেন আবুল কাসিম তাকে দেখতে না পান এবং তার উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত না থাকেন। অতঃপর তিনি তাঁর (আবুল কাসিমের) কাছ থেকে শুনতেন যা তিনি প্রবেশকারী অন্য ব্যক্তিকে বলতেন। এ কারণেই তিনি 'সামি'তু' বলেন, 'হাদ্দাছানা' বা 'আখবারানা' বলেন না। কারণ, তার (আবুল কাসিমের) উদ্দেশ্য ছিল কেবল তার কাছে প্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য বর্ণনা করা।

জারকাশি (রহ.) বলেন: এবং বিশ্লেষণমূলক বিবরণই সঠিক। আর তা হলো, যদি তিনি সাধারণভাবে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে 'হাদ্দাছানা' (তিনি আমাদের বলেছেন) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। আর যদি তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে 'সামি'তু' (আমি শুনেছি)। এরূপই আল-কাসতাল্লানি তাঁর 'আল-মানহাজ' গ্রন্থে বলেছেন।

(আর 'অমুক আমাদের বলেছেন' অথবা 'তিনি আমাকে বলেছেন') অথবা (তিনি আমাদের উল্লেখ করেছেন) অথবা 'তিনি আমাকে উল্লেখ করেছেন' (তাহলে এটি 'হাদ্দাছানা'-এর মতো সংযুক্ত) (মুত্তাসিল) হিসেবে গণ্য হবে। (তবে এটি মুজাকারার শ্রবণের জন্য অধিকতর উপযোগী এবং 'হাদ্দাছানা'-এর চেয়ে এর সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে)।

আর সবচেয়ে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি হলো: (তিনি বলেছেন, অথবা তিনি উল্লেখ করেছেন - 'লি' (আমাকে) বা 'লানা' (আমাদেরকে) ব্যতীত। এবং তা) সত্ত্বেও (এটিও শ্রুতির ওপর ধার্য করা

হবে, যখন সাক্ষাৎ নিশ্চিত হবে) এবং তা তাদলিস থেকে মুক্ত থাকবে (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ...প্রকারের)

(ص: 423) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، وَيُسَبِّحُهَا أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ عَرْضًا. سَوَاءٌ قَرَأَتْ أَوْ غَيْرُكَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ حِفْظٍ، حَفِظَ الشَّيْخُ أَمْ لَا إِذَا أَمْسَكَ أَصْلَهُ هُوَ أَوْ ثِقَةً، وَهِيَ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ بِلَا خِلَافٍ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي مُسَاوَاتِهَا لِلِسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَرُجْحَانِهِ عَلَيْهَا وَرُجْحَانِهَا عَلَيْهِ، فَحُكِيَ الْأَوَّلُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَشْيَاخِهِ وَمُعْظَمِ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْكُوفَةِ وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَالثَّانِي عَنْ جُنْهَوْرٍ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَالثَّلَاثُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي ذَنْبٍ وَغَيْرِهِمَا، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَالْأَحْوُطُ فِي الرِّوَايَةِ بِهَا: قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فَأَقْرَأُ بِهِ، ثُمَّ عِبَارَاتُ السَّمَاعِ مُقَيَّدَةٌ: كَحَدَّثْنَا أَوْ أَخْبَرْنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنْشَدْنَا فِي الشَّعْرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَمَنْعَ إِطْلَاقِ حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا ابْنَ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّبْيِئِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَجَوَزَهَا طَائِفَةٌ. قِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ الرَّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى الْقَطَّانِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَجَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَمُعْظَمِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ فِيهَا سَبْعُتْ، وَمَنْعَتْ طَائِفَةٌ حَدَّثْنَا وَأَجَازَتْ أَخْبَرْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَجُنْهَوْرٍ أَهْلِ الْمَشْرِقِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ وَرُؤْيٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ وَرُؤْيٍ عَنِ النَّسَائِيِّ أَيْضًا وَصَارَ هُوَ الشَّائِعُ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ.

[تدريب الراوي]

الْمُعْضَلِ) فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعُنْعَنَةِ (لَا سَيِّمًا إِنْ عُرِفَ) مِنْ حَالِهِ (أَنَّهُ لَا يَقُولُ: قَالَ إِلَّا فِيمَا سَمِعَهُ مِنْهُ) كَحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَعْمَرِ رَوَى كُتُبُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ بِلَفْظِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَحَمَلَهَا النَّاسُ عَنْهُ وَاحْتَجُّوا بِهَا (وَخَصَّ الْخَطِيبُ حَمْلَهُ عَلَى السَّبَّاحِ بِهِ) أَيُّ مَنْ عُرِفَ مِنْهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُعْرَفُ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَا يَحْمِلُهُ عَلَى السَّبَّاحِ (وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ).

وَأَفَرَطُ ابْنُ مَنْدَه فَقَالَ: حَيْثُ قَالَ الْبُخَارِيُّ " قَالَ لَنَا " فَهُوَ إِجَازَةٌ، وَحَيْثُ قَالَ " قَالَ فَلَانَ " فَهُوَ تَدْلِيلٌ، وَرَدَّ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبَلُوهُ.

[القسم الثاني الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَتَسْمَى عَرْضًا]

(الْقِسْمُ الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ التَّحْمِيلِ (الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَيُسَمِّي بِهَا أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ

عَرْضًا) مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَارِئَ يَعْزِضُ عَلَى الشَّيْخِ مَا يَقْرَأُهُ كَمَا يُعْزِضُ الْقُرْآنُ عَلَى

الْمُقَرَّرِ. لَكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ

الْقِسْمُ الثَّانِي: শায়খের সামনে পাঠ করা, এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ এটিকে 'আরদ'

(উপস্থাপন) নামে অভিহিত করেন। তুমি নিজে পাঠ করো অথবা অন্য কেউ পাঠ করুক এবং তুমি কিতাব থেকে বা মুখস্থ শুনতে থাকো, শায়খ মুখস্থ করুন বা না করুন, যদি তিনি নিজে অথবা কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাঁর মূল কিতাব ধারণ করেন (হাতে রাখেন), আর এটি একটি সহীহ বর্ণনা, এ বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই, তবে কিছু এমন ব্যক্তির কথা ছাড়া যাদের বক্তব্য ধর্তব্য নয়।

আর তারা মতানৈক্য করেছেন এটিকে শায়খের মুখ থেকে সরাসরি শ্রবণের সমতুল্য হওয়া, অথবা সরাসরি শ্রবণকে এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, অথবা একে সরাসরি শ্রবণের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া বিষয়ে। প্রথম মতটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম মালিক ও তাঁর সাথী, শায়খগণ এবং হেজাজ ও কুফার অধিকাংশ আলেম, ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের থেকে। আর দ্বিতীয় মতটি প্রাচ্যের অধিকাংশ উলামাদের থেকে বর্ণিত, আর এটিই সহীহ। আর তৃতীয় মতটি আবু হানিফা, ইবন আবি যি'ব এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত, এবং ইমাম মালিক থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে। আর এর মাধ্যমে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সতর্ক পদ্ধতি হলো: "আমি অমুকের কাছে পাঠ করেছি" অথবা "তাঁর কাছে পাঠ করা হয়েছে এবং আমি শুনেছি, অতঃপর

তিনি তা অনুমোদন করেছেন" বলা। অতঃপর শ্রবণের বাক্যগুলি শর্তযুক্ত করা হবে: যেমন "তিনি আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন" (হাদদাসানা) অথবা "তিনি আমাদের কাছে খবর দিয়েছেন" (আখবারানা) তাঁর সামনে পাঠ করার মাধ্যমে, এবং কবিতার ক্ষেত্রে "তিনি আমাদের আবৃত্তি করেছেন" (আনশাদানা) তাঁর সামনে পাঠ করার মাধ্যমে। ইবনুল মুবারক, ইয়াহিয়া ইবন ইয়াহিয়া আত-তামিমি, আহমদ ইবন হাম্বাল, নাসায়ী এবং অন্যান্যরা "হাদদাসানা" ও "আখবারানা" শব্দ দুটির সাধারণ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন (অর্থাৎ, শায়খের সামনে পাঠের ক্ষেত্রে)। তবে একটি দল এটিকে জায়েজ বলেছেন। বলা হয়েছে: এটি যুহরী, মালিক, ইবন উয়ায়না, ইয়াহিয়া আল-কাত্তান, বুখারী এবং মুহাদ্দিসগণের একটি জামাত, এবং অধিকাংশ হেজাজ ও কুফার আলেমদের মাযহাব।

আর তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা এক্ষেত্রে "আমি শুনেছি" (সামি'তু) বলা জায়েজ বলেছেন। এবং একটি দল "হাদদাসানা" নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু "আখবারানা" জায়েজ বলেছেন। আর এটিই ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সাথীগণ, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ এবং প্রাচ্যের অধিকাংশ উলামাদের মাযহাব। এবং বলা হয়েছে যে, এটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মাযহাব। এটি ইবন জুরাইজ, আওয়ামী, ইবন ওয়াহব থেকে বর্ণিত হয়েছে, এবং নাসায়ী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর এটিই আহলে হাদীসের মধ্যে প্রচলিত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

-

[তাওদ্রিবুর রাবী]

মু'দাল) আন'আনার আলোচনা প্রসঙ্গে। (বিশেষ করে যদি তার অবস্থা থেকে জানা যায় যে) তিনি 'ক্বালা' (তিনি বলেছেন) শব্দটি ব্যবহার করেন না কেবল সেটি ছাড়া যা তিনি তার থেকে শুনেছেন। যেমন হাজ্জাজ ইবন মুহাম্মদ আল-আওয়ার, তিনি ইবন জুরাইজের কিতাবসমূহ তার থেকে 'ক্বালা ইবন জুরাইজ' (ইবন জুরাইজ বলেছেন) শব্দে বর্ণনা করেছেন, ফলে মানুষ তার থেকে তা গ্রহণ করেছে এবং তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে। (আর খতীব একে) কেবল তার থেকে শ্রবণের উপরই সীমাবদ্ধ করেছেন (অর্থাৎ যার সম্পর্কে এমনটি জানা যায়)। এর বিপরীত ব্যক্তি, যার সম্পর্কে এমনটি জানা যায় না, তার বর্ণনাকে শ্রবণের উপর ধরা হবে না। (আর প্রসিদ্ধ মত হলো যে, এটি) কোনো শর্ত নয়।

আর ইবন মান্দাহ্ বাড়াবাড়ি করে বলেছেন: যেখানে বুখারী "তিনি আমাদের বলেছেন" (ক্বালা লানা) বলেন, তা হলো ইজাযাত (বর্ণনার অনুমতি), আর যেখানে তিনি "অমুক বলেছেন"

(কাল্লা ফুলান) বলেন, তা হলো তাদলিস (দোষ গোপন করা)। কিন্তু আলেমগণ তাঁর এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তা গ্রহণ করেননি।

[দ্বিতীয় প্রকার: শায়খের সামনে পাঠ করা, এবং একে 'আরদ' বলা হয়]

(হাদীস) গ্রহণের প্রকারসমূহের মধ্যে (দ্বিতীয় প্রকার হলো) (শায়খের সামনে পাঠ করা, এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ একে 'আরদ' (উপস্থাপন) নামে অভিহিত করেন)। এই কারণে যে পাঠক শায়খের সামনে যা পাঠ করে তা উপস্থাপন করে, যেমন কুরআন কারীকে কুরআন উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু শাইখুল ইসলাম ইবন হাজার তাঁর বুখারী শরহের ব্যাখ্যায় বলেছেন: কিরাআত (পাঠ) এবং আরদ (উপস্থাপন)-এর মধ্যে

(ص: 424) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، لِأَنَّ الطَّالِبَ إِذَا قَرَأَ كَانَ أَعَمَّ مِنَ الْعَرِضِ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ الْعَرِضُ إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الْعَرِضَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَعْرِضُ بِهِ الطَّالِبُ أَصْلَ شَيْخِهِ مَعَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ. فَهُوَ أَحْصَى مِنَ الْقِرَاءَةِ، انْتَهَى.

(سَوَاءٌ قَرَأْتَ) عَلَيْهِ بِنَفْسِكَ (أَوْ قَرَأَ غَيْرُكَ) عَلَيْهِ (وَأَنْتَ تَسْمَعُ) وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مِنْكَ أَوْ مِنْ غَيْرِكَ (مِنْ كِتَابٍ أَوْ حِفْظٍ) وَسَوَاءٌ فِي الصُّورِ الْأَرْبَعِ (حِفْظُ الشَّيْخِ) مَا قُرِئَ عَلَيْهِ (أَمْ لَا إِذَا أَمْسَكَ أَصْلَهُ هُوَ أَوْ ثِقَةً) غَيْرُهُ كَمَا سَبَّأْتِي.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَكَذَا إِنْ كَانَ ثِقَةً مِنَ السَّامِعِينَ يَحْفَظُ مَا قُرِئَ وَهُوَ مُسْتَمِعٌ غَيْرُ غَافِلٍ، فَذَلِكَ كَافٍ أَيْضًا.

قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الصَّلَاحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ. وَالْحُكْمُ فِيهَا مُتَّبَعٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِمْسَاكِ
الثِّقَةِ لِأَصْلِ الشَّيْخِ وَبَيْنَ حِفْظِ الثِّقَةِ لِمَا يَفْرَأُ، وَقَدْ رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ
وَعَايِرَهُمْ اكْتَفَى بِذَلِكَ، انْتَهَى.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: يَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْإِمْسَاكِ فِي الصُّورِ كُلِّهَا عَلَى الْحِفْظِ لِأَنَّهُ خَوَّانٌ،
وَشَرَطَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْقَارِئِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْرِفُ وَيَفْهَمُ.

[তাদরীবুর রাবী]

সাধারণ ও বিশেষ। কারণ, শিক্ষার্থী যখন পাঠ করে, তা 'আরদ (শিক্ষকের সামনে পাঠ) ও
অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। আর 'আরদ কেবল পাঠের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়;
কেননা 'আরদ হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার শায়খের মূল পাণ্ডুলিপি তার
(শায়খের) সাথে অথবা তার (শায়খের) উপস্থিতিতে অন্য কারো সাথে পেশ করে। অতএব,
এটি পাঠ অপেক্ষা অধিকতর বিশেষ। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।

(তুমি নিজে তার সামনে পাঠ করো) অথবা (তোমার ব্যতীত অন্য কেউ) তার সামনে (পাঠ
করুক) (আর তুমি শুনো)। আর পাঠ তোমার তরফ থেকে হোক বা অন্যের তরফ থেকে,
(কিতাব থেকে হোক বা মুখস্থ থেকে হোক), এবং এই চারটি পদ্ধতিতেই সমান— (শায়খ মুখস্থ
রাখুন) যা তাকে পাঠ করে শোনানো হয়েছে (বা না রাখুন), যদি তিনি নিজে তার মূল পাণ্ডুলিপি
ধরে থাকেন অথবা তার পরিবর্তে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (ধরে থাকেন), যেমনটি পরবর্তীতে
আসবে।

ইরাকী বলেন: অনুরূপভাবে, যদি শ্রোতাদের মধ্যে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থাকেন যিনি
পঠিত বিষয় মুখস্থ করে রাখেন এবং তিনি অমনোযোগী না হয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন,
তবে সেটাও যথেষ্ট।

তিনি (ইরাকী) আরও বলেন: ইবনুস সালাহ এই মাসআলাটি উল্লেখ করেননি। তবে এর বিধান
যুক্তিযুক্ত এবং শায়খের মূল পাণ্ডুলিপি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ধরে রাখার মধ্যে এবং নির্ভরযোগ্য
ব্যক্তির পঠিত বিষয় মুখস্থ রাখার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি আহলুল হাদীস ও
অন্যান্যদের মধ্যে অনেককে দেখেছি যারা এর দ্বারা যথেষ্ট মনে করেছেন। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।

আর শায়খুল ইসলাম বলেন: সকল পরিস্থিতিতে মুখস্থের উপর (মূল পাণ্ডুলিপি) ধরে রাখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত; কারণ মুখস্থ (ভুলপ্রবণ) বিশ্বাসঘাতক। আর ইমাম আহমদ পাঠকের জন্য শর্তারোপ করেছেন যে, সে যেনো এমন ব্যক্তি হয় যে জানে ও বোঝে।

(ص: 425) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَشَرَطَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الشَّيْخِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ فُرِضَ مِنَ الْقَارِئِ تَحْرِيفٌ أَوْ تَضْحِيفٌ لَرَدَّهُ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ التَّحْمُلُ بِهَا.

(وَهِيَ) أَيِ الرَّوَايَةِ بِالْقِرَاءَةِ بِشَرْطِهَا (رَوَايَةٌ صَحِيحَةٌ، بِلَا خِلَافٍ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ) إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ، وَهُوَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، رَوَاهُ الرَّامَهُزْمِيُّ عَنْهُ.

وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: مَا أَخَذْتُ حَدِيثًا قَطُّ عَرْضًا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَالِكًا وَالنَّاسُ يَقْرَأُونَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ لِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمَحِيُّ لَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ: أَخْرِجُوهُ عَنِّي.

وَمِمَّنْ قَالَ بِصَحَّتِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ ": أَنَسُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ. وَمِنَ التَّابِعِينَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَابْنُ هُرْمَزٍ، وَعَطَاءٌ، وَنَافِعٌ، وَعُرْوَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ، وَمَنْصُورٌ، وَأَيُّوبُ. وَمِنَ الْأَنْبِيَةِ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، وَشُعْبَةُ، وَالْأَنْبِيَةُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَشَرِيكَ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَالْبُخَارِيُّ فِي خَلْقٍ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً.

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইমামুল হারামাইন শায়খের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, তিনি এমন হবেন যে, যদি পাঠক কর্তৃক কোনো বিকৃতি বা ভুল পাঠ উপস্থাপিত হয়, তাহলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন।

অন্যথায়, এর দ্বারা (ইলম) গ্রহণ সহীহ হবে না।

(এটি) অর্থাৎ, এর শর্তাধীনে কিরাত (পাঠ) এর মাধ্যমে বর্ণনা (একটি সহীহ বর্ণনা, এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই, তবে এমন কিছু ব্যক্তির কথা ছাড়া যাদেরকে ধর্তব্য করা হয় না) যদি তা তার থেকে প্রমাণিত হয়, আর তিনি হলেন আবু আসিম আন-নাবীল। রামাহুরমুযী তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব ওয়াকী' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি কখনো আরয (পেশ করা) পদ্ধতিতে হাদিস গ্রহণ করিনি। এবং মুহাম্মদ ইবনে সালাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি মালিকের সময়কালে তাকে পেয়েছিলেন এবং লোকেরা তার কাছে (হাদিস) পাঠ করছিল, কিন্তু তিনি এই কারণে তার থেকে শোনেননি। একইভাবে আব্দুর রহমান ইবনে সালাম আল-জুমাহী এতে সম্মত হননি। অতঃপর মালিক বলেন: তাকে আমার থেকে বের করে দাও।

বাইহাকী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে যেমন বর্ণনা করেছেন, সাহাবীদের মধ্যে যারা এর শুদ্ধতা সম্পর্কে বলেছেন, তারা হলেন: আনাস, ইবনে আব্বাস, এবং আবু হুরায়রা। এবং তাবেঈনদের মধ্যে: ইবনুল মুসায়্যাব, আবু সালামাহ, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ, খারিজাহ ইবনে যায়দ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, ইবনে হুরমুয, আতা, নাবি', উরওয়াহ, আশ-শাবী, আয-যুহরী, মাকহুল, আল-হাসান, মানসুর, ও আইয়ুব। আর ইমামগণের মধ্যে: ইবনে জুরাইজ, আহ-ছাওরী, ইবনে আবী যিব, শু'বাহ, চার ইমাম, ইবনে মাহদী, শারীক, আল-লায়ছ, আবু উবাইদ, এবং আল-বুখারীসহ অসংখ্য ব্যক্তি।

(ص: 426) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدْعُونَ تَنْطَعُكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! الْعَرُضُ مِثْلُ السَّمَاعِ.

وَاسْتَدَلَ الْحَمِيدِيُّ ثُمَّ الْبُخَارِيُّ عَلَى ذَلِكَ «بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: "إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَدُّ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: أَسَأَلْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، اللَّهُ أَرْسَلَكَ». الْحَدِيثُ فِي سُؤَالِهِ عَنْ شَرَائِعِ الدِّينِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «آمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى قَوْمِهِ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَأَبْلَغَهُمْ فَأَجَازُوهُ» أَيُّ: قَبْلُوهُ مِنْهُ وَأَسْلَمُوا.

وَأُسْنَدُ الْبَيْهَقِيِّ فِي " الْمُدْخَلِ " عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحَدَّادُ: وَعِنْدِي خَبْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ، فَقِيلَ لَهُ: قَالَ قِصَّةُ ضِمَامٍ، «اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ».

(وَاخْتَلَفُوا فِي مُسَاوَاتِهَا لِلْسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ) فِي الْمُرْتَبَةِ (وَرُجَحَانِهِ عَلَيْهَا وَرُجَحَانِهَا عَلَيْهِ) عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ:

(فَحُكِّي الْأَوَّلُ) وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ (عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَشْيَاخِهِ) مِنْ عُلَمَاءِ

-

[তাদরিবুর রাবী]

আল-খতিব ইবরাহিম ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: হে ইরাকবাসী! তোমরা তোমাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ত্যাগ করো! আরজ (শিক্ষকের সামনে পঠন) সামা'র (শিক্ষকের কাছ থেকে শ্রবণ) মতোই।

আল-হুমাইদী অতঃপর আল-বুখারী এর উপর প্রমাণ পেশ করেছেন হিমাম ইবনে সা'লাবাহর হাদিস দ্বারা: যখন তিনি নবী (সা.)-এর কাছে এলেন, তখন তাঁকে বললেন: "আমি আপনাকে প্রশ্নকারী এবং আপনার উপর কঠোর হবো।" অতঃপর বললেন: "আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তী সকলের রবের নামে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?" হাদিসটি তাঁর দ্বীনের শরীয়ত সম্পর্কে প্রশ্ন করার বিষয়ে। যখন তিনি (প্রশ্ন করা) শেষ করলেন, তখন বললেন: "আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তাতে ঈমান আনলাম এবং

আমি আমার পিছনের (আমার কওমের) প্রতিনিধি।" যখন তিনি তাঁর কওমের কাছে ফিরে গেলেন, তখন তারা তাঁর কাছে সমবেত হলো এবং তিনি তাদের কাছে বার্তা পৌঁছালেন, অতঃপর তারা তাঁকে অনুমোদন করল। অর্থাৎ: তারা তা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

আল-বায়হাকী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে আল-বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আবু সাজিদ আল-হাদাদ বলেন: আমার কাছে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পঠন (ক্বিরাআত আলাল আলিম) সম্পর্কে নবী (সা.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে। তখন তাঁকে বলা হলো: দ্বিমামের ঘটনাটি (বলুন), "আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি (নবী) বললেন: হ্যাঁ।"

(আর তারা (উলামাগণ) শিক্ষকের উক্তি থেকে সামা'র সাথে এর (অর্থাৎ আরজের) সমতা) মর্যাদার দিক থেকে (এবং এর উপর সেটির (সামা'র) প্রাধান্য অথবা তার (সামা'র) উপর এর (আরজের) প্রাধান্য নিয়ে মতানৈক্য করেছেন) তিনটি মাযহাবে (মতে):

(প্রথম মতটি বর্ণিত হয়েছে) আর তা হলো সমতা (মালিক, তাঁর সাথীগণ এবং তাঁর উস্তাদগণ থেকে) উলামাদের মধ্য থেকে

(ص: 427) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْمَدِينَةِ (وَمُعْظِمِ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْكُوفَةِ وَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ) وَحَكَاهُ الرَّامَهُزْمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ بِنَزْلِ السَّمَاعِ مِنْهُ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اقْرَأُوا عَلَيَّ فَإِنَّ قِرَاءَتَكُمْ عَلَيَّ كَقِرَاءَتِي عَلَيْكُمْ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمَدْخَلِ"، وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ، قُلْتُ: وَعِنْدِي أَنَّ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا ذَكَرُوا الْمُسَاوَاةَ فِي صِحَّةِ الْأَخْذِ بِهَا رَدًّا عَلَى مَنْ كَانَ أَنْكَرَهَا لَا فِي اتِّحَادِ الْمَرْتَبَةِ.

أُسْنَدَ الْخُطِيبِ فِي " الْكِفَايَةِ " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ عَنِ الْكُتُبِ الَّتِي تُعْرَضُ عَلَيْهِ، أَيْقُولُ الرَّجُلُ حَدَّثَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ الْقُرْآنُ أَلَيْسَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: أَقْرَأَنِي فَلَانٌ.

وَأُسْنَدُ الْحَاكِمِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَأْبَى أَشَدَّ الْإِبَاءِ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لَا يُجْزِيهِ إِلَّا السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَيَقُولُ: كَيْفَ لَا يُجْزِيكَ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَيُجْزِيكَ فِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ أَعْظَمُ.

(و) حُكْمِي (الثَّانِي) وَهُوَ تَرْجِيحُ السَّمَاعِ عَلَيْهَا (عَنْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَهُوَ الصَّحِيحُ،

[তাদরীবুর রাবী]

মদিনার (এবং হিজাজ, কুফা ও বুখারীর অধিকাংশ উলামা এবং অন্যান্যদের)। রামাহুরমুযী তা আলী ইবনে আবি তালিব ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আলেমের কাছে পাঠ করা তাঁর থেকে শ্রবণের মর্যাদাস্বরূপ।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমার উপর পাঠ করো, কারণ তোমাদের আমার উপর পাঠ করা আমার তোমাদের উপর পাঠ করার মতোই। বায়হাকী তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং আবু বকর আস-সায়রাফী এটি শাফিঈ (রহিমাল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি: আমার মতে, এঁরা কেবল এর (হাদীস) গ্রহণীয় হওয়ার বৈধতার ক্ষেত্রে সমতার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তা অস্বীকার করতো তাদের প্রতিবাদস্বরূপ; মর্যাদার ঐক্যের ক্ষেত্রে নয়।

খতীব (বাগদাদী) "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে ইবনে ওয়াহব-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে ওয়াহব) বলেছেন: আমি মালিক (রহিমাল্লাহ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাঁকে এমন কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যা তাঁর সামনে পেশ করা হয় (অর্থাৎ পড়া হয়), তখন কি ব্যক্তি বলতে পারবে 'তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন'? তিনি (মালিক) বললেন: হ্যাঁ।

কোরআনের ক্ষেত্রেও তো এমনটিই হয়, একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে পাঠ করে কি বলে না যে, 'অমুক আমাকে পড়িয়েছেন'?

হাকিম (নিশাপুরী) "উলুমুল হাদীস" গ্রন্থে মুতাররিফ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-কে তাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুনেছি, যে বলতো: শাইখের মুখ থেকে শোনা ছাড়া তা যথেষ্ট হবে না। এবং তিনি (মালিক) বলতেন: এটি তোমার জন্য হাদীসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না কেন, অথচ কোরআনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হয়, আর কোরআন তো মহত্তর?

(এবং) দ্বিতীয় মতটি বর্ণিত হয়েছে, আর তা হলো, এর (পঠন)-এর উপর শ্রবণের প্রাধান্য দেওয়া; (এটি) প্রাচ্যের অধিকাংশ আলেমদের থেকে (বর্ণিত), এবং এটিই বিশুদ্ধ।

(ص: 428) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَحُكَيِّ (الثَّالِثُ) وَهُوَ تَرْجِيحُهَا عَلَيْهِ (عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي ذُئْبٍ وَغَيْرِهِمَا وَ) هُوَ (رَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ) حَكَاهَا عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ وَالْخَطِيبُ، وَحَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَشُعْبَةَ، وَابْنِ لَهْيَعَةَ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي الْوَلِيدِ مُوسَى بْنَ دَاوُدَ الضَّبِّيَّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي حَاتِمٍ. وَحَكَاهُ ابْنُ فَارِسٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " عَنْ مَكِّي بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَمَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَهَشَامٌ، وَابْنُ أَبِي ذُئْبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يَقُولُونَ: قَرَأْتُكَ عَلَى الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْعَالِمِ عَلَيْكَ، وَاعْتَلُوا بِأَنَّ الشَّيْخَ لَوْ غَلَطَ لَمْ يَتَّهَيَّا لِلطَّلِبِ الرَّدُّ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ: الْقِرَاءَةُ عَلَيَّ أَثْبَتُ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى الْقِرَاءَةَ أَنَا.

وَقَالَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ التَّسْوِيَةِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ

-
তাদরিবুর রাবী

এবং তৃতীয় মত – যা হলো শিক্ষকের পড়ার উপর শিক্ষার্থীর পড়ার অগ্রাধিকার দেওয়া – আবু হানিফা, ইবনু আবী যি'ব এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি মালেক (ইমাম মালেক)-এর একটি বর্ণনা, যা তাঁর থেকে দারাকুতনী, ইবনু ফারিস ও খতীব বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী এটি আরও বর্ণনা করেছেন লাইস ইবনু সা'দ, শু'বাহ, ইবনু লাহিআহ, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বুকাইর, আব্বাস ইবনু ওয়ালীদ ইবনু ইয়াযীদ, আবুল ওয়ালীদ মূসা ইবনু দাউদ আদ-দাক্বী, আবু উবাইদ ও আবু হাতিমের থেকে। ইবনু ফারিস এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু জুরাইজ ও হাসান ইবনু ইমারা থেকে।

বাইহাকী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে মাক্কী ইবনু ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইবনু জুরাইজ, উসমান ইবনুল আসওয়াদ, হানযালা ইবনু আবী সুফিয়ান, তালহা ইবনু আমর, মালেক, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী, আবু হানিফা, হিশাম, ইবনু আবী যি'ব, সাঈদ ইবনু আবী আরুবা এবং মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ বলতেন: "জ্ঞানীর কাছে তোমার পাঠ করা, জ্ঞানীর তোমার উপর পাঠ করার চেয়ে উত্তম।" আর তারা এই যুক্তি দিয়েছেন যে, যদি শাইখ (শিক্ষক) ভুল করেন, তাহলে ছাত্রের পক্ষে তাঁর উপর (ভুল ধরিয়ে) প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয় না।

আবু উবাইদ থেকে (বর্ণিত), তিনি বলেছেন: "আমার উপর পাঠ করা (ছাত্রের), আমার নিজে পাঠ করার চেয়ে অধিক সুদৃঢ়।"

এবং সাহিবুল বাদী' (গ্রন্থকার) উভয় পদ্ধতিকে সমান মনে করার পর বলেছেন: "মতভেদের স্থান হলো যখন শাইখ (শিক্ষক) পাঠ করেন..."

(ص: 429) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....
-
[تدريب الراوي]

فِي كِتَابِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْهُو، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ، أَمَّا إِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ مِنْ حَفِظِهِ فَهُوَ أَعْلَى بِالِاتِّفَاقِ.

وَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ مَحَلَّ تَرْجِيحِ السَّيِّئِ مَا إِذَا اسْتَوَى الشَّيْخُ وَالطَّالِبُ، أَوْ كَانَ الطَّالِبُ أَعْلَمَ، لِأَنَّهُ أَوْعَى لِمَا يَسْمَعُ، فَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا فَقِرَاءَتُهُ أَوْلَى، لِأَنَّهَا أَضْبَطُ لَهُ. قَالَ: وَلِهَذَا كَانَ السَّيِّئُ مِنْ لَفْظِهِ فِي الْإِمْلَاءِ أَرْفَعَ الدَّرَجَاتِ، لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَحْرِيرُ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ. وَصَرَّحَ كَثِيرُونَ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِنَفْسِهِ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنَ السَّيِّئِ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ. وَقَالَ الرَّزْكَانِيُّ: الْقَارِئُ وَالْمُسْتَمِعُ سَوَاءٌ.

(وَالْأَحْوَطُ) الْأَجُودُ (فِي الرِّوَايَةِ بِهَا) أَنْ يَقُولَ (قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ) إِنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ (أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ) وَأَنَا أَسْمَعُ فَأَقْرَأُ بِهِ ثُمَّ يَلِي ذَلِكَ (عِبَارَاتُ السَّيِّئِ مُقَيَّدَةٌ) بِالْقِرَاءَةِ لَا مُطْلَقَةً (كَحَدَّثَنَا) بِقِرَاءَتِي أَوْ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) وَأَنَا أَسْمَعُ (أَوْ أَخْبَرْنَا) بِقِرَاءَتِي أَوْ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْ أَنْبَأْنَا أَوْ نَبَّأْنَا أَوْ قَالَ لَنَا كَذَلِكَ (وَأَنْشَدْنَا فِي الشَّعْرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ. وَمَنْعَ إِطْلَاقِ حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا) هُنَا عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّبِيبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ).

-

[তাদরিবুর রাবী]

তাঁর কিতাব থেকে (শায়খ পাঠ করলে), কারণ তিনি ভুল করতে পারেন, সুতরাং এতে (শায়খের নিজে পাঠ করা) এবং তাঁর উপর পাঠ করা (ছাত্রের) এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে যদি শায়খ তাঁর মুখস্থ থেকে পাঠ করেন, তাহলে সর্বসম্মতভাবে এটিই সর্বোচ্চ (মর্যাদার)। শায়খুল ইসলাম মত দিয়েছেন যে, শ্রবণের (শিক্ষকের পাঠ) অগ্রাধিকারের স্থান হলো যখন শায়খ ও ছাত্র উভয়ই সমান হয়, অথবা ছাত্র অধিক জ্ঞানী হয়, কারণ সে যা শোনে তা অধিক সংরক্ষণ করতে পারে। আর যদি (ছাত্র) নিম্নস্তরের হয়, তবে তার নিজের পাঠ করা উত্তম, কারণ এটি তার জন্য অধিকতর নির্ভুল।

তিনি বলেছেন: এই কারণে, ইমলার (শিক্ষক মুখে বলে যাওয়া এবং ছাত্র লেখা) সময় শায়খের মুখ থেকে শোনা সর্বোচ্চ স্তর, কারণ এতে শায়খ ও ছাত্র উভয়েরই ত্রুটিমুক্তকরণ অপরিহার্য

হয়ে পড়ে। এবং অনেকেই স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অন্যের পাঠের মাধ্যমে শোনার চেয়ে নিজের পাঠ করা উচ্চতর মর্যাদা রাখে। আর যারকাশী বলেছেন: পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ই সমান।

(বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) অধিক সতর্কতা ও উত্তম পদ্ধতি হলো, সে বলবে: "আমি অমুকের নিকট পাঠ করেছি" যদি সে নিজে পাঠ করে। (অথবা বলবে): "তার সামনে পাঠ করা হয়েছে এবং আমি শুনেছি, আর তিনি তা স্বীকার করেছেন।" এরপর এর অনুসরণ করবে শ্রবণের সীমাবদ্ধ শব্দাবলি, যা পাঠের সাথে সম্পর্কিত, নিরঙ্কুশ নয়। (যেমন: "(আমার পাঠের মাধ্যমে) তিনি আমাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন" অথবা "তার সামনে পাঠ করা হয়েছে এবং আমি শুনেছি"। (অথবা: "(আমার পাঠের মাধ্যমে) তিনি আমাদের খবর দিয়েছেন" অথবা "তার সামনে পাঠ করা হয়েছে এবং আমি শুনেছি"। অথবা "তিনি আমাদের জানিয়েছেন" অথবা "তিনি আমাদের অবহিত করেছেন" অথবা "তিনি আমাদের এমন বলেছেন"। এবং কবিতার ক্ষেত্রে, "তার সামনে পাঠ করা হলে তিনি আমাদের আবৃত্তি করিয়েছেন।

এখানে "হাদিস বর্ণনা করেছেন" (হাদদাসানা) এবং "খবর দিয়েছেন" (আখবারানা) শব্দদ্বয়কে নিরঙ্কুশভাবে (অর্থাৎ 'আমার পাঠের মাধ্যমে' বা 'তার সামনে পাঠ করা হয়েছে' উল্লেখ ছাড়া) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন আব্দুল্লাহ (ইবনুল মোবারক, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আত-তামিমি, আহমদ ইবনে হাম্বল, নাসায়ী এবং অন্যান্যগণ)।

(ص: 430) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْخَطِيبُ: وَهُوَ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ (وَجَوَّزَهَا طَائِفَةٌ قِيلَ إِنَّهُ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ) ابْنِ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ (ابْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى) ابْنِ سَعِيدٍ (الْقَطَّانِ، وَابْنِ خَارِيجٍ، وَجَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمُعْظَمِ الْحَجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ) كَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، وَالتَّضَرِّ بْنِ شَمِيلٍ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، وَوَهْبٍ

بْنِ جَرِيرٍ، وَثَعْلَبٍ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَالْفَ فِيهِ جُزْءًا، وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ
عَنِ الْأَكْثَرِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

(وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ فِيهَا سَمِعْتُ) أَيْضًا وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ وَالسُّفْيَانِيُّ. وَالصَّحِيحُ لَا
يَجُوزُ، وَمَنْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
وَيَقَعُ فِي عِبَارَةِ السَّلَفِيِّ فِي كِتَابِهِ " التَّسْبِيحُ " سَمِعْتُ بِقِرَاءَتِي، وَهُوَ إِمَّا تَسَامُحٌ فِي
الْكِتَابَةِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الرِّوَايَةِ، أَوْ رَأْيٌ يَفْصِلُ بَيْنَ التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ.
(وَمَنْعَتُ طَائِفَةٍ) إِطْلَاقٌ (حَدَّثْنَا وَأَجَازَتْ) إِطْلَاقٌ (أَخْبَرْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
وَأَصْحَابِهِ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ

-

[তাদরীবুর রাবী]

খতীব বলেছেন: এবং এটি হাদীস বিশারদদের এক বিরাট অংশের মত। (এবং একদল এটিকে
জায়েয বলেছেন, বলা হয় যে এটি যুহরী, মালিক ইবনে আনাস, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা,
ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান, বুখারী এবং মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন জামাত, এবং
অধিকাংশ হিজাযী ও কূফীদের মত)। যেমন সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা ও তাঁর দুই ছাত্র
(আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান), নাযর ইবনে শুমাইল, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, আবু
আসিম আন-নাবিল, ওয়াহব ইবনে জারীর, ছা'লাব, এবং তাহাবী (যিনি এ বিষয়ে একটি অংশ
রচনা করেছেন), এবং আবু নু'আইম আল-ইসফাহানী। ইয়ায এটিকে অধিকাংশের পক্ষ থেকে
বর্ণনা করেছেন, এবং এটি আহমাদ থেকে একটি বর্ণনা।

(এবং তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা এতে "সামি'তু" (আমি শুনেছি) শব্দটিও জায়েয
বলেছেন) এবং এটি মালিক ও দুই সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, এটি জায়েয
নয়। যারা এটিকে সহীহ বলেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আহমাদ ইবনে সালিহ, কাজী আবু
বকর আল-বাকিল্লানী এবং অন্যান্যরা।

এবং সালফীর "আত-তাসমী'" নামক কিতাবে "সামি'তু বিক্দিরাআতী" (আমার পড়া দ্বারা আমি
শুনেছি) বাক্যটি পাওয়া যায়। আর এটি হয়তো লেখার ক্ষেত্রে একটি উদারতা যা বর্ণনার ক্ষেত্রে

ব্যবহৃত হয় না, অথবা এমন একটি মত যা নির্দিষ্টকরণ ও সাধারণ প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য করে।

(এবং একদল "হাদাসানা" (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) শব্দটির সাধারণ প্রয়োগকে নিষেধ করেছেন এবং "আখবারানা" (তিনি আমাদের জানিয়েছেন) শব্দটির সাধারণ প্রয়োগকে জায়েয বলেছেন)। এবং এটি শাফিঈ ও তাঁর ছাত্রদের, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ এবং প্রাচ্যের অধিকাংশ আলেমদের মত। এবং বলা হয় যে, এটি _____ এর মত।

(ص: 431) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ) عَزَاهُ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّيْمِيُّ الْجَوْهَرِيُّ فِي كِتَابِ " الْإِنْصَافِ " قَالَ: فَإِنَّ أَخْبَرَنَا عِلْمٌ يَقُومُ مَقَامَ قَائِلِهِ أَنَا قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ لَفَظَ بِهِ لِي.

(وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقِيلَ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَحَدَّثَ الْفَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ بِبَصَرٍ، وَهَذَا يَدْفَعُهُ النَّقْلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا أَنْ يُعْنِيَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِبَصَرٍ (وَرُوِيَ عَنِ النَّسَائِيِّ أَيْضًا) حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ الْمَذْكُورُ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَصَارَ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا (هُوَ الشَّائِعُ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ) وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مِنْهُمْ، أَرَادُوا بِهِ التَّيْمِيَّ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَالِاحْتِجَاجُ لَهُ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ فِيهِ عَنَاءٌ وَتَكَلُّفٌ.

قَالَ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا حُكِيَ عَمَّنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبُ مَا حَكَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَرَوِيِّ أَحَدِ رُؤَسَاءِ الْحَدِيثِ بِخُرَاسَانَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى بَعْضِ الشُّيُوخِ عَنِ الْفَرَبْرِِيِّ " صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ "، وَكَانَ يَقُولُ لَهُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ: حَدَّثَكُمُ الْفَرَبْرِِيُّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْكِتَابِ سَمِعَ الشَّيْخَ يَذْكُرُ أَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ الْكِتَابَ مِنَ الْفَرَبْرِِيِّ قِرَاءَةً

-
[তাদ্রীবুর রাবী]

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন) তাদের প্রতি এটি আরোপ করেছেন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আত-তামিমী আল-জাওহারী তাঁর "আল-ইনসার" গ্রন্থে। তিনি বলেন: আখবারানা (তিনি আমাদের অবহিত করেছেন) এমন একটি অভিব্যক্তি যা এর বক্তার জ্ঞানভিষিক্ত হয় এই অর্থে যে, আমি তার কাছে এটি পাঠ করেছি, তিনি আমার কাছে এটি মৌখিকভাবে উচ্চারণ করেননি।

(এবং ইবনে জুরাইজ, আওয়ালী ও ইবনে ওয়াহাবের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে)।

ইবনে সালাহ বলেছেন: এবং বলা হয়েছে যে, তিনি (ইবনে ওয়াহাব) মিশরে দুটি শব্দবন্ধের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী প্রথম ব্যক্তি। কিন্তু ইবনে জুরাইজ ও আওয়ালীর সূত্রে বর্ণিত বিবরণ এটি খণ্ডন করে, তবে যদি এর অর্থ এই হয় যে, তিনি মিশরে এটি প্রথম করেছেন। (নাসাঈ থেকেও বর্ণিত হয়েছে) পূর্বোক্ত জাওহারী এটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনে সালাহ বলেছেন: (এবং) তাদের (দুটি শব্দবন্ধের) মধ্যে পার্থক্য (মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে) প্রচলিত ও প্রভাবশালী (রীতি) হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি তাদের একটি পরিভাষা, তারা এর মাধ্যমে দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করতে চেয়েছেন। ভাষাগত দিক থেকে এর স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা কষ্টকর ও অযৌক্তিক।

তিনি বলেন: যারা এই মতবাদ গ্রহণ করেছেন, তাদের সম্পর্কে যে সকল উত্তম বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে একটি হলো যা আল-বারকানী খুরাসানের হাদিস প্রধানদের অন্যতম আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-হারাভী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফিরারবীর সূত্রে জনৈক শায়খের কাছে "সহীহ বুখারী" পাঠ করেছিলেন। এবং তিনি (শায়খ) তাকে (আবু হাতিমকে) প্রত্যেক হাদিসে বলতেন: "ফিরারবী তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন (হাদ্দাসাকুমুল ফিরারবী)।" যখন বইটি শেষ হল, তখন তিনি (আবু হাতিম) শায়খকে বলতে শুনলেন যে, তিনি ফিরারবীর কাছ থেকে বইটি মূলত (তার কাছে) পাঠ করার মাধ্যমেই শুনেন।

[تدريب الراوي]

عَلَيْهِ، فَأَعَادَ قِرَاءَةَ الْكِتَابِ كُلِّهِ وَقَالَ فِي جَمِيعِهِ أَخْبَرَكُمْ الْفَرَبْرِيُّ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى إِعَادَةَ السَّنَدِ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، وَهُوَ تَشْدِيدٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي.

- 1

فَائِدَةٌ:

قَوْلُ الرَّاوي " أَخْبَرَنَا سَمَاعًا أَوْ قِرَاءَةً ": هُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ أَتَيْتُهُ سَعِيًّا وَكَلَّمْتُهُ مُشَافَهَةً. وَلِلنُّحَاةِ فِيهِ مَذَاهِبٌ:

أَحَدُهَا وَهُوَ رَأْيُ سِيبَوِيهِ: أَنَّهَا مَصَادِرُ وَقَعَتْ مَوْقِعَ فَاعِلٍ حَالًا، كَمَا وَقَعَ الْمَصْدَرُ مَوْقِعَهُ نَعْتًا فِي " زَيْدٌ عَدْلٌ " وَأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا إِلَّا مَا سُبِعَ، وَلَا يُقَاسُ.

فَعَلَى هَذَا اسْتِعْمَالُ الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّوَايَةِ مَمْنُوعٌ، لِعَدَمِ نُطْقِ الْعَرَبِ بِذَلِكَ. الثَّانِي: وَهُوَ لِلْمُبَرِّدِ، أَنَّهَا لَيْسَتْ أَحْوَالًا بَلْ مَفْعُولَاتٌ لِفِعْلِ مُضْبَرٍ مِنْ لَفْظِهَا

-

[তাদরীবুর রাবী]

তাঁর উপর। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ কিতাবটি পুনরায় পাঠ করলেন এবং এর সবখানে বললেন, 'ফিরিবরী তোমাদেরকে অবহিত করেছেন।' ইরাকী বলেছেন: সম্ভবত তিনি প্রত্যেক হাদীসে সনদ (বর্ণনাসূত্র) পুনরাবৃত্তি করাকে আবশ্যক মনে করতেন, যা একটি কঠোরতা। বিশুদ্ধ মত হলো এর প্রয়োজন নেই, যেমনটি পরবর্তীতে আসবে।

1 -

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

বর্ণনাকারীর উক্তি "আমাদেরকে শ্রবণের মাধ্যমে অথবা পাঠের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে": এটি তাদের এই উক্তির অনুরূপ যে, "আমি তার কাছে দৌড়ে এসেছিলাম" এবং "আমি তার সাথে মুখে মুখে কথা বলেছিলাম"। নাহবিদদের (আরবি ব্যাকরণবিদদের) এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে:

তাদের একটি, যা সিবওয়াইহর অভিমত: তা হলো, এগুলো এমন মাসদার (ক্রিয়ামূল) যা হালের (অবস্থা জ্ঞাপক) হিসেবে ফায়েলের (কর্তার) অবস্থানে এসেছে, যেমন "যায়েদুন আদলুন" (যায়েদ ন্যায়পরায়ণ) বাক্যে মাসদার না'ত (বিশেষণ) হিসেবে এসেছে। এবং এগুলোর মধ্য থেকে কেবল যা শ্রুত (শুনে প্রচলিত), তাই ব্যবহৃত হয়, এর উপর কিয়াস (অনুমান) করা হয় না।

সুতরাং এই অনুযায়ী, বর্ণনায় উল্লিখিত বচনভঙ্গির ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ আরবরা এভাবে কথা বলেনি।

দ্বিতীয় মত: যা মুবাররাদ-এর। তা হলো, এগুলো হাল (অবস্থা জ্ঞাপক) নয়, বরং এগুলো এমন ক্রিয়াপদের মাফউল (কর্মপদ) যা সেগুলোর শব্দ থেকেই লুঙ্কায়িত রয়েছে।

(ص: 433) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

فُرُوعُ:

الأول: إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ حَالَ الْقِرَاءَةِ بِيَدِ مُوثُوقٍ بِهِ مُرَاعٍ لِمَا يَقْرَأُ أَهْلٌ لَهُ فَإِنْ حَفِظَ الشَّيْخُ مَا يَقْرَأُ فَهُوَ كَامِسَاكِه أَصْلُهُ وَأَوَّلَى، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ فَقِيلَ: لَا يَصِحُّ السَّمْعُ، وَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ صَحِيحٌ، فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْقَارِئِ الْمُوثُوقِ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَأَوَّلَى بِالتَّصْحِيحِ، وَمَتَى كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِ غَيْرِ مُوثُوقٍ بِهِ لَمْ يَصِحَّ السَّمْعُ إِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ الشَّيْخُ.

[تدريب الراوي]

وَذَلِكَ الْمَضَرُّ هُوَ الْحَالُ، وَأَنَّهُ يُقَالُ فِي كُلِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ الْمُتَقَدِّمُ، وَعَلَى هَذَا تُخْرَجُ الصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ، بَلْ كَلَامُ أَبِي حَيَّانٍ فِي تَذَكُّرَتِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَخْبَرَنَا سَمَاعًا مَسْمُوعٌ، وَأَخْبَرَنَا قِرَاءَةً لَمْ يُسَمَعْ، وَأَنَّهُ يُقَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. الثَّالِثُ: وَهُوَ لِلزَّجَّاجِ قَالَ، يَقُولُ سَيَبَوِيهِ: فَلَا يُضْمَرُ لَكِنَّهُ مَقِيسٌ.

الرَّابِعُ: وَهُوَ لِلسَّيْرَانِي قَالَ: هُوَ مِنْ بَابٍ جَلَسْتُ قُعُودًا، مَنْصُوبٌ بِالظَّاهِرِ مَصْدَرًا مَعْنَوِيًّا.

[فروع الأول إذا كان أصلُ الشَّيْخِ حَالِ الْقِرَاءَةِ بِيَدِ مَوْثُوقٍ بِهِ]
(فُرُوعٌ: الْأَوَّلُ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ حَالِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ (بِيَدِ) شَخْصٍ (مَوْثُوقٍ بِهِ) غَيْرِ الشَّيْخِ (مُرَاعٍ لِمَا يَقْرَأُ أَهْلٌ لَهُ فَإِنْ حَفِظَ الشَّيْخُ مَا يَقْرَأُ) عَلَيْهِ (فَهُوَ كَامُسَاكِهِ أَصْلُهُ) بِيَدِهِ (وَأُولَى) لَتَعَاضِدِ ذِهْنِي شَخْصَيْنِ عَلَيْهِ.

কতিপয় মাসআলা:

প্রথমটি: যখন ফিরাআত পাঠের সময় শাইখের মূল কপিটি বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির হাতে থাকে যিনি পঠিত বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখতে সক্ষম, যদি শাইখ যা পাঠ করা হয় তা মুখস্থ রাখেন, তাহলে তা তার নিজের মূল কপি হাতে রাখার মতোই, বরং অধিক উত্তম। আর যদি তিনি মুখস্থ না রাখেন, তবে বলা হয়েছে: শ্রবণ (সিমা) সহীহ হবে না। তবে সহীহ ও নির্বাচিত মত, যার উপর আমল করা হয়, তা হলো যে, এটি সহীহ। যদি তা পাঠকের হাতে থাকে, যার দীনদারী ও জ্ঞান বিশ্বস্ত, তাহলে বিশ্বস্ততার দিক থেকে তা অধিক উত্তম। আর যখন মূল কপি কোনো অবিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে থাকে এবং শাইখ তা মুখস্থ না রাখেন, তখন শ্রবণ (সিমা) সহীহ হবে না।

-

[তারীব আল-রাবী]

আর সেই অপ্রকাশ্য (মুদম্মার) হচ্ছে ‘হাল’ (অবস্থা), এবং এটি এমন সব ক্ষেত্রে বলা হয়, যা পূর্ববর্তী ক্রিয়া দ্বারা নির্দেশিত হয়। এবং এই নীতির উপর ভিত্তি করে উল্লিখিত বাক্য গঠন ব্যাখ্যা করা হয়। বরং আবু হাইয়ানের ‘তায়কিরা’ গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ‘আখবারানা সিমাআন’ (আমাদেরকে শ্রবণ করে খবর দিয়েছেন) বাক্যটি শ্রুত (মাসমূ’) হিসেবে গণ্য, আর ‘আখবারানা ফিরাআতান’ (আমাদেরকে পাঠ করে খবর দিয়েছেন) বাক্যটি শ্রুত নয়। এবং এই মতানুসারে এটিকে প্রথমটির উপর ক্রিয়াস (সাদৃশ্য) করা হয়।

তৃতীয়টি: এটি যায়্যাজের মত। তিনি বলেন, সীবাবায়হি বলেন: এটি অপ্রকাশ্য নয়, তবে এটি ক্রিয়াসের মাধ্যমে নির্ণীত।

চতুর্থটি: এটি সাযরাফীর মত। তিনি বলেন: এটি ‘জালাস্তু কুউদুন’ (আমি বসেছিলাম বসা) জাতীয়, এটি طهر (প্রকাশ্য) দ্বারা মানসূব (নাসাব প্রাপ্ত) হয়েছে, একটি অর্থগত মাসদার (ক্রিয়া বিশেষ্য) হিসেবে।

[কতিপয় মাসআলা, প্রথমটি: যখন ক্বিরাআত পাঠের সময় শাইখের মূল কপিটি বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির হাতে থাকে]

(কতিপয় মাসআলা: প্রথমটি: যখন ক্বিরাআত পাঠের সময় শাইখের মূল কপিটি) (তাঁর উপর) (কোনো ব্যক্তির) (হাতে থাকে) (বিশ্বস্ত) (শাইখ ব্যতীত), (যিনি পঠিত বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখতে সক্ষম। যদি শাইখ যা পাঠ করা হয়) (তাঁর উপর) (তা মুখস্থ রাখেন) (তাহলে তা তার নিজের মূল কপি) (নিজের হাতে) (রাখার মতোই এবং অধিক উত্তম) কারণ এতে দু’জনের মনোযোগ একে অপরকে সহায়তা করে।

(ص: 434) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّانِي: إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ قَائِلًا أَحْبَبَكَ فَلَانَّ أَوْ نَحْوَهُ وَالشَّيْخُ مُصْغٍ إِلَيْهِ فَاهُمْ لَهُ غَيْرُ مُنْكَرٍ، صَحَّ السَّمْعُ وَجَازَتْ الرِّوَايَةُ بِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْفُنُونِ، وَشَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ وَالظَّاهِرِيِّينَ نُطْقَهُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَأَنْ يَرْوِيَهُ قَائِلًا: قُرِئَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.

[تدريب الراوي]

(وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ) الشَّيْخُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ (فَقِيلَ لَا يَصَحُّ السَّمْعُ) حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ الْبَاقِلَانِيِّ، وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ. (وَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ) بَيْنَ الشُّيُوخِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ كَافَّةً (أَنَّهُ صَحِيحٌ)

قَالَ السَّلَفِيُّ: عَلَى هَذَا عَهْدَنَا عُلَمَاءَنَا عَنْ آخِرِهِمْ (فَإِنْ كَانَ) أَصْلُ الشَّيْخِ (بِيَدِ
الْقَارِئِ الْمُوثُوقِ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ) يَقْرَأُ فِيهِ وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُهُ (فَأَوَّلَى بِالتَّصْحِيحِ)
خِلَافًا لِبَعْضِ أَهْلِ التَّشْدِيدِ.

(وَمَتَى كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِ غَيْرِ مُوثُوقٍ بِهِ) الْقَارِئِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يُؤْمَنُ إِهْمَالُهُ (لَمْ يَصَحَّ
السَّمَاعُ إِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ الشَّيْخُ).

[الثاني حكم سماع من قرأ على الشَّيْخِ قَائِلًا أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ وَالشَّيْخُ مُصْغٍ إِلَيْهِ]
الثَّانِي: إِذَا قرَأَ عَلَى الشَّيْخِ قَائِلًا أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ) كَقُلْتُ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ (وَالشَّيْخُ
مُصْغٍ إِلَيْهِ فَاهِمٌ لَهُ غَيْرُ مُنْكَرٍ) وَلَا مُقَرِّرٌ لَفْظًا (صَحَّ السَّمَاعُ وَجَازَتِ الرِّوَايَةُ بِهِ) اكْتِفَاءً
بِالْقَرَّائِنِ الظَّاهِرَةِ (وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ) بِالإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ (عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي
قُطِعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْفُنُونِ) الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ.

الثَّانِي: যখন শেখের উপর কেউ (হাদীস) পাঠ করে এই বলে যে, "অমুক আপনাকে জানিয়েছেন" অথবা এর অনুরূপ কিছু, আর শেখ যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তা বোঝেন এবং অস্বীকার না করেন, তাহলে এই শোনা সহীহ এবং এর দ্বারা বর্ণনা করা জায়েজ। শেখের মৌখিক স্বীকারোক্তি শর্ত নয়; এটিই বিশুদ্ধ মত, যার উপর হাদীস, ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত। তবে কিছু শাফেয়ী ও জাহিরী ফকীহ শেখের মৌখিক স্বীকারোক্তিকে শর্ত করেছেন। আর শাফেয়ী ফকীহ ইবনুল সাব্বাগ বলেছেন: তার (ছাত্রের) জন্য 'আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন' বলা জায়েজ নয়, তবে সে এর উপর আমল করতে পারবে এবং এই বলে বর্ণনা করতে পারবে যে, "তার (শেখের) সামনে পড়া হয়েছিল, যখন তিনি শুনছিলেন।"

-

[তাদরীবুর রাবী]

(যদি শেখ) যা পড়া হচ্ছে তা (মুখস্থ না রাখেন, তবে বলা হয়েছে যে, এই শোনা সহীহ হবে না)। এই মত কাজী ইয়ায, বাকিল্লানী এবং ইমামুল হারামাইনের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। (এবং বিশুদ্ধ ও নির্বাচিত মত, যার উপর) সকল শায়খ ও আহলে হাদীসের (আমল প্রচলিত তা হলো, যে এটি সহীহ)।

সালাফী (ইমাম) বলেছেন: "আমরা আমাদের সকল আলেমকে এই মতের উপর পেয়েছি।" (যদি শেখের মূল (কিতাব বা পাণ্ডুলিপি) এমন পাঠকের হাতে থাকে যে তার দ্বীনদারী ও ইলম সম্পর্কে বিশ্বস্ত), (এবং পাঠক তা থেকে পড়ে, যদিও শেখ তা মুখস্থ না রাখেন) (তাহলে এই শোনা) সহীহ হওয়ার অধিকতর যোগ্য; কঠোরপন্থী কিছু আলেমের মতের বিরোধী। (আর যখন মূল (কিতাব বা পাণ্ডুলিপি) এমন অনির্ভরযোগ্য কারো হাতে থাকে), হোক সে পাঠক অথবা অন্য কেউ, এবং তার অসতর্কতার ভয় থাকে, (তখন শোনা সহীহ হবে না, যদি শেখ তা মুখস্থ না রাখেন)।

[দ্বিতীয়: যে ব্যক্তি শেখের নিকট পাঠ করে এই বলে যে, "অমুক আপনাকে জানিয়েছেন" অথবা এর অনুরূপ কিছু, এবং শেখ তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন - তার শোনার বিধান]

দ্বিতীয়: যখন কেউ শেখের উপর পাঠ করে এই বলে যে, "অমুক আপনাকে জানিয়েছেন" অথবা এর অনুরূপ কিছু—যেমন তুমি বললে: "অমুক আমাদেরকে জানিয়েছেন", আর শেখ যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তা বোঝেন এবং অস্বীকার না করেন—যদিও তিনি মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি না দেন, তাহলে এই শোনা সহীহ এবং এর দ্বারা বর্ণনা করা জায়েজ; সুস্পষ্ট বাহ্যিক আলামত দ্বারাই যথেষ্ট। এবং শেখের মৌখিক স্বীকারোক্তি—যেমন 'হ্যাঁ' বলা—শর্ত নয়, এটিই বিশুদ্ধ মত, যার উপর হাদীস, ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত।

(ص: 435) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثُ: قَالَ الْحَاكِمُ: الَّذِي اخْتَارَهُ وَعَهَدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي وَأُئِمَّةِ عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِيمَا سَمِعَهُ وَحَدَّثَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ: حَدَّثَنِي. وَمَعَ غَيْرِهِ حَدَّثَنَا. وَمَا قَرَأَ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي. وَمَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ أَخْبَرَنَا وَرَوَيْ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ حَسَنٌ، فَإِنْ شَكَّ فَلَا ظَهَرَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي أَوْ يَقُولَ: أَخْبَرَنِي، لَا حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، وَكُلُّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُ حَدَّثَنَا بِأَخْبَرَنَا أَوْ عَكْسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ، وَمَا سَمِعْتُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى إِنْ كَانَ قَائِلُهُ يَجُوزُ إِطْلَاقَ كُلِّيهِمَا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.

[تدريب الراوي]

(وَشَرَطَ بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ) كَالشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْرَازِيِّ وَابْنَ الصَّبَّاحِ وَسَلِيمَ الرَّازِيَّ (و) بَعْضُ (الظَّاهِرِيِّينَ) الْمُقْلِدِينَ لِذَاوَدَ الظَّاهِرِيِّ (نُطْقَهُ) بِهِ.

(وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ الشَّافِعِيُّ) مِنَ الْمُشْتَرِطِينَ (لَيْسَ لَهُ) إِذَا رَوَاهُ عَنْهُ (أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي) وَلَا أَخْبَرَنِي (وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ) أَيُّ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ (وَأَنْ يَرْوِيَهُ قَائِلًا) قَرَأْتُ عَلَيْهِ أَوْ (قُرِئَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ).

وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْأَمْدِيُّ، وَحَكَاهُ عَنِ الْمُتَكَلِّبِينَ، وَحُكِيَ تَجْوِيزُ ذَلِكَ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَقَالَ الزُّرْكَشِيُّ: يُشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ لَا عَنْ غَفْلَةٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ أَشَارَ الشَّيْخُ بِرَأْسِهِ أَوْ أَصْبَعَهُ لِلْإِقْرَارِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ فَجَزَمَ فِي "الْمَحْصُولِ" بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ حَدَّثَنِي وَلَا أَخْبَرَنِي، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ.

[الثالث اختيار الحاكم في هذه المسألة]

(الثَّالِثُ: قَالَ الْحَاكِمُ الَّذِي اخْتَارَهُ) أَنَا فِي الرِّوَايَةِ (وَعَهْدْتُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَشَايِخِي وَأَيْمَةِ عَصْرِي أَنْ يَقُولَ) الرَّاوي (فِيمَا سَبَعَهُ وَحَدَّهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ:

তৃতীয়ত: হাকিম বলেছেন: যা আমি পছন্দ করি এবং আমার অধিকাংশ শিক্ষক ও আমার যুগের ইমামগণ যা মেনে চলতেন তা হলো এই যে, শাইখের নিজের উক্তি থেকে যা সে একা শুনেছে, সে ক্ষেত্রে সে বলবে: 'হাদাসানী' (তিনি আমাকে বলেছেন)। এবং অন্যদের সাথে (শুনে থাকলে) বলবে: 'হাদাসানা' (তিনি আমাদেরকে বলেছেন)। আর যা সে তাঁর উপর পাঠ করেছে, (সে ক্ষেত্রে বলবে) 'আখবারানী' (তিনি আমাকে জানিয়েছেন)। এবং যা তাঁর উপস্থিতিতে পাঠ করা হয়েছে, (সে ক্ষেত্রে বলবে) 'আখবারানা' (তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন)। এর অনুরূপ ইবন ওয়াহব থেকেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটি উত্তম। যদি সন্দেহ হয়, তবে অধিক সঠিক হলো সে বলবে: 'হাদাসানী' অথবা 'আখবারানী', 'হাদাসানা' বা 'আখবারানা' নয়। এ সবই আলেমদের ঐকমত্যে মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। লিখিত কিতাবসমূহে 'হাদাসানা'কে 'আখবারানা'

দ্বারা বা এর উল্টোটা দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েজ নয়। আর মুহাদ্দিসের নিজ উক্তি থেকে যা শুনেছি, তা অর্থের উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, যদি তার বক্তা উভয় (শব্দ) প্রয়োগ জায়েজ মনে করে, অন্যথায় জায়েজ নয়।

-

[তাদরীবুর রাবী]

কিছু শাফেয়ী বিদ্বান — যেমন শাইখ আবু ইসহাক আশ-শিরাজি, ইবনুস সাব্বাগ এবং সুলাইম আর-রাজি — এবং দাউদ জাহিরীর অনুসারী কিছু জাহিরী বিদ্বান (শাইখের) তা উচ্চারণ করা শর্তারোপ করেছেন।

শর্তারোপকারীদের মধ্যে ইবনুস সাব্বাগ আশ-শাফেয়ী বলেছেন: যখন সে তার থেকে বর্ণনা করবে, তখন তার জন্য 'হাদ্দাসানী' বা 'আখবারানী' বলা জায়েজ নয়। তবে তার জন্য তা অনুসারে আমল করা জায়েজ। অর্থাৎ যা তার উপর পাঠ করা হয়েছে (তা অনুসারে)। এবং সে তা বর্ণনা করতে পারবে এই বলে যে, 'আমি তার উপর পাঠ করেছি' অথবা 'তার উপস্থিতিতে পাঠ করা হয়েছে যখন তিনি শুনছিলেন'।

গাযালী ও আমিদী এটিকে সহীহ বলেছেন। এবং তিনি মুতাকাল্লিমীন (ধর্মতত্ত্ববিদ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ থেকেও এর বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। হাকিম চার ইমাম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনুল হাজিব এটিকে সহীহ বলেছেন। যারকাশী বলেছেন: শর্ত হলো, তার নীরবতা যেন গাফলতি বা জবরদস্তির কারণে না হয়। এতে বিবেচনা (পুনর্বিবেচনার অবকাশ) রয়েছে। আর যদি শাইখ স্বীকারোক্তির জন্য মাথা বা আগুল দিয়ে ইশারা করেন এবং মুখে উচ্চারণ না করেন, তাহলে 'আল-মাহসুল' গ্রন্থে চূড়ান্তভাবে বলা হয়েছে যে, সে 'হাদ্দাসানী' বা 'আখবারানী' বলবে না। ইরাকী বলেছেন: এতে বিবেচনা (পুনর্বিবেচনার অবকাশ) রয়েছে।

[তৃতীয়ত: এই মাসআলায় হাকিমের অভিমত]

(তৃতীয়ত:) হাকিম বলেছেন: যা আমি রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে পছন্দ করি এবং আমার অধিকাংশ শিক্ষক ও আমার যুগের ইমামগণ যা মেনে চলতেন তা হলো এই যে, রাবী শাইখের নিজের উক্তি থেকে যা সে একা শুনেছে, সে ক্ষেত্রে বলবে:

[تدريب الراوي]

حَدَّثَنِي (بِالْإِفْرَادِ (وَ) فِيمَا سَبَعَهُ مِنْهُ (مَعَ غَيْرِهِ حَدَّثَنَا) بِالْجَمْعِ (وَمَا قَرَأَ عَلَيْهِ) بِنَفْسِهِ (أَخْبَرَنِي وَمَا قُرِئَ) عَلَى الْمُحَدِّثِ (بِحَضْرَتِهِ أَخْبَرَنَا).
وَرَوَى نَحْوَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ وَهَبٍ) صَاحِبِ مَالِكٍ، رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ
قَالَ: مَا قُلْتُ: حَدَّثَنَا، فَهُوَ مَا سَبَعْتُ مَعَ النَّاسِ، وَمَا قُلْتُ: حَدَّثَنِي هُوَ مَا سَبَعْتُ
وَحْدِي، وَمَا قُلْتُ: أَخْبَرَنَا فَهُوَ مَا قُرِئَ عَلَى الْعَالِمِ وَأَنَا شَاهِدٌ، وَمَا قُلْتُ: أَخْبَرَنِي فَهُوَ مَا
قَرَأْتُ عَلَى الْعَالِمِ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَقَالَ: عَلَيْهِ أَذْرَكْتُ مَشَايخَنَا،
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَهُوَ حَسَنٌ) رَائِقٌ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِي كَلَامِهَا أَنَّ الْقَارِئَ يَقُولُ
أَخْبَرَنِي سِوَاءُ سَبَعَهُ مَعَهُ غَيْرُهُ أَمْ لَا، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي " الْإِقْتِرَاحِ ": إِنْ كَانَ
مَعَهُ غَيْرُهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا، فَسَوَّى

[তাদরিবুর রাবী]

(হাদাসানি) একবচনে, (এবং) যখন তিনি তাঁর কাছ থেকে (অন্যদের সাথে) শুনেছেন, তখন (হাদাসানা) বহুবচনে। আর যা তিনি (নিজে) তাঁর কাছে পাঠ করেছেন (আখবারানি), আর যা মুহাদ্দিসের (উপস্থিতিতে) পাঠ করা হয়েছে (আখবারানা) বলবে।

এবং অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব (মালিকের ছাত্র) থেকে। তিরমিযী তাঁর থেকে 'আল-ইলাল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি যখন বলি: 'হাদাসানা', তখন তা হলো যা আমি লোকদের সাথে শুনেছি। আর আমি যখন বলি: 'হাদাসানি', তা হলো যা আমি একা শুনেছি। আর আমি যখন বলি: 'আখবারানা', তা হলো যা আলেমের কাছে পাঠ করা

হয়েছে এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। আর আমি যখন বলি: 'আখবারানি', তা হলো যা আমি আলেমের কাছে পাঠ করেছি।"

এবং বাইহাকী 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে আবি মারইয়াম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: "এর উপরই আমি আমাদের শায়খদের পেয়েছি।" আর এটাই শাফিঈ ও আহমাদ-এর কথার অর্থ।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: (এবং এটি উত্তম) চমৎকার। ইরাকী বলেছেন: তাদের দুজনের বক্তব্যে রয়েছে যে, পাঠক 'আখবারানি' বলবে, চাই তার সাথে অন্য কেউ শুনে থাকুক বা না থাকুক। এবং ইবনে দাকীকুল ঈদ 'আল-ইকতিরাহ' গ্রন্থে বলেছেন: যদি তার সাথে অন্য কেউ থাকে, তবে সে 'আখবারানা' বলবে, সুতরাং তিনি পার্থক্য করেছেন।

(ص: 437) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بَيْنَ مَسْأَلَتِي التَّحْدِيثِ وَالْإِخْبَارِ، قُلْتُ: الْأَوَّلُ أَوْلى، لِيَتَمَيَّزَ مَا قَرَأَهُ بِنَفْسِهِ وَمَا سَمِعَهُ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ، (فَإِنْ شَكَّ) الرَّاوي هَلْ كَانَ وَحْدَهُ حَالَةَ التَّحْمُلِ، (فَالْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي أَوْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي لَا حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ غَيْرِهِ، أَمَّا إِذَا شَكَّ هَلْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ أَوْ سَمِعَ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: قَدْ جَمَعَهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ مَعَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَنَّهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي؛ لِأَنَّ عَدَمَ غَيْرِهِ هُوَ الْأَصْلُ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُحَقِّقُ سَمَاعَ نَفْسِهِ وَيَشْكُ هَلْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ.

وَقَدْ حَكَى الْخَطِيبُ فِي " الْكِفَايَةِ " عَنِ الْبَزْكَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَشْكُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ قَرَأْنَا عَلَى فُلَانٍ، قَالَ وَهَذَا حَسَنٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا قَرَأَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا، كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالنَّفَّيْلِيُّ.

[তাদরীবুর রাবী]

"তাহদীস" (হাদীস বর্ণনা করা) ও "ইখবার" (সংবাদ দেওয়া) এর দুটি মাসআলার (বিষয়) মধ্যে, আমি বলি: প্রথমটিই অধিকতর উত্তম, যাতে তিনি যা নিজে পাঠ করেছেন এবং যা অপরের পাঠের মাধ্যমে শুনেছেন, তার মধ্যে পার্থক্য করা যায়। (যদি রাবী) হাদীস গ্রহণের সময় তিনি একা ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে (সন্দেহ করেন), (তবে অধিক স্পষ্ট মত হলো যে, তিনি "হাদ্দাছানী" অথবা "আখবারানী" বলবেন, "হাদ্দাছানা" অথবা "আখবারানা" বলবেন না); কারণ, মূলনীতি হলো অন্য কারো অনুপস্থিতি (অর্থাৎ, তিনি একা ছিলেন)। আর যদি তিনি সন্দেহ করেন যে, তিনি নিজে পাঠ করেছেন নাকি অপরের পাঠের মাধ্যমে শুনেছেন। ইরাকী বলেছেন: ইবনুস সালাহ প্রথম মাসআলার সাথে এই দুটিকে একত্রিত করেছেন, এবং তিনি বলেন "আখবারানী"; কারণ, অন্য কারো অনুপস্থিতিই হলো মূলনীতি। তবে এতে বিবেচনা (বা আপত্তির অবকাশ) আছে; কারণ, তিনি নিজের শ্রবণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, কিন্তু নিজে পাঠ করেছেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ করেছেন। আর মূলনীতি হলো যে, তিনি পাঠ করেননি (যদি পাঠের বিষয়ে নিশ্চিত না হন)।

আর খতীব "আল-কিফায়া" গ্রন্থে বারকানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (বারকানী) এ বিষয়ে সন্দেহ করতেন। তাই তিনি বলতেন "আমরা অমুকের কাছে পাঠ করেছি" (কারা'না আলা ফুলান)। তিনি (খতীব) বলেন: এটি উত্তম; কারণ, এটি এমন ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যেখানে অন্য কেউ পাঠ করেছে, যেমনটি আহমাদ ইবনু সালিহ ও নূফাইলী বলেছেন। আর ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

فِي شِبْهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْإِثْنَانِ بِحَدَّثَنَا، وَذَلِكَ إِذَا شَكَ فِي لَفْظِ شَيْخِهِ، هَلْ قَالَ حَدَّثَنِي
أَوْ حَدَّثَنَا، وَوَجْهُهُ أَنَّ حَدَّثَنِي أَكْمَلُ مَرْتَبَةٍ فَيُقْتَصَرُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ عَلَى النَّاقِصِ،
وَمُقْتَضَاهُ قَوْلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ اخْتَارَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَطَّانِ أَنَّ
يُوجَدُ.

(وَكُلُّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ) لَا وَاجِبٌ.

(وَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُ حَدَّثَنَا بِأَخْبَرْنَا أَوْ عَكْسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ) وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ
أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ، لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بَأَنَّ يُغَيَّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ
إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ.

(وَمَا سَبَعْتُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فَهُوَ) أَيُّ إِبْدَالُهُ (عَلَى الْخِلَافِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى) فَإِنْ
جَوَّزْنَاهَا جَازَ الْإِبْدَالُ (إِنْ كَانَ قَائِلُهُ) يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَ (يَجُوزُ إِطْلَاقُ كِلَيْهِمَا)
بِمَعْنَى (وَأِلَّا فَلَا يَجُوزُ) إِبْدَالُ مَا وَقَعَ مِنْهُ، وَمَنْعَ ابْنِ حَنْبَلٍ الْإِبْدَالَ جَزْمًا.

[তাদরীবুর রাবী]

প্রথম মাসআলার সাদৃশ্যে 'হাদাসানা' ব্যবহার করা, আর তা হলো, যখন তার শাইখের শব্দে সন্দেহ হয় যে, তিনি কি 'হাদাসানী' বলেছেন, নাকি 'হাদাসানা' বলেছেন। এর কারণ হলো, 'হাদাসানী' অধিকতর পূর্ণাঙ্গ স্তরবিশিষ্ট, সুতরাং সন্দেহের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণটির উপর নির্ভর করা হয়। এবং এর দাবি হলো, প্রথম মাসআলাতেও এমনটিই বলা, তবে বায়হাকী কাত্তানের মাসআলায় এটিকে একত্রিত করাকে (বা একক রূপে ব্যবহার করাকে) অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (আর এই সব কিছু উলামাদের ঐকমত্যে মুস্তাহাব তথা পছন্দনীয়) ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক নয়।

(আর রচিত গ্রন্থাবলীতে 'হাদাসানা'-কে 'আখবারানা' দ্বারা বা এর বিপরীত দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েজ নয়) যদিও একটিকে আরেকটির স্থানে ব্যবহার করা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। তবে সেই সংকলন গ্রন্থেই পরিবর্তন করা যাবে না, এবং না যা তা থেকে জুয ও তাখারীজ (বিভিন্ন অংশ ও শাখাগ্রন্থ) এ স্থানান্তরিত করা হয়।

(আর যা মুহাদ্দিসের শব্দ থেকে শোনা হয়েছে, তা হলো) অর্থাৎ, তার পরিবর্তন (রিওয়াযাত বিল-মা'না তথা অর্থানুবাদ করে বর্ণনা-এর মতপার্থক্যের উপর নির্ভরশীল)। যদি আমরা তাকে জায়েজ মনে করি, তাহলে পরিবর্তনও জায়েজ হবে (যদি এর বক্তা) উভয়ের মাঝে সমতা দেখে এবং (উভয়কে একই অর্থে ব্যবহার জায়েজ মনে করে)। (অন্যথায়, যা তার কাছ থেকে এসেছে, তা পরিবর্তন করা জায়েজ নয়)। এবং ইবনু হাম্বল নিশ্চিতভাবে পরিবর্তনকে নিষেধ করেছেন।

(ص: 439) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَائِدَةٌ:

عَقَدَ الرَّامَهُزْمِيُّ أَبْوَابًا فِي تَنْوِيعِ الْأَلْفَاظِ السَّابِقَةِ، مِنْهَا:
 الْإِثْبَانُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، كَقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ: «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ»، «وَقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ أَشْهَدُ عَلَى وَالِدِي أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ»، الْحَدِيثُ، وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مَرْضِيٌّ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، الْحَدِيثُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ.
 وَمِنْهَا: تَقْدِيمُ الْإِسْمِ، فَيَقُولُ فُلَانٌ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا.
 وَمِنْهَا: سَبْعُ فُلَانًا: يَأْثُرُ عَنْ فُلَانٍ.
 وَمِنْهَا قُلْتُ لِفُلَانٍ أَحَدَثَكَ فُلَانٌ أَوْ اكْتَتَبْتَ عَنْ فُلَانٍ؟
 وَمِنْهَا: زَعَمَ لَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ.

[তাদরিবুর রাবী]

ফায়দা:

রামাহুরমুযী [হাদীস বর্ণনার] পূর্বোক্ত শব্দাবলির প্রকারভেদ সম্পর্কে কতিপয় অধ্যায় সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে:

শাহাদাহ (সাক্ষ্য) শব্দ ব্যবহার করা, যেমন আবু সাঈদের উক্তি: «আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি জার (এক প্রকার পাত্রে) খেজুর ভিজিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন», «এবং আবদুল্লাহ ইবনু তাউসের উক্তি: আমি আমার পিতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন: আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন: আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে» —হাদীসটি [উল্লেখযোগ্য]। এবং ইবনু আব্বাসের উক্তি: আমার কাছে কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে আমার কাছে সর্বাধিক বিশ্বস্ত হলেন উমার। — হাদীসটি আসরের পর এবং ফজরের পর সালাত আদায় প্রসঙ্গে।

এবং তন্মধ্যে (আরেকটি হলো): নামের অগ্রবর্তীকরণ (অর্থাৎ বর্ণনাকারীর নাম আগে উল্লেখ করা)। যেমন সে বলে: অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন অথবা অমুক আমাদের জানিয়েছেন।

এবং তন্মধ্যে (আরেকটি হলো): আমি অমুককে অমুকের সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি।

এবং তন্মধ্যে (আরেকটি হলো): আমি অমুককে বললাম: অমুক কি তোমাকে বর্ণনা করেছে? অথবা তুমি কি অমুকের কাছ থেকে লিখে নিয়েছ?

এবং তন্মধ্যে (আরেকটি হলো): অমুক আমাদের কাছে অমুকের সূত্রে বলেছেন/উল্লেখ করেছেন।

(ص: 440) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الرَّابِعُ: إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أَوْ الْمُسْمِعُ حَالَ الْقِرَاءَةِ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايْنِيُّ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ السَّمْعُ. وَصَحَّحَهُ الْحَافِظُ مُوسَى بْنُ

هَارُونَ الْحَمَالُ وَآخَرُونَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّبْغِيُّ الشَّافِعِيُّ: يَقُولُ حَضْرَتٌ وَلَا يَقُولُ أُخْبِرْنَا، وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، فَإِنْ فَهِمَ الْمَقْرُوءَ صَحَّ وَإِلَّا لَمْ يَصَحَّ. وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا تَحَدَّثَ الشَّيْخُ أَوْ السَّامِعُ أَوْ أَفْرَطَ الْقَارِئُ فِي الْإِسْرَاعِ أَوْ هَيَنَمَ الْقَارِئُ أَوْ بَعْدَ بَحِثٍ لَا يَفْهَمُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ نَحْوِ الْكَلِمَتَيْنِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ لِلْسَّامِعِينَ رِوَايَةَ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَتَبَ لِأَحَدِهِمْ: كَتَبَ، سَمِعَهُ مِنِّي وَأَجَزْتُ لَهُ رِوَايَتَهُ، كَذَا فَعَلَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ عَظَّمَ مَجْلِسُ الْمُسْلِمِ فَبَلَغَ عَنْهُ الْمُسْتَمْلِي فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ الْمُسْتَمْلِي أَنْ يَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْمُسْلِمِ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْحَرْفِ يُدْغِمُهُ الشَّيْخُ فَلَا يَفْهَمُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ: أَرْجُو أَنْ لَا تَضِيقَ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، وَقَالَ فِي الْكَلِمَةِ تُسْتَفْهَمُ مِنَ الْمُسْتَمْلِي: إِنْ كَانَتْ مُجْتَمَعًا عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ، وَعَنْ خَلْفِ بْنِ سَالِمٍ مَنَعُ ذَلِكَ.

[تدريب الراوي]

وَمِنْهَا: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَرَدَّ ذَلِكَ إِلَى فُلَانٍ.
وَمِنْهَا: دَلَّنِي فُلَانٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ فُلَانٌ.
وَمِنْهَا: سَأَلْتُ فُلَانًا فَأَلْجَأَ الْحَدِيثَ إِلَى فُلَانٍ.
وَمِنْهَا: خُذْ عَنِّي كَمَا أَخَذْتُهُ عَنْ فُلَانٍ.
وَسَاقَ لِكُلِّ لَفْظَةٍ مِنْ هَذِهِ أُمُثَلَةٌ.

[الرَّابِعُ حَكْمُ السَّمَاعِ إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أَوْ الْمُسْمِعُ حَالَ الْقِرَاءَةِ]

(الرَّابِعُ إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أَوْ الْمُسْمِعُ حَالَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) بُنْ إِسْحَاقُ بُنْ بَشِيرٍ (الْحَرْبِيُّ الشَّافِعِيُّ وَ) الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ (ابْنُ عَدِيٍّ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايْنِيُّ الشَّافِعِيُّ) وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَيْمَةِ (لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ) مُطْلَقًا.

نَقْلَهُ الْخَطِيبُ فِي " الْكِفَايَةِ " عَنْهُ، وَزَادَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ سَعُونَ، (وَصَحَّحَهُ) أَبِي السَّيَّاحِ (الْحَافِظُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَمَّالُ وَآخَرُونَ) مُطْلَقًا.

الرَّابِعُ: যখন শ্রোতা অথবা শায়খ (শিক্ষক) পাঠের সময় নকল করেন। তখন ইব্রাহিম আল-হার্বি, ইবনে আদী এবং উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনি আশ-শাফিঈ বলেছেন: শ্রবণ (শোনা) সহীহ (বিশুদ্ধ) নয়। আর হাফিয মুসা ইবনে হারুন আল-হাম্মাল ও অন্যান্যরা এটিকে সহীহ বলেছেন। এবং আবু বকর আস-সিবঘি আশ-শাফিঈ বলেছেন: সে (ছাত্র) 'আমি উপস্থিত ছিলাম' বলবে, কিন্তু 'তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন' বলবে না। আর সঠিক মত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যদি পঠিত বিষয় বুঝতে পারে তবে তা সহীহ হবে, অন্যথায় সহীহ হবে না।

এবং এই মতপার্থক্য প্রযোজ্য হবে যখন শায়খ বা শ্রোতা কথা বলেন, অথবা পাঠক অতিরিক্ত দ্রুত পাঠ করেন, অথবা পাঠক ফিসফিস করে পাঠ করেন, অথবা এত দূরে থাকেন যে বোঝা যায় না। এবং স্পষ্টত, প্রায় দুটি শব্দ (এর সমপরিমাণ ত্রুটি) ক্ষমা করা হয়। আর শায়খের জন্য মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) যে তিনি শ্রোতাদেরকে ঐ কিতাবটি বর্ণনা করার ইজাযত (অনুমতি) দেন। এবং যদি তিনি তাদের কারো জন্য লেখেন: "সে লিখেছে, সে আমার কাছ থেকে শুনেছে এবং আমি তাকে এটি বর্ণনা করার ইজাযত দিয়েছি," কিছু লোক এমনটি করতেন। আর যদি মুমলি (নির্দেশনাকারী শায়খ)-এর মজলিস (সভা) বড় হয় এবং মুস্তামলি (মুহাদ্বিস-এর পক্ষ থেকে শ্রোতাদেরকে হাদীস শোনানো ব্যক্তি) তার পক্ষ থেকে পৌঁছায়, তাহলে পূর্ববর্তী ও অন্যান্য একদল আলিম এই মত দিয়েছেন যে, যে মুস্তামলি-এর কাছ থেকে শুনেছে, তার জন্য মুমলি-এর পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করা জায়েয (বৈধ)। আর মুহাক্কিকগণ (গবেষকগণ) যে সঠিক মত দিয়েছেন তা হলো, এটি জায়েয নয়।

এবং আহমাদ (ইবনে হাম্বল) এমন অক্ষর সম্পর্কে বলেছেন যা শায়খ ইদগাম (লীন) করে দেন ফলে বোঝা যায় না, অথচ তা পরিচিত: "আমি আশা করি যে তার থেকে এর বর্ণনা (গ্রহণ) সংকীর্ণ হবে না।" এবং এমন শব্দ সম্পর্কে বলেছেন যা মুস্তামলি-এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়: "যদি সেটি সর্বসম্মত হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই।" এবং খালাফ ইবনে সালিম থেকে এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

-

[তাদরিবুর রাবী]

এবং সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'অমুক আমাকে হাদীস শুনিয়েছে এবং তা অমুকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

এবং সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'অমুক আমাকে সেদিকে পথ দেখিয়েছে যা অমুক পথ দেখিয়েছে।'

এবং সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'আমি অমুককে জিজ্ঞাসা করেছি, অতঃপর সে হাদীসটিকে অমুকের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

এবং সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'আমার থেকে গ্রহণ করো যেমন আমি তা অমুকের থেকে গ্রহণ করেছি।'

এবং এই প্রতিটি শব্দের জন্য তিনি উদাহরণ পেশ করেছেন।

[চতুর্থ: শ্রবণের হুকুম যখন শ্রোতা বা শায়খ পাঠের সময় নকল করেন]

(চতুর্থ: যখন শ্রোতা বা শায়খ পাঠের সময় নকল করেন। তখন ইব্রাহিম) ইবনে ইসহাক ইবনে বাশির (আল-হার্বি আশ-শাফিঈ এবং) হাফিয আবু আহমাদ (ইবনে আদী এবং উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনি আশ-শাফিঈ) এবং আরও অনেক ইমাম বলেছেন: (শ্রবণ বিশুদ্ধ নয়) সম্পূর্ণরূপে।

আল-খাতিব "আল-কিফায়া" গ্রন্থে তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এবং আবু হুসাইন ইবনে সাম'উন থেকে আরও (বর্ণনা) যোগ করেছেন। (এবং এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন) অর্থাৎ শ্রবণকে (হাফিয মুসা ইবনে হারুন আল-হাম্মাল ও অন্যান্যরা) সম্পূর্ণরূপে,

(ص: 441) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَدْ كَتَبَ أَبُو حَاتِمٍ السَّيَّاحُ عِنْدَ عَارِمٍ وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ (الصَّبْغِيُّ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ) فِي الْأَدَاءِ (حَضَرْتُ وَلَا يَقُولُ) حَدَّثَنَا وَلَا (أَخْبَرَنَا) وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ فَهِمَ النَّاسِخَ (الْمَقْرُوءَ صَحَّ) السَّيَّاحُ (وَالَا) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ (لَمْ يَصَحَّ) ، وَقَدْ حَضَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَجْلِسِ إِسْبَاعِيلَ

الصَّفَّارِ فَجَلَسَ يَنْسَخُ جُزْءًا كَانَ مَعَهُ وَإِسْمَاعِيلُ يُبْلِي، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ لَا يَصِحُّ سَمَاعُكَ وَأَنْتَ تَنْسَخُ، فَقَالَ فَهَبِي لِلْإِمْلَاءِ خِلَافُ فَهَبِكَ، ثُمَّ قَالَ: تَحْفَظُ كَمْ أَمَلَى الشَّيْخُ مِنْ حَدِيثٍ إِلَى الْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ أَمَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، فَعَدَدْتُ الْأَحَادِيثَ فَوَجَدْتُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ وَمَثْنُهُ كَذَا، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ وَمَثْنُهُ كَذَا، وَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونَهَا عَلَى تَرْتِيبِهَا فِي الْإِمْلَاءِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهُ.

[তাদরিবুর রাবী]

আবু হাতিম আরিমের কাছে (তার থেকে হাদিস) লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারকও (তার শিক্ষকের) পড়িয়ে শোনানোর সময় লিপিবদ্ধ করেছেন। (এবং আবু বকর) আহমদ ইবনে ইসহাক (আস-সিবগী আশ-শাফিঈ বলেন) যে, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি (বর্ণনাকারী) 'হাদারতু' (আমি উপস্থিত ছিলাম) বলবেন, কিন্তু 'হাদ্দাছানা' (তিনি আমাদের বর্ণনা করেছেন) বা 'আখবারানা' (তিনি আমাদের অবহিত করেছেন) বলবেন না। আর বিশুদ্ধ অভিমত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যদি নকলকারী পঠিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করে, তাহলে তার শ্রবণ সঠিক। অন্যথায় (অর্থাৎ, যদি সে তা না বোঝে), তা সঠিক নয়। দারাকুতনী ইসমাইল আস-সাফফারের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার সাথে থাকা একটি অংশ (জুজউ) নকল করতে বসেছিলেন, আর ইসমাইল হাদিস মুখে বলছিলেন (ইমলা করছিলেন)। তখন উপস্থিতিদের মধ্যে কেউ তাকে বললেন, "আপনি নকল করছেন, তাই আপনার শ্রবণ সঠিক হচ্ছে না।" তিনি (দারাকুতনী) বললেন, "ইমলার (মুখে বলা হাদিসের) প্রতি আমার উপলব্ধি আপনার উপলব্ধি থেকে ভিন্ন।" তারপর তিনি বললেন, "শায়খ এতক্ষণ পর্যন্ত কতগুলো হাদিস ইমলা করেছেন, তা কি আপনার মনে আছে?" সে বলল, "না।" তখন দারাকুতনী বললেন, "তিনি আঠারোটি হাদিস ইমলা করেছেন।" আমি (বর্ণনাকারী) হাদিসগুলো গুনে দেখলাম এবং ঠিক তেমনই পেলাম যেমন তিনি বলেছেন। তারপর তিনি (দারাকুতনী) বললেন, "প্রথম হাদিসটি অমুক থেকে অমুক সূত্রে, এবং তার মতন (মূল পাঠ) এইরকম। দ্বিতীয় হাদিসটি অমুক থেকে অমুক সূত্রে, এবং তার মতন এইরকম।" এবং তিনি

ইমলার ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রতিটি হাদিসের সনদ (বর্ণনাকারীর শৃঙ্খল) ও মতন উল্লেখ করতে লাগলেন যতক্ষণ না সব শেষ করলেন। তখন লোকেরা তার উপর বিস্মিত হলো।

(ص: 442) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قُلْتُ وَيُشْبِهُهُ هَذَا مَا رَوَى عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَالْقَارِئُ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، فَمَرَّ حَدِيثٌ فِيهِ نُسَيْرُ بْنُ دُعْلُقٍ فَقَالَ الْقَارِئُ بُشَيْرٌ، فَسَبَّحَ، فَقَالَ يُسَيْرٌ فَتَلَا الدَّارِقُطْنِيُّ: {ن وَالْقَلَمِ} [القلم: 1]، وَقَالَ حَمَزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ طَاهِرٍ: كُنْتُ عِنْدَ الدَّارِقُطْنِيِّ، وَهُوَ قَائِمٌ يَتَنَفَّلُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقَارِئُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ فَسَبَّحَ الدَّارِقُطْنِيُّ، فَأَعَادَهُ وَوَقَفَ، فَتَلَا الدَّارِقُطْنِيُّ: {يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ} [هود: 87] (وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ) وَالتَّفْصِيلُ (فِيهَا إِذَا تَحَدَّثَ الشَّيْخُ أَوِ السَّامِعُ أَوْ أَفْرَطَ الْقَارِئُ فِي الْإِسْرَاعِ) بِحَيْثُ يَخْفَى بَعْضُ الْكَلَامِ (أَوْ هَيْنَمَ الْقَارِئُ) أَيْ أَخْفَى صَوْتَهُ (أَوْ بَعْدَ السَّامِعِ) (بِحَيْثُ لَا يَفْهَمُ) الْمَقْرُوءَ (وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْفَى) فِي ذَلِكَ (عَنْ) الْقَدْرِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُخْلُ عَدَمُ سَمَاعِهِ بِفَهْمِ الْبَاقِي (نَحْوِ) الْكَلِمَةِ وَالْكَلِمَتَيْنِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ لِلْسَّامِعِينَ رَوَايَةَ ذَلِكَ الْكِتَابِ) أَوِ الْجُزْءِ الَّذِي سَبَّوهُ وَإِنْ شَبِلَهُ السَّامِعُ، لَا حَتَمًا وَقُوعَ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالْعَجَلَةَ وَالْهَيْنَمَةَ، فَيَنْجَبِرُ بِذَلِكَ.

[তাদরিবুর রাবী]

আমি (সুযুতী) বলি, এর অনুরূপ একটি ঘটনা তাঁর (দারাকুতনী) সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সালাত আদায় করছিলেন এবং একজন ক্বারী তাঁকে (হাদীস) পড়ে শুনাচ্ছিল। যখন

নুসায়র ইবনু যু'লুক (نُسَيْرُ بْنُ دُعْلُوكٍ)-এর নাম সম্বলিত একটি হাদীস আসলো, তখন ক্বারী (ভুলবশত) বুশাইর (بُشَيْرٍ) উচ্চারণ করলো। তখন তিনি (দারাকুতনী) তাসবীহ পাঠ করলেন (সুবহানাল্লাহ বললেন), এরপর (ক্বারী) ইউসাইর (يُوسَيْرٍ) উচ্চারণ করলো। তখন দারাকুতনী তেলাওয়াত করলেন: {নূন, শপথ কলমের} [সূরা আল-ক্বালাম: ১]। হামযাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহির (حَبْرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَاهِرٍ) বলেন: আমি দারাকুতনীর নিকট ছিলাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করছিলেন। তখন একজন ক্বারী তাঁকে (হাদীস) পড়ে শুনাচ্ছিল, 'আমর ইবনু শু'আইব (عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ)-এর নাম সম্বলিত অংশ, কিন্তু ক্বারী (ভুলবশত) 'আমর ইবনু সা'ঈদ (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) উচ্চারণ করলো। তখন দারাকুতনী তাসবীহ পাঠ করলেন। (ক্বারী) সেটিকে পুনরায় পাঠ করলো এবং থেমে গেলো। তখন দারাকুতনী তেলাওয়াত করলেন: {হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয়...} [সূরা হূদ: ৮৭] (এই মতানৈক্য) এবং বিস্তারিত বিবরণ (প্রযোজ্য হয়) যখন শাইখ অথবা শ্রোতা কথা বলতে শুরু করে, অথবা ক্বারী এত দ্রুত পাঠ করে যে, কিছু কথা অস্পষ্ট থাকে (বোঝা যায় না), অথবা ক্বারী ফিসফিস করে (অর্থাৎ, তার কণ্ঠস্বর নিচু করে), অথবা শ্রোতা এত দূরে থাকে যে, সে পঠিত বিষয় বুঝতে পারে না। এবং বাহ্যত এটি প্রতীয়মান হয় যে, এক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ (ভুল/ত্রুটি) ক্ষমাযোগ্য, যার অনুপস্থিতি অবশিষ্ট অংশের বোধগম্যতায় ব্যাঘাত ঘটায় না, যেমন একটি বা দুটি শব্দ (শুনতে না পারা)।

এবং শাইখের জন্য মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) হলো যে, তিনি শ্রোতাদেরকে সেই কিতাব অথবা অংশের রিওয়ায়াতের (বর্ণনার) ইজাযত (অনুমতি) দেবেন যা তারা শুনেছে, যদিও তা সাধারণভাবে শ্রবণযোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, পূর্বে আলোচিত কথা-বার্তা, দ্রুততা এবং ফিসফিস করে পড়ার কারণে কোনো ত্রুটি ঘটান সম্ভাবনা থাকে, যা এই ইজাযত দ্বারা পূরণ হয়ে যায়।

(ص: 443) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَإِنْ كَتَبَ) الشَّيْخُ (لِأَحَدِهِمْ) كَتَبَ سَمْعَهُ مِنِّي وَأَجَزْتُ لَهُ رِوَايَتَهُ كَذَا فَعَلَ بَعْضُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ الْأَنْدَلُسِيُّ: لَا غِنَى فِي السَّمَاعِ عَنِ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلُظُ الْقَارِئُ وَيَغْفُلُ الشَّيْخُ أَوْ السَّامِعُونَ فَيَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ، وَيَنْبَغِي لِكَاتِبِ الطَّبَاقِ أَنْ يَكْتُبَ إِجَازَةً الشَّيْخُ عَقِبَ كِتَابَةِ السَّمَاعِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمُحْسَنِ الْأَنْطَاطِيُّ، فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فِي سَنَةِ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ، فَلَقَدْ حَصَلَ بِهِ نَفْعٌ كَبِيرٌ، وَلَقَدْ انْقَطَعَ بِسَبَبِ تَرْكِ ذَلِكَ وَإِهْمَالِهِ اتِّصَالُ بَعْضِ الْكُتُبِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ، بِسَبَبِ كَوْنِ بَعْضِهِمْ كَانَ لَهُ قُوَّةٌ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي طَبَقَةِ السَّمَاعِ إِجَازَةُ الشَّيْخِ لَهُمْ، فَاتَّفَقَ أَنْ كَانَ بَعْضُ الْمُفَوِّتِينَ آخِرَ مَنْ بَقِيَ مِمَّنْ سَمِعَ بَعْضَ ذَلِكَ الْكِتَابِ، فَتَعَذَّرَ قِرَاءَةُ جَمِيعِ الْكِتَابِ عَلَيْهِ، كَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ الشَّاطِئِيِّ رَاوِي غَالِبِ النَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ بَاقَا.

(وَلَوْ عَظَّمَ مَجْلِسُ الْمُتْلِي فَبَلَغَ عَنْهُ الْمُسْتَنْبِلِي فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ الْمُسْتَنْبِلِي أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْمُتْلِي)

[তাদরীবুর রাবী]

(আর যদি শাইখ তাদের কারো জন্য লেখেন যে,) সে আমার কাছ থেকে এটি শুনেছে এবং আমি তাকে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি, এমনটি তাদের কেউ কেউ করেছেন। ইবন আত্তাব আল-আন্দালুসি বলেছেন: সমার (শ্রবণ) ক্ষেত্রে ইজাযাহ (অনুমতি) ব্যতীত চলবে না। কারণ, পাঠক ভুল করতে পারে, শাইখ বা শ্রোতার উদাসীন হতে পারে; তাই ইজাযাহ দ্বারা সে ত্রুটি পূরণ হয়ে যায়। আর তিবাক (শ্রবণ-লিপি) লেখকের উচিত, সমার লেখার পরেই শাইখের ইজাযাহ লিপিবদ্ধ করা।

ইরাকী বলেছেন: বলা হয়, যিনি সর্বপ্রথম এটি করেছেন, তিনি হলেন আবু তাহের ইসমাইল ইবন আব্দুল মুহসিন আল-আনমাতী। হাদীস বিশারদদের জন্য এই প্রথা প্রচলনে আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে অনেক বড় উপকার সাধিত হয়েছে। এর (ইজাযাহ লেখার) বর্জন ও অবহেলার কারণে কিছু কিছু দেশে কিছু কিতাবের সনদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কারণ, তাদের কারো কারো কিছু অংশ শোনা ছুটে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য শাইখের

ইজাযাহ সমার তিবাকে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এমন হয়েছিল যে, যারা (কিছু অংশ শোনা) মিস করেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন শেষ ব্যক্তি যারা ঐ কিতাবের কিছু অংশ শুনেছিলেন। তাই তার কাছে সম্পূর্ণ কিতাব পাঠ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, যেমন আবু আল-হাসান ইবন আস-সাওওয়াফ আশ-শাতিবী, যিনি ইবন বাক্বা থেকে নাসায়ী শরীফের অধিকাংশের বর্ণনাকারী ছিলেন।

(আর যদি ইমলাকারীর মজলিস বিশাল হয় এবং মুস্তামলী তার পক্ষ থেকে (হাদীস) পৌঁছায়, তবে মুতাকাদিমীন (পূর্বসূরি) ও অন্যান্যদের একদল এই মত দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মুস্তামলীর কাছ থেকে শুনেছে, তার জন্য ইমলাকারী থেকে তা বর্ণনা করা জায়েয।)

(ص: 444) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي: إِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ لَا يَسْمَعُونَ، قَالَ أَسْمِعُهُمْ أَنتَ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. مَعَ الْحَلَقَةِ فَرَبَّيَا يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَلَا يَسْمَعُهُ مَنْ تَنَحَّى عَنْهُ. فَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمَّا قَالَ. ثُمَّ يَرَوُونَهُ وَمَا سَمِعُوهُ مِنْهُ.

وَعَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ اسْتَفْهَمَهُ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: اسْتَفْهَمُ مَنْ يَلِيكَ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا تَسَاهُلٌ مِّنْ فَعَلِهِ (وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، لِأَنَّ الْمُسْتَمْلِيَّ فِي حُكْمٍ مَّنْ يَقْرَأُ عَلَى الشَّيْخِ، وَيَعْرِضُ حَدِيثَهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْمَعَ الشَّيْخُ الْمَلِي لَفْظَ الْمُسْتَمْلِي، كَالْقَارِئِ عَلَيْهِ، وَالْأَحْوَظُ أَنْ يُبَيِّنَ حَالَةَ الْأَدَاءِ أَنَّ سَمَاعَهُ لِذَلِكَ أَوْ لِبَعْضِ الْأَلْفَافِ مِنَ الْمُسْتَمْلِي، كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ، بِأَنْ يَقُولَ أَنَا بِتَبْلِيغِ فَلَانِ.

وَقَدْ ثَبَّتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«يَكُونُ»

-

[তাওদিবুর রাবী]

ইবনে উয়াইনাহ থেকে বর্ণিত, আবুল মুসলিম আল-মুস্তামলি তাঁকে বললেন: লোকেরা অনেক, তারা শুনতে পাচ্ছে না। তিনি বললেন: তুমি তাদের শুনাও। আল-আ'মাশ বলেছেন: আমরা ইব্রাহিম আল-নাখাঈ-এর কাছে মজলিসে বসতাম, (আমাদের) রূত্তের সাথে। কখনো তিনি এমন হাদিস বর্ণনা করতেন যা তাঁর থেকে দূরে অবস্থানকারীরা শুনতে পেত না। তখন তারা একে অপরের কাছে জিজ্ঞাসা করতো তিনি কী বলেছেন। অতঃপর তারা তা বর্ণনা করতো, অথচ তারা তা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনেনি।

হাম্মাদ ইবনে জায়েদ থেকে বর্ণিত, তাকে একজন জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কীভাবে বললেন? তিনি বললেন: আপনার নিকটবর্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন। ইবনে আস-সালাহ বলেছেন: যারা এমনটা করে, এটা তাদের পক্ষ থেকে শিথিলতা (তাসাহুল)। (আর সঠিক বিষয়টি, যা মুহাক্কিকগণ (গবেষকগণ) বলেছেন, তা হলো: এটা জায়েজ নয়)।

আল-ইরাকী বলেছেন: প্রথমটিই হলো সেই পদ্ধতি যার উপর আমল করা হয়। কারণ মুস্তামলি সেই ব্যক্তির স্থানে যিনি শাইখের কাছে (হাদিস) পাঠ করেন এবং তাঁর কাছে তাঁর হাদিস উপস্থাপন করেন। তবে শর্ত হলো, যে শাইখ বর্ণনা করেছেন, তিনি মুস্তামলির উচ্চারণ শুনবেন, যেমন তাঁর কাছে পাঠকারীর (উচ্চারণ শোনে)। আর অধিক সতর্কতামূলক হলো, বর্ণনার সময় এই অবস্থা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, তিনি তা বা তার কিছু শব্দ মুস্তামলির কাছ থেকে শুনেছেন, যেমন ইবনে খুযায়মা ও অন্যান্যরা করেছেন, এই বলে যে, 'আমি অমুকের মাধ্যমে পেয়েছি'।

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এ জাবির ইবনে সামুরা থেকে প্রমাণিত আছে: আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 'হবে...'

[تدريب الراوي]

اثنًا عَشَرَ أَمِيرًا " فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَسَأَلْتُ أَبِي فَقَالَ: " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ « ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ كَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصَلَ جَابِرُ الْكَلِمَةِ الَّتِي اسْتَفْهَمَهَا مِنْ أَبِيهِ. (وَقَالَ أَحْمَدُ) بَنْ حَنْبَلٍ (فِي الْحَرْفِ الَّذِي يُدْغِمُهُ الشَّيْخُ فَلَا يُفْهَمُ) عَنْهُ (وَهُوَ مَعْرُوفٌ: أَرْجُو أَنْ لَا تَضِيقَ رِوَايَتُهُ عَنْهُ.

وَقَالَ فِي الْكَلِمَةِ تُسْتَفْهَمُ مِنَ الْمُسْتَبْلِيِّ إِنْ كَانَتْ مُجْتَمِعًا عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ) بِرِوَايَتِهَا عَنْهُ (وَعَنْ خَلْفِ بْنِ سَالِمٍ) الْمُخَرَّمِيِّ (مَنْعُ ذَلِكَ) فَإِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، يُرِيدُ حَدَّثَنَا، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: قُلْ حَدَّثَنَا، قَالَ: لَا أَقُولُ، لِأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ حَدَّثَنَا ثَلَاثَةَ أَحْرَفٍ لِكثْرَةِ الزَّحَامِ وَهِيَ " ح د ث " .

-

[তাদরীবুর রাবী]

বারো জন আমীর।" তখন তিনি এমন একটি কথা বললেন যা আমি শুনিনি, ফলে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "তারা সবাই কুরাইশ বংশের।" আর মুসলিম এই বর্ণনাটি তাঁর থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন, জাবির তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করা কথাটি পৃথকভাবে উল্লেখ করেননি।

(এবং আহমদ) ইবনে হাম্বল (সেই অক্ষর প্রসঙ্গে বললেন যা শায়খ বিলীন করে ফেলেন এবং ফলে তা বোঝা যায় না) তাঁর থেকে, (যদিও তা পরিচিত, [আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন]:)

"আমি আশা করি, তাঁর থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত (বর্ণনা) সংকীর্ণ হবে না (অর্থাৎ গ্রহণযোগ্যতা হারাবে না)।"

এবং তিনি সেই শব্দ সম্পর্কে বললেন যা মুস্তামলী থেকে জিজ্ঞাসিত হয়, যদি তার উপর সর্বসম্মত (ঐকমত্য) থাকে, তবে তাঁর থেকে তা বর্ণনা করায় কোনো সমস্যা নেই। (আর খালাফ ইবনে সালিম) আল-মুখাররামী থেকে (এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে)। কারণ তিনি বলেছেন: আমি ইবনে উয়াইনা-কে বলতে শুনেছি: 'না আমার ইবনে দীনার', (তিনি 'হাদদাসানা' বলতে চেয়েছিলেন)। অতএব যখন তাঁকে বলা হলো: 'বলুন, 'হাদদাসানা'', তখন তিনি

বললেন: 'আমি বলব না,' কারণ ভিড়ের আধিক্যের কারণে আমি তাঁর কথা 'হাদদাসানা'-এর তিনটি অক্ষর - যা হলো 'হা', 'দাল', 'সা' - শুনিনি।

(ص: 446) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الخَامِسُ: يَصْحُ السَّاعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ إِذَا عُرِفَ صَوْتُهُ إِنْ حَدَّثَ بِلَفْظِهِ أَوْ حُضُورُهُ بِمَسْمَعٍ مِنْهُ إِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ، وَيَكْفِي فِي الْمَعْرِفَةِ خَبَرُ ثِقَةٍ. وَشَرَطَ شُعْبَةُ رُؤْيَتَهُ وَهُوَ خِلَافُ الصَّوَابِ وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ خَلْفُ بْنُ تَيْمٍ: سَمِعْتُ مِنَ الثَّوْرِيِّ عَشْرَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوَهَا، فَكُنْتُ أَسْتَفْهِمُ جَلِيسِي، فَقُلْتُ لِزَائِدَةَ، فَقَالَ: لَا تُحَدِّثْ مِنْهَا إِلَّا بِمَا حَفِظَ قَلْبُكَ وَسَمِعَ أُذُنُكَ. [قَالَ]: فَالْقَيْتُهَا.

[الخَامِسُ مسألة سماع الحديث من وراء حجاب]

(الخَامِسُ: يَصْحُ السَّاعُ مِّنْ) هُوَ (وَرَاءَ حِجَابٍ إِذَا عُرِفَ صَوْتُهُ إِنْ حَدَّثَ بِلَفْظِهِ أَوْ) عُرِفَ (حُضُورُهُ بِمَسْمَعٍ) أَيِّ مَكَانٍ يَسْمَعُ (مِنْهُ إِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَيَكْفِي فِي الْمَعْرِفَةِ) بِذَلِكَ (خَبَرُ ثِقَةٍ) مِنْ أَهْلِ الْخُبْرَةِ بِالشَّيْخِ (وَشَرَطَ شُعْبَةُ رُؤْيَتَهُ) وَقَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ الْمُحَدِّثُ فَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ فَلَا تَرَوْ عَنْهُ، فَلَعَلَّهُ شَيْطَانٌ قَدْ تَصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا. (وَهُوَ خِلَافُ الصَّوَابِ وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ) فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعْتِمَادِ عَلَى سَمَاعِ صَوْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَدِّنِ، فِي حَدِيثٍ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ» الْحَدِيثُ، مَعَ غَيْبَةِ

الخَامِسُ: يَصْحُ السَّاعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ إِذَا عُرِفَ صَوْتُهُ إِنْ حَدَّثَ بِلَفْظِهِ أَوْ حُضُورُهُ بِمَسْمَعٍ مِنْهُ إِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ، وَيَكْفِي فِي الْمَعْرِفَةِ خَبَرُ ثِقَةٍ. وَشَرَطَ شُعْبَةُ رُؤْيَتَهُ وَهُوَ خِلَافُ الصَّوَابِ وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ.

[তাদ্রীবুর রাবী]

وَقَالَ خَلْفُ بْنُ تَيْمٍ: سَمِعْتُ مِنَ الثَّوْرِيِّ عَشْرَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ أَوْ نَحْوَهَا. فَكُنْتُ أَسْتَفْهِمُ جَلِيسِي، فَقُلْتُ لِزَائِدَةَ، فَقَالَ: لَا تُحَدِّثْ مِنْهَا إِلَّا بِمَا حَفِظَ قَلْبُكَ وَسَمِعَ أُذُنُكَ.

[তিনি] বললেন: "সুতরাং আমি সেগুলো পরিত্যাগ করলাম।"

[পঞ্চম: পর্দা বা আড়ালের পেছন থেকে হাদিস শোনার মাসআলা]

(পঞ্চম: যে ব্যক্তি) আড়ালের পেছনে আছে তার থেকে শোনা শুদ্ধ হবে, যদি তার কণ্ঠস্বর চেনা যায় যখন তিনি নিজ শব্দে বর্ণনা করেন, অথবা তার উপস্থিতি চেনা যায় এমন শ্রবণযোগ্য স্থানে — অর্থাৎ এমন স্থানে যেখান থেকে তিনি শুনতে পান — যখন তার সামনে পড়া হয়। আর এই চেনার জন্য শায়েখের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ যথেষ্ট। (আর শু'বা তাকে দেখা শর্ত করেছেন) এবং বলেছেন: "যদি বর্ণনাকারী তোমাকে হাদিস বর্ণনা করে, আর তুমি তার চেহারা না দেখো, তাহলে তার থেকে বর্ণনা করো না। কারণ হতে পারে সে একটি শয়তান যা তার রূপ ধারণ করেছে এবং বলছে: 'তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' এবং 'তিনি আমাদের অবহিত করেছেন'।"

(আর এটি সঠিক মতের এবং জমহুরের (সংখ্যাগরিষ্ঠের) মতের বিপরীত), কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাতের বেলা আযান দেন' শীর্ষক হাদিসে মুআযযিন ইবনু উম্মি মাকতূমের কণ্ঠস্বর শোনার উপর নির্ভর করার নির্দেশ দিয়েছেন, যখন অনুপস্থিতি ছিল...

(ص: 447) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

السَّادِسُ: إِذَا قَالَ الْمُسْمِعُ عِنْدَ السَّمَاعِ: لَا تَرَوْ عَنِّي أَوْ رَجَعْتُ عَنْ إِبْرَارِكَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرِ مُسْنِدٍ ذَلِكَ إِلَى خَطَأٍ أَوْ شَكٍّ وَنَحْوِهِ لَمْ تَمْتَنِعْ رِوَايَتُهُ، وَلَوْ خَصَّ بِالسَّمَاعِ قَوْمًا فَسَمِعَ غَيْرُهُمْ بِغَيْرِ عَلَيْهِ جَازَ لَهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَلَوْ قَالَ أُخْبِرُكُمْ وَلَا أُخْبِرُ فَلَنَّا لَمْ يَضُرَّ، قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ، وَهِيَ أَضْرَبُ؛ الْأَوَّلُ: أَنْ يُجِيزَ مُعَيَّنًا لِمُعَيَّنٍ كَأَجْزُكَ الْبُخَارِيُّ
أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهَرَسَتِي، وَلِهَذَا أَعْلَى أَضْرِبِهَا الْمَجَرَّدَةُ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ، وَالصَّحِيحُ
الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ، وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا.
وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الطَّوَائِفِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ: لَا يُعْمَلُ بِهَا، كَالْمُرْسَلِ، وَهَذَا بَاطِلٌ.

[تدريب الراوي]

شَخْصِهِ عَمَّنْ يَسْمَعُهُ، وَكَانَ السَّلَفُ يَسْمَعُونَ مِنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ،
وَهُنَّ يُحَدِّثْنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

[السادس خص الشيخ للسماع قوما فسبع غيرهم بغير إذنه هل يجوز لهم الرواية]
(السادس: إِذَا قَالَ الْمُسْمِعُ بَعْدَ السَّمَاعِ لَا تَرَوْ عَنِّي أَوْ رَجَعْتُ عَنْ إِخْبَارِكَ) أَوْ مَا أَذِنْتُ
لَكَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِّي (وَنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرِ مُسْنِدٍ ذَلِكَ إِلَى خَطَأٍ) مِنْهُ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ (أَوْ شَكٍّ)
فِيهِ (وَنَحْوِهِ لَمْ تَمْتَنِعْ رِوَايَتَهُ) فَإِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ امْتَنَعَتْ (وَلَوْ خَصَّ بِالسَّمَاعِ
قَوْمًا فَسَمِعَ غَيْرُهُمْ بِغَيْرِ عَلَيْهِ جَازَ لَهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَلَوْ قَالَ: أَخْبِرْكُمْ وَلَا أَخْبِرْ
فَلَانًا لَمْ يَضُرَّ) ذَلِكَ فَلَانًا فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ (قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ) الْإِسْفَرَايْنِيُّ،
جَوَابًا لِسُؤَالِ الْحَافِظِ أَبِي سَعِيدٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ ذَلِكَ.
فَإِذْنُهُ:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُتَحَدِّثِ بِالسَّمَاعِ سَبِيعًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْأَصَمُّ بِنَفْسِهِ.

[القسم الثالث الإجازة وهي على ضرب]

[الأول إجازة معين لمعين]

(الْقِسْمُ الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحْمِيلِ (الْإِجَازَةُ، وَهِيَ أَضْرُبٌ) تِسْعَةٌ وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ
كَابُنِ الصَّلَاحِ سَبْعَةً

ষষ্ঠ: যখন শ্রোতাদাতা (মুসমি) শোনাতে গিয়ে বলে: 'আমার সূত্রে বর্ণনা করো না' অথবা 'আমার সংবাদ দেওয়া থেকে আমি ফিরে এসেছি', এবং অনুরূপ অন্য কিছু, যদি সে এর কারণ কোনো ভুল বা সন্দেহ ইত্যাদির দিকে সম্বন্ধিত না করে, তাহলে তার বর্ণনা (রিওয়াযাত) নিষিদ্ধ হবে না। আর যদি সে শ্রবণকে (সামা) নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য সীমিত করে থাকে, কিন্তু অন্যেরা তার অজান্তে শুনে ফেলে, তাহলেও তাদের জন্য তার সূত্রে বর্ণনা করা জায়েজ। আর যদি সে বলে: 'আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি, কিন্তু অমুককে দেব না', তাহলে এতে কোনো ক্ষতি হবে না। এটি বলেছেন উস্তায় আবু ইসহাক।

তৃতীয় অধ্যায়: ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি), এবং এটি কয়েক প্রকার; প্রথম প্রকার: নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে অনুমতি দেওয়া, যেমন 'আমি তোমাকে বুখারী বা আমার সূচীপত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের ইজাযাহ দিলাম'। এটি (মুনাওয়ালাহ - হাতবদল ছাড়া) ইজাযার প্রকারগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ, এবং অধিকাংশ সম্প্রদায় কর্তৃক বলা বিশুদ্ধ মত হলো, যার উপর আমল প্রচলিত আছে, যে এর দ্বারা বর্ণনা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা জায়েজ। তবে কিছু সম্প্রদায় এটিকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন, এবং এটি শাফিঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি।

কিছু যাহিরিয়্যাহ এবং তাদের অনুসারীরা বলেছেন: 'এর উপর আমল করা যাবে না, যেমন মুরসাল (হাদীসের) ক্ষেত্রে হয়', এবং এটি বাতিল।

[তাদরীবুর রাবী]

তার নিজের পক্ষ থেকে, যার কাছ থেকে সে শুনেছে (বর্ণনা করা), এবং সালাফরা আয়েশা (রা.) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের কাছ থেকে শুনতেন, আর তাঁরা পর্দার আড়াল থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

[ষষ্ঠ: শায়খ যদি কিছু লোকের জন্য শ্রবণকে নির্দিষ্ট করেন, আর অন্যরা তার অনুমতি ছাড়া শুনে ফেলে, তাহলে তাদের জন্য কি বর্ণনা করা জায়েজ?]

(ষষ্ঠ: যখন শ্রোতাদাতা (মুসমি) শোনার পর বলে: 'আমার সূত্রে বর্ণনা করো না' অথবা 'আমার সংবাদ দেওয়া থেকে আমি ফিরে এসেছি') অথবা 'আমি তোমাকে আমার সূত্রে বর্ণনা করার অনুমতি দিইনি' (এবং অনুরূপ অন্য কিছু, যদি সে এর কারণ কোনো ভুল)-যা সে বর্ণনা করেছে তাতে- (অথবা সন্দেহ)-তাতে- (ইত্যাদির দিকে সম্বন্ধিত না করে, তাহলে তার বর্ণনা (রিওয়ায়াত) নিষিদ্ধ হবে না)। যদি সে উপরোক্ত কিছুর দিকে এর কারণ সম্বন্ধিত করে, তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। (আর যদি সে শ্রবণকে (সামা') নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য সীমিত করে থাকে, কিন্তু অন্যেরা তার অজান্তে শুনে ফেলে, তাহলেও তাদের জন্য তার সূত্রে বর্ণনা করা জায়েজ। আর যদি সে বলে: 'আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি, কিন্তু অমুককে দেব না', তাহলে এতে কোনো ক্ষতি হবে না) - সেই অমুকের জন্য তার শ্রবণ সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে (এটি বলেছেন উস্তায আবু ইসহাক) আল-ইসফারায়িনী, হাফিয আবু সাঈদ আন-নিসাবুরীর এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে।

ফায়েদা (উপকারিতা):

মাওয়াদী বলেছেন: শ্রবণের মাধ্যমে হাদীস গ্রহণকারীর জন্য শ্রবণক্ষম হওয়া শর্ত, তবে বধির ব্যক্তি নিজে পড়তে পারে (এবং তা গ্রহণযোগ্য)।

[তৃতীয় অধ্যায়: ইজাযাহ, এবং এটি কয়েক প্রকার]

[প্রথম: নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে ইজাযাহ]

(তৃতীয় অধ্যায়) তাহামুল (হাদীস গ্রহণের) প্রকারসমূহের মধ্যে (ইজাযাহ, এবং এটি কয়েক প্রকার) - নয় প্রকার, তবে গ্রন্থকার ইবনুস সালাহর মতো সাত প্রকার উল্লেখ করেছেন।

(ص: 448) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

(الأول: أَنْ يُجِيزَ مُعَيَّنًا لِمُعَيَّنٍ: كَأَجْزُئِكَ) أَوْ أَجْزُئِكُمْ أَوْ أَجْزُئُ فَلَانًا الْفُلَانِيَّ (الْبُخَارِيُّ أَوْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَتِي) أَيُّ جُمْلَةٍ عَدَدٍ مَرْوِيَّاتِي.

قَالَ صَاحِبُ تَثْقِيفِ اللِّسَانِ: الصَّوَابُ أَنَّهَا - بِالمَثْنَةِ الفَوْقِيَّةِ وَقُوفًا وَإِدْمَاجًا - وَرَبَّهَا وَقَفَ عَلَيْهَا بَعْضُهُمْ بِأَلْهَاءٍ وَهُوَ خَطَأٌ. قَالَ: وَمَعْنَاهَا جُمْلَةُ الْعَدَدِ لِلْكَتْبِ: لَفْظَةُ فَارِسِيَّةٍ (وَهَذَا أَعْلَى أَضْرِبِهَا) أَيِ الْإِجَازَةِ (الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ) أَهْلُ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ (وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا) ، وَادَّعَى أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي وَعِيَاضُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا، وَقَصَرَ أَبُو مَرْوَانَ الطَّبْنِيُّ الصَّحَّةَ عَلَيْهَا.

(وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِنَ الطَّوَائِفِ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَشُعْبَةَ، قَالَ: لَوْ جَازَتْ الْإِجَازَةُ لَبْطَلَتْ الرِّحْلَةُ، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيُّ، وَأَبِي نَصْرِ الْوَالِئِيُّ، وَأَبِي الشَّيْخِ

[তাদরিবুর রাবী]

(প্রথমত: নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য ইজায়ত দেওয়া: যেমন, আমি তোমাকে ইজায়ত দিলাম) অথবা আমি তোমাদেরকে ইজায়ত দিলাম, অথবা আমি অমুক অমুককে ইজায়ত দিলাম (বুখারী) অথবা যা আমার فهرس (সূচি)-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমার বর্ণিত সকল কিছুর সমষ্টি।

তাথক্ৰিফুল লিসান-এর রচয়িতা বলেছেন: সঠিক হলো এটি - উপরের দ্বিনুক্তা বিশিষ্ট তা (٣) অক্ষর দিয়ে, থামার সময় ও মিলিয়ে পড়ার সময় উভয় ক্ষেত্রেই - এবং হয়তোবা কেউ কেউ হা (٥) অক্ষর দিয়ে থামেন, যা ভুল। তিনি বলেন: এর অর্থ হলো কিতাবসমূহের মোট সংখ্যা। এটি একটি ফার্সি শব্দ।

(এবং এটি এর) অর্থাৎ ইজায়তের (সর্বোচ্চ প্রকার, যা মুনাবালাহ (হস্তান্তর) থেকে মুক্ত। এবং বিশুদ্ধ হলো যা অধিকাংশ সম্প্রদায়) আহলে হাদীস ও অন্যান্য (বলেছেন এবং যার উপর আমল স্থির হয়েছে, যে এর মাধ্যমে বর্ণনা করা ও আমল করা বৈধ)। আবু ওয়ালীদ আল-বাজি ও আয়াদ এর উপর ইজমা'র দাবি করেছেন। এবং আবু মারওয়ান আত-তবনি এর মধ্যেই বিশুদ্ধতা সীমাবদ্ধ করেছেন।

(এবং বিভিন্ন দলের বহু লোক এটি বাতিল ঘোষণা করেছেন) মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে শু'বা যেমন বলেছেন: যদি ইজাযত জায়েয হতো, তাহলে রিহ্লাহ (জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ) বাতিল হয়ে যেত। এবং ইব্রাহীম আল-হারবী, আবু নাসর আল-ওয়াইলি, এবং আবুশ শাইখ।

(ص: 449) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

الأَصْبَهَانِيُّ، وَالْفُقَهَاءُ: كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَالْمَاورِدِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخُجَنْدِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ الْحَنَفِيِّ، وَعَنْهُمْ أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُبِيحُ رِوَايَةَ مَا لَمْ يَسْمَعْ.

(وَهُوَ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ) وَحَكَاهُ الْأَمِيدِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّهَا بِدْعَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُبْجِزُ وَالْمُجَازُ عَالِمَيْنِ بِالْكِتَابِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

(وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ لَا يَعْمَلُ بِهَا) أَيْ بِالْمَرْوِيِّ بِهَا (كَالْمُرْسَلِ) مَعَ جَوَازِ التَّحْدِيثِ بِهَا (وَهَذَا بَاطِلٌ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِجَازَةِ مَا يَقْدَحُ فِي اتِّصَالِ الْمُنْقُولِ بِهَا وَفِي الثِّقَةِ بِهَا، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ التَّحْدِيثِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَفِي الْإِحْتِجَاجِ لِتَجْوِيزِهَا غُبُوضٌ، وَيَتَّبِعُهُ أَنْ يُقَالَ: إِذَا

আসফাহানী এবং ফুকাহায়ে কিরাম, যেমন: কাযী হুসাইন, মাওয়াদ্দী, আবু বকর আল-খুজান্দী আশ-শাফি'য়ী এবং আবু তাহির আদ-দাব্বাস আল-হানফী (এর মতে), এবং তাদের থেকে (বর্ণিত আছে) যে, যে ব্যক্তি অন্যকে বলবে: "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম আমার পক্ষ থেকে এমন কিছু বর্ণনা করার যা তুমি শোনোনি," তাহলে সে যেন বলল: "আমি তোমাকে আমার উপর মিথ্যা বলার অনুমতি দিলাম।" কারণ শরীয়ত এমন কিছু বর্ণনা করার অনুমতি দেয় না যা শোনা হয়নি।

(এটি শাফি'য়ী থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি)। এটি আমিদী আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং কাযী আবদুল ওয়াহাব মালিক থেকে এটি নকল করেছেন। ইবনে হাযম বলেছেন: "এটি একটি না-জায়েয বিদআত।" এবং বলা হয়েছে: যদি অনুমতিদাতা (মুজিয) এবং অনুমতিপ্রাপ্ত (মুজ্জ) উভয়ই কিতাব (কুরআন ও সুন্নাহ) সম্পর্কে জ্ঞানী হন, তবে এটি জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। আর এটি হানাফীদের মধ্য থেকে আবু বকর আর-রাযী গ্রহণ করেছেন।

(এবং কিছু জাহিরি ও তাদের অনুসারীরা বলেছেন যে, এর উপর আমল করা যাবে না), অর্থাৎ এর দ্বারা বর্ণিত (মুর্সাল হাদীসের মতো) কিছুর উপর, যদিও এর দ্বারা বর্ণনা করা জায়েয।

(আর এটি বাতিল); কারণ ইজাযাতে এমন কিছু নেই যা এর মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিকতা (ইত্তিসাল) এবং এর বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আর আওয়ালী থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত আছে, যা হলো এর উপর আমল করা যাবে, কিন্তু বর্ণনা করা যাবে না। ইবনে আস-সালাহ বলেছেন: "এর বৈধতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে অসম্পূর্ণতা রয়েছে।" এবং এটি বলা সঙ্গত যে: যখন

(ص: 450) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

جَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَرْوِيَّاتِهِ فَقَدْ أَخْبَرَهُ بِهَا جُبْلَةً، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِهَا تَفْصِيلًا،
وَإِخْبَارُهُ بِهَا غَيْرُ مُتَوَقِّفٍ عَلَى التَّضَرُّيحِ قَطْعًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ حُصُولُ
الِإِفْهَامِ وَالْفَهْمِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْإِجَازَةِ الْمُفْهِمَةِ.

وَقَالَ الْخَطِيبُ فِي " الْكِفَايَةِ ": اِحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِجَوَازِهَا بِحَدِيثِ «أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ سُورَةَ بَرَاءَةٍ فِي صَحِيفَةٍ وَدَفَعَهَا لِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ بَعَثَ عَلَيَّ بَنَ
أَبِي طَالِبٍ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَلَمْ يَقْرَأْهَا عَلَيْهِ وَلَا هُوَ أَيْضًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَكَّةَ فَفَتَحَهَا وَقَرَأَهَا
عَلَى النَّاسِ» .

وَقَدْ أَسْنَدَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْكَرَابِيسِيَّ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ كُتُبَهُ فَأَبَى،
وَقَالَ: خُذْ كُتُبَ الرَّعْفَرَانِيِّ فَأَنْسُخْهَا فَقَدْ أَجَزْتُ لَكَ، فَأَخَذَهَا إِجَازَةً. أَمَّا الْإِجَازَةُ
الْمُقْتَرَنَةُ بِالْمُنَاوَلَةِ فَسَتَأْتِي فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ.

تَنْبِيْهُ:

إِذَا قُلْنَا بِصَحَّةِ الْإِجَازَةِ فَالْمُتَبَادَرُ إِلَى الْأَذْهَانِ أَنَّهَا دُونَ الْعَرْضِ، وَهُوَ الْحَقُّ، وَحَكَى
الرَّزَّكَشِيُّ فِي ذَلِكَ مَذَاهِبَ.

ثَانِيهَا - وَنَسَبَهُ لِأَحْمَدَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَالِكِيِّ -: أَنَّهَا عَلَى وَجْهِهَا خَيْرٌ مِنَ السَّمَاعِ
الرَّدِيِّ. قَالَ: وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ تَفْضِيلَ الْإِجَازَةِ عَلَى السَّمَاعِ مُطْلَقًا.

ثَالِثُهَا: أَنَّهَا سَوَاءٌ. حَكَى ابْنُ عَاتٍ فِي رِيحَانَةِ النَّفْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
بَقِيٍّ بْنِ مَخْلَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْإِجَازَةُ عِنْدِي وَعِنْدَ أَبِي وَجَدِّي كَالسَّمَاعِ.

[তাদরীবুর রাবী]

তার জন্য তার সূত্রে তার বর্ণিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করা জায়েয। কেননা বর্ণনাকারী তাকে সে
বিষয়গুলি সমষ্টিগতভাবে অবহিত করেছেন। অতএব, এটি এমন যেন তিনি তাকে
বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছেন। আর তাকে এ বিষয়ে অবহিত করা নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট
ঘোষণার ওপর নির্ভরশীল নয়, যেমনটি কেরাআতের ক্ষেত্রে। বরং উদ্দেশ্য হলো বোঝানো ও
বোঝার বিষয়টি সম্পন্ন হওয়া, যা বোধগম্য ইজাযাহ (অনুমতি) দ্বারা অর্জিত হয়।

আল-খতীব তাঁর "আল-কিফায়াহ" গ্রন্থে বলেন: কিছু উলামা এর বৈধতার পক্ষে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বারাতের অংশ একটি সহীফায় (লিখিত পাতায়) লিখে আবু বকরের নিকট দেন, অতঃপর আলী ইবন আবী তালিবকে পাঠান। আলী সেটি আবু বকরের কাছ থেকে নেন এবং আবু বকরকে পড়ে শোনাননি, আর আবু বকরও তাঁকে শোনাননি, যতক্ষণ না মক্কায় পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি তা খুলে জনগণের সামনে পাঠ করলেন»।

আর রামাহুরমুযী ইমাম শাফি'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কারাবীসী তাঁর কিতাবসমূহ তাঁর (শাফি'ঈর) সামনে পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন: "জা'ফারানীর কিতাবসমূহ নাও এবং সেগুলো প্রতিলিপি করো, আমি তোমাকে ইজাযাহ দিয়েছি।" অতঃপর তিনি সেগুলোকে ইজাযাহ হিসেবে গ্রহণ করেন। আর 'মুনাওয়ালা'র সাথে সংযুক্ত ইজাযাহ চতুর্থ পরিচ্ছেদে আসবে।

সতর্কতা:

যদি আমরা ইজাযাহর বৈধতা স্বীকার করি, তাহলে মনে যে বিষয়টি প্রথমে আসে তা হলো এটি 'আরদ (শিক্ষকের সামনে পাঠ)-এর চেয়ে নিম্নস্তরের, এবং এটিই সত্য। যারকাশী এ বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাব (মত) উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মত — এবং এটি আহমদ ইবন মাইসারাহ আল-মালিকীর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে —: এটি তার যথাযথ রূপরেখায় নিম্নমানের সামা' (শ্রবণ)-এর চেয়ে উত্তম। তিনি বলেন: এবং কিছু মুহাক্কিক ইজাযাহকে সামা'-এর উপর নিঃশর্তভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তৃতীয় মত: যে উভয়টি (ইজাযাহ ও সামা') সমান। ইবন 'আতি তার 'রায়হানা তুন নাফস' গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবন আহমদ ইবন বাকী ইবন মাখলাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন: "আমার, আমার পিতার এবং আমার দাদার মতে ইজাযাহ সামা'-এর মতোই।"

(ص: 451) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الضَرْبُ الثَّانِي: يُجِيزُ مُعَيَّنًا غَيْرَهُ كَأَجْزُئِكَ مَسْمُوعَاتِي فَأَلْخَلَفُ فِيهِ أَقْوَى وَأَكْثَرُ،
وَالْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ جَوَّزُوا الرِّوَايَةَ وَأَوْجَبُوا الْعَمَلَ بِهَا.

الثَّالِثُ: يُجِيزُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِوُصْفِ الْعُومِ كَأَجَزْتُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كُلَّ أَحَدٍ أَوْ أَهْلَ زَمَانِي،
وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَيَّدَهَا بِوُصْفٍ حَاصِرٍ فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ، وَمِنَ الْمُجَوِّزِينَ
الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْخَطِيبُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهَ وَابْنُ عَتَّابٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ
وآخَرُونَ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ يُقْتَدَى بِهِ الرَّوَايَةَ بِهَذِهِ.
قُلْتُ: الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ مُصَحِّحِهَا جَوَازُ الرَّوَايَةِ بِهَا، وَهَذَا يَقْتَضِي صِحَّتَهَا، وَأَيُّ فَائِدَةٍ
لَهَا غَيْرُ الرَّوَايَةِ بِهَا.

[تدريب الراوي]

وَقَالَ الطَّوْفِيُّ: الْحَقُّ التَّفْصِيلُ، فَفِي عَصْرِ السَّلَفِ السَّمَاعُ أَوَّلَى، وَأَمَّا بَعْدَ أَنْ دُونَتْ
الدَّوَاوِينُ وَجُعِلَتِ السُّنَنُ وَاشْتَهَرَتْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

[الثاني إجازة معين لغير معين]

(الضَّرْبُ الثَّانِي: يُجِيزُ مُعَيَّنًا غَيْرَهُ) أَيُّ غَيْرَ مُعَيَّنٍ (كَأَجَزْتُكَ) أَوْ أَخْبَرْتُكُمْ جَمِيعَ
(مَسْمُوعَاتِي) أَوْ مَرْوِيَّاتِي (فَالْخِلَافُ فِيهِ) أَيُّ فِي جَوَازِهَا (أَقْوَى وَأَكْثَرُ مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ
(وَالْجُمْهُورُ مِنَ الطَّوَائِفِ جَوَّزُوا الرَّوَايَةَ) بِهَا (فَأَوْجَبُوا الْعَمَلَ بِمَا رُوِيَ (بِهَا) بِشَرْطِهِ.

[الثالث إجازة غير معين بوصف العُوم]

(الثَّالِثُ يُجِيزُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِوُصْفِ الْعُومِ كَأَجَزْتُ) جَمِيعَ (الْمُسْلِمِينَ أَوْ كُلَّ أَحَدٍ أَوْ أَهْلَ
زَمَانِي وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَيَّدَهَا) أَيُّ الْإِجَازَةُ الْعَامَّةُ (بِوُصْفٍ حَاصِرٍ) كَأَجَزْتُ
طَلَبَةَ الْعِلْمِ بِبَلَدٍ كَذَا أَوْ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا (فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ) مِنْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ
بِذَلِكَ.

بَلْ قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: مَا أَظُنُّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ، لِأَنَّهُ
مَحْضُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ: لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ،

দ্বিতীয় প্রকার: যখন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে (অনির্দিষ্টভাবে) ইজায়ত দেয়, যেমন ‘আমি তোমাকে আমার শ্রুত বিষয়সমূহের ইজায়ত দিলাম’, এক্ষেত্রে মতানৈক্য আরও শক্তিশালী ও বেশি। তবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এর দ্বারা রিওয়াযাত করা জায়েয বলেছেন এবং তদনুসারে আমল করা ওয়াজিব করেছেন।

তৃতীয় প্রকার: যখন অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাপকতার বর্ণনা সহকারে ইজায়ত দেওয়া হয়, যেমন ‘আমি সকল মুসলমানকে ইজায়ত দিলাম’ অথবা ‘সকলকে’ অথবা ‘আমার যুগের লোকদেরকে’। এ বিষয়ে মুতাআখখিরীনদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যদি তিনি এটিকে সুনির্দিষ্ট গুণ দ্বারা সীমাবদ্ধ করেন, তবে তা জায়েয হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। যারা এটিকে জায়েয বলেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন কাযী আবু তাইয়্যিব, আল-খতীব, আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ, ইবনে আত্তাব, হাফিয আবুল আলা এবং অন্যান্যরা।

শায়খ বলেছেন: “আমরা এমন কারো কাছ থেকে শুনি নি যার অনুসরণ করা হয়, যে এর (এই ইজায়ত) দ্বারা রিওয়াযাত করেছেন।”

আমি (লেখক) বলি: যারা এটিকে সহীহ বলেছেন তাদের কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এর দ্বারা রিওয়াযাত করা জায়েয। আর এটি এর বিশুদ্ধতাকে আবশ্যক করে। এর দ্বারা রিওয়াযাত করা ছাড়া এর আর কী উপকারিতা থাকতে পারে?

[তাদরীবুর রাবী]

আর তাউফী বলেছেন: সঠিক মত হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সালফে সালেহীনের যুগে (হাদীস) শোনা অধিক উত্তম ছিল। কিন্তু যখন দিওয়ানসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সুন্নাহসমূহ সংকলিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তখন এ দুটোর মধ্যে (অর্থাৎ শোনা ও ইজায়তের মাধ্যমে রিওয়াযাত করার মধ্যে) কোনো পার্থক্য নেই।

[দ্বিতীয়: একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ইজায়ত দান]

(দ্বিতীয় প্রকার: একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে ইজায়ত দেয়) অর্থাৎ অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে (যেমন ‘আমি তোমাকে ইজায়ত দিলাম’) অথবা ‘আমি তোমাদের সবাইকে আমার শ্রুত বিষয়সমূহ’ অথবা ‘আমার বর্ণিত বিষয়সমূহ জানিয়ে দিলাম’ (এক্ষেত্রে মতানৈক্য) অর্থাৎ এর জায়েয

হওয়ার বিষয়ে (প্রথম প্রকারের চেয়ে আরও) শক্তিশালী ও বেশি। (আর বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এর দ্বারা রিওয়ায়াত করা জায়েয বলেছেন) এবং এর শর্তসাপেক্ষে এর দ্বারা বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব করেছেন।

[তৃতীয়: অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাপকতার বর্ণনা সহকারে ইজায়ত দান]

(তৃতীয় প্রকার হলো যখন অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাপকতার বর্ণনা সহকারে ইজায়ত দেওয়া হয়, যেমন তিনি বলেন ‘আমি ইজায়ত দিলাম’) ‘সকল মুসলমানকে’ অথবা ‘সকলকে’ অথবা ‘আমার যুগের লোকদেরকে’। এ বিষয়ে মুতাআখখিরীনদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। (যদি তিনি এটিকে) অর্থাৎ সাধারণ ইজায়তকে (একটি সুনির্দিষ্ট গুণ দ্বারা সীমাবদ্ধ করেন), যেমন ‘আমি অমুক শহরের জ্ঞান অন্বেষণকারীদেরকে ইজায়ত দিলাম’ অথবা ‘যারা এর পূর্বে আমার কাছে পাঠ করেছে তাদেরকে’, (তবে তা জায়েয হওয়ার অধিক নিকটবর্তী) যা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়নি তার চেয়ে।

বরং কাযী ইয়ায বলেছেন: “আমি মনে করি না যে তারা এর জায়েয হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন এবং আমি কাউকে এটি নিষেধ করতে দেখিনি, কারণ এটি সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত, যেমন তার কথা: ‘অমুকের সন্তানদের জন্য’ অথবা ‘অমুকের ভাইদের জন্য’।”

(ص: 452) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " مَا لَا حَصْرَ فِيهِ كَأَهْلِ بَلَدٍ كَذَا فَهُوَ كَالْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ، وَأَفْرَدَ الْقُسْطَلَانِي هَذِهِ بِنَوْعٍ مُسْتَقِلٍّ، وَمَثَّلَهُ بِأَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ إِقْلِيمٍ أَوْ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ. (وَمِنْ الْمُجَوِّزِينَ) لِلْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ (الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ) الطَّبْرِيُّ (وَالْخَطِيبُ) الْبَغْدَادِيُّ (وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَه) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (بُنْ عَتَّابٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ) الْحَسَنُ بْنُ

أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيَّ (وَأَخْرُونَ) كَأَيِّ الْفَضْلِ بْنِ خَيْرُونَ، وَأَيُّ الْوَلِيدِ بْنِ رُشْدٍ،
وَالسَّلَفِيِّ، وَخَلَّاتِقَ جَمْعَهُمْ بَعْضُهُمْ فِي مُجَلَّدٍ وَرَتَّبَهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ لِكَثْرَتِهِمْ.
(قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ مَيْلًا إِلَى الْمُنْعِ (وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ يُقْتَدَى بِهِ الرَّوَايَةَ
بِهَذِهِ) قَالَ: وَالْإِجَازَةُ فِي أَصْلِهَا ضَعْفٌ، وَتَزْدَادُ بِهَذَا التَّوَسُّعِ وَالِاسْتِزْسَالِ ضَعْفًا كَثِيرًا.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (قُلْتُ: الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ مُصَحِّحِهَا جَوَازُ الرَّوَايَةِ بِهَا، وَهَذَا مُقْتَضَى
صِحَّتِهَا وَأَيُّ فَايِدَةٍ لَهَا غَيْرُ الرَّوَايَةِ بِهَا) وَكَذَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِتَصْحِيحِ صِحَّتِهَا.

[তাদরিবুর রাবী]

তাঁর 'হাসির' (সীমাবদ্ধ) উক্তি দ্বারা যা সীমাবদ্ধ নয়, তাকে বর্জন করা হয়েছে, যেমন 'অমুক শহরের অধিবাসী'—সুতরাং তা হলো 'আম্মাহ মুতলাকাহ' (অনির্দিষ্ট সাধারণ)-এর মতো। আর আল-কাসতাল্লানী এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর উদাহরণ দিয়েছেন কোনো নির্দিষ্ট শহরের অধিবাসী, অথবা কোনো অঞ্চলের, অথবা কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের (অনুসারীদের) দ্বারা।

(এবং 'আম্মাহ মুতলাকাহ'-এর (অনুমোদনকারী)-দের মধ্যে রয়েছেন) আল-কাদী আবু আত-তাইয়্যিব আত-ত্বাবারী, (এবং) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, (এবং) আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দাহ, (এবং) আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আত্তাব, এবং হাফিয় আবুল আলা আল-হাসান ইবনে আহমদ আল-আত্তার আল-হামাদানী (এবং অন্যান্যরা), যেমন আবুল ফাযল ইবনে খায়রুন, আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ, আস-সালাফী এবং আরও অনেকে। তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের কেউ কেউ তাদের একটি গ্রন্থে একত্রিত করেছেন এবং বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছেন।

(শায়খ) ইবন আস-সালাহ (নিষেধের প্রতি প্রবণতা দেখিয়ে) বলেন: (আমরা এমন কারো কাছ থেকে এর দ্বারা বর্ণনা করার কথা শুনি, যাকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করা যায়)। তিনি বলেন: ইজাযাত (বর্ণনার অনুমতি) তার মূলগতভাবেই দুর্বল, এবং এই ব্যাপকতা ও অনর্গলতার (বিস্তৃতির) কারণে এর দুর্বলতা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) বলেন: (আমি বলি: এর শুদ্ধতাকারীদের (যারা একে সহীহ বলেছেন) বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এর দ্বারা বর্ণনা করা জায়েজ (অনুমোদনযোগ্য)। আর এটাই এর

শুদ্ধতার দাবি। এর দ্বারা বর্ণনা করা ছাড়া এর আর কিই বা উপকারিতা থাকতে পারে?)
 অনুরূপভাবে, 'আর-রাওয়া' গ্রন্থেও এর শুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা
 হয়েছে।

(ص: 453) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ رَوَى بِهَا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَيْرٍ، وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الشَّرَفُ الدِّمِيَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَصَحَّحَهَا أَيْضًا ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ فِيهِ النَّفْسُ مِنَ الرَّوَايَةِ بِهَا شَيْءٌ، وَالْأَحْوَطُ تَرْكُ الرَّوَايَةِ بِهَا قَالَ: إِلَّا الْمُقَيَّدَةَ بِنَوْعِ حَضَرٍ فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَوَّازُهَا، انْتَهَى. وَكَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ قَالَ: إِلَّا أَنَّ الرَّوَايَةَ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ أَوْلَى مِنْ إِبْرَادِ الْحَدِيثِ مُعْضَلًا.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ أَصْلَ الْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَفَاتِي مِنْ سَبِي الْعَرَبِ فَهُوَ حُرٌّ، لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ النَّافِذَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ وَتَحْدِيثٍ وَعَمَلٍ، بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ فَفِيهَا تَحْدِيثٌ وَعَمَلٌ وَضَبْطٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا لِهَذَا، وَلَوْ جُعِلَ دَلِيلُهُ مَا صَحَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِّي» الْحَدِيثَ، لَكَانَ لَهُ وَجْهُ قَوِيٌّ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مُعْجَمِهِ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَزَّامٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخٍ وَأَجَازَ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ سَمِعَهُ مِنْ شَيْخٍ رَوَاهُ الْأَوَّلُ عَنْهُ

—
তাদরীবুর রাবী

আল-ইরাকী বলেছেন: পূর্ববর্তীদের মধ্যে হাফেয আবু বকর ইবনে খায়র এর দ্বারা বর্ণনা করেছেন, এবং পরবর্তীদের মধ্যে শরফ আদ-দিমইয়াতী ও অন্যান্যরা।

ইবনুল হাজিবও এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেছেন: সংক্ষেপে, এর দ্বারা বর্ণনা করার ব্যাপারে মনে কিছুটা দ্বিধা রয়েছে এবং নিরাপদ হলো এর দ্বারা বর্ণনা পরিহার করা। তিনি বলেছেন: তবে যেটিকে কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের সীমাবদ্ধতা দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়েছে, সেটির ক্ষেত্রে এর অনুমতিই সঠিক। সমাপ্ত।

তেমনি শায়খুল ইসলাম সাধারণ মুতলাকা (ব্যাপক ও শর্তহীন) সম্পর্কে বলেছেন: তিনি বলেছেন: তবে সাধারণভাবে এর দ্বারা বর্ণনা করা হাদিসকে 'মু'দাল' (বিচ্ছিন্ন সনদ) হিসেবে উল্লেখ করার চেয়ে উত্তম।

আল-বুলকিনী বলেছেন: সাধারণ ইজাযাহর মূল ভিত্তি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে যে, ইবনে সা'দ তার 'তাবাকাত'-এ যা উল্লেখ করেছেন—আফফান আমাদের বলেছেন, হাম্মাদ আমাদের বলেছেন, আলী ইবনে যায়দ আমাদের বলেছেন, আবু রাফে' থেকে বর্ণিত যে, উমার ইবনুল খাত্তাব বলেছেন: 'আমার মৃত্যুর পর আরবের বন্দিদের মধ্যে যে (স্বাধীন হওয়ার সুযোগ) পাবে, সে স্বাধীন', এই উক্তিই কোনো প্রমাণ নেই; কারণ কার্যকর মুক্তিদানকে স্মরণ রাখা (ضبط), বর্ণনা করা ও আমল করার প্রয়োজন হয় না। ইজাযাহ এর বিপরীত, এতে বর্ণনা, আমল ও স্মরণের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এটি এর জন্য প্রমাণ হতে পারে না। আর যদি এর প্রমাণ হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ বাণী: «আমার পক্ষ থেকে (কথা) পৌঁছে দাও» হাদিসটিকে গ্রহণ করা হতো, তবে এর একটি শক্তিশালী দিক থাকতো। সমাপ্ত।

ফায়দাহ:

শায়খুল ইসলাম তাঁর 'মু'জাম' গ্রন্থে বলেছেন: মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আযযাম আল-ইসকান্দারি বুলতেন: আমি যখন একজন শায়খ থেকে হাদিস শুনি, আর অন্য একজন শায়খ সেটিতে ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) দেন, যিনি এমন এক শায়খের কাছে শুনেছেন যার থেকে প্রথম শায়খ (আমার শায়খ) বর্ণনা করেছেন...

الرَّابِعُ: إِجَازَةُ بِمَجْهُولٍ أَوْ لَهُ كَأَجَزْتُكَ كِتَابَ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي كُتُبًا فِي السُّنَنِ، أَوْ
 أَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الْإِسْمِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ،
 فَإِنْ أَجَازَ لِمَجَاعَةٍ مُسَمَّيْنَ فِي الْإِجَازَةِ أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَلَا أَنْسَابِهِمْ
 وَلَا عَدَدِهِمْ وَلَا تَصَفُّحِهِمْ صَحَّتِ الْإِجَازَةُ كَسَمَاعِهِمْ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ فِي هَذَا الْحَالِ، وَأَمَّا
 أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فَلَانٌّ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَفِيهِ جَهَالَةٌ وَتَعْلِيْقٌ فَلَاظْهَرُ بُطْلَانُهُ، وَبِهِ قَطَعَ
 الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْفَرَاءِ الْحَنْبَلِيُّ، وَابْنُ عُرْوَسٍ الْمَالِكِيُّ،
 وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِجَازَةُ فَهُوَ كَأَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فَلَانٌّ وَأَكْثَرُ جَهَالَةٌ، وَلَوْ قَالَ:
 أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الرَّوَايَةَ عَنِّي فَأُولَى بِالْجَوَازِ، لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ، وَلَوْ قَالَ:
 أَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَذَا إِنْ شَاءَ رِوَايَتُهُ عَنِّي، أَوْ لَكَ إِنْ شِئْتُ أَوْ أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْتُ، فَلَاظْهَرُ
 جَوَازُهُ.

[تدريب الراوي]

بِالْإِجَازَةِ، فَشَيْخُ السَّمَاعِ يَرْوِي عَنْ شَيْخِ الْإِجَازَةِ وَشَيْخِ الْإِجَازَةِ يَرْوِيهِ عَنْ ذَلِكَ
 الشَّيْخِ بِعَيْنِهِ بِالسَّمَاعِ، كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ السَّمَاعِ عَلَى السَّمَاعِ. انْتَهَى.
 وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ يَصْنَعُ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي أَمَالِيهِ وَتَخَارِيَجِهِ.
 قُلْتُ: فَظَهَرَ لِي مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِذَا رَوَيْتَ عَنْ شَيْخٍ بِالْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ عَنْ شَيْخٍ
 بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ وَعَنْ آخَرَ بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بِعَيْنِهِ بِالْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ،
 كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ عَنِ الْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ.
 مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ أُرْوِيَ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّنْكِزِيِّ، وَقَدْ سَمِعْتُ
 عَلَيْهِ فَأَجَازَنِي لِي خَاصَّةً، عَنِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ حَيَاتَهُ وَلَمْ يُجِزْهُ
 خَاصَّةً، وَأُرْوِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَتْحِ الْمِرَاغِيِّ بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ عَنِ الْإِسْنَوِيِّ بِالْخَاصَّةِ.

[الرابع الإجازة لمُعَيَّنٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ بِمُعَيَّنٍ مِنَ الْكُتُبِ]
 (الرَّابِعُ إِجَازَةٌ لِمُعَيَّنٍ (بِمَجْهُولٍ) مِنَ الْكُتُبِ (أَوْ) إِجَازَةٌ بِمُعَيَّنٍ مِنَ الْكُتُبِ (لَهُ) أَيْ
 لِمَجْهُولٍ مِنَ النَّاسِ، (كَأَجْزُئِكَ كِتَابِ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي كُتُبًا فِي السُّنَنِ) أَوْ أَجْزُئِكَ
 بَعْضَ مَسْئُوعَاتِي (أَوْ أَجْزُئُ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا
 الْإِسْمِ) وَلَا يَتَّضِحُ مُرَادُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (فَهِيَ بَاطِلَةٌ)، فَإِنْ اتَّضَحَ بِقَرِينَةٍ صَحِيحَةٍ

চতুর্থ: অজ্ঞাত বিষয়ে বা অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য ইজাযাহ। যেমন, (শিক্ষক বললেন) ‘আমি তোমাকে কিতাবুস-সুনান-এর ইজাযাহ দিলাম’, অথচ সে সুন্নাহ বিষয়ক অনেক কিতাব বর্ণনা করে; অথবা (বললেন) ‘আমি মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ আদ-দিমাশকিকে ইজাযাহ দিলাম’, অথচ এই নামে একাধিক ব্যক্তি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় তা (ইজাযাহ) বাতিল। তবে যদি ইজাযাহ-তে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ইজাযাহ প্রদান করে, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগতভাবে, তাদের বংশপরিচয়, তাদের সংখ্যা বা তাদের পরিচিতি সম্পর্কে না জেনেও, তাহলে ইজাযাহ সহীহ হবে। যেমন, এই পরিস্থিতিতে তার মজলিসে তাদের কর্তৃক শ্রবণ করা। আর ‘অমুক যাকে চায়, আমি তাকে ইজাযাহ দিলাম’ বা এই জাতীয় উক্তির ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও শর্তাধীনতা রয়েছে, সুতরাং এর বাতিল হওয়াটাই অধিক স্পষ্ট। কাযী আবুত্ব ত্বায়্যিব আশ-শাফিঈ এটি বাতিল বলে চূড়ান্ত করেছেন। পক্ষান্তরে, ইবনুল ফারী আল-হাম্বালী এবং ইবনু উমরুস আল-মালিকী এটিকে সহীহ বলেছেন। যদি সে বলে: ‘আমি যাকে ইচ্ছা ইজাযাহ দিলাম’, তবে তা ‘অমুক যাকে চায়, আমি তাকে ইজাযাহ দিলাম’-এর অনুরূপ, বরং অধিকতর অজ্ঞতাপূর্ণ। আর যদি সে বলে: ‘আমি যাকে আমার থেকে বর্ণনা করতে ইচ্ছা হয়, তাকে ইজাযাহ দিলাম’, তবে এটি বৈধ হওয়ার অধিক যোগ্য; কারণ এটি বর্তমান অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী একটি স্পষ্ট ঘোষণা। আর যদি সে বলে: ‘আমি অমুককে এর (অর্থাৎ, এই কিতাবের) বর্ণনা আমার থেকে চাইলে, এর ইজাযাহ দিলাম’, অথবা ‘তোমাকে, যদি তুমি চাও বা পছন্দ করো বা ইচ্ছা করো (তাহলে এর ইজাযাহ দিলাম)’, তাহলে এর বৈধতাই অধিক স্পষ্ট।

-

[তাদরিবুর রাবী]

ইজাযাহ দ্বারা (বর্ণনা করেন)। অতএব, শ্রবণের উস্তাদ ইজাযাহ-এর উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, আর ইজাযাহ-এর উস্তাদ সেই নির্দিষ্ট উস্তাদ থেকে শ্রবণ করে এটি বর্ণনা করেন, তাহলে তা শ্রবণের ওপর শ্রবণ হওয়ার হুকুমের মধ্যে পড়বে। সমাপ্ত।

শাইখুল ইসলাম তাঁর ‘আমালী’ (শ্রুতিলিপি) ও ‘তাখারীজ’ (হাদীস উদ্ধৃতি)-এর ক্ষেত্রে এটি বহুবার করেছেন।

আমি (লেখক) বললাম: এই আলোচনা থেকে আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, যদি তুমি কোনো উস্তাদ থেকে বিশেষ ইজাযাহ সহকারে বর্ণনা করো, যা তিনি অন্য কোনো উস্তাদ থেকে সাধারণ ইজাযাহ সহকারে পেয়েছেন, এবং অন্য আরেকজন থেকে সাধারণ ইজাযাহ সহকারে বর্ণনা করো, যা সেই একই উস্তাদ থেকে বিশেষ ইজাযাহ সহকারে পেয়েছেন, তাহলে এটি বিশেষ ইজাযাহ থেকে বিশেষ ইজাযাহ পাওয়ার হুকুমের মধ্যে পড়বে।

এর উদাহরণ হলো: আমি আমাদের শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত-তাক্বীযী থেকে বর্ণনা করব—আমি তাঁর কাছে শ্রবণ করেছি এবং তিনি আমাকে বিশেষভাবে ইজাযাহ দিয়েছেন—শাইখ জামালুদ্দীন আল-ইসনাভী থেকে, কেননা তিনি তাঁর জীবনকাল পেয়েছেন কিন্তু তাকে (তাক্বীযীকে) বিশেষভাবে ইজাযাহ দেননি। আর আমি শাইখ আবুল ফাতহ আল-মারারী থেকে সাধারণ ইজাযাহ সহকারে আল-ইসনাভী থেকে বিশেষ ইজাযাহ সহকারে বর্ণনা করব।

[চতুর্থ: নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অজ্ঞাত বিষয়ে বা নির্দিষ্ট কিতাবের জন্য ইজাযাহ]

(চতুর্থ প্রকারের ইজাযাহ হলো) নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে (কিতাবসমূহের মধ্য থেকে) কোনো অজ্ঞাত বিষয়ের (জন্য ইজাযাহ প্রদান); (অথবা) কিতাবসমূহের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য (কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে) —অর্থাৎ, মানুষের মধ্য থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে —ইজাযাহ প্রদান। (যেমন, তুমি বললে) ‘আমি তোমাকে কিতাবুস-সুনান-এর ইজাযাহ দিলাম’, অথচ সে (বর্ণনাকারী) সুন্নাহ বিষয়ক অনেক কিতাব বর্ণনা করে (বা ‘আমি তোমাকে আমার কিছু শ্রবণকৃত বিষয়ের ইজাযাহ দিলাম’); (অথবা বললে) ‘আমি মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ আদ-দিমাশকিকে ইজাযাহ দিলাম’, অথচ এই নামে একাধিক ব্যক্তি বিদ্যমান। (এক্ষেত্রে উভয় মাসআলায় তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়), (সুতরাং এই ইজাযাহ) বাতিল। তবে যদি কোনো সঠিক প্রমাণ দ্বারা তা স্পষ্ট হয় (তাহলে সহীহ)।

[تدريب الراوي]

(فَإِنْ أَجَازَ لِمَجْمَاعَةٍ مُسَيِّينَ فِي الْإِجَازَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَعْرِفُهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَلَا أُنْسَابِهِمْ وَلَا عَدَدِهِمْ وَلَا تَصَفُّحِهِمْ) وَكَذَا إِذَا سَأَلَ الْمَسْئُولَ لَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ (صَحَّتِ الْإِجَازَةُ كَسَبَاعِهِمْ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ فِي هَذَا الْحَالِ) أَيْ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَعْيَانَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ وَلَا عَدَدَهُمْ (وَأَمَّا أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فَلَنْ أَوْ نَحْوِ هَذَا فَفِيهِ جَهَالَةٌ وَتَعْلِيْقٌ) بِشَرْطٍ، وَلِذَلِكَ أُدْخِلَ فِي ضَرْبِ الْإِجَازَةِ الْمَجْهُولَةَ، وَالْعِرَاقِيُّ أَفْرَدَهُ كَالْقُسْطَلَانِيِّ بِضَرْبٍ مُسْتَقِلٍّ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ الْمُعْلَقَةَ قَدْ لَا يَكُونُ فِيهَا جَهَالَةٌ كَمَا سَيَأْتِي (فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) لِلْجَهْلِ، كَقَوْلِهِ أَجَزْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ (وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ). قَالَ الْخَطِيبُ: وَحُجَّتُهُمُ الْقِيَاسُ عَلَى تَعْلِيْقِ الْوَكَالَةِ (وَصَحَّحَهُ) أَيْ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْإِجَازَةِ أَبُو يَعْلَى (ابْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ، وَ) أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (بْنُ عُمَرُوسٍ الْمَالِكِيُّ)، وَقَالَ: إِنَّ الْجَهَالََةَ تَرْتَفِعُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشِيشَةِ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَجَازُ لَهُ عِنْدَهَا.

[তারীখের রাবী]

(যদি তিনি ইজাযাহ প্রদান করেন একদল নামকৃত ব্যক্তিকে ইজাযাহে বা অন্যভাবে, আর তিনি তাদের ব্যক্তিগতভাবে, তাদের বংশপরিচয়, তাদের সংখ্যা বা তাদের বিস্তারিত পরিচয় না জানেন) এবং একইভাবে, যদি তিনি যার জন্য ইজাযাহ চাওয়া হয়েছে তার নাম উল্লেখ করেন কিন্তু তার পরিচয় না জানেন (ইজাযাহ সহীহ হবে, যেমন তাদের তাঁর মজলিসে তাঁর কাছ থেকে শোনা এই অবস্থায়) অর্থাৎ, যখন তিনি তাদের ব্যক্তিবিশেষকে, তাদের নামকে এবং তাদের সংখ্যাকে জানেন না (আর 'আমি অমুক যাকে ইচ্ছা করে তাকে ইজাযাহ দিলাম' অথবা এর

অনুরূপ বিষয়ে রয়েছে অজ্ঞতা ও শর্তাধীনতা) একটি শর্তের সাথে, এবং এই কারণে এটিকে অজানা ইজাযাহর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং ইরাকী, কাসতাল্লানীর মতো, এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন; কারণ শর্তাধীন ইজাযাহতে হয়তো অজ্ঞতা থাকে না যেমনটি পরে আসবে (সুতরাং সুস্পষ্ট মত হলো এর বাতিল হওয়া) অজ্ঞতার কারণে, যেমন তার কথা: 'আমি কিছু লোককে ইজাযাহ দিলাম'। (এবং এ বিষয়ে কাযী আবু আত-তাইয়িব আশ-শাফিঈ নিশ্চিত মত দিয়েছেন)।

খতীব বলেছেন: তাদের যুক্তি হলো ওয়াকালার (প্রতিনিধিত্বের) শর্তাধীন করার উপর কিয়াস (এবং তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন) অর্থাৎ, ইজাযাহর এই প্রকারকে, আবু ইয়া'লা (ইবনুল ফারী আল-হাম্বালী, এবং) আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদুল্লাহ (ইবনু উমরুস আল-মালিকী), এবং তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই অজ্ঞতা দূর হয়ে যায় যখন ইচ্ছা বিদ্যমান হয়, এবং তখন যার জন্য ইজাযাহ দেওয়া হয়েছে সে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

(ص: 456) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْخَطِيبُ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْفَرَّاءِ يَحْتَجُّ لِدَلِيلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أَمَرَ زَيْدًا عَلَى غُرُورٍ مُؤْتَةً: «فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابْنُ رَوَاحَةَ»، فَعَلَّقَ التَّأْمِيرَ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الدَّامِغَانِيَّ يَفَرِّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَكَالَةِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْمُوَكَّلِ لَهُ، بِخِلَافِ الْمَجَازِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ صَاحِبُ "التَّارِيخِ" وَحَفِيدُ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ. فَإِنْ عَلَّقْتَ بِشَيْئَةٍ مُبْهَمٍ بَطَلَتْ قَطْعًا. (وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِجَازَةُ فَهُوَ كَأَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فَلَانٌ) فِي الْبُطْلَانِ بَلْ (وَأَكْثَرُ جَهَالَةً) وَانْتِشَارًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِشَيْئَةٍ مَنْ لَا يُحْصِرُ عَدَدَهُمْ.

(وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الرَّوَايَةَ عَنِّي فَأُولَى بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ تَضَرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ) مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إِجَازَةٍ تَفْوِيضُ الرَّوَايَةَ بِهَا إِلَى مَشِئَةِ الْمُجَازِ لَهُ، لَا تَعْلِيْقَ فِي الْإِجَازَةِ، وَقَاسَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى: بِعُتْكَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا تَعْيِينُ الْمُبْتَدِعِ، بِخِلَافِهِ فِي الْإِجَازَةِ، فَإِنَّهُ مُبْهَمٌ. قَالَ: وَالصَّحِيحُ فِيهِ عَدَمُ الصَّحَّةِ، قَالَ: نَعَمْ وَزَانَهُ هُنَا أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي إِنْ شِئْتَ الرَّوَايَةَ عَنِّي، قَالَ وَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى هُنَا الْجَوَازُ، لِإِنْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ، وَحَقِيقَةُ التَّعْلِيْقِ انْتَهَى.

-
তারিবার রাবী

খতীব (রহ.) বলেছেন: আমি ইবনুল ফাররাকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা যুক্তি দিতে শুনেছি— যখন তিনি যায়দকে মুতার যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন, (তিনি বলেছিলেন): "যদি যায়দ নিহত হন, তাহলে জাফর (সেনাপতি হবে); যদি জাফর নিহত হন, তাহলে ইবনে রাওয়াহা (সেনাপতি হবে)।" সুতরাং তিনি নেতৃত্বকে (শর্তের সাথে) যুক্ত করেন।

তিনি (খতীব) বলেছেন: আমি আবু আবদুল্লাহ আদ-দামিগানীকে এর (ইজাযাহ/অনুমতি) এবং ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) এর মধ্যে পার্থক্য করতে শুনেছি এই বলে যে, ওয়াকিলকে (প্রতিনিধিকে) মুয়াক্কিল (যিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন) কর্তৃক অপসারণ করা হলে সে পদচ্যুত হয়, যা মুজায (যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে) এর ক্ষেত্রে ভিন্ন।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে হাফিয আবু বকর ইবনে আবি খাইসামাহ, 'আত-তারিখ' এর লেখক এবং ইয়াকুব ইবনে শায়বাহর নাতি, এটি ব্যবহার করেছেন। যদি এটি (অনুমতি) কোনো অনির্দিষ্ট ইচ্ছার উপর শর্তযুক্ত করা হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(যদি সে বলে, 'যে চায় আমি তাকে ইজাযাহ (অনুমতি) দিলাম', তাহলে তা বাতিলের ক্ষেত্রে 'আমি অমুককে অনুমতি দিলাম যে সে চাইলে' বলার মতো), বরং (এতে) অধিকতর অজ্ঞতা ও ব্যাপকতা রয়েছে, কেননা এটি এমন সব ব্যক্তির ইচ্ছার উপর শর্তযুক্ত, যাদের সংখ্যা অগণিত।

(আর যদি সে বলে, 'আমি তাকে অনুমতি দিলাম যে আমার পক্ষ থেকে রিওয়াযাত (বর্ণনা) করতে চায়', তাহলে এটি জায়েজ হওয়ার অধিক উপযুক্ত, কারণ এটি অবস্থার দাবি অনুযায়ী একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা।) এ কারণে যে, প্রতিটি ইজাযাহর (অনুমতির) দাবি হল, এর দ্বারা বর্ণনা করার ক্ষমতা যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া; এতে ইজাযাহর মধ্যে কোনো শর্তারোপ নেই। ইবনুল সালাহ এটিকে "আমি তোমাকে বিক্রি করলাম, যদি তুমি চাও" এর উপর কিয়াস (তুলনা) করেছেন। ইরাকী (রহ.) বলেছেন: কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল ক্রেতা নির্দিষ্ট, পক্ষান্তরে ইজাযাহর ক্ষেত্রে এটি অনির্দিষ্ট।

তিনি (ইরাকী) বলেছেন: এর সঠিক মত হল এটি সহীহ নয়। তিনি (ইরাকী) বলেছেন: হ্যাঁ, এবং এর সমতুল্য হলো এখানে 'আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করার জন্য, যদি তুমি আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে চাও'। তিনি বলেছেন, এখানে অধিকতর স্পষ্ট ও শক্তিশালী মত হল জায়েজ হওয়া, কারণ এখানে অজ্ঞতা (অস্পষ্টতা) নেই এবং (আসলে) শর্তারোপের প্রকৃত অর্থ নেই। শেষ হলো।

(ص: 457) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الخَامِسُ: الْإِجَازَةُ لِلْمَعْلُومِ كَأَجْزُئِ لِمَنْ يُؤَلَّدُ لِفُلَانٍ. وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي صِحَّتِهَا فَإِنْ عَظَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ كَأَجْزُئِ لِفُلَانٍ وَمَنْ يُؤَلَّدُ لَهُ أَوْ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مَا تَنَاسَلُوا فَأُولَى بِالْجَوَازِ، وَفَعَلَ الثَّانِي مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَجَازَ الْخَطِيبُ الْأَوَّلَ، وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ الْفَرَّاءِ، وَابْنِ عُمَرُوسٍ، وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَابْنُ الصَّبَّاحِ: الشَّافِعِيَّانِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ، وَأَمَّا الْإِجَازَةُ لِلطِّفْلِ الَّذِي لَا يُبَيِّرُ فَصَحِيحَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَالْخَطِيبُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.

[تدريب الراوي]

وَكَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي "مَحَاسِنِ الْإِصْطِلَاحِ"، وَأَيَّدَ الْبُطْلَانُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَكَاةِ فِيمَا لَوْ قَالَ: وَصَّيْتُ بِهِذِهِ لِمَنْ يَشَاءُ، أَوْ وَكَّلْتُ فِي بَيْعِهَا مَنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا، قَالَ: وَإِذَا بَطَلَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَ اِحْتِمَالِهَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ غَيْرُهَا فَهَذَا أَوْلَى.

(وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَذَا إِنْ شَاءَ رِوَايَتُهُ عَنِّي أَوْ لَكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَحْبَبْتَ أَوْ أَرَدْتَ
فَالْأَظْهَرُ جَوَازُهُ) كَمَا تَقَدَّمَ.

[الخامس الإجازة للمعدوم]

(الْخَامِسُ الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ كَأَجَزْتُ لِمَنْ يُوَلَدُ لِفُلَانٍ، وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي صِحَّتِهَا
فَإِنْ عَظَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ كَأَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَمَنْ يُوَلَدُ لَهُ أَوْ لَكَ) وَلِوَلَدِكَ (وَلِعَقِبِكَ مَا
تَنَاسَلُوا فَأُولَى بِالْجَوَازِ) مِمَّا إِذَا أَفْرَدَهُ بِالْإِجَازَةِ قِيَاسًا عَلَى الْوَقْفِ.
(وَفَعَلَ الثَّانِي مِنَ الْمُحَدِّثِينَ) الْإِمَامُ (أَبُو بَكْرٍ) عَبْدُ اللَّهِ (بُنُ أَبِي دَاوُدَ) السَّجِسْتَانِيُّ
فَقَالَ: وَقَدْ سُئِلَ الْإِجَازَةُ، قَدْ أَجَزْتُ لَكَ وَلِأَوْلَادِكَ وَلِحَبْلِ الْحَبْلَةِ، يَعْنِي الَّذِينَ لَمْ
يُولَدُوا بَعْدُ.

পঞ্চম: অনাগতের জন্য ইজাযাহ, যেমন 'আমি অমুকের সম্ভাব্য সন্তানের জন্য ইজাযাহ দিলাম।' পরবর্তী আলেমগণ এর বৈধতা নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। যদি তিনি এটিকে বিদ্যমান কারো সাথে সংযুক্ত করেন, যেমন 'আমি অমুককে এবং তার সম্ভাব্য সন্তানকে ইজাযাহ দিলাম', অথবা 'তোমার জন্য এবং তোমার বংশধরদের জন্য, যতক্ষণ তারা জন্মাবে', তাহলে এর বৈধতা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ বিদ্যমান ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত করে) আবু বকর ইবনে আবি দাউদ করেছেন। এবং খতীব প্রথম প্রকারকে (অর্থাৎ শুধু অনাগতের জন্য) বৈধ বলেছেন এবং তিনি ইবনুল ফাররা ও ইবনে উমরুস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কাযী আবুল তাইয়িব এবং ইবনুস সাব্বাগ - উভয় শাফেঈ মাযহাবের আলেম - এটিকে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন, এবং এটিই সঠিক মত যা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া উচিত নয়। তবে সেই শিশুর জন্য ইজাযাহ যা এখনো ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না, তা বিশুদ্ধ মতে সঠিক, যা কাযী আবুল তাইয়িব এবং খতীব দৃঢ়ভাবে বলেছেন, যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেছেন।

-

[তারীবুর রাবী]

আর এভাবেই বুলকিনী "মাহাসিনুল ইস্তিলাহ" গ্রন্থে বলেছেন। এবং তিনি প্রথম মাসআলায় বাতিল সাব্যস্ত করার পক্ষে ওসিয়ত ও ওয়াকালত-এর বাতিল হওয়ার উদাহরণ পেশ করেছেন,

যদি কেউ বলে: 'আমি এটার ওসিয়ত করলাম যে চায় তার জন্য', অথবা 'আমি এটা বিক্রির জন্য যে চায় তাকে ওয়াকিল করলাম'। তিনি বলেন: যখন ওসিয়তের মতো বিষয়েও তা বাতিল হয়, যেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে যা অগ্রহণযোগ্য তাও ওসিয়তে গ্রহণ করা হয়, তখন এখানে (ইজাযাহর ক্ষেত্রে) তা বাতিল হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

(যদি তিনি বলেন 'আমি অমুককে এটা বর্ণনা করার ইজাযাহ দিলাম যদি সে আমার থেকে বর্ণনা করতে চায়', অথবা 'তোমার জন্য যদি তুমি চাও বা পছন্দ করো বা ইচ্ছা করো', তাহলে এর বৈধতা অধিকতর সুস্পষ্ট) যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[পঞ্চম: অনাগতের জন্য ইজাযাহ]

(পঞ্চম: অনাগতের জন্য ইজাযাহ, যেমন 'আমি অমুকের সম্ভাব্য সন্তানের জন্য ইজাযাহ দিলাম।' এবং পরবর্তী আলেমগণ এর বৈধতা নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। যদি তিনি এটিকে বিদ্যমান কারো সাথে সংযুক্ত করেন, যেমন 'আমি অমুককে এবং তার সম্ভাব্য সন্তানকে ইজাযাহ দিলাম', অথবা 'তোমার জন্য') এবং তোমার সন্তানকে (এবং তোমার বংশধরদের জন্য, যতক্ষণ তারা জন্মাবে), তাহলে এর বৈধতা অধিকতর যুক্তিযুক্ত, কেবল তার জন্য এককভাবে ইজাযাহ দেওয়ার চেয়ে, ওয়াকফ-এর উপর কiyাস করে।

(এবং মুহাদ্দিসগণের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার) (ইমাম) আবু বকর (আব্দুল্লাহ) ইবনে আবি দাউদ সিজিসতানী (এটি) করেছেন। তিনি বলেন: যখন তাকে ইজাযাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন: 'আমি তোমাকে, তোমার সন্তানদের এবং ভবিষ্যতের বংশধরদের (অর্থাৎ যারা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি) ইজাযাহ দিলাম।'

(ص: 458) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ وَتَأْكِيدِ الْإِجَازَةِ، وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِ هَذَا الْقِسْمِ الْقُسْطَلَانِيُّ فِي الْمَنْهَجِ.

(وَأَجَازَ الْخَطِيبُ الْأَوَّلَ) أَيْضًا، وَأَلَّفَ فِيهَا جُزْءًا وَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ
 أَجَازُوا الْوُقُوفَ عَلَى الْمَعْدُومِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَوْجُودًا.
 قَالَ: وَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ أَجَازَنِي فَلَانٌ وَمَوْلِدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ يُقَالُ كَمَا يَصِحُّ
 أَنْ يَقُولَ وَقَفَ عَلَى فَلَانٍ وَمَوْلِدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: وَلَئِنْ بَعْدَ أَحَدِ الزَّمَانَيْنِ مِنَ الْآخِرِ
 كَبَعْدِ أَحَدِ الْوَطْنَيْنِ مِنَ الْآخِرِ (وَحَكَاهُ) أَيِ الصِّحَّةِ فِيمَا ذَكَرَ (عَنِ ابْنِ الْفَرَاءِ)
 الْحَنْبَلِيِّ، (وَابْنِ عُمُرٍ) الْمَالِكِيِّ، وَنَسَبَهُ عِيَاضُ لِمُعْظَمِ الشُّيُوخِ (وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي
 أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاحِ الشَّافِعِيُّ) وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ) لِأَنَّ الْإِجَازَةَ
 فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ جُمْلَةٌ بِالْإِجَازِ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ لِلْمَعْدُومِ لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ لَهُ،
 أَمَّا إِجَازَةُ مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا.

[তাদরিবুর রাবী]

আল-বুলকীনী বলেছেন: এবং সম্ভবত এটি অতিশয়োক্তি ও ইজাযাহ (সনদ প্রদানের) দৃঢ়তার জন্য হতে পারে। আল-কাসতাল্লানী ‘আল-মানহাজ’ গ্রন্থে এই প্রকারের শুদ্ধতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

(এবং আল-খাতীব প্রথমটিকেও জায়েজ বলেছেন) এছাড়াও, তিনি এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বলেছেন: নিশ্চয়ই মালিক ও আবু হানীফার অনুসারীরা অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ জায়েজ বলেছেন, যদিও তার মূল অস্তিত্ব না থাকে।

তিনি বলেছেন: যদি বলা হয় যে, কীভাবে বলা সঠিক হতে পারে যে ‘অমুক আমাকে ইজাযাহ দিয়েছেন’ অথচ তার জন্ম তার মৃত্যুর পর? বলা হবে যে, যেমনভাবে বলা সঠিক হতে পারে যে ‘অমুকের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে’ অথচ তার জন্ম তার মৃত্যুর পর। তিনি বলেছেন: এবং কারণ দুটি সময়ের একটির থেকে অন্যটির দূরত্ব যেমন, দুটি দেশের একটির থেকে অন্যটির দূরত্বও তেমন।

(এবং তিনি বর্ণনা করেছেন) অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সঠিকতা (ইবনুল ফাররা) আল-হাম্বলী থেকে, এবং (ইবনু আমরুস) আল-মালিকী থেকে। ইয়ায অধিকাংশ শাইখের দিকে এটিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।

(এবং ক্বাযী আবুল তাইয়্যিব ও ইবনুস সাব্বাগ আশ-শাফিয়ীদ্বয় এটিকে বাতিল করেছেন এবং এটিই সঠিক, যার ব্যতীত অন্য কিছু উচিত নয়) কারণ ইজাযাহ হলো ইজাযতপ্রাপ্তকে সামগ্রিকভাবে অবহিত করার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, যেমন অস্তিত্বহীনকে অবহিত করা সঠিক নয়, তেমনি তাকে ইজাযাহ দেওয়াও সঠিক নয়। তবে, যিনি নিরঙ্কুশভাবে বিদ্যমান, তার জন্য ইজাযাহ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নয়।

(ص: 459) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَأَمَّا الْإِجَازَةُ لِلطِّفْلِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَصَحِيحَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْخَطِيبُ) ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ سِنَّ وَلَا غَيْرُهُ (خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ) حَيْثُ قَالَ: لَا يَصِحُّ كَمَا لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ، وَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي الطَّيِّبِ قَالَ يَصِحُّ أَنْ يُجِيزَ لِلْغَائِبِ وَلَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ، قَالَ الْخَطِيبُ: وَعَلَى الْجَوَازِ كَافَّةً شَيْؤُنَا، وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا إِبَاحَةٌ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ، وَالْإِبَاحَةُ تَصِحُّ لِلْعَاقِلِ وَلِغَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: كَأَنَّهُمْ رَأَوْا الطِّفْلَ أَهْلًا لِتَحْمُلِ هَذَا النَّوعِ لِيُؤَدِّيَ بِهِ بَعْدَ حُصُولِ الْأَهْلِيَّةِ لِبَقَاءِ الْإِسْنَادِ، وَأَمَّا الْمُبَيِّزُ فَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ الْإِجَازَةِ لَهُ.

- 1

تَنْبِيْهُ:

أَدْمَجَ الْمُصَنِّفُ كَابْنَ الصَّلَاحِ مَسْأَلَةَ الطِّفْلِ فِي ضَرْبِ الْإِجَازَةِ لِلْمُعْدُومِ، وَأَفْرَدَهَا الْقُسْطَلَانِيُّ بِنَوْعٍ، وَكَذَا الْعِرَاقِيُّ وَضَمَّ إِلَيْهَا الْإِجَازَةَ لِلْمُجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالْحَمِلِ. فَأَمَّا الْمُجْنُونُ فَالْإِجَازَةُ لَهُ صَحِيحَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْخَطِيبِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهِ نَقْلًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ سَمَاعَهُ صَحِيحٌ، قَالَ وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ الْإِجَازَةَ لِلْكَافِرِ، إِلَّا أَنَّ شَخْصًا مِنَ الْأَطْبَاءِ

-

[তাদরীবুর রাবী]

(আর যে শিশু পার্থক্য করতে পারে না, তাকে ইজাযা (অনুমতি) প্রদান করা সহীহ (সঠিক)। এ অভিমতটি সেই সহীহ অভিমত যা কাজী আবু আত-তায়্যিব এবং আল-খাতীব নিশ্চিত করেছেন)। এতে বয়স বা অন্য কোনো কিছু ধর্তব্য নয়। (কারো কারো বিপরীত মত রয়েছে), তাঁরা বলেছেন: এটি সহীহ নয়, যেমন তার (হাদীস) শ্রবণ সহীহ নয়। যখন আবু আত-তায়্যিবের কাছে এটি উল্লেখ করা হলো, তখন তিনি বললেন: অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ইজাযা প্রদান করা সহীহ, কিন্তু তার (হাদীস) শ্রবণ সহীহ নয়। আল-খাতীব বলেছেন: আমাদের সকল শায়খ এই জায়েয (বৈধ) হওয়ার পক্ষে। তিনি এর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ইজাযা হলো প্রদানকারীর (মুজিয়ায) পক্ষ থেকে ইজাযাপ্রাপ্তকে (মুজায লাহুকে) তার থেকে বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান, আর অনুমতি জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন উভয়ের জন্যই সহীহ।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: যেন তারা (আলেমগণ) শিশুকে এই প্রকার (জ্ঞান) ধারণের যোগ্য মনে করেছেন, যাতে ইসনাদের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য যোগ্যতা অর্জনের পর সে তা বর্ণনা করতে পারে। আর যে শিশু পার্থক্য করতে পারে, তাকে ইজাযা প্রদানের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

১ -

দৃষ্টি আকর্ষণ:

গ্রন্থকার, ইবনুস সালাহের ন্যায়, শিশুর মাসআলাটি মা'দুম (অবিদ্যমান) ব্যক্তির জন্য ইজাযার প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর আল-কাসতাল্লানী এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একইভাবে আল-ইরাকীও এর সাথে পাগল, কাফির এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্য ইজাযাকে যুক্ত করেছেন।

আর পাগলের ক্ষেত্রে, তাকে ইজাযা প্রদান করা সহীহ। এবং এই বিষয়ে আল-খাতীবের আলোচনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কাফিরের ক্ষেত্রে, তিনি বলেছেন: আমি এতে (কাফিরের জন্য ইজাযার বিষয়ে) কোনো বর্ণনা পাইনি। এবং পূর্বে বলা হয়েছে যে, তার (হাদীস) শ্রবণ সহীহ। তিনি (আল-খাতীব) আরও বলেছেন: আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো আলেম থেকে কাফিরের জন্য ইজাযা প্রদানের বিষয়ে কিছু পাইনি, তবে চিকিৎসকদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি

[تدريب الراوي]

يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّيِّدِ سَمِعَ الْحَدِيثَ فِي حَالِ يَهُودِيَّتِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّورِيِّ، وَكَتَبَ اسْمَهُ فِي الطَّبَقَةِ مَعَ السَّامِعِينَ، وَأَجَازَ الصُّورِيُّ لَهُمْ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ بِحُضُورِ الْبِزْزِيِّ، فَلَوْلَا أَنَّهُ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ مَا أَقَرَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ هَدَى اللَّهُ هَذَا الْيَهُودِيَّ إِلَى الْإِسْلَامِ وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَصْحَابُنَا.

قَالَ: وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ أُولَى بِالْإِجَازَةِ مِنَ الْكَافِرِ، وَيُؤَدِّيَانِ إِذَا زَالَ الْمَنَاعُ، قَالَ: وَأَمَّا الْحَمْلُ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ نَقْلًا إِلَّا أَنَّ الْخَطِيبَ قَالَ: لَمْ نَرَهُمْ أَجَازُوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا فِي الْحَالِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهِ إِذَا وَقَعَ يَصِحُّ أَوْ لَا، قَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أُولَى بِالصَّحَّةِ مِنَ الْبُعْدُومِ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ شَيْخَنَا الْعَلَائِيَّ سَأَلَ لِحَمْلٍ مَعَ أَبِيهِ فَأَجَازَ وَاحْتَوَزَ أَبُو الثَّنَاءِ الْمُنَبِّجِيُّ فَكَتَبَ: أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

قَالَ: وَمَنْ عَمَّمَ الْإِجَازَةَ لِلْحَمْلِ وَغَيْرِهِ أَعْلَمَ وَأَحْفَظُ وَأَثْقَنُ: إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: لَعَلَّهُ مَا تَصَفَّحَ أَسْمَاءَ الْإِسْتِدْعَاءِ حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ فِيهِ حَمْلٌ أَمْ لَا، إِلَّا أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ لَا يُجِيزُونَ إِلَّا بَعْدَ تَصَفُّحِهِمْ، قَالَ وَيَنْبَغِي بِنَاءُ الْحُكْمِ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْلَمُ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ صَحَّتِ الْإِجَازَةُ لِلْبُعْدُومِ انْتَهَى. وَذَكَرَ وَلَدَهُ الْحَافِظَ وَلِيُّ الدِّينِ أَبُو زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ الْمَكِّيَّةِ وَهِيَ أَجُوبَةُ أَسْئَلِهِ

[তাদরিবুর রাবী]

তাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল সাইয়্যিদ বলা হয়। তিনি তাঁর ইহুদি অবস্থায় আবু আব্দুল্লাহ আস-সূরির কাছে হাদীস শুনেছিলেন এবং শ্রোতাদের সাথে তাঁর নাম স্তরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

আস-সূরি তাদের ইজাযত দিয়েছিলেন এবং সে (মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল সাইয়্যিদ) তাদের

অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এটি আল-মিযযীর উপস্থিতিতে হয়েছিল। যদি তিনি এর বৈধতা না দেখতেন, তবে তিনি এটি অনুমোদন করতেন না। অতঃপর আল্লাহ এই ইহুদিকে ইসলামের পথে পরিচালিত করলেন এবং সে হাদীস বর্ণনা করল, আর আমাদের সাথীরা তার কাছ থেকে (হাদীস) শুনেছে।

তিনি বলেছেন: ফাসিক (পাপী) এবং বিদ'আতী (বিদ'আতপন্থী) কাফিরের চেয়ে ইজাযতের জন্য অধিক উপযুক্ত। এবং যখন প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়, তখন তারা (হাদীস) বর্ণনা করতে পারে। তিনি বলেছেন: আর গর্ভের (সন্তানের) ব্যাপারে আমি কোনো বর্ণনা পাইনি, তবে আল-খাতীব বলেছেন: আমরা দেখিনি যে তারা (উলামায়ে কেরাম) এমন কাউকে ইজাযত দিয়েছেন যে তাৎক্ষণিকভাবে ভূমিষ্ঠ হয়নি। এবং তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেননি যে, যদি এটি ঘটে, তবে তা সহীহ হবে কিনা। তিনি বলেছেন: এবং নিঃসন্দেহে এটি (গর্ভের সন্তান) অস্তিত্বহীন (অনাগত) জিনিসের চেয়ে সহীহ হওয়ার অধিক উপযুক্ত। তিনি বলেছেন: আমি আমাদের শায়খ আল-আলাইকে দেখেছি যে, তাকে তার পিতা-মাতার সাথে গর্ভের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি ইজাযত দিয়েছিলেন। আর আবুস সানা আল-মানবিজি সতর্কতামূলকভাবে লিখেছেন: "আমি এর মধ্যে থাকা মুসলিমদের জন্য ইজাযত দিলাম।"

তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি গর্ভের সন্তান এবং অন্যান্যদের জন্য ইজাযতকে ব্যাপক করে (সাধারণভাবে দেয়), সে অধিক জ্ঞানী, অধিক মুখস্ককারী এবং অধিক দক্ষ। তবে বলা যেতে পারে: সম্ভবত তিনি আবেদনের নামগুলো দেখেননি, যাতে তিনি জানতে পারেন যে এর মধ্যে গর্ভের সন্তান আছে কিনা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, হাদীস বিশারদগণ তাদের যাচাই-বাছাই ছাড়া ইজাযত দেন না। তিনি বলেছেন: এবং এই বিষয়ে ফায়সালা করা উচিত এই মতবিরোধের ভিত্তিতে যে, গর্ভের সন্তান কি জানা যায় নাকি না? যদি আমরা বলি যে, তা জানা যায় – আর এটিই অধিক বিশুদ্ধ মত – তবে অস্তিত্বহীন (অনাগত) জিনিসের জন্য ইজাযত সহীহ হবে। সমাপ্ত।

আর তার পুত্র হাফিয ওয়ালিউদ্দীন আবু যুর'আ তাঁর মাক্কী ফাতাওয়াতে – যা ছিল তার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর উত্তর – উল্লেখ করেছেন:

السَّادِسُ: إِجَازَةُ مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ الْمُجِيزُ بِوَجْهِ لِيَزْوِيَهُ الْمُجَازُ إِذَا تَحَمَّلَهُ الْمُجِيزُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: لَمْ أَرْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ يَصْنَعُونَهُ، ثُمَّ حَكَى عَنْ قَاضِي قُرْطُبَةَ أَبِي الْوَلِيدِ مَنْعَ ذَلِكَ، قَالَ عِيَاضُ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، فَعَلَى هَذَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَزْوِيَ عَنْ شَيْخٍ أَجَازَ لَهُ جَمِيعَ مَسْئُوعَاتِهِ أَنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا مِمَّا تَحَمَّلَهُ شَيْخُهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ أَوْ يَصَحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْئُوعَاتِي فَصَحِيحٌ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ، لِمَا صَحَّ عِنْدَهُ سَمَاعُهُ لَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَفَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

[تدريب الراوي]

عَنْهَا شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، أَنَّ الْجَوَازَ فِيمَا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ أُولَى، وَأَنَّهَا قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ مَرْتَبَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِجَازَةِ لِلْمُعْدُومِ، فَهِيَ أُولَى بِالْمَنْعِ مِنَ الْأُولَى، وَبِالْجَوَازِ مِنَ الثَّانِيَةِ.

[السَّادِسُ إِجَازَةُ مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ الْمُجِيزُ]

(السَّادِسُ إِجَازَةُ مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ الْمُجِيزُ بِوَجْهِ) مِنْ سَمَاعٍ أَوْ إِجَازَةٍ (لِيَزْوِيَهُ الْمُجَازُ) لَهُ إِذَا تَحَمَّلَهُ الْمُجِيزُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ) فِي كِتَابِهِ " الْإِلْبَاعِ " هَذَا (لَمْ أَرْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ) مِنَ الْمَشَايِخِ.

(وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ) وَالْعَصْرِيِّينَ (يَصْنَعُونَهُ ثُمَّ حَكَى عَنْ قَاضِي قُرْطُبَةَ أَبِي الْوَلِيدِ) يُونُسَ بْنِ مُغِيثٍ (مَنْعَ ذَلِكَ) لِمَا سَأَلَهُ وَقَالَ: يُعْطِيكَ مَا لَمْ يَأْخُذْ؟ وَهَذَا مُحَالٌ.

(قَالَ عِيَاضُ وَ) هَذَا (هُوَ الصَّحِيحُ) فَإِنَّهُ يُجِيزُ مَا لَا خَبَرَ عِنْدَهُ مِنْهُ، وَيَأْذُنُ لَهُ بِالتَّحْدِيثِ بِمَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ وَيُبَيِّحُ مَا لَمْ يَعْلَمْ، هَلْ يَصَحُّ لَهُ الْإِذْنُ فِيهِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ). قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَسَوَاءٌ قُلْنَا إِنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ

الْخُبَارِ بِالْمَجَازِ جُمْلَةً، أَوْ إِذْنٌ إِذْ لَا يُجِيزُ بِمَا لَا خَبَرَ عِنْدَهُ مِنْهُ، وَلَا يُؤْذَنُ فِيهَا لَمْ
يَمْلِكْهُ الْإِذْنُ بَعْدُ، كَالْإِذْنِ فِي

ষষ্ঠ: মুজীদ যা গ্রহণ করেননি তার ইজায়ত এমনভাবে যে, মুজীদ যখন তা গ্রহণ করবে, তখন মুজায় তা বর্ণনা করবে। কাযী ইয়ায (رحمه الله) বলেন: আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন। এবং আমি দেখেছি যে, কিছু মুতাআখখিরীন (পরবর্তীকালের আলেমগণ) এটি করেন। অতঃপর তিনি কুরতুবাহর কাযী আবুল ওয়ালীদ থেকে এর নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণনা করেন। ইয়ায (رحمه الله) বলেন, এবং এটিই সহীহ (সঠিক)। এবং এটিই সঠিক। অতএব, যে ব্যক্তি তার শায়খের পক্ষ থেকে, যিনি তাকে তার সকল শ্রুত বিষয়ের ইজায়ত দিয়েছেন, বর্ণনা করতে চায়, তার জন্য আবশ্যিক যে সে অনুসন্ধান করবে যতক্ষণ না সে জানতে পারে যে এটি সেই বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত যা তার শায়খ ইজায়তের পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন। আর তার এই উক্তি যে, "আমি তোমাকে আমার শ্রুত বিষয়াবলীর মধ্য থেকে যা তোমার নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে বা প্রমাণিত হবে, তার ইজায়ত দিলাম" - এটি সহীহ এবং এর দ্বারা বর্ণনা করা জায়েয। কারণ তার নিকট ইজায়তের পূর্বে এটি শ্রবণ করা সহীহ প্রমাণিত হয়েছে এবং দারাকুতনী ও অন্যান্যরা এটি করেছেন।

-

[তাদরীবুর রাবী]

এর সম্পর্কে আমাদের শায়খ হাফিয আবুল ফজল আল-হাশিমী বলেন যে, রুহ ফুঁকে দেওয়ার পরের (সন্তানের জন্য) ইজায়ত অধিকতর উত্তম। এবং রুহ ফুঁকে দেওয়ার পূর্বের (ইজায়ত) এটি এবং অস্তিত্বহীন (মা'দুম) ব্যক্তির জন্য ইজায়তের মধ্যবর্তী একটি স্তর। সুতরাং, এটি প্রথমটির (রুহ ফুঁকে দেওয়ার পরের অবস্থার) তুলনায় নিষেধাজ্ঞার অধিক যোগ্য, এবং দ্বিতীয়টির (অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্য ইজায়তের) তুলনায় জায়েয হওয়ার অধিক যোগ্য।

[ষষ্ঠ: মুজীদ যা গ্রহণ করেননি তার ইজায়ত]

(ষষ্ঠ: মুজীদ যা গ্রহণ করেননি, এমন কিছুর ইজায়ত একটি পন্থায়), যেমন শ্রবণের মাধ্যমে অথবা ইজায়তের মাধ্যমে, (যাতে মুজায় তার থেকে বর্ণনা করতে পারে), যখন মুজীদ তা গ্রহণ করবে। কাযী ইয়ায (رحمه الله) তার "আল-ইলমা" নামক কিতাবে এ বিষয়ে বলেন: (আমি শায়খদের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি যিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন)।

(এবং আমি কিছু মুতাআখখিরীন) এবং সমসাময়িক আলেমদের (এটি করতে দেখেছি)।
 অতঃপর তিনি কুরতুবাহর কাযী আবুল ওয়ালীদ ইউনুস ইবনে মুগীস থেকে এর নিষেধাজ্ঞার
 কথা বর্ণনা করেন, যখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন: "সে কি
 তোমাকে এমন কিছু দেবে যা সে নিজে গ্রহণ করেনি?" আর এটি অসম্ভব।
 (ইয়ায (رحمه الله) বলেন, এবং) এটিই (সহীহ)। কারণ সে এমন কিছুর ইজায়ত দিচ্ছে যা
 সম্পর্কে তার কাছে কোনো খবর নেই, এবং তাকে এমন কিছু বর্ণনা করার অনুমতি দিচ্ছে যা
 সে নিজে বর্ণনা করেনি, এবং এমন কিছুকে বৈধ করছে যা সে জানে না যে তাতে অনুমতি
 দেওয়া তার জন্য সহীহ কিনা। মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) বলেন: (এবং এটিই সঠিক)। ইবনে সালাহ
 (رحمه الله) বলেন: আমরা ইজায়তকে সামগ্রিকভাবে মুজায (যাকে ইজায়ত দেওয়া হয়েছে)
 সম্পর্কে খবর দেওয়ার হুকুমে ফেলি বা তাকে অনুমতির হুকুমে ফেলি, উভয় ক্ষেত্রেই (এটি
 প্রযোজ্য), কারণ সে এমন কিছুর ইজায়ত দিতে পারে না যা সম্পর্কে তার কাছে কোনো খবর
 নেই, এবং এমন কিছুতে অনুমতিও দিতে পারে না যা অনুমতিতের এখনো মালিকানা হয়নি,
 যেমন অনুমতি দেওয়া...

(ص: 462) تدریب الراوی فی شرح تقریب النوای - ج 1

السَّابِعُ: إِجَازَةُ الْمُجَازِ: كَأَجَزْتُكَ مُجَازَاتِي، فَمَنَعَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ.
 وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْحَقَّاطُ: الدَّارِقُطِيُّ، وَابْنُ عُقْدَةَ، وَأَبُو
 نُعَيْمٍ، وَأَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ الْمُقْدِسِيِّ. وَكَانَ أَبُو الْفَتْحِ يَرْوِي بِالْإِجَازَةِ عَنِ الْإِجَازَةِ، وَرُبَّمَا
 وَآلَى بَيْنَ ثَلَاثٍ، وَيَنْبَغِي لِلرَّاهِطِ بِهَا تَأْمُلُهَا لِئَلَّا يَرْوِيَ مَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَهَا، فَإِنْ كَانَتْ
 إِجَازَةُ شَيْخٍ شَيْخِهِ: أَجَزْتُ لَهُ مَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ سَمَاعِي فَرَأَى سَمَاعَ شَيْخِ شَيْخِهِ فَلَيْسَ
 لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْ شَيْخِهِ عَنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ كَوْنُهُ مِنْ مَسْمُوعَاتِ شَيْخِهِ
 فَرَعٌ:

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ: الْإِجَازَةُ مَأْخُودَةٌ مِنْ جَوَازِ الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَاهُ الْبَاشِيَّةُ
 وَالْحَرْثُ، يُقَالُ: اسْتَجَزْتُهُ فَأَجَازَنِي إِذَا أَسْقَاكَ مَاءً لِمَاشِيَّتِكَ وَأَرْضَكَ كَذَا طَالِبُ الْعِلْمِ
 يَسْتَجِيرُ الْعَالِمَ عَلَيْهِ فَيُجِيزُهُ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَجَزْتُ فَلَانًا مَسْمُوعَاتِي، وَمَنْ

جَعَلَ الْإِجَازَةَ إِذْنًا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ يَقُولُ: أَجَزْتُ لَهُ رِوَايَةَ مَسْئُوعَاتِي، وَمَتَّى قَالَ: أَجَزْتُ لَهُ مَسْئُوعَاتِي فَعَلَى الْحَدِّفِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ، قَالُوا: إِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَةُ إِذَا عَلِمَ الْمُجِيزُ مَا يُجِيزُهُ وَكَانَ الْمُجَازُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاشْتَرَكُهُ بَعْضُهُمْ وَحَكِي عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الصَّحِيحُ أَتَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَاهِرٍ بِالصَّنَاعَةِ فِي مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إِسْنَادُهُ، وَيَنْبَغِي لِلْمُجِيزِ كِتَابَةً أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ مَعَ قَصْدِ الْإِجَازَةِ صَحَّتْ.

[تدريب الراوي]

فِي بَيْعٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ، وَكَذَا قَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ الْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ، فَإِنَّ مَا رَوَاهُ دَاخِلٌ فِي دَائِرَةِ حَصْرِ الْعِلْمِ بِأَصْلِهِ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَرَوْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْحَصِرْ، قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابُنِ الصَّلَاحِ (فَعَلَى هَذَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ أَجَازَ لَهُ جَمِيعَ مَسْئُوعَاتِهِ أَنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا مِمَّا تَحَمَّلَهُ شَيْخُهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ) لَهُ. (وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ أَوْ يَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْئُوعَاتِي فَصَحِيحٌ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ لِمَا صَحَّ عِنْدَهُ) بَعْدَ الْإِجَازَةِ (سَمَاعُهُ لَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَفَعَلَهُ الدَّارِقُطِيُّ وَغَيْرُهُ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ، وَيَصِحُّ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مَا صَحَّ حَالُ الرِّوَايَةِ لَا الْإِجَازَةَ.

[السابع إِجَازَةُ الْمُجَازِ]

(السَّابِعُ إِجَازَةُ الْمُجَازِ كَأَجَزْتُكَ مُجَازَاتِي) أَوْ جَمِيعَ مَا أُجِيزُ رِوَايَتَهُ (فَبَنَعَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ) وَهُوَ الْحَافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْبَاطِيُّ

সপ্তম: ইজাযাতুল মুজাজ: যেমন: 'আমি তোমাকে আমার ইজাযাতসমূহ (বর্ণনার অনুমতি)

দিলাম', তবে অগণ্য কিছু লোক তা নিষেধ করেছেন।

আর বিশুদ্ধ মত, যার উপর আমল প্রচলিত আছে, তা হলো এর বৈধতা। এবং এই মতের পক্ষে জোর দিয়েছেন হাফিযগণ: দারাকুতনী, ইবন উকদাহ, আবু নু'আইম এবং আবুল ফাতহ নাসর আল-মাকদিসী। আর আবুল ফাতহ ইজাযাহ সূত্রে ইজাযাহ থেকে বর্ণনা করতেন, এবং কখনও

কখনও তিনি তিনটি (ইজাযাহ) একত্রিত করতেন। যিনি এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তার জন্য এটি ভালোভাবে বিবেচনা করা উচিত, যাতে তিনি এমন কিছু বর্ণনা না করেন যা এর আওতায় পড়ে না। সুতরাং যদি তার শাইখের শাইখের ইজাযাহ এমন হয় যে: 'আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি থেকে যা তার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে, তা বর্ণনার ইজাযাহ দিলাম', অতঃপর সে (রাবী) তার শাইখের শাইখের শ্রুত বিষয়াদি দেখে, তাহলে তার জন্য তার শাইখের সূত্রে তার (শাইখের শাইখের) থেকে বর্ণনা করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না সে জানতে পারে যে, তার শাইখের কাছেও এটি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি তার শাইখের শ্রুত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। ফর' (উপশাখা):

আবুল হুসাইন ইবন ফারিস বলেছেন: ইজাযাহ শব্দটি 'জাওয়ায' (পানি সেচ) থেকে নেওয়া হয়েছে, যা গবাদি পশু ও কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বলা হয়: 'আমি তার কাছে পানি চাইলাম, তখন সে আমাকে পানি দিল'—যখন সে তোমার গবাদি পশু ও জমির জন্য পানি সেচ করে। অনুরূপভাবে, একজন ইলম অন্ত্রেষণকারী একজন আলেমের কাছে তার ইলমের (বর্ণনার) ইজাযাহ চায়, তখন আলেম তাকে ইজাযাহ দেন। এই অনুসারে বলা জায়েয, 'আমি অমুককে আমার শ্রুত বিষয়াদি (বর্ণনার অনুমতি) দিলাম।' আর যারা ইজাযাহকে অনুমতি (ইযন) হিসাবে গণ্য করেন, যা প্রসিদ্ধ মত, তারা বলেন: 'আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম।' আর যখন বলা হয়: 'আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি (বর্ণনার অনুমতি) দিলাম', তখন তা (রিবায়াত শব্দ) উহ্য রাখা হয়েছে, যেমন এর অনুরূপ স্থানে হয়ে থাকে। তারা বলেছেন: ইজাযাহ তখনই উত্তম বিবেচিত হয় যখন মুজীয (ইজাযাহ প্রদানকারী) যা ইজাযাহ দিচ্ছেন তা সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং যাকে ইজাযাহ দেওয়া হচ্ছে সে ইলমের অধিকারী হয়। কিছু আলেম এই শর্ত আরোপ করেছেন এবং এটি ইমাম মালিক থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্দুল বার বলেছেন: বিশুদ্ধ মত হলো, এটি কেবল সেই শিল্পে পারদর্শী ব্যক্তির জন্য জায়েয, যার নির্দিষ্ট ইসনাদ অস্পষ্ট নয়। আর লিখিত ইজাযাহ প্রদানকারীর জন্য মৌখিকভাবে তা উচ্চারণ করা উচিত। তবে যদি সে শুধু লেখার ওপর সীমাবদ্ধ থাকে, ইজাযাহ প্রদানের উদ্দেশ্যসহ, তাহলেও তা সহীহ হবে।

-

[তারবীবুর রাবী]

যা সে মালিক হয়নি তা বিক্রি করার ক্ষেত্রে (প্রসঙ্গ)। অনুরূপভাবে কাসতালানী বলেছেন, বিশুদ্ধ মত হলো এটি বাতিল। কারণ যা সে বর্ণনা করেছে তা তার মূল সূত্রে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার

বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীতে, যা সে বর্ণনা করেনি, তা সীমাবদ্ধ নয়। মুসান্নিফ ইবন আস-সালাহ-এর মতো বলেছেন (সুতরাং এর ভিত্তিতে, যে ব্যক্তি এমন শাইখের কাছে থেকে বর্ণনা করতে চায় যিনি তাকে তার সমস্ত শ্রুত বিষয়াদির ইজাযাহ দিয়েছেন, তার উপর আবশ্যিক যে সে গবেষণা করবে যতক্ষণ না সে জানতে পারে যে, এই বিষয়টি ইজাযাহ দেওয়ার পূর্বে তার শাইখ দ্বারা গৃহীত হয়েছে)।

(আর তার এই কথা: 'আমি তোমাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি থেকে যা তোমার কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে বা সহীহ প্রমাণিত হবে, তা বর্ণনার অনুমতি দিলাম,'—তা সহীহ। এর মাধ্যমে বর্ণনা জায়েয, যা তার কাছে ইজাযাহর পর (ইজাযাহর পূর্বে তার জন্য এর শ্রুত হওয়া) সহীহ প্রমাণিত হয়েছে এবং দারাকুতনী ও অন্যান্যরা এটি করেছেন।) আল-ইরাকী বলেছেন: অনুরূপভাবে, যদি সে 'ওয়া ইয়াসিহু' (এবং সহীহ প্রমাণিত হবে) না বলে, তবুও (ঠিক আছে), কারণ তার 'মা সাআ' (যা সহীহ প্রমাণিত হয়েছে) কথার উদ্দেশ্য হলো বর্ণনার সময়ের অবস্থা, ইজাযাহর সময় নয়।

[সপ্তম: ইজাযাতুল মুজায]

(সপ্তম: ইজাযাতুল মুজায (অর্থাৎ, যাকে ইজাযাহ দেওয়া হয়েছে তাকে ইজাযাহ দেওয়া), যেমন: 'আমি তোমাকে আমার ইজাযাতসমূহ প্রদানের অনুমতি দিলাম') অথবা 'আমার যা কিছু বর্ণনা করার অনুমতি আছে (তার সব কিছুর অনুমতি দিলাম)'। তবে অগণ্য কিছু লোক তা নিষেধ করেছেন। আর তিনি হলেন হাফিয আবুল বারাকাত আব্দুল ওয়াহহাব ইবনুল মুবারাক আল-আনমাতী।

(ص: 463) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

شَيْخُ ابْنِ الْجَوَازِيِّ وَصَّنَفَ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ ضَعِيفَةٌ فَيَقْوَى الضَّعْفُ بِاجْتِمَاعِ
إِجَازَتَيْنِ.

(وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْحَفَاطُ) أَبُو الْحَسَنِ (الدَّارَقُطْنِيُّ، وَ) أَبُو الْعَبَّاسِ (ابْنُ عُفْدَةَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ) الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ الْمُقْدِسِيِّ، وَفَعَلَهُ الْحَاكِمُ، وَادَّعَى ابْنُ طَاهِرٍ الْإِتِّفَاقَ عَلَيْهِ.

وَكَانَ (أَبُو الْفَتْحِ) نَصْرُ الْمُقْدِسِيِّ (يُرْوَى بِالْإِجَازَةِ عَنِ الْإِجَازَةِ وَرُبَّمَا وَآلَى بَيْنَ ثَلَاثٍ) إِجَازَاتٍ، وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ وَآلَى بَيْنَ ثَلَاثٍ إِجَازَاتٍ، وَوَآلَى الرَّافِعِيُّ فِي أَمَالِيهِ بَيْنَ أَرْبَعٍ أَجَازٍ، وَالْحَافِظُ قُطُبُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ خُصَّ أَجَازٍ فِي "تَارِيخِ مِصْرٍ"، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي أَمَالِيهِ بَيْنَ سِتٍّ.

(وَيُنَبِّغِي لِلرَّأَوِيِّ بِهَا) أَيْ بِالْإِجَازَةِ عَنِ الْإِجَازَةِ (تَأْمُلُهَا) أَيْ تَأْمُلُ كَيْفِيَّةَ إِجَازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ لِشَيْخِهِ وَمُقْتَضَاهَا (لِئَلَّا يَرْوِيَ) بِهَا (مَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَهَا) فَرُبَّمَا قَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا صَحَّ عِنْدَ الْمُجَازِ لَهُ، أَوْ بِمَا سَبَعَهُ الْمُجِيرُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. (فَإِنْ كَانَتْ إِجَازَةُ شَيْخِ شَيْخِهِ: أَجَزْتُ لَهُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ سَمَاعِي، فَرَأَى سَمَاعَ

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

ইবনুল জাওয়ীর শায়খ এ বিষয়ে একটি অংশ রচনা করেছেন; কারণ ইজাযাহ দুর্বল, ফলে দুটি ইজাযাহ একত্রিত হলে দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়।

(আর বিশুদ্ধ মত, যার উপর আমল করা হয়, তা হলো এর বৈধতা। এবং হাফেযগণ এই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন) আবুল হাসান (দারাকুতনী, এবং) আবুল আব্বাস (ইবনু উকদাহ, এবং আবু নুআইম) আল-আসফাহানী, এবং আবুল ফাতহ নাসর আল-মাকদিসী। আর আল-হাকিম তা করেছেন, এবং ইবনু তাহির এর উপর ঐকমত্য দাবি করেছেন।

এবং আবুল ফাতহ নাসর আল-মাকদিসী ইজাযাহ থেকে ইজাযাহর মাধ্যমে বর্ণনা করতেন এবং কখনও কখনও তিনটি ইজাযাহ একত্রিত করতেন। অনুরূপভাবে হাফেয আবুল ফাতহ ইবনু আবী আল-ফাওয়ারিস তিনটি ইজাযাহ একত্রিত করেছেন। এবং রাফেঈ তাঁর ‘আমা’লীতে’ চারটি ইজাযাহ একত্রিত করেছেন। আর হাফেয কুতুবুদ্দীন আল-হালাবী "তারীখু মিসর"-এ পাঁচটি ইজাযাহ (একত্রিত করেছেন), এবং শায়খুল ইসলাম তাঁর ‘আমা’লীতে’ ছয়টি (একত্রিত করেছেন)।

(এবং রাবীর জন্য উচিত) অর্থাৎ ইজাযাহ থেকে ইজাযাহর মাধ্যমে (বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) (সেটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া), অর্থাৎ তার শায়খের শায়খের ইজাযাহ তার শায়খের জন্য এবং সেটির চাহিদা কী ছিল তা মনোযোগ সহকারে দেখা, (যেন সে এমন কিছু বর্ণনা না করে) যা সেটির আওতায় পড়ে না। কারণ কখনও কখনও কেউ কেউ এটিকে এমন বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ করেছেন যা মুজাজ্জি লাহুর কাছে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে, অথবা যা মুজিজ শুনেছেন, এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়।

(সুতরাং যদি তার শায়খের শায়খের ইজাযাহ এমন হয়: 'আমি তাকে অনুমতি দিলাম যা তার কাছে আমার শ্রুত বিষয় থেকে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে', আর সে শ্রুত বিষয় দেখল

(ص: 464) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

شَيْخِ شَيْخِهِ فَلَيْسَ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْ شَيْخِهِ عَنْهُ، حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ كَوْنُهُ مِنْ مَسْئُوعَاتِ شَيْخِهِ) وَكَذَا إِنْ قَيَّدَهَا بِمَا سَمِعَهُ لَمْ يَتَّعَدَّ إِلَى مُجَازَاتِهِ، وَقَدْ زَلَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَانَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا يُجِيزُ رِوَايَةَ سَمَاعِهِ كُلَّهَا، بَلْ يُقَيِّدُهَا بِمَا حَدَّثَ بِهِ مِنْ مَسْئُوعَاتِهِ، هَكَذَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ، وَلَمْ أَرَ لَهُ إِجَازَةً تُشْمِلُ مَسْئُوعَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ شَكَّ فِي بَعْضِ سَمَاعَاتِهِ فَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ، وَلَمْ يُجِزْهُ، وَهُوَ سَمَاعُهُ عَلَى ابْنِ الْمُقَيَّرِ، فَمَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بِإِجَازَتِهِ مِنْهُ بِشَيْءٍ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ مِنْ مَسْئُوعَاتِهِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ. قُلْتُ: لَكِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ مَعَ ذَلِكَ جَمِيعَ مَا أُجِيزَ لَهُ، كَمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ أَبِي حَيَّانَ فِي النَّضَارِ، فَعَلَى هَذَا لَا تَتَقَيَّدُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، بِمَا حَدَّثَ بِهِ مِنْ مَسْئُوعَاتِهِ فَقَطْ إِذْ يَدْخُلُ الْبَاقِي فِيهَا أُجِيزَ لَهُ.

(فَرَعُ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ) أَحْمَدُ (بُنْ فَارِسٍ) اللَّغَوِيُّ (الْإِجَازَةُ) فِي كَلَامِ

-
[রাবী প্রশিক্ষণ]

তাঁর শাইখের শাইখ, তবে তার জন্য তার শাইখের পক্ষ থেকে তাঁর (শাইখের শাইখের) থেকে বর্ণনা করার অনুমতি নেই, যতক্ষণ না সে জানতে পারে যে এটি তার শাইখের শ্রুত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে তার শাইখের নিকট প্রমাণিত হয়েছে। আর একইভাবে, যদি সে এটিকে সে যা শুনেছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, তবে তা তার ইজাযাত (বর্ণনার অনুমতিসমূহ) পর্যন্ত বিস্তৃত হবে না। এ কারণে ইমামগণের মধ্যে অনেকেই পদস্থলিত হয়েছেন।

ইরাকী বলেন: ইবন দাকিক আল-ঈদ তাঁর সমস্ত শ্রুত বিষয় বর্ণনার অনুমতি দিতেন না, বরং তিনি এটিকে কেবল সেইসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন যা তিনি তাঁর শ্রুত বিষয়সমূহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর নিজস্ব হস্তাক্ষরে এভাবেই দেখেছি এবং তাঁর কোনো ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) দেখিনি যা তাঁর শ্রুত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর কারণ হলো, তিনি তাঁর কিছু শ্রুত বিষয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন, তাই তিনি সেগুলো বর্ণনা করেননি এবং সেগুলোর অনুমতিও দেননি। এটি হলো ইবনুল মুকাইয়ারের কাছ থেকে তাঁর শ্রবণ। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁর থেকে, তাঁর ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) সহকারে, এমন কিছু বর্ণনা করে যা তিনি তাঁর শ্রুত বিষয়সমূহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তা সহীহ (প্রমাণিত) নয়।

আমি বলি: তবে তিনি তা সত্ত্বেও তাঁকে যা কিছুর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তার সবকিছুর অনুমতি দিতেন, যেমনটি আমি আবু হাইয়ানের হস্তাক্ষরে ‘আন-নুদার’ গ্রন্থে দেখেছি। এই ভিত্তিতে, তাঁর থেকে বর্ণনার বিষয়টি কেবল তাঁর শ্রুত বিষয়সমূহ থেকে যা তিনি বর্ণনা করেছেন, তাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; কেননা বাকি বিষয়গুলোও তাঁর অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

(একটি শাখা। আবুল হুসাইন) আহমদ (ইবন ফারিস) আল-লুগাভী (ভাষাবিদ) বলেন: (ইজাযাহ) তাঁর কথায়...

[تدريب الراوي]

الْعَرَبِ (مَأْخُودَةٌ مِنْ جَوَازِ الْمَاءِ الَّذِي تُسْقَاهُ الْمَاشِيَةُ وَالْحَرْثُ يُقَالُ) مِنْهُ (اسْتَجَزْتُهُ فَأَجَازَنِي إِذَا أَسْقَاكَ مَاءً لِمَاشِيَتِكَ وَأَرْضِكَ) قَالَ (كَذَا) لَكَ (طَالِبُ الْعِلْمِ يَسْتَجِيزُ الْعَالِمَ) أَيُّ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجِيزَهُ (عِلْمُهُ فَيُجِيزُهُ) إِيَّاهُ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَجَزْتُ فَلَانًا مَسْئُوعَاتِي) أَوْ مَرْوِيَّاتِي مُتَعَدِّيًا بِغَيْرِ حَرْفٍ جَرٍّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى ذِكْرِ لَفْظِ الرَّوَايَةِ.

(وَمَنْ جَعَلَ الْإِجَازَةَ إِذْنًا) وَإِبَاحَةً وَتَسْوِيعًا (وَهُوَ الْمَعْرُوفُ يَقُولُ أَجَزْتُ لَهُ رِوَايَةً مَسْئُوعَاتِي، وَمَتَى قَالَ أَجَزْتُ لَهُ مَسْئُوعَاتِي فَعَلَى الْحَذْفِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ). وَعِبَارَةُ الْقُسْطَلَانِيِّ فِي الْمُنْهَجِ: الْإِجَازَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّجَوُّزِ وَهُوَ التَّعَدِّي، فَكَأَنَّهُ عَدَى رِوَايَتَهُ حَتَّى أَوْصَلَهَا لِلرَّوَايَةِ عَنْهُ.

(قَالُوا إِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَةُ إِذَا عَلِمَ الْمُجِيزُ مَا يُجِيزُهُ وَكَانَ الْمُبَازُ) لَهُ (مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ) أَيْضًا أَنَّهَا تَوْسُّعٌ وَتَرْخِيسٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا.

[তাদরীবুর রাবী]

আরবদের কাছে (এটি 'জাওয়াজুল মা' থেকে গৃহীত, যা দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু ও খেত-খামারকে পানি পান করানো হয়। এ থেকে বলা হয়: যখন তুমি কারও কাছে তোমার চতুষ্পদ জন্তু ও ভূমির জন্য পানি পান করাতে চাও এবং সে তোমাকে পান করায়, তখন 'استجزته فأجازني' বলা হয়)। তিনি (অর্থাৎ ইবনুস সালাহ) বললেন, (এভাবেই) জ্ঞানার্জনকারী আলেমের কাছে ইজাযাহ চায় (অর্থাৎ, তাকে তার জ্ঞান প্রদান করার জন্য অনুরোধ করে), অতঃপর আলেম তাকে তার জ্ঞান প্রদান করেন। ইবনুস সালাহ বললেন, (এই হিসেবে, জারবিহীন সরাসরি ক্রিয়ার মাধ্যমে বলা জায়েজ যে, আমি অমুককে আমার শ্রুত বিষয়াদি) অথবা আমার বর্ণিত বিষয়াদি (প্রদানের অনুমতি দিয়েছি), এক্ষেত্রে 'রিওয়ায়াত' শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। (আর যে ব্যক্তি ইজাযাহকে অনুমতি,) বৈধতা ও অনুমোদন (হিসেবে গণ্য করে, আর এটিই প্রসিদ্ধ মত, সে বলে: 'আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি'। এবং

যখন সে বলে: 'আমি তাকে আমার শ্রুত বিষয়াদি প্রদান করেছি', তখন তা বিলুপ্তির ভিত্তিতে (বলা হয়), যেমন তার অন্যান্য সদৃশ ক্ষেত্রে)।

আল-কাসতাল্লানীর 'আল-মানহাজ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে: ইজাযাহ শব্দটি 'আত-তাজাওউয' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ অতিক্রম করা বা ছাড়িয়ে যাওয়া। যেন বর্ণনাকারী তার বর্ণনাকে অতিক্রম করিয়ে তার থেকে বর্ণনাকারী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

(তারা বলেছেন, ইজাযাহ তখনই পছন্দনীয় যখন ইজাযাহ প্রদানকারী যা প্রদান করছেন তা সম্পর্কে অবগত থাকেন এবং যাকে ইজাযাহ প্রদান করা হচ্ছে) সেও (আহলে ইলম তথা জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হয়)। এছাড়াও এটি একটি শিথিলতা ও ছাড়, যার উপযুক্ত আহলে ইলমগণই হন তাদের এর প্রতি তীব্র প্রয়োজনের কারণে।

(ص: 466) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ عَيْسَى بْنُ مَسْكِينٍ: الْإِجَازَةُ رَأْسُ مَالٍ كَبِيرٍ.
(وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ) فِي صَحَّتِهَا فَبَالَغَ (وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ) حَكَاهُ عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، (وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الصَّحِيحُ: أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَا هِيَ بِالصَّنَاعَةِ، وَفِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إِسْنَادُهُ).

وَيَنْبَغِي لِلْمُجِيزِ كِتَابَةً أَيْ بِالْكِتَابَةِ (أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَا) أَيْ بِالْإِجَازَةِ أَيْضًا (فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ) وَلَمْ يَتَلَفَّظْ (مَعَ قَصْدِ الْإِجَازَةِ صَحَّتْ) ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةً، وَتَكُونُ حِينَئِذٍ دُونَ الْمَلْفُوظِ بِهَا فِي الرُّتْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الْإِجَازَةَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصَّحَّةِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ، الَّتِي جُعِلَتْ فِيهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ إِخْبَارًا مِنْهُ بِذَلِكَ.

لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْإِجَازَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ، قُلْتُ: فَلَوْ رَدَّ فَالَّذِي يَنْقَدِرُ فِي
النَّفْسِ الصَّحَّةُ، وَكَذَا لَوْ رَجَعَ الشَّيْخُ عَنِ الْإِجَازَةِ.

[তাদরিবুর রাবী]

ঈসা ইবনে মিসকীন বলেছেন: ইজাযাহ একটি বিশাল মূলধন।

(এর বিশুদ্ধতার জন্য কেউ কেউ এটিকে শর্ত করেছেন) এবং তারা অতিরঞ্জন করেছেন। (এবং মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ওয়ালিদ ইবনে বকর তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (এবং ইবনে আব্দুল বার ব বলেছেন: সঠিক মত হলো: ইজাযাহ বৈধ নয় কেবল সেই ব্যক্তির জন্য, যে এই শিল্পে পারদর্শী, এবং এমন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে, যার সনদ অস্পষ্ট নয়।

ইজাযাহ প্রদানকারীর জন্য লিখিতভাবে (অর্থাৎ, লেখনীর মাধ্যমে) এটি (ইজাযাহ)

মৌখিকভাবেও উচ্চারণ করা উচিত। কিন্তু যদি সে কেবল লেখনীর উপর সীমাবদ্ধ থাকে এবং (মৌখিকভাবে) উচ্চারণ না করে, কিন্তু ইজাযাহ প্রদানের উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা সহীহ হবে; কারণ লেখা হলো একটি রূপক। এবং তখন এটি মৌখিকভাবে উচ্চারিত ইজাযাহর চেয়ে স্তরে কম হবে। আর যদি সে ইজাযাহর উদ্দেশ্য না রাখে।

আল-ইরাকী বলেছেন: স্পষ্টতঃ তা সহীহ নয়। ইবনে সালাহ বলেছেন: শুধুমাত্র এই লেখনীর মাধ্যমে রিওয়ায়াত অধ্যায়ে এটিকে সহীহ করা অস্বাভাবিক নয়, যেখানে শাইখের সামনে পাঠ করাকে (রিওয়ায়াতের মাধ্যম) গণ্য করা হয়েছে, যদিও শাইখ তাঁর কাছে পঠিত বিষয় মৌখিকভাবে বলেননি (যে, এটি তাঁর দ্বারা বর্ণিত)।

দ্রষ্টব্য

ইজাযাহতে গ্রহণ (কবুল) করা শর্ত নয়, যেমনটি বুলকিনী স্পষ্টভাবে বলেছেন। আমি বলি: যদি সে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমার মতে তা সহীহ থাকবে। এবং অনুরূপভাবে, যদি শাইখ ইজাযাহ থেকে ফিরে আসেন।

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ، هِيَ ضَرْبَانِ مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ، وَمُجَرَّدَةٌ، فَالْمَقْرُونَةُ أَعْلَى أَنْوَاعِ
 الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا، وَمِنْ صَوَرِهَا أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْلَ سَمَاعِهِ أَوْ مُقَابَلًا بِهِ،
 وَيَقُولُ: هَذَا سَمَاعِي أَوْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارُودِهِ أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ عَنِّي، ثُمَّ يُبْقِيهِ
 مَعَهُ تَسْلِيكًا أَوْ لِيَنْسَخَهُ أَوْ نَحْوَهُ، وَمِنْهَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الطَّالِبُ سَمَاعَهُ فَيَتَأَمَّلُهُ الشَّيْخُ
 وَهُوَ عَارِفٌ مُتَيَقِّظٌ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: هُوَ حَدِيثِي أَوْ رِوَايَتِي فَارُودِهِ عَنِّي أَوْ أَجَزْتُ
 لَكَ رِوَايَتَهُ، وَهَذَا سَمَاءٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ عَرْضًا، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ
 تُسَمَّى عَرْضًا فَلْيُسَمَّ هَذَا عَرْضُ الْمُنَاوَلَةِ وَذَلِكَ عَرْضُ الْقِرَاءَةِ، وَهَذِهِ الْمُنَاوَلَةُ كَالسَّمَاعِ
 فِي الْقُوَّةِ عِنْدَ الرَّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ،
 وَعَلْقَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي الرُّبَيْرِ، وَأَبِي الْمُتَوَكِّلِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ
 الْقَاسِمِ، وَجَمَاعَاتٍ آخَرِينَ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ
 الْمُبَارَكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْمُزَنِيَّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنَ
 يَحْيَى.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَعَلَيْهِ عَهْدُنَا أَيْمَتُنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ.

وَمِنْ صَوَرِهَا أَنْ يَنَاوِلَ الشَّيْخُ الطَّالِبَ سَمَاعَهُ وَيُجِيزُهُ لَهُ، ثُمَّ يُسَيِّدُهُ الشَّيْخُ، وَهَذَا
 دُونَ مَا سَبَقَ، وَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ إِذَا وَجَدَ الْكِتَابَ أَوْ مُقَابَلًا بِهِ مَوْثُوقًا بِمُوَافَقَتِهِ مَا تَنَاوَلْتَهُ
 الْإِجَازَةُ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَلَا يَظْهَرُ فِي هَذِهِ الْمُنَاوَلَةِ كَبِيرُ مَزِيَّةٍ عَلَى
 الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ فِي مُعَيَّنٍ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ: لَا فَايِدَةَ فِيهَا، وَشُبُوحُ الْحَدِيثِ قَدِيمًا
 وَحَدِيثًا يَرُونَ لَهَا مَزِيَّةً مُعْتَبَرَةً، وَمِنْهَا أَنْ يَأْتِيَهُ الطَّالِبُ بِكِتَابٍ وَيَقُولُ: هَذَا رِوَايَتُكَ
 فَنَاوِلْنِيهِ وَأَجِزْ لِي رِوَايَتَهُ فَيُجِيبُهُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِيهِ وَتَحَقُّقٍ لِرِوَايَتِهِ فَهَذَا بَاطِلٌ،

فَإِنْ وَثِقَ بِخَبَرِ الطَّالِبِ وَمَعْرِفَتِهِ اعْتَمَدَهُ وَصَحَّتِ الْإِجَازَةُ كَمَا يَعْتَبِدُهُ فِي الْقِرَاءَةِ. فَلَوْ قَالَ: حَدَّثَ عَنِّي بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ كَانَ جَائِزًا حَسَنًا.

[تدريب الراوي]

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ قُلْنَا الْإِجَازَةَ إِخْبَارًا لَمْ يَضُرَّ الرَّدُّ وَلَا الرَّجُوعُ، وَإِنْ قُلْنَا إِذْنًا وَإِبَاحَةً ضَرًا، كَالْوَقْفِ وَالْوَكَالَةِ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الظَّاهِرُ، وَلَمْ أَرْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. فَائِدَةٌ

قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الشُّنَيْبِيُّ: الْإِجَازَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ إِذْنٌ فِي الرَّوَايَةِ لَفْظًا أَوْ خَطًّا، يُفِيدُ الْإِخْبَارَ الْإِجْمَالِيَّ عُرْفًا، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ، الْمَجِيزُ وَالْمَجَازُ لَهُ وَالْمَجَازُ بِهِ وَلَفْظُ الْإِجَازَةِ.

[القسم الرَّابِعُ الْمُنَاوَلَةُ هِيَ ضَرْبَانِ]

[الْأَوَّلُ مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ]

(الْقِسْمُ الرَّابِعُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحْمُلِ (الْمُنَاوَلَةُ) وَالْأَصْلُ فِيهَا مَا عُلِّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْعِلْمِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

قَالَ السُّهَيْلِيُّ: اِخْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى صِحَّةِ الْمُنَاوَلَةِ، فَكَذَلِكَ الْعَالِمُ إِذَا نَاولَ التِّلْمِيزَ كِتَابًا جَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا فِيهِ، قَالَ: وَهُوَ فَقْهُ صَحِيحٌ.

চতুর্থ প্রকার: মুনাওয়ালা, এটি দু'প্রকার : ইজাযত-সংযুক্ত এবং ইজাযত-মুক্ত। ইজাযত-সংযুক্ত প্রকারটি নিরঙ্কুশভাবে ইজাযতের সর্বোচ্চ প্রকার। এর একটি রূপ হলো, শায়খ (শিক্ষক) ছাত্রকে তাঁর শ্রুত মূল গ্রন্থ বা তার সাথে তুলনা করা (সত্যায়িত) একটি কপি দেবেন এবং বলবেন: “এটি আমার শ্রুত গ্রন্থ বা অমুকের নিকট থেকে আমার বর্ণনা, অতএব তুমি এটি বর্ণনা করো” অথবা “আমি তোমাকে আমার নিকট থেকে এটি বর্ণনা করার ইজাযত (অনুমতি) দিলাম।” তারপর এটি তাঁর কাছে রেখে দেবেন – মালিকানা হিসেবে অথবা অনুলিপি করার

জন্য বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে। এর আরেকটি রূপ হলো, ছাত্র তাঁর শ্রুত গ্রন্থ শায়খের কাছে পেশ করবে। শায়খ, যিনি জ্ঞানী ও সতর্ক, সেটি পরীক্ষা করে দেখবেন। তারপর ছাত্রকে তা ফেরত দেবেন এবং বলবেন: “এটি আমার হাদীস বা আমার বর্ণনা, অতএব তুমি আমার নিকট থেকে এটি বর্ণনা করো” অথবা “আমি তোমাকে এটি বর্ণনা করার ইজাযত দিলাম।” হাদীসের একাধিক ইমাম এটিকে ‘আরদ’ (পেশ করা) নামে অভিহিত করেছেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, শায়খের কাছে পাঠ করাকেও ‘আরদ’ বলা হয়। সুতরাং, একে ‘আরদ আল-মুনাওয়ালা’ এবং সেটিকে ‘আরদ আল-কিরাআহ’ বলা যেতে পারে। এই মুনাওয়ালা শক্তি ও প্রামাণিকতার দিক থেকে যুহরী, রাবীআ, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী, মুজাহিদ, শা’বী, আলকামা, ইবরাহীম, আবুল আলিয়া, আবু যুবাইর, আবুল মুতাওয়াঙ্কিল, মালিক, ইবনু ওয়াহব, ইবনুল কাসিম এবং আরও অনেক জামাআতের নিকট সামা’ (শ্রবণ)-এর মতোই।

বিশুদ্ধ মত হলো, এটি সামা’ (শ্রবণ) ও কিরাআত (পাঠ)-এর চেয়ে নিম্নস্তরের। এটি সুফিয়ান সাওরী, আওয়াঈ, ইবনুল মুবারক, আবু হানিফা, শাফিঈ, বুওয়াইতী, মুযানী, আহমদ, ইসহাক এবং ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়ার মত।

ইমাম হাকিম বলেছেন: “আমরা আমাদের ইমামদেরকে এ মতের উপর পেয়েছি এবং আমরাও এর দিকেই যাই।”

এর আরেকটি রূপ হলো যে, শায়খ তাঁর শ্রুত গ্রন্থ ছাত্রকে দেবেন এবং তাকে এর ইজাযত দেবেন, তারপর শায়খ নিজেই তা রেখে দেবেন। এটি পূর্বোক্ত পদ্ধতির চেয়ে দুর্বল। তবে, যদি বইটি পাওয়া যায় অথবা ইজাযত প্রাপ্ত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিশ্বাসযোগ্য একটি তুলনামূলক কপি পাওয়া যায়, তাহলে এর বর্ণনা জায়েয। যেমনটি ইজাযাত মুজাররাদার (ইজাযত-মুক্ত) ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। এই মুনাওয়ালায় ইজাযাত মুজাররাদার (নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর) তুলনায় তেমন কোনো বড় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

ফিকাহ ও উসূলের একদল আলেম বলেছেন: এতে কোনো উপকারিতা নেই। তবে, হাদীসের শায়খগণ প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগেই এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পান। এর আরেকটি রূপ হলো, ছাত্র একটি কিতাব নিয়ে এসে বলবে: “এটি আপনার বর্ণনা, আপনি আমাকে এটি দিন এবং আমাকে এর বর্ণনা করার ইজাযত দিন।” শায়খ যদি এতে কোনো দৃষ্টিপাত না করে এবং তাঁর বর্ণনা হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই তাকে উত্তর দেন, তাহলে এটি বাতিল। তবে, যদি তিনি ছাত্রের সংবাদ ও জ্ঞান সম্পর্কে আস্থা রাখেন, তাহলে তিনি এর উপর নির্ভর করতে পারবেন এবং ইজাযত সহীহ হবে, যেমন তিনি কিরাআত (পাঠ)-এর ক্ষেত্রে

নির্ভর করেন। যদি তিনি বলেন: “এতে যা আছে, তা আমার হাদীস হলে আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করো, তবে ভুলের দায় থেকে আমি মুক্ত,” তাহলে তা জায়েয ও উত্তম হবে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

এটি বলা যেতে পারে যে, যদি আমরা বলি ইজায়ত হলো সংবাদ (ইখবার), তাহলে প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহার কোনো ক্ষতি করবে না। আর যদি আমরা বলি এটি অনুমতি (ইযন) ও বৈধতা (ইবাহাত), তাহলে তা ক্ষতি করবে, যেমন ওয়াকফ ও ওয়াকালাতের (প্রতিনিধিত্ব) ক্ষেত্রে হয়। তবে, প্রথম মতটিই স্পষ্টতর। আমি এমন কাউকে দেখিনি যিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

ফায়দা (উপকারিতা/ জ্ঞাতব্য)

আমাদের শায়খ ইমাম শুমুনী বলেছেন: পরিভাষায় ইজায়ত হলো মৌখিক বা লিখিতভাবে বর্ণনা করার অনুমতি, যা প্রচলন অনুসারে একটি সমষ্টিগত সংবাদ (ইজমালী ইখবার) প্রদান করে। এর রুকন (স্তম্ভ) চারটি: মুজইয (ইজায়ত দানকারী), মুজায লাহু (যাকে ইজায়ত দেওয়া হয়), মুজায বিহী (যে বিষয়ে ইজায়ত দেওয়া হয়) এবং ইজায়তের শব্দ।

[চতুর্থ প্রকার: আল-মুনাওয়ালা, এটি দু'প্রকার]

[প্রথমত: ইজায়ত-সংযুক্ত]

তাহামুল (হাদীস গ্রহণ)-এর প্রকারসমূহের (চতুর্থ প্রকার) হলো (মুনাওয়ালা)। এর মূল ভিত্তি হলো যা বুখারী ‘কিতাবুল ইলম’-এ উল্লেখ করেছেন: “নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক অভিযানের আমীরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন: ‘তুমি এটি পড়বে না যতক্ষণ না তুমি অমুক অমুক স্থানে পৌঁছাও।’ যখন তিনি সেই স্থানে পৌঁছালেন, তখন তিনি তা মানুষের সামনে পড়লেন এবং তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ সম্পর্কে অবগত করলেন।” বায়হাকী ও তাবারানী এটিকে হাসান সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

সুহাইলী বলেছেন: “বুখারী এর দ্বারা মুনাওয়ালার শুদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

তেমনিভাবে, কোনো আলেম যখন ছাত্রকে একটি কিতাব দেন, তখন ছাত্রের জন্য জায়েয যে সে তার পক্ষ থেকে তাতে যা আছে তা বর্ণনা করবে।” তিনি (সুহাইলী) বলেছেন: “এটি একটি সহীহ ফিকাহ।”

[تدريب الراوي]

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَأَحْسَنُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَيْهَا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى». وَفِي مُعْجَمِ الْبَغْوِيِّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ: قَالَ كُنَّا إِذَا أَكْثَرْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَتَانَا بِسَجَالٍ لَهُ فَأَلْقَاهَا إِلَيْنَا، وَقَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبْتُهَا وَعَرَضْتُهَا (هِيَ ضَرْبَانِ مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ وَمُجَرَّدَةٌ) عَنْهَا، (فَالْمَقْرُونَةُ) بِالْإِجَازَةِ (أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا) وَنَقَلَ عِيَاضُ الْإِتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهَا. (وَمِنْ صَوَرِهَا) وَهُوَ أَغْلَاهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ (أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ أَصْلَ سَمَاعِهِ أَوْ فَرْعًا مُقَابِلًا بِهِ، وَيَقُولُ) لَهُ: (هَذَا سَمَاعِي أَوْ رَوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ)، أَوْ لَا يُسَمِّيهِ، وَلَكِنْ اسْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ الْمُنَاوِلِ، (فَارَوْهُ) عَنِّي، (أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رَوَايَتَهُ عَنِّي، ثُمَّ يُبْقِيهِ مَعَهُ تَبْلِيغًا أَوْ لِيَنْسَخَهُ)، وَيُقَابِلُ بِهِ وَيَرُدُّهُ (أَوْ نَحْوَهُ. وَمِنْهَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ) أَيُّ إِلَى الشَّيْخِ (الطَّالِبِ سَمَاعَهُ) أَيُّ سَمَاعَ الشَّيْخِ أَصْلًا.

[তাদরীবুর রাবী]

বুলকীনী বলেছেন: এ বিষয়ে সর্বোত্তম প্রমাণ হলো যা হাকেম ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ করেছেন: “রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চিঠি কিসরার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা.)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন এটি বাহরাইনের প্রধানের কাছে হস্তান্তর করেন। অতঃপর বাহরাইনের প্রধান তা কিসরার কাছে হস্তান্তর করেন।”

বাগাবী তাঁর মু'জামে ইয়াযীদ আর-রাকাসী থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, "যখন আমরা আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর কাছে বেশি প্রশ্ন করতাম, তখন তিনি আমাদের কাছে তার নিজ হাতে লেখা কিছু কাগজ নিয়ে আসতেন এবং তা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিতেন এবং বলতেন: 'এগুলো সেই হাদীস যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি, লিখেছি এবং (তাঁর সামনে) উপস্থাপন করেছি। (তা দুই প্রকার: ইজাযার সাথে সংযুক্ত এবং ইজাযা ছাড়া)। (সুতরাং, ইজাযার সাথে সংযুক্ত প্রকারটি) ইজাযার (সর্বোচ্চ প্রকার, নিঃশর্তভাবে)।' আর ইয়ায এর বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন।"

(আর এর অন্যতম রূপ হলো) এবং এটিই এর সর্বোচ্চ রূপ, যেমনটি ইয়ায ও অন্যান্যরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন: (যে শাইখ তার ছাত্রকে তার শ্রুতির মূল কপি বা) (মূল কপির সাথে মিলিয়ে নেওয়া অনুলিপি) (প্রদান করবেন এবং তাকে বলবেন:) (এটি আমার শ্রুতি বা আমার অমুক থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত), অথবা তিনি তার নাম উল্লেখ করবেন না, তবে যার কাছ থেকে শুনেছেন তার নাম প্রদত্ত কিতাবে উল্লেখিত থাকবে, (তবে এটি আমার থেকে বর্ণনা করো), (অথবা 'আমি তোমাকে আমার থেকে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম', অতঃপর তিনি সেটিকে তার কাছেই রাখবেন মালিকানা হিসেবে অথবা অনুলিপি করার জন্য), এবং তা মিলিয়ে নিয়ে ফেরত দেবেন (বা অনুরূপ)।

এবং এর মধ্যে একটি হলো যে, তার কাছে (অর্থাৎ শাইখের কাছে) (ছাত্র) শাইখের শ্রুতির (মূল বিষয়) প্রদান করবে।

(ص: 469) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

أَوْ مُقَابَلًا بِهِ (فَيَتَأَمَّلُهُ) الشَّيْخُ (، وَهُوَ عَارِفٌ مُتَيَقِّظٌ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِلَيْهِ) أَيْ يُنَاوِلُهُ لِطَلَّابٍ (وَيَقُولُ) لَهُ (هُوَ حَدِيثِي أَوْ رِوَايَتِي) عَنْ فُلَانٍ أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَ فِيهِ (فَارْوِهِ عَنِّي، أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ وَهَذَا سَبَّاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَرْضًا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَيْهِ تُسَمَّى عَرْضًا، فَلْيُسَمَّ هَذَا عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ، وَذَلِكَ عَرْضُ الْقِرَاءَةِ.

وَهَذِهِ الْمُنَاوَلَةُ كَالسَّمَاعِ فِي الْقُوَّةِ وَالرُّتْبَةِ، (عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِيِّ) مِنَ الْمَدَنِيِّينَ، (وَمُجَاهِدٍ) الْمَكِّيِّ، (وَالشَّعْبِيِّ، وَعَلْقَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ) النَّخَعِيَّانِ
مِنَ الْكُوفِيِّينَ، (وَأَبِي الْعَالِيَةِ) الْبَصْرِيِّ، (وَأَبِي الزُّبَيْرِ) الْمَكِّيِّ، (وَأَبِي الْمُتَوَكِّلِ) الْبَصْرِيِّ،
(وَمَالِكٍ) مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، (وَأَبْنِ وَهْبٍ، وَأَبْنِ الْقَاسِمِ)، وَأَشْهَبَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ،
(وَجَمَاعَاتٍ آخَرِينَ) مِنَ الشَّامِيِّينَ وَالْخُرَاسَانِيِّينَ، وَحَكَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ
مَشَايِخِهِ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَارْفَعْ مَنْ حُكِيَ عَنْهُ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ ذَلِكَ، أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَمِنْ دُونِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ.

[তারবীবুর রাবী]

অথবা (বইটি) এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, (তখন) শায়খ তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ
করবেন, যখন তিনি জ্ঞাত ও সতর্ক থাকবেন, অতঃপর তা তার (ছাত্রের) কাছে ফিরিয়ে দেবেন
– অর্থাৎ ছাত্রকে তা প্রদান করবেন – এবং তাকে বলবেন: "এটি আমার হাদীস অথবা আমার
বর্ণনা" – অমুকের সূত্রে বা যার নাম তাতে উল্লেখ আছে তার সূত্রে – "সুতরাং তুমি এটি আমার
সূত্রে বর্ণনা কর, অথবা আমি তোমাকে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম।" হাদীসের অনেক
ইমাম এটিকে 'আরদ' (উপস্থাপন) নামে অভিহিত করেছেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, তাঁর
উপর পাঠ করাকেও 'আরদ' বলা হয়। সুতরাং এটিকে 'আরদুল মুনাওয়ালা' (হস্তান্তরের মাধ্যমে
উপস্থাপন) বলা হোক এবং সেটিকে 'আরদুল কিরাআত' (পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন) বলা
হোক।

এই মুনাওয়ালা (হস্তান্তর) শক্তি ও মর্যাদায় সামা' (শ্রবণ)-এর সমতুল্য, যুহরী, রাবীআ,
ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী (মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে), মুজাহিদ আল-মাক্কী,
শা'বী, আলকামা, এবং ইব্রাহিম আন-নাখায়ী (উভয়ে কুফাবাসী), আবুল আলিয়া আল-বাসরী,
আবুল যুবাইর আল-মাক্কী, আবুল মুতাওয়াঙ্কিল আল-বাসরী, মালিক (মদীনাবাসীদের মধ্য
থেকে), ইবনে ওয়াহাব, ইবনে কাসিম, ও আশহাব (মিসরবাসীদের মধ্য থেকে) এবং অন্যান্য

অনেক দল (শামবাসী ও খুরাসানবাসীদের মধ্য থেকে)-এর মতে। আল-হাকিম তার কিছু উস্তাদের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

আল-বুলফীনী বলেছেন: মদীনাবাসীদের মধ্য থেকে যাদের সম্পর্কে এটি বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হলেন আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (সপ্ত ফুকাহায়ে সা'বাহর একজন) এবং ইবনে আব্বাসের মুক্তদাস ইকরিমা।

এবং তার নিচে হলেন আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান, হিশাম ইবনে উরওয়াহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা।

(ص: 470) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَمِنْ دُونِهِمْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ.
وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمَ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَنَافِعُ الْجَحِي، وَدَاوُدُ
الْعَطَّارُ، وَمُسْلِمُ الزُّنْجِيُّ.
وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَبُو بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَبِرِ،
وَإِسْرَائِيلُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَزُهَيْرُ، وَجَابِرُ الْجُعْفِيُّ.
وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَتَادَةُ، وَحَبِيدُ الطَّوِيلُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَكَهْمَسُ، وَزِيَادُ بْنُ
فَيْرُوزَ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ
الْمُغِيرَةِ.

وَمِنْ الْبَصَرِيِّينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

[عَبْدُ] الْحَكَمِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ، وَيَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عَمْرٍو.
وَنَقَلَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي مُقَدِّمَةِ جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ جَعَلَهَا أَرْفَعَ مِنَ
السَّاعِ؛ لِأَنَّ الثَّقَّةَ بَكْتَابِ الشَّيْخِ مَعَ إِذْنِهِ فَوْقَ الثَّقَّةِ بِالسَّاعِ مِنْهُ، وَأُثْبِتُ

-
[তাদরীবুর রাবী]

এবং তাদের নিচে (মর্যাদায়) আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী উবাইদ।

আর মক্কাবাসীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনু খায়ছাম, ইবনু উয়ায়না, নাফি‘ আল-জুমাহী, দাউদ আল-আত্তার এবং মুসলিম আয-জিনজী।

আর কুফাবাসীদের মধ্যে আবু বুরদাহ আল-আশ‘আরী, আলী ইবনু রাবী‘আহ আল-আসাদী, মানসূর ইবনু আল-মু‘তামির, ইসরাঈল, আল-হাসান ইবনু সালিহ, যুহাইর এবং জাবির আল-জু‘ফী।

আর বসরবাসীদের মধ্যে কাতাদাহ, হুমাইদ আত-তাওয়ীল, সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ, কাহমাস, যিয়াদ ইবনু ফাইরুয, আলী ইবনু যায়িদ ইবনু জুদ‘আন, দাউদ ইবনু আবী হিন্দ, জারীর ইবনু হাযিম এবং সুলাইমান ইবনু আল-মুগীরাহ।

আর মিসরীয়দের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু

[আব্দুল] হাকাম, সাঈদ ইবনু উফাইর, ইয়াহইয়া ইবনু বাকীর এবং ইউসুফ ইবনু আমর।

ইবনুল আসীর তাঁর জামি‘উল উসূল গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, কিছু সংখ্যক হাদীসবিদ এটিকে (কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে, যা পূর্বের আলোচনা থেকে ইঙ্গিতবাহী) শ্রবণ অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন; কারণ শাইখের কিতাবের প্রতি তাঁর অনুমতিক্রমে যে বিশ্বস্ততা রয়েছে, তা তাঁর থেকে শ্রবণের বিশ্বস্ততা থেকে উচ্চতর এবং অধিক সুদৃঢ়।

(ص: 471) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-
[تدريب الراوي]

لِمَا يَدْخُلُ مِنَ الْوُحْمِ عَلَى السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ.

(وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ وَهُوَ قَوْلُ) سُفْيَانَ (الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ،
وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي، وَالْبُيْهَقِيِّ، وَالْمُزَنِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ) بَنِ
رَاهَوِيهِ، (وَيَحْيَى بَنِ يَحْيَى) ، وَأَسْنَدَهُ الرَّامَهُزْمِيُّ عَنْ مَالِكٍ.
(قَالَ الْحَاكِمُ: وَعَلَيْهِ عَهْدُنَا أَئِتَيْنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ) .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اعْتَرَضَ ذِكْرُ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ صَاحِبَ الْقُنْيَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ
نَقَلَ عَنْهُ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا أَعْطَاهُ الْكِتَابَ وَأَجَازَ لَهُ مَا فِيهِ وَلَمْ يَسْبِعْهُ
وَلَمْ يَعْرِفْهُ لَمْ يَجُزْ.

قَالَ: وَالْجَوَابُ أَنَّ الْبُطْلَانَ عِنْدَهُمَا لَا لِلْمَنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ، بَلْ لِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ، فَإِنَّ
الضَّبِيرَ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ، إِنْ كَانَ لِلْمُجَازِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِيَتَّفِقَ الضَّائِرُ، فَبُقْتَضَاهُ أَنَّهُ
إِذَا عَرَفَ مَا أُجِيزَ لَهُ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ لِلشَّيْخِ فَسَيَأْتِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِنْ كَانَ الطَّالِبُ
مَوْثُوقًا بِخَبْرِهِ.

قُلْتُ: وَمِمَّا يَعْتَرِضُ بِهِ فِي ذِكْرِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَوَى عَنْهُ فِي " الْمُدْخَلِ " قَالَ: فِي
الْعَرَضِ يَقُولُ: قَرَأْتُ وَقُرِئَ، وَفِي الْمَنَاوَلَةِ يَتَدَيَّنُ بِهِ وَلَا يُحَدِّثُ.
(وَمِنْ صَوَرِهَا: أَنْ يَنَاولَ الشَّيْخُ الطَّالِبَ سَمَاعَهُ وَيُجِيزُهُ لَهُ، ثُمَّ يُنْسِكُهُ الشَّيْخُ) عِنْدَهُ
وَلَا يُبْقِيهِ عِنْدَ الطَّالِبِ (وَهَذَا دُونَ مَا سَبَقَ) لِعَدَمِ احْتِوَاءِ الطَّالِبِ عَلَى مَا يَحْبِلُهُ
وَعَيْبَتُهُ عَنْهُ، (وَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ) عَنْهُ (إِذَا وَجَدَ) ذَلِكَ (الْكِتَابَ) الْمَنَاوَلَ لَهُ مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ
بِسَلَامَتِهِ مِنَ التَّغْيِيرِ (أَوْ) وَجَدَ فَرَعًا (مُقَابِلًا بِهِ مَوْثُوقًا بِمُوافَقَتِهِ مَا تَنَاوَلْتَهُ الْإِجَازَةُ)
, كَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ (فِي الْإِجَازَةِ الْمُبَجَّرَةِ) (وَلَا يَظْهَرُ فِي هَذِهِ الْمَنَاوَلَةِ كِبِيرُ مَرِيَّةٍ عَلَى
الْإِجَازَةِ الْمُبَجَّرَةِ) عَنْهَا (فِي مُعَيَّنٍ) مِنَ الْكُتُبِ.

(و) قَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ: لَا فَائِدَةَ فِيهَا) .
وَعِبَارَةُ الْقَاضِي عِيَاضٍ مِنْهُمْ: وَعَلَى التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْإِجَازَةِ لِلشَّيْءِ
الْمُعَيَّنِ مِنَ التَّصَانِيفِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَازَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِكِتَابِ الْمُوطَأِ وَهُوَ
غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ إِذِ الْمَقْصُودُ تَعْيِينُ مَا أُجَازَهُ.

-
[তাদরীবুর রাবী]

শ্রোতা ও বর্ণনাকারীর মাঝে যে ভ্রান্তি প্রবেশ করে তার জন্য।

(এবং বিশুদ্ধ মত হলো যে, এটি সামা' ও কিরাআ'ত অপেক্ষা নিম্নমানের। আর এটি হলো) সুফিয়ান (আছ-ছাওরী, আল-আওয়াঈ, ইবনুল মুবারাক, আবু হানীফা, আশ-শাফিঈ, আল-বুওয়াইত্বী, আল-মুযানী, আহমাদ, ইসহাক) ইবনু রাহওয়াইহ (এবং ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া)-এর মত। আর রামাহুরমুযী এটি মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন।

(আল-হাকিম বলেছেন: এর উপরেই আমরা আমাদের ইমামগণকে পেয়েছি এবং আমরাও এরই অনুসরণ করি)।

আল-ইরাকী বলেছেন: আবু হানীফা-এর নাম এদের সাথে উল্লেখ করার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এই বলে যে, তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে কুনিয়া-এর লেখক তাঁর এবং মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাদ্দিস যখন তাকে কিতাব দেন এবং তাতে যা আছে তার জন্য তাকে ইজাযত দেন, অথচ তিনি তা শুনেননি এবং তা জানেনওনি, তখন তা জায়েয হবে না।

তিনি (আল-ইরাকী) বলেছেন: এর জবাব হলো যে, তাদের উভয়ের মতে বাতিল হওয়ার কারণ মুনাওয়ালা ও ইজাযত নয়, বরং معرفة (জানা)-এর অভাব। কেননা, তাঁর (মুহাম্মাদ-এর) কথা "ولم يعرفه" (এবং তিনি তা জানেননি)-এর মধ্যে ضير (সর্বনাম) যদি সেই ব্যক্তির জন্য হয় যাকে ইজাযত দেওয়া হয়েছে (السبب), আর এটিই স্পষ্ট, যাতে সর্বনামগুলো সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে এর দাবি হলো যে, যখন সে যা তাকে ইজাযত দেওয়া হয়েছে তা জানে, তখন তা সহীহ হবে। আর যদি তা শায়খের জন্য হয়, তাহলে পরবর্তীতে আসবে যে, তা জায়েয হবে না, তবে যদি طاب (শিক্ষার্থী) তার খবরের ব্যাপারে বিশ্বস্ত হয়।

আমি বলি: আল-আওয়াঈ-এর উল্লেখের ক্ষেত্রে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় তার মধ্যে এটিও রয়েছে যে, আল-বায়হাকী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: 'আর্দ (শিক্ষকের সামনে পাঠ)-এর ক্ষেত্রে সে বলবে: "আমি পাঠ করেছি এবং আমার সামনে পাঠ করা হয়েছে।" আর মুনাওয়ালা-এর ক্ষেত্রে সে এর উপর নির্ভর করবে, তবে বর্ণনা করবে না।

(এবং এর প্রকারগুলির মধ্যে একটি হলো: শায়খ তার শ্রুত কিতাব শিক্ষার্থীকে দেন এবং তার জন্য ইজায়ত দেন, অতঃপর শায়খ তা নিজের কাছে রেখে দেন) এবং শিক্ষার্থীর কাছে রাখেন না। (আর এটি পূর্বোক্তটির চেয়ে নিম্নমানের) কারণ শিক্ষার্থীর কাছে তা ধারণ করার সুযোগ থাকে না এবং সে এর থেকে অনুপস্থিত থাকে। (এবং তার বর্ণনা জায়েয হবে) তার থেকে (যখন সে ঐ কিতাব) যা তাকে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল (পাবে), তার পরিবর্তনের শঙ্কা থেকে তা মুক্ত থাকার বিষয়ে তার প্রবল ধারণা সহকারে; (অথবা) এমন একটি অনুলিপি পাবে (যা তার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং ইজায়ত যা অন্তর্ভুক্ত করে তার সাথে এর সামঞ্জস্যের উপর আস্থা রাখা হয়), যেমনটি (মুজাররাদ ইজায়ত-এর ক্ষেত্রে) বিবেচিত হয়। (এবং এই মুনাওয়ালাতে এর থেকে) নির্দিষ্ট কিতাবের ক্ষেত্রে (মুজাররাদ ইজায়ত-এর উপর কোনো বড় ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না)।

(এবং) একদল ফিকহ ও উসূলে ফিকহের বিশেষজ্ঞ (বলেছেন: এতে কোনো ফায়দা নেই)। তাদের মধ্যে কাযী ইয়াযের বক্তব্য হলো: "এবং তাহকীক (গভীর বিশ্লেষণ)-এর পর, নির্দিষ্ট গ্রন্থাবলির জন্য ইজায়ত ব্যতীত এর (মুনাওয়ালার) কোনো অতিরিক্ত বিষয় নেই। আর তাকে আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করার ইজায়ত দেওয়া হোক, সে অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক, এতে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ উদ্দেশ্য হলো যা তাকে ইজায়ত দেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট করা।"

(ص: 473) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الضَرْبُ الثَّانِي: الْمَجَرَّدَةُ بِأَنْ يُنَاوِلَهُ مُقْتَصِرًا عَلَى: هَذَا سَاعِي، فَلَا تَجُوزُ الرَّوَايَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ، وَعَابُوا الْمُحَدِّثِينَ الْمَجَوِّزِينَ. فَرُعْ: جَوَزَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَغَيْرُهُمَا، إِطْلَاقَ حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا فِي الرَّوَايَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهَا سَاعًا، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازُهُ فِي الْإِجَازَةِ الْمَجَرَّدَةِ.

وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَأَهْلُ التَّحَرِّيِ الْمَنْعُ وَتَخْصِيصُهَا بِعِبَارَةٍ مُشْعِرَةٍ بِهَا: كَحَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا إِجَازَةً أَوْ مُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً أَوْ إِذْنًا أَوْ فِي إِذْنِهِ أَوْ فِيمَا أَدْنَى لِي فِيهِ أَوْ فِيمَا

أُطْلِقَ لِي رِوَايَتُهُ أَوْ أَجَازَنِي أَوْ لِي أَوْ نَاوَلَنِي أَوْ شَبَّهَ ذَلِكَ، وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ تَخْصِيصُهَا بِخَبَرَنَا وَالْقِرَاءَةُ بِأَخْبَرَنَا. وَاصْطَلَحَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى إِطْلَاقِ أَنْبَأَنَا فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ كِتَابِ "الْوَجَازَةِ".
وَكَانَ الْبَيْهَقِيُّ يَقُولُ: أَنْبَأَنِي إِجَازَةً.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: الَّذِي اخْتَارَهُ وَعَهْدَتْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايِخِي وَأَثَبَةً عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِيهَا عُرِضَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَأَجَازَهُ شِفَاهًا: أَنْبَأَنِي، وَفِيهَا كَتَبَ إِلَيْهِ كُتِبَ إِلَيَّ، وَقَدْ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ: كُلُّ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لِي فَلَانٌ عَرْضًا وَمُنَاوَلَةً، وَعَبَّرَ قَوْمٌ عَنِ الْإِجَازَةِ بِأَخْبَرَنَا فَلَانٌ أَنَّ فَلَانًا حَدَّثَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ وَحَكَاهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَاسْتَعْمَلَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْإِجَازَةِ الْوَاقِعَةَ فِي رِوَايَةٍ مِنْ فَوْقِ الشَّيْخِ حَرْفَ عَنْ، فَيَقُولُ مَنْ سَمِعَ شَيْخًا بِإِجَازَتِهِ عَنْ شَيْخٍ: قَرَأْتُ عَلَى فَلَانٍ عَنْ فَلَانٍ.
ثُمَّ إِنَّ الْمَنْعَ مِنْ إِطْلَاقِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا لَا يَزُولُ بِإِبَاحَةِ الْمُجِيزِ ذَلِكَ.

[تدريب الراوي]

(و) لَكِنَّ (شُيُوخَ الْحَدِيثِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرُونَ لَهَا مَزِيَّةً مُعْتَبَرَةً) عَلَى الْإِجَازَةِ الْمُعَيَّنَةِ.

(وَمِنْهَا: أَنْ يَأْتِيَهُ الطَّالِبُ بِكِتَابٍ وَيَقُولُ) لَهُ: (هَذَا رِوَايَتُكَ فَنَاوَلْنِيهِ وَأَجْزُ لِي رِوَايَتَهُ فَيُجِيبُهُ إِلَيْهِ) اعْتِمَادًا عَلَيْهِ (مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِيهِ وَ) لَا (تَحَقُّقٍ لِرِوَايَتِهِ) لَهُ، (فَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنْ وَثِقَ بِخَبَرِ الطَّالِبِ وَمَعْرِفَتِهِ) وَهُوَ بِحَيْثُ يُعْتَبَدُ مِثْلُهُ (اعْتَمَدَهُ، وَصَحَّتِ الْإِجَازَةُ) وَالْمُنَاوَلَةُ (كَمَا يُعْتَبَدُ فِي الْقِرَاءَةِ) عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ إِذَا وَثِقَ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَالطَّالِبُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَبَرٍ مَنْ يُعْتَبَدُ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ فَهَلْ يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ السَّابِقَيْنِ؟ لَمْ أَرْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ نَعَمْ لِزَوَالِ مَا كُنَّا نَخْشَاهُ مِنْ عَدَمِ ثِقَةِ الْمُجِيزِ. انْتَهَى.

فَلَوْ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنِّي بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ ، وَالْوَهْمِ
(كَانَ) ذَلِكَ (جَائِزًا حَسَنًا) .

[الثاني المجردة]

(الضَّرْبُ الثَّانِي) الْمُنَاوَلَةُ (الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ بِأَنْ يُنَاوَلَهُ) الْكِتَابُ كَمَا تَقَدَّمَ

দ্বিতীয় প্রকার: মুজাররাদাহ (কেবল হ্যান্ড-ওভার/প্রদান)

এভাবে যে, (শাইখ) তাকে (ছাত্রকে) কিছু দেন এবং শুধু বলেন: ‘এটা আমার শ্রুত হাদিস।’
এক্ষেত্রে এর মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয়, সঠিক মতানুসারে, যা ফুকাহাগণ ও
উসূলশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন। তাঁরা এমন মুহাদিসদের সমালোচনা করেছেন যারা এটি
জায়েজ বলেছেন।

শাখা মাসআলা:

যুহরি, মালিক ও অন্যান্য অনেকে, মুনাওয়ালা (হ্যান্ড-ওভার/প্রদান) এর মাধ্যমে হাদিস
বর্ণনার ক্ষেত্রে ‘হাদ্দাসানা’ (আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন) এবং ‘আখবারানা’
(আমাদেরকে অবহিত করেছেন) শব্দদ্বয় ব্যবহারকে জায়েজ বলেছেন। আর এটি তাদের মতের
চাহিদা যারা মুনাওয়ালাকে ‘সামা’ (শ্রবণ) হিসেবে গণ্য করেছেন। আবু নু’আইম আল-
আসফাহানি ও অন্যান্যদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তা মুজাররাদাহ (শুধুমাত্র) ইজাজাহ
(বর্ণনার অনুমতি) এর ক্ষেত্রেও জায়েজ।

তবে সঠিক মত, যার উপর জুমহুর (অধিকাংশ) এবং তাহাফফুয (সতর্কতা)-এর অনুসারীগণ
রয়েছেন, তা হলো এটি নিষিদ্ধ। এবং এর জন্য এমন অভিব্যক্তি নির্দিষ্ট করা, যা এর প্রতি
ইঙ্গিত করে। যেমন: ‘হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা ইজাযাতান’ (আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ও
অবহিত করেছেন ইজাযাতান), অথবা ‘মুনাওয়ালাতান ওয়া ইজাযাতান’ (মুনাওয়ালার মাধ্যমে
ও ইজাযাতান), অথবা ‘ইযনান’ (অনুমতি সহকারে), অথবা ‘ফি ইযনিহি’ (তার অনুমতিক্রমে),
অথবা ‘ফি মা আযিনা লি ফিহি’ (যাতে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন), অথবা ‘ফি মা
আতলাকা লি রিওয়ায়াতাহ্’ (যার বর্ণনা তিনি আমার জন্য উন্মুক্ত করেছেন), অথবা
‘আজাজানি’ (তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন), অথবা ‘লি’ (আমার জন্য), অথবা
‘নাওয়ালালানি’ (তিনি আমাকে প্রদান করেছেন), অথবা এর অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা।

আওয়াই থেকে বর্ণিত আছে যে, এর জন্য ‘খাবারানা’ (তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) শব্দ ব্যবহার করা এবং কিরা’আত (পাঠ) এর জন্য ‘আখবারানা’ (তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন) ব্যবহার করা। একদল মুতাআখখিরিন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) ইজাযাহ এর ক্ষেত্রে ‘আনবাআনা’ (তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) শব্দ ব্যবহারকে একটি পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আর ‘আল-উজাজাহ’ গ্রন্থের রচয়িতা এটিই পছন্দ করেছেন। আর বাইহাকি বলতেন: ‘আনবাআনি ইজাযাতান’ (তিনি আমাকে ইজাযাতান খবর দিয়েছেন)। আল-হাকিম বলেছেন: আমি যা পছন্দ করি এবং আমার অধিকাংশ শাইখ ও আমার যুগের ইমামদের থেকে যা পেয়েছি তা হলো, যখন মুহাদিসের সামনে কিছু পেশ করা হয় এবং তিনি মৌখিকভাবে অনুমতি দেন, তখন বলা হবে: ‘আনবাআনি’ (তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন)। আর যখন তিনি কাউকে কিছু লিখে পাঠান, তখন বলা হবে: ‘কুতিবা ইলাইয়া’ (আমার কাছে লেখা হয়েছে)। আবু জা’ফর ইবনে হামদান বলেছেন: বুখারীর সমস্ত ‘কালা লি ফুলানুন’ (অমুক আমাকে বলেছেন) হলো ‘আরদান ওয়া মুনাওয়ালাতান’ (উপস্থাপনা ও প্রদানের মাধ্যমে)। একদল লোক ইজাজাহকে এভাবে প্রকাশ করেছেন: ‘আখবারানা ফুলানুন আন্না ফুলানান হাদাসাহু আও আখবারাহু’ (অমুক আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, অমুক তাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বা অবহিত করেছেন)। খাত্তাবি এটিই পছন্দ করেছেন এবং এটিই বর্ণনা করেছেন, তবে এটি দুর্বল মত।

মুতাআখখিরুনগণ (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) শাইখের উপরের ব্যক্তির বর্ণনার ক্ষেত্রে যে ইজাজাহ হয়, তার জন্য ‘আন’ (থেকে) অক্ষরটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শাইখের থেকে তার শাইখের ইজাজাহর মাধ্যমে শুনেছে, সে বলবে: ‘ক্বারা’তু আলা ফুলানিন আন ফুলানিন’ (আমি অমুকের উপর পড়েছি অমুকের থেকে)।

এরপর, ‘হাদাসানা’ এবং ‘আখবারানা’ শব্দদ্বয়ের নির্বিচার ব্যবহার থেকে যে নিষেধাজ্ঞা, তা মুজিয (অনুমতিদাতা) এর অনুমতির দ্বারা দূর হয় না।

—
[তা’লিমুর রাওয়ী]

(তবে) (কিন্তু) (হাদিসের শাইখগণ প্রাচীন ও আধুনিক কালেও এটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পান) নির্দিষ্ট ইজাজাহর উপর।

(এবং এর মধ্যে একটি হলো: যখন ছাত্র একটি কিতাব নিয়ে তার কাছে আসে এবং বলে) তাকে: (এটা আপনার বর্ণনা, তাই এটি আমাকে দিন এবং আমাকে এর বর্ণনার অনুমতি দিন।

তখন শাইখ তার কথায় সাড়া দেন) তার উপর ভরসা করে (তাতে না দেখে) এবং (তার বর্ণনা হিসেবে) (তা যাচাই না করে)। (এটি বাতিল। তবে যদি সে ছাত্রের খবর ও তার জ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়) এবং এমন হয় যে তার উপর নির্ভর করা যায় (তাহলে শাইখ তার উপর নির্ভর করতে পারেন, এবং ইজাজাহ) এবং মুনাওয়ালা (সঠিক হবে)। (যেমন সে কিরা'আত (পড়ার) ক্ষেত্রে নির্ভর করে) তার মূল গ্রন্থ থেকে, যদি সে তার দীনদারী ও জ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। ইরাকি বলেছেন: যদি শাইখ এমনটা করেন এবং ছাত্রটি অবিশ্বস্ত হয়, এরপর পরে এমন কারো খবরে স্পষ্ট হয়ে যায় যার উপর নির্ভর করা যায় যে, তা তার বর্ণিত হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহলে কি পূর্ববর্তী ইজাজাহ ও মুনাওয়ালা সঠিক বলে গণ্য হবে? আমি এমন কাউকে দেখিনি যে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তবে বাহ্যত হ্যাঁ, কারণ মুজিযের (অনুমতিদাতা) আস্থার অভাবের যে আশঙ্কা আমরা করেছিলাম তা দূর হয়ে গেছে। সমাপ্ত।

(যদি শাইখ বলেন: ‘আমার থেকে তাতে যা আছে তা বর্ণনা করো, যদি তা আমার হাদিস হয়, ভুলের দায় থেকে আমি মুক্ত’) এবং ভুলো মন থেকে (তাহলে তা) (জায়েজ ও উত্তম) হবে।

[দ্বিতীয় প্রকার: মুজাররাদাহ]

(দ্বিতীয় প্রকার) মুনাওয়ালা (যা ইজাজাহ থেকে বিযুক্ত, এভাবে যে, তিনি তাকে) কিতাবটি (প্রদান করেন) যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

(ص: 474) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی - ج 1

.....

-

[تدریب الراوی]

(مُقْتَصِرًا عَلَى) قَوْلِهِ (هَذَا سَمَاعِي) أَوْ مِنْ حَدِيثِي، وَلَا يَقُولَ لَهُ ارْوِهِ عَنِّي، وَلَا أَجْزْتُ لَكَ رِوَايَتَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، (فَلَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ، وَعَابُوا الْمُحَدِّثِينَ الْمُجَوِّزِينَ) لَهَا.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَالَ: فَهَذِهِ مُنَاوَلَةٌ مُخْتَلَّةٌ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهَا، وَعَابَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ أَجَازُوهَا وَسَوَّغُوا الرِّوَايَةَ بِهَا.

وَحَكَى الْخَطِيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ صَحَّحُوهَا. وَمُخَالِفٌ أَيْضًا لِمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ مِنْهُمْ الرَّازِيُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْإِذْنَ بَلْ وَلَا الْمُنَاوَلَةَ، بَلْ إِذَا أَشَارَ إِلَى كِتَابٍ، وَقَالَ هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ جَازَ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ، سَوَاءٌ نَاوَلَهُ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ قَالَ لَهُ ارْوِهِ عَنِّي أَمْ لَا.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّ الرِّوَايَةَ بِهَا تَتَرَجَّحُ عَلَى الرِّوَايَةِ بِمَجَرَّدِ إِعْلَامِ الشَّيْخِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُنَاوَلَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ إِشْعَارٍ بِالْإِذْنِ فِي الرِّوَايَةِ.

قُلْتُ: وَالْحَدِيثُ وَالْأَثَرُ السَّابِقَانِ أَوَّلُ الْقِسْمِ يَدُلَّانِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَصْرِيحٌ بِالْإِذْنِ. نَعَمْ، الْحَدِيثُ الَّذِي عُلِّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِيهِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا. فَمَفْهُومُهُ الْأَمْرُ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ بُلُوغِ الْمَكَانِ.

[তাদরীবুর রাবী]

(কেবলমাত্র) তার এই উক্তির উপর সীমাবদ্ধ রেখে (যে), 'এটি আমার শ্রুত' অথবা 'আমার হাদীস থেকে' (এবং শায়খ) তাকে 'এটি আমার থেকে বর্ণনা করো' একথা না বলে, এবং 'আমি তোমাকে এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিলাম' বা এই জাতীয় কিছু না বলে, (তাহলে) এর মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েজ হবে না, ফুকাহায়ে কেরাম ও উসুলবিদগণের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে, এবং তাঁরা (ফুকাহায়ে কেরাম ও উসুলবিদগণ) সে সকল মুহাদ্দিসীনকে দোষারোপ করেছেন যারা এর অনুমতি দিয়েছেন।

আল-ইরাকী বলেছেন: ইমাম নববী যা উল্লেখ করেছেন, তা ইবনুল সালাহ-এর কথার বিরোধী। কারণ তিনি (ইবনুল সালাহ) কেবল বলেছেন: 'এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ 'মুনাওয়ালা' (হাদীস প্রদানের পদ্ধতি), এর মাধ্যমে বর্ণনা করা জায়েজ নয়।' এবং ফুকাহায়ে কেরাম ও উসুলবিদগণের অনেকেই সেই সকল মুহাদ্দিসীনকে এর জন্য দোষারোপ করেছেন যারা এটিকে জায়েজ বলেছেন এবং এর মাধ্যমে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন।

আল-খতীব একদল আহলে ইলম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা এটিকে সহীহ (বৈধ) বলেছেন। এবং এটি (নববীর মত) উসুলবিদগণের একটি জামাত, যাদের মধ্যে আর-রাযীও রয়েছেন, তাদের কথারও বিরোধী। কারণ তিনি (আর-রাযী) অনুমতি শর্ত করেননি, এমনকি 'মুনাওয়ালা'কেও (প্রদান) শর্ত করেননি। বরং, যখন তিনি (শায়খ) কোনো কিতাবের দিকে ইশারা করে বলেন, 'এটি অমুকের নিকট থেকে আমার শ্রুত', তখন যিনি (ছাত্র) তা শুনেছেন, তার জন্য তা শায়খের সূত্রে বর্ণনা করা জায়েজ, শায়খ তাকে তা প্রদান করুক বা না করুক, এবং তিনি তাকে 'আমার থেকে বর্ণনা করো' একথা বলুন বা না বলুন।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: নিশ্চয়ই এর মাধ্যমে বর্ণনা করা, কেবল শায়খের অবগতকরণের মাধ্যমে বর্ণনা করার চেয়ে অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য, কারণ এতে 'মুনাওয়ালা' (প্রদান) রয়েছে। কেননা তা (মুনাওয়ালা) বর্ণনা করার অনুমতির ইঙ্গিত থেকে মুক্ত নয়।

আমি বলি: এবং এই বিভাগের শুরুতে উল্লিখিত পূর্ববর্তী হাদীস ও আসার (সাহাবীর উক্তি) উভয়ই এর উপর প্রমাণ করে। কারণ সে দুটিতে (হাদীস ও আসারে) অনুমতির সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। হ্যাঁ, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী তা'লীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এর ইঙ্গিত রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: 'তুমি এটি ততক্ষণ পর্যন্ত পড়ো না, যতক্ষণ না তুমি অমুক স্থানে পৌঁছাও।' সুতরাং এর মর্মার্থ হলো, সেই স্থানে পৌঁছানোর পর পড়ার নির্দেশ।

(ص: 475) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَعِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمُنَاوَلَةُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ، كَأَنْ قَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي هَذَا الْكِتَابَ لِأَرْوِيهِ عَنْكَ، فَنَاوَلَهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِذْنِ صَحَّحْتُ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَازَةِ بِالْخَطِّ، بَلْ هَذَا أَبْلَغُ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ، فَقَالَ: هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَانٍ، كَمَا وَقَعَ مَنْ أَنْسَ فَتَصَحَّحْتُ أَيْضًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا، فَإِنْ نَاوَلَهُ الْكِتَابَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّهُ سَمَاعُهُ لَمْ تَجْزِ الرَّوَايَةُ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ، قَالَهُ الرَّزَّكَشِيُّ.

فَرَعُ:

فِي الْفَاطِ الْأَدَاءِ لِمَنْ تَحَمَّلَ الْإِجَازَةَ وَالْمُنَاوَلَةَ (جَوَزَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا) كَالْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ (إِطْلَاقَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرْنَا فِي الرِّوَايَةِ بِالْمُنَاوَلَةِ، وَهِيَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهَا
سِمَاعًا).

وَحُكِّيَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ وَغَيْرِهِ (كَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزُبَانِيِّ (جَوَازُهُ) أَيْ إِطْلَاقُ
حَدَّثَنَا وَأَخْبَرْنَا (فِي الْإِجَازَةِ الْمَجَرَّدَةِ) أَيْضًا، وَقَدْ عَيَّبَا بِذَلِكَ، لَكِنْ حَكَاهُ الْقَاضِي

[তাদরীবুর রাবী]

আমার মতে বলা যায়: যদি মুনাওয়ালা (গ্রন্থ হস্তান্তর) কোনো প্রশ্নের উত্তরে হয়, যেমন কেউ তাকে বলল: "এই বইটি আমাকে দিন, যাতে আমি এটি আপনার সূত্রে বর্ণনা করতে পারি," অতঃপর সে তাকে বইটি দিল কিন্তু স্পষ্টভাবে অনুমতির কথা উচ্চারণ করল না, তাহলেও তা সহীহ (বৈধ) হবে। এবং তার জন্য তা বর্ণনা করা বৈধ হবে, যেমনটি লিখিত ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) এর ক্ষেত্রে পূর্বে বলা হয়েছে। বরং এটি (লিখিত ইজাযাহ অপেক্ষা) অধিক কার্যকরী। অনুরূপভাবে, যদি কেউ তাকে বলে: "আপনি অমুক থেকে যা শুনেছেন, তা আমাকে বর্ণনা করুন," অতঃপর সে বলল: "এটি অমুক থেকে আমার শ্রুত (হাদীস)," যেমনটি আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তাহলে এটিও সহীহ (বৈধ) হবে। আর এর বাইরে যা কিছু (ঘটে), তা (বৈধ) নয়। সুতরাং, যদি সে তাকে বইটি দিল কিন্তু তাকে অবহিত করল না যে এটি তার শ্রুত (হাদীস), তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এর দ্বারা বর্ণনা করা জায়েজ হবে না। এটি যারকাশী (রহ.) বলেছেন।

১ -

শাখা:

ইজাযাহ ও মুনাওয়ালার মাধ্যমে যারা (হাদীস) গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্য বর্ণনার শব্দাবলী প্রসঙ্গে: যুহরী, মালিক এবং তাদের অন্যান্যরা — যেমন হাসান আল-বাসরী — মুনাওয়ালার মাধ্যমে বর্ণনার ক্ষেত্রে "হাদাসানা" (আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) এবং "আখবারানা"

(আমাদেরকে অবহিত করেছেন) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার বৈধ বলেছেন। এবং এটি তাদের মতের চাহিদা যারা মুনাওয়ালাকে 'সামা' (শ্রবণ) হিসেবে গণ্য করেছেন।

এবং আবু নুআইম আল-আসফাহানী ও তার অন্যান্যদের থেকে — যেমন আবু আবদুল্লাহ আল-মারযুবানী — শুধু ইজাযাহ এর ক্ষেত্রেও এর (অর্থাৎ "হাদ্দাসানা" এবং "আখবারানা" এর) ব্যবহার বৈধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। যদিও তারা এ ব্যাপারে সমালোচিত হয়েছেন, তবে কাজী (রহ.) তা বর্ণনা করেছেন।

(ص: 476) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

عِيَاضُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَكَاةُ الْوَلِيدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَصَحَّحَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَلَا مَانِعَ مِنْهُ.

وَمِنْ أَصْطِلَاحِ أَبِي نُعَيْمٍ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، وَيُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إِجَازَةً، وَأَنَّ ذَلِكَ قُرِئَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: وَأَنَا أَسْمَعُ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدْ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ سَمِعَهُ بِوَاسِطَةٍ عَنْهُ، وَتَارَةً يَضُمُّ إِلَيْهِ، وَأُذِنَ لِي فِيهِ. وَهَذَا أَصْطِلَاحٌ لَهُ مُوْهِمٌ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابُنِ الصَّلَاحِ: (وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَأَهْلُ التَّحَرِّيِ) وَالْوَرَعُ (الْمَنْعُ) مِنْ إِطْلَاقِ ذَلِكَ (وَتَخْصِيصُهَا بِعِبَارَةٍ مُشْعِرَةٍ بِهَا) تَبَيَّنَ الْوَاقِعُ (كَحَدَّثَنَا) إِجَازَةً أَوْ مُنَاوَلَةً وَإِجَازَةً (وَأَخْبَرَنَا إِجَازَةً أَوْ مُنَاوَلَةً) وَإِجَازَةً

[তায়রীবুর রাবী]

'আইয়ায ইবন জুরাইজ থেকে, এবং আল-ওয়ালীদ ইবন বকর মালিক ও মদীনাবাসীদের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমামুল হারামাইন এটিকে সহীহ বলেছেন, এবং এতে কোনো বাধা নেই।

আবু নু'আইমের পরিভাষাগুলির মধ্যে এটিও আছে যে, তিনি বলেন: 'আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর আমাদেরকে জানিয়েছেন, যা তাঁর উপর পঠিত হয়েছিল। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চান যে, তিনি তাঁকে ইজাযতের মাধ্যমে খবর দিয়েছেন এবং তা তাঁর উপর পঠিত হয়েছিল। কারণ তিনি "এবং আমি শুনছিলাম" এই কথাটি বলেননি। এর প্রমাণ হলো, তিনি কখনও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর থেকে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে শুনেছেন। আবার কখনও এর সাথে যোগ করেন, "এবং আমাকে এতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" আর এটি তাঁর একটি বিভ্রান্তিকর পরিভাষা।

মুসান্নিফ, যেমন ইবনুল সালাহ, বলেছেন: (এবং সহীহ মত হলো, যার উপর জমহুর (অধিকাংশ) এবং তাহরীর (সূক্ষ্মভাবে যাচাইকারী) ব্যক্তিগণ রয়েছেন) এবং ওয়ারার (সংযমী ব্যক্তিগণ) (বিরত থাকা) এর সাধারণ প্রয়োগ থেকে (এবং এর জন্য একটি এমন নির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করা যা এটি নির্দেশ করে) যা বাস্তবতা প্রকাশ করে (যেমন: 'আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন') ইজাযত হিসেবে অথবা মুনাওয়ালা ও ইজাযত হিসেবে (এবং 'আমাদেরকে খবর দিয়েছেন' ইজাযত হিসেবে অথবা মুনাওয়ালা ও ইজাযত হিসেবে)।

(ص: 477) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

أَوْ إِذْنًا أَوْ فِي إِذْنِهِ أَوْ فِيمَا أَذِنَ لِي فِيهِ، أَوْ فِيمَا أَطْلَقَ لِي رِوَايَتَهُ، أَوْ أَجَازَنِي، أَوْ أَجَازَ (لِي)،
أَوْ نَاوَلَنِي أَوْ شَبَّهُ ذَلِكَ كَسَوَّغَ لِي أَنْ أُرْوِيَ عَنْهُ وَأَبَاحَ لِي.
(وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ تَخْصِيصُهَا) أَيْ الْإِجَازَةَ (بِخَبَرْنَا) بِالتَّشْدِيدِ (و) تَخْصِيصُ الْقِرَاءَةِ
بِاخْبَرْنَا بِالْهَمْزَةِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ يَحُلْ مِنَ الزَّعَاعِ، لِأَنَّ خَبَرَ وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، وَاخْتَارَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْإِجَازَةِ أَخْبَرْنَا، لَا مُطْلَقًا وَلَا مُقَيَّدًا، لِبُعْدِ دَلَالَةِ لَفْظِ الْإِجَازَةِ عَلَى الْإِخْبَارِ، إِذْ مَعْنَاهُ فِي الْوَضْعِ الْإِذْنُ فِي الرِّوَايَةِ. قَالَ: وَلَوْ سَمِعَ الْإِسْنَادَ مِنَ الشَّيْخِ وَنَاوَلَهُ الْكِتَابَ جَازَ لَهُ إِطْلَاقُ أَخْبَرْنَا، لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِالْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا جُمْلِيًّا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّفْصِيلِيِّ. (وَاصْطَلَحَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى إِطْلَاقِ أَنْبَأْنَا فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرِ الْغُبَرِيُّ (صَاحِبُ كِتَابِ "الْوَجَازَةِ") فِي تَجْوِيزِ الْإِجَازَةِ، وَعَلَيْهِ عَمَلٌ

[তাওদিবুর রাবী]

অথবা ইজেন (অনুমতি), অথবা তার ইজেন দ্বারা, অথবা যে বিষয়ে তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন তাতে, অথবা যার রিওয়ায়াত (বর্ণনা) তিনি আমাকে উনুজ্ঞ করেছেন, অথবা তিনি আমাকে ইজাজত (অনুমতি) দিয়েছেন, অথবা তিনি আমাকে ইজাজত দিয়েছেন, অথবা তিনি আমাকে হস্তান্তর করেছেন, অথবা অনুরূপ কিছু—যেমন, তিনি আমাকে তার থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তা বৈধ করেছেন।

(আল-আওয়াযী থেকে বর্ণিত যে, এটিকে—অর্থাৎ, ইজাজাতকে—‘খাব্বারানা’ (তাশদীদ সহকারে) শব্দ দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এবং ক্বিরাআতকে ‘আখবারানা’ (হামযা সহকারে) শব্দ দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।)

আল-ইরাকী বলেছেন: এটি বিতর্ক থেকে মুক্ত নয়, কারণ, ‘খাব্বারা’ এবং ‘আখবারা’ ভাষাগত ও পারিভাষিকভাবে একই অর্থ প্রকাশ করে। আর ইবনু দাক্কীক্ল-ঈদ এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ইজাজাতে ‘আখবারানা’ শব্দ ব্যবহার করা জায়য নয়, না শর্তহীনভাবে, না শর্তযুক্তভাবে; কারণ, ‘ইজাজাত’ শব্দের অর্থ ‘ইখবার’ (জানানো)-এর ইঙ্গিত থেকে অনেক দূরে। কেননা, এর মূল অর্থ হল বর্ণনা করার অনুমতি।

তিনি বলেন: যদি সে শাইখের কাছ থেকে ইসনাদ (সনদ) শুনে এবং শাইখ তাকে কিতাব হস্তান্তর করেন, তাহলে তার জন্য ‘আখবারানা’ শব্দ ব্যবহার করা জায়য। কারণ, এটি তার উপর সত্য প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাকে কিতাবের মাধ্যমে খবর দিয়েছেন। যদিও এটি

সমষ্টিগতভাবে খবর দেওয়া হয়, তবে এর এবং বিস্তারিত খবর দেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

(আর পরবর্তী যুগের কিছু লোক ইজাজাতে ‘আনবা’আনা’ শব্দ ব্যবহার করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর আবুল আব্বাস আল-ওয়ালীদ ইবনু বাকর আল-গামরী (যিনি "আল-ওয়াজাহ" কিতাবের লেখক) ইজাজাতের বৈধতায় এটিকে (অর্থাৎ আনবা'আনা ব্যবহারকে) গ্রহণ করেছেন, এবং এর উপর আমল

(ص: 478) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

النَّاسِ الْآنَ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَخْبَرْنَا.
وَحَكَى عِيَّاضٌ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِجَازَةِ مَرَّةً أَنْبَأْنَا وَمَرَّةً أَخْبَرْنَا.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرَى الْإِجَازَةَ.
(وَكَانَ الْبَيْهَقِيُّ يَقُولُ: أَنْبَأْنِي) وَأَنْبَأْنَا (إِجَازَةً) وَفِيهِ التَّضَرُّعُ بِالْإِجَازَةِ، مَعَ رِعَايَةِ
اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ (وَقَالَ الْحَاكِمُ: الَّذِي اخْتَارَهُ وَعَهْدَتْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايِخِي وَأُئِمَّةِ
عَصْرِي أَنْ يَقُولَ فِيمَا عَرَضَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَأَجَازَهُ شِفَاهًا أَنْبَأْنِي، وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ، كُتِبَ
إِلَيَّ).

وَاسْتَعْمَلَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْإِجَازَةِ بِاللَّفْظِ شَافَهَنِي، وَأَنَا مُشَافَهَةٌ، وَفِي الْإِجَازَةِ
بِالْكِتَابَةِ: كُتِبَ إِلَيَّ، وَأَنَا كِتَابَةٌ، أَوْ فِي كِتَابِهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَا يُسَلَّمُ مِنَ الْإِيهَامِ وَطَرَفٍ مِنَ التَّدْلِيلِ، أَمَّا الْمُشَافَهَةُ فَتَوْهُمُ
مُشَافَهَتُهُ بِالتَّحْدِيثِ، وَأَمَّا الْكِتَابَةُ فَتَوْهُمُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ، كَمَا
كَانَ يَفْعَلُهُ الْمُتَقَدِّمُونَ.

وَقَدْ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ الْهَمْدَانِيُّ عَلَى الْمُنْعِ مِنْ ذَلِكَ لِلْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

বর্তমান মানুষ, তবে মুতাকাদিমীনদের (পূর্ববর্তী আলেমগণ) নিকট এটি 'আখবারানা' (তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন)-এর সমতুল্য হিসেবে পরিচিত ছিল।

এবং ইয়ায শু'বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইজায়তের (হাদীস বর্ণনার অনুমতি) ক্ষেত্রে কখনো 'আনবানানা' (তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন) এবং কখনো 'আখবারানা' (তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন) বলতেন।

ইরাকী বলেছেন: এবং এটি তার থেকে সুদূর পরাহত, কারণ তিনি ইজাযাহকে (হাদীস বর্ণনার অনুমতি) বৈধ মনে করতেন না।

(এবং বায়হাকী বলতেন: 'আনবানানী' (তিনি আমাকে জানিয়েছেন) এবং 'আনবানানা' (তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন) 'ইজাযাতান' (ইজাযাহরূপে)) এবং এতে ইজাযাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মুতাকাদিমীনদের (পরবর্তী আলেমগণ) পরিভাষা অনুসারে। (এবং হাকিম বলেছেন: আমি যা পছন্দ করি এবং আমার অধিকাংশ শায়খ ও আমার যুগের ইমামগণ যা অনুসরণ করতে দেখেছি, তা হলো যে, যখন মুহাদিসের কাছে কিছু পেশ করা হয় এবং তিনি মৌখিকভাবে তার অনুমতি দেন, তখন 'আনবানানী' (তিনি আমাকে জানিয়েছেন) বলা হবে; আর যখন তিনি তার কাছে কিছু লিখেন, তখন 'কুতিবা ইলাইয়্যা' (তিনি আমাকে লিখেছেন) বলা হবে।)।

এবং মুতাকাদিমীনদের (পরবর্তী আলেমগণ) একদল ব্যবহার করতেন মৌখিক ইজায়তের (অনুমতি) ক্ষেত্রে 'শাফাহানী' (তিনি আমার সাথে মৌখিক আলোচনা করেছেন) এবং 'আনা মুশা ফাহাতান' (আমি মৌখিকভাবে); আর লিখিত ইজায়তের ক্ষেত্রে: 'কুতিবা ইলাইয়্যা' (তিনি আমাকে লিখেছেন), 'আনা কিতাবাতান' (আমি লিখিতভাবে), অথবা 'ফী কিতাবিহি' (তার কিতাবে)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটি ভুল বোঝাবুঝি এবং কিছু তাদলিস (ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা)-এর সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। মৌখিক বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি ভুল ধারণা দিতে পারে যে, তিনি সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর লিখিত বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি ভুল ধারণা দিতে পারে যে, তিনি তাকে ঠিক সেই হাদীসটিই লিখে পাঠিয়েছেন, যেমনটা মুতাকাদিমীনরা (পূর্ববর্তী আলেমগণ) করতেন।

এবং হাফেয আবুল মুযাফফর আল-হামদানী উল্লিখিত ভুল বোঝাবুঝির কারণে এর থেকে নিষেধ করার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

(ص: 479) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قُلْتُ: بَعْدَ أَنْ صَارَ الْآنَ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا، عُرِّيَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ
كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ: إِلَّا أَنَّ الْعُرْفَ الْخَاصَّ مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ يَرْفَعُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنَ
الِإِشْكَالِ.

(وَقَدْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ (بُنْ حَمْدَانَ) النَّيْسَابُورِيُّ (كُلُّ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لِي)
فُلَانٌ (عَرَضًا وَمُنَاوَلَةً) وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّيِّئِ، وَأَنَّهَا غَالِبًا فِي الْمَذَاكِرَةِ، وَأَنَّ
بَعْضَهُمْ جَعَلَهَا تَعْلِيْقًا، وَابْنُ مَنْدَهٍ إِجَازَةً.

(وَعَبَّرَ قَوْمٌ) فِي الرِّوَايَةِ بِالسَّيِّئِ (عَنِ الْإِجَازَةِ بِأَخْبَرْنَا فُلَانٌ، أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ أَوْ
أَخْبَرَهُ)، فَاسْتَعْمَلُوا لَفْظَ أَنَّ فِي الْإِجَازَةِ، (وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ وَحَكَاهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ) بَعِيدٌ
عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ، وَحَكَاهُ عِيَّاضٌ عَنِ اخْتِيَارِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ، قَالَ: وَأَنْكَرَ
بَعْضُهُمْ هَذَا، وَحَقُّهُ أَنْ يُنْكَرَ فَلَا مَعْنَى لَهُ يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِيدَ هَذَا الْوَضْعُ فِي
الْمَسْأَلَةِ لُغَةً وَلَا عُرْفًا.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ فِيمَا إِذَا سَمِعَ مِنْهُ الْإِسْنَادَ فَقَطَّ، وَأَجَازَ لَهُ مَا رَوَاهُ قَرِيبٌ فَإِنَّ
فِيهَا إِشْعَارًا بِوُجُودِ أَصْلِ الْإِخْبَارِ، وَإِنْ أَجْمَلَ الْمُخْبَرُ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ تَفْصِيلًا.

[তাদরীবুর রাবী]

আমি বলি: এখন যখন এটি একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছে, তখন এর থেকে মুক্ত করা হয়েছে। কাসতালানী ইবন আস-সালাহ-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর বলেছেন: তবে, বিশেষ প্রচলন, যা ব্যবহারের আধিক্য থেকে আসে, তা সম্ভাব্য জটিলতাকে দূর করে।

(আবু জাফর) আহমদ (ইবন হামদান) আন-নাইসাবুরী বলেছেন: (বুখারীর) প্রতিটি উক্তি যেখানে তিনি 'অমুক আমাকে 'আরদান ওয়া মুনাওয়ালাতান' (পেশ করা ও হস্তান্তর করা) পদ্ধতিতে বলেছেন', পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলো 'সামা' (শ্রবণ) এর উপর নির্ভরশীল, এবং এগুলো সাধারণত মুযাকারার (আলোচনা) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এবং কেউ কেউ এগুলোকে তা'লীক (ঝুলন্ত বর্ণনা) বলেছেন, আর ইবন মানদাহ এগুলোকে ইজাযাহ (অনুমতি) বলেছেন।

(কিছু লোক) 'সামা' পদ্ধতিতে রিওয়াতের ক্ষেত্রে (ইজাযাহকে) 'আখবারানা ফুলান, আন্না ফুলানান হাদাসাহু আও আখবারাহু' (অমুক আমাদের জানিয়েছেন যে, অমুক তাকে বর্ণনা করেছেন বা জানিয়েছেন) দ্বারা (প্রকাশ করেছেন), সুতরাং তারা ইজাযাহ-এর ক্ষেত্রে 'আন্না' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। (খাতাবী এটি গ্রহণ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটি দুর্বল) এবং ইজাযাহ-এর ইঙ্গিত থেকে অনেক দূরে। ইয়ায একে আবু হাতিম আর-রাযী-এর মত থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: কিছু লোক এটি অস্বীকার করেছেন, এবং এটি অস্বীকার করাই সঠিক, কারণ এর কোনো অর্থ বোঝা যায় না এবং ভাষাগতভাবে বা প্রথাগতভাবে এই বিষয়টি ব্যবহৃত হয়নি।

ইবন আস-সালাহ বলেছেন: এটি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন সে কেবল তার থেকে সনদ (বর্ণনাসূত্র) শুনেছে, এবং সে যা বর্ণনা করেছে তার ইজাযাহ (অনুমতি) তাকে দিয়েছে, যা কাছাকাছি। কারণ এর মধ্যে মূল বর্ণনার অস্তিত্বের ইঙ্গিত রয়েছে, যদিও বর্ণিত বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে এবং বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি।

(ص: 480) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: الْكِتَابَةُ. وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ مَسْمُوعَهُ لِحَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ بِخَطِّهِ أَوْ بِأَمْرِهِ.

وَهِيَ ضَرْبَانِ مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْإِجَازَةِ، وَمَقْرُونَةٌ بِأَجْزُئِكَ مَا كَتَبْتُ لَكَ أَوْ إِلَيْكَ وَنَحْوَهُ مِنْ عِبَارَةِ الْإِجَازَةِ، وَلِهَذَا فِي الصَّحَّةِ وَالْقُوَّةِ كَالْمُنَاوَلَةِ الْمَقْرُونَةِ وَأَمَّا الْمَجَرَّدَةُ فَمَنْعَ الرِّوَايَةِ بِهَا قَوْمٌ، مِنْهُمْ الْقَاضِي الْمَاوَرِدِيُّ الشَّافِعِيُّ. وَأَجَازَهَا كَثِيرُونَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَمَنْصُورٌ، وَاللَّيْثُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيُوجَدُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ: كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَذَا، وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ مَعْدُودٌ فِي الْمَوْصُولِ لِإِشْعَارِهِ بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ. وَزَادَ السَّعَايُ فَقَالَ: هِيَ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَةِ، ثُمَّ يَكْفِي مَعْرِفَتُهُ خَطَّ الْكَاتِبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ الْبَيِّنَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. ثُمَّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي الرِّوَايَةِ بِهَا: كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَوْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ مَكَاتِبَةً أَوْ كِتَابَةً وَنَحْوَهُ. وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، وَجَوَزَهُ اللَّيْثُ، وَمَنْصُورٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَكِبَارِهِمْ.

[تدريب الراوي]

قُلْتُ: وَاسْتَعْمَلَهَا الْآنَ فِي الْإِجَازَةِ شَائِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعُنْعَنَةِ. (وَاسْتَعْمَلَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْإِجَازَةِ الْوَاقِعَةَ فِي رِوَايَةٍ مِنْ فَوْقِ الشَّيْخِ حَرْفَ عَنْ، فَيَقُولُ مَنْ سَمِعَ شَيْخًا بِإِجَازَتِهِ عَنْ شَيْخٍ، قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعُنْعَنَةِ. قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: وَمَعْنَى عَنْ فِي نَحْوِ رَوَيْتُ عَنْ فُلَانٍ وَأَنْبَأْتُكَ عَنْ فُلَانٍ: الْمَجَاوِزَةُ؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ وَالْمُنْبَأَّ بِهِ مُجَاوِزٌ لِمَنْ أَخَذَ عَنْهُ.

(ثُمَّ إِنَّ الْمَنْعَ مِنْ إِطْلَاقِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ (لَا يَزُولُ بِإِبَاحَةِ الْمُجِيزِ ذَلِكَ) كَمَا اعْتَادَهُ قَوْمٌ مِنَ الْمَشَائِخِ فِي إِجَازَاتِهِمْ لِمَنْ يُجِيزُونَ، إِنْ شَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا، وَإِنْ شَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا؛ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الشَّيْخِ لَا يُغَيِّرُ بِهَا الْمَنْوَعُ فِي الْمُصْطَلَحِ.

[القسم الخامس الكتابة]

(الْقِسْمُ الْخَامِسُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحْمِيلِ (الْكِتَابَةِ) وَعِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ الْمَكَاتِبَةُ (وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ مَسْمُوعَهُ) أَوْ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ (لِحَاضِرٍ) عِنْدَهُ (أَوْ غَائِبٍ) عَنْهُ سَوَاءً كَتَبَ (بِخَطِّهِ أَوْ) كَتَبَ عَنْهُ (بِأَمْرِهِ) .
(وَهِيَ ضَرْبَانِ: مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْإِجَازَةِ، وَمَقْرُونَةٌ بِأَجْزَائِكَ مَا كَتَبْتُ

পঞ্চম অধ্যায়: কিতাবাহ (লিখন)। এবং তা হলো এই যে, শাইখ তার শ্রুত বিষয় কোনো

উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য নিজ হাতে অথবা তার নির্দেশে লিখবেন।

এটি দুই প্রকার: ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) বর্জিত এবং ইজাযাহ-যুক্ত। ইজাযাহ-যুক্ত প্রকারটি হলো, "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যা আমি তোমার জন্য বা তোমার প্রতি লিখেছি" অথবা ইজাযাহ-এর এই ধরনের অন্য কোনো বাক্য দ্বারা। আর এটি বিশুদ্ধতা ও শক্তির দিক থেকে ইজাযাহ-যুক্ত মুনাওয়ালার (হস্তান্তরের) মতো। পক্ষান্তরে, ইজাযাহ-বর্জিত প্রকারের মাধ্যমে বর্ণনা (রিওয়ায়াত) করাকে একদল ব্যক্তি নিষেধ করেছেন, তাদের মধ্যে কাযী মাওয়াদী শাফিঈ অন্যতম।

আর মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী) ও মুতাআখখিরীন (পরবর্তী) বহু ওলামা এটিকে জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত) বলেছেন। তাদের মধ্যে আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী, মানসুর, লায়ছ এবং শাফিঈ মাযহাবের অনেক ফকীহ ও উসুলবিদগণ (মূলনীতিবেত্তা) উল্লেখযোগ্য।

আর এটিই আহলে হাদিসদের নিকট সহীহ (বিশুদ্ধ) ও প্রসিদ্ধ মত। তাদের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়: "অমুক আমার নিকট লিখে পাঠালেন, তিনি বললেন: অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।" এর দ্বারা এই পদ্ধতিই উদ্দেশ্য। এটি তাদের নিকট আমলকৃত (অনুশীলিত) এবং মাওসুল (সংযুক্ত) হাদিসের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য, কারণ এটি ইজাযাহ-এর অর্থ বহন করে।

সাম'আনী অতিরিক্ত বলেছেন যে, এটি ইজাযাহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। অতঃপর লেখকের হস্তলিপি চেনা যথেষ্ট। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রমাণ (বায়িনাহ) শর্ত করেছেন, যা একটি দুর্বল মত। বিশুদ্ধ মত হলো এই যে, এর মাধ্যমে বর্ণনা করার সময় সে বলবে: "অমুক আমার নিকট লিখে পাঠালেন, তিনি বললেন: অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন" অথবা "অমুক আমাকে মুকাতাবাহ (লিখিতভাবে) বা কিতাবাহ (লিখনীর মাধ্যমে) অবহিত করেছেন" অথবা অনুরূপ কিছু।

আর "হাদ্দাসানা" (আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন) এবং "আখবারানা" (আমাদেরকে অবহিত করেছেন) শব্দদ্বয় নির্বিচারে ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে লায়ছ, মানসুর এবং মুহাদ্দিস ও তাদের শীর্ষস্থানীয় ওলামাদের মধ্যে অনেকে এটি জায়েয বলেছেন।

-

[তাদরীবুর রাবী]

আমি বলি: আর বর্তমানে ইজাযাহতে এর ব্যবহার প্রচলিত, যেমনটি আন'আনাহ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(পরবর্তীগণ (মুতাআখখিরুন) ইজাযাহ-এর ক্ষেত্রে, যা শাইখের উর্ধ্বতন বর্ণনার ক্ষেত্রে ঘটে, "আন" (عن) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি কোনো শাইখ থেকে তার ইজাযাহ-এর মাধ্যমে আরেক শাইখ থেকে শুনেছে, সে বলবে: "আমি অমুকের নিকট পড়েছি, তিনি অমুক থেকে (বর্ণনা করেছেন)" যেমনটি আন'আনাহ প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে মালিক বলেছেন: "আমি অমুক থেকে বর্ণনা করেছি" এবং "আমি তোমাকে অমুক থেকে অবহিত করেছি" এই জাতীয় বাক্যে "আন" (عن)-এর অর্থ হলো تجاوز (অতিক্রম); কারণ যা বর্ণনা করা হয়েছে এবং যা অবহিত করা হয়েছে, তা যার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে অতিক্রম করে এসেছে।

(অতঃপর ইজাযাহ এবং মুনাওয়ালাতে "হাদ্দাসানা" এবং "আখবারানা" শব্দদ্বয় নির্বিচারে ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা, অনুমতি প্রদানকারীর (মুজীযের) তা জায়েয বলার দ্বারা দূরীভূত হয় না) যেমনটি কিছু শাইখ তাদের ইজাযাহতে যাদেরকে অনুমতি দেন, তাদের জন্য অভ্যস্ত করে তুলেছেন যে, যদি সে চায় তাহলে "হাদ্দাসানা" বলবে এবং যদি চায় তাহলে "আখবারানা" বলবে; কারণ শাইখের জায়েয বলার দ্বারা মুস্তালাহ (পরিভাষা) অনুযায়ী নিষিদ্ধ বিষয়টি পরিবর্তন হয় না।

[পঞ্চম অধ্যায়: কিতাবাহ]

(তাহামুল (হাদিস গ্রহণের প্রকার)-এর পঞ্চম অধ্যায় হলো) (কিতাবাহ)। ইবনুস সালাহ ও অন্যান্যদের পরিভাষা হলো 'মুকাতাবাহ'। (এবং তা হলো এই যে, শাইখ তার শ্রুত বিষয়) অথবা তার হাদিস থেকে কিছু (কোনো উপস্থিত ব্যক্তির জন্য) যা তার নিকট রয়েছে (অথবা তার থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য) লিখবেন। চাই তিনি (নিজ হাতে) লিখুন (অথবা) তার নির্দেশে (অন্য কেউ লিখুক)।

(এবং এটি দুই প্রকার: ইজাযাহ-বর্জিত, এবং ইজাযাহ-যুক্ত, যেমন "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যা আমি লিখেছি

(ص: 481) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

لَكَ أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَوْ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ، وَنَحْوَهُ مِنْ عِبَارَةِ الْإِجَازَةِ، وَهَذَا فِي الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ كَالْمُنَاوَلَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْإِجَازَةِ.
(وَأَمَّا) الْكِتَابَةُ (الْمَجْرَدَةُ) عَنِ الْإِجَازَةِ (فَمَنْعَ الرِّوَايَةِ بِهَا قَوْمٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرِدِيُّ الشَّافِعِيُّ) فِي الْحَاوِي وَالْأَمِيدِي وَابْنُ الْقَطَّانِ.
(وَأَجَازَهَا كَثِيرُونَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَمَنْصُورٌ وَاللَّيْثُ) وَابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي سَبْرَةَ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " عَنْهُمْ، وَقَالَ: فِي الْبَابِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ التَّابِعِينَ فَسَنُ بَعْدَهُمْ، وَكُتِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالْأَحْكَامِ شَاهِدَةً لِقَوْلِهِمْ.
(وَعَیْرُ وَاحِدٍ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ) مِنْهُمْ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ، (وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ)

-
তাদরিবুর রাবী

তোমার জন্য বা) আমি তোমাকে লিখেছি (বা) যা আমি তোমার কাছে লিখেছি, (এবং এ ধরনের ইজাযাত (বর্ণনার অনুমতি) সম্পর্কিত বাক্য। আর এটি বিশুদ্ধতা ও শক্তিমত্তায় ইজাযাত সংযুক্ত মুনাওয়ালাহ (হাদীস প্রদানের এক পদ্ধতি)-এর মতো)।

(কিন্তু যে কিতাবাহ (লিখিত অনুমতি) ইজাযাত (অনুমতি) থেকে মুক্ত), সেটির মাধ্যমে রিওয়াযাত (বর্ণনা) করা একদল লোক নিষেধ করেছেন, (তাদের মধ্যে কাযী আবুল হাসান আল-মাওয়াদী আশ-শাফিঈ) (আল-হাবী গ্রন্থে) এবং আল-আমিদী ও ইবনুল কাত্তান অন্যতম।

(তবে বহুসংখ্যক মুতাকাদিমীন (পূর্ববর্তী) ও মুতাআখখিরীন (পরবর্তী) ইমামগণ এর অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী, মনসুর, লাইছ) ইবনু সা'দ এবং ইবনু আবী সাবরাহ অন্যতম।

আর আল-বায়হাকী 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে তাদের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি (আল-বায়হাকী) বলেছেন: এই অধ্যায়ে তাবিঈন এবং তাদের পরবর্তী থেকে অসংখ্য আসার (উক্তি ও কর্ম) রয়েছে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর প্রশাসকদের নিকট প্রেরিত ফিকহী বিধান সম্পর্কিত পত্রসমূহ তাদের (ঐ মতামত) সমর্থক।

(এবং শাফিঈ মাযহাবের অনেক ইমাম), তাদের মধ্যে আবুল মুজাফফর আস-সাম'আনী, (এবং উসূলে ফিকহের বিশেষজ্ঞগণ)।

(ص: 482) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مِنْهُمْ الرَّازِيُّ (وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَيُوجَدُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ) كَثِيرًا
(كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَالْمُرَادُ بِهِ هَذَا وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ مَعْدُودٌ فِي
الْمَوْصُولِ) مِنَ الْحَدِيثِ دُونَ الْمُنْقَطِعِ (لِلشَّعَارَةِ بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ.
وَزَادَ السَّعَائِيُّ فَقَالَ: هِيَ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَةِ) قُلْتُ: وَهُوَ الْمُخْتَارُ، بَلْ وَأَقْوَى مِنْ أَكْثَرِ
صَوَرِ الْمُنَاوَلَةِ.

وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّدُورِ: وَكَتَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، وَلَيْسَ فِيهِ
بِالْمُكَاتَبَةِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ، وَفِيهِ وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِالْمُكَاتَبَةِ، فِي
أَثْنَاءِ السَّنَدِ.

مِنْهَا: مَا أَخْرَجَاهُ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْبَغِيرَةِ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ. الْحَدِيثُ فِي الْقَوْلِ عَقِبَ الصَّلَاةِ، وَأَخْرَجَا

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ»، الْحَدِيثُ. وَأَخْرَجَا عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

—
তাদরীবুর রাবী

তাদের মধ্যে রাযী (র.) রয়েছেন (এবং এটি হাদীসবিদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সহীহ মত, যা তাদের গ্রন্থাবলীতে বহুবার পাওয়া যায়)। 'অমুক আমাকে লিখেছেন, তিনি বলেন: অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' – এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য এবং তাদের কাছে এটি আমলযোগ্য, যা মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং মাওসুল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত (কারণ এটি ইজাযাহর অর্থ প্রকাশ করে)।

সাম'আনী (র.) আরও যোগ করে বলেছেন: 'এটি ইজাযাহর চেয়েও শক্তিশালী।' আমি বলি: এটিই হচ্ছে নির্বাচিত মত, বরং এটি মুনাওয়ালাহর অধিকাংশ পদ্ধতির চেয়েও শক্তিশালী।

সহীহ বুখারীর 'আল-আইমান ওয়ান-নুযূর' (শপথ ও মানত) অধ্যায়ে রয়েছে: 'মুহাম্মদ ইবনে বাশশারকে লিখেছিলেন,' এবং তাতে (বুখারীতে) তার শায়খদের থেকে মুকাতাবার মাধ্যমে (বর্ণিত) এর (মুহাম্মদ ইবনে বাশশারের) থেকে ভিন্ন আর কিছু নেই। এতে (বুখারীতে) ও সহীহ মুসলিমে সনদসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে মুকাতাবার মাধ্যমে অনেক হাদীস রয়েছে।

এর মধ্যে একটি হলো, যা তারা (বুখারী ও মুসলিম) ওয়াররাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: মু'আবিয়া (রা.) মুগীরাকে (রা.) লিখেছিলেন যে, "আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে যা শুনেছেন, তা আমাকে লিখে পাঠান।" অতঃপর তিনি তাকে লিখে পাঠালেন। এই হাদীসটি সালাতের পর পঠিতব্য দু'আ সম্পর্কে। এবং তারা ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: নাবি' আমাকে লিখেছিলেন, অতঃপর তিনি আমাকে লিখে পাঠান যে, "নবী (সা.) বানু মুসতালিকের উপর আক্রমণ করেছিলেন।" – হাদীসটি। আর তারা সালিম আবি নাদর থেকে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তির লিখিত পত্র থেকে বর্ণনা করেছেন।

[تدريب الراوي]

كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحُرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ بِحَدِيثٍ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ» .

وَأَخْرَجًا عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «إِذَا أُقْبِلَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي» ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ جَابِرُ بْنُ سُرَّةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رَجُمَ الْأَسْلَافِيَّ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
(ثُمَّ يَكْفِي) فِي الرَّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ (مَعْرِفَتُهُ) أَيِ الْمَكْتُوبِ لَهُ (خَطَّ الْكَاتِبِ) وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ .

(وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ ، فَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِمَادُ عَلَى ذَلِكَ (وَهُوَ ضَعِيفٌ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَطَّ الْإِنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بغيره ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الْإِلْبَاسُ وَإِنْ كَانَ الْكَاتِبُ غَيْرَ الشَّيْخِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِهِ ثِقَةً ، كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي نَوْعِ الْمُعَلَّلِ .

(ثُمَّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي الرَّوَايَةِ بِهَا كَتَبَ إِلَيَّ فَلَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فَلَانٌ أَوْ

[তাদরীবুর রাবী]

সে উমর ইবনে উবাইদুল্লাহকে লিখেছিল, যখন সে হারুরিয়ার দিকে গিয়েছিল, তাকে এই হাদীস জানিয়ে: «শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করো না» ।

হিশাম থেকে তাঁরা দু'জন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির আমাকে লিখেছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি ক্বাতাদা তাঁর পিতা থেকে মারফু' সূত্রে: «যখন সালাত কয়েম করা হয়, তখন তোমরা দাঁড়াবে না যতক্ষণ না তোমরা আমাকে দেখ»। মুসলিমের নিকট আমির ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন: জাবির ইবনে সামুরা আমার গোলাম নাবি'র মাধ্যমে আমাকে লিখেছিলেন যে, আমাকে এমন কিছু বলো যা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছ। তখন তিনি আমাকে লিখেছিলেন: «আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমার দিনে আসলামী গোত্রের ব্যক্তিকে পাথর মারার সন্ধ্যায় (বা বিকেলে) শুনেছি», অতঃপর হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

(অতঃপর যথেষ্ট) লিখিত বর্ণনার ক্ষেত্রে (তার জ্ঞান) অর্থাৎ, যার কাছে লেখা হয়েছে তার (লেখকের হাতের লেখা) সম্পর্কে, যদিও এর উপর কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হয়।

(তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর উপর প্রমাণ শর্ত করেছেন) কারণ হাতের লেখা হাতের লেখার মতো হতে পারে, সুতরাং এর উপর নির্ভর করা জায়েজ নয়। (আর এই মত) দুর্বল।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: কারণ এটি বিরল, আর বাহ্যত মানুষের হাতের লেখা অন্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না এবং এতে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না। আর যদি লেখক শাইখ ব্যতীত অন্য কেউ হয়, তবে তাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক, যেমনটি 'মু'আল্লাল' প্রকারের আলোচনায় এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

(অতঃপর বিশুদ্ধ মত হলো, এর বর্ণনার ক্ষেত্রে সে বলবে: অমুক আমাকে লিখেছিল, সে বললো: অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছে, অথবা

(ص: 484) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْقِسْمُ السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ الطَّالِبِ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ الْكِتَابِ سَمَاعَهُ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ، فَجَوَزَ الرَّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُولِ، وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمْ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاحِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغُبَرِيُّ - بِالْمُعْجَمَةِ - الْمَالِكِيُّ. قَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي لَا تَرَوْهَا، كَانَ لَهُ رِوَايَتُهَا عَنْهُ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرَّوَايَةُ بِهِ لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِنْ صَحَّ سَنَدُهُ.

[تدريب الراوي]

أَخْبَرَنِي فَلَانٌ مُكَاتِبَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ أَوْ نَحْوُهُ) وَكَذَا حَدَّثَنَا مُقَيَّدًا بِذَلِكَ.
(وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، وَجَوَزُهُ اللَّيْثُ وَمَنْصُورٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ
الْمُحَدِّثِينَ وَكِبَارِهِمْ) وَجَوَزَ آخَرُونَ أَخْبَرَنَا دُونَ حَدَّثَنَا.
رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " عَنْ أَبِي عَصِمَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي
سُلَيْمَانَ الْجَوَزَقَانِيِّ فَجَرَى ذِكْرُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، فَقُلْتُ إِنَّ كُلَّيْهَمَا سَوَاءٌ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا
فَرْقٌ، أَلَا تَرَى مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ قَالَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: إِنَّ أَخْبَرْتَنِي بِكَذَا فَأَنْتَ
حُرٌّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ صَارَ حُرًّا، وَإِنْ قَالَ إِنَّ حَدَّثْتَنِي بِكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ
بِذَلِكَ لَا يَغْتَنِقُ.

[القسم السادس الإعلام]

(الْقِسْمُ السَّادِسُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحْقِيلِ (إِعْلَامُ الشَّيْخِ الطَّالِبِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ
الْكِتَابَ سَمَاعُهُ) مِنْ فَلَانٍ (مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ) دُونَ أَنْ يَأْذَنَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، (فَجَوَزَ
الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمْ ابْنُ جُرَيْجٍ،
وَابْنُ الصَّبَّاحِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ) الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ (الْغَمْرِيُّ - بِالْمُعْجَبَةِ -) نِسْبَةً

(ملع) শাইখ কর্তৃক ছাত্রকে জানানো যে, এই হাদিস বা কিতাবটির তার শ্রুতি (সম্ভব)
শুধুমাত্র তার উপর সীমাবদ্ধ। তবে হাদিস, ফিকহ, উসুল ও জাহিরী মতবাদের অনেক অনুসারী
এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ইবনু জুরাইজ, ইবনুস সাব্বাগ আশ-শাফিঈ
এবং আবুল আব্বাস আল-গামরি (নুকতাসহ 'গাইন' অঙ্কর দ্বারা চিহ্নিত) আল-মালিকী
অন্যতম।

কিছু যাহিরী বলেছেন: যদি কেউ বলে 'এটি আমার বর্ণনা, তুমি এটি বর্ণনা করো না', তবে তার
জন্য তা বর্ণনা করা জায়েজ হবে। আর সহীহ মত হলো, যা একাধিক মুহাদিস ও অন্যান্যরা
বলেছেন: এটি বর্ণনা করা জায়েজ নয়, তবে এর সনদ সহীহ হলে এর উপর আমল করা
ওয়াজিব।

-

[তাদরীবুর রাবী]

(অমুক আমাকে মুকাতাবাতান বা কিতাবাতান (লিখিতভাবে) অথবা অনুরূপভাবে জানিয়েছে) এবং একইভাবে 'হাদাসানা' (আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন) বাক্যটিও এই শর্তে ব্যবহার করা হবে।

(এবং 'হাদাসানা' ও 'আখবারানা' শব্দদ্বয় নির্বিশেষে ব্যবহার করা জায়েজ নয়। তবে লাইস, মানসুর এবং একাধিক মুহাদ্দিস ও তাদের প্রবীণ আলেমগণ এটি জায়েজ বলেছেন।) আর অন্যেরা 'আখবারানা' জায়েজ বলেছেন 'হাদাসানা' ছাড়া।

বায়হাকী 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে আবু ইসমা সাদ ইবনু মু'আয থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু সুলাইমান আল-জাওজাকানীর মজলিসে ছিলাম, তখন 'হাদাসানা' ও 'আখবারানা'র আলোচনা চলছিল। আমি বললাম যে, উভয়টিই সমান। তখন তিনি বললেন: উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তুমি কি দেখোনি মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার গোলামকে বলে: 'যদি তুমি আমাকে অমুক বিষয়ে জানাও, তবে তুমি মুক্ত', আর গোলাম লিখিতভাবে তা জানায়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে বলে: 'যদি তুমি আমাকে অমুক বিষয়ে বর্ণনা করো, তবে তুমি মুক্ত', আর গোলাম লিখিতভাবে তা জানায়, তবে সে মুক্ত হবে না।

[ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: অবগতকরণ]

(হাদিস গ্রহণের প্রকারভেদগুলোর মধ্যে) ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ হলো (শাইখ কর্তৃক ছাত্রকে জানানো যে, এই হাদিস বা কিতাবটির তার শ্রুতি/সং্রহণ) অমুক থেকে (শুধুমাত্র তার উপর সীমাবদ্ধ), অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি না দিয়ে। (তবে হাদিস, ফিকহ, উসুল ও জাহিরী মতবাদের অনেক অনুসারী এটি বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ইবনু জুরাইজ, ইবনুস সাব্বাগ আশ-শাফিঈ এবং আবুল আব্বাস আল-ওয়ালীদ ইবনু বকর (আল-গামরি - নুকতাসহ 'গাইন' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত) - নিসবাত হিসেবে।

-
[تدريب الراوي]

إِلَى بَنِي الْغُبَرِ بَطْنٌ مِنْ غَافِقٍ (الْمَالِكِيُّ) وَنَصَرَهُ فِي كِتَابِهِ "الْوَجَازَةُ"، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ
عَنِ الْكَثِيرِ، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُزْمِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الْمَالِكِيِّ، وَجَزَمَ
بِهِ صَاحِبُ "الْمَحْصُولِ" وَأَتْبَاعُهُ، بَلْ (قَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي)
وَضَمَّ إِلَيْهِ أَنْ قَالَ (لَا تَرَوْهَا) عَنِّي، أَوْ لَا أُجِزُهَا لَكَ (كَانَ لَهُ) مَعَ ذَلِكَ (رِوَايَتُهَا عَنْهُ)
، وَكَذَا قَالَ الرَّامَهُزْمِيُّ أَيْضًا.

قَالَ عِيَاضٌ: وَهَذَا صَحِيحٌ، لَا يَقْتَضِي النَّظَرَ سِوَاهُ، لِأَنَّ مَنْعَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا حَدَّثَهُ لَا
لِعِلَّةٍ وَلَا رَيْبَةٍ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَدَّثَهُ، فَهُوَ شَيْءٌ لَا يُرْجَعُ فِيهِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابُنِ الصَّلَاحِ: (وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ
لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ)، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَائِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى، قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجُوزُ رِوَايَتُهُ
مَعَ كَوْنِهِ سَبْعَهُ لِيُخْلَلَ يَعْرِفُهُ فِيهِ، وَقَاسَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ عَلَى مَسْأَلَةِ اسْتِدْعَاءِ
الشَّاهِدِ إِنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي إِعْلَامُهُ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ
عَلَى شَهَادَتِهِ.

-
[তাদরীবুর রাবী]

গাফিক গোত্রের বনী আল-গামরের দিকে (মালিকী মাযহাবের একজন পণ্ডিত) এবং তিনি তাঁর
"আল-উজাজাহ" গ্রন্থে এর সমর্থন করেছেন। ইয়ায এটি বহু সংখ্যক পণ্ডিত থেকে বর্ণনা
করেছেন, এবং রামাহুরমুযী এটি গ্রহণ করেছেন। এটিই আব্দুল মালিক ইবন হাবীব আল-
মালিকীর মাযহাব। "আল-মাহসুল"-এর লেখক এবং তাঁর অনুসারীরা এটি নিশ্চিত করেছেন।
বরং, কিছু যাহিরী মতাবলম্বী বলেছেন: যদি কেউ বলে, 'এটি আমার বর্ণনা' এবং এর সাথে
যোগ করে বলে, 'আমার থেকে এটি বর্ণনা করো না' অথবা 'আমি তোমাকে এর অনুমতি দিচ্ছি
না', তা সত্ত্বেও তার জন্য তার থেকে এটি বর্ণনা করা জায়েয হবে। রামাহুরমুযীও অনুরূপ কথা
বলেছেন।

ইয়ায বলেছেন: এটিই বিশুদ্ধ মত, এবং এর বাইরে অন্য কোনো মত বিবেচনা করা সমীচীন নয়। কারণ, যদি কোনো কারণ বা সন্দেহ ছাড়া তাকে তার বর্ণিত বিষয় বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়, তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না; কেননা সে তো এটি বর্ণনা করেই ফেলেছে, এবং এটি এমন বিষয় যা থেকে প্রত্যাবর্তন করা যায় না।

গ্রন্থকার, যেমন ইবনেস সালাহ বলেছেন: (এবং বিশুদ্ধ মত হলো, যা মুহাদ্দিসগণ ও অন্যান্যদের অনেকে বলেছেন যে, এটি বর্ণনা করা জায়েয নয়)। এই মতটিই ইমাম গাযালী তাঁর "আল-মুস্তাসফা" গ্রন্থে চূড়ান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: কারণ, শ্রবণের পরও কোনো ত্রুটির কারণে (যা বর্ণনাকারী জানেন) তা বর্ণনা করা জায়েয নাও হতে পারে। ইবনেস সালাহ ও অন্যান্যরা এটিকে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের মাসআলার উপর কিয়াস করেছেন যে, যদি কোনো সাক্ষী সাক্ষ্য গ্রহণ করে, তবে তাকে শুধু অবহিত করাই যথেষ্ট নয়, বরং তাকে অবশ্যই অনুমতি দিতে হবে যে, সে তার সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দেবে।

(ص: 486) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْقِسْمُ السَّابِعُ: الْوَصِيَّةُ، هِيَ أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ، فَجَوَزَ بَعْضُ السَّلَفِ لِلْمُوصَى لَهُ رَوَايَتَهُ عَنْهُ، وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

[تدريب الراوي]

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَهَذَا الْقِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَالْحَدِيثُ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إِذْنٍ بِاتِّفَاقٍ، وَأَيْضًا فَالشَّهَادَةُ تَفْتَرِقُ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي أَكْثَرِ الْوُجُوهِ. وَعَلَى الْمَنَعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابُنِ الصَّلَاحِ: (لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ) أَيُّ بِمَا أَخْبَرَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ سَمِعَهُ (إِنْ صَحَّ سَنَدُهُ)، وَادَّعَى عِيَّاضٌ الْإِتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ.

[القسم السابعُ الوصيةُ]

(الْقِسْمُ السَّابِعُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحْمِيلِ (الْوَصِيَّةُ وَهِيَ أَنْ يُوصِيَ) الشَّيْخُ (عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ) لِشَخْصٍ (بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ) ذَلِكَ الشَّيْخُ، (فَجَوَزَ بَعْضُ السَّلَفِ) وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَبُو قِلَابَةَ (لِلْمَوْصَى لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ) بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: لِأَنَّ فِي دَفْعِهَا لَهُ نَوْعًا مِنَ الْإِذْنِ وَشَبَهًا مِنَ الْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَةِ، قَالَ: وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْإِعْلَامِ (وَهُوَ غَلْطٌ)، عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ (وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا) وَهُوَ إِمَّا زَلَّةٌ عَالِمٍ أَوْ مُتَأَوِّلٍ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الرِّوَايَةَ عَلَى سَبِيلِ الْوَجَادَةِ، وَلَا يَصِحُّ تَشْبِيهُهُ بِقِسْمِ الْإِعْلَامِ وَالْمُنَاوَلَةِ (وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ).

সপ্তম অধ্যায়: আল-ওয়াসিয়াহ (وصية), এটি হলো যে, কেউ তার মৃত্যু বা ভ্রমণের সময় এমন একটি কিতাব সম্পর্কে وصیت (উইল) করে যা সে বর্ণনা করে। তখন কতিপয় সালাফ (পূর্ববর্তী আলেম) যার জন্য وصیت করা হয়েছে, তাকে তার পক্ষ থেকে সেটি বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু এটি ভুল। আর সঠিক হলো যে, এটি জায়েজ নয়।

[তারীবুর রাবি]

ক্বায়ী ইয়ায (رحمه الله) বলেছেন: "এই কিয়াস (অনুমান/সাদৃশ্য) সহীহ নয়; কারণ, সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য (শাহাদাহ 'আলাল শাহাদাহ) সকল অবস্থায় অনুমতি ছাড়া সহীহ হয় না। আর শ্রবণের মাধ্যমে এবং পঠনের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু, সাক্ষ্য (শাহাদাহ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণনা (রিওয়ায়াহ) থেকে ভিন্ন।"

এবং নিষেধের উপর ভিত্তি করে, ইবনুল সালাহ-এর মতো গ্রন্থকার (মুসান্নিফ) বলেছেন: "(তবে এর উপর আমল করা ওয়াজিব)" - অর্থাৎ, যা শায়খ তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি শুনেছেন - "(যদি তার সনদ সহীহ হয়)।" আর ইয়ায (رحمه الله) এর উপর ঐকমত্যের দাবি করেছেন।

[সপ্তম অধ্যায়: আল-ওয়াসিয়াহ (وصية)]

(তাহামুল - হাদীস গ্রহণের প্রকারসমূহ)-এর সপ্তম প্রকার হলো (আল-ওয়াসিয়াহ - وصية)। এটি হলো যে, শায়খ (শিক্ষক) তার মৃত্যু বা ভ্রমণের সময় কোনো ব্যক্তির জন্য এমন একটি কিতাব সম্পর্কে وصیت করেন যা সেই শায়খ বর্ণনা করেন। তখন কতিপয় সালাফ – যেমন মুহাম্মাদ ইবন সীরিন ও আবু কিলাবাহ – সেই وصিতের মাধ্যমে যার জন্য وصیت করা হয়েছে, তাকে তার পক্ষ থেকে সেটি বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন। ক্বায়ী ইয়ায (رحمه الله) বলেছেন:

কারণ, এটি তাকে হস্তান্তর করার মধ্যে এক প্রকারের অনুমতি এবং 'আরয' ও 'মুনাওয়ালাহ'-এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তিনি বলেছেন: এটি 'ই'লাম' (informed) এর কাছাকাছি। (কিন্তু এটি ভুল), ইবনুল সালাহ-এর পরিভাষা হলো: "(এটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী/দুর্বল)।" আর এটি হয় কোনো আলেমের পদস্থলন অথবা কোনো ব্যাখ্যাকারীর (তাওয়ীলকারী) মত, এই শর্তে যে, তিনি 'আল-ওয়াজাদাহ' (লিখিত সূত্র থেকে প্রাপ্তি) পদ্ধতিতে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। আর 'ই'লাম' ও 'মুনাওয়ালাহ'-এর সাথে এর তুলনা করা সহীহ নয়। (আর সঠিক হলো যে, এটি জায়েজ নয়)।

(ص: 487) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْقِسْمُ الثَّامِنُ: الْوَجَادَةُ، وَهِيَ مَصْدَرٌ لَوْجَدَ مُؤَلَّدٌ غَيْرُ مَسْئُوعٍ مِنَ الْعَرَبِ. وَهِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثٍ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَزُويهَا الْوَاجِدُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ وَجَدْتُ أَوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ أَوْ فِي كِتَابِهِ بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَيَسُوقُ الْإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ، أَوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ، هَذَا الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُنْقَطِعِ، وَفِيهِ شَوْبٌ اتِّصَالٍ، وَجَازَفَ بَعْضُهُمْ فَأَطْلَقَ فِيهَا حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، وَأُنْكِرُوا عَلَيْهِ.

وَإِذَا وَجَدَ حَدِيثًا فِي تَأْلِيْفِ شَخْصٍ، قَالَ: ذَكَرَ فُلَانٌ أَوْ قَالَ فُلَانٌ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَا شَوْبَ فِيهِ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وَثِقَ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ كِتَابُهُ، وَإِلَّا فَلْيَقُلْ: بَلَّغَنِي عَنْ فُلَانٍ، أَوْ وَجَدْتُ عَنْهُ وَنَحْوَهُ، أَوْ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ ذَكَرَ كَاتِبُهُ أَنَّهُ فُلَانٌ، أَوْ تَصْنِيفُ فُلَانٍ، أَوْ قِيلَ بِخَطِّ أَوْ تَصْنِيفِ فُلَانٍ.

وَإِذَا نَقَلَ مِنْ تَصْنِيفٍ فَلَا يَقُلْ: قَالَ فُلَانٌ إِلَّا إِذَا وَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسخَةِ بِمُقَابَلَتِهِ أَوْ ثِقَةٍ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ هَذَا وَلَا نَحْوَهُ فَلْيَقُلْ بَلَّغَنِي عَنْ فُلَانٍ أَوْ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ كِتَابِهِ وَنَحْوَهُ. وَتَسَامَحَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَزْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ.

وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِنْ كَانَ الْمُطَالِيعُ مُتَقِنًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ غَالِبًا السَّاقِطُ أَوْ الْمُغَيَّرُ رَجَوْنَا الْجُزْمَ لَهُ وَإِلَى هَذَا اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي نَفْلِهِمْ.
أَمَّا الْعَمَلُ بِالْوَجَادَةِ فَنُقِلَ عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ الْمَالِكِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
وَعَنِ الشَّافِعِيِّ وَنُظَارِ أَصْحَابِهِ جَوَازُهُ، وَقَطَعَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَتَّبِعُهُ هَذِهِ الْأَزْمَانُ غَيْرُهُ.

[تدريب الراوي]

وَقَدْ أُنْكَرَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَقَالَ: الْوَصِيَّةُ أَرْفَعُ رُتَبَةً مِنَ الْوَجَادَةِ بِلَا خِلَافٍ، وَهِيَ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، فَهَذَا أَوَّلِي.

[القسم الثامنُ الْوَجَادَةُ]

(الْقِسْمُ الثَّامِنُ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحْمِلِ (الْوَجَادَةُ وَهِيَ) بِكُسْرِ الْوَاوِ (مَصْدَرٌ لَوْجَدَ مُوَلَّدٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ مِنَ الْعَرَبِ) قَالَ الْمُعَانِي بْنُ زَكَرِيَّا النَّهْرَوَائِيُّ، فَتَعَ الْمُوَلَّدُونَ قَوْلَهُمْ وَجَادَةً فِيمَا أَخَذَ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيفَةٍ مِنْ غَيْرِ سَبَاحٍ وَلَا إِجَازَةٍ وَلَا مَنَاوَلَةٍ، مِنْ تَفْرِيقِ الْعَرَبِ بَيْنَ مَصَادِرٍ وَجَدَ، لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: يَعْنِي قَوْلَهُمْ: وَجَدَ ضَالَّتَهُ وَجَدَانًا وَمَطْلُوبَهُ وَجُودًا، وَفِي الْغَضَبِ مَوْجَدَةً وَفِي الْغِنَى وَجْدًا وَفِي الْحُبِّ وَجْدًا.

(وَهِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا) غَيْرِ الْمُعَاصِرِ لَهُ، أَوْ الْمُعَاصِرِ وَلَمْ يَلْقَهُ، أَوْ لَقِيَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ وَلَكِنْ (لَا يَرْوِيهَا) أَيُّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْخَاصَّةِ (الْوَاِجِدُ) عَنْهُ بِسَبَاحٍ وَلَا إِجَازَةٍ.

(فَلَهُ أَنْ يَقُولَ: وَجَدْتُ أَوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ أَوْ فِي كِتَابِهِ بِخَطِّهِ " حَدَّثَنَا فُلَانٌ " وَيَسُوقُ الْإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ، أَوْ " قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ " هَذَا الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ

অষ্টম অধ্যায়: আল-বিজাদাহ, এবং এটি 'ওয়াজাদা' (وجد) ক্রিয়ার একটি উদ্ভাবিত (মুওয়াল্লাদ) রূপ যা আরবদের থেকে শ্রুত নয়।

এটি হলো যখন একজন ব্যক্তি তার রাবীর হস্তাক্ষরে হাদীসসমূহ পান, যা ওয়াজিদ (প্রাপ্তকারী) বর্ণনা করেননি। তখন সে বলতে পারে: "আমি অমুকের হস্তাক্ষরে পেয়েছি" অথবা "অমুকের কিতাবে তার হস্তাক্ষরে পড়েছি, অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন" এবং সনদ ও মতন উল্লেখ করে। অথবা "আমি অমুকের হস্তাক্ষরে অমুক থেকে পড়েছি"। প্রাচীন ও আধুনিককালে এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, তবে এতে একটি সংযুক্তি (ইতিসাল) এর মিশ্রণ রয়েছে। কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে এর ক্ষেত্রে "হাদাসানা" (আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) এবং "আখবারানা" (আমাদেরকে জানিয়েছেন) শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সমালোচিত হয়েছে।

আর যখন কোনো ব্যক্তির রচনায় হাদীস পাওয়া যায়, তখন সে বলবে: "অমুক উল্লেখ করেছেন" অথবা "অমুক বলেছেন: অমুক আমাদের জানিয়েছেন"। এটি এমন মুনকাতি' যেখানে কোনো মিশ্রণ নেই। এই সব তখনই প্রযোজ্য যখন সে নিশ্চিত হয় যে এটি তার (বর্ণনাকারীর) হস্তাক্ষর বা তার কিতাব। অন্যথায় তাকে বলতে হবে: "অমুক থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে", অথবা "আমি তার থেকে পেয়েছি" এবং এই ধরনের বাক্য। অথবা "আমি একটি কিতাবে পড়েছি যে অমুক আমাকে জানিয়েছেন এটি অমুকের হস্তাক্ষর", অথবা "আমি ধারণা করি এটি অমুকের হস্তাক্ষর", অথবা "এর লেখক উল্লেখ করেছেন যে এটি অমুক", অথবা "অমুকের রচনা", অথবা "বলা হয়েছে যে এটি অমুকের হস্তাক্ষর বা রচনা"।

আর যখন কোনো গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা হয়, তখন "অমুক বলেছেন" বলা যাবে না, যতক্ষণ না অনুলিপিটির শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় - হয় সে নিজে তা মিলিয়ে দেখেছে অথবা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তা নিশ্চিত করেছে। যদি এমন কিছু বা এর অনুরূপ না পাওয়া যায়, তাহলে তাকে বলতে হবে: "অমুক থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে" অথবা "আমি তার কিতাবের একটি অনুলিপিতে পেয়েছি" এবং এই ধরনের বাক্য। এই যুগে অধিকাংশ মানুষ কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই এসব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে শিথিলতা দেখিয়েছে। সঠিক পদ্ধতি তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। যদি পাঠক সুনিপুণ হন, যার কাছে সাধারণত পতিত বা পরিবর্তিত বিষয়গুলো গোপন থাকে না, তাহলে তার জন্য নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করার সুযোগ আমরা প্রত্যাশা করি। এবং অনেক সংকলক তাদের বর্ণনার ক্ষেত্রে এর উপর ভরসা করেছেন।

আল-বিজাদাহ অনুসারে আমল করার বিষয়ে অধিকাংশ মালিকি মুহাদ্দিস এবং অন্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তা জায়েজ নয়। আর ইমাম শাফিঈ এবং তাঁর অনুসারী পণ্ডিতদের থেকে এর বৈধতা বর্ণিত আছে। কিছু শাফিঈ মুহাক্কিক (গবেষক) দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জিত হলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব। এবং এটিই সেই সঠিক মত, যা এই যুগে অন্য কোনো মতের দিকে ধাবিত হয় না (অর্থাৎ এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত)।

[তাদরীবুর রাবী]

ইবনে আবিদ দাম, ইবনেস সালাহ-এর সমালোচনা করে বলেছেন: "ওসিয়্যাহ (উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লিখিত কিতাবের অনুলিপি) নিঃসন্দেহে বিজাদাহ থেকে উচ্চতর মর্যাদা সম্পন্ন। আর এটি ইমাম শাফিঈ ও অন্যদের কাছে আমলযোগ্য। সুতরাং বিজাদাহ-ও আরও বেশি উপযোগী।"

[অষ্টম অধ্যায়: আল-বিজাদাহ]

তাহামুল (হাদীস গ্রহণের প্রকারসমূহ)-এর (অষ্টম প্রকার) হলো (আল-বিজাদাহ)। এটি ওয়াও (و)-এর নিচে যের (كسرة) সহকারে (উচ্চারিত)। (এটি 'ওয়াজাদা' (وجد) ক্রিয়াপদের একটি উদ্ভাবিত (মুওয়াল্লাদ) রূপ, যা আরবদের থেকে শ্রুত নয়।) মুআফা বিন যাকারিয়া আন-নাহরাওয়ানী বলেছেন, মুওয়াল্লিদুন (পরবর্তী প্রজন্মের ভাষাবিদগণ) 'বিজাদাহ' শব্দটি উদ্ভাবন করেছেন এমন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে, যা কোনো সহীফা (লিখিত পৃষ্ঠা) থেকে শ্রুতি, ইজাযাহ (অনুমতি) বা মুনাওয়ালাহ (কিতাব হস্তান্তর) ব্যতীত গ্রহণ করা হয়। এটি 'ওয়াজাদা' ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অর্থগত পার্থক্যের জন্য আরবদের উৎসগুলোর মধ্যে বিভাজন থেকে এসেছে।

ইবনেস সালাহ বলেছেন: এর অর্থ হলো তাদের এই উক্তি: "সে তার হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছে" (বিজদানান – খুঁজে পাওয়া অর্থে), "এবং তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি" (উজদান – প্রাপ্তি অর্থে), আর ক্রোধের ক্ষেত্রে 'মওয়াজাদাহ' (রাগ অর্থে), এবং প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে 'উজদান' (ধন-সম্পদ অর্থে), আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে 'ওয়াজদ' (প্রেমাবেশ অর্থে)।

(আল-বিজাদাহ হলো যখন কেউ তার রাবীর হস্তাক্ষরে হাদীসসমূহ পান), যদি রাবী তার সমসাময়িক না হন, অথবা সমসাময়িক হলেও তার সাথে সাক্ষাৎ না করে থাকেন, অথবা সাক্ষাৎ করলেও তার থেকে কিছু না শুনে থাকেন, অথবা তার থেকে শুনেছেন কিন্তু ওয়াজিদ

(প্রাপ্তকারী) সেই নির্দিষ্ট হাদীসগুলো তার থেকে শ্রুতি অথবা ইজাযাহ (অনুমতি) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেননি।

(তাহলে সে বলতে পারে: "আমি অমুকের হস্তাক্ষরে পেয়েছি" অথবা "আমি অমুকের কিতাবে তার হস্তাক্ষরে পড়েছি, অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন" এবং সনদ ও মতন উল্লেখ করে। অথবা "আমি অমুকের হস্তাক্ষরে অমুক থেকে পড়েছি"। এই পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে...)

(ص: 488) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

الْعَمَلُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .

وَفِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " كَثِيرٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَنْهُ بِالْوَجَادَةِ (وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُنْقَطِعِ، وَ) لَكِنْ (فِيهِ شَوْبُ اتِّصَالٍ) بِقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَقَدْ تَسَهَّلَ بَعْضُهُمْ فَأَتَى فِيهَا بِلَفْظٍ " عَنْ فُلَانٍ " .

قَالَ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَذَلِكَ تَدْلِيلُ قَبِيحٌ، إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يُوْهِمُ سَمَاعُهُ مِنْهُ (وَجَازَفَ بَعْضُهُمْ فَأُطْلِقَ فِيهَا حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا وَأُنْكَرَ عَلَيْهِ) وَلَمْ يُجَوِّزْ ذَلِكَ أَحَدٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهَاتٌ

وَقَعَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَحَادِيثُ مَرْوِيَّةٌ بِالْوَجَادَةِ، وَانْتُقِدَتْ. بِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُنْقُوعِ كَقَوْلِهِ فِي الْفَضَائِلِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ» ، الْحَدِيثُ، وَرَوَى أَيْضًا بِهَذَا السَّنَدِ حَدِيثٌ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً» .

-
[তাদরিবুর রাবী]

(কর্মপদ্ধতি: প্রাচীন ও আধুনিক)।

"মুসনাদে আহমাদ"-এ এর অনেক হাদীস রয়েছে, যা তাঁর পুত্র তাঁর থেকে আল-বিজাদা পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। (এবং এটি আল-মুনকাতি' প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, এবং) কিন্তু (এতে সংযুক্ততার একটি আভাস রয়েছে) তাঁর এই উক্তির কারণে: "আমি অমুকের হাতের লেখায় পেয়েছি।" আর কেউ কেউ এতে শিথিলতা প্রদর্শন করে "আন ফুলান" (অমুক থেকে) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তিনি (গ্রন্থকার) বলেন: ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটি একটি জঘন্য তাদলিস, যদি এর দ্বারা তার থেকে শোনার বিভ্রম হয়। (আর কেউ কেউ ঝুঁকে পড়ে এতে "হাদাসানা" ও "আখবারানা" শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তাদের এই কাজকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে)। নির্ভরযোগ্য কেউই এর অনুমোদন দেননি।

কতিপয় নির্দেশনা

"সহীহ মুসলিম"-এ আল-বিজাদা পদ্ধতিতে বর্ণিত কিছু হাদীস পাওয়া যায়, যা সমালোচিত হয়েছে। এই কারণে যে, সেগুলো আল-মাকতূ' প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ফাযাইল অধ্যায়ে তাঁর (ইমাম মুসলিমের) উক্তি: আবু বকর ইবনু আবী শাইবা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আমার কিতাবে আবু উসামা থেকে, তিনি হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (রাঃ) থেকে পেয়েছি যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোঁজ খবর রাখতেন এবং বলতেন: আজ আমি কোথায়?" - হাদীসটি। এবং এই সনদেই আরেকটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: আমি অবশ্যই জানি কখন তুমি আমার উপর সম্ভ্রষ্ট থাকো।"

(ص: 489) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

-
[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ: «تَزَوَّجَنِي لِسِتِّ سِنِينَ» .
 وَأَجَابَ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ بِأَنَّهُ رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مَوْصُولَةٍ إِلَى هِشَامٍ
 وَإِلَى أَبِي أُسَامَةَ.
 قُلْتُ: وَجَوَابُ آخَرُ وَهُوَ: أَنَّ الْوَجَادَةَ الْمُنْقَطِعَةَ أَنْ يَجِدَ فِي كِتَابِ شَيْخِهِ لَا فِي كِتَابِهِ عَنْ
 شَيْخِهِ، فَتَأَمَّلْ.

(وَإِذَا وَجَدَ حَدِيثًا فِي تَأْلِيفِ شَخْصٍ) وَلَيْسَ بِخَطِّهِ (قَالَ: ذَكَرَ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ فُلَانٌ
 أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَا شَوْبَ) مِنْ الْإِتِّصَالِ (فِيهِ).
 وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وَثِقَ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ كِتَابُهُ، وَإِلَّا فَلْيَقُلْ: بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ، أَوْ وَجَدْتُ عَنْهُ
 وَنَحْوَهُ، أَوْ قَرَأْتُ فِي كِتَابِهِ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ أَوْ
 قِيلَ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ ذَكَرَ كَاتِبُهُ أَنَّهُ فُلَانٌ، أَوْ تَصْنِيفُ فُلَانٍ، أَوْ قِيلَ: بِخَطِّ (فُلَانٍ (أَوْ)
 قِيلَ: إِنَّهُ (تَصْنِيفُ فُلَانٍ) ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُفْصِحَةِ بِالسُّتْنَدِ.
 وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ الْوَجَادَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ، فَيُقَالُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَأَجَازَهُ لِي.
 (وَإِذَا نَقَلَ) شَيْئًا (مِنْ تَصْنِيفٍ فَلَا يَقُلْ) فِيهِ (قَالَ فُلَانٌ) أَوْ ذَكَرَ بِصِیغَةٍ

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং হাদীস: «তিনি আমাকে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন»।

আর রশীদ আল-আতার উত্তর দিলেন যে, তিনি তিনটি হাদীসই হিশাম ও আবু উসামা পর্যন্ত মুত্তাসিল (পরস্পরা যুক্ত) অন্যান্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি: আরেকটি উত্তর হলো: বিচ্ছিন্ন ‘উজাদা’ হলো এই যে, সে তার শায়খের কিতাবে পাবে, তার নিজের কিতাবে তার শায়খের সূত্রে নয়, অতএব চিন্তা করুন।

(এবং যখন কোনো ব্যক্তি কোনো গ্রন্থের রচনায় একটি হাদীস পায়) এবং সেটি তার নিজ হাতে লেখা না হয় (সে বলবে: ‘অমুক উল্লেখ করেছেন’, অথবা ‘অমুক বলেছেন, অমুক আমাদেরকে জানিয়েছেন’, এবং এটি বিচ্ছিন্ন, এর মধ্যে কোনো সংযোগের) মিশ্রণ (নেই)।

এবং এই সব কিছু প্রযোজ্য যখন সে নিশ্চিত হয় যে, এটি তার হস্তলিখিত বা তার কিতাব। অন্যথায়, সে যেন বলে: ‘অমূকের সূত্রে আমার কাছে পৌঁছেছে’, অথবা ‘আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি’, অথবা অনুরূপ কিছু, অথবা ‘আমি তার কিতাবে পড়েছি, অমুক আমাকে জানিয়েছেন যে, এটি অমূকের হাতে লেখা’, অথবা ‘আমি ধারণা করেছিলাম যে, এটি অমূকের হাতে লেখা’, অথবা ‘বলা হয়েছে যে, এটি অমূকের হাতে লেখা’, অথবা ‘এর লেখক উল্লেখ করেছেন যে, এটি অমুক’, অথবা ‘অমূকের রচনা’, অথবা ‘বলা হয়েছে: হাতে লেখা) অমুক (অথবা) বলা হয়েছে: এটি (অমূকের রচনা’, এবং অনুরূপ অন্যান্য শব্দ যা সনদকে স্পষ্ট করে। এবং কখনো কখনো ‘উজাদা’ ‘ইজাযা’ (বর্ণনার অনুমতি)-এর সাথে ব্যবহৃত হয়, তখন বলা হয়: ‘আমি অমূকের হাতে লেখা পেয়েছি, এবং তিনি আমাকে এর অনুমতি দিয়েছেন’। (এবং যখন সে কিছু অনুলিপি করে) কোনো রচনা থেকে, তখন সে তাতে যেন না বলে (‘অমুক বলেছেন’) অথবা এই রূপের শব্দ দ্বারা উল্লেখ করে

(ص: 490) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

الْجَزْمِ، (إِلَّا إِذَا وَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ بِمُقَابَلَتِهِ) عَلَى أَصْلِ مُصَنِّفِهِ (أَوْ) مُقَابَلَةٍ (ثِقَةٍ) بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ هَذَا وَلَا نَحْوَهُ فَلْيَقُلْ: بَلَّغَنِي عَنْ فُلَانٍ، أَوْ وَجَدْتُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ كِتَابِهِ وَنَحْوِهِ، وَتَسَامَحْ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَزْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ وَتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أَحَدُهُمْ كِتَابًا مَنْسُوبًا إِلَى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ وَيَنْقُلُ مِنْهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ، قَائِلًا: قَالَ فُلَانٌ أَوْ ذَكَرَ فُلَانٌ كَذَا. (وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِنْ كَانَ الْمُطَالِعُ) عَالِمًا فَطِنًا (مُتَقِنًا) بِحَيْثُ (لَا يَخْفَى عَلَيْهِ) السَّاقِطُ، أَوْ الْمُغَيَّرُ رَجَوْنَا جَوَازَ الْجَزْمِ لَهُ) فِيمَا يَحْكِيهِ (وَالِإِلَى هَذَا اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي نَقْلِهِمْ) مِنْ كُتُبِ النَّاسِ.

(وَأَمَّا الْعَمَلُ بِالْوَجَادَةِ فَنُقَلِّ عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، وَنُظَارِ أَصْحَابِهِ جَوَازُهُ، وَقَطَعَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ

[তাদরীবুর রাবী]

নিশ্চিতভাবে (কোনো বক্তব্য) বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, (তবে যদি সে তার গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপির সাথে নিজ থেকে মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে) অথবা (কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির) মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় (তবে ভিন্ন কথা)। যদি এমন কিছু বা এর অনুরূপ না পাওয়া যায়, তবে সে যেন বলে: 'আমার কাছে অমুকের সূত্রে পৌঁছেছে,' অথবা 'আমি তার কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপিতে এমন পেয়েছি,' ইত্যাদি। এই যুগে অধিকাংশ মানুষই কোনো অনুসন্ধান) ও যাচাই-বাছাই ছাড়া নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেছে। তাদের কেউ একজন নির্দিষ্ট লেখকের প্রতি আরোপিত একটি গ্রন্থ পাঠ করে এবং সেই গ্রন্থ থেকে লেখকের নামে বর্ণনা করে, অথচ সে পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়; সে বলে: 'অমুক বলেছেন,' অথবা 'অমুক এমনটি উল্লেখ করেছেন।'

(এবং যা আমরা উল্লেখ করেছি, সেটাই সঠিক। যদি পাঠক) একজন জ্ঞানী, বিচক্ষণ (ও দক্ষ ব্যক্তি হন), এমনভাবে যে (তার কাছে বাদ পড়া বা পরিবর্তিত অংশ গোপন না থাকে), (তবে তার জন্য নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করার অনুমতি আমরা আশা করি) যা সে বর্ণনা করে। (এবং বহু লেখক মানুষের কিতাব থেকে তাদের বর্ণনায় এই পন্থা অবলম্বন করে স্বস্তি পেয়েছেন।)

(আর 'উইজাদা'র উপর আমল করার ব্যাপারে) অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মালিকী ফকীহ এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তা জায়েয নয়। তবে ইমাম শাফিঈ এবং তার অনুসারী চিন্তাবিদদের থেকে এর জায়েয হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এবং শাফিঈ মাযহাবের কিছু মুহাক্কিক (গবেষক) নিশ্চিতভাবে বলেছেন

[تدريب الراوي]

بُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ حُصُولِ الثَّقَةِ بِهِ، (وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَتَّجِهْ) فِي (هَذِهِ الْأَزْمَانِ غَيْرُهُ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَإِنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى الرَّوَايَةِ لَأُنْسَدَ بَابُ الْعَمَلِ بِالْمُنْقُولِ لِيَتَعَذَّرَ شُرُوطُهَا.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِلْعَمَلِ بِالْوَجَادَةِ بِحَدِيثٍ: «أَيُّ الْخَلْقِ أُعْجِبُ إِبْرَاهِيمًا؟» قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالُوا: الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ: وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ يَأْتِيهِمُ الْوَحْيُ، قَالُوا: فَنَحْنُ، قَالَ: وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا».

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا اسْتِنْبَاطٌ حَسَنٌ.

قُلْتُ: الْمُحْتَجُّ بِذَلِكَ هُوَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيرِهِ. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ كَثِيرَةٌ أوردتها في الأمالي.

[তাদরিবুর রাবী]

তাতে আমল করা ওয়াজিব, যখন তাতে আস্থা অর্জিত হয়। আর এটিই সহীহ মত, যা ছাড়া অন্য কোনো মত এই যুগে প্রযোজ্য নয়।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: যদি তাতে আমল করা বর্ণনার (রিওয়ায়াত) উপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে তার শর্তাবলী পূরণ করা অসম্ভব হওয়ায় বর্ণিত বিষয়ের উপর আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যেত।

বুলক্বীনী বলেছেন: কেউ কেউ ‘আল-বিজাদাহ’ অনুযায়ী আমল করার জন্য এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন: «কোন সৃষ্টির ঈমান সবচেয়ে আশ্চর্যজনক? তারা বলল: ফিরিশতারা।

তিনি বললেন: তারা কীভাবে ঈমান আনবে না, অথচ তারা তাদের রবের কাছেই রয়েছে? তারা

বলল: নবীরা। তিনি বললেন: তারা কীভাবে ঈমান আনবে না, অথচ তাদের কাছে ওহী আসে? তারা বলল: তাহলে আমরা। তিনি বললেন: তোমরা কীভাবে ঈমান আনবে না, অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান? তারা বলল: তাহলে হে আল্লাহর রাসূল, কারা? তিনি বললেন: এমন এক সম্প্রদায় যারা তোমাদের পরে আসবে, তারা কিছু কিতাব (সহীফা) পাবে এবং তাতে যা আছে তার উপর ঈমান আনবে।»

বুলক্বীনী বলেছেন: এটি একটি চমৎকার উদ্ভাবন (বা নিষ্কাশন)।

আমি (লেখক) বলি: এই দ্বারা যিনি প্রমাণ পেশ করেছেন তিনি হলেন হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির। তিনি তার তাফসীরের শুরুতেই এটি উল্লেখ করেছেন। আর এই হাদীসটি হাসান ইবনু আরাফা তার জুয-এ আমর ইবনু শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। এর আরও অনেক সনদ (তরিক) রয়েছে যা আমি 'আল-আমালী'তে উল্লেখ করেছি।

(ص: 492) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ الْخَامِسُ وَالْعَشْرُونَ:

كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبُّهُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

إِحْدَاهَا: اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ وَأَبَاحَهَا طَائِفَةٌ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا، وَجَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ وَالنَّهْيِ حَدِيثَانِ، فَأَلِذْنُ لِمَنْ خِيفَ نَسْيَانُهُ، وَالنَّهْيُ لِمَنْ أَمِنَ وَخِيفَ اتِّكَالُهُ، أَوْ نَهَى حِينَ خِيفَ اخْتِلَاطُهُ بِالْقُرْآنِ وَأَذِنَ حِينَ أَمِنَ. ثُمَّ عَلَى كَاتِبِهِ صَرْفُ الْهَمَّةِ إِلَى ضَبِّهِ وَتَحْقِيقِهِ شَكْلًا وَنَقْطًا يُؤْمِنُ اللَّبْسُ، ثُمَّ قِيلَ: إِنَّمَا يُشَكَّلُ الْمُشْكِلُ، وَنُقِلَ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَاهَةُ الْإِعْجَامِ وَالْإِعْرَابِ إِلَّا فِي الْمُتَبَسِّسِ، وَقِيلَ: يُشَكَّلُ الْجَبِيعُ.

[تدريب الراوي]

وَفِي بَعْضِ الْأَفَاطِهِ «بَلْ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْبَلُونَ بِمَا فِيهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ

حَدِيثِ أَبِي جُمُعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَفِي لَفْظٍ لِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ: «يَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمَعْلَمَ فَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، فَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِيْمَانًا» .

[النُّوعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ وَفِيهِ مَسَائِلُ]

[الأولى حكم كتابة الحديث]

(النُّوعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: كِتَابَةُ الْحَدِيثِ، وَضَبْطُهُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

إِحْدَاهَا: اخْتَلَفَ السَّلَفُ) مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو مُوسَى وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَآخَرُونَ.

(وَأَبَا حَظَهَا طَائِفَةٌ) وَفَعَلُوهَا مِنْهُمْ: عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُهُ الْحَسَنُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ أَيْضًا، وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

পঁচিশতম প্রকার:

হাদীস লিখন ও তার সংরক্ষণ, এবং এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

তাদের মধ্যে একটি: সালাফগণ হাদীস লিখন নিয়ে মতানৈক্য করেছেন, একদল তা অপছন্দ করেছেন এবং অন্যদল তা জায়েয বলেছেন। অতঃপর তারা এর বৈধতার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হাদীস লেখার অনুমতি ও নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে দুটি হাদীস এসেছে। অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাকে, যার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, আর নিষেধ করা হয়েছে তাকে, যে মুখস্থকরণে নিরাপদ ছিল এবং যার লেখার উপর নির্ভরশীল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অথবা, নিষেধ করা হয়েছিল যখন কুরআনের সাথে মিশে যাওয়ার ভয় ছিল এবং অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যখন সেই ভয় ছিল না।

অতঃপর এর লেখকের উপর কর্তব্য হলো এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তা স্বরচিহ্ন (শাকাল) ও নুকতা সহকারে এমনভাবে সুরক্ষিত ও যাচাই করা যেন বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

অতঃপর বলা হয়েছে: কেবল সমস্যাযুক্ত শব্দগুলোরই স্বরচিহ্ন দেওয়া উচিত। ইলমের অধিকারীগণ থেকে এমন বর্ণনা এসেছে যে, নুকতা ও ইরাব (ব্যাকরণগত চিহ্ন) দেওয়া

অপছন্দ করা হয়, তবে কেবল যেখানে অস্পষ্টতা রয়েছে সেখানে ছাড়া। এবং বলা হয়েছে: সবকিছুতেই স্বরচিহ্ন দেওয়া উচিত।

-

[তাদরিবুর রাবী]

এর কোনো কোনো শব্দে এসেছে: «বরং তোমাদের পরে এমন এক সম্প্রদায় আসবে যাদের কাছে দুটি তক্তার (পাতার) মাঝে একটি কিতাব আসবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাতে যা আছে তদনুযায়ী আমল করবে। তারাই তোমাদের চেয়ে অধিক প্রতিদানের অধিকারী।» এটি আহমাদ, দারিমী ও হাকিম আবু জুমু'আ আল-আনসারীর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাকিমের বর্ণনায় উমর (রা)-এর হাদীস থেকে এসেছে: «তারা লিখিত পাতা (দলিল) পাবে এবং তাতে যা আছে তদনুযায়ী আমল করবে। সুতরাং তারাই ঈমানদারদের মধ্যে ঈমানে শ্রেষ্ঠ।»

[পঁচিশতম প্রকার: হাদীস লিখন ও তার সংরক্ষণ, এবং এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে]

[প্রথম মাসআলা: হাদীস লেখার বিধান]

(পঁচিশতম প্রকার: হাদীস লিখন, এবং তার সংরক্ষণ, এবং এতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে: তাদের মধ্যে একটি: সালাফগণ) সাহাবী ও তাবয়ীনের মধ্য থেকে (হাদীস লেখার বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন, একদল তা অপছন্দ করেছেন)। তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইবনু উমর, ইবনু মাসউদ, যায়দ ইবনু সাবিত, আবু মূসা, আবু সাঈদ আল-খুদরী, আবু হুরায়রা, ইবনু আব্বাস এবং অন্যান্যরা।

(এবং একদল তা জায়েয বলেছেন) এবং তারা তা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: উমর, আলী, তাঁর পুত্র হাসান, ইবনু আমর, আনাস, জাবির, ইবনু আব্বাস, এবং ইবনু উমরও, আল-হাসান, আতা, সাঈদ ইবনু জুবাইর এবং উমর ইবনু আবদুল আযীয।

(ص: 493) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْهُمْ: أَبُو قِلَابَةَ وَأَبُو الْمَلِيحِ، وَمِنْ مِلْحِ قَوْلِهِ فِيهِ: يَعْيبُونَ عَلَيْنَا أَنْ نَكْتُبَ الْعِلْمَ وَنُدَوِّنَهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52].
 قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ حَكَاهُ الرَّامَهُزْمِيُّ وَهُوَ: الْكِتَابَةُ وَالْمَحْوُ بَعْدَ الْحِفْظِ.

(ثُمَّ أَجْمَعُوا) بَعْدَ ذَلِكَ (عَلَى جَوَازِهَا) وَزَالَ الْخِلَافُ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَوْلَا تَدْوِينُهُ فِي الْكُتُبِ لَدُرِسَ فِي الْأَعْصَرِ الْأَخِيرَةِ (وَجَاءَ فِي الْإِبَاحَةِ وَالنَّهْيِ حَدِيثَانِ)، فَحَدِيثُ النَّهْيِ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيُمَحِّضْهُ». وَحَدِيثُ الْإِبَاحَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

[হাদিস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

এবং ইয়ায তা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: আবু কিলাবা ও আবুল মালিহ। আর এ বিষয়ে তাঁর চমৎকার উক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো: তারা আমাদের নিন্দা করে যে আমরা জ্ঞান লিখি ও লিপিবদ্ধ করি, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {এর জ্ঞান আমার রবের নিকট এক কিতাবে আছে; আমার রব পথভ্রষ্ট হন না এবং বিস্মৃতও হন না} [সূরা ত্বাহা: ৫২]।

আল-বুলক্বীনী বলেছেন: আর এই মাসআলায় একটি তৃতীয় মতবাদ রয়েছে, যা রামাহুরমুযী বর্ণনা করেছেন এবং তা হলো: মুখস্থ করার পর লেখা ও মুছে ফেলা।

(এরপর তারা সর্বসম্মতিক্রমে একমত হন) এর (বৈধতার উপর) এবং মতপার্থক্য দূরীভূত হয়।

ইবনে আস-সালাহ বলেছেন: যদি কিতাবসমূহে এটি লিপিবদ্ধ না করা হত, তাহলে শেষ যুগে

তা বিলুপ্ত হয়ে যেত। (আর বৈধকরণ ও নিষেধের বিষয়ে দুটি হাদীস এসেছে), সুতরাং

নিষেধের হাদীসটি হলো: মুসলিম আবু সাঈদ আল-খুদরি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখো না। আর যে আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে।» আর বৈধকরণের হাদীসটি হলো তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি: «আবু শাহের জন্য লিখে দাও।» মুত্তাফাকুন আলাইহি।

আর আবু দাউদ, আল-হাকিম এবং অন্যান্যরা ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল,

(ص: 494) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الشَّيْءَ فَأَكْتُبُهُ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا حَقًّا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اسْتَعِنْ بِبَيْتِكَ" وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ.

وَأَسْنَدَ الرَّامَهُزْمِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ أَفْنَكْتُبُهَا؟ قَالَ: "اَكْتُبُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ".

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ مَوْقُوفًا: «قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ». وَأَسْنَدَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ مَرْفُوعًا: «إِذَا كَتَبْتُمُ الْحَدِيثَ فَاكْتُبُوهُ بِسَنَدِهِ»، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ السَّابِقِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (فَالْإِذْنَ لِمَنْ خِيفَ نَسْيَانُهُ وَالتَّهْيِئَةَ لِمَنْ أَمِنَ) النَّسْيَانُ وَوَثِيقٌ بِحِفْظِهِ (وَخِيفَ اتِّكَالُهُ) عَلَى الْخَطِّ إِذَا كَتَبَ فَيَكُونُ التَّهْيِئَةُ مَخْصُوصًا.

[তারবীদুর রাবি]

“আমি আপনার কাছ থেকে কিছু শুনি এবং তা লিখি।” তিনি বললেন: “হ্যাঁ।” তিনি বললেন: “রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ, কেননা আমি উভয় অবস্থাতেই সত্য ছাড়া কিছু বলি না।”

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ আমার চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেননি। কারণ তিনি লিখতেন, আর আমি লিখতাম না।” এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসতেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনতেন। হাদীসগুলো তাকে মুখ করত কিন্তু তিনি সেগুলো মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। তখন তিনি বললেন: ‘তোমার ডান হাত দিয়ে সাহায্য নাও (অর্থাৎ লেখো)।’ আর তিনি তাঁর হাত দিয়ে লেখার দিকে ইশারা করলেন।”

রামাহুরমুযী রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় শুনি, আমরা কি তা লিখব? তিনি বললেন: ‘তোমরা তা লেখো, এতে কোনো অসুবিধা নেই।’”

হাকেম এবং অন্যান্যরা আনাস (রাঃ) ও অন্যদের হাদীস থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন: “লেখার মাধ্যমে জ্ঞানকে আবদ্ধ করো (বা সংরক্ষণ করো)।”

দাইলামী আলী (রাঃ) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: “যখন তোমরা হাদীস লিখবে, তখন তা এর সনদসহ লিখবে।” এবং এই অধ্যায়ে এর বাইরেও অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

এবং এই (হাদীস)গুলোর সাথে আবু সাঈদ (রাঃ)-এর পূর্বোক্ত হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে, যেমনটি গ্রন্থকার তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন: (অনুমতি তাদের জন্য, যাদের ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়; আর নিষেধ তাদের জন্য, যারা বিস্মৃতি থেকে

নিরাপদ ছিল এবং যাদের স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা ছিল) এবং তাদের ক্ষেত্রেও (নিষেধ) যাদের লেখার উপর নির্ভরতার আশঙ্কা করা হতো, যখন তারা লিখত। সুতরাং এই নিষেধ নির্দিষ্ট।

(ص: 495) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَدْ أَسْنَدَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ هَذَا الْعِلْمُ كَرِيمًا يَتَلَقَّاهُ الرِّجَالُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الْكُتُبِ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ.

(أَوْ نَهَى) عَنْهُ (حِينَ خِيفَ اخْتِلَاطُهُ بِالْقُرْآنِ، وَأُذِنَ) فِيهِ (حِينَ أَمِنَ) ذَلِكَ فَيَكُونُ النَّهْيُ مَنْسُوحًا، وَقِيلَ: الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنِ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ مَعَ الْقُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْعَوْنَ تَأْوِيلَ الْآيَةِ فَرَبَّاهُ كَتَبُوهُ مَعَهَا، فَهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِيَخَوْفَ الْإِسْتِبَاهِ.

وَقِيلَ: النَّهْيُ خَاصٌّ بِوَقْتِ نُزُولِ الْقُرْآنِ خَشْيَةَ التَّبَاسُهِ، وَالْإِذْنُ فِي غَيْرِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْلَلَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَيْهِ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمُدْخَلِ" عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَهَا. فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ. فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ، كَتَبُوا كُتُبًا فَأَكْبُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا. (ثُمَّ عَلَى كَاتِبِهِ صَرْفُ الْهِمَّةِ إِلَى ضَبْطِهِ وَتَحْقِيقِهِ شَكْلًا وَنَقْطًا يُؤْمَنُ) مَعَهَا (الَلْبُسُ) لِيُؤَدِّيَهُ كَمَا سَبَعَهُ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইবনুল সালাহ এখানে আওয়ামী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন: এই জ্ঞান ছিল সম্মানিত, যা পুরুষরা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন তা গ্রন্থাবলীতে প্রবেশ করলো, তখন এর অযোগ্য ব্যক্তিরও এতে প্রবেশ করলো।

(অথবা তিনি নিষেধ করেছিলেন) যখন কুরআনের সাথে এর মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, (এবং অনুমতি দিয়েছিলেন) যখন এই আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাটি রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়। অন্য মতে, উদ্দেশ্য হলো একটি মাত্র সহীফায়/পাতায় কুরআনের সাথে হাদীস লেখা নিষেধ করা; কারণ তারা আয়াতের ব্যাখ্যা শুনতো এবং সম্ভবত তা এর সাথে লিখে ফেলতো, ফলে সাদৃশ্যের (বা ভুল বোঝার) আশঙ্কায় তাদের তা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল।

এবং বলা হয়েছে: নিষেধাজ্ঞাটি কুরআনের অবতরণকালের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, এর মিশ্রণ (আল-তিবাস) আশঙ্কায়, আর এর বাইরে (অন্য সময়ে) অনুমতি ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবু সাঈদ-এর হাদীসকে দুর্বল (মু'আল্লাল) বলেছেন এবং বলেছেন: সঠিক হলো এটি তাঁর উপর মওকুফ (সাহাবীর উক্তি), এ কথা বুখারী ও অন্যান্যরা বলেছেন।

এবং বায়হাকী 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে উরওয়া ইবনুল যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সুন্নাহসমূহ লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা তাঁকে তা লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর উমর (রাঃ) এক মাস ধরে এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করলেন। এরপর একদিন সকালে তিনি এমন অবস্থায় উঠলেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্য সিদ্ধান্ত স্থির করে দিয়েছেন। তিনি বললেন: 'আমি সুন্নাহসমূহ লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের পূর্ববর্তী এমন কওমের কথা স্মরণ করলাম, যারা কিছু গ্রন্থ লিখেছিল এবং সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আর আল্লাহর কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছিল। আল্লাহর কসম! আমি কখনো আল্লাহর কিতাবকে অন্য কোনো কিছুর সাথে মিশ্রিত করবো না'।

এরপর এর লেখকের উপর আবশ্যিক যে, তিনি এর লিখনশৈলী ও সঠিকতায় পূর্ণ মনোযোগ দেবেন, হরকত (تشكيل) ও নুকতা (تنقيط) সঠিকভাবে দেবেন, যাতে এদের (হরকত ও নুকতা) দ্বারা কোনো প্রকার ভুল (লাবস) হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, যেন তিনি তা সেভাবেই আদায় করতে পারেন যেভাবে তিনি শুনছেন।

[তরীব রাওী]

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: "نُورُ الْكِتَابِ إِعْجَامُهُ".

قَالَ الرَّامَهُزْمِيُّ: أَيُّ نَقْطِهِ أَنْ يُبَيِّنَ التَّاءَ مِنَ الْيَاءِ وَالْحَاءِ مِنَ الْخَاءِ، قَالَ: وَالشَّكْلُ تَقْيِيدُ الْإِعْرَابِ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِعْجَامُ الْكُتُوبِ يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْجَالِهِ، وَشَكْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ إِشْكَالِهِ. قَالَ: وَكَثِيرًا مَا يَعْتَمِدُ الْوَائِقُ عَلَى ذَهْنِهِ، وَذَلِكَ وَخِيمُ الْعَاقِبَةِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنِّسْيَانِ انْتَهَى.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ النَّصَارَى كَفَرُوا بِلَفْظَةِ أَخْطَأُوا فِي إِعْجَامِهَا وَشَكْلِهَا، قَالَ اللَّهُ فِي الْإِنْجِيلِ لِعِيسَى: أَنْتَ نَبِيِّي وَلَدْتُكَ مِنَ الْبَتُولِ. فَصَحَّفُوهَا وَقَالُوا: أَنْتَ بُنْيَى وَلَدْتُكَ - مُخَفَّفًا. وَقِيلَ: أَوَّلُ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ فِي الْإِسْلَامِ سَبَبُهَا ذَلِكَ أَيْضًا، وَهِيَ فِتْنَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ كَتَبَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ أَمِيرًا إِلَى مِصْرَ، إِذَا جَاءَ كُمْ فَاقْبَلُوهُ ; فَصَحَّفُوهَا فَاقْتُلُوهُ ; فَجَرَى مَا جَرَى.

وَكَتَبَ بَعْضُ الْخُلَفَاءِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ بِبَلَدٍ أَنْ أَحْصِ الْمُخَنَّثِينَ. أَيُّ بِالْعَدَدِ، فَصَحَّفَهَا بِالْمُعْجَمَةِ فَخَصَّاهُمْ.

(ثُمَّ قِيلَ: إِنَّهَا يُشَكِّلُ الْمُشْكِلَ وَنُقِلَ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَاهِيَّةُ الْإِعْجَامِ) أَيُّ

[তাদরীবুর রাবী]

আওয়াযী (রহ.) বলেন: "কিতাবের আলোক হলো তার ই'জাম (নুজা ও হরকত)।"

রামাহ্রমুযী (রহ.) বলেন: অর্থাৎ, তার নুক্তা দেওয়া যাতে তা (ب) থেকে ইয়া (ي) এবং হা (ح) থেকে খা (خ) পৃথক করা যায়। তিনি বলেন: আর শাকল (হরকত) হলো ইরাবে (ব্যাকরণিক বিভক্তির) সুনির্দিষ্টকরণ।

ইবনুস সালাহ (রহ.) বলেন: লিখিত লেখার ই'জাম (নুক্তা ও হরকত) এর অস্পষ্টতা (দুর্বোধ্যতা) দূর করে এবং তার শাকল (হরকত) এর জটিলতা (বিভ্রান্তি) দূর করে। তিনি বলেন: বহু সময় আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি তার নিজ ধারণার উপর নির্ভর করে, আর এর পরিণতি গুরুতর। কারণ মানুষ ভুলপ্রবণ। সমাপ্ত।

এবং বলা হয়েছে: খ্রিষ্টানরা একটি শব্দে ভুল ই'জাম ও শাকল (নুক্তা ও হরকত) করার কারণে কুফরী করেছিল। আল্লাহ ইনজীলে ঈসা (আ.)-কে বলেছিলেন: "তুমি আমার নবী, আমি তোমাকে কুমারী থেকে জন্ম দিয়েছি।" অতঃপর তারা তাতে তাহরীফ (বদল) করে বলল: "তুমি আমার পুত্র, আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি" - (অর্থাৎ, 'বুনাইয়্যা' - হালকা উচ্চারণে)। আরও বলা হয়েছে: ইসলামের প্রথম যে ফিতনা সংঘটিত হয়েছিল, তার কারণও ছিল এটি। আর তা ছিল উসমান (রা.)-এর ফিতনা। তিনি (উসমান) মিশরে আমীর করে যাকে পাঠিয়েছিলেন, তাকে লিখেছিলেন: "সে যখন তোমাদের কাছে আসবে, তখন তাকে গ্রহণ করো।" কিন্তু তারা তাতে তাহরীফ (নুক্তা বদলে) করে পড়ল: "তাকে হত্যা করো।" অতঃপর যা ঘটান তা ঘটল।

জনৈক খলিফা কোনো এক অঞ্চলের তার গভর্নরকে লিখেছিলেন: "হিজড়াদের (বা নারীদের ন্যায় আচরণকারী পুরুষদের) গণনা করো।" অর্থাৎ, সংখ্যা গণনা করো। কিন্তু সে তাতে তাহরীফ (হরফ বদলে) করে তাদের খাসি করে দিল (অর্থাৎ, পুরুষাঙ্গ কেটে দিল)। (অতঃপর বলা হয়েছে: যা জটিল, তাকেই জটিল করা হয় এবং জ্ঞানীদের (আহলুল ইলম) থেকে ই'জাম (নুক্তা ও হরকত) অপছন্দ করা বর্ণিত হয়েছে।) অর্থাৎ

(ص: 497) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّانِيَّةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُ بِضَبْطِ الْمُتَبَسِّ مِنَ الْأَسْبَاءِ أَكْثَرَ.
وَيُسْتَحَبُّ ضَبْطُ الْمُشْكَلِ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ وَكُتُبُهُ مَضْبُوطًا وَاضِحًا فِي الْحَاشِيَةِ قَبَالَتَهُ.

وَيُسْتَحَبُّ تَحْقِيقُ الْخَطِّ دُونَ مَشَقِّهِ وَتَعْلِيقِهِ، وَيُكْرَهُ تَدْقِيقُهُ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ: كَصِيْقِ
الْوَرَقِ وَتَخْفِيفِهِ لِلْجَمَلِ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ، وَيَنْبَغِي ضَبْطُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ، قِيلَ: تُجْعَلُ
تَحْتَ الدَّالِ، وَالرَّاءِ، وَالسِّينِ، وَالصَّادِ وَالطَّاءِ، وَالْعَيْنِ النُّقْطُ الَّتِي فَوْقَ نَظَائِرِهَا. وَقِيلَ:
فَوْقَهَا كَقَلَامَةِ الظُّفْرِ مُضْطَجَعَةً عَلَى قَفَاهَا، وَقِيلَ: تَحْتَهَا حَرْفٌ صَغِيرٌ مِثْلُهَا، وَفِي بَعْضِ
الْكِتَابِ الْقَدِيمَةِ فَوْقَهَا خَطٌّ صَغِيرٌ. وَفِي بَعْضِهَا تَحْتَهَا هَمْزَةٌ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحَ مَعَ
نَفْسِهِ بِرُمُزٍ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، وَإِنْ فَعَلَ فَلْيُبَيِّنْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ آخِرِهِ مُرَادَهُ وَأَنْ
يَعْتَنِيَ بِضَبْطِ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَاتِ وَتَبْيِيزِهَا فَيَجْعَلَ كِتَابَهُ عَلَى رِوَايَةٍ. ثُمَّ مَا كَانَ فِي
غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَاتٍ أَلْحَقَهَا فِي الْحَاشِيَةِ أَوْ نَقَصٍ أَعْلَمَ عَلَيْهِ أَوْ خِلَافٍ كَتَبَهُ، مُعَيِّنًا فِي كُلِّ
ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ بِتِمَامِ اسْمِهِ لَا رَامِزًا إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَوَّلَ الْكِتَابِ أَوْ آخِرَهُ، وَاكْتَفَى كَثِيرُونَ
بِالتَّبْيِيزِ بِحُمْرَةٍ، فَالزِّيَادَةُ تُلْحَقُ بِحُمْرَةٍ وَالنَّقْصُ يُحَوِّقُ عَلَيْهِ بِحُمْرَةٍ مُبَيِّنًا اسْمَ
صَاحِبِهَا أَوَّلَ الْكِتَابِ أَوْ آخِرَهُ.

[تدريب الراوي]

النُّقْطُ (وَالْإِعْرَابُ) أَيِ الشَّكْلِ (إِلَّا فِي الْمُلْتَبِسِ) إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِمَا فِي غَيْرِهِ.
(وَقِيلَ: يُشْكَلُ الْجَمِيعُ) قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَهُوَ الصَّوَابُ لَا سِيَّمَا لِلْمُبْتَدِي وَغَيْرِ
الْمُتَبَجِّرِ فِي الْعِلْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُبَيِّرُ مَا يُشْكَلُ مِمَّا لَا يُشْكَلُ. وَلَا صَوَابٌ وَجْهَ إِعْرَابِ
الْكَلِمَةِ مِنْ خَطِّهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَرَبَّمَا ظَنَّ أَنَّ الشَّيْءَ غَيْرُ مُشْكَلٍ لَوْضُوحِهِ. وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَحَلُّ نَظَرٍ
مُحْتَاجٍ إِلَى الضَّبْطِ.

وَقَدْ وَقَعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافٌ فِي مَسَائِلَ مُرْتَبَةِ عَلَى إِعْرَابِ الْحَدِيثِ. كَحَدِيثِ «ذَكَاتُ
الْجَنِينِ ذَكَاتُ أُمِّهِ»، فَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ ذَكَاتُ الْجَنِينِ. بِنَاءً عَلَى رَفْعِ
ذَكَاتِ أُمِّهِ، وَرَجَّحَ الْحَنْفِيُّ الْفَتْحَ عَلَى التَّشْبِيهِ أَيْ يُذَكِّي مِثْلَ ذَكَاتِ أُمِّهِ.

[الثانية الاعتناء بضبط الملتبس من الأسماء]

(الثانية: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُ بِضَبِّ الْمُلْتَبِسِ مِنَ الْأَسْمَاءِ أَكْثَرَ) ، فَإِنَّهَا لَا تُسْتَدْرَكُ بِالْمَعْنَى وَلَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ النَّجِيرِيُّ: أَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِالضَّبِّ أَسْمَاءُ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ. وَلَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

দ্বিতীয়ত: তার উচিত অস্পষ্ট নামগুলো ضبط (সঠিকভাবে চিহ্নিত/উচ্চারিত) করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া।

আর মুশকিল (দুর্বোধ্য) বিষয়াদি কিতাবের মধ্যেই ضبط করা মুস্তাহাব এবং তা পাদটীকায় (হাশিয়াতে) স্পষ্ট ও সুবিন্যস্তভাবে তার মুখোমুখি (প্রতিপক্ষ) করে লেখা।

আর হস্তাক্ষরকে বিকৃত বা ঝোলানো (কাটাছেঁড়া) না করে যাচাই-বাছাই (تحقيق) করা মুস্তাহাব। হস্তাক্ষরকে অতি সূক্ষ্ম করা মাকরুহ, তবে কোনো ওজর (অসুবিধা) থাকলে ভিন্ন কথা: যেমন কাগজের স্বল্পতা, এবং সফরে ভার লাঘব করা ইত্যাদি। এবং মুহমালা (নুকতা-বিহীন) হরফগুলো ضبط করা উচিত। বলা হয়েছে: 'দাল', 'রা', 'সিন', 'সাদ', 'ত্বা' এবং 'আইন' হরফগুলোর নিচে সেগুলোর نظائر (নুকতা-যুক্ত অনুরূপ হরফ) এর উপরের নুকতাগুলো বসানো হবে। আর বলা হয়েছে: সেগুলোর (মুহমালা হরফগুলোর) উপরে নখের টুকরার মতো উল্টোভাবে শুইয়ে দেওয়া হবে। এবং বলা হয়েছে: সেগুলোর নিচে ছোট একটি অনুরূপ হরফ বসানো হবে। কিছু পুরোনো কিতাবে সেগুলোর উপরে একটি ছোট রেখা দেখা যায়। আর কিছুতে সেগুলোর নিচে হামযা (ء) দেখা যায়। ব্যক্তির নিজের জন্য এমন কোনো চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা উচিত নয় যা সাধারণ মানুষ জানে না। আর যদি সে এমনটা করে, তবে কিতাবের শুরুতে বা শেষে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেবে। এবং বিভিন্ন রিওয়াত (বর্ণনা) ضبط করা ও সেগুলোকে আলাদা করার প্রতি যত্নবান হবে, যাতে সে তার কিতাবকে একটি রিওয়াতের ভিত্তিতে তৈরি করে। এরপর, অন্যান্য রিওয়াতসমূহে যদি কোনো অতিরিক্ত অংশ থাকে, তবে তা পাদটীকায় (হাশিয়াতে) সংযুক্ত করবে; অথবা যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তবে তা চিহ্নিত করবে; অথবা যদি কোনো মতভেদ থাকে, তবে তা লিখবে। এবং এই সব ক্ষেত্রে যিনি তা বর্ণনা করেছেন তার সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ করবে, কোনো প্রতীক ব্যবহার করবে না, তবে যদি সে কিতাবের শুরুতে বা শেষে তা স্পষ্ট করে দেয় (তবে প্রতীক ব্যবহার করা যাবে)।

অনেকেই লাল কালি দিয়ে পার্থক্য করাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। সুতরাং, অতিরিক্ত অংশ লাল

কালি দিয়ে যুক্ত করা হয় এবং ঘাটতিকে লাল কালি দিয়ে বৃত্তাকার করে চিহ্নিত করা হয়, তার বর্ণনাকারীর নাম কিতাবের শুরুতে বা শেষে উল্লেখ করে।

[তাদরিবুর রাবী]

নুকতা (ও ইরার তথা শকল) দেওয়া, তবে শুধুমাত্র অস্পষ্ট (مُتَشَبِّه) স্থলে, কেননা অন্য কোথাও এর প্রয়োজন নেই।

(আর বলা হয়েছে: সবগুলোতেই শকল দেওয়া হবে।) কাযী ইয়ায বলেছেন: এটিই সঠিক, বিশেষ করে নতুন শিক্ষার্থী এবং যারা ইলমে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেনি তাদের জন্য; কারণ তারা শকলযুক্ত ও শকলমুক্তর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। আর শব্দের ইরারের সঠিক দিক বা ভুল দিকও তারা বুঝতে পারে না।

ইরাকী বলেছেন: অনেক সময় কেউ কোনো বিষয়কে স্পষ্টতার কারণে মুশকিল (দুর্বোধ্য) নয় বলে মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা গভীর মনোযোগের স্থান এবং ضبط-এর মুখাপেক্ষী। আর হাদিসের ইরারের (ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের) উপর নির্ভরশীল অনেক মাসআলায় উলামাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। যেমন হাদিস: «ذَكَرْتُ الْجَنَيْنَ ذَكَرْتُ أُمَّهُ» (জ্ঞানের যবেহ তার মায়ের যবেহ)। এই হাদিস দ্বারা জুমহুর (অধিকাংশ আলেম) এই দলীল পেশ করেছেন যে, জ্ঞানের জন্য আলাদা যবেহ করা ওয়াজিব নয়। (এটা এই কারণে যে) ذَكَرْتُ أُمَّهُ (যাকাতু উম্মাহি) কে রফ' (رفع, পেশ) হিসাবে ধরা হয়েছে। আর হানাফীগণ تشبيه (সাদৃশ্য) এর ভিত্তিতে ফাতহ (فتح, জবর) কে প্রাধান্য দিয়েছেন, অর্থাৎ (জ্ঞানকে) তার মায়ের যবেহের মতোই যবেহ করা হবে।

[দ্বিতীয়ত: অস্পষ্ট নামগুলো ضبط করার প্রতি মনোযোগী হওয়া]

(দ্বিতীয়ত: তার উচিত অস্পষ্ট নামগুলো ضبط করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া), কারণ সেগুলো অর্থ দ্বারা সংশোধন করা যায় না এবং তার পূর্বাপর দ্বারাও তার উপর দলীল পেশ করা যায় না।

আবু ইসহাকুন নাজিরমী বলেছেন: ضبط করার জন্য সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হলো মানুষের নাম; কারণ এতে কিয়াস (তুলনা/অনুমান) প্রবেশ করে না। এবং তার পূর্বে বা পরে এমন কিছু থাকে না যা তার উপর নির্দেশ করে।

[تدريب الراوي]

وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ قَالَ: لَمَّا حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِحَدِيثِ الْحَوَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، كَتَبَ تَحْتَهُ: حُورٌ عَيْنٌ. لِئَلَّا أَغْلَطَ فَأَقْرَأَهُ أَبُو الْجَوْزَاءِ بِالْجِيمِ وَالرَّايِ.

(وَيُسْتَحَبُّ ضَبُّ الْمُسْكَلِ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ وَكُتُبِهِ) أَيْضًا (مَضْبُوطًا وَاضِحًا فِي الْحَاشِيَةِ قُبَالَتِهِ) فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ، لِأَنَّ الْمَضْبُوطَ فِي نَفْسِ الْأُسْطُرِ رُبَّمَا دَاخَلَهُ نَقْطٌ غَيْرُهُ وَشَكْلُهُ مِمَّا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ، لَا سِيَّيَا عِنْدَ ضَبِّهَا وَدِقَّةِ الْخَطِّ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَطَّعَ حُرُوفُ الْكَلِمَةِ الْمُسْكَلَةِ فِي الْهَامِشِ؛ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ شَكْلُ الْحَرْفِ بِكِتَابَتِهِ مُفْرَدًا فِي بَعْضِ الْحُرُوفِ، كَالنُّونِ وَالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَتَبَتِ الْكَلِمَةُ كُلُّهَا.

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي "الْإِفْتِرَاحِ": وَمِنْ عَادَةِ الْمُتَقِنِينَ أَنْ يُبَالِغُوا فِي إِيضَاحِ الْمُسْكَلِ فَيُفَرِّقُوا حُرُوفَ الْكَلِمَةِ فِي الْحَاشِيَةِ وَيَضْبُطُوهَا حَرْفًا حَرْفًا. (وَيُسْتَحَبُّ تَحْقِيقُ الْخَطِّ دُونَ مَشْقِهِ وَتَعْلِيلِهِ) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: شَرُّ الْكِتَابَةِ الْمَشْقُوشِ وَشَرُّ الْقِرَاءَةِ الْهَذْرَمَةُ، وَأَجُودُ الْخَطِّ أَبْيَنُهُ، انْتَهَى.

[তাদরীবুর রাবী]

আবু আলী আল-গাসসানী উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন ইদরিস বলেছেন: যখন শু'বা আমাকে হাসান ইবন আলী থেকে 'আল-হাওরা' বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন তিনি এর নিচে লিখলেন: حُورٌ عَيْنٌ (হুরুন ঈন)। যাতে আমি ভুল করে আবুল জাওয়া'-কে 'জীম' (ج) ও 'যা' (ز) দিয়ে পাঠ না করি।

(এবং কিতাবের মূল অংশে দুর্বোধ্য শব্দগুলোর হরকত ও নুকতা সংযোজন করা এবং) তদুপরি (স্পষ্টভাবে হরকত ও নুকতা দিয়ে সেগুলোকে পৃষ্ঠার পাদটীকায়, মূল অংশের বিপরীতে লেখা মুস্তাহাব)। কারণ এটি অধিকতর কার্যকর। কেননা মূল পংক্তিগুলোতে সংযোজিত হরকত ও নুকতা উপর বা নিচের অন্য শব্দের নুকতা বা হরকতের সাথে মিশে যেতে পারে, বিশেষত যখন পংক্তিগুলো সংকীর্ণ হয় এবং হাতের লেখা সূক্ষ্ম হয়।

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং এর চেয়েও স্পষ্টতর উপায় হলো দুর্বোধ্য শব্দের অক্ষরগুলোকে পাদটীকায় আলাদা আলাদা করে লেখা; কারণ কিছু কিছু অক্ষরের ক্ষেত্রে, যেমন 'নুন' (ن) এবং নিম্নস্থিত 'ইয়া' (ي), পুরো শব্দ লেখার চেয়ে অক্ষরগুলোকে পৃথকভাবে লিখলে তাদের আকৃতি আরও সুস্পষ্ট হয়।

ইবন দাকীক আল-ঈদ 'আল-ইকতিরাহ' গ্রন্থে বলেছেন: এবং দক্ষ লেখকগণের রীতি হলো দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া, তাই তারা শব্দের অক্ষরগুলোকে পাদটীকায় পৃথক পৃথক করে লেখেন এবং প্রতিটি অক্ষরকে সুনির্দিষ্টভাবে হরকত ও নুকতা দিয়ে সংযোজন করেন।

(এবং হাতের লেখাকে সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত রাখা মুস্তাহাব, তা দ্রুত ও এলোমেলো করে না লিখে)। ইবন কুতায়বা বলেছেন: উমার ইবন আল-খাত্তাব বলেছেন: সবচেয়ে নিকৃষ্ট লেখা হলো দ্রুতগতিতে এলোমেলো করে লেখা (আল-মাশক), এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাঠ হলো দ্রুত ও অস্পষ্টভাবে পাঠ করা (আল-হাযরামাহ)। আর সর্বোত্তম হস্তাক্ষর হলো যা সবচেয়ে সুস্পষ্ট, সমাপ্ত।

(ص: 499) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَالْمَشَقُّ سُرْعَةُ الْكِتَابَةِ.

(وَيُكْرَهُ تَدْقِيقُهُ) أَيِ الْخَطِّ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ فِي نَظَرِهِ ضَعْفٌ، وَرُبَّمَا ضَعْفَ نَظَرٍ

كَاتِبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لِابْنِ عَمِّهِ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَرَأَاهُ يَكْتُبُ خَطًّا دَقِيقًا: لَا تَفْعَلْ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ يَخُونُكَ.

(إِلَّا مِنْ عَذْرِ كَضِيقِ الْوَرَقِ وَتَخْفِيفِهِ لِلْحَمْلِ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ. وَيُنَبِّغِي ضَبْطَ الْحُرُوفِ الْمُهِمَلَةِ) أَيْضًا. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يَسْتَدِلُّ لِذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْمَرْزُبَانِيُّ وَابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَوْسٍ الْغَسَّانِيِّ قَالَ: «كَتَبْتُ بَيْنَ يَدَيَّ مُعَاوِيَةَ كِتَابًا فَقَالَ لِي: يَا عَبْدُ أَرْقِشْ كِتَابَكَ، فَإِنِّي كُنْتُ بَيْنَ يَدَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَرْقِشْ كِتَابَكَ، قُلْتُ: وَمَا رَقَشُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَعْطِ كُلَّ حَرْفٍ مَا يَنْبُؤُهُ مِنَ النُّقْطِ».

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: فَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ حَرْفٍ. ثُمَّ اخْتَلَفَ فِي كَيْفِيَّةِ ضَبْطِهَا (قِيلَ: يُجْعَلُ تَحْتَ الدَّالِ وَالرَّاءِ وَالسِّينِ وَالصَّادِ وَالطَّاءِ وَالْعَيْنِ النُّقْطُ الَّتِي فَوْقَ نَظَائِرِهَا).

[তাদরীবুর রাবী]

এবং মাশক হলো লেখার দ্রুততা।

(এবং এর সূক্ষ্ম লিখন মাকরুহ) অর্থাৎ, হস্তলিপিকে সূক্ষ্ম করা; কারণ দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তা থেকে উপকৃত হতে পারে না এবং সম্ভবত লেখকের দৃষ্টিশক্তিও পরবর্তীতে দুর্বল হয়ে যায়, তখন সে নিজেও তা থেকে উপকৃত হতে পারে না।

আর আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর চাচাতো ভাই হাম্বল ইবনে ইসহাককে বলেছিলেন, যখন তিনি তাকে সূক্ষ্ম হস্তাক্ষরে লিখতে দেখেছিলেন: "এমন করো না। যখন তুমি এর সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে, তখন এটি তোমাকে ধোঁকা দেবে (বা অকেজো হবে)।"

তবে কোনো ওজর (অসুবিধা) থাকলে [সূক্ষ্ম লিখন জায়েজ], যেমন কাগজের স্বল্পতা এবং ভ্রমণের সময় বোঝা হালকা করার জন্য ইত্যাদি।

এবং নুকতাহীন হরফগুলোও সঠিক করে লেখা উচিত। আল-বুলকিনী বলেছেন: এর সমর্থনে তিনি মারযুবানি এবং ইবনে আসাকির কর্তৃক উবাইদ ইবনে আওস আল-গাস্সানী থেকে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি মুয়াবিয়া (রা)-এর সামনে একটি কিতাব

লিখছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন: 'হে উবাইদ, তোমার কিতাবকে 'আরকিশ' (নকশা করো/ফুটিয়ে তোলো)'। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন: 'হে মুয়াবিয়া, তোমার কিতাবকে 'আরকিশ' (ফুটিয়ে তোলো)'। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'হে আমীরুল মুমিনীন, 'আরকিশ' মানে কী?' তিনি বললেন: 'প্রত্যেক হরফকে তার প্রাপ্য নুকতা দাও।'"

আল-বুলকিনী বলেছেন: সুতরাং এটি প্রত্যেক হরফের জন্য প্রযোজ্য।

তারপর এগুলোর (নুকতাহীন হরফের) বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। (বলা হয়েছে: দাল (د), রা (ر), সিন (س), সাদ (ص), ত্বা (ط) এবং আইন (ع) এর নিচে সেই নুকতাগুলো স্থাপন করা হবে যা তাদের সমরূপ হরফগুলোর উপরে থাকে।)

(ص: 500) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَاخْتَلَفَ عَلَى هَذَا فِي نَقْطِ السَّيْنِ مِنْ تَحْتٍ، فَقِيلَ: كَصُورَةِ النَّقْطِ مِنْ فَوْقٍ، وَقِيلَ: لَا، بَلْ يُجْعَلُ مِنْ فَوْقٍ كَالْأَكَاثِي، وَمِنْ تَحْتٍ مَبْسُوطَةً صَفًّا، (وَقِيلَ): يُجْعَلُ (فَوْقَهَا) أَيِ الْمُهِمَلَاتِ الْمَذْكُورَةِ صُورَةً هَلَالٍ، (كَقَلَامَةِ الظُّفْرِ مُضْطَجِعَةً عَلَى قَفَاهَا، وَقِيلَ): يُجْعَلُ (تَحْتَهَا) حَرْفٌ صَغِيرٌ مِثْلُهَا) وَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْحَاءِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْأَنْدَلُسِ.

(وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ فَوْقَهَا خَطٌّ صَغِيرٌ) كَفَتْحَةٍ وَقِيلَ كَهَمْزَةٍ، (وَفِي بَعْضِهَا تَحْتَهَا هَمْزَةٌ) فَهَذِهِ خُمُسُ عِلَامَاتٍ.

فَائِدَةٌ

لَمْ يَتَعَرَّضْ أَهْلُ هَذَا الْفَنِّ لِلْكَافِ وَاللَّامِ، وَذَكَرَهُمَا أَصْحَابُ التَّصَانِيفِ فِي الْخَطِّ، فَالْكَافُ: إِذَا لَمْ تُكْتَبْ مَبْسُوطَةً تُكْتَبُ فِي بَطْنِهَا كَافٌ صَغِيرٌ أَوْ هَمْزَةٌ.

-
[তাদরীবুর রাবী]

এই বিষয়ে (অর্থাৎ) সীন অক্ষরকে নিচ থেকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: উপর থেকে নুকতার আকৃতির মতো। আবার কেউ কেউ বলেছেন: না, বরং এটিকে উপর থেকে চুলার তিন পায়ের (আকৃতির) মতো এবং নিচ থেকে সারি আকারে বিস্তৃত করে রাখা হয়। (এবং কেউ কেউ বলেছেন): এর (অর্থাৎ উল্লিখিত নুক্তাহীন অক্ষরগুলির) উপরে অর্ধচন্দ্রাকার একটি চিহ্ন স্থাপন করা হয়, যা নখের এক টুকরোর মতো উল্টো করে রাখা থাকে। (আবার কেউ বলেছেন): এর নিচে এর অনুরূপ একটি ছোট হরফ রাখা হয়। আর এটি 'হা' (ح) অক্ষরের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেছেন: এর উপরই পূর্বদেশ (মাশরিক) ও আন্দালুসের অধিবাসীদের আমল (অনুশীলন) রয়েছে।

(এবং কিছু প্রাচীন কিতাবে এর উপরে একটি ছোট রেখা (চিহ্ন) থাকে) যেমন ফাতহা (যবর)- এর মতো, আবার কেউ কেউ বলেছেন হামযার (চিহ্নের) মতো। (এবং কিছুতে এর নিচে হামযা (চিহ্ন) থাকে)। অতএব, এইগুলি পাঁচটি চিহ্ন।

ফায়দা

এই ফনের (বিদ্যার) বিশেষজ্ঞরা কাফ (ك) ও লাম (ل) নিয়ে আলোচনা করেননি, তবে হস্তলিপি বিষয়ক রচয়িতাগণ এই দুটি (অক্ষরের) উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, কাফ: যদি এটিকে খোলা বা বিস্তৃতভাবে না লেখা হয়, তবে এর পেটের ভেতরে একটি ছোট কাফ অথবা একটি হামযা (চিহ্ন) লেখা হয়।

(ص: 501) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-
[تدريب الراوي]

وَاللَّامُ يُكْتَبُ فِي بَطْنِهَا لَامٌ، أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِحُرُوفِهَا الثَّلَاثَةِ لَا صُورَةَ " ل "، وَيُوجَدُ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي خَطِّ الْأَدَبَاءِ.

وَالْهَاءُ آخِرُ الْكَلِمَةِ يُكْتَبُ عَلَيْهَا هَاءٌ مَشْقُوقَةٌ تُبَيِّنُهَا مِنْ هَاءِ التَّأْنِيثِ الَّتِي فِي الصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا. وَالْهَمْزَةُ الْكُسُورَةُ هَلْ تُكْتَبُ فَوْقَ الْأَلِفِ وَالْكَسْرَةُ أَسْفَلَهَا. أَوْ كِلَاهُمَا أَسْفَلُ؟ اصْطِلَاحًا لِلْكِتَابِ، وَالثَّانِي أَوْضَحُ.

(وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلَحَ مَعَ نَفْسِهِ) فِي كِتَابِهِ (بِرْمُزٍ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ)، فَيُوقِعُ غَيْرُهُ فِي حَيْرَةٍ فَهَمُّ مُرَادِهِ (وَإِنْ فَعَلَ) ذَلِكَ (فَلْيُبَيِّنْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ آخِرِهِ مُرَادَهُ).

وَيَنْبَغِي (أَنْ يَعْتَنِيَ بِضَبْطِ مُخْتَلِفِ الرِّوَايَاتِ وَتَسْيِيرِهَا فَيَجْعَلَ كِتَابَهُ) مَوْصُولًا (عَلَى رِوَايَةٍ) وَاحِدَةٍ (ثُمَّ مَا كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَاتٍ أَلْحَقَهَا فِي الْحَاشِيَةِ أَوْ نَقَصٍ أَعْلَمَ عَلَيْهِ، أَوْ خِلَافٍ كَتَبَهُ مُعَيَّنًا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ بِتِمَامِ اسْمِهِ لَا رَامِزًا) لَهُ بِحَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ مِنْ اسْمِهِ (إِلَّا أَنْ يُبَيِّنْ أَوَّلَ الْكِتَابِ، أَوْ

[তাদরীবুর রাবী]

আর 'লাম' (اللام) বর্ণটি তার মধ্যভাগে একটি 'লাম' (ل) হিসেবে লেখা হয়। অর্থাৎ, 'লাম' (ل) অক্ষরের রূপ নয়, বরং তিনটি হরফ দ্বারা গঠিত সম্পূর্ণ 'লাম' (ل) শব্দটি লেখা হয়। এটি লেখকদের (আদীবদের) হস্তাক্ষরে বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়।

আর শব্দের শেষে যখন 'হা' (الهاء) আসে, তখন তার উপর একটি শব্দযুক্ত হা (مَشْقُوقَةٌ) লেখা হয়, যা এটিকে সিফাত (বিশেষণ)-এ এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তানিছের হা (هَاءُ التَّأْنِيثِ) থেকে পৃথক করে। আর কাসরায়ুক্ত হামযাহ কি আলিফের উপরে এবং কাসরা তার নিচে লেখা হবে, নাকি উভয়ই নিচে লেখা হবে? লেখকদের মধ্যে এ দুটি রীতি প্রচলিত, এবং দ্বিতীয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট।

(এবং তার জন্য সমীচীন নয় যে, সে তার কিতাবে নিজের জন্য এমন কোনো সংকেত ব্যবহার করবে যা মানুষ জানে না), যাতে সে অন্যদেরকে তার উদ্দেশ্য বুঝতে দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়। (আর যদি সে এমন করে), তবে (কিতাবের শুরু বা শেষে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেবে)।

এবং তার জন্য সমীচীন (বিভিন্ন বর্ণনা (রিওয়ায়াত) সুবিন্যস্ত করা ও সেগুলোকে চিহ্নিত করার প্রতি যত্নবান হওয়া, এবং সে তার কিতাবকে) একটি মাত্র বর্ণনার (রিওয়ায়াত) (সাথে সংযুক্ত রাখবে)। (অতঃপর অন্যান্য বর্ণনায় যা কিছু অতিরিক্ত থাকবে, তা তিনি হাসিয়া (পাদটীকা)-য়

সংযুক্ত করবেন; অথবা যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তা চিহ্নিত করবেন; অথবা যদি কোনো মতানৈক্য থাকে, তা লিখবেন এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর পূর্ণ নাম উল্লেখ করবেন, সংকেত ব্যবহার না করে)

তার নামের এক বা দুই অক্ষর দ্বারা (সংকেত ব্যবহার না করে), (যদি না সে কিতাবের শুরুতে, অথবা

(ص: 502) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَائِرَةً، نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَاسْتَحَبَّ الْخَطِيبُ أَنْ تَكُونَ غُفْلًا، فَإِذَا قَابَلَ نَقْطَ وَسَطَهَا، وَيُكْرَهُ فِي مِثْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فُلَانٍ كِتَابَةُ عَبْدٍ آخَرَ السَّطْرِ وَاسْمِ اللَّهِ مَعَ ابْنِ فُلَانٍ أَوَّلَ الْآخِرِ. وَكَذَا يُكْرَهُ رَسُولُ آخِرِهِ وَاللَّهُ مَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُ. وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَسَامَرَ مِنْ تَكَرَّارِهِ وَمَنْ أَعْفَلَهُ حُرْمَ حَقًّا عَظِيمًا. وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا، وَكَذَا الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَعَزَّ وَجَلَّ وَشَبَّهَهُ، وَكَذَا التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ، وَإِذَا جَاءَتِ الرِّوَايَةُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَانَتْ الْعِنَايَةُ بِهِ أَشَدَّ، وَيُكْرَهُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ التَّسْلِيمِ وَالرَّمْزِ إِلَيْهِمَا فِي الْكِتَابَةِ، بَلْ يَكْتُبُهَا بِكَمَالِهَا.

[تدريب الراوي]

آخِرُهُ) مُرَادُهُ بِتِلْكَ الرُّمُوزِ.

(وَكَتَفَى كَثِيرُونَ بِالتَّيْيِيزِ بِحُمْرَةٍ، فَالزِّيَادَةُ تُلْحَقُ بِحُمْرَةٍ، وَالنَّقْصُ يُحَوِّقُ عَلَيْهِ بِحُمْرَةٍ، مُبَيِّنًا اسْمَ صَاحِبِهَا أَوَّلَ الْكِتَابِ أَوْ آخِرُهُ).

هَذَا الْفَرْعُ كُلُّهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَقِبَ مَسْأَلَةِ الضَّرْبِ وَالْبَحْوِ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِلْمُنَاسَبَةِ مَعَ الْإِخْتِصَارِ.

[الثَّالِثَةُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَائِرَةٌ]

(الثَّالِثَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَائِرَةٌ) لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا (نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ) كَأَبِي الرَّزَّادِ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ وَابْنَ جَرِيرٍ. (وَأَسْتَحَبَّ الْخَطِيبُ أَنْ تَكُونَ) الدَّارَاتُ (غُفْلًا، فَإِذَا قَابَلَ نَقْطَ وَسَطِهَا) أَيَّ نَقْطَ وَسَطِ كُلِّ دَائِرَةٍ عَقِبَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَفْرُغُ مِنْهُ، أَوْ خَطَّ فِي وَسَطِهَا خَطًّا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُعْتَدُّ مِنْ سَمَاعِهِ إِلَّا بِمَا كَانَ كَذَلِكَ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ. (وَيُكْرَهُ فِي مِثْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فُلَانٍ) وَكُلِّ اسْمٍ مُضَافٍ إِلَى اسْمٍ

তৃতীয়: প্রতিটি দুটি হাদীসের মাঝে একটি বৃত্ত রাখা উচিত, এটি পূর্ববর্তী উলামাদের একটি দল থেকে বর্ণিত হয়েছে। এবং খতীব পছন্দ করেছেন যে, এটি খালি থাকবে, অতঃপর যখন তিনি মুকাবিলা (মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে) করবেন, তখন এর মাঝখানে বিন্দু দেবেন। এবং আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনে অমুক-এর মতো নামের ক্ষেত্রে, 'আব্দ' শব্দটি লাইনের শেষে লেখা এবং 'আল্লাহ' শব্দটি 'ইবনে অমুক'-এর সাথে পরের লাইনের শুরুতে লেখা মাকরুহ। অনুরূপভাবে, 'রাসূল' শব্দটি শেষে এবং 'আল্লাহ' শব্দটি 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'-এর সাথে পরের লাইনের শুরুতে লেখা মাকরুহ। এবং অনুরূপ যা কিছু। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ ও সালাম লেখা সংরক্ষণ করা উচিত, এবং এর পুনরাবৃত্তিতে বিরক্তি বোধ করা উচিত নয়। এবং যে এটি উপেক্ষা করবে, সে এক মহান অংশ থেকে বঞ্চিত হবে।

এবং যদি মূল পাণ্ডুলিপিতে এটি অসম্পূর্ণ থাকে, তবে সে তার দ্বারা সীমাবদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার প্রশংসা যেমন 'আজ্জা ওয়া জাল্লা' এবং এর অনুরূপ। এবং অনুরূপভাবে সাহাবীগণ, উলামায়ে কিরাম এবং অন্যান্য নেককার বান্দাদের প্রতি সম্মতি ও রহমতের দোয়া। এবং যদি বর্ণনায় এর কোনো অংশ আসে, তবে এর প্রতি যত্ন আরও বেশি হবে। এবং লেখায় সালাত বা তাসলিমের উপর সীমাবদ্ধ থাকা এবং সেগুলির প্রতি সংকেত করা মাকরুহ; বরং সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গভাবে লিখবে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

শেষ)। তার উদ্দেশ্য হলো ওই সকল প্রতীক।

(এবং অনেকেই লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করাকে যথেষ্ট মনে করেছেন। অতঃপর অতিরিক্ত অংশ লাল কালি দিয়ে যোগ করা হয়। এবং কম অংশ লাল কালি দিয়ে বৃত্তাকার করা হয়, এর মালিকের নাম বইয়ের শুরুতে বা শেষে উল্লেখ করে)।

এই সমস্ত শাখা ইবনে সালাহ 'দারব ও মাছ' (প্রহার ও মোছা) সংক্রান্ত মাসআলার পরে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকার প্রাসঙ্গিকতা ও সংক্ষিপ্ততার কারণে এটি এখানে আগে নিয়ে এসেছেন।

[তৃতীয়: প্রতিটি দুটি হাদীসের মাঝে একটি বৃত্ত রাখা উচিত]

(তৃতীয়: প্রতিটি দুটি হাদীসের মাঝে একটি বৃত্ত রাখা উচিত) তাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। (এটি পূর্ববর্তী উলামাদের একটি দল থেকে বর্ণিত হয়েছে) যেমন আবু যিনাদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবরাহীম আল-হারবী এবং ইবনে জারীর।

(এবং খতীব পছন্দ করেছেন যে) বৃত্তগুলি (খালি থাকবে, অতঃপর যখন তিনি মুকাবিলা করবেন, তখন এর মাঝখানে বিন্দু দেবেন), অর্থাৎ, প্রতিটি বৃত্তের মাঝখানে বিন্দু দেবেন, যখন তিনি একটি হাদীস শেষ করবেন, অথবা এর মাঝখানে একটি রেখা টানবেন। তিনি বলেছেন: এবং কোনো কোনো ইলমের অধিকারী ব্যক্তি এমন শ্রুতি ছাড়া তার শ্রুতিকে গণ্য করতেন না, যা এইরকম ছিল, অথবা এর অর্থবোধক ছিল।

(এবং আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনে অমুক-এর মতো নামের ক্ষেত্রে মাকরুহ) এবং প্রতিটি এমন নাম যা কোনো নামের সাথে সংযুক্ত।

(ص: 503) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

اللَّهُ تَعَالَى: (كِتَابَةُ عَبْدٍ آخِرِ السَّطْرِ وَاسْمِ اللَّهِ مَعَ ابْنِ فُلَانٍ أَوَّلِ الْآخِرِ).
وَأَوْجَبَ اجْتِنَابَ مِثْلِ ذَلِكَ ابْنُ بَطَّةَ وَالْخَطِيبُ، وَوَأَفَقَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ
مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ.

(وَكَذَا يُكْرَهُ) فِي رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يُكْتَبَ (رَسُولُ آخِرُهُ وَاللَّهُ مَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَهُ
وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ) مِنَ الْبُوهَاتِ وَالْمُسْتَشْنَعَاتِ، كَأَنْ يُكْتَبَ قَاتِلُ مَنْ قَوْلِهِ: «قَاتِلِ ابْنَ
صَفِيَّةَ فِي النَّارِ»، فِي آخِرِ السَّطْرِ وَابْنِ صَفِيَّةَ فِي أَوَّلِهِ، أَوْ يُكْتَبَ فَقَالَ، مِنْ قَوْلِهِ فِي
«حَدِيثِ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ عُمَرُ: أَخْزَاهُ اللَّهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ»، آخِرُهُ، وَعُمَرُ وَمَا
بَعْدَهُ، أَوْلَهُ.

وَلَا يُكْرَهُ فَضْلُ الْمُتَضَافَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ كَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، يُكْتَبُ
سُبْحَانَ آخِرِ السَّطْرِ وَاللَّهُ الْعَظِيمِ أَوْلَهُ، مَعَ أَنْ جُمُعَهُمَا فِي سَطْرِ وَاحِدٍ أُولَى.
(وَيُنَبِّغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلَّمَا ذُكِرَ (وَلَا يَسَامَرُ مِنْ تَكَرَّارِهِ)، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ الْفَوَائِدِ الَّتِي يَتَعَجَّلُهَا طَالِبُ
الْحَدِيثِ، (وَمَنْ أَغْفَلَهُ حُرْمَ حَظًّا عَظِيمًا) فَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ
أُولَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً» صَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانٍ: إِنَّهُمْ أَهْلُ
الْحَدِيثِ، لِكَثْرَةِ مَا

বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ

আল্লাহ তা'আলা (এর ক্ষেত্রে): (লাইনের শেষে 'আবদ' (বান্দা) লেখা এবং পরবর্তী লাইনের
শুরুতে 'আল্লাহ'র নাম 'ইবনে অমুক' (ইবনু ফুলান) এর সাথে লেখা)।

ইবনু বাত্বাহ ও আল-খাতীব এ ধরনের কাজ পরিহার করা আবশ্যিক করেছেন, আর ইবনু
দাকীকিল ঈদ এতে একমত হয়েছেন যে, এটি মাকরুহ, হারাম নয়।

(অনুরূপভাবে মাকরুহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে এটি লেখা যে,
(লাইনের শেষে 'রাসূল' এবং পরবর্তী লাইনের শুরুতে 'আল্লাহ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর সাথে লেখা, এবং এর অনুরূপ যা কিছু) বিভ্রান্তিকর ও নিন্দনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন,
তার উক্তি থেকে 'ক্বাতিল' (হত্যাকারী) লেখা: «সাফিয়্যার পুত্র হত্যাকারী জাহান্নামী», এই
অংশের ['ক্বাতিল'] লাইনের শেষে এবং 'ইবনু সাফিয়্যা' পরবর্তী লাইনের শুরুতে; অথবা তার
উক্তি থেকে 'ফাক্বালা' (তিনি বললেন) লেখা: «মদপানকারী সম্পর্কিত হাদীসে: উমার বললেন:

আল্লাহ তাকে লজ্জিত করুন, কতবার তাকে আনা হয়!» এই অংশের [‘ফাক্বালা’] লাইনের শেষে এবং ‘উমার’ ও তার পরবর্তী অংশ পরবর্তী লাইনের শুরুতে।

এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত (মুতায়াইফাইন) কে পৃথক করা মাকরুহ নয়, যদি তাতে অনুরূপ (বিভ্রান্তিকর) কিছু না থাকে, যেমন ‘সুবহানাল্লাহিল আযীম’ (মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি), ‘সুবহান’ লাইনের শেষে এবং ‘আল্লাহিল আযীম’ পরবর্তী লাইনের শুরুতে লেখা। যদিও তাদের উভয়কে এক লাইনে একত্রিত করা অধিক উত্তম।

(এবং উচিত হলো) যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখ করা হয়, তখনই তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম লেখার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়া (এবং এর পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্ত না হওয়া), কারণ এটি সেসব সুবিধার মধ্যে অন্যতম যা হাদীস অন্বেষণকারী দ্রুত লাভ করে। (আর যে তা অবহেলা করে, সে এক মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়)। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে: «কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সে হবে যে আমার উপর সর্বাধিক দরুদ পাঠ করবে» - এটি ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন: যে তারা হলো আহলে হাদীস (হাদীসের অনুসারী), তাদের অধিক পরিমাণের কারণে

(ص: 504) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ فِي الرَّوَايَةِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَقَدْ أُوْرِدُوا فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ»، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَهُوَ مِمَّا يَحْسُنُ إِيرَادُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذِكْرِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ لَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ، فَإِنَّ لَهُ طُرُقًا تُخْرِجُهُ عَنِ الْوَضْعِ، وَتَقْتَضِي أَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الْجُمْلَةِ، فَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ وَالذَّيْلِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَالْأَصْبَهَانِيُّ فِي تَرْغِيْبِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "تَارِيخِ أَصْبَهَانَ" مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

وَذَكَرَ الْبُلْقِينِي فِي " مَحَاسِنِ الْإِصْطِلَاحِ " هُنَا عَنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِلتَّجِيْبِيِّ قَالَ: جَاءَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَبِأَيْدِيهِمُ الْمَحَابِرُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ جَبْرِيلَ فَيَسْأَلُهُمْ مَنْ أَنْتُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُونَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، فَيَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ طَائِفًا كُنْتُمْ تُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّ فِي دَارِ الدُّنْيَا». وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ جُبَيْعٍ عَنْ

[তাদরীবুর রাবী]

বর্ণনায় তাঁর (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) উল্লেখ বারবার আসে, তাই তারা তাঁর প্রতি সালাত আদায় করেন। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন: «যে ব্যক্তি কোনো কিতাবে আমার উপর সালাত পাঠ করে, যতদিন আমার নাম সেই কিতাবে থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে», এই হাদীসটি দুর্বল হলেও, এই প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করা ভালো। ইবনুল জাওয়যী কর্তৃক এটিকে 'আল-মাওদু'আত' (জাল হাদীসের সংকলন)-এ উল্লেখ করার দিকে দ্রষ্টব্য করা হবে না, কারণ এর এমন সনদ রয়েছে যা এটিকে জাল হওয়ার অবস্থা থেকে বের করে আনে এবং ইঙ্গিত করে যে, সামগ্রিকভাবে এর একটি মূল উৎস রয়েছে। তাঁকে তাবারানী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং আবুশ শাইখ আল-আসফাহানী ও দাইলামী তাঁর থেকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর ইবনু আদী আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে, এবং আল-আসফাহানী তাঁর 'তারগীব' গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে, এবং আবু নু'আইম 'তরীখ আসফাহান' গ্রন্থে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-বুলকিনী তাঁর "মাহাসিনুল ইসতিলাহ" গ্রন্থে এখানে তুজীবীর 'ফাদলুস সালাত' থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: একটি সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মা'মার থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি আনাস (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেন: «যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন হাদীসবিদগণ আসবেন এবং তাদের হাতে থাকবে দোয়াত। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে জিব্রাইলকে পাঠাবেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কারা? অথচ তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন। তারা বলবে, আমরা হাদীসবিদ। তখন তিনি বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমরা দুনিয়ার জীবনে আমার নবীর উপর সালাত

পাঠ করতে»। এই হাদীসটি খতীব আস-সূরী থেকে, তিনি ইবনুল হুসাইন ইবনু জুমাই' থেকে, তিনি _____ থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 505) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّقِّيِّ عَنِ الطَّبْرَانِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ، وَقَالَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى الرَّقِّيِّ، قُلْتُ: لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ هَذِهِ عَنْ أَنَسٍ أَوْ رَدَّهَا الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفَرْدَوْسِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي مُخْتَصَرِ الْمَوْضُوعَاتِ. تَنْبِيْهُ:

يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ عِنْدَ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَبَنَانِهِ، ذِكْرُهُ التَّجْيِيزِيُّ (وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ) أَيُّ: مَا ذَكَرَ مِنْ كِتَابَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا) بَلْ يَكْتُبُهُ وَيَتَلَفَّظُ بِهِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لَا كَلَامٌ يَرْوِيهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نُطْقًا لَا خَطًّا، فَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَمَالَ إِلَى صَنِيعِ أَحْمَدَ، ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ: أَنْ يَتَّبَعَ الْأُصُولَ وَالرَّوَايَاتِ، وَإِذَا ذَكَرَ الصَّلَاةَ لَفْظًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَصْلِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصَحَّبَهَا قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. كَرَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ النَّظَرِ فِي الْكِتَابِ وَيَنْوِي بِقَلْبِهِ أَنَّهُ الْمُصَلِّي لَا حَاكٍ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ.

[তারওয়ারীদ আল-রাবী]

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আল-রাব্বী থেকে, তিনি আল-তাবরানী থেকে, তিনি আল-জুমাই'র থেকে, তিনি আবদুর রাজ্জাক থেকে এর মাধ্যমে। এবং তিনি বলেছেন যে এটি

মাওযু' (বানোয়াট), এবং এর দোষ আল-রাফী'র উপর বর্তায়। আমি বলি: আনাস (রা.) থেকে এর অন্য একটি সূত্র রয়েছে, যা দায়লামী তাঁর 'মুসনাদ আল-ফিরদাউস'-এ উল্লেখ করেছেন এবং আমি তা 'মুখতাসার আল-মাওযু'আত'-এ উল্লেখ করেছি।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করা হয়, তখন মুখে ও কলমে তাঁর উপর দরুদ পাঠ করা উচিত, এটি আল-তুজীবিয়্যি উল্লেখ করেছেন। (এবং এতে সীমাবদ্ধ থাকবে না) অর্থাৎ: তাঁর (সা.) উপর দরুদ লেখার ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে, (যদি মূল পাঠে তা অসম্পূর্ণ থাকে)। বরং তা লেখা হবে এবং পড়ার সময় অবশ্যই মুখে উচ্চারণ করা হবে; কারণ এটি দু'আ, কোনো এমন কথা নয় যা সে বর্ণনা করছে। যদিও ইমাম আহমদ এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন, যদিও তিনি মুখে দরুদ পড়তেন, লিখিতভাবে নয়। তবে পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমামগণ তাঁর বিরোধিতা করেছেন। ইবনে দাকীক আল-ঈদ আহমদের কাজের (মতের) দিকে ঝুঁকেছেন এবং বলেছেন যে, মূল পাঠ ও বর্ণনা অনুসরণ করা উচিত। এবং যদি মূল পাঠে না থাকা সত্ত্বেও মুখে দরুদ উল্লেখ করা হয়, তবে এমন একটি ইঙ্গিত থাকা উচিত যা এর প্রমাণ বহন করে। যেমন কিতাব দেখা থেকে মাথা তুলে নেওয়া এবং তার অন্তরে এই নিয়ত করা যে, সে নিজেই দরুদ পাঠকারী, অন্যের থেকে বর্ণনাকারী নয়।

(ص: 506) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَالَ عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ: مَا تَرَكْنَا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ سَبَعْنَاهُ، وَرُبَّمَا عَجَلْنَا فَنُبَيِّضُ الْكِتَابَ فِي حَدِيثٍ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْهِ.
(وَكَذَا) يَنْبَغِي الْمَحَافَظَةُ عَلَى (الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كَعَزَّ وَجَلَّ)، وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، (وَسُبُّهُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَكَذَا التَّرْخُّمِ وَالْتَّرَحُّمِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ).

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَزَّ وَجَلَّ وَنَحْوُهُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا، وَلَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الصَّحَابَةِ اسْتِقْلَالًا وَيَجُوزُ تَبَعًا، (وَإِذَا جَاءَتِ الرِّوَايَةُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَانَتْ الْعِنَايَةُ بِهِ) فِي الْكِتَابِ (أَشَدَّ) وَأَكْثَرَ، (وَيُكْرَهُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ التَّسْلِيمِ) هُنَا. وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ شَرَعَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ، كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]

(الأحزاب: 56)، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي خَطِّ الْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ.

-
তাদরীবুর রাবী

আব্বাস আল-আনবারী ও ইবনুল মাদীনী বলেছেন: আমরা প্রতিটি শোনা হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ পড়া ছাড়িনি, আর অনেক সময় আমরা তাড়াতাড়ি করে হাদীসের কিতাব সাদা করতাম, যেন পরবর্তীতে তাতে (সম্পূর্ণ দরুদ) সংযোজন করতে পারি।

(অনুরূপভাবে) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা (যেমন: আয্যা ওয়া জাল্লা), সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং এ ধরনের অন্যান্য (প্রশংসাবাচক শব্দ)-এর উপর যত্নশীল হওয়া উচিত, যদিও তা মূল লিপিতে না থাকে।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ইবনুস সালাহ-এর (মতের) উপর বৃদ্ধি করে বলেন: (অনুরূপভাবে সাহাবীগণ, উলামায়ে কেরাম এবং অন্যান্য নেককার বান্দাদের জন্য রাজি ও রহমতের দু'আ করা উচিত)।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যায় এবং অন্যান্য স্থানে বলেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে 'আয্যা ওয়া জাল্লা' এবং এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যদিও তিনি সম্মানিত ও মহান। আর সাহাবীগণের জন্য এককভাবে সালাত ও সালাম ব্যবহার করা যাবে না, তবে পরোক্ষভাবে (অন্যের অনুগামী হয়ে) জায়েয। (আর যদি বর্ণনাতে এর কোনো অংশ চলে আসে, তবে সেটির প্রতি যত্নশীলতা) কিতাবে (আরও বেশি

দৃঢ়) ও অধিকতর হবে, (আর শুধু সালাত অথবা শুধু সালাম-এর উপর সীমাবদ্ধ থাকা মাকরুহ) এখানে। এবং যে সকল স্থানে সালাত শরীয়তসম্মত করা হয়েছে, সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যায় ও অন্যান্য স্থানে যেমন উল্লেখ আছে, আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর কারণে: {তোমরা তাঁর উপর দরুদ পাঠ করো এবং পরিপূর্ণভাবে সালাম প্রেরণ করো।} [সূরা আল-আহযাব: ৫৬] (আল-আহযাব: ৫৬), যদিও খতীব (আল-বাগদাদী)-এর লেখায় এবং অন্যদের লেখায় এমন (শুধু সালাত বা সালাম) দেখা যায়।

(ص: 507) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الرَّابِعَةُ: عَلَيْهِ مُقَابَلَةُ كِتَابِهِ بِأَصْلِ شَيْخِهِ وَإِنْ إِجَازَةً، وَأَفْضَلُهَا أَنْ يُسَلِّكَ هُوَ وَشَيْخُهُ كِتَابَيْهِمَا حَالَ التَّسْمِيعِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ مَعَهُ مَنْ لَا نُسخَةَ مَعَهُ لَا سِبْبًا إِنْ أَرَادَ النَّقْلَ مِنْ نُسخَتِهِ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ غَيْرِ أَصْلِ الشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ حَالَ السَّمْعِ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجَاهِلِيُّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نَظَرُهُ وَلَا مُقَابَلَتُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَكْفِي مُقَابَلَةُ ثِقَةٍ أَيْ وَقْتٍ كَانَ، وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ، فَإِنْ لَمْ يُقَابَلْ أَصْلًا فَقَدْ أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَأَبَاءُ بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْبَرْقَانِيِّ، وَالْخَطِيبُ إِنْ كَانَ النَّاقِلُ صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّفْطِ، وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ، وَبَيَّنَّ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابَلْ، وَيُرَاعَى فِي كِتَابِ شَيْخِهِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِهِ، وَلَا يَكُنْ كَطَائِفَةٍ إِذَا رَأَوْا سَمَاعَهُ لِكِتَابِ سَبْعُوا مِنْ أَيِّ نُسخَةٍ اتَّفَقَتْ، وَسَيَأْتِي فِيهِ خِلَافٌ وَكَلَامٌ آخَرُ فِي أَوَّلِ النَّوعِ الْآتِي.

[تدريب الراوي]

قَالَ حَمْرَةُ الْكُتَّانِي: كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ دُونَ السَّلَامِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي: مَا لَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ.

(و) يُكْرَهُ (الرَّمْزُ إِلَيْهِمَا فِي الْكِتَابَةِ) بِحَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ، كَمَنْ يَكْتُبُ صَلَعمَ (بَلْ يَكْتُبُهُمَا بِكَمَالِهِمَا) وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَمَزَهُمَا بِصَلَعمِ قُطِعَتْ يَدُهُ.

[الرابعة يجب مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجازَه]
(الرَّابِعَةُ: عَلَيْهِ) وَجُوبًا كَمَا قَالَ عِيَاضُ: (مُقَابَلَةُ كِتَابِهِ بِأَصْلِ شَيْخِهِ وَإِنْ إِجَازَةً) ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ قَالَا: مَنْ كَتَبَ وَلَمْ يُعَارِضْ كَمَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ وَلَمْ يَسْتَنْجِ، وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ لِابْنِهِ هِشَامٍ: كَتَبْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَرَضْتَ كِتَابَكَ؟ قَالَ لَا، قَالَ لَمْ تَكْتُبْ، أَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ "، وَقَالَ الْأَخْفَشُ:

চতুর্থ: তার উপর আবশ্যক (বাঞ্ছনীয়) যে সে তার কিতাবকে তার শায়খের মূল কিতাবের সাথে মুকাবালা করবে, যদিও ইজাযার (বর্ণনার অনুমতির) মাধ্যমে হয়। এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো যে, সে এবং তার শায়খ শ্রবণের (তাসমী'-এর) সময় তাদের উভয় কিতাব ধরে রাখবে। এবং যার কাছে কোনো কপি নেই তার জন্য তার (ছাত্রের) সাথে দেখতে থাকা মুস্তাহাব, বিশেষত যদি সে তার কপি থেকে বর্ণনা করতে চায়। ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেছেন: শায়খের মূল কিতাব ব্যতীত অন্য কোনো কিতাব থেকে বর্ণনা করা জায়েজ নয়, তবে যদি শ্রবণের সময় তাতে দেখে (নজর করে) থাকে। কিন্তু জুমহুর (অধিকাংশ) উলামার সঠিক অভিমত হলো: তার নিজে দেখা বা মুকাবালা করা শর্ত নয়, বরং যেকোনো সময় একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক মুকাবালা করাই যথেষ্ট। এবং শায়খের মূল কিতাবের সাথে মুকাবালা করা হয়েছে এমন একটি নকল কিতাব (ফার') দ্বারা মুকাবালা করাও যথেষ্ট, এবং শায়খের এমন মূল কিতাব দ্বারা মুকাবালা করাও যথেষ্ট যা (অন্য কোনো) শায়খের মূল কিতাবের সাথে মুকাবালা করা হয়েছিল। যদি সে আদৌ মুকাবালা না করে থাকে, তাহলে উস্তাদ আবু ইসহাক, আবু বাকর আল-ইসমাঈলী, আল-বারকানী এবং আল-খাতীব (তার থেকে) বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন, যদি বর্ণনাকারী সহীহ বর্ণনাকারী হয়, তার ভুল কম থাকে, সে মূল কিতাব থেকে বর্ণনা করে থাকে এবং বর্ণনার সময় স্পষ্ট করে বলে যে সে মুকাবালা করেনি। এবং শায়খের কিতাবের ক্ষেত্রে তার উর্ধ্বতনদের (শায়খদের) সাথে সেই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবে যা আমরা

তার কিতাবের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি। এবং এমন এক দলের মতো হবে না যারা যখন দেখত যে তার (শায়খের) কোনো কিতাবের শ্রবণ হয়েছে, তখন যেকোনো প্রাপ্ত কপি থেকে গুনত। এবং এ বিষয়ে মতপার্থক্য ও অন্যান্য আলোচনা পরবর্তী প্রকারের শুরুতে আসবে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

হামযা আল-কাত্তানী বলেছেন: আমি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করতাম, তখন শুধু সালাত লিখতাম, সালাম নয়। তখন আমি স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন: কী ব্যাপার! তুমি আমার প্রতি সম্পূর্ণ সালাত আদায় করো না?

(এবং) উভয়কে (সালাত ও সালাম) লেখার ক্ষেত্রে এক বা দুই হরফে প্রতীকীভাবে লেখা মাকরুহ, যেমন কেউ 'صلى' লেখে (বলা হয় সালালাম এর সংক্ষিপ্ত রূপ)। বরং উভয়কে পূর্ণাঙ্গভাবে লিখবে। বলা হয়ে থাকে যে, যে প্রথম 'صلى' প্রতীকটি ব্যবহার করেছিল, তার হাত কেটে ফেলা হয়েছিল।

[চতুর্থ: তার কিতাবকে তার শায়খের মূল কিতাবের সাথে মুকাবালা করা আবশ্যিক, যদিও ইজাযার মাধ্যমে হয়]

(চতুর্থ: তার উপর) ওয়াজিব হিসেবে, যেমন ইয়ায বলেছেন: (তার কিতাবকে তার শায়খের মূল কিতাবের সাথে মুকাবালা করা, যদিও ইজাযার মাধ্যমে হয়)। কেননা ইবন আব্দিল বার এবং অন্যরা ইয়াহইয়া ইবন আবি কাসীর ও আল-আওয়া'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা উভয়ে বলেছেন: যে লিখল কিন্তু মুকাবালা (যাচাই) করল না, সে এমন ব্যক্তির মতো যে শৌচাগারে প্রবেশ করল কিন্তু ইস্তিজা (শুদ্ধতা অর্জন) করল না। এবং উরওয়া ইবন আয-যুবাইর তার পুত্র হিশামকে বললেন: তুমি লিখেছ? সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার কিতাব যাচাই করেছ? সে বলল: না। তিনি বললেন: তুমি লেখনি (অর্থাৎ তোমার লেখা ত্রুটিপূর্ণ)। এটি বায়হাকী তার "আল-মাদখাল" গ্রন্থে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। এবং আল-আখফাশ বলেছেন:

[تدريب الراوي]

إِذَا نَسَخَ الْكِتَابَ وَلَمْ يُعَارِضْ ثُمَّ نَسَخَ وَلَمْ يُعَارِضْ خَرَجَ أَعْجَبِيًّا، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَفِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثَانِ مَرْفُوعَانِ، أَحَدُهُمَا: مِنْ طَرِيقِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فَرَعْتُ قَالَ اقْرَأْ، فَأَقْرُؤُهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ»، ذَكَرَهُ الْمَرْزُبَانِيُّ فِي كِتَابِهِ.

الْحَدِيثُ الثَّانِي: ذَكَرَهُ السَّعْنَانِيُّ فِي أَدَبِ الْأَمَلَاءِ، مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «كَتَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كَتَبْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَرَضْتَ، قَالَ: لَا؟ قَالَ: لَمْ تَكْتُبْ، حَتَّى تَعْرِضَهُ فَيَصِحَّ».

قَالَ وَهَذَا أَصْرَحُ فِي الْمَقْصُودِ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ. انْتَهَى.

قُلْتُ: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ مَوْثِقُونَ.

(وَأَفْضَلُهَا أَنْ يُمَسِكَ هُوَ وَشَيْخُهُ كِتَابَيْهِمَا حَالَ التَّسْبِيحِ)، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ أَنْقَضَ رُتْبَةً، وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْجَارُودِيُّ: أَصْدَقُ الْمُعَارَضَةِ مَعَ نَفْسِكَ.

[তাদরীবুর রাবী]

যদি কেউ কিতাব প্রতিলিপি করে কিন্তু তার মুকাবেলা (যাচাই) না করে, অতঃপর আবার প্রতিলিপি করে এবং মুকাবেলা না করে, তবে তা 'আজমী' (ত্রুটিপূর্ণ) হয়ে যায়। আল-বুলকিনী বলেছেন: এ বিষয়ে দুটি মারফু' হাদীস রয়েছে। প্রথমটি হল: উকাইল ইবন শিহাব আয-যুহরী সুলায়মান ইবন যায়দ ইবন সাবিত থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: «আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী লিখতাম। যখন আমি লেখা শেষ করতাম, তিনি বলতেন, 'পড়ো।' আমি তা পড়তাম। যদি

তাতে কোনো ভুল থাকত, তিনি তা সংশোধন করে দিতেন।» এটি মারযুবানী তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীসটি: সাম'আনী 'আদাবুল ইমলা' গ্রন্থে আতা ইবন ইয়াসার-এর সূত্রে এটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লিখছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লিখেছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মুকাবেলা (যাচাই) করেছ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি লেখোনি, যতক্ষণ না তুমি এর মুকাবেলা করো এবং এটি বিশুদ্ধ না হয়।'»

তিনি বলেছেন, এটিই উদ্দেশ্য সাধনে অধিক স্পষ্ট, তবে এটি মুরসাল। সমাপ্ত।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: প্রথম হাদীসটি তাবারানী তাঁর 'আল-আওসাত' গ্রন্থে এমন সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

(এবং এর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, তিনি ও তার শায়খ উভয়ই শ্রবণের সময় নিজ নিজ কিতাব ধরে রাখবেন), আর যা এমন হবে না, তার মর্যাদা কম হবে। আবুল ফাদল আল-জারুদী বলেছেন: সবচেয়ে নির্ভুল মুকাবেলা হলো নিজের সাথে মুকাবেলা করা।

(ص: 509) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ مَعَ أَحَدٍ غَيْرِ نَفْسِهِ، وَلَا يُقْلَدُ غَيْرَهُ، حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ التَّحْقِيقِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ مَذْهَبٌ مَتْرُوكٌ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظَرَ مَعَهُ) فِيهِ (مَنْ لَا نُسَخَّةَ مَعَهُ) مِنَ الطَّلَبَةِ حَالِ السَّمَاعِ، (لَا سِيَّيَا إِنْ أَرَادَ) النَّقْلَ (مَنْ نُسَخَّتْهُ) وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَا يَجُوزُ (لِلْحَاضِرِ بِلَا نُسَخَةٍ) (أَنْ يَرْوِيَ مِنْ غَيْرِ أَصْلِ الشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَنْظَرَ فِيهِ حَالِ السَّمَاعِ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ التَّشْدِيدِ، (وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ) فِي صِحَّةِ السَّاعِ (نَظَرُهُ، وَ) أَنَّهُ (لَا) يُشْتَرَطُ (مُقَابَلَتُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ تَكْفِي مُقَابَلَةُ ثِقَةٍ) لَهُ (أَيَّ وَقْتٍ كَانَ) حَالِ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا، (وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

আর তাদের কেউ কেউ বলেছেন: নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কারো সাথে তা বিশুদ্ধ হয় না, এবং সে যেন অন্যকে অনুসরণ না করে, এ কথা ইয়ায কিছু সংখ্যক তাহকীকপন্থী (গবেষক) আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এটি একটি পরিত্যাজ্য মতবাদ, আর প্রথম অভিমতিটি অধিকতর উত্তম।

(এবং এটা মুস্তাহাব যে, তার সাথে দেখবে) তাতে (শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যার কাছে কোনো অনুলিপি নেই) শ্রবণকালে, (বিশেষ করে যদি সে বর্ণনা করতে চায়) (তার অনুলিপি থেকে)।

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন: (অনুলিপি বিহীন উপস্থিত ব্যক্তির জন্য জায়েজ নয়) (শাইখের মূল কিতাব ব্যতীত অন্য কোনো উৎস থেকে বর্ণনা করা, তবে যদি সে শ্রবণকালে তাতে দৃষ্টি রাখে)।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: আর এটি কঠিন মনোভাব পোষণকারী (আহলুত তাশদীদ) দের মতবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, (এবং সঠিক মত হলো যা জমহুর (অধিকাংশ আলেম) বলেছেন যে, এটি শর্ত নয়) শ্রবণের বিশুদ্ধতার জন্য (তার দেখা), (এবং) যে এটি (শর্ত নয়) (তার নিজের দ্বারা যাচাই (মুক্বালাহ) করা, বরং একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির যাচাই-ই যথেষ্ট) তার জন্য (যে কোনো সময় হোক) পড়া অবস্থায় হোক বা তার পরেও হোক, (এবং তার জন্য শাইখের মূলের সাথে মিলিয়ে দেখা একটি শাখা কিতাব দ্বারা যাচাই করা এবং যাচাইকৃত শাইখের মূলের মূল দ্বারা যাচাই করা যথেষ্ট হবে)।

[تدريب الراوي]

بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ) ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مُطَابَقَةُ كِتَابِهِ لِأَصْلِ شَيْخِهِ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، (فَإِنْ لَمْ يُقَابَلْ) كِتَابُهُ بِالْأَصْلِ وَنَحْوِهِ (أَصْلًا فَقَدْ أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةَ مِنْهُ) ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ (الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ) الْإِسْفَرَايْنِيُّ. (وَأَبَاءُ بَكْرٍ) بِلَفْظِ الْجَمْعِ فِي أَبَاءٍ، وَهُمْ (الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْخَطِيبُ) بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: (إِنْ كَانَ النَّاقِلُ) لِلنُّسخَةِ (صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّقَطِ، وَ) إِنْ كَانَ (نَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ، وَ) إِنْ (بَيَّنَّ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابَلْ) .

ذَكَرَ الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَقَطِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ مَعَ الثَّانِي الْخَطِيبُ، وَالْأَوَّلُ ابْنُ الصَّلَاحِ. وَأَمَّا الْقَاضِي عِيَّاضٌ فَجَزَمَ بِمَنْعِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنْ اجْتَنَبَتْ الشُّرُوطُ. (وَيُرَاعِي فِي كِتَابِ شَيْخِهِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ مَا ذَكَرْنَا) أَنَّهُ يُرَاعِيهِ (فِي كِتَابِهِ وَلَا يَكُنْ كَطَائِفَةٍ) مِنَ الطَّلَبَةِ (إِذَا أَرَادُوا سَمَاعَهُ) أَيِ الشَّيْخِ (لِكِتَابِ سَمْعُوا) عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ (مِنْ أَيِّ نُسخَةٍ اتَّفَقَتْ وَسَيَأْتِي فِيهِ خِلَافٌ وَكَلَامٌ آخَرُ فِي أَوَّلِ النَّوعِ الْآتِي) .

তাদরীবুর রাবী

এর মাধ্যমে শাইখের মূল (যাচাই হয়); কারণ উদ্দেশ্য হলো তার কিতাবকে তার শাইখের মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা, তা কোনো মাধ্যমেই হোক বা মাধ্যম ছাড়া। (যদি সে) তার কিতাবকে মূল পাণ্ডুলিপি বা এ জাতীয় কিছুর সাথে (কোনোভাবেই) মেলায়নি (তাহলে সে এর থেকে বর্ণনার অনুমতি দিয়েছে), আর এই অবস্থায় (উস্তাদ আবু ইসহাক) ইসফারায়িনী (মতামত দিয়েছেন)। (এবং আবু বকরগণ) – 'আবাবা' শব্দে বহুবচনের রূপে – আর তারা হলেন (ইসমাইলী, বারকানী, ও খাতিব) তিনটি শর্তসাপেক্ষে: (যদি লিপিকার) অনুলিপিটির (নির্ভরযোগ্যভাবে নকলকারী হয়, কম ত্রুটিযুক্ত হয়, এবং) যদি সে (মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করে থাকে, এবং) যদি সে (বর্ণনার অবস্থা স্পষ্ট করে যে সে যাচাই করে দেখেনি)।

ইসমাইলী শুধু শেষোক্ত শর্তটি উল্লেখ করেছেন, আর খাতিব দ্বিতীয়টির সাথে এটি (শেষোক্ত শর্ত) উল্লেখ করেছেন, আর ইবনুস সালাহ প্রথমটি (উল্লেখ করেছেন)।

আর কাযী ইয়াদ দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা থেকে নিষেধ করেছেন যাচাই-বাছাই না থাকলে, যদিও শর্তগুলো একত্রিত হয়।

(এবং শাইখের কিতাবের ক্ষেত্রে তার উপরের ব্যক্তির সাথে সে সেইগুলো খেয়াল রাখবে যা আমরা উল্লেখ করেছি) যে সে তার (নিজের) কিতাবের ক্ষেত্রে তা খেয়াল রাখবে (এবং একদল শিক্ষার্থীর মতো হবে না) যারা (যখন) শুনতে চায় – অর্থাৎ শাইখের (কোনো কিতাব শোনাতে তারা সে কিতাব শোনে) শাইখের থেকে (যে কোনো অনুলিপি থেকে)। আর এতে ভিন্নমত এবং পরবর্তী প্রকারের শুরুতে আরও আলোচনা আসবে।

(ص: 511) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الخَامِسَةُ: الْمُخْتَارُ فِي تَخْرِيجِ السَّاقِطِ وَهُوَ اللَّحَقُ "بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ" أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ فِي السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا مَعُطُوفًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَظْفَةً يَسِيرَةً إِلَى جِهَةِ اللَّحَقِ وَقِيلَ: يَبْدُ الْعُظْفَةُ إِلَى أَوَّلِ اللَّحَقِ وَيَكْتُبُ اللَّحَقُ قُبَالَةَ الْعُظْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنْ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجُهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ، فَإِنْ زَادَ اللَّحَقُ عَلَى سَطْرٍ ابْتَدَأَ سُطُورُهُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، فَإِنْ كَانَ فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ انْتَهَتْ إِلَى بَاطِنِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي الشِّمَالِ فَلِأَيِّ طَرَفِهَا، ثُمَّ يَكْتُبُ فِي انْتِهَاءِ اللَّحَقِ "صَحَّ".

وَقِيلَ: يَكْتُبُ مَعَ "صَحَّ" رَجَعَ، وَقِيلَ: يَكْتُبُ الْكَلِمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ وَلَيْسَ بِمَرْضِيٍّ لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ مُوْهِمٌ.

وَأَمَّا الْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانٍ غَلْطٍ، أَوْ اخْتِلَافٍ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسخَةٍ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: لَا يُخَرَّجُ لَهُ خَطٌّ، وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ التَّخْرِيجِ مِنْ وَسْطِ الْكَلِمَةِ الْمَخْرَجِ لِأَجْلِهَا.

[تدريب الراوي]

[الخامسة المختار في كيفية تخريج الساقط]

(الخَامِسَةُ الْمُخْتَارُ فِي) كَيْفِيَّةِ (تَخْرِيجِ السَّاقِطِ) فِي الْحَوَاشِي (وَهُوَ اللَّحَقُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، يُسَمَّى بِذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْكِتَابَةِ، أَخْذًا مِنَ الْإِلْحَاقِ، أَوْ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا لُغَةً (أَنْ يَخُطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ فِي السَّطْرِ خَطًّا صَاعِدًا) إِلَى فَوْقِ (مَعْطُوفًا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيرَةً إِلَى جِهَةِ) الْحَاشِيَةِ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا (اللَّحَقُ).

وَقِيلَ يَبْدُو الْعَطْفَةَ مِنْ مَوْضِعِ التَّخْرِيجِ (إِلَى أَوَّلِ اللَّحَقِ) وَاخْتَارَهُ ابْنُ خَلَدٍ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ بَيَانٍ فَهُوَ تَسْخِيمٌ لِلْكِتَابِ وَتَسْوِيدٌ لَهُ، لَا سَبَبًا عِنْدَ كَثْرَةِ الْإِلْحَاقَاتِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُقَابِلَهُ خَالِيًا، وَيَكْتَبُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ جَرُّ الْخَطِّ إِلَيْهِ، أَوْ يَكْتَبُ قُبَالَاتِهِ: "يَتْلُوهُ كَذَا وَكَذَا فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ"، وَنَحْوَ ذَلِكَ لِزَوَالِ اللَّبْسِ.

(وَيَكْتَبُ اللَّحَقُ قُبَالَاتِهِ الْعَطْفَةَ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُسْرَى إِنْ اتَّسَعَتْ) لَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ

পঞ্চম পদ্ধতি: লুপ্ত অংশ (যা "আল-লাহাক" নামে পরিচিত, লাম ও হা ফাতাহযুক্ত)

চিহ্নিতকরণের মনোনীত পদ্ধতি হলো, যে স্থান থেকে তা লাইনে বাদ পড়েছে, সেখান থেকে একটি উর্ধ্বমুখী রেখা টানবে, যা দুটি লাইনের মাঝখানে সামান্য বাঁকানো থাকবে, বাদ পড়া অংশ যদিকে আছে সেই দিকে। এবং বলা হয়েছে: বাঁকানো রেখাটি বাদ পড়া অংশের শুরু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে এবং বাঁকানো রেখার বিপরীতে ডান পাশের ঢাঁকায় (হাশিয়া) বাদ পড়া অংশটি লিখবে, যদি সেখানে জায়গা থাকে। তবে যদি লাইনের শেষে বাদ পড়ে, তবে তা বাম দিকে বের করবে এবং পৃষ্ঠার উপরের দিকে উর্ধ্বমুখী করে লিখবে। যদি বাদ পড়া অংশ এক লাইনের বেশি হয়, তবে তার লাইনগুলো উপর থেকে নিচে শুরু করবে। যদি তা পৃষ্ঠার ডান দিকে থাকে, তবে তা ভিতরের দিকে শেষ হবে; আর যদি বাম দিকে থাকে, তবে তা কিনারের দিকে শেষ হবে। অতঃপর বাদ পড়া অংশের শেষে "সহহ" (শুদ্ধ হয়েছে) লিখবে।

এবং বলা হয়েছে: "সহহ" এর সাথে "রাজাআ" (ফিরেছে/যোগ করা হয়েছে) লিখবে। এবং বলা হয়েছে: গ্রন্থের ভিতরে তার সাথে সংযুক্ত শব্দটি লিখবে। কিন্তু এটি পছন্দনীয় নয়, কারণ এটি বিভ্রান্তিকর দীর্ঘায়িতকরণ।

আর মূল পাঠের বাইরের টীকা (যেমন ব্যাখ্যা, ভুলের বিবরণ, বর্ণনার ভিন্নতা বা পাণ্ডুলিপির ভিন্নতা ইত্যাদি) প্রসঙ্গে, কাযী ইয়াদ্ব বলেছেন: এর জন্য কোনো রেখা টানা হবে না। তবে মনোনীত মত হলো, যে শব্দের জন্য টীকা বের করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে রেখা টানা মুস্তাহাব।

-

[তাদ্রিবুর রাবী]

[পঞ্চম প্রকার: লুগু অংশ চিহ্নিতকরণের মনোনীত পদ্ধতি]

(পঞ্চম প্রকার: লুগু অংশ) টীকায় (হাশিয়ায়) চিহ্নিতকরণের (মনোনীত পদ্ধতি, আর এটিই হলো আল-লাহাক্ব)। (লাম ও হা-এ ফাতাহযুক্ত, যা আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায় “মুহমালাহ” বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যমুক্ত বর্ণ) হাদীস ও লিখনশৈলীর পন্ডিতদের নিকট এটি এভাবে নামকরণ করা হয়, “ইলহাক্ব” (সংযোজন) অথবা “যিয়াদাহ” (বৃদ্ধি) থেকে গ্রহণ করে। কারণ, শাব্দিকভাবে উভয়ের উপরই এটি প্রয়োগ করা হয়। (যে) অংশটি লাইনে বাদ পড়েছে, সেখান থেকে একটি উর্ধ্বমুখী রেখা (উপরের দিকে) টানবে, যা দুটি লাইনের মাঝখানে সামান্য বাঁকানো থাকবে, যে টীকায় (হাশিয়ায়) বাদ পড়া অংশটি লেখা হবে তার দিকে।

এবং বলা হয়েছে: বাঁকানো রেখাটি (চিহ্নিত করার স্থান থেকে) বাদ পড়া অংশের শুরু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে। ইবনু খাল্লাদ এটিই নির্বাচন করেছেন। ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটি পছন্দনীয় নয়; কারণ, যদিও এতে ব্যাখ্যার স্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়, তবে এটি গ্রন্থের সৌন্দর্যহানি ঘটায় এবং তাকে কালো করে তোলে, বিশেষত যখন অতিরিক্ত অংশ যোগ করার সংখ্যা বেশি হয়।

ইরাকী বলেছেন: তবে যদি তার বিপরীতে স্থান খালি না থাকে এবং অন্য কোথাও লেখা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে সেদিকে রেখা টানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথবা তার বিপরীতে লিখবে:

"এর পরে অমুক স্থানে অমুক শব্দ আসছে", ইত্যাদি, যাতে কোনো অস্পষ্টতা না থাকে।

(এবং বাঁকানো রেখার বিপরীতে ডান পাশের টীকায় (হাশিয়ায়) বাদ পড়া অংশটি লিখবে, যদি তা) তার জন্য (প্রশস্ত থাকে), কারণ সম্ভাব্য যে,

[تدريب الراوي]

يَطْرَأُ فِي بَقِيَّةِ السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ فَيُخْرِجُ لَهُ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ، فَلَوْ خَرَجَ لِلأُولَى إِلَى الْيَسَارِ ثُمَّ ظَهَرَ فِي السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ، فَإِنْ خَرَجَ لَهُ إِلَى الْيَسَارِ أَيْضًا اشْتَبَهَ مَوْضِعُ هَذَا بِمَوْضِعِ ذَلِكَ، وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي إِلَى الْيَمِينِ تَقَابَلَ طَرَفَا التَّخْرِيجَتَيْنِ وَرُبَّمَا اتَّقَيَا لِقُرْبِهِمَا فَيَظُنُّ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا (إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخْرِجُهُ إِلَى) جِهَةِ (الشِّمَالِ). قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: لَا وَجْهَ لِذَلِكَ. لِقُرْبِ التَّخْرِيجِ مِنَ اللَّحِقِ وَسُرْعَةِ لِحَاقِ النَّظَرِ بِهِ، وَلَا مُنْذَا مِنْ نَقْصٍ يَحْدُثُ بَعْدَهُ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: نَعَمْ إِنْ ضَاقَ مَا بَعْدَ آخِرِ السَّطْرِ، لِقُرْبِ الْكِتَابَةِ مِنْ طَرَفِ الْوَرَقِ أَوْ لِضَيْقِهِ بِالتَّجْلِيدِ، بِأَنْ يَكُونَ السَّقْطُ فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِالتَّخْرِيجِ إِلَى الْجِهَةِ الْيُمْنَى، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي خَطِّ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. انْتَهَى. (وَلْيَكْتُبْهُ) أَيِ السَّاقِطِ (صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ) مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ ; لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ سَقْطِ حَرْفٍ آخَرَ، فَيُكْتُبُ إِلَى أَسْفَلَ. (فَإِنْ زَادَ اللَّحِقُ عَلَى سَطْرِ ابْتَدَأَ سَطْرُهُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، فَإِنْ كَانَ) التَّخْرِيجُ (فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ انْتَهَتْ) الْكِتَابَةُ (إِلَى بَاطِنِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي) جِهَةِ (الشِّمَالِ، فَإِلَى طَرَفِهَا) تَنْتَهِيَ الْكِتَابَةُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَانْتَقَلَ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ بِكَلِمَةٍ (تَخْرِيجِ) أَوْ اتَّصَلَ.

[তাদরীবুর রাবী]

যদি লাইনের অবশিষ্ট অংশে অন্য কোনো পতিত অংশ (বাদ পড়া শব্দ/বাক্য) দেখা যায়, তাহলে তা বাম দিকে বের করে লেখা হবে। যদি প্রথম পতিত অংশের জন্য বাম দিকে বের

করে লেখা হয়, এরপর লাইনে আরও একটি পতিত অংশ প্রকাশ পায়, এবং তার জন্যও যদি বাম দিকে বের করে লেখা হয়, তবে এর স্থান ও সেটির স্থান এক মনে হবে। আর যদি দ্বিতীয় পতিত অংশটি ডান দিকে বের করে লেখা হয়, তবে বের করা লেখার উভয় প্রান্ত মুখোমুখি হবে এবং সম্ভবত তাদের নৈকট্যের কারণে মিলিত হয়ে যাবে। এতে পাঠক ধারণা করতে পারেন যে, তাদের মধ্যবর্তী অংশটি কেটে দেওয়া হয়েছে। (তবে যদি লাইনের শেষাংশে পতিত হয়, তাহলে তাকে) (বাম) দিকে বের করে লেখা হবে।

কাযী ইয়ায (رحمه الله) বলেছেন: এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ বের করে লেখা অংশ সংযোজিত অংশের কাছাকাছি থাকে এবং পাঠকের পক্ষে তা দ্রুত খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এবং এর পরে কোনো বাদ পড়া অংশ ঘটার আশঙ্কা থেকে আমরা নিরাপদ থাকি।

ইরাকী (رحمه الله) বলেছেন: হ্যাঁ, যদি লাইনের শেষাংশের পরের স্থানটি সংকীর্ণ হয় – যেমন লেখার প্রান্ত কাগজের কিনারার কাছাকাছি হওয়ার কারণে অথবা বাঁধাইয়ের কারণে সংকীর্ণ হওয়ার ফলে – যেমন যদি পতিত অংশটি ডান পৃষ্ঠায় থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ডান দিকে বের করে লিখতে কোনো আপত্তি নেই। এবং আমি তা বহু জ্ঞানীর লেখায় দেখেছি। সমাপ্ত।

(এবং তাকে লিখতে হবে), অর্থাৎ বাদ পড়া অংশকে, (কাগজের উপরের দিকে আরোহণ করে) যে কোনো দিক থেকেই হোক না কেন; কারণ আরেকটি অক্ষর পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাকে নিচের দিকে লেখা হবে।

(যদি সংযোজিত অংশ এক লাইনের বেশি হয়, তবে সে তার লাইনগুলো উপর থেকে নিচে লেখা শুরু করবে।) (আর যদি) বের করে লেখা অংশ (কাগজের ডান দিকে থাকে, তবে লেখা তার ভেতরের দিকে শেষ হবে, আর যদি) বাম (দিকে থাকে, তবে লেখা তার কিনারা পর্যন্ত শেষ হবে)। কারণ যদি সে তা না করে, তবে (বের করে লেখা) বা (সংযোজন) শব্দ দ্বারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

(ص: 513) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(ثُمَّ يَكْتُبُ فِي انْتِهَاءِ اللَّحِقِ) بَعْدَهُ (صَحَّ) فَقَطْ، (وَقِيلَ: يَكْتُبُ مَعَ صَحَّ رَجَعَ، وَقِيلَ: يَكْتُبُ الْكَلِمَةُ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ دَاخِلَ الْكِتَابِ) ; لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ انْتَضَمَ.
(وَلَيْسَ بِرَضِيٍّ، لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ مُوْهِمٌ) لِأَنَّهُ قَدْ يَجِيءُ فِي الْكَلَامِ مَا هُوَ مُكَرَّرٌ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا لِمَعْنَى صَحِيحٍ، فَإِذَا كَرَّرْنَا الْحَرْفَ لَمْ نَأْمَنْ أَنْ يُوَافِقَ مَا يَتَكَرَّرُ حَقِيقَةً أَوْ يُشَكِّلَ أَمْرَهُ فَيُوجِبُ ارْتِيَابًا وَزِيَادَةً إِشْكَالًا.
قَالَ عِيَاضٌ: وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ انْتَهَى اللَّحِقُ، قَالَ: وَالصَّوَابُ (صَحَّ) ، هَذَا كُلُّهُ فِي التَّخْرِيجِ السَّاقِطِ.
(وَأَمَّا الْحَوَاشِي) الْمَكْتُوبَةُ (مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانٍ غَلِطٍ، أَوْ اخْتِلَافٍ فِي رِوَايَةٍ، أَوْ نُسخَةٍ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ) : الْأَوَّلَى أَنَّهُ (لَا يُخَرَّجُ لَهُ خَطٌّ) لِأَنَّهُ يُدْخِلُ اللَّبْسَ، وَيُحْسَبُ مِنَ الْأَصْلِ، بَلْ يَجْعَلُ عَلَى الْحَرْفِ ضَبَّةً أَوْ نَحْوَهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ التَّخْرِيجِ) لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَكِنْ (مِنْ) عَلَى (وَسَطِ) الْكَلِمَةِ الْمَخْرَجِ لِأَجْلِهَا) لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجُ لِلْسَّاقِطِ.

[তাদরীবুর রাবী]

(এরপর সংযোজনের শেষে লেখে) এর পরে (শুধু 'সহীহ')। (এবং বলা হয়েছে: 'সহীহ'-এর সাথে 'রাজা' লেখে। এবং বলা হয়েছে: কিতাবের ভিতরে তার সাথে সংযুক্ত শব্দটি লেখে); যাতে এটি প্রমাণ করে যে, বক্তব্যটি সুবিন্যস্ত হয়েছে।

(আর এটি পছন্দনীয় নয়, কারণ এটি একটি ভ্রান্তিমূলক দীর্ঘায়ণ) কারণ বক্তব্যে এমন কিছু আসতে পারে যা সঠিক অর্থের জন্য দুইবার বা তিনবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সুতরাং যদি আমরা অক্ষরটি পুনরাবৃত্তি করি, তবে আমরা নিরাপদ থাকব না যে এটি বাস্তবে পুনরাবৃত্তির সাথে মিলে যাবে, অথবা এর বিষয়টি জটিল হয়ে পড়বে, ফলে সন্দেহ এবং অতিরিক্ত জটিলতা সৃষ্টি হবে।

ইয়াদ্ব বলেছেন: এবং তাদের কেউ কেউ 'ইনতাহাল লাহাক্ব' (সংযোজন শেষ হলো) লেখে।

তিনি বললেন: আর সঠিক হলো ('সহীহ')। এই সবই বাদ পড়া অংশের তাকরীর সম্পর্কে।

(আর টীকাগুলো) যা মূল পাঠ ব্যতিরেকে লেখা হয়, যেমন ব্যাখ্যা, ভুল বর্ণনা, অথবা বর্ণনা বা পাণ্ডুলিপির ভিন্নতা ইত্যাদি, (সেক্ষেত্রে কাজী ইয়াদ্ব বলেছেন): অগ্রাধিকারযোগ্য হলো যে, (এর

জন্য কোনো রেখা টেনে তাকরীর করা হবে না); কারণ এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং এটিকে মূল পাঠের অংশ মনে করা হতে পারে। বরং অক্ষরটির উপর একটি চিহ্নিতকারী বা অনুরূপ কিছু রাখা হবে যা এটিকে নির্দেশ করবে।

ইবনে সালাহ বলেছেন: (এবং নির্বাচিত মত হলো সেজন্যও তাকরীর করা পছন্দনীয়) তবে (এর জন্য তাকরীর করা শব্দটির) মাঝখান থেকে (রেখা টানা হবে), দুই শব্দের মাঝখানে নয়। এবং এভাবেই এটি বাদ পড়া অংশের তাকরীর থেকে ভিন্ন।

(ص: 514) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

السَّادِسَةُ: شَأْنُ الْمُتَقِنِينَ التَّصْحِيحُ، وَالتَّضْيِيبُ، وَالتَّهْرِيبُ. فَالتَّصْحِيحُ كِتَابَةُ "صَحَّ" عَلَى كَلَامٍ صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنَى، وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَّكِّ أَوْ الْخِلَافِ، وَالتَّضْيِيبُ، وَيُسَمَّى التَّهْرِيبُ أَنْ يُمَدَّ خَطُّ أَوَّلِهِ كَالصَّادِ وَلَا يُلْزَقَ بِالْمُدَوْدِ عَلَيْهِ، يُمَدُّ عَلَى ثَابِتٍ نَقْلًا فَاسِدٍ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ نَاقِصٍ، وَمِنْ النَّاقِصِ مَوْضِعُ الْإِرْسَالِ أَوْ الْإِنْقِطَاعِ، وَرُبَّمَا اخْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَامَةَ التَّصْحِيحِ فَأَشْبَهَتْ الضَّبَّةَ، وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ فِي الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ جَمَاعَةٌ مَعْطُوفًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَامَةٌ تُشَبِّهُ الضَّبَّةَ بَيْنَ أَسْمَائِهِمْ وَلَيْسَتْ ضَبَّةً وَكَانَهَا عَلَامَةً اتِّصَالٍ.

[تدريب الراوي]

[السَّادِسَةُ مَسْأَلَةُ التَّصْحِيحِ وَالتَّضْيِيبِ وَالتَّهْرِيبِ]

(السَّادِسَةُ: شَأْنُ الْمُتَقِنِينَ) مِنَ الْحَذَاقِ (التَّصْحِيحُ، وَالتَّضْيِيبُ، وَالتَّهْرِيبُ) مُبَالَغَةٌ فِي الْعِنَايَةِ بِضَبْطِ الْكِتَابِ.

(فَالْتَّصْحِيحُ كِتَابَةُ صَحَّ عَلَى كَلَامٍ صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنَى، وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَّكِّ فِيهِ، أَوْ الْخِلَافِ) فَيُكْتَبُ ذَلِكَ الْوَجْهَ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْفَلَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ قَدْ ضَبَطَ وَصَحَّ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ.

(والتَّضْيِيبُ وَيُسَيَّى) أَيْضًا (التَّزْيِيزُ: أَنْ يُبَدَّلَ) عَلَى الْكَلِمَةِ (خَطُّ أَوَّلِهِ كَالصَّادِ) هَكَذَا "ص" وَفُرِّقَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ حَيْثُ كُتِبَ عَلَى الْأَوَّلِ حَرْفٌ كَامِلٌ لِتَنَامِهِ، وَعَلَى الثَّانِي حَرْفٌ نَاقِصٌ، لِيُبَدَّلَ نَقْصُ الْحَرْفِ عَلَى اخْتِلَافِ الْكَلِمَةِ. وَيُسَيَّى ذَلِكَ ضَبَّةٌ لِكُونِ الْحَرْفِ مُقْفَلًا بِهَا، لَا يَتَّجِهْ لِقِرَاءَةٍ، كَضَبَةِ الْبَابِ يُقْفَلُ بِهَا. نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْإِفْلِيلِيِّ اللَّغَوِيِّ. (وَلَا يُلَزَقُ) التَّضْيِيبُ (بِالْمُدُودِ عَلَيْهِ) لِئَلَّا يُظَنَّ ضَرْبًا، وَإِنَّمَا (يُبَدَّلُ) هَذَا التَّضْيِيبُ (عَلَى ثَابِتٍ نَقْلًا فَاسِدٍ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى) أَوْ خَطًّا مِنَ الْجِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، (أَوْ مُصَحَّفٍ أَوْ نَاقِصٍ) فَيُشَارُ بِذَلِكَ إِلَى الْخَلَلِ الْحَاصِلِ، وَأَنَّ

ষষ্ঠ বিষয়টি: সুনিপুণদের কর্মপদ্ধতি হলো তাসহিহ, তাদ্ববিব এবং তামরিদ। তাসহিহ হলো এমন কথার উপর "صَحَّ" (সঠিক) লেখা যা বর্ণনাগত ও অর্থগতভাবে সঠিক, কিন্তু সেটি সন্দেহ বা মতবিরোধের বিষয়। আর তাদ্ববিব, যাকে তামরিদও বলা হয়, তা হলো একটি রেখা টানা যার শুরু 'ص' অক্ষরের মতো এবং যাকে টেনে লম্বা করা হচ্ছে তার সাথে তা যুক্ত করা হয় না। এটি এমন কিছু উপর টানা হয় যা বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত কিন্তু শব্দগত বা অর্থগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ, অথবা দুর্বল বা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণতার মধ্যে রয়েছে মুরসাল (বিচ্ছিন্ন) বা মুনকাতি' (ব্যাহত) ইসনাদের স্থান। কখনও কখনও কিছু পণ্ডিত তাসহিহ-এর চিহ্নকে সংক্ষিপ্ত করতেন, ফলে তাদ্ববাহ-এর মতো দেখাত। কিছু প্রাচীন মূল পাণ্ডুলিপিতে, ج مع (সামগ্রিক) ইসনাদের মধ্যে, যেখানে একদল রাবি একে অপরের উপর নির্ভরশীল (আত্মবিশ্বাস করা হয়েছে), তাদের নামের মাঝে তাদ্ববাহ-এর মতো একটি চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি তাদ্ববাহ নয়, বরং যেন তা সংযোগের একটি চিহ্ন।

-

[তারিখুর রাবী]

[ষষ্ঠ মাসআলা: তাসহিহ, তাদ্ববিব এবং তামরিদ]

(ষষ্ঠ: সুনিপুণদের কর্মপদ্ধতি) বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে (তাসহিহ, তাদ্ববিব এবং তামরিদ)।

এটি কিতাবের সঠিকতা নিশ্চিতকরণে চরম যত্নশীলতার একটি প্রকাশ।

(তাসহিহ হলো এমন কথার উপর 'সঠিক' লেখা যা বর্ণনাগত ও অর্থগতভাবে সঠিক, এবং সেটি সন্দেহপ্রবণ), সে বিষয়ে, (অথবা মতবিরোধের বিষয়), তখন সেই পদ্ধতিটি লেখা হয় যাতে

বোঝা যায় যে এটি উপেক্ষা করা হয়নি, এবং এটি সেই পদ্ধতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ও সঠিক করা হয়েছে।

(আর তাদ্ববিব, যাকে) আরও (তামরিদও বলা হয়: তা হলো) শব্দটির উপর (একটি রেখা টানা যার শুরু 'ص' অক্ষরের মতো) যেমন "ص"। সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যেখানে প্রথমটির (সঠিকের) উপর পূর্ণ অক্ষর লেখা হয় তার পূর্ণতা বোঝাতে, এবং দ্বিতীয়টির (ত্রুটিপূর্ণের) উপর একটি অসম্পূর্ণ অক্ষর লেখা হয়, যাতে অক্ষরের অসম্পূর্ণতা শব্দটির ভিন্নতাকে নির্দেশ করে।

একে 'দ্বব্বাহ' বলা হয় কারণ এর দ্বারা অক্ষরটি তালাবদ্ধ করা হয়, যা পড়ার জন্য উপযুক্ত নয়, যেমন দরজার তালা দিয়ে বদ্ধ করা হয়। এটি ইবনুস সালাহ আবুল কাসিম আল-ইফলিলি আল-লুগাভী থেকে বর্ণনা করেছেন।

(আর যুক্ত করা হয় না) তাদ্ববিব (যার উপর টানা হয় তার সাথে) যাতে এটিকে মুছে ফেলা বা কেটে দেওয়া মনে না করা হয়। বরং এই তাদ্ববিব (টানা হয়) (এমন কিছুর উপর যা বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত কিন্তু শব্দগত বা অর্থগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ) অথবা আরবী ব্যাকরণ বা অন্য কোনো দিক থেকে ভুল, (অথবা ভুল পাঠ (মুসাহহাফ) বা অসম্পূর্ণ)। এর মাধ্যমে সৃষ্ট ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, এবং যে

(ص: 515) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی - ج 1

السَّابِعَةُ: إِذَا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ مَا لَيْسَ مِنْهُ نُفْيٌ بِالضَّرْبِ، أَوْ الْحَكِّ، أَوْ الْمَحْوِ، أَوْ غَيْرِهِ، وَأَوَّلَاهَا الضَّرْبُ، ثُمَّ قَالَ الْكَثْرُونَ يَخْطُ فَوْقَ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ خَطًّا بَيْنًا دَالًّا عَلَى إِبْطَالِهِ مُخْتَلِطًا بِهِ، وَلَا يَطْبِسُهُ بَلْ يَكُونُ مُبْكِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُسَيِّ هَذَا الشَّقُّ، وَقِيلَ: لَا يَخْلُطُ بِالْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ فَوْقَهُ مَعْطُوفًا عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَقِيلَ: يُحَوِّقُ عَلَى أَوَّلِهِ نِصْفَ دَائِرَةٍ وَكَذَا آخِرِهِ، وَإِذَا كَثُرَ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ فَقَدْ يُكْتَفَى بِالتَّحْوِيقِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَقَدْ يُحَوِّقُ أَوَّلُ كُلِّ سَطْرٍ وَآخِرُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ اكْتَفَى بِدَائِرَةٍ صَغِيرَةٍ أَوَّلَ الزِّيَادَةِ وَآخِرَهَا، وَقِيلَ يَكْتُبُ " لَا " فِي أَوَّلِهِ " وَإِلَى " فِي آخِرِهِ، وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمُكَرَّرِ فَقِيلَ يَضْرِبُ عَلَى الثَّانِي، وَقِيلَ يُبْقِي أَحْسَنَهُمَا صُورَةً وَأَبْيَنَهُمَا، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: إِنْ كَانَا

أَوَّلَ سَطْرٍ ضَرَبَ عَلَى الثَّانِي، أَوْ آخِرَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ أَوَّلَ سَطْرٍ وَآخِرَ آخَرٍ، فَعَلَى آخِرِ السَّطْرِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ أَوْ الْمُوصُوفُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُ رُوِيَ اتِّصَالُهُمَا، وَأَمَّا الْحَكُّ، وَالْكَشْطُ فَكَرِهَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ.

[تدريب الراوي]

الرَّوَايَةُ ثَابِتَةٌ بِهِ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَظْهَرُ لَهُ فِيهِ وَجْهٌ صَحِيحٌ (وَمِنْ النَّاقِصِ) الَّذِي يُضَبَّبُ عَلَيْهِ (مَوْضِعُ الْإِرْسَالِ أَوْ الْإِنْقِطَاعِ) فِي الْإِسْنَادِ. (وَرُبَّمَا اخْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَامَةَ التَّصْحِيحِ) فَيَكْتُبُهَا هَكَذَا " ص " (فَأَشْبَهَتِ الضَّبَّةَ. وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ فِي الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ جَمَاعَةً) مِنَ الرُّوَاةِ فِي طَبَقَةٍ (مَعْطُوفًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَامَةٌ تُشَبِّهُ الضَّبَّةَ) فِيمَا (بَيْنَ أَسْمَائِهِمْ) فَيَتَوَهَّمُ، مَنْ لَا خُبْرَةَ لَهُ أَنَّهَا ضَبَّةٌ (وَلَيْسَتْ ضَبَّةً، وَكَانَتْهَا عَلَامَةٌ اتِّصَالٍ) بَيْنَهُمْ أَثْبَتَتْ تَأْكِيدًا لِلْعَطْفِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُجْعَلَ عَنْ مَكَانِ الْوَاوِ.

[السابعة العمل إذا وقع في الكتاب ما ليس منه]

(السَّابِعَةُ: إِذَا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ مَا لَيْسَ مِنْهُ نُفْيَ) عَنْهُ إِمَّا (بِالضَّرْبِ) عَلَيْهِ (أَوْ الْحَكِّ) لَهُ (أَوْ الْمَحْوِ) بِأَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ فِي لَوْحٍ أَوْ رِقٍّ، أَوْ وَرَقٍ صَقِيلٍ جِدًّا فِي حَالِ طَرَاوَةِ الْمَكْتُوبِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَتَبَ الشَّيْءَ ثُمَّ لَعَقَهُ.

সপ্তম বিষয়: যখন কিতাবে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত হয় যা এর অংশ নয়, তখন তা বাতিল করা হয় দাগ টেনে, অথবা ঘষে মুছে ফেলে, অথবা মুছে ফেলে, অথবা অন্য কোনো উপায়ে। এর মধ্যে দাগ টেনে বাতিল করাই অগ্রাধিকারযোগ্য। অতঃপর অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন যে, বাতিলকৃত অংশের উপর দিয়ে একটি সুস্পষ্ট রেখা টানতে হবে যা এর বাতিল হওয়া নির্দেশ করে এবং এর সাথে মিশে থাকে। তবে তা এমনভাবে ঢেকে দেওয়া যাবে না যাতে পড়া না যায়, বরং

পঠনযোগ্য রাখতে হবে। একে 'শাক্ক' বলা হয়। আবার বলা হয়েছে: বাতিলকৃত অংশের সাথে মেশানো হবে না, বরং এর উপরে থাকবে এবং এর শুরু ও শেষের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এবং বলা হয়েছে: এর শুরুতে একটি অর্ধ-বৃত্ত এবং একইভাবে এর শেষেও একটি অর্ধ-বৃত্ত আঁকা হবে। যখন বাতিলকৃত অংশ বেশি হয়, তখন এর শুরু ও শেষে বৃত্ত আঁকাই যথেষ্ট হতে পারে। আবার কখনো প্রতিটি লাইনের শুরু ও শেষে বৃত্ত আঁকা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতিরিক্ত অংশের শুরু ও শেষে একটি ছোট বৃত্ত দিয়েই যথেষ্ট মনে করেছেন। এবং বলা হয়েছে যে, এর শুরুতে "۝" (লা) এবং শেষে "۞" (ইলা) লিখবে। আর পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে দাগ টেনে বাতিলকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয়টির উপর দাগ টেনে বাতিল করা হবে। আবার বলা হয়েছে, দুটির মধ্যে যেটি দেখতে সুন্দর ও সুস্পষ্ট, সেটি রাখা হবে। কাযী ইয়ায (رحمته الله) বলেছেন: যদি পুনরাবৃত্তি লাইনের শুরুতে হয়, তবে দ্বিতীয়টির উপর দাগ টেনে বাতিল করবে। আর যদি লাইনের শেষে হয়, তবে প্রথমটির উপর। অথবা যদি একটি লাইনের শুরুতে এবং অন্যটি অন্য লাইনের শেষে হয়, তবে শেষ লাইনের উপর। যদি মুদফ ও মুদফ ইলাইহি অথবা মাওসুফ ও সিফাত ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তাদের সংলগ্নতা লক্ষ্য রাখা হবে। আর ঘষে মুছে ফেলা (الحل) এবং চেঁছে ফেলা (الكشط) বিদ্বানগণ অপছন্দ করেছেন।

[তাদরীবুর রাবী]

এর দ্বারা বর্ণনাটি প্রতিষ্ঠিত থাকে, কারণ সম্ভবত এমন কেউ আসবে যার কাছে এতে একটি সঠিক দিক প্রকাশ পাবে। (এবং অসম্পূর্ণ অংশের মধ্যে) যা 'দববা' (دَبَبَة) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয় (রয়েছে ইসনাদের মধ্যে 'ইরসাল' (মুরসাল) অথবা 'ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা)-এর স্থান)। (এবং কখনো কখনো কেউ কেউ 'তাসহীহ' (সংশোধন)-এর চিহ্নকে সংক্ষিপ্ত করে) এইভাবে "ص" (সদ) লিখেন (যা 'দববা'র মতো দেখতে হয়)।

এবং কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে 'ইসনাদে জামি' (বহু বর্ণনাকারী সমন্বিত সনদ)-এ (এক 'তাবাক্ক' (স্তর)-এর) বর্ণনাকারীদের একদলকে যখন একে অপরের সাথে 'আত্বফ' (সংযুক্ত) করা হয়, তখন তাদের নামের মাঝে 'দববা'র মতো একটি চিহ্ন থাকে। ফলে যে ব্যক্তির এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই, সে ধারণা করতে পারে যে এটি 'দববা' (ভুল সংশোধনের চিহ্ন)। (কিন্তু এটি 'দববা' নয়, এবং) যেন এটি তাদের মধ্যে সংযোগের একটি চিহ্ন, যা 'আত্বফ' (সংযোগ) কে জোরদার করার জন্য স্থাপিত হয়েছে, এই আশঙ্কায় যে 'ওয়াও' (এবং) এর স্থানে 'আন' (থেকে) ব্যবহৃত হতে পারে।

[সপ্তম বিষয়: কিতাবে এমন কিছু থাকলে যা এর অংশ নয়, তখন করণীয়]

(সপ্তম বিষয়: যখন কিতাবে এমন কিছু প্রবেশ করে যা এর অংশ নয়, তখন তা বাতিল করা হয়) এর থেকে (হয় এর উপর দাগ টেনে) (অথবা তাকে ঘষে মুছে ফেলে) (অথবা একে মুছে ফেলে) – এমনভাবে যে, লেখাটি যদি কোনো ফলক, চর্মপত্র বা অত্যন্ত মসৃণ কাগজে লিখিত থাকে এবং লেখাটি তাজা (শুকায়নি) অবস্থায় থাকে।

সাহনুন (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনো কোনো কিছু লিখতেন, অতঃপর তা চেটে ফেলতেন।

(ص: 516) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(أَوْ غَيْرِهِ وَأَوَّلَاهَا الضَّرْبُ) فَقَدْ قَالَ الرَّامَهُزْمِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا الْحَكُّ تُهْمَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: كَانَ الشُّيُوخُ يَكْرَهُونَ حُضُورَ السَّيِّئِينَ لِمَجْلِسِ السَّمَاعِ، حَتَّى لَا يُبَشِّرَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ مَا يُبَشِّرُ مِنْهُ رَبِّمَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ يُسَمَّعُ الْكِتَابُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى شَيْخٍ آخَرَ يَكُونُ مَا بُشِّرَ مِنْ رِوَايَةٍ هَذَا صَحِيحًا فِي رِوَايَةِ الْآخَرِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِحْقَاقِهِ بَعْدَ أَنْ بُشِّرَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَطَّ عَلَيْهِ وَأَوْقَفَهُ رِوَايَةُ الْأَوَّلِ، وَصَحَّ عِنْدَ الْآخَرِ اكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ.

(ثُمَّ) فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الضَّرْبِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ:

(قَالَ الْأَكْثَرُونَ يَخْطُ فَوْقَ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ خَطًّا بَيِّنًا دَالًّا عَلَى إِبْطَالِهِ) بِكَوْنِهِ (مُخْتَطِّطًا بِهِ) أَيْ بِأَوَائِلِ كَلِمَاتِهِ، (وَلَا يَطْبِسُهُ بَلْ يَكُونُ) مَا تَحْتَهُ (مُمْكِنَ الْقِرَاءَةِ)

-

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

(অথবা অন্য কিছু, তবে 'দারব' (ক্রস করে চিহ্নিত করা) পদ্ধতিটিই উত্তম)। রামাহুরমুযী বলেছেন: আমাদের উলামাগণ বলেছেন যে, ঘষে মুছে ফেলা (الْحُلُّ) সন্দেহজনক। আর অন্য একজন বলেছেন: শাইখগণ 'সামাঅ' (শ্রবণ) মজলিসে ছুরি বা ধারালো বস্তুর উপস্থিতি অপছন্দ করতেন, যাতে কিছু ঘষে ফেলা না হয়। কারণ, যা ঘষে ফেলা হয়, তা হয়তো অন্য কোনো বর্ণনায় সহীহ প্রমাণিত হতে পারে। এবং অনেক সময় একই কিতাব অন্য কোনো শাইখের কাছে পুনরায় শোনা হয়ে থাকে, যখন এই (প্রথম) শাইখের বর্ণনা থেকে যা ঘষে ফেলা হয়েছিল, তা অন্যজনের বর্ণনায় সহীহ সাব্যস্ত হতে পারে। তখন ঘষে ফেলার পর তা পুনরায় যুক্ত করার প্রয়োজন হবে। এর ব্যতিক্রম হবে যখন এর উপর রেখা টেনে দেওয়া হয় এবং প্রথমজনের বর্ণনা হিসাবে তা স্থগিত রাখা হয়, আর অন্যজনের কাছে তা সহীহ প্রমাণিত হলে, তার উপর অন্যজনের সহীহ হওয়ার চিহ্নই যথেষ্ট।

(তারপর) এই 'দারব' (ক্রস করার) পদ্ধতি সম্পর্কে পাঁচটি মত রয়েছে:

(অধিকাংশের মতে, যা 'দারব' করা হবে তার উপর এমন একটি সুস্পষ্ট রেখা টানবে যা তার বাতিল হওয়া নির্দেশ করবে)। এই রেখা (বাতিলকৃত অংশের) শব্দগুলোর শুরুর অংশের সাথে মিশে থাকবে। (এবং তা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলবে না, বরং এর নিচের অংশ পাঠযোগ্য থাকবে)।

(ص: 517) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَيُسَمَّى هَذَا) الضَّرْبُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ (الشَّقُّ) عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ - وَهُوَ يَفْتَحُ
الْمُعْجَمَةَ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ - مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ الصَّدْعُ، أَوْ شَقُّ الْعَصَا، وَهُوَ التَّفْرِيقُ كَأَنَّهُ
فَرَّقَ بَيْنَ الزَّائِدِ وَمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مِنَ الثَّابِتِ بِالضَّرْبِ.

وَقِيلَ هُوَ النَّشْقُ - بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُعْجَمَةِ - مِنْ نَشَقَ الظُّبْيُ فِي حَبَالَتِهِ عَلِقَ فِيهَا،
فَكَانَتْهُ أُبْطَلَ حَرَكَةُ الْكَلِمَةِ وَإِعْمَالُهَا بِجَعْلِهَا فِي وَثَاقٍ يَمْنَعُهَا مِنَ التَّصَرُّفِ (وَقِيلَ: لَا
يَخْلُطُ) أَيِ الضَّرْبِ (بِالْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ فَوْقَهُ) مُنْفَصِلًا عَنْهُ (مَعْطُوفًا) طَرَفًا
الْخَطِّ (عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ) مِثَالُهُ هَكَذَا.

(وَقِيلَ) هَذَا تَسْوِيدٌ بَلْ (يُحَوِّقُ عَلَى أَوَّلِهِ نِصْفَ دَائِرَةٍ، وَكَذَا) عَلَى (آخِرِهِ) بِنِصْفِ
دَائِرَةٍ أُخْرَى مِثَالُهُ هَكَذَا ().

(و) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (إِذَا كَثُرَ) الْكَلَامُ (الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ، فَقَدْ يُكْتَفَى بِالتَّخْوِيقِ أَوَّلُهُ أَوْ
آخِرُهُ) فَقَطْ، (وَقَدْ يُحَوِّقُ أَوَّلَ كُلِّ سَطْرٍ وَآخِرُهُ) فِي الْأَثْنَاءِ أَيْضًا، وَهُوَ أَوْضَحُ.
(وَمِنْهُمْ مَنْ) اسْتَفْبَحَ ذَلِكَ أَيْضًا وَ (ا) كْتَفَى بِدَائِرَةٍ صَغِيرَةٍ أَوَّلَ الزِّيَادَةِ وَآخِرَهَا) وَسَبَّأَهَا
صِفْرًا، لِإِشْعَارِهَا بِخُلُوءِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ صِحَّةٍ، وَمِثَالُ ذَلِكَ هَكَذَا " 5 " .

[تدريب الراوي]

এবং প্রাচ্যবাসীদের নিকট এই 'আদ-দারব' পদ্ধতিকে এবং পাশ্চাত্যের লোকদের নিকট 'আশ-
শাক্ক' বলা হয় - এটি 'শিন'-এর উপর ফাতহা (যবর) এবং 'কাফ'-এর উপর তাশদীদ
(তাজদীদ) সহকারে 'আশ-শাক্ক' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ফাটল বা চিড়, অথবা 'শা-স্কুল
আসা' (লাঠিকে বিভক্ত করা), যার অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। যেন চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এটি
অতিরিক্ত অংশকে তার পূর্বাপর সুপ্রতিষ্ঠিত অংশ থেকে পৃথক করে।

বলা হয়েছে, এটি 'আন-নাশাক' - 'নুন' ও 'শিন'-এর উপর ফাতহা (যবর) সহকারে - এসেছে
'নাশাকাজ জাবযু ফি হিবালতিহি আলিকা ফিহা' থেকে, যার অর্থ হরিণ তার জালে আটকা
পড়েছে। ফলে যেন এটি শব্দটিকে এমন বন্ধনে আটকে দেয় যা তার স্বাধীনতা প্রয়োগে বাধা
দেয়, যার দ্বারা শব্দটির গতি ও কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যায়। (এবং বলা হয়েছে:

চিহ্নিতকরণকে) চিহ্নিতব্য অংশের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না, বরং এটি এর উপরে থাকবে,
এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, (রেখাটির উভয় প্রান্ত) এর শুরু ও শেষের দিকে বাঁকানো থাকবে।
এর উদাহরণ এই রকম।

(এবং বলা হয়েছে) এটি কালিমালিপ্ত করা। বরং (এর শুরুতে একটি অর্ধবৃত্ত এবং একইভাবে) এর (শেষে) আরেকটি অর্ধবৃত্ত দ্বারা বেষ্টিত করা হবে। এর উদাহরণ এই রকম ()। (এবং) এই মতানুসারে, যদি চিহ্নিতব্য পাঠ্যাংশ (বক্তব্য) দীর্ঘ হয়, তবে শুধুমাত্র এর শুরু বা এর শেষ বেষ্টিত করাই যথেষ্ট হতে পারে, (এবং) (এর মধ্যবর্তী) প্রতিটি লাইনের শুরু ও শেষও বেষ্টিত করা যেতে পারে, এবং এটি অধিক স্পষ্ট। (এবং তাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যারা) এটিকে (পূর্বোক্ত পদ্ধতিকে) অপছন্দ করেছেন এবং (অতিরিক্ত অংশের শুরুতে ও শেষে একটি ছোট বৃত্ত ব্যবহার করেই যথেষ্ট মনে করেছেন)। এবং তারা এটিকে 'সিফর' (শূন্য) নামে অভিহিত করেছেন, যা উভয়ের মধ্যবর্তী অংশের সঠিকতা থেকে শূন্যতার ইঙ্গিত দেয়। এর উদাহরণ এই রকম: " 5 "।

(ص: 518) تدریب الراوي فی شرح تقریب النواوي - ج 1

[تدریب الراوي]

(وَقِيلَ يَكْتُبُ " لَا " فِي أَوَّلِهِ) أَوْ زَائِدًا، وَمِنْ (وَالِإِ فِي آخِرِهِ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمِثْلُ هَذَا يَحْسُنُ فِيمَا سَقَطَ فِي رِوَايَةٍ، وَثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا: إِذَا كَثُرَ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ، إِمَّا يُكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْإِبْطَالِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ، أَوْ يُكْتَبُ عَلَى أَوَّلِ كُلِّ سَطْرٍ وَآخِرِهِ، وَهُوَ أَوْضَحُ.

هَذَا كُلُّهُ فِي زَائِدٍ غَيْرِ مُكَرَّرٍ (وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمُكَرَّرِ، فَقِيلَ: يَضْرِبُ عَلَى الثَّانِي) مُطْلَقًا دُونَ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ كَتَبَ عَلَى صَوَابٍ، فَالْخَطَأُ أَوَّلَى بِالْإِبْطَالِ، (وَقِيلَ يُبْقَى أَحْسَنُهُمَا صُورَةً وَأَبْيَنُهُمَا) قِرَاءَةً، وَيَضْرِبُ عَلَى الْآخِرِ، هَكَذَا حَكَى ابْنُ خَلَادٍ الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِأَوَائِلِ السُّطُورِ وَآخِرِهَا، وَلِلْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَضَافَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ) هَذَا إِذَا تَسَاوَتْ الْكَلِمَتَانِ فِي الْمَنَازِلِ بِأَنْ كَانَتَا فِي أَثْنَاءِ السَّطْرِ،
أَمَّا (إِنْ كَانَا أَوَّلَ سَطْرٍ ضَرَبَ عَلَى الثَّانِي أَوْ آخِرُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ) يَضْرِبُ صَوْنًا لِأَوَائِلِ
السُّطُورِ وَأَوَاخِرِهَا عَنِ الطَّنْسِ، (أَوْ) الثَّانِيَّةُ (أَوَّلَ)

[তাদরীবুর রাবী]

(এবং বলা হয়েছে যে, এর শুরুতে "লা" (لَا) লিখবে) অথবা অতিরিক্ত হিসেবে, এবং (এর) শেষে "ইলা" (إِلَا) (লিখবে)।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এই ধরনের কাজ উত্তম হয় সেই ক্ষেত্রে যা কোনো এক বর্ণনায় অনুপস্থিত কিন্তু অন্য বর্ণনায় প্রমাণিত। এবং এই উভয় মতানুসারেও: যখন যে অংশের উপর কাটা দাগ দেওয়া হয়েছে, তা বেশি হয়, তখন হয় তার শুরু ও শেষে বাতিলের চিহ্ন দ্বারা যথেষ্ট মনে করা হয়, অথবা প্রতিটি লাইনের শুরু ও শেষে লেখা হয়, আর এটিই অধিক স্পষ্ট।

এই সমস্ত কিছু অতিরিক্ত যা পুনরাবৃত্ত নয়, সে সম্পর্কে। (আর পুনরাবৃত্তের উপর কাটা দাগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে: দ্বিতীয়টির উপর কাটা দাগ দেবে) প্রথমটি ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে; কারণ সে সঠিক অবস্থায় লিখেছিল, সুতরাং ভুলটি বাতিল করার জন্য অধিক উপযুক্ত। (এবং বলা হয়েছে: তাদের মধ্যে যেটির আকৃতি উত্তম ও যা পাঠের দিক থেকে অধিক স্পষ্ট, সেটি রেখে দেবে) এবং অন্যটির উপর কাটা দাগ দেবে। ইবনু খাল্লাদ এভাবে উভয় মত বর্ণনা করেছেন লাইনের শুরু ও শেষ, এবং সংযুক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিবেচনা না করেই।

(এবং কাযী ইয়াদ বলেছেন) এটি তখন, যখন শব্দদ্বয় অবস্থানে সমান হয়, যেমন তারা লাইনের মধ্যভাগে থাকে। তবে (যদি তারা লাইনের শুরুতে থাকে, তবে দ্বিতীয়টির উপর কাটা দাগ দেবে, অথবা শেষে থাকলে প্রথমটির উপর) সে কাটা দাগ দেবে লাইনসমূহের শুরু ও শেষ মুছে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। (অথবা) দ্বিতীয়টি (শুরুতে

الثَّامِنَةُ: غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الرَّمْزِ فِي حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا. وَشَاعَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى، فَيَكْتُبُونَ مِنْ حَدَّثَنَا: الثَّاءُ وَالنُّونَ وَالْأَلِفَ، وَقَدْ تُحَذَفُ الثَّاءُ، وَمِنْ أَخْبَرَنَا: أَنَا، وَلَا يَحْسُنُ زِيَادَةُ الْبَاءِ قَبْلَ النُّونِ وَإِنْ فَعَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَدْ يَزَادُ رَاءٌ بَعْدَ الْأَلِفِ وَدَالٌ أَوَّلَ رَمَزٍ حَدَّثَنَا، وَوُجِدَتِ الدَّالُ فِي خَطِّ الْحَاكِمِ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ، أَوْ أَكْثَرُ كَتَبُوا عِنْدَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ إِسْنَادٍ حَوْلَ وَلَمْ يَعْرِفْ بَيَانُهَا عَنْ تَقَدُّمِ، وَكَتَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَاطِ مَوْضِعَهَا صَحَّ، فَيُشْعِرُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا رَمُزٌ صَحَّ، وَقِيلَ: مِنَ التَّحْوِيلِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَا يُلْفَظُ عِنْدَهَا بِشَيْءٍ، وَقِيلَ: هِيَ رَمُزٌ إِلَى قَوْلِنَا " الْحَدِيثُ " وَإِنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ كُلَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا: الْحَدِيثُ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقُولَ حَا، وَيَسُرَّ.

[تدريب الراوي]

سَطْرٍ، وَ) الْأُولَى (آخِرِ) سَطْرٍ (آخِرَ فَعَلَى آخِرِ السَّطْرِ) ; لِأَنَّ مُرَاعَاةَ أَوَّلِ السَّطْرِ أُولَى. (فَإِنْ تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ، أَوْ الْمُوصُوفُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُ رُوِيَ اتِّصَالُهُمَا) بِأَنْ لَا يَضْرِبَ عَلَى الْمُتَكَرِّرِ بَيْنَهُمَا، بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُضَافِ وَالْمُوصُوفِ، أَوْ الْآخِرِ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالصِّفَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ لِفَهْمِهِ، فَمُرَاعَاةُ أُولَى مِنْ مُرَاعَاةِ تَحْسِينِ الصُّورَةِ فِي الْخَطِّ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا التَّفْصِيلُ مِنَ الْقَاضِي حَسَنٌ. (وَأَمَّا الْحَكُّ وَالْكَشْطُ وَالْبَحْثُ فَكَرِهَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ) كَمَا تَقَدَّمَ.

[الثامنة الاقتصار في الخط على الرمز في حدثنا وأخبرنا]

(الثَّامِنَةُ: غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْإِقْتِصَارُ) فِي الْخَطِّ (عَلَى الرَّمْزِ فِي حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) ، لِتَكَرُّرِهَا (وَشَاعَ) ذَلِكَ وَظَهَرَ (بِحَيْثُ لَا يَخْفَى) وَلَا يَلْتَبَسُ.

فَيَكْتُبُونَ مِنْ حَدَّثَنَا الثَّاءَ وَالنُّونَ وَالْأَلِفَ) وَيَخَذِفُونَ الْحَاءَ وَالْدَّالَ، (وَقَدْ تُحَذَفُ الثَّاءُ) أَيْضًا وَيُقْتَصَرُ عَلَى الضَّيِيرِ.

(و) يَكْتُبُونَ (مِنْ أَخْبَرَنَا أَنَا) أَيِ الْهَمْزَةِ وَالضَّيِيرِ (وَلَا تَحْسُنُ زِيَادَةُ الْبَاءِ قَبْلَ النُّونِ وَإِنْ فَعَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ) وَغَيْرُهُ، لِئَلَّا تَلْتَبَسَ بِرَمُزِ حَدَّثَنَا.

অষ্টম অনুচ্ছেদ: তাদের মধ্যে 'হাদদাসানা' (حدثنا) এবং 'আখবারানা' (أخبرنا) শব্দগুলোর পরিবর্তে প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপক ছিল। এবং এটি এতটাই প্রচলিত ছিল যে, তা গোপন থাকত না। সুতরাং, 'হাদদাসানা' থেকে তারা 'থা' (ث), 'নুন' (ن) এবং 'আলিফ' (ا) লিখত, এবং কখনও কখনও 'থা' (ث) অক্ষরটিও বাদ দেওয়া হত। আর 'আখবারানা' থেকে 'আনা' (أنا) লিখত। নুনের (ن) আগে 'বা' (ب) অক্ষর বৃদ্ধি করা ভালো নয়, যদিও বায়হাকী (رحمه الله) তা করেছেন। এবং কখনও কখনও 'আলিফ' (ا)-এর পর একটি 'রা' (ر) অক্ষর এবং 'হাদদাসানা'-এর প্রতীকের শুরুতে একটি 'দাল' (د) অক্ষর যোগ করা হত। আর 'দাল' অক্ষরটি হাকিম, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী এবং বায়হাকীর (رحمهم الله) হস্তাক্ষরে পাওয়া গেছে। যখন কোনো হাদীসের দুটি বা তার বেশি সনদ থাকত, তখন এক সনদ থেকে অন্য সনদে যাওয়ার সময় তারা 'হা' (ح) অক্ষর লিখত। কিন্তু এর ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী আলেমদের থেকে জানা যায়নি। তবে একদল হাফিয এর স্থানে 'সাহহা' (صح) লিখতেন, যা ইঙ্গিত করে যে এটি 'সাহহা' (صح)-এর প্রতীক। এবং কেউ কেউ বলেছেন: এটি এক সনদ থেকে অন্য সনদে 'স্থানান্তর' (تحويل)-এর প্রতীক। এবং কেউ কেউ বলেছেন: যেহেতু এটি দুটি সনদের মাঝে অবস্থান করে, তাই এটি হাদীসের অংশ নয় এবং এর উচ্চারণ করা হয় না। এবং কেউ কেউ বলেছেন: এটি আমাদের উক্তি "আল-হাদীস" (الحديث)-এর প্রতীক, এবং মাগরিবের (পশ্চিমের) সমস্ত আলেম এর কাছে পৌঁছলে "আল-হাদীস" উচ্চারণ করেন। এবং নির্বাচিত মত হলো যে, 'হা' (ح) বলা হবে এবং অতিক্রম করা হবে।

[تدريب الراوي]

(কোনো শব্দ) একটি সারির (শেষে), এবং (অন্য) একটি সারির (অন্য) শুরুতে [যদি থাকে], তাহলে (চিহ্নিতকরণ) শেষ সারির শেষেই করা উত্তম; কারণ সারির প্রারম্ভের প্রতি যত্নশীল হওয়া অধিকতর শ্রেয়।

(যদি মুদফ (বিশেষ্য) ও মুদফ ইলাইহি (বিশেষ্যের সাথে যুক্ত শব্দ), অথবা মাউসুফ (বিশেষিত শব্দ) ও সিফাত (বিশেষণ) এবং অনুরূপ শব্দযুগল পুনরাবৃত্ত হয়, তাহলে তাদের সংযোগ রক্ষা করা হবে) এভাবে যে, তাদের মধ্যকার পুনরাবৃত্ত অংশের উপর কাটা চিহ্ন দেওয়া হবে না, বরং মুদফ ও মাউসুফের ক্ষেত্রে প্রথমটির উপর, অথবা মুদফ ইলাইহি ও সিফাতের ক্ষেত্রে শেষটির উপর (কাটা চিহ্ন দেওয়া হবে)। কারণ এটি উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য, সুতরাং এর প্রতি যত্ন নেওয়া হাতের লেখার সৌন্দর্য রক্ষার চেয়ে অধিক উত্তম।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ক্বায়ী হাসান-এর থেকে (গৃহীত)।

(আর ঘষা, আঁচড়ানো এবং মুছে ফেলাকে ইলম (জ্ঞানের) ধারকরা অপছন্দ করেছেন) যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[অষ্টম অনুচ্ছেদ: 'হাদদাসানা' ও 'আখবারানা' শব্দে প্রতীক ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা]

(অষ্টম অনুচ্ছেদ: তাদের মধ্যে ব্যাপক ছিল লেখালেখিতে) 'হাদদাসানা' (حدثنا) ও 'আখবারানা' (أخبرنا) শব্দগুলোর পরিবর্তে প্রতীক ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা), এগুলোর পুনরাবৃত্তির কারণে। (এবং এটি এতটাই প্রচলিত ছিল ও প্রকাশ পেয়েছিল যে, তা গোপন থাকত না) এবং অস্পষ্টও থাকত না।

(সুতরাং, 'হাদদাসানা' থেকে তারা 'থা' (ث), 'নুন' (ن) এবং 'আলিফ' (ا) লিখত) এবং 'হা' (ح) ও 'দাল' (د) বাদ দিত। (এবং কখনও কখনও 'থা' (ث) অক্ষরটিও বাদ দেওয়া হত) এবং কেবল সর্বনামে (نون الف)-এর উপর সীমাবদ্ধ রাখা হত।

(এবং তারা (থেকে 'আখবারানা' 'আনা' (أنا) লিখত); অর্থাৎ 'হামযা' (أ) এবং সর্বনাম (نا)।

(এবং 'নুন' (ن)-এর আগে 'বা' (ب) অক্ষর যোগ করা ভালো নয়, যদিও বায়হাকী (رحمه الله) ও অন্যরা তা করেছেন), যাতে 'হাদদাসানা' (حدثنا)-এর প্রতীকের সাথে মিশ্রিত না হয়ে যায়।

(وَقَدْ تَزَادَ رَاءُ بَعْدَ الْأَلِفِ) قَبْلَ النُّونِ أَوْ خَاءُ كَمَا وَجَدَ فِي خَطِّ الْمَغَارِبَةِ (و) قَدْ تَزَادَ (دَالٌ أَوْ لَمْ يَزِدْ حَدَّثَنَا) وَيُحَذَفُ الْحَاءُ فَقَطْ.

(وَوَجَدَتِ الدَّالُ) الْمَذْكُورَةُ (فِي خَطِّ الْحَاكِمِ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَيْمِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ) هَكَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، فَالْمُصَنِّفُ حَاكَ كَلَامَهُ، أَوْ رَأَى ذَلِكَ أَيْضًا، أَوْ وَجَدْتُ فِي كَلَامِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ.

تَنْبِيْهُ:

يُرْمَزُ أَيْضًا حَدَّثَنِي، فَيَكْتُبُ ثَنِي أَوْ دَثْنِي، دُونَ أَخْبَرَنِي وَأَنْبَأَنِي وَأَنْبَأَنِي، وَأَمَّا قَالَ: فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: مِنْهُمْ مَنْ يَرْمِزُ لَهَا بِقَافٍ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُهَا مَعَ أَدَاةِ التَّحْدِيثِ، فَيَكْتُبُ قَتْنَا يُرِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا.

قَالَ: وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ رَأَاهَا هَكَذَا أَنَّهَا الْوَاوُ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ حَاءِ التَّحْوِيلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ يُفَرِّدُهَا فَيَكْتُبُ قَتْنَا وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَتْرُوكٌ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَذْفِهَا خَطًّا وَلَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ بِهَا حَالِ الْقِرَاءَةِ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَرْعِ التَّاسِعِ مِنَ النَّوعِ الْآتِي.

(وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ أَوْ أَكْثَرُ) وَجَمَعُوا بَيْنَهُمَا فِي مَثْنٍ وَاحِدٍ (كَتَبُوا عِنْدَ) الْإِسْتِقَالِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ (ح) مُفْرَدَةً مُهْمَلَةً (وَلَمْ يُعْرِفْ بَيَانُهَا) أَيُّ بَيَانٍ أَمْرُهَا (عَمَّنْ تَقَدَّمَ).

[তাদরিবুর রাবী]

(এবং কখনও আলিপের পর 'রা' অক্ষরটি যোগ করা হয়) নুনের পূর্বে অথবা 'খা' অক্ষরটি, যেমনটি মাগরিবী রচনারীতিতে পাওয়া যায়। (এবং) কখনও (হাদদাসানা-এর প্রতীকের শুরুতে 'দাল' অক্ষরটি) যোগ করা হয় এবং শুধু 'হা' অক্ষরটি বাদ দেওয়া হয়।

(এবং উল্লিখিত 'দাল' অক্ষরটি পাওয়া গেছে) হাকিম, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী এবং বায়হাকীর লেখায়। ইবনুস সালাহ এভাবেই বলেছেন। সুতরাং গ্রন্থকার তাঁর কথা অনুকরণ

করেছেন, অথবা তিনিও একই জিনিস দেখেছেন, অথবা আমি তার বক্তব্যে কর্মবাচ্য রূপে (মাবনিয়ান লিল মাফ'উল) পেয়েছি।

তবیه (দ্রষ্টব্য):

'হাদদাসানী'-কেও প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়, ফলে 'ছানী' অথবা 'দাসানী' লেখা হয়, 'আখবারানী', 'আম্বায়ানা' এবং 'আম্বায়ানী' ব্যতীত। আর 'কালা' (তিনি বললেন) এর ক্ষেত্রে, ইরাকী বলেছেন: তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'কাফ' (ق) দ্বারা এর প্রতীক ব্যবহার করে। তারপর তারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ফলে তাদের কেউ কেউ এটিকে তাঃদীসের (হাদিস বর্ণনার) মাধ্যম সহ একত্রিত করে, যেমন 'কাছানা' (قنا) লেখে, যার দ্বারা 'কালা হাদদাসানা' (তিনি বললেন, তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) বোঝাতে চায়।

তিনি বললেন: এবং যারা এভাবে এটি দেখেছেন, তাদের কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে এটি 'ওয়াও' অক্ষর, যা তাহবিলের (সনদ পরিবর্তনের) 'হা'-এর পর আসে, কিন্তু তা এমন নয়। এবং তাদের কেউ কেউ এটিকে পৃথক করে 'কাছানা' (قنا) লেখে, তবে এই পরিভাষাটি পরিত্যক্ত। ইবনুস সালাহ বলেছেন: রচনারীতিতে এটিকে বাদ দেওয়ার প্রচলন রয়েছে, তবে পড়ার সময় অবশ্যই তা উচ্চারণ করতে হবে। এবং এটি পরবর্তী প্রকারের নবম উপশাখায় আসবে। (এবং যখন একটি হাদিসের দুটি বা তার বেশি সনদ থাকে) এবং তারা সেগুলোকে একটি মাত্র মূল পাঠে একত্রিত করে, (তখন এক সনদ থেকে অন্য সনদে স্থানান্তরের সময় তারা 'হা' (ح) অক্ষরটি লেখে) একক ও অব্যাখ্যাত রূপে। (এবং এর ব্যাখ্যা জানা যায়নি) অর্থাৎ এর নির্দেশনার ব্যাখ্যা (পূর্ববর্তী আলেমদের থেকে)।

(ص: 521) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

التَّاسِعَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ الْبِسْمَلَةِ اسْمَ الشَّيْخِ وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ ثُمَّ يَسُوقُ الْمُسْنُوعَ، وَيَكْتُبُ فَوْقَ الْبِسْمَلَةِ أَسْمَاءَ السَّامِعِينَ، وَتَارِيخَ السَّاعِ، أَوْ يَكْتُبُهُ فِي حَاشِيَةِ أَوَّلِ وَرَقَةٍ أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ حَيْثُ لَا يَخْفَى مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِخَطِّ ثِقَةٍ مَعْرُوفٍ الْخَطِّ، وَلَا بِأَسَ عِنْدَ هَذَا بِأَنْ لَا يُصَحِّحَ الشَّيْخُ عَلَيْهِ، وَلَا بِأَسَ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً كَمَا فَعَلَهُ الثَّقَاتُ، وَعَلَى كَاتِبِ التَّسْبِيحِ التَّحْرِي وَبَيَانِ السَّامِعِ وَالْمُسْنُوعِ بِلَفْظٍ وَجِيزٍ غَيْرِ مُحْتَمِلٍ وَمُجَانِبَةٍ التَّسَاهُلِ فِيمَنْ يُثْبِتُهُ، وَالْحَذَرُ

مِنْ إِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ لِرِغْضٍ فَاسِدٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلَهُ أَنْ يَعْتَدَ فِي حُضُورِهِمْ خَبَرِ ثِقَةٍ حَاضِرٍ، وَمَنْ ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعٌ غَيْرُهُ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَوْ نَسْخَ الْكِتَابِ، وَإِذَا أَعَارَهُ فَلَا يُبْطِئُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ، فَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ مُثَبَّتًا بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ لَزِمَهُ إِعَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَيْمَةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ، مِنْهُمْ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْحَنْفِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاضِيَانِ، وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، فَإِذَا نَسَخَهُ فَلَا يُنْقَلُ سَمَاعُهُ إِلَى نُسخَتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَلَا يُنْقَلُ سَمَاعٌ إِلَى نُسخَةٍ إِلَّا بَعْدَ مُقَابَلَةٍ مَرْضِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يُبَيَّنَ كَوْنُهَا غَيْرَ مُقَابَلَةٍ.

[تدريب الراوي]

وَكُتِبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْخَفَاطِ (كَأَيُّ مُسْلِمٍ الْكَجِّي، وَأَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ) (مَوْضِعَهَا صَحَّ) فَيُشْعِرُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا رَمُزُ صَحَّ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَحَسَنَ إِثْبَاتِ صَحِّ هَذَا؛ لِأَنَّهُ يَتَوَهَّمُ أَنَّ حَدِيثَ هَذَا الْإِسْنَادِ سَقَطَ، وَلِئَلَّا يَزْكَبَ الْإِسْنَادُ الثَّانِي عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلَا إِسْنَادًا وَاحِدًا.

(وَقِيلَ) هِيَ حَاءٌ (مِنَ التَّحْوِيلِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ، وَقِيلَ) هِيَ حَاءٌ مِنْ حَائِلٍ (لِأَنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ إِسْنَادَيْنِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ) كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ (وَلَا يُلْفَظُ عِنْدَهَا بِشَيْءٍ، وَقِيلَ هِيَ رَمُزٌ إِلَى قَوْلِنَا " الْحَدِيثُ "، وَإِنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ كُلَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا الْحَدِيثَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَقُولُ) عِنْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا (حَا، وَيُسْرُ).

[التاسعة ماذا ينبغي في كتابة التسميع]

(التَّاسِعَةُ: يَنْبَغِي) فِي كِتَابَةِ التَّسْمِيْعِ (أَنْ يَكْتُبَ) الطَّالِبُ (بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ اسْمَ الشَّيْخِ) الْمُسَمَّعِ (وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ).

التَّاسِعَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ اسْمَ الشَّيْخِ وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ ثُمَّ يَسُوقَ الْمُسَوِّعَ، وَيَكْتُبُ فَوْقَ الْبَسْمَلَةِ أَسْمَاءَ السَّامِعِينَ، وَتَارِيخَ السَّمَاعِ، أَوْ يَكْتُبُهُ فِي حَاشِيَةِ أَوَّلِ وَرَقَةٍ أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ حَيْثُ لَا يَخْفَى مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِخَطِّ ثِقَةٍ مَعْرُوفِ الْخَطِّ، وَلَا بِأَسَ عِنْدَ هَذَا بِأَنْ لَا يُصَحِّحَ الشَّيْخُ عَلَيْهِ، وَلَا بِأَسَ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً كَمَا فَعَلَهُ الثَّقَاتُ، وَعَلَى كَاتِبِ التَّسْبِيحِ التَّحْرِي وَبَيَانِ السَّامِعِ وَالْمُسَبِّحِ بِالْفِطْرِ وَجِيزٍ غَيْرِ مُحْتَمِلٍ وَمُجَانِبَةٍ التَّسَاهُلِ فِيمَنْ يُثْبِتُهُ، وَالْحَذَرُ مِنْ إِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ لِرِغْضٍ فَاسِدٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي حُضُورِهِمْ خَبَرَ ثِقَةٍ حَاضِرٍ، وَمَنْ ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعٌ غَيْرُهُ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَوْ نَسْخَ الْكِتَابِ، وَإِذَا أَعَارَهُ فَلَا يُبْطِئُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَنَعَهُ، فَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ مُثَبَّتًا بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ لِرِمَمَةِ إِعَارَتِهِ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَيْمَةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ، مِنْهُمْ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْحَنْفِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاضِيَانِ، وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، فَإِذَا نَسَخَهُ فَلَا يَنْقُلُ سَمَاعَهُ إِلَى نُسخَتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَلَا يَنْقُلُ سَمَاعٌ إِلَى نُسخَةٍ إِلَّا بَعْدَ مُقَابَلَةٍ مَرْضِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَهَا غَيْرَ مُقَابَلَةٍ

[তাদরীবুর রাবী]

وَكُتِبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَفَاطِ كَأَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّي، وَأَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِي (مَوْضِعَهَا صَحَّ فَيُشْعَرُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا (رَمَزُ صَحَّ

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَحَسَنُ إِثْبَاتِ صَحِّ هُنَا ; لِئَلَّا يُتَوَهَّمَنَّ أَنَّ حَدِيثَ هَذَا الْإِسْنَادِ سَقَطَ، وَلِئَلَّا يَزَكَبَ

الْإِسْنَادُ الثَّانِي عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلَا إِسْنَادًا وَاحِدًا

(وَقِيلَ) هِيَ حَاءٌ (مِنَ التَّحْوِيلِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ، وَقِيلَ) هِيَ حَاءٌ مِنْ حَائِلٍ (لِأَنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ

إِسْنَادَيْنِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ) كَمَا قِيلَ بِذَلِكَ (وَلَا يُلْفِظُ عِنْدَهَا بِشَيْءٍ، وَقِيلَ هِيَ رَمَزٌ إِلَى قَوْلِنَا "

الْحَدِيثُ"، وَإِنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ كُلَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا الْحَدِيثَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَقُولُ) عِنْدَ الْوُصُولِ

إِلَيْهَا (حَاءٌ، وَيَمُرُّ)

[নবম: শ্রতলিপি লেখায় কী করা উচিত]

(নবম: শ্রতলিপি লেখায়) শিক্ষার্থীর (উচিত) বিসমিল্লাহর পর শায়খ (শ্রবণদানকারী)-এর নাম, তাঁর বংশ ও কুনিয়াত (লেখা)।

[تدريب الراوي]

قَالَ الْخَطِيبُ: وَصُورَةُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو فَلَانٍ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ الْفُلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَلَانٌ (ثُمَّ يَسُوقُ الْمُسُوعَ) عَلَى لَفْظِهِ.

(وَيَكْتُبُ فَوْقَ الْبِسْمَلَةِ أَسْمَاءَ السَّامِعِينَ)، وَأَنْسَابَهُمْ (وَتَارِيخَ) وَقْتِ (السَّمَاعِ أَوْ يَكْتُبُهُ فِي حَاشِيَةِ أَوْ وَرَقَةٍ) مِنَ الْكِتَابِ (أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ) مَوْضِعِ آخَرَ (حَيْثُ لَا يَخْفَى مِنْهُ) وَالْأَوَّلُ أَحْوَظُ.

قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِنْ كَانَ السَّمَاعُ فِي مَجَالِسَ عِدَّةٍ كَتَبَ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّمَاعِ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ عَلَامَةً الْبَلَاغِ.

(وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ) ذَلِكَ (بِخَطِّ ثِقَةٍ مَعْرُوفِ الْخَطِّ، وَلَا بِأَسَ) عَلَيْهِ (عِنْدَ هَذَا، بِأَنْ لَا يُصَحِّحَ الشَّيْخُ عَلَيْهِ) أَيْ لَا يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى كِتَابَةِ الشَّيْخِ خَطَّهُ بِالتَّصْحِيحِ. (وَلَا بِأَسَ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً كَمَا فَعَلَهُ الثَّقَاتُ). قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ قَرَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهَ جُزْءًا عَلَى أَبِي أَحْمَدَ

তাদরীবুর রাবী

আল-খাতিব বলেছেন: এর ধরন হলো: "আমাদের কাছে আবু ফুলান, ফুলান ইবনে ফুলান আল-ফুলানী বর্ণনা করেছেন," তিনি বলেছেন: "আমাদের কাছে ফুলান বর্ণনা করেছেন" (তারপর পাঠিত/শ্রুত অংশটি তার মূল শব্দে বর্ণনা করবে)।

(এবং বিসমিল্লাহর উপরে শ্রোতাদের নাম) ও তাদের বংশপরিচয় (এবং শ্রুতিকার্যের) সময়কালের (তারিখ) লিখবে, (অথবা তা কিতাবের কোনো পাদটীকায় বা পাতায় লিখবে, অথবা কিতাবের শেষে, অথবা) অন্য কোনো স্থানে (যেখান থেকে তা লুঙ্কায়িত থাকবে না)। আর প্রথমোক্ত পদ্ধতিটি অধিক সতর্কতামূলক।

আল-খাতিব বলেছেন: যদি শ্রুতিকার্য একাধিক মজলিসে সম্পন্ন হয়, তবে প্রতিটি মজলিসে শ্রবণের সমাপ্তি হলে 'বালাগ' চিহ্ন লিখবে।

(এবং উচিত হলো) তা (কোনো নির্ভরযোগ্য ও পরিচিত হস্তাক্ষরের ব্যক্তির দ্বারা হোক, এবং এক্ষেত্রে) তার (কোনো ক্ষতি নেই, যদি শায়খ তাতে সত্যায়ন না করেন)। অর্থাৎ, তখন শায়খের হস্তাক্ষরে সত্যায়নের প্রয়োজন হয় না।

(এবং নিজের শ্রুতিকার্য নিজ হাতে লেখায় কোনো ক্ষতি নেই, যদি সে নির্ভরযোগ্য হয়, যেমনটা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ করেছেন)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: আব্দুর রহমান ইবনু মানদাহ আবু আহমদের কাছে একটি অংশ পাঠ করেছেন

(ص: 523) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

الْفَرُضِيُّ وَسَأَلَهُ خَطُّهُ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ، يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ فَإِنَّكَ إِذَا عُرِفْتَ بِهِ لَا يُكَذِّبُكَ أَحَدٌ وَتُصَدِّقُ فِيمَا تَقُولُ وَتَنْقُلُ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَوْ قِيلَ لَكَ مَا هَذَا خَطُّ الْفَرُضِيِّ مَاذَا تَقُولُ لَهُمْ؟

(وَعَلَى كَاتِبِ التَّسْبِيحِ التَّحْرِي) فِي ذَلِكَ وَالْإِحْتِيَاظِ، (وَبَيَانِ السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ وَالْمُسْمُوعِ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُحْتَمِلٍ، وَمُجَانِبَةِ التَّسَاهُلِ فِيمَنْ يُثَبِّتُهُ وَالْحَذَرِ مِنْ إِسْقَاطِ بَعْضِهِمْ) أَيِ السَّامِعِينَ (لِغَرَضٍ فَاسِدٍ)، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّيهِ إِلَى عَدَمِ انْتِفَاعِهِ بِمَا سَمِعَ.

(فَإِنَّ لَمْ يَحْضُرْ) مُثَبِّتُ السَّبَّاحِ مَا سَمِعَ، (فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ) فِي إِثْبَاتِهِ (فِي حُضُورِهِمْ) عَلَى (خَبَرِ ثِقَةٍ حَاضِرٍ) ذَلِكَ.

(وَمَنْ ثَبَّتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعٌ غَيْرُهُ فَقَبِّحْ بِهِ كِتَابَهُ) إِيَّاهُ. (وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ) مِنْهُ.
(أَوْ نَسَخَ الْكِتَابِ) ، فَقَدْ قَالَ وَكَيْفُ: أَوَّلُ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِعَارَةُ الْكُتُبِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: الثَّوْرِيُّ: مَنْ بَخَلَ بِالْعِلْمِ ابْتُلِيَ بِأَحَدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَنْسَاهُ، أَوْ يَمُوتَ وَلَا
يَنْتَفِعَ بِهِ، أَوْ تَذْهَبَ كُتُبُهُ.

[তাদরীবুর রাবী]

ফারযীর থেকে তাঁর হস্তাক্ষর চেয়েছিলো যেন এটা তার জন্য দলীল হয়। তখন তিনি তাকে বললেন, হে আমার বৎস, তোমার জন্য সত্যবাদিতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, তুমি যদি সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত হও, তাহলে কেউ তোমাকে মিথ্যাবাদী বলবে না এবং তুমি যা বলবে ও বর্ণনা করবে, তা বিশ্বাস করা হবে। আর যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তখন যদি তোমাকে বলা হয়, 'এটা ফারযীর হস্তাক্ষর নয়', তাহলে তুমি তাদের কী জবাব দেবে?

(এবং শ্রুত বিষয় লেখার লেখকের জন্য এক্ষেত্রে সতর্ক ও সাবধান হওয়া আবশ্যিক), (এবং শ্রোতা, শিক্ষক ও শ্রুত বিষয়কে এমন স্পষ্ট শব্দে বর্ণনা করা যা অন্য কোনো অর্থ বহন করে না, আর যারা এটিকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের বিষয়ে শিথিলতা পরিহার করা এবং তাদের কাউকে) অর্থাৎ শ্রোতাদের কাউকে (কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বাদ দেওয়া থেকে সতর্ক থাকা)। কারণ, এটি তাকে তার শোনা বিষয় থেকে উপকৃত না হওয়ার দিকে ধাবিত করে।

(যদি শ্রবণের নিশ্চিতকারী নিজে যা শুনেছে তা উপস্থিত না থাকে), (তাহলে তার জন্য) এটিকে নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে (তাদের উপস্থিতিতে) (নির্ভরযোগ্য এমন একজন ব্যক্তির খবরের উপর নির্ভর করা জায়িজ) যে সেখানে উপস্থিত ছিল।

(এবং যার কিতাবে অন্যের শ্রুত বিষয় প্রমাণিত হয়েছে, তার জন্য তা গোপন করা মন্দ), (এবং তার থেকে তার শোনা বিষয় বর্ণনা করতে) (বা কিতাব কপি করতে বাধা দেওয়া)। কেননা, ওয়াকি' বলেছেন: হাদীসের প্রথম বরকত হলো কিতাব ধার দেওয়া।

সুফিয়ান সাওরী বলেছেন: 'যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) প্রদানে কৃপণতা করে, সে তিনটি বিষয়ের কোনো একটিতে আক্রান্ত হয়: হয় সে তা ভুলে যায়, অথবা সে মারা যায় এবং তার দ্বারা কেউ উপকৃত হতে পারে না, অথবা তার কিতাবসমূহ হারিয়ে যায়'।

[তদরীব রাওী]

قُلْتُ: وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مَانِعَ الْعَارِيَةِ بِقَوْلِهِ: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}

[الماعون: 7] (الماعون: 7) ، وَإِعَارَةُ الْكُتُبِ أَهَمُّ مِنَ الْمَاعُونَ.

(وَإِذَا أَعَارَهُ فَلَا يُبْطِئُ عَلَيْهِ) بِكِتَابِهِ إِلَّا بِقَدَرِ حَاجَتِهِ.

قَالَ الرَّهْرِيُّ: إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ، وَهُوَ حَبْسُهَا عَنْ أَصْحَابِهَا، وَقَالَ الْفُضَيْلُ: لَيْسَ مِنْ

فِعَالِ أَهْلِ الْوَرَعِ وَلَا مِنْ فِعَالِ الْحُكَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ سَاعَ رَجُلٍ وَكُتُبَهُ فَيَحْبِسَهُ عَنْهُ،

وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

(فَإِنْ مَنَعَهُ) إِعَارَتُهُ (فَإِنْ كَانَ سَاعُهُ مُثَبَّتًا) فِيهِ (بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ) ، أَوْ بِخَطِّهِ

(لَزِمَهُ) إِعَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَيْمَةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ مِنْهُمْ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ

غِيَاثٍ الْحَنْفِيُّ) مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (وَإِسْمَاعِيلُ) بْنُ إِسْحَاقَ

(الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ) إِمَامُ أَصْحَابِ مَالِكٍ (وَأَبُو عُبَيْدٍ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ

الْقَاضِيَانِ) الْأَوَّلَانِ.

أَمَّا حُكْمُ حَفْصٍ: فَرَوَى الرَّامَهُزْمِيُّ، أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِالْكُوفَةِ سَاعًا

[তাদবীবুর রাবী]

আমি বলি: আল্লাহ তায়াল্লা তাঁর কিতাবে ধারকৃত বস্তু আটককারীকে নিন্দা করেছেন তাঁর এই বাণী দ্বারা: "{এবং তারা মাউন (প্রয়োজনীয় জিনিস) আটকে রাখে}" [আল-মাউন: ৭]। আর কিতাব ধার দেওয়া মাউন থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(এবং যখন সে (গ্রন্থ) ধার দেয়, তখন (ধার গ্রহণকারী) তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় (গ্রন্থটি) নিজের কাছে আটকে রাখবে না)।

যুহরি (রহ.) বলেন: কিতাব আটকে রাখা থেকে সাবধান হও! আর তা হলো কিতাবসমূহকে তার মালিকদের থেকে আটকে রাখা। ফুদাইল (রহ.) বলেন: এটা পরহেজগার লোকদের কাজ নয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কাজ নয় যে, সে কোনো ব্যক্তির শ্রুত জ্ঞান ও তার কিতাবসমূহ নিয়ে তাকে (মালিককে) সেগুলো থেকে বঞ্চিত করবে। আর যে ব্যক্তি এমন করে, সে নিজের প্রতিই জুলুম করে।

(যদি কেউ ধার দেওয়াকে নিষেধ করে,) তবে যদি তাতে (কিতাবে) তার শ্রুত জ্ঞান কিতাবের মালিকের সম্মতিতে অথবা তার স্বহস্তে লিপিবদ্ধ থাকে, তাহলে তাকে তা ধার দেওয়া ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়। তাদের সময়ের মাযহাবসমূহের ইমামগণ এমনই বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কাজি হাফস ইবন গিয়াস আল-হানাফি, যিনি আবু হানিফা (রহ.)-এর শিষ্যদের প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইসমাঈল ইবন ইসহাক আল-কাজি আল-মালিকি, যিনি মালিক (রহ.)-এর শিষ্যদের ইমাম, এবং আবু উবায়দুল্লাহ আয-যুবাইরি আশ-শাফিঈ। আর এই বিষয়ে প্রথম দুজন কাজি রায় দিয়েছেন।

আর হাফস (রহ.)-এর রায় প্রসঙ্গে: রামাহুরমুজি (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, কূফায় এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি শ্রুত জ্ঞানের দাবি করেছিল...

(ص: 525) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

مَنْعَهُ إِيَّاهُ، فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ: أَخْرِجْ إِلَيْنَا كُتُبَكَ فَمَا كَانَ مِنْ سَبَاعِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَطِّ يَدِكَ أَلْزَمْنَاكَ، وَمَا كَانَ بِخَطِّهِ أَعْفَيْنَاكَ مِنْهُ. قَالَ الرَّامَهُ مُزِي: فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الرَّبِيعِيَّ عَنْ هَذَا فَقَالَ: لَا يَجِيءُ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ خَطَّ صَاحِبِ الْكِتَابِ دَالٌّ عَلَى رِضَاهُ بِاسْتِئْجَارِ صَاحِبِهِ مَعَهُ. وَأَمَّا حُكْمُ إِسْمَاعِيلَ، فَرَوَى الْخَطِيبُ أَنَّهُ تَحَوَّكَمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَأَطْرَقَ مِلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِمُدَّعِي عَلَيْهِ: إِنْ كَانَ سَبَاعُهُ فِي كِتَابِكَ بِخَطِّ يَدِكَ فَيَلْزَمُكَ أَنْ تُغَيِّرَهُ.

(وَخَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ) وَهُوَ الْوُجُوبُ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: قَدْ تَعَاَضَدَتْ أَقْوَالُ هَذِهِ الْأُئِمَّةِ فِي ذَلِكَ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى أَنَّ سَمَاعَ غَيْرِهِ إِذَا ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ بِرِضَاهُ فَيُلْزَمُ إِعَارَتُهُ إِيَّاهُ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ لَا يُبَيِّنُ لَهُ وَجْهَهُ، ثُمَّ وَجَّهَتْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةٍ لَهُ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ أَدَاؤُهَا بِمَا حَوَتْهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذَلٌ مَالِهِ كَمَا يُلْزَمُ مُتَحَدِّثُ الشَّهَادَةِ أَدَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذَلٌ نَفْسِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَدَائِهَا.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ، عُنْدِي فِي تَوْجِيهِهِ غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا، مَعَ حُصُولِ عِلَاقَةٍ بَيْنَ الْمُحْتَاجِ وَالْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، تَقْضِي الرِّامَةَ بِإِسْعَافِهِ فِي مَقْصِدِهِ.

قَالَ وَأَصْلُهُ إِعَارَةُ الْجِدَارِ لَوْضَعِ جُذُوعِ الْجَارِ عَلَيْهِ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَالَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوَايِ الشَّافِعِيِّ، فَإِذَا كَانَ يُلْزَمُ الْجَارُ بِالْعَارِيَةِ مَعَ دَوَامِ الْجُذُوعِ فِي الْغَالِبِ، فَلِأَنَّهُ يُلْزَمُ صَاحِبُ الْكِتَابِ مَعَ عَدَمِ دَوَامِ الْعَارِيَةِ أَوَّلَى.

(فَإِذَا نَسَخَهُ فَلَا يُنْقَلُ سَمَاعُهُ إِلَى نُسخَتِهِ)، أَيْ لَا يُثْبِتُهُ عَلَيْهَا (إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَ) كَذَا (لَا يُنْقَلُ سَمَاعُ) مَا (إِلَى نُسخَةٍ، إِلَّا بَعْدَ مُقَابَلَةِ مَرْضِيَّةٍ)؛ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بِتِلْكَ النُّسخَةِ، (إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَهَا غَيْرَ مُقَابَلَةٍ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

[النَّوعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ]

[مذاهب العلماء في الرواية]

النَّوعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ:

(صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ) وَآدَابُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (تَقَدَّمَ جُمْلٌ مِنْهُ فِي النَّوعَيْنِ قَبْلَهُ وَغَيْرِهِمَا) كَالْفَظِ الْأَدَاءِ (وَقَدْ شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ فَافْرَطُوا) أَيْ بِالْغَوَا، (وَتَسَاهَلُوا) فِيهَا (آخَرُونَ فَفَرَطُوا) أَيْ قَصَرُوا.

(فَبَيْنَ الْمُشْدِدِينَ مَنْ قَالَ: لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ) الرَّاوي (مِنْ حِفْظِهِ وَتَذَكُّرِهِ.

[তারিবুর রাবী]

তাকে তা (বই) দিতে নিষেধ করল। তারা দুজন তার (বিচারকের) কাছে বিচার চাইল। তখন তিনি বইয়ের মালিককে বললেন: তোমার কিতাবগুলো আমাদের সামনে আনো। এই লোকটির (শ্রবণলব্ধ) যা কিছু তোমার হাতের লেখায় আছে, সেগুলোর জন্য তোমাকে বাধ্য করব, আর যা তার (নিজের) হাতের লেখায় আছে, তা থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেব।

রামাহুরমুযী বলেছেন: আমি আবু আবদুল্লাহ আয-যুবারীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: এই বিষয়ে এর চেয়ে ভালো কোনো বিধান আসে না; কারণ বইয়ের মালিকের হস্তাক্ষর তার সাথীর সাথে তার শ্রবণে তার সন্তুষ্টির প্রমাণ।

আর ইসমাইলের ফায়সালা হলো, খতীব বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে তার (ইসমাইলের) কাছে বিচার চাওয়া হলে তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, অতঃপর অভিযুক্তকে বললেন: যদি তার (শ্রবণ) তোমার বইয়ে তোমার হস্তাক্ষরে লেখা থাকে, তবে তোমাকে তা পরিবর্তন করতে হবে। (কেউ কেউ এতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তবে সঠিক হলো প্রথমটি) আর তা হলো আবশ্যিকতা।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এ বিষয়ে এই সকল ইমামের উক্তি পরস্পরকে সমর্থন করে। এবং এর সারমর্ম হলো যে, যদি অন্যের (কোনো কিছু) শোনা তার (বইয়ের মালিকের) কিতাবে তার সম্মতিতে প্রমাণিত হয়, তবে তাকে তা ধার দেওয়া আবশ্যিক। তিনি (ইবনুস সালাহ) বলেছেন: তার (আদেশের) কারণ স্পষ্ট ছিল না। অতঃপর আমি এর কারণ এইভাবে দেখিয়েছি যে, তা তার কাছে তার জন্য একটি সাক্ষ্যস্বরূপ। সুতরাং তার উপর আবশ্যিক হলো তার (বইয়ের) অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ (অন্যকে) সরবরাহ করা, যদিও এতে তার অর্থ ব্যয় হয়, যেমন সাক্ষ্য বহনকারীর জন্য তা আদায় করা আবশ্যিক, যদিও এতে তার বিচারসভায় গমন করে তা আদায় করতে নিজের প্রাণ ব্যয় হয়।

বুলকিনী বলেছেন: আমার মতে এর ব্যাখ্যার জন্য এর চেয়ে ভিন্ন একটি কারণ আছে, আর তা হলো, এই ধরনের বিষয় সাধারণ জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত যা প্রয়োজন হয়, সাথে সাথে প্রয়োজনকারী ও যার কাছে প্রয়োজন রয়েছে তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়, যা তাকে তার উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করতে বাধ্য করে।

তিনি বলেছেন: এর মূল ভিত্তি হলো প্রতিবেশীর কাঠের গুঁড়ি রাখার জন্য দেয়াল ধার দেওয়া। আর এটি সহীহাইন গ্রন্থে প্রমাণিত। এবং একদল আলেম এর আবশ্যকতা সম্পর্কে বলেছেন। আর এটি ইমাম শাফিঈর দুটি মতের একটি। সুতরাং, যদি সাধারণত কাঠের গুঁড়ি স্থায়ীভাবে থাকার কারণে প্রতিবেশীকে ধার দিতে বাধ্য করা হয়, তবে বইয়ের মালিককে ধার (অস্থায়ী) না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য করা আরও যুক্তিযুক্ত।

(যখন সে তা অনুলিপি করবে, তখন তার শ্রবণকে তার অনুলিপিতে স্থানান্তরিত করবে না), অর্থাৎ, তাতে তা লিপিবদ্ধ করবে না (তবে সন্তোষজনক মিলানোর (মুকারাবালাহ) পরে। এবং) একইভাবে (কোনো শ্রবণ) কোনো অনুলিপিতে স্থানান্তরিত করা যাবে না, (তবে সন্তোষজনক মিলানোর পরে); যাতে সেই অনুলিপি দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়, (তবে যদি সে স্পষ্ট করে দেয় যে তা মেলানো হয়নি) যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ছাব্বিশতম প্রকার: হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি]

[বর্ণনা বিষয়ে উলামাদের মাযহাবসমূহ]

ছাব্বিশতম প্রকার:

(হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি) এবং এর আদবসমূহ ও এ সম্পর্কিত বিষয়াবলি (এর কিছু অংশ পূর্বের দুটি প্রকার এবং অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে) যেমন বর্ণনার শব্দাবলি। (কিছু লোক বর্ণনায় কঠোরতা অবলম্বন করে চরম বাড়াবাড়ি করেছে) অর্থাৎ, অতিশয়তা দেখিয়েছে, (এবং অন্যরা) এতে (অসতর্কতা দেখিয়ে) শিথিলতা করেছে, অর্থাৎ, ত্রুটি করেছে।

(কঠোরতাকারীদের মধ্যে যারা বলেছেন: বর্ণনাকারী যা) (তার মুখস্থ ও স্মরণ থেকে) বর্ণনা করেছেন, তাতে ব্যতীত কোনো দলিল নেই,

(ص: 526) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

النَّوعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ:

صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ. تَقَدَّمَ جُمْلٌ مِنْهُ فِي النَّوَعَيْنِ قَبْلَهُ وَغَيْرِهِمَا. وَقَدْ شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ فَأَفْرَطُوا، وَتَسَاهَلْ آخَرُونَ فَفَرَّطُوا، فَمِنْ الْمُشَدِّدِينَ مَنْ قَالَ: لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ مِنْ حِفْظِهِ وَتَذَكُّرِهِ. رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ الصِّيدَلَانِيِّ الشَّافِعِيِّ،

وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهَا مِنْ كِتَابِهِ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ، وَأَمَّا الْمُنْتَاسِلُونَ فَتَقَدَّمَ بَيَانُ
جُمْلٍ عَنْهُمْ فِي النَّوعِ الرَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ، وَمِنْهُمْ قَوْمٌ رَوَوْا مِنْ نُسْخٍ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ
بِأُصُولِهِمْ فَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ مَجْرُوحِينَ. قَالَ: وَهَذَا كَثِيرٌ تَعَاطَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَكْبَرِ الْعُلَمَاءِ
وَالصُّلَحَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الرَّابِعَةِ مِنَ النَّوعِ الْبَاضِي أَنَّ النُّسْخَةَ الَّتِي تُقَابَلُ تَجُوزُ
الرِّوَايَةَ مِنْهَا بِشُرُوطٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُخَالِفُ فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا لَمْ
تُوجَدْ الشُّرُوطُ، وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ التَّوَسُّطُ، فَإِذَا قَامَ فِي التَّحْمُلِ وَالْمُقَابَلَةِ
بِمَا تَقَدَّمَ جَازَتْ الرِّوَايَةُ مِنْهُ وَإِنْ غَابَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، لَا سِيَّيَا
إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ غَالِبًا.

[تدريب الراوي]

النُّوعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ:

হাদিস বর্ণনার পদ্ধতি। এর কিছু অংশ এর পূর্ববর্তী দুটি প্রকার ও অন্যান্য স্থানে আলোচিত হয়েছে। কিছু লোক বর্ণনা (রিওয়াযাত)-এর ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করেছেন এবং বাড়াবাড়ি করেছেন, আবার অন্যরা শিথিলতা প্রদর্শন করে ত্রুটি করেছেন। কঠোরতাকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: তিনি যা তাঁর মুখস্থ ও স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না, এটি মালেক, আবু হানিফা এবং শাফিঈ মায়হাবের আবু বকর আস-সাইদালানি থেকে বর্ণিত। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার কিতাব থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন, তবে যদি কিতাবটি তার হাত থেকে বেরিয়ে যায় (অর্থাৎ তার দখলে না থাকে), সেক্ষেত্রে নয়। আর শিথিলতাকারীদের সম্পর্কে কিছু বিবরণ চব্বিশতম প্রকারে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন অনুলিপি থেকে বর্ণনা করেছেন যা তাদের মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়নি। ফলে আল-হাকিম তাদেরকে ‘মাজরুহ’ (ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী) হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি (আল-হাকিম) বলেন: এটি এমন একটি বিষয় যা অনেক বড় বড় আলেম ও সৎ ব্যক্তিরও করেছেন। পূর্ববর্তী প্রকারের চতুর্থ অংশের শেষে পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, যে অনুলিপিটি মিলিয়ে দেখা হয়েছে, শর্তসাপেক্ষে তা থেকে বর্ণনা করা জায়েজ। সুতরাং, সম্ভবত আল-হাকিম এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, অথবা সম্ভবত তিনি

(ত্রুটিযুক্ত বলেছেন) যখন শর্তগুলো পূরণ হয়নি। সঠিক মত হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, যা মধ্যপন্থা। সুতরাং, যদি সে (বর্ণনাকারী) পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে হাদিস গ্রহণ ও মিলিয়ে দেখার কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, তবে তা থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে, এমনকি যদি (মূল কিতাব) অনুপস্থিতও থাকে, যখন পরিবর্তনের হাত থেকে এর সুরক্ষার বিষয়টি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে, বিশেষত যদি সে এমন ব্যক্তি হয় যার উপর সাধারণত পরিবর্তন গোপন থাকে না।

-

[তাওদ্রিবুর রাবী]

.....

(ص: 527) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

رَوَى ذَلِكَ (عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ) الْمُرُوزِيِّ (الشَّافِعِيِّ)، فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَشْهَبَ قَالَ سَأَلَ مَالِكٌ، أَيُّوْخَذُ الْعِلْمُ مِمَّنْ لَا يَحْفَظُ حَدِيثَهُ وَهُوَ ثِقَّةٌ؟ فَقَالَ: لَا، قِيلَ: فَإِنْ أَتَى بِكُتُبٍ فَقَالَ سَبَعْتُهَا وَهُوَ ثِقَّةٌ، فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ عَنْهُ، أَخَافُ أَنْ يَزَادَ فِي حَدِيثِهِ بِاللَّيْلِ، يَعْنِي وَهُوَ لَا يَدْرِي. وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَبَعْتُ أَشْهَبَ يَقُولُ: سَأَلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ الْغَيْرِ فَهَمَّ يُخْرِجُ كِتَابَهُ فَيَقُولُ: هَذَا سَبَعْتُهُ، قَالَ: لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَمَّنْ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ، أَوْ يَعْرِفُ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً، كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ لَا يُؤْخَذُ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِيثِ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

وَلَفْظُ مَالِكٍ: لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مَا يُحَدِّثُونَ، وَهَذَا مَذْهَبٌ شَدِيدٌ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ، فَكُلُّ الرُّوَاةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّنْ يُوصَفُ بِالْحَفِظِ لَا يَبْلُغُونَ النِّصْفَ. (وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهَا مِنْ كِتَابِهِ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ) بِالْإِعَارَةِ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ مِنْهُ لِحَوَازِ تَغْيِيرِهِ وَهَذَا أَيْضًا تَشْدِيدٌ. (وَأَمَّا الْمُتَسَاهِلُونَ فَتَقَدَّمَ بَيَانُ جُلِّ عَنْهُمْ فِي النَّوعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ) فِي وُجُوهِ التَّحْمِيلِ

[তাদরীবুর রাবী]

এটা) মালিক, আবু হানীফা, আবু বকর আস-সাইদালানী আল-মারওয়াযী আশ-শাফেয়ী থেকে (বর্ণিত হয়েছে। আল-হাকিম ইবন আব্দুল হাকামের সূত্রে আশহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মালিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: যে ব্যক্তি তার হাদীস মুখস্থ রাখতে পারে না কিন্তু বিশ্বস্ত, তার থেকে কি ইলম গ্রহণ করা যাবে? তিনি বললেন: না। বলা হলো: যদি সে কিছু কিতাব নিয়ে আসে এবং বলে যে সে সেগুলো শুনেছে, অথচ সে বিশ্বস্ত, তবুও কি তার থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে? তিনি বললেন: তার থেকে গ্রহণ করা যাবে না। আমি আশঙ্কা করি যে রাতে তার হাদীসে কিছু যোগ করা হতে পারে, অর্থাৎ যখন সে জানে না।

ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: আমি আশহাবকে বলতে শুনেছি: মালিককে এমন একজন নির্বোধ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার কিতাব বের করে বলে: "আমি এটা শুনেছি।" তিনি বললেন: তোমরা কেবল এমন ব্যক্তির থেকে গ্রহণ করবে যে তার হাদীস মুখস্থ রাখে অথবা তা বোঝে।

এবং বায়হাকী মালিক থেকে এবং আবুয-যিনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আমি মদিনাতে একশ জন লোক পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত ছিল, কিন্তু তাদের থেকে হাদীসের কিছুই গ্রহণ করা হয়নি। বলা হতো: 'সে (হাদীসের) যোগ্য নয়।'

এবং মালিকের বক্তব্য হলো: 'তারা যা বর্ণনা করতো, তা বুঝতো না।' এটা একটি কঠোর মত, এবং এর বিপরীত আমল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে, যাদেরকে মুখস্থশক্তিসম্পন্ন বলা হয়, তাদের সংখ্যা সম্ভবত অর্ধেকেরও কম।

(তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা তার কিতাব থেকে (বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন), তবে যদি কিতাবটি তার হাত থেকে চলে যায়) যেমন ধার দেওয়া, হারিয়ে যাওয়া বা অন্য কোনো কারণে, তাহলে সে সময় তার থেকে গ্রহণ করা জায়েজ হবে না, কারণ এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। এবং এটাও একটি কঠোরতা।

(আর যারা শিথিলতাবাদী, তাদের সম্পর্কে কিছু বিষয় চব্বিশতম অধ্যায়ে) হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ-এ (উল্লেখ করা হয়েছে)।

(ص: 528) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

(وَمِنْهُمْ قَوْمٌ رَوَوْا مِنْ نُسْخٍ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ بِأُصُولِهِمْ، فَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ مَجْرُوحِينَ، قَالَ: وَهَذَا كَثِيرٌ تَعَاطَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَكْبَرِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ). وَمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ التَّسَاهُلُ ابْنُ لَهِيعةٍ، كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ بِالْكِتَابِ فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ فَيُحَدِّثُهُ بِهِ مُقَلِّدًا لَهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الرَّابِعَةِ مِنَ النَّوعِ الْمَاضِي أَنَّ النُّسْخَةَ الَّتِي لَمْ تُقَابَلْ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا بِشُرُوطٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُخَالِفُ فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ) بِمَا ذَكَرَهُ (إِذَا لَمْ تُوْجَدْ الشُّرُوطُ).

وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ التَّوَسُّطُ (بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، فَخَيْرُ الْأُمُورِ الْوَسْطُ، وَمَا عَدَاهُ شَطَطٌ، (فَإِذَا قَامَ) الرَّاوي (فِي التَّحْمِلِ وَالْمُقَابَلَةِ) لِكِتَابِهِ (بِمَا تَقَدَّمَ) مِنَ الشُّرُوطِ (جَازَتْ الرِّوَايَةُ مِنْهُ) أَيُّ مِنَ الْكِتَابِ (وَإِنْ غَابَ) عَنْهُ (إِذَا كَانَ الْغَالِبُ) عَلَى الظَّنِّ مِنْ أَمْرِهِ (سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ) وَالتَّبْدِيلِ (لَا سِيَّيَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ غَالِبًا) ; لِأَنَّ الْإِعْتِمَادَ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

(তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যারা তাদের মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে না দেখা অনুলিপি থেকে বর্ণনা করেছে, ফলে হাকিম তাদেরকে দুর্বল বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: এই কাজটি অনেক বড় বড় আলেম ও সালেহীনদের একটি দলও করেছে)।
যাদের প্রতি শিথিলতার অভিযোগ রয়েছে তাদের মধ্যে ইবনু লাহী'আহ অন্যতম। কোনো ব্যক্তি তার কাছে কিতাব নিয়ে আসত এবং বলত: এটি আপনার হাদিস থেকে, তখন তিনি তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে তা বর্ণনা করতেন।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ইবনুস সালাহ-এর কথার অতিরিক্ত হিসেবে বলেছেন: (পূর্ববর্তী অধ্যায়ের চতুর্থ প্রকারের শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে যে, যে অনুলিপি মূল কিতাবের সাথে যাচাই করা হয়নি, তা থেকে শর্তসাপেক্ষে বর্ণনা করা জায়েজ। সুতরাং সম্ভবত হাকিম এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, অথবা সম্ভবত তিনি উদ্দেশ্য করেছেন) তিনি যা উল্লেখ করেছেন (তা হলো যখন শর্তগুলো বিদ্যমান থাকে না)।

সঠিক মত সেটাই যা জমহুর (অধিকাংশ আলেম) সমর্থন করেন এবং তা হলো মধ্যমপন্থা (অবলম্বন) বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝামাঝি, কারণ সকল কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হলো মধ্যমপন্থা, এবং এর ব্যতিক্রম হলো সীমালঙ্ঘন, (সুতরাং যদি পালন করে) বর্ণনাকারী তার কিতাবের (হাদিস গ্রহণ ও যাচাই করার ক্ষেত্রে) (পূর্বোল্লিখিত) শর্তাবলী, (তাহলে তার থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে) অর্থাৎ কিতাব থেকে (যদিও) তার কাছ থেকে (অনুপস্থিত থাকে), (যদি তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয়) যে (পরিবর্তন) ও বিচ্যুতি থেকে (মুক্ত রয়েছে), (বিশেষত যদি সে এমন ব্যক্তি হয় যার কাছে পরিবর্তন সাধারণত গোপন থাকে না); কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার উপরই নির্ভর করা হয়।

الأَوَّلُ: الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ فَاسْتَعَانَ بِثِقَةٍ فِي ضَبْطِهِ، وَحَفِظَ كِتَابَهُ وَاحْتَاظَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ صَحَّتْ رَوَايَتُهُ، وَهُوَ أَوَّلَى بِالْمَنْعِ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْبَصِيرِ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَالْبَصِيرُ الْأُمِّيُّ كَالضَّرِيرِ.

الثَّانِي: إِذَا أَرَادَ الرَّوَايَةَ مِنْ نُسخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ، وَلَكِنْ سَمِعَتْ عَلَى شَيْخِهِ أَوْ فِيهَا سَمَاعُ شَيْخِهِ أَوْ كُتِبَتْ عَنْ شَيْخِهِ وَسَكَنتَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا لَمْ يَجْزِ الرَّوَايَةَ مِنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمُحَدِّثِينَ، وَرَخَّصَ فِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ.

قَالَ الْخَطِيبُ: وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ هِيَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الشَّيْخِ جَازَ لَهُ أَنْ يَرَوِيَهَا إِذَا سَكَنتَ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا وَسَلَامَتِهَا.

هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ لِمَرَوِيَّاتِهِ، أَوْ لِهَذَا الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَتْ جَازَ لَهُ الرَّوَايَةُ مِنْهَا، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، وَإِنْ كَانَ فِي النُّسخَةِ سَمَاعُ شَيْخِ شَيْخِهِ وَمَسْمُوعُهُ عَلَى شَيْخِ شَيْخِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ وَمِثْلُهَا مِنْ شَيْخِهِ.

[تدريب الراوي]

[فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِرَوَايَةِ الْحَدِيثِ] [الأَوَّلُ رَوَايَةُ الضَّرِيرِ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ]
(فُرُوعٌ) أَرْبَعَةٌ عَشَرَ:

(الأَوَّلُ: الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ فَاسْتَعَانَ بِثِقَةٍ فِي ضَبْطِهِ) أَيُّ: ضَبَطَ سَمَاعِهِ (وَحَفِظَ كِتَابَهُ) عَنِ التَّغْيِيرِ (وَاحْتَاظَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ صَحَّتْ رَوَايَتُهُ وَهُوَ أَوَّلَى بِالْمَنْعِ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْبَصِيرِ.

(قَالَ الْخَطِيبُ: وَالْبَصِيرُ الْأُمِّيُّ) فِيمَا ذَكَرَ (كَالضَّرِيرِ) ، وَقَدْ مَنَعَ مِنْ رَوَايَتِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

[الثاني الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به]
 (الثاني: إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به) كما هو الأولى
 في ذلك، (لكن سمعت على شيخه) الذي سماع هو عليه في نسخة خلافها، (أو فيها
 سماع شيخه) على الشيخ الأعلى (أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها، لم تجز له
 الرواية منها عند عامة المحدثين) وقطع به ابن الصبّاغ، لأنه قد يكون فيها رواية
 ليست في نسخة سماعه (ورخص فيه أيوب السخيتاني ومحمد بن بكر البُرْسانِي).

ফুরা' (উপশাখা):

প্রথম: অন্ধ ব্যক্তি যদি তার শ্রুত বিষয় স্মরণ রাখতে না পারে, অতঃপর সে তা সুসংবদ্ধ করার জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করে, এবং তার কিতাবকে (পরিবর্তন থেকে) সুরক্ষিত রাখে, এবং তার উপর ক্রিআত (পাঠ) করার সময় এমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে যে, পরিবর্তন থেকে তার নির্ভুলতা সম্পর্কে তার প্রবল ধারণা হয়, তবে তার রিওয়ায়াত (বর্ণনা) সহীহ হবে। এবং সে (অন্ধ ব্যক্তি) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুরূপ (অবস্থায়) নিষেধাজ্ঞার অধিক উপযুক্ত। আল-খতীব বলেছেন: "এবং নিরক্ষর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্ধের ন্যায়।"

দ্বিতীয়: যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি অনুলিপি থেকে রিওয়ায়াত (বর্ণনা) করতে চায় যাতে তার নিজ শ্রুতি (سمعة) লিপিবদ্ধ নেই এবং সেটি তার শ্রুতি দিয়ে মিলিয়ে দেখা হয়নি, কিন্তু সেটি তার শাইখের কাছে পঠিত হয়েছে, অথবা তাতে তার শাইখের শ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে, অথবা সেটি তার শাইখ থেকে লিখিত হয়েছে এবং তার মন সেটির প্রতি আশ্বস্ত হয়েছে, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে, তা থেকে রিওয়ায়াত করা জায়েয হবে না। আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী ও মুহাম্মাদ ইবনু বাকর আল-বুরসানী এতে (এর অনুমতিতে) ছাড় দিয়েছেন। আল-খতীব বলেছেন: "পর্যবেক্ষণ যা আবশ্যক করে তা হলো, যখনই সে জানতে পারে যে এই হাদীসগুলোই সে শাইখের কাছ থেকে শুনেছে, তখন তার জন্য সেগুলো বর্ণনা করা জায়েয হবে, যদি তার মন সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার প্রতি আশ্বস্ত হয়।"

এটি (প্রযোজ্য) যদি তার শাইখের থেকে তার বর্ণিত বিষয়বস্তুগুলোর জন্য, অথবা এই কিতাবের জন্য কোনো সাধারণ ইজায়ত (বর্ণনার অনুমতি) না থাকে। যদি তা (ইজায়ত) থাকে, তবে তার জন্য তা থেকে বর্ণনা করা জায়েয হবে, এবং সে "হাদাসানা" ও "আখবারানা" বলতে পারবে। আর যদি অনুলিপিতে তার শাইখের শাইখের শ্রুতি এবং তার শাইখের

শাইখের উপর পঠিত (শ্রুত) বিষয় থাকে, তাহলে তার শাইখের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ইজাযত থাকা প্রয়োজন এবং তার শাইখের পক্ষ থেকেও অনুরূপ (ইজাযত)।

-

[তারিবুর রাবী]

[হাদীস বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত উপশাখা] [প্রথম: অন্ধ ব্যক্তির বর্ণনা যখন সে যা শুনেছে তা স্মরণ রাখতে পারেনি]

(উপশাখা) চৌদ্দটি:

(প্রথম: অন্ধ ব্যক্তি যদি তার শ্রুত বিষয় স্মরণ রাখতে না পারে অতঃপর সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করে তা সুসংবদ্ধ করার জন্য) অর্থাৎ, তার শ্রুতির সুসংবদ্ধতা। (এবং তার কিতাবকে) পরিবর্তন থেকে (সংরক্ষিত রাখে), (এবং তার উপর ফিরাআত (পাঠ) করার সময় এমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে যে, পরিবর্তন থেকে তার নির্ভুলতা সম্পর্কে তার প্রবল ধারণা হয়, তবে তার রিওয়ায়াত সহীহ হবে। এবং সে (অন্ধ ব্যক্তি) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুরূপ (অবস্থায়) নিষেধাজ্ঞার অধিক উপযুক্ত।)

(আল-খতীব বলেছেন: "এবং নিরক্ষর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে (অন্ধের ন্যায়।)" এবং তাদের উভয়ের (অন্ধ ও উম্মী) বর্ণনা থেকে একাধিক আলেম নিষেধ করেছেন।

[দ্বিতীয়: এমন অনুলিপি থেকে বর্ণনা যাতে তার শ্রুতি নেই এবং যা তার শ্রুতির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়নি]

(দ্বিতীয়: যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি অনুলিপি থেকে রিওয়ায়াত (বর্ণনা) করতে চায় যাতে তার নিজ শ্রুতি (সংস্কৃতি) লিপিবদ্ধ নেই এবং সেটি তার শ্রুতি দিয়ে মিলিয়ে দেখা হয়নি) যেমনটি এই ক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম, (কিন্তু সেটি তার শাইখের উপর পঠিত হয়েছে) যার কাছ থেকে সে নিজে ভিন্ন একটি অনুলিপি থেকে শুনেছে, (অথবা তাতে তার শাইখের শ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে) উর্ধ্বতন শাইখের উপর (পঠিত হয়েছে), (অথবা সেটি তার শাইখ থেকে লিখিত হয়েছে এবং তার মন সেটির প্রতি আশ্বস্ত হয়েছে, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে, তা থেকে রিওয়ায়াত করা জায়েয হবে না।) এবং ইবনুস সাক্বায এ বিষয়ে চূড়ান্ত মত দিয়েছেন, কারণ তাতে এমন বর্ণনা থাকতে পারে যা তার শ্রুতির অনুলিপিতে নেই। (এবং আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী ও মুহাম্মাদ ইবনু বাকর আল-বুরসানী এতে (এর অনুমতিতে) ছাড় দিয়েছেন।)

.....

[تدريب الراوي]

(قَالَ الْخَطِيبُ: وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ) التَّفْصِيلُ وَهُوَ (أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ هِيَ الَّتِي سَبَعَهَا مِنَ الشَّيْخِ جَازَ) لَهُ (أَنْ يَرْوِيَهَا) عَنْهُ (إِذَا سَكَنتَ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا وَسَلَامَتِهَا) وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ عَنْ شَيْخِهِ لِمَرْوِيَّاتِهِ، أَوْ لِهَذَا الْكِتَابِ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا) مُطْلَقًا، إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةٍ تِلْكَ الرِّيَادَاتِ بِإِلَاجَازَةٍ، (وَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلِإِجَازَةِ، وَالْأَمْرُ قَرِيبٌ بِتَسَامُحٍ مِثْلِهِ.

(وَإِنْ كَانَ فِي النُّسخَةِ سَبَاعُ شَيْخٍ شَيْخِهِ، أَوْ مَسْئُوعُهُ عَلَى شَيْخٍ شَيْخِهِ، فَيَحْتَاجُ أَنْ تَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ، وَ) يَكُونُ لِشَيْخِهِ إِجَازَةٌ، وَ (مِثْلُهَا مِنْ شَيْخِهِ).

[তাদরিবুর রাবী]

(আল-খাতীব বলেছেন: এবং যা পর্যালোচনা দাবি করে) তা হলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা, এবং তা হলো (যখন সে জানতে পারবে যে এই হাদীসগুলোই সে শাইখের নিকট থেকে শুনেছে, তখন তার জন্য) সেগুলো (তার) পক্ষ থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে (যদি তার মন সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়), অন্যথায় নয়।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: (এটি তখন, যখন তার শাইখের পক্ষ থেকে তার বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য, অথবা এই কিতাবের জন্য কোনো সাধারণ ইজাযাহ না থাকে। তবে যদি (ইজাযাহ) থাকে, তাহলে তার জন্য তা থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে) নির্বিচারে; কারণ এতে ঐ অতিরিক্ত বিষয়গুলো ইজাযাহ-এর মাধ্যমে বর্ণনা করা ছাড়া আর কিছু নেই। (আর তার জন্য

‘হাদ্দাছানা’ এবং ‘আখবারানা’ বলা জায়েজ হবে) ইজাযাহ উল্লেখ না করেই। এবং এমন বিষয়ে শিথিলতা অনুমোদিত হওয়ায় ব্যাপারটি সহজ।

(আর যদি পান্ডুলিপিতে তার শাইখের শাইখের শ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকে, অথবা তার শাইখের শাইখের নিকট তার (পান্ডুলিপির) পঠিত হওয়ার উল্লেখ থাকে, তাহলে তার (ছাত্রের) শাইখের নিকট থেকে একটি সাধারণ ইজাযাহ থাকা প্রয়োজন হবে, এবং) তার শাইখেরও একটি ইজাযাহ থাকতে হবে, এবং (তার শাইখের শাইখের কাছ থেকেও অনুরূপ (ইজাযাহ)।

(ص: 531) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثُ: إِذَا وَجَدَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ حِفْظِهِ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْهُ رَجَعَ، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ فَمِ الشَّيْخِ اعْتَمَدَ حِفْظُهُ إِنْ لَمْ يَشْكْ، وَحَسَنَ أَنْ يَجْمَعَ فَيَقُولَ: حَفِظِي كَذَا وَفِي كِتَابِي كَذَا، وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ قَالَ: حَفِظِي كَذَا وَقَالَ فِيهِ غَيْرِي أَوْ فَلَانٌ كَذَا، وَإِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا يَذْكُرُهُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، لَا يَجُوزُ رِوَايَتُهُ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، جَوَازُهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثْبُقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، فَإِنْ شَكَّ لَمْ يَجْزُ.

[تدريب الراوي]

[الثَّالِثُ إِذَا وَجَدَ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ مَا فِي حِفْظِهِ]

(الثَّالِثُ: إِذَا وَجَدَ) الْحَافِظُ الْحَدِيثَ (فِي كِتَابِهِ خِلَافَ) مَا فِي (حِفْظِهِ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْهُ رَجَعَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ فَمِ الشَّيْخِ اعْتَمَدَ حِفْظُهُ إِنْ لَمْ يَشْكْ، وَحَسَنَ أَنْ يَجْمَعَ) بَيْنَهُمَا فِي رِوَايَةٍ (فَيَقُولَ: حَفِظِي كَذَا وَفِي كِتَابِي كَذَا) هَكَذَا فَعَلَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ. (وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ) مِنَ الْحُقَاقِ فِيهَا يَحْفَظُ (قَالَ: حَفِظِي كَذَا وَقَالَ فِيهِ غَيْرِي، أَوْ فَلَانٌ كَذَا) فَعَلَ ذَلِكَ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ.

(وَإِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا يَذْكُرُهُ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ) لَهُ
(رَوَايَتُهُ) حَتَّى يَتَذَكَّرَ.

(وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) بَنِ الْحَسَنِ (جَوَازُهَا وَهُوَ
الصَّحِيحُ) لِعَمَلِ الْعُلَمَاءِ بِهِ سَلَفًا وَخَلْفًا، وَبَابُ الرِّوَايَةِ عَلَى التَّوْسِيعَةِ.
(وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثْبُقُ بِهِ وَالْكِتَابُ مَصُونٌ) ،

তৃতীয়ত: যদি সে তার কিতাবে তার স্মৃতির বিপরীত কিছু পায়, তাহলে যদি সে কিতাব থেকেই মুখস্থ করে থাকে, তবে কিতাবের উপর প্রত্যাবর্তন করবে। আর যদি শায়খের মুখ থেকে মুখস্থ করে থাকে, তবে তার স্মৃতির উপর নির্ভর করবে, যদি না তার কোনো সন্দেহ হয়। উত্তম হলো উভয়টি একত্রিত করে বলা: আমার স্মৃতিতে এমন এবং আমার কিতাবে এমন। আর যদি অন্য কেউ তার বিপরীত বলে, তবে সে বলবে: আমার স্মৃতিতে এমন, এবং আমার ব্যতীত অন্য কেউ অথবা অমুক এতে এমন বলেছেন। আর যদি সে তার কিতাবে তার শ্রুত বিষয়টি পায় কিন্তু তা স্মরণ করতে না পারে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ মাযহাবের কিছু আলেমের মতে, তার জন্য তা বর্ণনা করা জায়েজ নয়। তবে ইমাম শাফেঈ, তার অধিকাংশ অনুসারী, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদের মাযহাব হলো, তা জায়েজ। আর এটিই সহীহ মত। এর শর্ত হলো, শ্রুত বিষয়টি তার নিজের হাতে লেখা হতে হবে অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে লেখা হতে হবে, এবং কিতাবটি সুরক্ষিত হতে হবে যা পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকার প্রবল ধারণা দেয়, এবং তাতে তার মন আশ্বস্ত হয়। যদি সন্দেহ হয়, তবে জায়েজ নয়।

[তারিবুর রাবী]

[তৃতীয়ত: যখন হাফেজ তার কিতাবে হাদিসকে তার স্মৃতির বিপরীত পায়]

(তৃতীয়ত: যখন) হাফেজ হাদিসকে (তার কিতাবে) তার স্মৃতির (বিপরীত) পায়, (তখন যদি সে কিতাব থেকেই মুখস্থ করে থাকে, তবে) সে সেটির (উপর প্রত্যাবর্তন করবে)। আর যদি সে শায়খের মুখ থেকে মুখস্থ করে থাকে, তবে তার স্মৃতির উপর নির্ভর করবে, যদি না তার কোনো সন্দেহ হয়। (উত্তম হলো) বর্ণনার সময় (উভয়টিকে একত্রিত করা) এবং (বলা): আমার স্মৃতিতে এমন এবং আমার কিতাবে এমন। শু'বা ও অন্যান্যরা এভাবেই করেছেন।

(আর যদি অন্য কেউ) হাফেজদের মধ্যে থেকে যা সে মুখস্থ করেছে তাতে (তার বিপরীত বলে, তবে সে বলবে): আমার স্মৃতিতে এমন এবং আমার ব্যতীত অন্য কেউ অথবা অমুক এতে এমন বলেছেন। সাওরী ও অন্যান্যরা এভাবেই করেছেন।

(আর যদি সে তার কিতাবে তার শ্রুত বিষয়টি পায় কিন্তু তা স্মরণ করতে না পারে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ মাযহাবের কিছু আলেমের মতে, তার জন্য) তা (বর্ণনা করা জায়েজ নয়) যতক্ষণ না সে তা স্মরণ করে।

(আর ইমাম শাফেঈ, তার অধিকাংশ অনুসারী, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ) ইবনুল হাসান (এর মাযহাব হলো তা জায়েজ, আর এটিই সহীহ) মত, কারণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ এর উপর আমল করেছেন এবং বর্ণনার (রিওয়াযাতের) ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে।

(আর এর শর্ত হলো, শ্রুত বিষয়টি তার নিজের হাতে লেখা হতে হবে অথবা এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে লেখা হতে হবে যার প্রতি সে আস্থা রাখে, এবং কিতাবটি সুরক্ষিত হতে হবে),

(ص: 532) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الرَّابِعُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا، خَبِيرًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِيَهَا لَمْ تَجُزْ لَهُ
الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى بِلَا خِلَافٍ، بَلْ يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِي سَمِعَهُ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، لَا تَجُوزُ إِلَّا بِالْفُظْهِ، وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِي
غَيْرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُجَوِّزْ فِيهِ، وَقَالَ جُهْلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ
مِنَ الطَّوَائِفِ: يَجُوزُ بِالْمَعْنَى فِي جَمِيعِهِ إِذَا قُطِعَ بِأَدَاءِ الْمَعْنَى.

وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَصَنَّفَاتِ، وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ مُصَنَّفٍ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ. وَيَنْبَغِي لِلرَّائِي
بِالْمَعْنَى أَنْ يَقُولَ عَقِيبَهُ: أَوْ كَمَا قَالَ أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ شَبَّهَهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ.
وَإِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى الْقَارِئِ لَفْظَةٌ فَحَسَنَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا عَلَى الشَّكِّ أَوْ كَمَا قَالَ
لِتَضُمَّنِي إِجَازَةً وَإِذْنًا فِي صَوَابِهَا إِذَا بَانَ.

[تدريب الراوي]

بِحَيْثُ (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ) وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَادِيثَهُ حَدِيثًا حَدِيثًا، (فَإِنْ شَكَّ) فِيهِ (لَمْ يَجُزْ) لَهُ الْإِعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْكِتَابُ بِخَطِّ ثِقَةٍ بِلَا خِلَافٍ.

وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِيهِمَا عَنِ الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ: "مَحْفُوظٌ عِنْدَهُ"، فَأَشْعَرَ بِعَدَمِ الْإِكْتِفَاءِ بِظَنِّ سَلَامَتِهِ مِنَ التَّغْيِيرِ.

وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي التَّصْحِيحِ، فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا الْعَمَلُ بِمَا يُوجَدُ مِنَ السَّمَاعِ وَالْإِجَازَةِ مُكْتَوِيًّا فِي الطَّبَاقِ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرِ السَّمَاعَ وَلَا الْإِجَازَةَ وَلَمْ تَكُنِ الطَّبَقَةُ مَحْفُوظَةً عِنْدَهُ. انْتَهَى.

وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا هُنَا، وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَ: وَيُرْوَى بِخَطِّ الْمَحْفُوظِ وَلَمْ تَكُنِ الطَّبَقَةُ مَحْفُوظَةً عِنْدَهُ.

[الرَّابِعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الرَّاوي عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَذْلُولَاتِهَا]

(الرَّابِعُ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الرَّاوي عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ) وَمَذْلُولَاتِهَا (وَمَقَاصِدِهَا خَبِيرًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِيَهَا) بَصِيرًا بِمَقَادِيرِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا، (لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ) لِمَا سَمِعَهُ (بِالْمَعْنَى

চতুর্থত: যদি সে শব্দাবলি ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানী না হয়, এবং যা সেগুলোর অর্থ পরিবর্তন করে দেয় সে বিষয়ে অভিজ্ঞ না হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার জন্য অর্থানুসারে রেওয়ায়াত করা জায়েজ নয়। বরং সে যা শুনেছে সেই শব্দকেই নির্ধারণ করা আবশ্যিক। আর যদি সে এ বিষয়ে জ্ঞানী হয়, তাহলে হাদিস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের একদল ইমাম বলেছেন যে, কেবল তার শব্দেই (রেওয়ায়াত করা) জায়েজ। তাদের কেউ কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে অনুমতি দেননি। আর সালাফ ও খালাফ উভয় প্রজন্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ (বিভিন্ন দলের) বলেছেন যে, যদি অর্থের সঠিক আদায় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে সর্বক্ষেত্রে অর্থানুসারে (রেওয়ায়াত করা) জায়েজ।

এটি লিখিত গ্রন্থাবলিতে (মুসান্নাফাত) নয়। কোনো লিখিত গ্রন্থকে তার অর্থের সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও পরিবর্তন করা জায়েজ নয়। অর্থানুসারে রেওয়ায়াতকারী ব্যক্তির উচিত যে, এর পরে বলবে: "অথবা যেমন তিনি বলেছেন", "অথবা এর মতো", "অথবা এর অনুরূপ", অথবা এ ধরনের অন্য কোনো শব্দ।

আর যখন পাঠকের কাছে কোনো শব্দ সন্দেহজনক মনে হয়, তখন পাঠ করার পর সন্দেহের সাথে "অথবা যেমন তিনি বলেছেন" বলা উত্তম; কারণ এটি, যখন সঠিকটি প্রকাশ পাবে, তখন এর নির্ভুলতার জন্য অনুমতি ও স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করে।

[তাদরীবুর রাবী]

এমনভাবে যেন (বইটি) পরিবর্তনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয়, এবং তার (বর্ণনাকারীর) মন এতে প্রশান্তি লাভ করে। এমনকি যদি সে প্রতিটি হাদিস পৃথক পৃথকভাবে স্মরণ না-ও রাখে। যদি সে (বইটি সম্পর্কে) সন্দেহ করে, তাহলে তার জন্য এর উপর নির্ভর করা জায়েজ নয়। একইভাবে, যদি বইটি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হস্তাক্ষরে না হয়, তবে তা সর্বসম্মতভাবে (নির্ভরযোগ্য নয়)।

আর 'আর-রাওদা' ও 'আল-মিনহাজ' গ্রন্থে, তাদের মূলনীতি অনুসারে, শর্তটিকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: "তার কাছে সংরক্ষিত," যা পরিবর্তনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার নিছক ধারণার উপর নির্ভর না করার ইঙ্গিত দেয়।

আর আল-বুলকিনী 'আত-তাহসীহ' গ্রন্থে এর সমালোচনা করেছেন; কারণ প্রাচীন ও আধুনিক আলেমদের কাছে নির্ভরযোগ্য হল, যে সমস্ত টীকা বা লিখিত পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয়, সেগুলোর শ্রুতি ও ইজাযত প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে আমল করা, এমনকি যদি সে শ্রুতি বা ইজাযত স্মরণ না করে এবং টীকা বা পাণ্ডুলিপি তার কাছে সংরক্ষিত না-ও থাকে। (উদ্ধৃতি শেষ)।

আর এটিই এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এবং 'সাহিবুল হাওয়া আস-সাগীর'ও এই মতের উপর চলেছেন। তিনি বলেছেন: "সংরক্ষিত হস্তাক্ষর দ্বারা রেওয়ায়াত করা যায়, যদিও পাণ্ডুলিপি তার কাছে সংরক্ষিত না থাকে।"

[চতুর্থত: যখন বর্ণনাকারী শব্দাবলি ও তার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞানী না হয়]

(চতুর্থত: যখন বর্ণনাকারী শব্দাবলি) ও সেগুলোর অর্থ (এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানী না হয়, এবং সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয় যা সেগুলোর অর্থ পরিবর্তন করে দেয়) অর্থাৎ, উভয়টির মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা সম্পর্কে অবগত না হয়, (তখন তার জন্য সে যা শুনেছে তা অর্থানুসারে রেওয়ায়াত করা জায়েজ নয়)।

(ص: 533) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

بِلا خِلَافٍ، بَلْ يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِي سَبَعَهُ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ وَالْأُصُولِ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِلَفْظِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَثَعْلَبٌ وَأَبُو بَكْرِ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. (وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُجَوِّزْ فِيهِ، وَقَالَ جُهْوَرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الطَّوَائِفِ) مِنْهُمْ الْأَيْمَةُ الْأَرْبَعَةُ: (يَجُوزُ بِالْمَعْنَى فِي جَمِيعِهِ إِذَا قُطِعَ بِإِدَاءِ الْمَعْنَى)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُمُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ بِاللَّفَاطِ مُخْتَلِفَةً. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَةَ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ [يَعْقُوبَ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَكْبَمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ،

[তাদরিবুর রাবী]

বিনা মতানৈক্যে, বরং সে যে শব্দ শুনেছে, তাই নির্ধারিত হয়, যদি সে সে সম্পর্কে জ্ঞানী হয়। তখন হাদীস, ফিকহ ও উসূলের একদল পন্ডিত বলেছেন: তাঁর শব্দ ব্যতীত (হাদীস বর্ণনা) জায়েজ নয়। ইবনে সীরীন, ছা'লাব এবং হানাফী মাযহাবের আবু বকর আর-রাযী এই মত গ্রহণ করেছেন, আর ইবনে উমার থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে।

(কেউ কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে (অর্থানুবাদ) জায়েজ বলেছেন, কিন্তু তাঁর হাদীসের ক্ষেত্রে জায়েজ বলেননি। এবং বিভিন্ন তরীকার সালাফ ও খালাফের জুমহুর (অধিকাংশ) বলেছেন—তাঁদের মধ্যে চার ইমামও রয়েছেন—সকল ক্ষেত্রে অর্থানুবাদ জায়েজ, যদি অর্থের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়; কারণ সাহাবা ও সালাফের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়, এবং তাদের একই ঘটনা বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা এর প্রমাণ। এবং এ মাসআলায় একটি মারফু' হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা ইবনে মানদাহ তাঁর "মা'রিফাতুস সাহাবা" গ্রন্থে এবং তাবারানী তাঁর "আল-কাবীর" গ্রন্থে হাদীস সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

[ইয়াকুব ইবনে] আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনে উকাইমাহ আল-লাইছী

[তাঁর পিতা থেকে,

(ص: 534) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

عَنْ جَدِّهِ] ، قَالَ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُؤَدِّيَهُ كَمَا أَسْعُ مِنْكَ، أَزِيدُ حَرْفًا أَوْ أَنْقُصُ حَرْفًا، فَقَالَ: إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلَمْ تُحَرِّمُوا حَلَالًا وَأَصَبْتُمْ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ» ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: لَوْلَا هَذَا مَا حَدَّثْنَا. وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثٍ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ، عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ» ، قَالَ: وَإِذَا كَانَ اللَّهُ بِرَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ أَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ عَلَيْنَا مِنْهُ بِأَنَّ الْكِتَابَ قَدْ نَزَلَ لِتَحِلَّ لَهُمْ قِرَاءَتُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمْ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي اخْتِلَافِهِمْ

إِحَالَةً مَعْنَى، كَانَ مَا سِوَى كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَوَّلَى أَنْ يَجُوزَ فِيهِ اخْتِلَافُ اللَّفْظِ، مَا لَمْ يُخْلَلْ مَعْنَاهُ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو الْأَزْهَرِ، عَلَى وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا الْأَسْقَعِ حَدِّثْنَا بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ وَهْمٌ وَلَا مَزِيدٌ وَلَا نِسْيَانٌ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ، وَمَا نَحْنُ لَهُ بِحَافِظِينَ جِدًّا، إِنَّا لَنَزِيدُ الْوَاوَ وَالْأَلِفَ وَنُنْقِصُ، قَالَ:

[তা'দরীবুর রাবী]

তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত], তিনি বলেন: «আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে হাদীস শুনি কিন্তু আমি যেমনি শুনি, তেমনিভাবে তা বর্ণনা করতে পারি না; আমি একটি অক্ষর বাড়িয়ে দেই অথবা একটি অক্ষর কমিয়ে দেই। তখন তিনি বললেন: 'যদি তোমরা হারামকে হালাল না করো এবং হালালকে হারাম না করো, আর অর্থ সঠিক রাখো, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।'» আল-হাসান (রহ.)-কে যখন এ কথা বলা হলো, তখন তিনি বললেন: যদি এটা না থাকতো, তাহলে আমরা হাদীস বর্ণনা করতাম না।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন: «কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে, সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজ হয়, তা পাঠ করো।» তিনি বলেন: যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে তাঁর কিতাব সাতটি হরফে নাযিল করেছেন, তখন আমরা এ থেকে জানতে পারি যে, তাঁদের জন্য এর তেলাওয়াত বৈধ করার জন্যই কিতাব নাযিল হয়েছে, যদিও তাঁদের উচ্চারণ ভিন্ন হয়, যতক্ষণ না তাদের ভিন্নতার কারণে অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটে। তাহলে আল্লাহ তায়ালায় কিতাব ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে শব্দের ভিন্নতা বৈধ হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত, যতক্ষণ না তা অর্থের ক্ষতি করে।

বায়হাকী (রহ.) মাকহুল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি এবং আবু আল-আযহার, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: 'হে আবুল আসকা'! আমাদেরকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, যাতে কোনো ভুল নেই, কোনো বৃদ্ধি নেই এবং কোনো বিস্মৃতিও নেই।' তখন তিনি বললেন: 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ কুরআন থেকে কিছু পড়েছো?' আমরা

বললাম: 'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এর (কুরআনের) কঠোর সংরক্ষক নই। আমরা ওয়াও এবং আলিফ বাড়িয়ে দেই অথবা কমিয়ে দেই।' তিনি বললেন:

(ص: 535) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَهَذَا الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ لَا تَأْلُونَهُ حِفْظًا، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ تُزِيدُونَ وَتُنْقِصُونَ، فَكَيْفَ بِأَحَادِيثِ سِبْعِنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَسَى أَنْ لَا نَكُونَ سِبْعِنَاهَا مِنْهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، حَسْبُكُمْ إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى. وَأُسْنَدَ أَيْضًا فِي " الْمَدْخَلِ " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّا قَوْمٌ عَرَبٌ نُرَدُّ الْأَحَادِيثَ فَنُقَدِّمُ وَنُؤَخِّرُ.

وَأُسْنَدَ أَيْضًا عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدَانُ عَلَى الْحَسَنِ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، الرَّجُلُ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيُزِيدُ فِيهِ أَوْ يُنْقِصُ مِنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا الْكَذِبُ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ.

وَأُسْنَدَ أَيْضًا عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ، الْأَصْلُ وَاحِدٌ وَالْكَلَامُ مُخْتَلِفٌ.

وَأُسْنَدَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعَانِي، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَرَجَاءُ بْنُ حَيَوَةَ يُعِيدُونَ الْحَدِيثَ عَلَى حُرُوفِهِ.

وَأُسْنَدَ عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: سَأَلْنَا الزُّهْرِيَّ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ:

এই কুরআন তোমাদের সামনে লিখিত আছে, তোমরা এর সংরক্ষণে কোনো কসুর করো না। আর তোমরা দাবি করো যে তোমরা এতে বাড়াও বা কমাও। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত হাদীসসমূহের কী অবস্থা? হয়তো আমরা সেগুলো তাঁর থেকে মাত্র একবারই শুনেছি। তোমাদের জন্য যথেষ্ট যখন আমরা তোমাদেরকে অর্থানুযায়ী হাদীস বর্ণনা করি।

"আল-মাদখাল" গ্রন্থে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: হুযাইফা বলেছেন: আমরা এমন এক আরব জাতি যারা হাদীস পুনরাবৃত্তি করি, তাই আমরা (শব্দ) আগে-পরে করি।

শুআইব ইবনুল হাবহাব থেকেও আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমি ও আবদান হাসানের কাছে প্রবেশ করে বললাম: হে আবু সাঈদ! কোনো ব্যক্তি যখন হাদীস বর্ণনা করে, তখন সে তাতে বাড়ায় বা কমায় (তখন তার কী হবে)? তিনি বললেন: মিথ্যা শুধু তার উপর বর্তাবে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করে।

জারীর ইবনে হাযিম থেকেও আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমি হাসানকে এমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যার মূল বিষয়বস্তু এক, কিন্তু ভাষা ভিন্ন ভিন্ন।

ইবনে আওন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: হাসান, ইব্রাহিম ও শা'বী হাদীসকে অর্থানুযায়ী বর্ণনা করতেন। আর কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে সীরিন ও রাজা ইবনে হাইওয়াহ হাদীসকে তার আক্ষরিক শব্দ অনুযায়ী পুনরাবৃত্তি করতেন।

আবু উওয়াইস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমরা যুহরীকে হাদীসে আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন:

(ص: 536) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

إِنَّ هَذَا يَجُوزُ فِي الْقُرْآنِ، فَكَيْفَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ؟ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَى الْحَدِيثِ فَلَمْ تُحِلَّ بِهِ حَرَامًا وَلَمْ تُحَرِّمْ بِهِ حَلَالًا فَلَا بَأْسَ.

وَأُسْنِدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَلَى مَا سَمِعَ، وَأُسْنِدَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَعْنَى وَاسِعًا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَمِنْ أَقْوَى حُجَجِهِمُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهَا لِلْعَرَفِ بِهِ، فَإِذَا جَازَ الْإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى، فَجَوَّازُهُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أُولَى. وَقِيلَ: إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، قَالَ: لِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَاهُ لِكُلِّ أَحَدٍ لَمَّا كُنَّا عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْأَخْذِ بِالْحَدِيثِ، وَالصَّحَابَةُ اجْتَمَعَ فِيهِمْ أُمُرَانِ: الْفَصَاحَةُ وَالْبَلَاغَةُ جِبِلَّةً، وَمُشَاهَدَةُ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ، فَأَفَادَتْهُمْ الْمُشَاهَدَةُ عَقْلَ الْمَعْنَى جُبِلَةً وَاسْتِيفَاءَ الْمَقْصُودِ كُلِّهِ. وَقِيلَ: يُنْنَعُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَتَحَفَّظُ مِنَ الْبَاءِ وَالْيَاءِ وَالثَّاءِ، فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

[তারবীদ আল-রাবী]

নিশ্চয় এটি কুরআনের ক্ষেত্রে জায়িয়, তাহলে হাদীসের ক্ষেত্রে কেমন হবে? যদি তুমি হাদীসের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারো এবং এর দ্বারা কোনো হারামকে হালাল না করো বা কোনো হালালকে হারাম না করো, তাহলে কোনো আপত্তি নেই।

সুফিয়ান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমার ইবনে দীনার অর্থ অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করতেন। আর ইব্রাহিম ইবনে মাইসারা যা শুনেছিলেন, তা ব্যতীত অন্যভাবে বর্ণনা করতেন না। এবং ওয়াকী' থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: যদি অর্থের প্রশস্ততা না থাকত, তবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত।

শাইখুল ইসলাম বলেন: তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তিগুলোর মধ্যে একটি হলো অনারবদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় শরীয়ত ব্যাখ্যা করার বৈধতার উপর ইজমা (ঐকমত্য), যদি ব্যাখ্যাদাতা সে ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। অতএব, যখন অন্য ভাষায় প্রতিস্থাপন জায়িয়, তখন আরবি ভাষাতেই তা জায়িয় হওয়া আরও অগ্রগণ্য।

এবং বলা হয়েছে: এটি কেবল সাহাবীদের জন্য জায়য, অন্য কারো জন্য নয়। এবং ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন'-এ এই মতকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন: কারণ যদি আমরা এটি সকলের জন্য জায়য করি, তাহলে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারব না। আর সাহাবীদের মধ্যে দুটি বিষয় একত্রিত হয়েছিল: সহজাত বাগ্মিতা ও অলংকারিতা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ সরাসরি দেখা। সুতরাং, এই প্রত্যক্ষ দর্শন তাঁদেরকে অর্থের সামগ্রিক উপলব্ধি এবং উদ্দেশ্যের পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করেছে।

এবং বলা হয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ক্ষেত্রে এটি নিষিদ্ধ, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে জায়য। ইবনুল সালাহ এটি বর্ণনা করেছেন এবং বাইহাকী তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে মালিক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর (মালিক) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ক্ষেত্রে 'বা', 'ইয়া' এবং 'সা' অক্ষরগুলো (এর পরিবর্তন) থেকে সতর্ক থাকতেন।

(ص: 537) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

وَرَوَى عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا. وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ: «رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» فَإِذَا رَوَاهُ بِالْمَعْنَى فَقَدْ أَرَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ مَعْرِفَةً مَا فِيهِ.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ نَسِيَّ اللَّفْظِ جَازٍ، لِأَنَّهُ تَحَمَّلَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى، وَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ أَحَدِهِمَا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ الْآخَرِ، لَا سِيَّيَا أَنَّ تَرْكَهُ قَدْ يَكُونُ كِتَابًا لِلْأَحْكَامِ، فَإِنْ لَمْ يَنْسَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُورَدَ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِي كَلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَصَاحَةِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ، وَقِيلَ عَكْسُهُ، وَهُوَ الْجَوَازُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ لِيَتِمَّكَنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ دُونَ مَنْ نَسِيَهُ، وَقَالَ الْخَطِيبُ: يَجُوزُ بِإِزَاءِ مُرَادٍ.

قِيلَ: إِنْ كَانَ مُوجِبُهُ عِلْمًا جَازَ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى مَعْنَاهُ، وَلَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلًا لَمْ يَجُزْ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: يَنْبَغِي سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ، كَمَا وَقَعَ لِلرُّوَاةِ كَثِيرًا قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَعَلَى الْجَوَازِ، الْأَوَّلَى إِيرَادُ الْحَدِيثِ بِلَفْظِهِ دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَلَا شَكَّ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّا تَعَبَّدَ بِلَفْظِهِ. قَدْ صَرَّحَ بِهِ هَذَا الرَّزَّكَانِيُّ، وَإِلَيْهِ يُرْشَدُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ الْآتِي فِي إِبْدَالِ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسِهِ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

এবং খলীল ইবন আহমাদ থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনিও এটি বলেছেন।

এবং এর পক্ষে তিনি তাঁর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন: «অনেক প্রচারক এমনও হয় যারা শ্রোতার চেয়েও বেশি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন»। অতএব, যদি সে অর্থানুসারে বর্ণনা করে, তাহলে সে এর অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিল।

মাওয়াদী বলেছেন: যদি সে শব্দ ভুলে যায়, তাহলে জায়েজ। কারণ সে শব্দ ও অর্থ উভয়ই গ্রহণ করেছে এবং উভয়ের মধ্যে একটি আদায় করতে অক্ষম হয়েছে, অতএব, তাকে অন্যটি আদায় করা আবশ্যিক। বিশেষত, এটি বর্জন করা বিধান গোপন করার শামিল হতে পারে। আর যদি সে তা না ভুলে থাকে, তাহলে অন্যভাবে তা উপস্থাপন করা জায়েজ হবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় এমন বাচনভঙ্গি (ফাসাহাত) রয়েছে যা অন্য কারো কথায় নেই। এর বিপরীত মতও বলা হয়েছে, আর তা হলো, যে শব্দ স্মরণে রাখে তার জন্য অনুমতি আছে, যাতে সে তাতে পরিবর্তন করতে পারে, যে ভুলে গেছে তার জন্য নয়। এবং খতীব বলেছেন: সমার্থক শব্দ দ্বারা জায়েজ।

বলা হয়েছে: যদি এর উদ্দেশ্য জ্ঞান হয়, তাহলে জায়েজ, কারণ এর অর্থই মূল বিবেচ্য বিষয় এবং শব্দের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যিক নয়। আর যদি তা আমল হয়, তাহলে জায়েজ নয়।

কাজী ইয়ায বলেছেন: অর্থানুসারে বর্ণনা করার দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, যাতে এমন ব্যক্তি অনধিকার চর্চা করতে না পারে যে নিজেকে পারদর্শী মনে করে অথচ সে পারদর্শী নয়, যেমনটি অনেক বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক যুগে ঘটেছে। আর জায়েজ হওয়ার

ক্ষেত্রেও, হাদীসকে তার শব্দ সহকারে বর্ণনা করা উত্তম, তাতে কোনো পরিবর্তন না করে। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শর্ত হলো এমন কিছু না হওয়া যার শব্দ দ্বারা ইবাদত করা হয়। যার্কাসী এখানে এটি স্পষ্ট করেছেন, এবং রাসূলকে নবী দ্বারা এবং এর বিপরীত শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করার বিষয়ে ইরাকির পরবর্তী কথা এর দিকেই ইঙ্গিত করে। আর আমার মতে, শর্ত হলো এটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ বাক্য (জাওয়ামি'উল কালিম)-এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়া।

(ص: 538) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَهَذَا) الْخِلَافُ إِنَّمَا يَجْرِي (فِي غَيْرِ الْمُصَنَّفَاتِ، وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ (مُصَنَّفٍ) وَإِبْدَالُهُ بِلَفْظٍ آخَرَ (وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ) قَطْعًا لِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى رَخَّصَ فِيهَا مَنْ رَخَّصَ، لِمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي ضَبْطِ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْحَرَجِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ؛ وَلِأَنَّهُ إِنْ مَلَكَ تَغْيِيرَ اللَّفْظِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيرَ تَصْنِيفٍ غَيْرِهِ. (وَيَنْبَغِي لِلرَّاهِي بِالْمَعْنَى أَنْ يَقُولَ عَقِيبَهُ: أَوْ كَمَا قَالَ، أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ شَبْهَهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ) وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَعَانِي الْكَلَامِ خَوْفًا مِنَ الزَّلَلِ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى مِنَ الْخَطَرِ. رَوَى ابْنُ مَاجَهَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْرُورَقْتُ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ شَبِيبُهُ بِهِ.

وَفِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ وَالْكَفَايَةِ لِلْخَطِيبِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْ نَحْوَهُ أَوْ شَبِيبُهُ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهَ وَأَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَعَ، قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

(এবং এই) মতপার্থক্য কেবল (অমৌলিক রচনাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), এবং কোনো (মৌলিক রচনার) কোনো কিছু পরিবর্তন করা বা অন্য শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা জায়েজ নয়, (যদিও তা নিশ্চিতভাবে অর্থানুসারে সমার্থক হয়); কারণ যারা অর্থানুসারে বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন, তারা শব্দাবলী হুবহু সংরক্ষণে তাদের যে অসুবিধা ছিল তার কারণে অনুমতি দিয়েছিলেন। আর এই অসুবিধা গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে নেই। তাছাড়া, যদি কেউ শব্দ পরিবর্তন করার অধিকার রাখেও, তবে সে অন্যের প্রণীত গ্রন্থ পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না।

(এবং অর্থানুসারে বর্ণনাকারীর জন্য উচিত যে তিনি এর পরে বলবেন: 'অথবা তিনি যেমন বলেছেন', 'অথবা এর কাছাকাছি', 'অথবা এর অনুরূপ', 'অথবা এ ধরনের অন্য কোনো শব্দ।') সাহাবীদের একটি দল এমনটি করতেন, অথচ তাঁরা ছিলেন কথার অর্থ সম্পর্কে মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। ভুলের আশঙ্কায় তাঁরা এমন করতেন, কারণ অর্থানুসারে বর্ণনায় নিহিত বিপদ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল।

ইবনু মাজাহ, আহমদ ও হাকিম ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর গলার শিরা ফুলে ওঠে, অতঃপর তিনি বললেন: 'অথবা এর মত', 'অথবা এর কাছাকাছি', 'অথবা এর সদৃশ'।

এবং মুসনাদ আদ-দারিমী ও আল-খতীব আল-বাগদাদীর আল-কিফায়াহ গ্রন্থে আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন: 'অথবা এর কাছাকাছি', 'অথবা এর অনুরূপ'।

এবং ইবনু মাজাহ ও আহমদ আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা শেষ করতেন, তখন বলতেন: 'অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন।

الخامس: اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقاً بناءً على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقاً. والصحيح التفصيل، وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاماً أم لا. هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاماً فخاف إن رواه ثانياً ناقصاً أن يتهم بزيادة أولاً أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً فلا يجوز له التقصان ثانياً ولا ابتداءً إن تعين عليه، وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب. قال الشيخ: ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه.

[تدريب الراوي]

(وإذا اشتبهت على القارئ لفظةً فحسن أن يقول بعد قراءتها على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة) من الشيخ، (وإذناً في) رواية (صوابها) عنه (إذا بان). قال ابن الصلاح: ثم لا يشترط أفراد ذلك في الإجازة كما تقدم قريباً.

[الخامس اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض]

(الخامس: اختلف العلماء في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض) وهو المسمى باختصار الحديث (فمنعه بعضهم مطلقاً بناءً على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا) وإن رواه هو مرة أخرى أو غيره على التمام جاز (وجوزه بعضهم مطلقاً).

قِيلَ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَحْذُوفُ مُتَعَلِّقًا بِالنَّاتِي بِهٖ، تَعَلُّقًا يُخْلُ
بِالْمَعْنَى حَذْفُهُ، كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالْغَايَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَقَدْ حَكَى
الصَّغْفِيُّ الْهِنْدِيُّ الْإِتِّفَاقَ عَلَى الْمَنْعِ حِينَئِذٍ.

(وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ) وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ (وَجَوَازُهُ مِنَ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا
تَرَكَهُ) مُتَبَيِّرًا عَمَّا نَقَلَهُ (غَيْرِ مُتَعَلِّقٍ بِمَا رَوَاهُ، بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ
الدَّلَالَةُ) فِيمَا نَقَلَهُ (بِتَرْكِهٖ، وَ) عَلَى هَذَا يَجُوزُ ذَلِكَ (سَوَاءٌ جَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْنَى، أَمْ

পঞ্চম: একটি হাদিসের কিছু অংশ বর্ণনা করা এবং কিছু অংশ না করা বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কিছু আলেম এটিকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন, এর কারণ হল অর্থগত বর্ণনা (রিওয়াযাহ বিল-মানা) নিষিদ্ধ হওয়া। আবার কিছু আলেম অর্থগত বর্ণনার অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও এটিকে নিষিদ্ধ করেছেন, যদি বর্ণনাকারী নিজে বা অন্য কেউ এর আগে হাদিসটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা না করে থাকেন। আর কিছু আলেম এটিকে সম্পূর্ণরূপে জায়েয বলেছেন। এবং বিশুদ্ধ অভিমত হল বিশদ ব্যাখ্যা, এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এটি জায়েয, যদি তিনি যে অংশটি বাদ দিয়েছেন তা তার বর্ণিত অংশের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয় যে, তা বাদ দিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ হয়ে যায় বা তার অর্থ ও নির্দেশিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অর্থগত বর্ণনা জায়েয হোক বা না হোক, পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হোক বা না হোক, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে শর্ত হলো, তার অবস্থান যেন সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি হাদিসটি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং যদি দ্বিতীয়বার অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেন, তাহলে প্রথমে অতিরিক্ত কিছু যোগ করার বা দ্বিতীয়ত অমনোযোগিতা ও দুর্বল স্মৃতির কারণে ভুলে যাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ভয় থাকে, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয়বার অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা জায়েয নয় এবং প্রথমবারেও (যদি তার উপর তা আবশ্যিক হয়) অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা জায়েয নয়। আর মুসান্নিফদের অধ্যায়সমূহে হাদিসের অংশবিশেষ উল্লেখ করা জায়েযের কাছাকাছি।

শায়খ বলেন: এটি মাকরুহ হওয়া থেকে খালি নয় এবং আমার মনে হয় না যে এই বিষয়ে ঐকমত্য হবে।

-

[তাদরিবুর রাবী]

(যখন পাঠকের কাছে কোনো শব্দ সন্দেহযুক্ত মনে হয়, তখন তা সন্দেহের সাথে পড়ার পর বা ‘যেমন তিনি (শায়খ) বলেছেন’ বলা ভালো। কারণ এতে শায়খের পক্ষ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি) এবং (তার থেকে) সঠিক রূপ (বর্ণনা করার) অনুমতি (অন্তর্ভুক্ত থাকে, যখন তা স্পষ্ট হয়)।

ইবনুস সালাহ বলেন: অতঃপর ইজাজাতের ক্ষেত্রে এটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা শর্ত নয়, যেমনটি ইতোপূর্বে বলা হয়েছে।

[পঞ্চম: একটি হাদিসের কিছু অংশ বর্ণনা করা এবং কিছু অংশ না করা বিষয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন]

(পঞ্চম: আলেমগণ একটি হাদিসের কিছু অংশ বর্ণনা করা এবং কিছু অংশ না করা বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন) যাকে হাদিস সংক্ষিপ্তকরণ বলা হয়। (কিছু আলেম এটিকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন, এর কারণ হল অর্থগত বর্ণনা (রিওয়ায়াহ বিল-মানা) নিষিদ্ধ হওয়া। আবার কিছু আলেম অর্থগত বর্ণনার অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও এটিকে নিষিদ্ধ করেছেন, যদি বর্ণনাকারী নিজে বা অন্য কেউ এর আগে হাদিসটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা না করে থাকেন) এবং যদি তিনি নিজে অন্য একবার অথবা অন্য কেউ তা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে জায়েয। (আর কিছু আলেম এটিকে সম্পূর্ণরূপে জায়েয বলেছেন)।

বলা হয়েছে: এটি শর্তসাপেক্ষ হওয়া উচিত যে, বাদ দেওয়া অংশটি আনিত অংশের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত না হয় যে, তা বাদ দিলে অর্থের ক্ষতি হয়, যেমন ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা), শর্ত (শার্ত), সীমা (গায়া) এবং অনুরূপ বিষয়। এবং ব্যাপারটি এমনই। সাফি আল-হিন্দি সে ক্ষেত্রে নিষেধের উপর ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

(এবং বিশুদ্ধ অভিমত হল বিশদ ব্যাখ্যা) এবং এটি হলো অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ এবং (একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এটি জায়েয, যদি তিনি যে অংশটি বাদ দিয়েছেন) যা তিনি বর্ণনা করেছেন তা থেকে স্বতন্ত্র (তা তার বর্ণিত অংশের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয় যে, তা বাদ দিলে) তার বর্ণিত অংশে (বর্ণনা অসম্পূর্ণ হয়ে যায় বা তার অর্থ ও নির্দেশিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়)। এবং এর ভিত্তিতে এটি জায়েয (অর্থগত বর্ণনা আমরা জায়েয বলি বা না বলি, অথবা

[تدريب الراوي]

(لَا) سَوَاءٌ (رَوَاهُ قَبْلُ تَامًّا أَمْ لَا) ; لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ.
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: عَلَّمَنَا سُفْيَانُ اخْتِصَارَ
الْحَدِيثِ.

(هَذَا إِنْ ارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ) مَرَّةً (تَامًّا فَخَافَ إِنْ رَوَاهُ ثَانِيًا
نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ بِزِيَادَةٍ) فِيهَا رَوَاهُ (أَوَّلًا أَوْ نِسْيَانٍ لِغَفْلَةٍ وَقَلَّةِ ضَبْطٍ) فِيهَا رَوَاهُ (ثَانِيًا
فَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ ثَانِيًا وَلَا ابْتِدَاءً إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ) أَدَاءُ تَمَامِهِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بِذَلِكَ
بِقَائِهِ عَنِ الْإِحْتِجَاجِ بِهِ.

قَالَ سَلِيمٌ: فَإِنْ رَوَاهُ أَوَّلًا نَاقِصًا ثُمَّ أَرَادَ رَوَايَتَهُ تَامًّا، وَكَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ بِالزِّيَادَةِ كَانَ
ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِهَا وَكُتْمَانِهَا.

(وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ) الْوَاحِدِ (فِي الْأَبْوَابِ) بِحَسَبِ الْإِحْتِجَاجِ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ
كُلِّ مَسْأَلَةٍ عَلَى حِدَةٍ (فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ) وَمِنَ الْمَنْعِ أَبْعَدُ.
(قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَلَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهَةٍ) ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ،
حَكَاهُ عَنْهُ الْخَلَّالُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافِقُ عَلَيْهِ) فَقَدْ فَعَلَهُ الْأَيْمَنُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو

[তারিখের রাবী]

(না) সমান কথা (সেটি পূর্বে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করুক বা না করুক); কারণ এটি দুটি পৃথক বর্ণনার
মতো।

বায়হাকী তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:
সুফিয়ান আমাদেরকে হাদীস সংক্ষিপ্ত করা শিখিয়েছেন।

(এটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার মর্যাদা অপবাদ থেকে মুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার একটি হাদীস পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করেছে, অতঃপর দ্বিতীয়বার তা সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করলে, প্রথম বর্ণনায় অতিরিক্ত কিছু যোগ করার বা দ্বিতীয় বর্ণনায় অসতর্কতা ও কম স্মরণশক্তির কারণে ভুল করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, তার জন্য দ্বিতীয়বার তা সংক্ষিপ্ত করা জায়েজ নয়। এমনকি, যদি তার উপর সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা ওয়াজিব হয়, তবে প্রথমবারও তা সংক্ষিপ্ত করা জায়েজ নয়, যাতে এর অবশিষ্ট অংশ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বাদ না পড়ে যায়।)

সালিম বলেন: যদি সে প্রথমে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে এবং অতঃপর পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করতে চায়, আর সে এমন ব্যক্তি হয় যাকে অতিরিক্ত যোগ করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়, তবে এটি তার জন্য তা (সম্পূর্ণতা) ছেড়ে দেওয়া ও গোপন রাখার একটি ওজর হবে।

(আর মুসান্নিফের একটি হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে—প্রতিটি মাসআলায় আলাদা আলাদাভাবে দলীল হিসেবে তার ব্যবহারের ভিত্তিতে—বিভক্ত করা জায়েজের (অনুমোদনের) কাছাকাছি এবং নিষেধ থেকে অনেক দূরে।)

(শাইখ) ইবনুস সালাহ বলেন: (তা মাকরুহ হওয়া থেকে মুক্ত নয়)। আর ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তা করা উচিত নয়। আল-খাল্লাল তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) বলেন: (আমি মনে করি না যে এটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে)। কারণ ইমাম মালিক, বুখারী, আবু

(ص: 541) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

السَّادِسُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْوِيَ بِقِرَاءَةِ لَحْنٍ أَوْ مُصَحِّفٍ وَعَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَعَلَّمَ
مِنَ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَسْلَمُ بِهِ مِنَ اللَّحْنِ وَالتَّصْحِيفِ وَطَرِيقُهُ فِي السَّلَامَةِ مِنَ
التَّصْحِيفِ الْأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ، وَإِذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ لَحْنٌ أَوْ
تَحْرِيفٌ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَابْنُ سَخْبَرَةَ: يَرْوِيهِ كَمَا سَمِعَهُ.

وَالصَّوَابُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ يَرْوِيهِ عَلَى الصَّوَابِ، وَأَمَّا إِصْلَاحُهُ فِي الْكِتَابِ فَجَوَزَهُ بَعْضُهُمْ
وَالصَّوَابُ تَقْرِيرُهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى حَالِهِ مَعَ التَّضْيِيبِ عَلَيْهِ وَبَيَانِ الصَّوَابِ فِي الْحَاشِيَةِ
ثُمَّ الْأَوَّلَى عِنْدَ السَّمَاعِ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى الصَّوَابِ، ثُمَّ يَقُولَ فِي رِوَايَتِنَا أَوْ عِنْدَ شَيْخِنَا أَوْ
مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا، وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْأَصْلِ ثُمَّ يَذْكُرَ الصَّوَابَ، وَأَحْسَنُ الْإِصْلَاحِ
بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ.

وَإِنْ كَانَ الْإِصْلَاحُ بِزِيَادَةِ سَاقِطٍ فَإِنْ لَمْ يُغَايِرْ مَعْنَى الْأَصْلِ فَهُوَ عَلَى مَا سَبَقَ وَإِنْ غَايَرَ
تَأَكَّدَ الْحُكْمُ بِذِكْرِ الْأَصْلِ مَقْرُونًا بِالْبَيَانِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَسْقَطَهُ وَحْدَهُ
فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُلْحِقَهُ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ مَعَ كَلِمَةٍ يُعْنِي، هَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ شَيْخَهُ رَوَاهُ عَلَى
الْخَطَأِ، فَأَمَّا إِنْ رَوَاهُ فِي كِتَابِ نَفْسِهِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ كِتَابِهِ لَا مِنْ شَيْخِهِ فَيَتَّبِعُهُ
إِصْلَاحُهُ فِي كِتَابِهِ وَرِوَايَتِهِ. كَمَا إِذَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضَ الْإِسْنَادِ أَوْ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ
اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِهِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّاقِطُ كَذَا
قَالَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ، وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَبَيَانُهُ حَالِ الرِّوَايَةِ أُولَى: وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي
اسْتِثْنَاتِ الْحَافِظِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِهِ أَوْ حَفِظَهُ فَإِنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ كَلِمَةً غَيْرَ
مَضْبُوطَةٍ أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا الْعُلَمَاءَ بِهَا وَيَرْوِيهَا عَلَى مَا يُخْبِرُونَهُ.

[تدريب الراوي]

دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيَّ، وَغَيْرُهُمْ.

تَنْبِيْهُ:

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يَجُوزُ حَذْفُ زِيَادَةِ مَشْكُوكٍ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ، وَكَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُهُ كَثِيرًا
تَوَرُّعًا، بَلْ كَانَ يَقْطَعُ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ إِذَا شَكَّ فِي وَصْلِهِ.
قَالَ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ زِيَادَةُ لَا تَعْلُقُ لِلْمَذْكُورِ بِهَا، فَإِنْ تَعَلَّقَ ذِكْرُهَا مَعَ الشَّكِّ، كَحَدِيثِ
الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
فَائِدَةٌ:

يَجُوزُ فِي كِتَابَةِ الْأَطْرَافِ الْإِكْتِفَاءُ بِبَعْضِ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَفِدْ.

[السَّادِسُ يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ لَا يَرْوِيَ بِقِرَاءَةِ لَحَّانٍ أَوْ مُصَحِّفٍ]
(السَّادِسُ: يَنْبَغِي) لِلشَّيْخِ (أَنْ لَا يَرْوِيَ) حَدِيثَهُ (بِقِرَاءَةِ لَحَّانٍ، أَوْ مُصَحِّفٍ) ، فَقَدْ
قَالَ الْأَصْبَعِيُّ: إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِي
جُمْلَةِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ، لِأَنَّهُ لَمْ
يَكُنْ يُلْحِنُ، فَهَهُمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ.
وَشَكَا سَيِّبَوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ إِلَى الْخَلِيلِ فَقَالَ لَهُ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَعَفَ فَأَنْتَهَرَنِي، وَقَالَ: أَخْطَأْتُ إِنَّمَا هُوَ رَعَفَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ،

যষ্ঠ: ভুল উচ্চারণকারী (লাহান) বা বিকৃত পাঠকারীর (মুসাহিহফ) পাঠের মাধ্যমে বর্ণনা করা উচিত নয়। হাদীস অন্বেষণকারীর জন্য আবশ্যিক যে, সে নাহ (ব্যাকরণ) ও ভাষা (লুগাহ) এমনভাবে শিখবে, যা দ্বারা সে ভুল উচ্চারণ (লাহান) ও বিকৃত পাঠ (তাসহিফ) থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। আর বিকৃত পাঠ (তাসহিফ) থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো আহলুল মা'রিফা ওয়াল তাহকীক (জ্ঞান ও গবেষণার অধিকারী ব্যক্তিদের) মুখ থেকে গ্রহণ করা। আর যদি তার বর্ণনায় ভুল উচ্চারণ (লাহান) বা বিকৃতি (তাহরিফ) ঘটে, তাহলে ইবনু সীরীন ও ইবনু সাখবারা বলেছেন: তিনি তা যেমন শুনেছেন, সেভাবেই বর্ণনা করবেন।

এবং সঠিক মত ও অধিকাংশের উক্তি হলো যে, তিনি তা শুদ্ধভাবে বর্ণনা করবেন। আর কিতাবে তা সংশোধন করার বিষয়টি কেউ কেউ জায়েজ (অনুমোদনযোগ্য) বলেছেন। তবে সঠিক হলো, মূল কপিতে সেটিকে যেমন আছে তেমন রাখা, তার উপর 'তায়বীব' (ভুল চিহ্নিতকরণ) করা এবং বিশুদ্ধ পাঠটি টীকায় উল্লেখ করা। তারপর শ্রবণের সময় উত্তম হলো যে, তিনি তা শুদ্ধভাবে পড়বেন, অতঃপর বলবেন, "আমাদের বর্ণনায়" অথবা "আমাদের শাইখের নিকট" অথবা "অমুক সূত্রে এমন এসেছে"। এবং তার জন্য জায়েজ যে, তিনি মূল কপিতে যা আছে তা পড়বেন, অতঃপর শুদ্ধটি উল্লেখ করবেন। আর সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি হলো যা অন্য কোনো বর্ণনা বা হাদীসে এসেছে, তা দ্বারা সংশোধন করা।

আর যদি সংশোধনটি কোনো বাদ পড়া অংশ যোগ করার মাধ্যমে হয়, তাহলে যদি তা মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে, তবে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী হবে। আর যদি পরিবর্তন করে, তাহলে মূল বিষয়টি ব্যাখ্যার সাথে উল্লেখ করার বিধান সুনিশ্চিত হয়। যদি সে জানতে পারে যে, কিছু রাবী একাই তা বাদ দিয়েছেন, তবে তার জন্য 'অর্থাৎ' (ইয়ানী) শব্দটি সহকারে কিতাবের মধ্যেই তা সংযুক্ত করা জায়েজ। এটা তখন যখন সে জানে যে তার শাইখ ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যদি সে তার নিজের কিতাবে বর্ণনা করে থাকে এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে এটি তার নিজের কিতাব থেকে, শাইখের থেকে নয়, তবে তার কিতাব ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তা সংশোধন করা সঙ্গত। যেমন, যদি তার কিতাব থেকে ইসনাদ (সনদ) বা মাতান (মূল পাঠ)-এর কিছু অংশ বাদ পড়ে যায়, তবে অন্য কারো কিতাব থেকে তা পূরণ করা জায়েজ, যদি সে সেটির বিশুদ্ধতা জানে এবং তার মন নিশ্চিত হয় যে এটিই বাদ পড়া অংশ। আহলুত তাহকীক (গবেষণাকারীরা) এমনই বলেছেন, তবে কেউ কেউ তা নিষেধ করেছেন। বর্ণনার সময় তা ব্যাখ্যা করাই অধিকতর উত্তম। এবং এমনই বিধান হাফিযের ক্ষেত্রে, যখন সে অন্যের কিতাব বা তার মুখস্থ থেকে কোনো বিষয়ে সন্দেহ করে, তখন তা নিশ্চিত করার জন্য। যদি সে তার কিতাবে কোনো অনিয়ন্ত্রিত শব্দ (غير مضبوطة) পায় যা তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, তাহলে সে বিষয়ে জ্ঞানী আলেমদের জিজ্ঞাসা করা এবং তারা যা জানায় সেই অনুযায়ী তা বর্ণনা করা জায়েজ।

—
[تدريب الراوي]

দাওউদ, নাসায়ী ও অন্যান্যরা।

দ্রষ্টব্য:

আল-বুলকিনী বলেছেন: সন্দেহযুক্ত কোনো অতিরিক্ত অংশ বাদ দেওয়া জায়েজ, এতে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম মালিক (রহ.) সংযম হেতু প্রায়শই এটি করতেন, বরং তিনি হাদীসের সনদ (সূত্র) বিচ্ছিন্ন করে দিতেন যদি এর সংযোগে সন্দেহ করতেন।

তিনি (আল-বুলকিনী) বলেছেন: এর স্থান (প্রয়োগ) হলো এমন অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে, যার সাথে মূল বর্ণনার কোনো সম্পর্ক নেই। যদি সম্পর্ক থাকে, তবে সন্দেহের সাথে তা উল্লেখ করবেন, যেমন 'আরায়া' সংক্রান্ত হাদীস পাঁচ ওয়াসাক বা পাঁচ ওয়াসাকের কমের ক্ষেত্রে।

ফায়দা (উপকারিতা/বিশেষ জ্ঞাতব্য):

'আতরাফ' (হাদীসের অংশ) লেখার ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে হাদীসের কিছু অংশ দ্বারা যথেষ্ট মনে করা জায়েজ, এমনকি যদি তা পুরোপুরি অর্থবহ নাও হয়।

[ষষ্ঠ: শাইখের উচিত নয় যে, তিনি ভুল উচ্চারণকারী বা বিকৃত পাঠকারীর পাঠের মাধ্যমে বর্ণনা করবেন]

(ষষ্ঠ: শাইখের) উচিত নয় যে, তিনি তার হাদীস (লাহান বা ভুল উচ্চারণকারী) অথবা (মুসাহিহফ বা বিকৃত পাঠকারী)-এর পাঠের মাধ্যমে বর্ণনা করবেন। আল-আসমাঈ (রহ.) বলেছেন: ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয়, যখন সে নাহু (ব্যাকরণ) না জানে, তখন যেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর আওতায় না পড়ে যায়: «যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।» কারণ, তিনি (রাসূল সা.) ভুল উচ্চারণ করতেন না। সুতরাং, তুমি যখন তার থেকে বর্ণনা করবে এবং তাতে ভুল উচ্চারণ করবে, তখন তুমি তার উপর মিথ্যা আরোপ করবে।

সীবাইওয়াইহ হাম্মাদ ইবনু সালামা সম্পর্কে খালিলের কাছে অভিযোগ করে বললেন: আমি তাকে হিশাম ইবনু উরওয়ার তার পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যা এক ব্যক্তি সম্পর্কে ছিলো যে রক্তপাত করেছিলো ('রাউফা')। তখন তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন: "তুমি ভুল করেছো, আসলে শব্দটি হলো 'রাআফা' (এাইনে ফাতাহা সহকারে)",

(ص: 542) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

فَقَالَ الْخَلِيلُ: صَدَقَ أَتَلَقَى بِهَذَا الْكَلَامِ أَبَا سَلَمَةَ. (وَعَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنَ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَسْلَمُ بِهِ مِنَ اللَّحْنِ وَالتَّضْحِيفِ). رَوَى الْخَطِيبُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُبْصِرِ الْعَرَبِيَّةَ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ وَلَيْسَ لَهُ رَأْسٌ.

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ وَلَا يَعْرِفُ النَّحْوَ مَثَلُ الْحِمَارِ عَلَيْهِ مَخْلَاطٌ وَلَا شَعِيرٌ فِيهَا.

وَرَوَى الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَزْدِيُّ فِي جَمَاعَةٍ إِلَى أَبِي لَيْعَرِضٍ عَلَيْهِ كِتَابًا، فَقَرَأَ لَهُمُ الدَّرَاوَزْدِيُّ، وَكَانَ رَدِيءَ اللِّسَانِ يُلْحِنُ [قَبِيحًا]، فَقَالَ أَبِي: وَيْحَكَ يَا دَرَاوَزْدِيُّ! أَنْتَ كُنْتَ إِلَى إِصْلَاحِ لِسَانِكَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

(وَطَرِيقُهُ فِي السَّلَامَةِ مِنَ التَّضْحِيفِ الْأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ) وَالضَّبْطُ عَنْهُمْ لَا مِنْ بَطُونِ الْكُتُبِ.

(وَإِذَا وَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ لَحْنٌ أَوْ تَحْرِيفٌ فَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَ) عَبْدُ اللَّهِ (بُنْ)

[তাদরিবুর রাবী]

খলীল বললেন: তিনি সত্য বলেছেন। এই কথা আমি আবু সালামার থেকে পেয়েছি। (এবং হাদীস শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো নাহু (ব্যাকরণ) ও ভাষা থেকে এমন জ্ঞান অর্জন করা, যা তাকে লহুন (বাগধারার ভুল) ও তাসহিফ (লিপিগত ভুল) থেকে নিরাপদ রাখবে।) খতীব শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি হাদীস অন্বেষণ করে কিন্তু আরবী বোঝে না, তার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো, যার পরনে বুরনূস (এক প্রকার টুপি/পোশাক) আছে কিন্তু তার মাথা নেই।

হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি হাদীস অন্বেষণ করে কিন্তু নাহু (ব্যাকরণ) জানে না, তার দৃষ্টান্ত এমন গাধার মতো যার পিঠে মিখলাহ (খাবারের ঝুলি) আছে কিন্তু তাতে কোনো যব নেই।

খলীলী 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে আব্বাস ইবনুল মুগীরা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আব্দুল আযীয আদ-দারওয়াদী একদল লোকের সাথে আমার পিতার কাছে এলেন একটি কিতাব পেশ করার জন্য। তখন দারওয়াদী তাদের জন্য পাঠ করলেন, আর তিনি খারাপ জিহ্বার অধিকারী ছিলেন এবং বাগধারার ভুল করতেন

[ভয়াবহভাবে]। তখন আমার পিতা বললেন: তোমার ধ্বংস হোক হে দারওয়াদী! এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার আগে তোমার নিজের ভাষার সংশোধন করা তোমার জন্য অন্য যেকোনো কিছুই চেয়ে বেশি জরুরি ছিল।

(এবং তাসহিফ (লিপিগত ভুল) থেকে নিরাপদ থাকার তার পদ্ধতি হলো জ্ঞানী ও সুনিশ্চিত জ্ঞানীদের মুখ থেকে গ্রহণ করা এবং তাদের থেকে সংরক্ষণ করা, কেবল গ্রন্থের অভ্যন্তর থেকে (কিতাব পড়ে) নয়।)

(এবং যদি তার বর্ণনায় লঙ্ঘন (বাগধারার ভুল) বা তাহরীফ (পরিবর্তন/বিকৃতি) ঘটে, তবে ইবনে সীরীন বলেছেন, এবং আবদুল্লাহ (ইবনে

(ص: 543) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

سَخْبَرَةً) وَأَبُو مَعْبَرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا (يُرْوِيهِ) عَلَى الْخَطِّأ (كَمَا سَبَعَهُ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا غُلُوٌّ فِي اتِّبَاعِ اللَّفْظِ، وَالْمَنْعُ مِنَ الرَّوَايَةِ بِالْمَعْنَى.
(وَالصَّوَابُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ) مِنْهُمْ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٌ وَهَبٌ وَالنَّضْرُ بْنُ شُبَيْلٍ: أَنَّهُ (يُرْوِيهِ عَلَى الصَّوَابِ) لَا سِيَّمَا فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ تَرْكَ الْخَطِّأِ وَالصَّوَابِ أَيْضًا، حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، أَمَّا الصَّوَابُ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ كَذَلِكَ. وَأَمَّا الْخَطِّأُ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْهُ كَذَلِكَ.

(وَأَمَّا إِصْلَاحُهُ فِي الْكِتَابِ) وَتَغْيِيرُ مَا وَقَعَ فِيهِ (فَجَوَزَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْضًا، (وَالصَّوَابُ تَقْرِيرُهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى حَالِهِ، مَعَ التَّضْيِيبِ عَلَيْهِ، وَبَيَانِ الصَّوَابِ فِي الْحَاشِيَةِ) كَمَا

تَقَدَّمَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْمَعٌ لِلْمُصْلَحَةِ وَأَنْفَى لِلْمُفْسَدَةِ، وَقَدْ يَأْتِي مَنْ يَظْهَرُ لَهُ وَجْهُ صِحَّتِهِ،
وَلَوْ فَتَحَ بَابُ التَّغْيِيرِ لَجَسَرَ عَلَيْهِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ.
(ثُمَّ الْأَوَّلَى عِنْدَ السَّمَاعِ أَنْ يَقْرَأَهُ) أَوَّلًا (عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ يَقُولَ) وَقَعَ (فِي)

[তাদরীবুর রাবী]

সাখবারা), আবু মা'মার এবং আবু উবাইদ কাসিম ইবনু সালাম – যা বাইহাকী তাঁদের উভয়ের
সূত্রে বর্ণনা করেছেন – (তাকে) ভুলসহ সেভাবেই বর্ণনা করবে (যেরকম সে শুনেছে)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটি শব্দের আক্ষরিক অনুসরণে বাড়াবাড়ি এবং অর্থগত বর্ণনার উপর
নিষেধাজ্ঞা।

(আর সঠিক মত এবং অধিকাংশের বক্তব্য) তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনুল মুবারক, আওয়া'ঈ,
শা'বী, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, আতা, হাম্মাম এবং নাদর ইবনু শুমাইল: যে সে (তাকে) সঠিক
করে বর্ণনা করবে, বিশেষত এমন ব্যাকরণগত ত্রুটির ক্ষেত্রে যা দ্বারা অর্থের তারতম্য হয় না।
আর ইবনু আদিস সালাম ভুল ও সঠিক উভয়টি বর্জন করা পছন্দ করেছেন, ইবনু দাকিকিল
ঈদ তাঁর থেকে তা বর্ণনা করেছেন। কেননা সঠিকটি তো সেভাবে শোনা যায়নি। আর ভুলের
কারণ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবে বলেননি।

(আর কিতাবে এর সংশোধন) এবং যা এতে এসেছে তার পরিবর্তন (কেউ কেউ) জায়েজ
বলেছেন। (আর সঠিক হলো মূল লিপিতে তা সেভাবেই রাখা, তার উপর তা'দ্বিহ করে, এবং
সঠিকটি হাসিয়ায় বর্ণনা করা) যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। কেননা এটি মঙ্গলের জন্য অধিকতর
সমষ্টিকারী এবং অকল্যাণ দূরকারী। আর এমনও হতে পারে যে, কেউ এর সঠিকতার দিকটি
প্রকাশ করতে পারে। আর যদি পরিবর্তনের দরজা খোলা হয়, তবে অযোগ্য ব্যক্তিরও এর
উপর সাহস করবে।

(তারপর শোনার সময় প্রথমে সঠিক রূপে পড়া উত্তম) (এবং তারপর বলবে) যে (এটি) এসেছে
(মধ্যে)

[تدريب الراوي]

رَوَّايَتَنَا أَوْ عِنْدَ شَيْخِنَا أَوْ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْأَصْلِ) أَوَّلًا، (ثُمَّ يَذْكُرُ الصَّوَابَ) وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ أَوَّلِي، كَيْلَا يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ.

(وَأَحْسَنُ الْإِصْلَاحِ) أَنْ يَكُونَ (بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ) أُخْرَى، (أَوْ حَدِيثٍ آخَرَ) فَإِنْ ذَاكَ رُكِرَ أَمِنْ مِنَ التَّقَوُّلِ الْمَذْكُورِ.

(وَإِنْ كَانَ الْإِصْلَاحُ بِزِيَادَةِ السَّاقِطِ) مِنَ الْأَصْلِ، (فَإِنْ لَمْ يُغَايِرْ مَعْنَى الْأَصْلِ فَهُوَ عَلَى مَا سَبَقَ).

كَذَا عَبَّرَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ: فَلَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ فِي الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ تَنْبِيهِ عَلَى سُقُوطِهِ، بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَقَطَ فِي الْكِتَابَةِ، كَلْفِظَةِ ابْنِ فِي النَّسَبِ، وَكَحَرْفٍ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ.

وَقَدْ سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي حَجَّاجٍ عَنْ جُرَيْجٍ، يَجُوزُ لِي أَنْ أَصْلَحَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

[তাদরীবুর রাবী]

আমাদের বর্ণনা অথবা আমাদের শাইখের কাছে অথবা অমুক রাবীর সূত্রে এভাবে পাওয়া যায়। আর তার জন্য প্রথমে মূল কিতাবে যা আছে তা পাঠ করা, অতঃপর সঠিকটি উল্লেখ করা উচিত। প্রথম পদ্ধতিটিই অধিক উত্তম, যাতে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন কিছু আরোপ না করে যা তিনি বলেননি।

আর সংশোধনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো তা অন্য কোনো বর্ণনায় অথবা অন্য কোনো হাদীসে যা এসেছে সে অনুযায়ী হওয়া। যদি সে তা স্মরণ রাখে, তবে উল্লিখিত আরোপ থেকে নিরাপদ থাকবে।

আর যদি সংশোধন মূল কিতাব থেকে বাদ পড়া অংশ যোগ করার মাধ্যমে হয়, তাহলে যদি তা মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে, তবে তা পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী হবে।

এভাবেই ইবনুস সালাহও ব্যাখ্যা করেছেন। আর ইরাকীর বক্তব্য হলো: তার বাদ পড়ার বিষয়ে কোনো সতর্কীকরণ ছাড়াই তা মূল কিতাবে সংযোজন করা জায়েজ, যখন জানা যায় যে তা লেখায় বাদ পড়েছিল, যেমন বংশপরিচয়ে 'ইবনু' শব্দটি এবং এমন অক্ষর যা দ্বারা অর্থের ভিন্নতা হয় না।

আবু দাউদ প্রশ্ন করলেন, [যে,] আমি আমার কিতাবে 'হাজ্জাজ আন জুরাইজ' পেয়েছি, আমার জন্য কি তা 'ইবনু জুরাইজ' হিসেবে সংশোধন করা জায়েজ হবে? আহমাদ ইবনু হাম্বাল বললেন: আমি আশা করি এতে কোনো অসুবিধা নেই।

(ص: 545) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

وَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَادُ فِيهِ الْوَاوُ وَالْأَلِفُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، فَقَالَ أَرُجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا.

(وَإِنْ غَايَرَ) السَّاقِطُ مَعْنَى مَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ (تَأَكَّدَ الْحُكْمُ بِذِكْرِ الْأَصْلِ مَقْرُونًا بِالْبَيَانِ) لِمَا سَقَطَ، (فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ) لَهُ (أَسْقَطُهُ وَحْدَهُ) وَأَنَّ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرُّوَاةِ أَتَى بِهِ، (فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُلْحِقَهُ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ مَعَ كَلِمَةِ يَعْنِي) قَبْلَهُ، كَمَا فَعَلَ الْخَطِيبُ، إِذْ رَوَى عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْحَامِلِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ يَعْنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجُلُهُ». قَالَ الْخَطِيبُ: كَانَ فِي أَصْلِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ عُمَرَ قَالَتْ كَانَ، فَأَلْحَقْنَا فِيهِ ذِكْرَ عَائِشَةَ إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ، وَعَلِمْنَا أَنَّ الْحَامِلِيَّ كَذَلِكَ رَوَاهُ، وَإِنَّمَا سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِنَا وَقُلْنَا لَهُ مَا فِيهِ: يَعْنِي، لِأَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمْ يَقُلْ لَنَا ذَلِكَ، قَالَ: وَهَكَذَا رَأَيْتُ غَيْرَ

وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَفْعَلُ فِي مِثْلِ هَذَا، ثُمَّ رَوَى عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: أَنَا أُسْتَعِينُ فِي الْحَدِيثِ بِبَيْعُنِي.

(هَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ شَيْخَهُ رَوَاهُ) لَهُ (عَلَى الْخَطِّ، فَأَمَّا إِنْ رَوَاهُ فِي كِتَابٍ نَفْسِهِ

-
تدريب الراوي (হাদীস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ)

এবং ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলো: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে আপনি কী মনে করেন যখন তাতে 'ওয়াও' ও 'আলিফ' অক্ষর দুটি যোগ করা হয়, অথচ অর্থ একই থাকে? তিনি বললেন, আমি আশা করি এটি একটি হালকা বিষয়।

(আর যদি বাদ পড়া অংশটি মূল গ্রন্থে যা ছিল তার অর্থের সাথে ভিন্নতা রাখে) তাহলে (মূলের উল্লেখ সহ এবং যা বাদ পড়েছে তার ব্যাখ্যা সহ বিধানটি নিশ্চিত হয়)। (অতএব, যদি জানা যায় যে এর কিছু বর্ণনাকারী এটিকে একা বাদ দিয়েছেন) এবং তার উপরের বর্ণনাকারীরা এটি উল্লেখ করেছেন, (তাহলে সে নিজেও এটিকে 'অর্থাৎ' শব্দটির সাথে গ্রন্থের মধ্যে সংযুক্ত করতে পারবে) এর পূর্বে, যেমনটি খতিব করেছেন।

যেমন তিনি আবু উমার ইবনে মাহদি থেকে, আল-মাহামিলি থেকে, তাঁর সনদ সহকারে উরওয়াহ থেকে, আমরাহ থেকে, অর্থাৎ আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন, এবং আমি তাঁর চুল বিন্যাস করে দিতাম।»

খতিব বলেন: ইবনে মাহদির মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল 'আমরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি ছিলেন...', সুতরাং আমরা তাতে আয়েশা রাযি. এর উল্লেখ সংযোজন করেছি, কারণ এটি অপরিহার্য ছিল। এবং আমরা জানতাম যে আল-মাহামিলিও এভাবেই বর্ণনা করেছেন, বরং এটি আমাদের শাইখের গ্রন্থ থেকে বাদ পড়েছিল। এবং আমরা তাকে বললাম, এতে 'অর্থাৎ' আছে, কারণ ইবনে মাহদি আমাদেরকে তা বলেননি। তিনি বলেন: আর এভাবেই আমি আমাদের একাধিক শাইখকে এমন ক্ষেত্রে করতে দেখেছি। তারপর তিনি ওয়াকি' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি হাদীসে 'অর্থাৎ' দ্বারা সহায়তা গ্রহণ করি।

(এটি তখনই প্রযোজ্য, যখন জানা যায় যে তার শাইখ তাকে ভুলক্রমে এটি বর্ণনা করেছেন), কিন্তু যদি সে তার নিজের গ্রন্থে এটি বর্ণনা করে

[تدريب الراوي]

وَعَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ) أَيِ السَّقَطِ (مِنْ كِتَابِهِ لَا مِنْ شَيْخِهِ فَيَتَّجُهُ) حِينَئِذٍ (إِصْلَاحُهُ فِي كِتَابِهِ، وَ) فِي (رِوَايَتِهِ) عِنْدَ تَحْدِيثِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ.
(كَمَا إِذَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضَ الْإِسْنَادِ أَوْ الْمَتْنِ) بِتَقْطِيعٍ أَوْ بَكَلٍ وَنَحْوِهِ (فَإِنَّهُ يَجُوزُ) لَهُ (اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابٍ غَيْرِهِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ) وَوَثِقَ بِهِ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ شَيْخِهِ وَهُوَ ثِقَّةٌ، (وَسَكَنْتَ نَفْسُهُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّاقِطُ، كَذَا قَالَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ) وَمِمَّنْ فَعَلَهُ نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ.

(وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ) وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا مَحْفُوظًا، نَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ مَاسِيٍّ، (وَبَيَّانُهُ حَالِ الرِّوَايَةِ أَوَّلَى) قَالَهُ الْخَطِيبُ، (وَهَكَذَا الْحُكْمُ) جَارٍ (فِي اسْتِثْنَاتِ الْحَافِظِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ كِتَابٍ) ثِقَّةٍ (غَيْرِهِ أَوْ حِفْظِهِ) كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَحْسُنُ أَنْ يُبَيِّنَ مَرْتَبَتَهُ، كَمَا فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَغَيْرُهُ.
فَفِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ " حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا عَاصِمٌ بِالْكُوفَةِ فَلَمْ أَكْتُبْهُ، فَسَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ بِهِ فَعَرَفْتُهُ بِهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجُسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[তাদরীবুর রাবী]

এবং যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সেই পতিত অংশটি তার কিতাব থেকে এসেছে, তার শায়খের কাছ থেকে নয়, তবে সেই সময় তার কিতাবে এবং তার বর্ণনায় (হাদীস বর্ণনা করার সময়) তা সংশোধন করা সঙ্গত হবে, যেমনটি আবু দাউদ থেকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন যদি তার কিতাব থেকে ছেঁড়া, ভেজা বা এ ধরনের কোনো কারণে ইসনাদ (সনদ) বা মাতন (মূল বক্তব্য)-এর কিছু অংশ মুছে যায়, তবে তার জন্য অন্যের কিতাব থেকে তা পুনরায় সংগ্রহ করা জায়েজ হবে, যদি সে সেটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত থাকে এবং এর উপর আস্থা রাখে – যেমন সে এটি তার নির্ভরযোগ্য শায়খ থেকে গ্রহণ করেছে – এবং তার মন এ ব্যাপারে স্থির হয় যে, এটাই ছিল পতিত অংশ। তাহকীকপন্থীরা এমনই বলেছেন। যারা এটি করেছেন তাদের মধ্যে নুআইম ইবনে হাম্মাদ অন্যতম।

আর কেউ কেউ তা নিষেধ করেছেন, যদিও তা পরিচিত ও সংরক্ষিত থাকে। এটি খতীব আবু মুহাম্মাদ ইবনে মাসী থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং বর্ণনার সময় তা স্পষ্ট করা অধিকতর উত্তম, এটি খতীব বলেছেন। আর হাফেজের জন্য তার সন্দেহযুক্ত বিষয় অন্যের নির্ভরযোগ্য কিতাব বা তার মুখস্থ থেকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এমনই বিধান প্রযোজ্য, যেমন আবু আওয়ানা, আহমদ ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এবং তার (হাদীসের) স্তর স্পষ্ট করে বলা উত্তম, যেমন ইয়াযীদ ইবনে হারুন ও অন্যান্যরা করেছেন।

সুতরাং "মুসনাদে আহমাদ"-এ আছে: ইয়াযীদ ইবনে হারুন আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন: "আমি কুফায় আসিমকে পেয়েছি, কিন্তু তা লিখিনি। অতঃপর আমি শু'বা'কে তা বর্ণনা করতে শুনলাম এবং এর দ্বারা আমি তা চিনে নিলাম।" (হাদীসটি) আসিম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস থেকে (বর্ণনা করেছেন), যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(ص: 547) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

السَّابِعُ:

إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فَلَهُ جَمْعُهُمَا فِي الْإِسْنَادِ ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظٍ أَحَدِهِمَا، فَيَقُولُ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ أَوْ هَذَا لَفْظُ فُلَانٍ قَالَ أَوْ قَالَا: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَنَحْوُهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ، وَلِمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عِبَارَةٌ حَسَنَةٌ كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّفْظَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَخْصَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ جَازَ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ

بِالْمَعْنَى، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ تَقَارِبًا فَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ قَدْ عِيبَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، وَإِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مُصَنَّفًا فَقَابَلَ نُسخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ وَقَالَ: اللَّفْظُ لِفُلَانٍ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ وَمَنْعُهُ.

[تدريب الراوي]

كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ .
وَفِي غَيْرِ الْمُسْنَدِ عَنْ يَزِيدَ: أَنَا عَاصِمٌ وَتَبَّتْنِي فِيهِ شُعْبَةُ.
فَإِنْ بَيَّنَّ أَصْلَ التَّثَبُّتِ مِنْ دُونِ مَنْ ثَبَّتَهُ فَلَا بَأْسَ، فَعَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَقَبَ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: ثَبَّتْنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.
(فَإِنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ كَلِمَةً) مِنْ غَرِيبِ الْعَرَبِيَّةِ (غَيْرِ مَضْبُوطَةٍ أُشْكِلَتْ عَلَيْهِ، جَازَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا الْعُلَمَاءَ بِهَا وَيَرْوِيهَا عَلَى مَا يُخْبِرُونَهُ) بِهِ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا، وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ عَفَّانَ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ إِلَى الْأَخْفَشِ، وَأَصْحَابِ النَّحْوِ يَعْزِضُ عَلَيْهِمْ نَحْوَ الْحَدِيثِ يُعْرِبُهُ.

[السَّابِعُ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الشُّيُوخِ وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ]

(السَّابِعُ: إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) مِنَ الشُّيُوخِ (وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى)

السَّابِعُ:

যখন তার কাছে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদীস থাকে এবং তারা অর্থের দিক থেকে একমত হয় কিন্তু শব্দের দিক থেকে নয়, তখন সে তাদের উভয়কে বা সকলকে ইসনাদে একত্রিত করতে পারে, তারপর তাদের একজনের শব্দে হাদীস বর্ণনা করবে। সে বলবে: "অমুক ও অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আর শব্দগুলো অমুকের" অথবা "এটি অমুকের শব্দ।" সে বলবে (একবচন) বা তারা বলবে (দ্বিবচন): "অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন" অথবা এ জাতীয় অন্যান্য অভিব্যক্তি। মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে একটি সুন্দর অভিব্যক্তি ব্যবহার করেছেন, যেমন তার উক্তি: "আমাদের কাছে আবু বকর ও আবু সাঈদ

উভয়েই আবু খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।" অতঃপর (মুসলিম বলেন) আবু বকর বলেছেন, "আমাদের কাছে আবু খালিদ আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন।" এর বাহ্যিক অর্থ হলো শব্দগুলো আবু বকরের। যদি সে নির্দিষ্ট না করে বলে: "অমুক ও অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, এবং তারা শব্দে কাছাকাছি ছিলেন, তারা উভয়ে বলেছেন: অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন" – তাহলে অর্থের মাধ্যমে রিওয়াযাত (বর্ণনা) জায়েয হওয়ার নীতির ভিত্তিতে এটি জায়েয। আর যদি সে 'তারা শব্দে কাছাকাছি ছিলেন' না-ও বলে, তবুও অর্থের মাধ্যমে রিওয়াযাত জায়েয হওয়ার নীতির ভিত্তিতে এতে কোনো সমস্যা নেই, যদিও এ কারণে বুখারী বা অন্যদের সমালোচনা করা হয়েছে। আর যখন সে কোনো একটি গ্রন্থ (মুসান্নাফ) একদল লোকের কাছ থেকে শোনে এবং নিজের অনুলিপি তাদের কারো মূল কপির সাথে মিলিয়ে দেখে, তারপর তাদের থেকে এটি বর্ণনা করে এবং বলে: "শব্দগুলো অমুকের" – তবে এটি জায়েয হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে এবং নিষেধ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

-

[তারিবুর রাবী]

যখন তিনি সফর করতেন, তখন বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সফরের কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এবং মাসনদ ব্যতীত অন্য কিতাবে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত: "আমি আসিম; এবং শু'বাহ এ বিষয়ে আমাকে দৃঢ় করেছেন।"

যদি সে যে তাকে দৃঢ়তা দিয়েছে তার নাম উল্লেখ না করে দৃঢ়তার মূল কারণটি প্রকাশ করে, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে হাকাম ইবনে হাযন-এর হাদীসের শেষে এটি করেছেন। তিনি বলেছেন: "এর কিছু অংশে আমাদের কিছু সাথী আমাকে দৃঢ় করেছেন।"

(যদি সে তার কিতাবে আরবি ভাষার অপ্রচলিত বা কঠিন কোনো শব্দ পায়) যা তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয় এবং সঠিকভাবে স্বরচিহ্নিত না থাকে, (তবে তার জন্য যারা এ বিষয়ে জ্ঞানী, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা এবং তারা যা জানায় সেই অনুযায়ী বর্ণনা করা জায়েয)। আহমদ, ইসহাক এবং অন্যান্যরা এমনটি করেছেন। আর খতীব আফফান ইবনে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আখফাশ এবং নাহ্ (ব্যাকরণ) বিশেষজ্ঞদের কাছে আসতেন এবং তাদের কাছে হাদীসের ব্যাকরণিক দিক উপস্থাপন করে তার অর্থ বিশ্লেষণ করতেন।

[সপ্তম: যখন তার কাছে দুই বা ততোধিক শাইখের সূত্রে হাদীস থাকে এবং তারা অর্থের দিক থেকে একমত হয় কিন্তু শব্দের দিক থেকে নয়]

(সপ্তম: যখন তার কাছে দুই বা ততোধিক) শাইখের সূত্রে হাদীস থাকে (এবং তারা অর্থের দিক থেকে একমত হয়

(ص: 548) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

دُونَ اللَّفْظِ فَلَهُ جَمْعُهُمَا) أَوْ جَمْعُهُمْ (فِي الْإِسْنَادِ) مُسَيِّينَ، (ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظٍ) رِوَايَةً (أَحَدَهُمَا فَيَقُولُ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ، أَوْ هَذَا لَفْظُ فُلَانٍ). وَلَهُ أَنْ يَخْصَّ فِعْلَ الْقَوْلِ مَنْ لَهُ اللَّفْظُ، وَأَنْ يَأْتِيَ بِهِ لَهْمَا فَيَقُولُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ: (قَالَ أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَنَحْوُهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ).

وَلِمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عِبَارَةٌ حَسَنَةٌ أَفْصَحَ مِمَّا تَقَدَّمَ (كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ) بَنْ أَبِي شَيْبَةَ، (وَأَبُو سَعِيدٍ) الْأَشْجِيُّ، (كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَظَاهِرُهُ) حَيْثُ أَعَادَهُ ثَانِيًا (أَنَّ اللَّفْظَ لِأَبِي بَكْرٍ).

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَعَادَهُ لِبَيَانِ التَّصْرِيحِ بِالتَّحْدِيثِ، وَأَنَّ الْأَشْجَّ لَمْ يُصَرِّحْ. (فَإِنْ لَمْ يَخْصَّ) أَحَدَهُمَا بِنِسْبَةِ اللَّفْظِ إِلَيْهِ، بَلْ أَتَى بِبَعْضِ لَفْظٍ هَذَا وَبَعْضِ لَفْظٍ الْآخَرِ (فَقَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ)، أَوْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، جَازَ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى) دُونَ مَا إِذَا لَمْ يُجَوِّزْهَا.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَ:

[তাদরীবুর রাবী]

শব্দগত অভিন্নতা না থাকলেও) তার জন্য ইসনাদে তাদের দুজনকে) অথবা তাদের সকলকে (নাম উল্লেখপূর্বক একত্রিত করা বৈধ। (অতঃপর সে হাদিসটি তাদের দুজনের যেকোনো একজনের বর্ণনাগত শব্দে) বর্ণনা করবে। (এবং বলবে: 'আমাদেরকে অমুক ও অমুক সংবাদ দিয়েছেন, আর বাক্যটি অমুকের', অথবা 'এটি অমুকের বাক্য')।

বর্ণনাকারীর বাক্য যার, উক্তিবাচক ক্রিয়াকে তার প্রতি নির্দিষ্ট করাও তার জন্য বৈধ। আবার উভয়ের জন্য তা ব্যবহার করাও বৈধ। অতঃপর পূর্বে যা বলা হয়েছে তার পর সে বলবে: (তিনি বললেন' অথবা 'তারা দুজন বললেন: আমাদেরকে অমুক সংবাদ দিয়েছেন' এবং এ ধরনের অন্যান্য অভিব্যক্তি।

এবং মুসলিমের সহীহ গ্রন্থে একটি সুন্দর অভিব্যক্তি আছে) যা পূর্বের চেয়েও বেশি স্পষ্ট। (যেমন তাঁর উক্তি: আমাদেরকে আবু বকর) ইবনু আবি শায়বা (ও আবু সাঈদ) আল-আশাজ্জ (উভয়েই আবু খালিদে সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু বকর বললেন: আমাদেরকে আবু খালিদ আ'মশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর বাহ্যিক অর্থ হলো) যেহেতু তিনি এটিকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেছেন (যে বাক্যটি আবু বকরের)।

আল-ইরাকী বলেছেন: এটিও সম্ভাব্য যে, তিনি বর্ণনাকে সুস্পষ্ট করার জন্য এটিকে পুনরাবৃত্তি করেছেন, এবং আশাজ্জ সরাসরি বর্ণনা করেননি।

(যদি তিনি বাক্যকে তাদের দুজনের কারো প্রতি নির্দিষ্ট না করেন), বরং একজনের কিছু বাক্য এবং অন্যজনের কিছু বাক্য গ্রহণ করেন, (এবং বলেন: 'আমাদেরকে অমুক ও অমুক সংবাদ দিয়েছেন, এবং তাদের বাক্যগুলো কাছাকাছি ছিল', অথবা 'অর্থ একই ছিল', (তারা দুজনেই বললেন: 'আমাদেরকে অমুক বর্ণনা করেছেন') - তাহলে অর্থের দ্বারা বর্ণনা বৈধ হওয়ার ভিত্তিতে তা জায়েজ হবে) যদি (অর্থের দ্বারা বর্ণনা) বৈধ না করা হয়, তবে জায়েজ হবে না।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এবং আবু দাউদের উক্তি: 'আমাদেরকে মুসাদ্দাদ ও আবু তাওবা বর্ণনা করেছেন - এর অর্থ হলো, তারা উভয়েই বললেন:

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ.

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ اللَّفْظُ لِمُسَدِّدٍ، وَيُؤَافِقُهُ أَبُو تَوْبَةَ فِي الْمَعْنَى، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي فَلَا يَكُونُ أَوْ رَدَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً، بَلْ رَوَاهُ عَنْهُمَا بِالْمَعْنَى، قَالَ وَهَذَا الْإِحْتِمَالُ يَقْرُبُ فِي قَوْلِ مُسْلِمٍ: الْمَعْنَى وَاحِدٌ. (فَإِنْ لَمْ يَقُلْ) تَقَارَبَا وَلَا شَبَهَهُ (فَلَا بَأْسَ بِهِ) أَيْضًا (عَلَى جَوَازِ الرَّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ قَدْ عَيَّبَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ غَيْرُهُ.

وَإِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ كِتَابًا (مُصَنَّفًا فَقَابَلَ نُسخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ) دُونَ الْبَاقِي (ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ) كُلِّهِمْ، (وَقَالَ اللَّفْظُ لِفُلَانٍ) الْمُقَابَلِ بِأَصْلِهِ، (فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ) كَالْأَوَّلِ، لِأَنَّ مَا أُوْرَدَهُ قَدْ سَمِعَهُ بِنَصِّهِ مِمَّنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ بِلَفْظِهِ، (وَ) يُحْتَمَلُ (مَنْعُهُ) لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِكَيْفِيَّةِ رَوَايَةِ الْآخَرِينَ حَتَّى يُخْبَرَ عَنْهَا، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَّهُ أَطْلَعَ فِيهِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْمَعْنَى، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَحَكَاهُ أَيْضًا الْعِرَاقِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا مِنَ الْإِحْتِمَالَيْنِ، وَقَالَ الْبُذُرِيُّ بُنْ جَمَاعَةٍ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوْيِيُّ يُحْتَمَلُ تَفْصِيلًا آخَرَ، وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى

-

[তাদরীবুর রাবী]

আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবুল আহওয়াস।

সম্ভাব্য যে এটি প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে শব্দ মুসাদ্দাদের হবে এবং আবু তাওবাহ অর্থের দিক থেকে তার সাথে একমত হবেন। এবং সম্ভাব্য যে এটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে তিনি তাদের দুজনের কারো নির্দিষ্ট শব্দ উল্লেখ করেননি, বরং তাদের দুজনের থেকে অর্থগতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই সম্ভাবনা মুসলিমের এই উক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: অর্থ এক।

(যদি সে না বলে) তারা কাছাকাছি বা অনুরূপ, (তাহলে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই)

অর্থগতভাবে বর্ণনা করার বৈধতার ভিত্তিতে, যদিও বুখারী বা অন্য কেউ এর নিন্দা করেছেন।

আর যখন সে একদল লোকের কাছ থেকে একটি সংকলিত গ্রন্থ শুনেছে এবং নিজের অনুলিপি

তাদের মধ্যে কারো মূল কপির সাথে মিলিয়েছে, অন্যদের মূল কপির সাথে নয়, (তারপর

তাদের সকলের থেকে এটি বর্ণনা করেছে এবং বলেছে যে, শব্দ সেই ব্যক্তির, যার মূল কপির

সাথে মিলানো হয়েছে), (তাহলে এটি বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে) যেমন প্রথম ক্ষেত্রে। কারণ সে যা উল্লেখ করেছে, তা শব্দগতভাবে তার কাছ থেকে শুনেছে, যে বলেছে যে এটি তার শব্দে। (এবং) (সম্ভাব্য) যে এটি নিষিদ্ধ হবে। কারণ অন্যদের বর্ণনার ধরণ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই যে, সে তাদের সম্পর্কে অবহিত করবে। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিপরীতে, কারণ সেখানে অর্থের সামঞ্জস্য সম্পর্কে সে অবগত হয়েছিল। ইবন আস-সালাহ এটি বলেছেন, এবং ইরাকীও এটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উভয় সম্ভাবনার কোনটিকেই প্রাধান্য দেননি। আর বদর ইবন জামা'আহ 'আল-মানহালুর রবী' গ্রন্থে বলেছেন যে, আরেকটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্ভব, আর তা হলো দেখা যে

(ص: 550) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّامِنُ:

لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ أَوْ صَفْتِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَهُ فَيَقُولَ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوْ الْفُلَانِيُّ، أَوْ يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ وَنَحْوَهُ. فَإِنْ ذَكَرَ شَيْخَهُ نَسَبَ شَيْخِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ثُمَّ اقْتَصَرَ فِي بَاقِي أَحَادِيثِ الْكِتَابِ عَلَى اسْمِهِ أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ فَقَدْ حَكَى الْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ رِوَايَتِهِ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مَفْصُولَةً عَنِ الْأَوَّلِ مُسْتَوْفِيًا نَسَبَ شَيْخِهِ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ: الْأَوَّلَى أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي ابْنُ فُلَانٍ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي شَيْخِي أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ حَدَّثَهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، وَاسْتَحَبَّهُ الْخَطِيبُ وَكُلُّهُ جَائِزٌ وَأَوْلَاهُ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوْ يَعْنِي ابْنُ فُلَانٍ، ثُمَّ قَوْلُهُ أَنَّ فُلَانَ بَنَ فُلَانَ، يَذْكُرُهُ بِكَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ.

[تدريب الراوي]

الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً بِأَحَادِيثَ مُسْتَقِلَّةً لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ تَفَاوُثُهَا فِي الْأَفَاطِ أَوْ لُغَاتٍ أَوْ اخْتِلَافٍ ضَبْطٍ جَازَ.

[الثَّامِنُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ أَوْ صِفَتِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّزَهُ]
 (الثَّامِنُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ) مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ، (أَوْ صِفَتِهِ)
 مُدْرَجًا ذَلِكَ حَيْثُ اقْتَصَرَ شَيْخُهُ عَلَى بَعْضِهِ، (إِلَّا أَنْ يُبَيِّزَهُ فَيَقُولُ) مَثَلًا (هُوَ ابْنُ
 فَلَانٍ، أَوْ الْفُلَانِيِّ، أَوْ يَعْنِي ابْنَ فَلَانٍ وَنَحْوَهُ) فَيَجُوزُ، فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ وَغَيْرُهُ.
 (فَإِنْ ذَكَرَ شَيْخَهُ نَسَبَ شَيْخِهِ) بِتِمَامِهِ (فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ثُمَّ اقْتَصَرَ فِي بَاقِي أَحَادِيثِ
 الْكِتَابِ عَلَى اسْمِهِ أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ، حَكَى الْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ رِوَايَتِهِ تِلْكَ
 الْأَحَادِيثَ مَفْصُولَةً عَنْ) الْحَدِيثِ (الْأَوَّلِ مُسْتَوْفِيًا نَسَبَ شَيْخِ شَيْخِهِ، وَ) حَكَى (عَنْ
 بَعْضِهِمْ) أَنَّ (الْأَوَّلَى) فِيهِ أَيْضًا (أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي ابْنَ فَلَانٍ، وَ) حَكَى (عَنْ عَلِيِّ بْنِ
 الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ) كَشَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيَّ الْحَافِظَ

অষ্টম:

নিজের শায়খ ব্যতীত অন্য কারো বংশপরিচয় বা গুণাবলি বৃদ্ধি করা তার জন্য জায়েজ নয়, তবে যদি সে তাকে স্বতন্ত্র করে দেয়, যেমন সে বলবে: 'তিনি অমুকের পুত্র', অথবা 'অমুক গোত্রীয়', অথবা 'এখানে অমুকের পুত্র উদ্দেশ্য' ইত্যাদি। যদি তার শায়খ প্রথম হাদীসে তার শায়খের পূর্ণ বংশ উল্লেখ করেন, অতঃপর কিতাবের অবশিষ্ট হাদীসসমূহে শুধু তার নাম অথবা তার বংশের কিছু অংশ উল্লেখ করেন, তাহলে খতীব (রহ.) অধিকাংশ উলামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথম হাদীস থেকে পৃথকভাবে সেই হাদীসগুলো বর্ণনা করা জায়েজ, যেখানে তার শায়খের শায়খের বংশ পূর্ণভাবে উল্লেখ থাকবে। আর তাদের কারো কারো মতে, উত্তম হলো সে বলবে: 'অর্থাৎ অমুকের পুত্র'। এবং আলী ইবনুল-মাদীনী (রহ.) ও অন্যান্যদের মতে সে বলবে: 'আমার শায়খ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, অমুক ইবনে অমুক তাকে বর্ণনা করেছেন'। এবং তাদের কারো কারো মতে, 'অমুক আমাদের অবহিত করেছেন, তিনি অমুকের পুত্র', আর খতীব (রহ.) এটিকে পছন্দনীয় বলেছেন। এবং এ সবগুলোই জায়েজ, তবে এর মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো 'তিনি অমুকের পুত্র' অথবা 'অর্থাৎ অমুকের পুত্র'। অতঃপর তার এই উক্তি যে, 'অমুক ইবনে অমুক' - সে এটিকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করবে, কোনো বিচ্ছেদ ছাড়াই।

-

[তাদরীবুর রাবী]

সূত্রগুলো; যদি স্বতন্ত্র হাদীসসমূহের দ্বারা ভিন্ন হয়, তাহলে জায়েজ নয়। আর যদি তাদের ভিন্নতা শব্দের, অথবা ভাষার, অথবা সংরক্ষণে পার্থক্যের কারণে হয়, তাহলে জায়েজ।

[অষ্টম: তার জন্য নিজের শায়খ ব্যতীত অন্য কারো বংশ বা গুণাবলি বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়, তবে যদি সে তাকে স্বতন্ত্র করে দেয়]

(অষ্টম: তার জন্য নিজের শায়খ ব্যতীত অন্য কারো বংশ বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়) ইসনাদের বর্ণনাকারীদের মধ্যে, (অথবা তার গুণাবলি) এভাবে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে তার শায়খ সেটির কিছু অংশে সীমাবদ্ধ ছিলেন, (তবে যদি সে তাকে স্বতন্ত্র করে দেয় এবং বলে) উদাহরণস্বরূপ, (তিনি অমুকের পুত্র', অথবা 'অমুক গোত্রীয়', অথবা 'এখানে অমুকের পুত্র উদ্দেশ্য' ইত্যাদি), তাহলে জায়েজ। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা এমনিটি করেছেন।

(যদি তার শায়খ তার শায়খের পূর্ণ বংশ উল্লেখ করেন) প্রথম হাদীসে (এবং কিতাবের অবশিষ্ট হাদীসসমূহে শুধু তার নাম অথবা তার বংশের কিছু অংশ উল্লেখ করেন, তাহলে খতীব (রহ.) অধিকাংশ উলামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথম) হাদীস (থেকে পৃথকভাবে সেই হাদীসগুলো বর্ণনা করা জায়েজ, যেখানে তার শায়খের শায়খের বংশ পূর্ণভাবে উল্লেখ থাকবে), (এবং) তাদের (কারো কারো উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন) যে, এক্ষেত্রেও (উত্তম হলো) (সে বলবে: 'অর্থাৎ অমুকের পুত্র'), (এবং) আলী ইবনুল-মাদীনী (রহ.) ও অন্যান্যদের (উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন), যেমন তার শায়খ আবু বকর আল-আসফাহানী আল-হাফিজ।

(ص: 551) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

التَّاسِعُ: جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ بَيْنَ رَجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا، وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ اللَّفْظُ بِهَا، وَإِذَا كَانَ فِيهِ قُرْئٌ عَلَى فُلَانٍ، أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ، فَلْيَقُلْ الْقَارِئُ فِي الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكَ فُلَانٌ، وَفِي الثَّانِي قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَإِذَا تَكَرَّرَ لَفْظُ قَالَ كَقَوْلِهِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَإِنَّهُمْ يَحْذِفُونَ أَحَدَهُمَا خَطًّا فَلْيَلْفِظْ بِهَا الْقَارِئُ. وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ قَالَ فِي هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ أخطأَ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّيَاحِ.

[تدريب الراوي]

أَنَّهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي شَيْخِي أَنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا حَدَّثَهُ، وَ) حَكَى (عَنْ بَعْضِهِمْ) أَنَّهُ يَقُولُ (أَنَا فُلَانٌ، هُوَ ابْنُ فُلَانٍ.

وَاسْتَحَبَّهُ) أَيُّ هَذَا الْأَخِيرِ (الْخَطِيبِ) لِأَنَّ لَفْظَ أَنَّ اسْتَعْمَلَهُمَا قَوْمٌ فِي الْإِجَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (وَكُلُّهُ جَائِزٌ وَأَوْلَاهُ) أَنْ يَقُولَ (هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوْ يَعْنِي ابْنُ فُلَانٍ) ثُمَّ بَعْدَهُ قَوْلُهُ (أَنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانًا) ثُمَّ بَعْدَهُ (أَنْ يَذْكُرَهُ بِكَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ).
تَنْبِيْهُ:

قَالَ فِي "الْإِقْتِرَاحِ": وَمِنَ الْمُنُوعِ أَيْضًا أَنْ يُزِيدَ تَارِيخَ السَّمَاعِ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، أَوْ يَقُولَ بِقِرَاءَةِ فُلَانٍ، أَوْ بِتَخْرِيجِ فُلَانٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

[التَّاسِعُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا اخْتِصَارًا وَيَنْبَغِي لِقَارِئِ اللَّفْظِ بِهَا]

(التَّاسِعُ: جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا) اخْتِصَارًا، (وَيَنْبَغِي لِقَارِئِ اللَّفْظِ بِهَا) ، عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ. وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ حَالِ الْقِرَاءَةِ.

التَّاسِعُ: সনদ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ‘قال’ (সে বলল) বা অনুরূপ শব্দ লিখিতভাবে বাদ দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। তবে পাঠকের জন্য তা মুখে উচ্চারণ করা উচিত। আর যদি তাতে (সনদে) থাকে ‘অমুকের উপর পঠিত হয়েছে, অমুক তোমাকে খবর দিয়েছেন’ অথবা ‘অমুকের উপর পঠিত হয়েছে, অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন’, তাহলে পাঠক যেন প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বলে ‘তাকে বলা হয়েছিল: অমুক তোমাকে খবর দিয়েছেন’ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলে ‘সে বলল: অমুক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন’। আর যদি ‘قال’ শব্দটি একাধিকবার আসে, যেমন ‘আমাদের কাছে সালিহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: শাহী বলেছেন’, তাহলে তারা লিখিতভাবে একটি বাদ দেয়, কিন্তু পাঠক যেন উভয়টিই উচ্চারণ করে। যদি পাঠক এসব ক্ষেত্রে ‘قال’ বাদ দেয়, তাহলে সে ভুল করল; যদিও বাহ্যত (মূল) শ্রবণ বিশুদ্ধই থাকে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

যে (রাবী) বলে: ‘আমার শায়খ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, অমূকের পুত্র অমুক তাকে বর্ণনা করেছেন’, এবং কারো কারো থেকে বর্ণিত যে, সে বলে: ‘আমি অমুক, সে অমূকের পুত্র’। আর খতীব (বাগদাদী) এই শেষোক্ত পদ্ধতিকে পছন্দ করেছেন; কারণ ‘আল্লা’ (ٱلْأَ) শব্দবন্ধের ব্যবহার একদল লোক ইজাযাত (বর্ণনার অনুমতি)-এর ক্ষেত্রে করত, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: (এসব পদ্ধতি) সবই জায়েজ (বৈধ), আর এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে বলবে ‘সে অমূকের পুত্র’ অথবা ‘অর্থাৎ অমূকের পুত্র’। তারপর তার এই উক্তি: ‘যে অমূকের পুত্র অমুক’। তারপর সে তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করবে কোনো বিচ্ছেদ ছাড়া।

সতর্কতা:

‘আল-ইজ্জিরাহ’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন: নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর মধ্যে এটিও রয়েছে যে, যদি শায়খ শ্রবণের তারিখ উল্লেখ না করেন, তবে তা যোগ করা, অথবা ‘অমূকের পাঠানুসারে’ বা ‘অমূকের তাখরীজ অনুসারে’ বলা, যেখানে তিনি তা উল্লেখ করেননি।

[নবম পরিচ্ছেদ: সনদ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ‘ٱلْأَ’ বা অনুরূপ শব্দ সংক্ষেপে লিখিতভাবে বাদ দেওয়ার প্রচলন রয়েছে এবং পাঠকের জন্য তা মুখে উচ্চারণ করা উচিত]

নবম পরিচ্ছেদ: সনদ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ‘ٱلْأَ’ (সে বলল) বা অনুরূপ শব্দ লিখিতভাবে বাদ দেওয়ার প্রচলন রয়েছে সংক্ষেপে, এবং পাঠকের জন্য তা মুখে উচ্চারণ করা উচিত – এটি ইবনুস সালাহ-এর উক্তি। পাঠ করার সময় এটি উল্লেখ করা অপরিহার্য।

(ص: 552) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

(وَإِذَا كَانَ فِيهِ قُرْبَى عَلَى فُلَانٍ، أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ قُرْبَى عَلَى فُلَانٍ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، فَلْيَقُلِ الْقَارِئُ فِي الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَكَ فُلَانٌ، وَفِي الثَّانِي قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُصَرِّحًا بِهِ خَطًّا، قُلْتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي قِرْأَتِكَ عَلَى فُلَانٍ قُلْتُ لَهُ أَخْبَرَكَ فُلَانٌ.

(وَإِذَا تَكَرَّرَ لَفْظُ قَالَ كَقَوْلِهِ) أَيُّ الْبُخَارِيِّ (حَدَّثَنَا صَالِحٌ) بُنْ حَيَّانَ (قَالَ: قَالَ) عَامِرٌ (الشَّعْبِيُّ فَإِنَّهُمْ يَحْذِفُونَ أَحَدَهُمَا خَطًّا) ، وَهِيَ الْأَوَّلَى فِيمَا يَظْهَرُ (فَلْيَلْفِظْ بِهِمَا الْقَارِئُ) جَمِيعًا.

قَالَ الْمُصَنِّفُ مِنْ زِيَادَتِهِ: (وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ قَالَ فِي هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّيِّعِ لِأَنَّ حَذْفَ الْقَوْلِ جَائِزٌ اخْتِصَارًا، جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَيْضًا فِي فَتَاوِيهِ مُعَبَّرًا بِالْأَظْهَرِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ الْعَلَّامَةُ شَهَابُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّطِيفِ ابْنُ الْمُرَحَّلِ يُنْكِرُ اشْتِرَاطَ الْمُحَدِّثِينَ لِلتَّلَفُّظِ بِقَالَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَدِ، وَمَا أَدْرَى مَا وَجْهُ

-

[তা’দরীবুর রাবী]

(আর যদি তাতে এমন লেখা থাকে যে, ‘অমুকের নিকট পাঠ করা হলো, অমুক আপনাকে সংবাদ দিলেন’ অথবা ‘অমুকের নিকট পাঠ করা হলো, অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন’, তাহলে পাঠক প্রথম ক্ষেত্রে বলবে, ‘তাকে বলা হলো: অমুক আপনাকে সংবাদ দিলেন’, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলবে, ‘তিনি বললেন: অমুক আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন’।)

ইবনুস সালাহ বলেছেন: ‘আর এটি সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে এসেছে।’ আমি (সুযুতী) বলি: এবং উচিত হলো যে, ‘আমি অমুকের নিকট পাঠ করেছি’ এর ক্ষেত্রে বলা হবে, ‘আমি তাকে বললাম: অমুক আপনাকে খবর দিলেন’।

(আর যখন ‘ক্বালা’ (قال) শব্দটি পুনরাবৃত্ত হয়, যেমন বুখারীর উক্তি: ‘সালেহ ইবনু হাইয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন: আমার আশ-শাবী বললেন’, তখন গ্রন্থকাররা সে দুটোর একটিকে লিখিতভাবে বাদ দেন। আর এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তবে পাঠক উভয়টিই উচ্চারণ করবে।)

গ্রন্থকার তার সংযোজন হিসেবে বলেছেন: (আর যদি পাঠক এই সব ক্ষেত্রে ‘ক্বালা’ (قال) শব্দটি বাদ দেয়, তবে সে ভুল করল। তবে বাহ্যত শ্রবণ সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়; কারণ

সংক্ষিপ্তকরণের জন্য ‘বলা’ (قول) শব্দ বাদ দেওয়া জায়েজ, মহান কুরআনও এ পদ্ধতি নিয়ে এসেছে। ইবনুস সালাহও তার ফাতাওয়াতে ‘অধিক স্পষ্ট’ (الأظهر) শব্দটি ব্যবহার করে অনুরূপ বলেছেন।)

আল-ইরাকী বলেছেন: ‘আর আরবী ভাষার কিছু ইমাম ছিলেন, যেমন আল্লামা শিহাবুদ দ্বীন আব্দুল লাতীফ ইবনুল মুরাহহাল, তিনি মুহাদ্দিসীনদের দ্বারা সনদের মাঝে ‘ক্বালা’ (قال) শব্দটি উচ্চারণের শর্তারোপকে অস্বীকার করতেন। আর আমি জানি না এর কারণ কী...

(ص: 553) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْعَاشِرُ: النَّسْخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَبِهَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كُنُسَخَةِ هَبَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْهُمْ مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ وَهُوَ أَحْوْطُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ، أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ.

فَمَنْ سَمِعَ هَكَذَا فَأَرَادَ رِوَايَةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ بِإِسْنَادِهِ جَازَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَمَنْعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايْنِيُّ وَغَيْرُهُ. فَعَلَى هَذَا طَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ كَقَوْلِ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَبَّامٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَكَذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ، وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضِ الْإِسْنَادِ آخِرَ الْكِتَابِ فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا وَإِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا.

[تدريب الراوي]

إِنْكَارُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ كَلَامِي الْمُتَكَلِّمِينَ لِلتَّيْسِيرِ بَيْنَهُمَا، وَحَيْثُ لَمْ يُفْصَلْ فَهُوَ مُضْمَرٌ، وَالْإِضْمَارُ خِلَافُ الْأَصْلِ.

قُلْتُ: وَجْهُ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ ; لِأَنَّ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا بِمَعْنَى قَالَ لَنَا، إِذْ حَدَّثَ بِمَعْنَى قَالَ، وَنَا بِمَعْنَى لَنَا، فَقَوْلُهُ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ، مَعْنَاهُ: قَالَ لَنَا فُلَانٌ، قَالَ لَنَا فُلَانٌ، وَهَذَا وَاضِحٌ لَا إِشْكَالَ فِيهِ.

وَقَدْ ظَهَرَ لِي هَذَا الْجَوَابُ وَأَنَا فِي أَوَائِلِ الطَّلَبِ فَعَرَضْتُهِ لِبَعْضِ الْمُدَرِّسِينَ فَلَمْ يَهْتَدِ لِفَهْمِهِ لِجَهْلِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدَ نَحْوِ عَشْرِ سِنِينَ مَنْقُولًا عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْصُرُ هَذَا الْقَوْلَ وَيُرْجِّحُهُ، ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ بِخَطِّهِ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

تَنْبِيْهُ:

مِمَّا يُحَذَفُ فِي الْخَطِّ أَيْضًا لَا فِي اللَّفْظِ، لَفْظُ " أَنَّهُ " كَحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ: لَفْظُ أَنَّهُ يُحَذَفُ فِي الْخَطِّ عُرْفًا.

[الْعَاشِرُ النَّسخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَبِهَةُ عَلَى أَحَادِيثٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ]

(الْعَاشِرُ: النَّسخُ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَبِهَةُ عَلَى أَحَادِيثٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كُنُسَخَةِ هَبَّامٍ) ابْنُ مُنَبِّهِ، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّازِقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ.

দশম: একক সনদবিশিষ্ট হাদীসসমৃদ্ধ পান্ডুলিপি ও অংশসমূহ যেমন হাম্মামের আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত পান্ডুলিপি। তাদের মধ্যে কেউ প্রতিটি হাদীসের শুরুতে সনদ নতুন করে উল্লেখ করেন, আর এটিই অধিক সতর্কতা। আর তাদের মধ্যে কেউ প্রথম হাদীসে অথবা প্রতিটি মজলিসের শুরুতে তা দ্বারা যথেষ্ট মনে করেন এবং বাকিগুলো এর উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেন, প্রতিটি হাদীসে 'ওই একই সনদ দ্বারা' বা 'এবং এর দ্বারা' বলে থাকেন, আর এটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি এভাবে শুনেছেন এবং প্রথমটি ব্যতীত অন্য হাদীসগুলোও সেই সনদ দ্বারা বর্ণনা করতে চান, অধিকাংশের মতে তা জায়েজ। তবে আবু ইসহাক ইসফারায়িনী ও অন্যান্যরা তা নিষেধ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তার পদ্ধতি হলো স্পষ্ট করে বলা, যেমন মুসলিমের উক্তি: 'আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ইবনে রাফি' বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, আমাকে মা'মার হাম্মাম থেকে (বর্ণনা করেছেন), তিনি বলেন:

'এটি তা যা আমাদের কাছে আবু হুরায়রাহ বর্ণনা করেছেন', এবং তিনি (মুসলিম) সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «তোমাদের কারো জান্নাতে সর্বনিম্ন স্থান হবে...» এবং হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অনেক গ্রন্থকারও এমনই করেছেন। আর কিতাবের শেষে সনদের কিছু অংশ পুনরাবৃত্তি করা এই মতানৈক্য দূর করে না, তবে এটি সতর্কতা এবং সর্বোচ্চ প্রকারের ব্যাপক ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) প্রদান করে।

-

[তাদ্রিবুর রাবী]

এর অস্বীকৃতি; কারণ মূলনীতি হলো দুই বক্তার কথার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সেগুলোকে পৃথক করা। আর যেখানে পৃথক করা হয়নি, সেখানে তা সুগু থাকে, এবং সুগু রাখা মূলনীতির পরিপন্থী।

আমি বলি: এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট; কারণ 'আখবারানা' (আমাদেরকে জানিয়েছেন) এবং 'হাদাসানা' (আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন) শব্দ দুটি 'ক্বালা লানা' (তিনি আমাদেরকে বলেছেন) অর্থ বহন করে। যখন 'হাদাসা' মানে 'ক্বালা' (বলেছেন), এবং 'না' মানে 'লানা' (আমাদেরকে), তখন তার উক্তি: 'হাদাসানা অমুক, হাদাসানা অমুক' এর অর্থ দাঁড়ায়: 'অমুক আমাদেরকে বলেছেন, অমুক আমাদেরকে বলেছেন', আর এটি স্পষ্ট, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই।

এই উত্তরটি আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছিল যখন আমি প্রাথমিক ছাত্র ছিলাম, তখন আমি এটি কিছু শিক্ষককে দেখিয়েছিলাম কিন্তু তারা আরবি বিষয়ে তাদের অজ্ঞতার কারণে তা বুঝতে পারেননি। তারপর প্রায় দশ বছর পর আমি এটি শাইখুল ইসলামের পক্ষ থেকে বর্ণিত দেখতে পেলাম, এবং তিনি এই মতকে সমর্থন ও প্রাধান্য দিতেন। এরপর আমি তার স্বহস্তে লিখিতভাবে এটি পেয়েছি। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহর।

সতর্কীকরণ:

লিখিত আকারেও যা বাদ দেওয়া হয়, তবে উচ্চারণে নয়, তা হলো "আল্লাহু" (যে সে) শব্দটি। যেমন বুখারীর হাদীসে আতা ইবনে আবি মায়মুনা থেকে বর্ণিত: আনাস ইবনে মালিক শুনেছেন, অর্থাৎ 'যে সে শুনেছেন'। ইবনে হাজার তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "আল্লাহু" শব্দটি লিখিতভাবে প্রথাগতভাবে বাদ দেওয়া হয়।

[দশম: একক সনদবিশিষ্ট হাদীসসমৃদ্ধ পান্ডুলিপি ও অংশসমূহ]

(দশম: একক সনদবিশিষ্ট হাদীসসমৃদ্ধ পান্ডুলিপি ও অংশসমূহ, যেমন হাম্মামের) ইবনে মুনায্জিহ, (আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে) আবদুর রাযযাক কর্তৃক মা'মার থেকে, তিনি তার থেকে (বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 554) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

[تدريب الراوي]

(مِنْهُمْ: مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ) فَيَذْكُرُهُ (أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ) مِنْهَا، (وَهُوَ أَحَوْطُ) وَأَكْثَرُ مَا يُوجَدُ فِي الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ، وَأَوْجَبُهُ بَعْضُهُمْ.

(وَمِنْهُمْ: مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ) مِنْهَا، (أَوْ أَوَّلِ كُلِّ مَجْلِسٍ) مِنْ سَمَاعِهَا، (وَيَذَرُجُ الْبَاقِي عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ) بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، (وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ وَهُوَ الْأَغْلَبُ) الْأَكْثَرُ.

(فَمَنْ سَمِعَ هَكَذَا فَأَرَادَ رَوَايَةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ) مُفْرَدًا عَنْهُ (بِإِسْنَادِهِ جَازَ) لَهُ ذَلِكَ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) مِنْهُمْ وَكَيْفُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَالْإِسْبَاعِيُّ; لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ لَهُ حُكْمُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِمَثَابَةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي أَبْوَابِ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ.

(وَمَنْعَهُ) الْأُسْتَاذُ (أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايْنِيُّ، وَغَيْرُهُ) كَبَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ رَأَوْا ذَلِكَ تَدْلِيلًا.

(فَعَلَى هَذَا طَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ) وَيَحْكِيَ ذَلِكَ، وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ أَحْسَنُ، (كَقَوْلِ مُسْلِمٍ) فِي الرَّوَايَةِ مِنْ نُسخَةِ هَبَّامٍ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَبَّامٍ) بْنِ مُنْبِهِ - بِكُسْرِ الْمُوحِدَةِ الْمَشْدَدَةِ - (قَالَ: هَذَا مَا

-

[তারীবুর রাবী]

(তাদের মধ্যে কেউ কেউ সনদকে নতুন করে উল্লেখ করেন) এবং তা (প্রত্যেক হাদীসের শুরুতে) উল্লেখ করেন। (আর এটিই অধিক সতর্কতাপূর্ণ) এবং প্রাচীন মূল গ্রন্থসমূহে এটিই অধিক পাওয়া যায়। কেউ কেউ এটিকে ওয়াজিবও বলেছেন।

(আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম হাদীসের শুরুতে) অথবা (শ্রবণের প্রতিটি মজলিসের শুরুতে) তা দ্বারা যথেষ্ট মনে করেন, (এবং প্রথম হাদীসের পর প্রত্যেক হাদীসে এই বলে বাকিগুলোকে তার উপর সংযুক্ত করেন) যে, (এবং সনদ দ্বারা, অথবা এর দ্বারাই। আর এটিই অধিক প্রচলিত) এবং বেশি।

(সুতরাং যে ব্যক্তি এভাবে শুনেছে এবং প্রথমটি ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস বর্ণনা করতে চেয়েছে), তা থেকে পৃথকভাবে, (তার সনদের সাথে, তা জায়েজ) তার জন্য (অধিকাংশের মতে), তাদের মধ্যে ওয়াকী', ইবনে মা'ইন, ও আল-ইসমাঈলী রয়েছেন; কারণ সংযুক্ত বস্তুর বিধান, যার উপর সংযুক্ত করা হয়েছে তার বিধানের অনুরূপ। আর এটি একটি একক মতনকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করার সমতুল্য, যার সনদ তার শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে।

(এবং উস্তাদ আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনী এবং অন্যান্যরা) এটিকে (নিষেধ করেছেন), যেমন কিছু আহলে হাদীস যারা এটিকে তাদলিস (ছলনা) হিসেবে দেখেছেন।

(সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী, তার পদ্ধতি হলো স্পষ্ট করা) এবং তা বর্ণনা করা, আর প্রথমটির উপর এটি উত্তম, (যেমন মুসলিমের উক্তি) হাম্মামের অনুলিপি থেকে বর্ণনায়: (আমাদের কাছে মুহাম্মদ ইবনে রাফি বর্ণনা করেছেন, আমাদের কাছে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে মা'মার বর্ণনা করেছেন, হাম্মাম) ইবনু মুনাঈহ - (মুওয়াহহাদাতে তাশদীদ ও কাসরা সহকারে) - (থেকে, তিনি বললেন: এটি তা...

(ص: 555) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ» الْحَدِيثَ، وَاطَّرَدَ لِمُسْلِمٍ ذَلِكَ، (وَكَذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنْ

الْمُؤَلِّفِينَ) ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْلُكْ قَاعِدَةً مُطَرِّدَةً فَتَارَةً يَذْكُرُ أَوَّلَ حَدِيثٍ فِي النُّسخَةِ، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ الَّذِي يُسَاقُ الْإِسْنَادُ لِأَجْلِهِ.

كَقَوْلِهِ فِي الطَّهَّارَةِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ» ، وَقَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ» ، الْحَدِيثُ.

فَأَشْكَلَ عَلَى قَوْمٍ ذِكْرُهُ «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ» فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ، وَتَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَهُ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ.

(وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضِ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ (الْإِسْنَادَ آخِرَ الْكِتَابِ) ، أَوْ الْجُزْءِ (فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ) الَّذِي يَمْنَعُ إِفْرَادَ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا، لِكُونِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِوَاحِدٍ مِنْهَا.

(إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا، وَ) يَتَضَمَّنُ (إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا) .

[তাদরীবুর রাবী]

আবু হুরায়রা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «তোমাদের কারো জন্য জান্নাতে সর্বনিম্ন যে স্থান...» (পুরো হাদিস)। আর ইমাম মুসলিমের জন্য তা ধারাবাহিক ছিল। (অনেক লেখকও এমনটি করেছেন)। কিন্তু ইমাম বুখারী একটি ধারাবাহিক নীতি অনুসরণ করেননি। ফলে কখনো তিনি পান্ডুলিপির প্রথম হাদিসটি উল্লেখ করেন এবং তার উপর সেই হাদিসটিকে সংযুক্ত করেন যার জন্য সনদ বর্ণনা করা হচ্ছে।

যেমন তার তাহরাত (পবিত্রতা) অধ্যায়ে উক্তি: আবু ইয়ামান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, শুয়াইব (বলেছেন), আবু যিনাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আল-আ'রাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাকে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: «আমরাই শেষ, আমরাই অগ্রগামী»। এবং তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলেছেন: «তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে প্রস্রাব না করে», (পুরো) হাদিস।

কিছু লোকের কাছে এই অধ্যায়ে «আমরাই শেষ, আমরাই অগ্রগামী» হাদিসটি উল্লেখ করাটা অস্পষ্ট মনে হয়েছে, অথচ তার উদ্দেশ্য কেবল তা-ই যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর কখনো তিনি কেবল সেই হাদিসটির উপরই সীমাবদ্ধ থাকেন যা তিনি চান। যেন তিনি এটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে উভয় পদ্ধতিই জায়েজ।

(আর কিছু) মুহাদ্দিস কর্তৃক (কিতাব) বা জুয'য়ের (শেষে সনদ পুনঃউল্লেখের বিষয়টি) সেই (মতবিরোধ দূর করে না) যা প্রতিটি হাদিসকে তার বর্ণনার সময় সেই নির্দিষ্ট সনদ দ্বারা এককভাবে উল্লেখ করা থেকে বিরত রাখে, কারণ তা (পুনঃউল্লেখিত সনদ) সেগুলোর (হাদিসগুলোর) কোনোটির সাথেই সরাসরি যুক্ত থাকে না।

(তবে এটি একটি সতর্কতা প্রদান করে, এবং) (তার সর্বোচ্চ প্রকারের একটি ব্যাপক ইজাযাহ (অনুমতি) অন্তর্ভুক্ত করে)।

(ص: 556) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الْحَادِي عَشَرَ: إِذَا قَدَّمَ الْمَتْنَ كَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، أَوِ الْمَتْنَ وَآخَرَ
الْإِسْنَادَ كَرَوَى نَافِعٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، ثُمَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا بِهِ فُلَانٌ
عَنْ فُلَانٍ حَتَّى يَتَّصِلَ صَحَّ وَكَانَ مُتَّصِلًا، فَلَوْ أَرَادَ مَنْ سَبَعَهُ هَكَذَا تَقْدِيمَ جَمِيعِ
الْإِسْنَادِ فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ، وَيَنْبَغِي فِيهِ خِلَافٌ كَتَقْدِيمِ بَعْضِ الْمَتْنِ عَلَى بَعْضِ بِنَاءٍ عَلَى
مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَلَوْ رَوَى حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ثُمَّ أَتْبَعَهُ إِسْنَادًا قَالَ فِي آخِرِهِ مِثْلَهُ
فَأَرَادَ السَّامِعُ رِوَايَةَ الْمَتْنِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي فَلَا ظَهَرَ مَنْعُهُ، وَهُوَ قَوْلُ شُعْبَةَ، وَأَجَازَهُ
الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ مَعِينٍ إِذَا كَانَ مُتَحَفِّظًا مُبَيِّنًا بَيْنَ الْأَلْفَاظِ، وَكَانَ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ إِذَا
رَوَى أَحَدُهُمْ مِثْلَ هَذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ مِثْنُهُ كَذَا، وَاخْتَارَ
الْخَطِيبُ هَذَا، وَأَمَّا إِذَا قَالَ نَحْوَهُ فَأَجَازَهُ الثَّوْرِيُّ، وَمَنْعَهُ شُعْبَةُ، وَابْنُ مَعِينٍ.
قَالَ الْخَطِيبُ: فَرَّقَ ابْنُ مَعِينٍ بَيْنَ (مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ) يَصِحُّ عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، فَأَمَّا
عَلَى جَوَازِهَا فَلَا فَرْقَ، قَالَ الْحَاكِمُ: يَلْزَمُ الْحَدِيثِيُّ مِنَ الْإِثْقَانِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ (مِثْلِهِ
وَنَحْوِهِ) فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَقُولَ مِثْلَهُ إِلَّا إِذَا اتَّفَقَا فِي اللَّفْظِ وَيَحِلُّ نَحْوُهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَاهُ.

[تدريب الراوي]

قُلْتُ: وَيُفِيدُ سَمَاعَهُ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُ أَوَّلًا.

[الْحَادِي عَشَرَ إِذَا قَدَّمَ الرَّاوي الْمَتْنَ عَلَى الْإِسْنَادِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْإِسْنَادَ بَعْدَهُ أَوْ الْمَتْنَ
وَأَخَّرَ الْإِسْنَادَ]

(الْحَادِي عَشَرَ: إِذَا قَدَّمَ الرَّاوي (الْمَتْنَ) عَلَى الْإِسْنَادِ (كَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا) ثُمَّ يَذْكُرُ الْإِسْنَادَ بَعْدَهُ (أَوْ الْمَتْنَ، وَأَخَّرَ الْإِسْنَادَ) مِنْ أَعْلَى، (كَرَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا بِهِ فُلَانٌ، عَنْ فُلَانٍ حَتَّى يَتَّصِلَ) بِمَا قَدَّمَهُ (صَحَّ، وَكَانَ مُتَّصِلًا).
فَلَوْ أَرَادَ مَنْ سَمِعَهُ هَكَذَا تَقْدِيمَ جَمِيعِ الْإِسْنَادِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَذْكُرَ الْمَتْنَ (فَجَوَزَهُ بَعْضُهُمْ) أَيُّ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْإِرْشَادِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَيَنْبَغِي) أَنْ يَكُونَ (فِيهِ خِلَافٌ، كَتَقْدِيمِ بَعْضِ الْمَتْنِ عَلَى بَعْضٍ) أَيُّ كَالْخِلَافِ فِيهِ، فَإِنَّ الْخَطِيبَ حَكَى فِيهِ الْمَنْعَ (بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى) وَالْجَوَازِ عَلَى جَوَازِهَا.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا التَّخْرِيجُ مَنْوَعٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ تَقْدِيمَ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ عَلَى بَعْضٍ

একাদশতম: যখন মূল পাঠ (মাতন) আগে উল্লেখ করা হয়, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলেছেন, অথবা মূল পাঠ (মাতন) আগে উল্লেখ করে সনদ (ইসনাদ) পরে রাখা হয়, যেমন নাফি‘ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন বর্ণনা করেছেন, অতঃপর সে বলে, অমুক অমুক থেকে এটি আমাদের অবহিত করেছেন যতক্ষণ না তা সংযুক্ত হয় – তবে তা সহীহ এবং মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) হবে। যদি কেউ এভাবে শুনে সম্পূর্ণ সনদকে (ইসনাদ) আগে উল্লেখ করতে চায়, তাহলে কিছু উলামা তা জায়েজ (বৈধ) বলেছেন। এবং এতে মতভেদ থাকা উচিত, যেমন মূল পাঠের (মাতন) কিছু অংশ অন্য অংশের আগে

উল্লেখ করার ক্ষেত্রে, যা অর্থানুসারে বর্ণনা (রিওয়ায়াত বিল-মা'না) নিষিদ্ধ হওয়ার নীতির ওপর ভিত্তি করে। আর যদি সে একটি হাদীস একটি সনদসহ বর্ণনা করে, অতঃপর তার পেছনে আরেকটি সনদ উল্লেখ করে তার শেষে 'এর মতো' (মিছলুহু) বলে, আর শ্রোতা যদি দ্বিতীয় সনদ দ্বারা মূল পাঠ (মাতন) বর্ণনা করতে চায়, তাহলে স্পষ্টতর মত হলো তা নিষিদ্ধ। এটি শু'বার মত। আর সাওরী ও ইবনু মা'ঈন এটি জায়েজ বলেছেন, যখন বর্ণনাকারী সতর্ক ও শব্দসমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হন। এবং একদল উলামা ছিলেন, যখন তাদের কেউ এমন কিছু বর্ণনা করতেন, তখন সনদ (ইসনাদ) উল্লেখ করে বলতেন: “এর পূর্বের হাদীসের মতো, যার মূল পাঠ (মাতন) এই রকম।” খতীব এটিই গ্রহণ করেছেন। আর যদি 'এর সদৃশ' (নাহুহু) বলে, তাহলে সাওরী তা জায়েজ বলেছেন, এবং শু'বা ও ইবনু মা'ঈন তা নিষিদ্ধ করেছেন।

খতীব বলেছেন: ইবনু মা'ঈন 'মিছলুহু' (এর মতো) এবং 'নাহুহু' (এর সদৃশ) এর মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, তা অর্থানুসারে বর্ণনা নিষিদ্ধ হওয়ার নীতির ওপর সঠিক। কিন্তু তা জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। হাকিম বলেছেন: হাদীস বিশারদের জন্য নির্ভুলতার খাতিরে 'মিছলুহু' (এর মতো) এবং 'নাহুহু' (এর সদৃশ) এর মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। সুতরাং, 'মিছলুহু' (এর মতো) বলা জায়েজ নয়, যদি না দুটি শব্দে একমত হয়। আর 'নাহুহু' (এর সদৃশ) বলা জায়েজ, যখন তা অর্থে একমত হয়।

[তারীবুর রাবি]

আমি বলি: এবং এটি তার জন্য শ্রবণযোগ্যতার উপকারিতা দেয় যে প্রথমে তা শোনেনি।

[একাদশতম: যখন বর্ণনাকারী মূল পাঠ (মাতন) সনদের (ইসনাদ) উপর আগে উল্লেখ করে, অতঃপর সনদ (ইসনাদ) পরে বর্ণনা করে, অথবা মূল পাঠ (মাতন) আগে উল্লেখ করে এবং সনদ (ইসনাদ) পরে উল্লেখ করে]

(একাদশতম: যখন) বর্ণনাকারী (মূল পাঠ/মাতন) সনদের (ইসনাদ) উপর (আগে উল্লেখ করে), (যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন), অতঃপর তার পরে সনদ (ইসনাদ) উল্লেখ করে, (অথবা মূল পাঠ (মাতন), এবং সনদ (ইসনাদ) উপর থেকে পিছিয়ে দেয়), (যেমন নাফি' ইবনু উমার থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন বর্ণনা করেছেন, অতঃপর সে বলে: অমুক অমুক থেকে এটি আমাদের অবহিত

করেছেন যতক্ষণ না তা সংযুক্ত হয়) যা সে আগে উল্লেখ করেছে তার সাথে – (তা সহীহ এবং মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) হবে)।

যদি কেউ এভাবে শুনে সম্পূর্ণ সনদকে (ইসনাদ) আগে উল্লেখ করতে চায়) এই পদ্ধতিতে যে, প্রথমে সেটি দিয়ে শুরু করবে অতঃপর মূল পাঠ (মাতন) উল্লেখ করবে – (তাহলে কিছু উলামা তা জায়েজ (বৈধ) বলেছেন), অর্থাৎ পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদগণ। মুসান্নিফ 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে বলেছেন: এবং এটিই বিশুদ্ধ মত।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: (এবং এতে মতভেদ থাকা উচিত, যেমন মূল পাঠের (মাতন) কিছু অংশ অন্য অংশের আগে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে), অর্থাৎ এর মতবিরোধের মতো। কারণ খতীব এতে নিষেধের কথা উল্লেখ করেছেন (অর্থানুসারে বর্ণনা (রিওয়ায়াত বিল-মা'না) নিষিদ্ধ হওয়ার নীতির ওপর ভিত্তি করে) এবং এর বৈধতার ওপর বৈধতা।

বুলক্বীনী বলেছেন: এবং এই তাখরীয (উপস্থাপন/অনুমান) নিষিদ্ধ। এবং পার্থক্য হলো যে, কিছু শব্দ অন্য শব্দের আগে উল্লেখ করা

(ص: 557) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ فِي الْعَطْفِ وَعَوْدِ الضَّبِيرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ
السَّنَدِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، فَلِذَلِكَ جَازَ فِيهِ وَلَمْ يَتَخَرَّجْ عَلَى الْخِلَافِ. انْتَهَى.
قُلْتُ: وَالْمَسْأَلَةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهَا أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ، وَلَمْ يُفْرِدْهَا بِالْكَلَامِ
عَلَيْهَا وَقَدْ عَقَدَ الرَّامَهُزْمِيُّ لِذَلِكَ بَابًا، فَحَكَى عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَعَبِيدَةَ
وَأَبِرَاهِيمَ وَأَبِي نَضْرَةَ الْجَوَازَ إِذَا لَمْ يُغَيِّرِ الْمَعْنَى.
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَدِّمِ ارْتِبَاطًا بِالْمَوْخَرِ.
فَأَيَّدَهُ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: تَقْدِيمُ الْحَدِيثِ عَلَى السَّنَدِ يَقَعُ لِابْنِ خُزَيْمَةَ إِذَا كَانَ فِي
السَّنَدِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ فَيُبْتَدَأُ بِهِ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ يُذَكَّرُ السَّنَدُ.

قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِأَنَّ مَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ لَا يَكُونُ فِي حِلٍّ مِنْهُ.
فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ هَذَا، وَلَوْ جَوَّزْنَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى.
(وَلَوْ رَوَى حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ لَهُ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ)، وَحَذَفَ مِنْهُ أَحَالَهُ عَلَى الْمَثْنِ
الْأَوَّلِ، (وَقَالَ فِي آخِرِهِ مِثْلَهُ فَأَرَادَ السَّامِعُ) لِذَلِكَ مِنْهُ (رِوَايَةُ الْمَثْنِ) الْأَوَّلِ (بِالْإِسْنَادِ
الثَّانِي) فَقَطَّ، (فَالْأَظْهَرُ مَنْعُهُ، وَهُوَ قَوْلُ شُعْبَةَ،

[তাদরিবুর রাবী]

যা উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন ঘটায়, যেমন আত্ব (যুক্তিগত সংযোগ) ও দমীর (সর্বনাম)-এর প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এর ব্যতিক্রম হলো সম্পূর্ণ সনদ বা এর কিছু অংশকে আগে উল্লেখ করা। তাই এ ক্ষেত্রে (সনদকে আগে উল্লেখ করা) জায়েজ এবং এ নিয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। সমাপ্ত।

আমি বলি: এবং এই মাসআলা যার উপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়েছে, মুসান্নিফ ইবনুস সালাহ-এর মতো ব্যক্তির এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু এটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করেননি। তবে রামাহুরমুযী এ ব্যাপারে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি হাসান, শাবী, উবাইদা, ইবরাহীম এবং আবু নাদরা থেকে এর বৈধতা বর্ণনা করেছেন, যদি অর্থ পরিবর্তন না হয়।

মুসান্নিফ বলেছেন: এটি সুনির্দিষ্টভাবে বলা উচিত যখন অগ্রে উল্লিখিত বস্তুর সাথে পরে উল্লিখিত বস্তুর কোনো সম্পর্ক না থাকে।

উপকারিতা: শাইখুল ইসলাম বলেছেন: ইবনু খুযাইমাহ-এর ক্ষেত্রে সনদের উপর হাদিসকে অগ্রগণ্য করা হয় যখন সনদে এমন কেউ থাকেন যার সম্পর্কে আপত্তি আছে, তখন হাদিস দিয়ে শুরু করা হয়, অতঃপর সমাপ্তির পর সনদ উল্লেখ করা হয়।

তিনি (শাইখুল ইসলাম) বলেছেন: ইবনু খুযাইমাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এর ভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করবে সে তার (ইবনু খুযাইমাহ-এর) পক্ষ থেকে দায়মুক্ত হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় এটি (এই পদ্ধতি) নিষিদ্ধ করা উচিত, এমনকি যদি আমরা 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' (অর্থ অনুসারে বর্ণনা) জায়েজ বলি।

(যদি কোনো ব্যক্তি একটি হাদিসকে তার একটি সনদ সহ বর্ণনা করে), (তারপর এটিকে অন্য একটি সনদ সহ অনুসরণ করে), এবং এর মাতন (মূল পাঠ) حذف করে প্রথম মাতনের দিকে ইশারা করে, (এবং এর শেষে বলে: 'এরকমই') তাহলে শ্রোতা যদি তার কাছ থেকে প্রথম মাতনটিকে শুধুমাত্র দ্বিতীয় সনদ সহ বর্ণনা করতে চায়, (তাহলে এর নিষেধ করাটাই অধিক সুস্পষ্ট, এবং এটি শু'বাহ-এর উক্তি,

(ص: 558) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

.....

-

[تدريب الراوي]

وَأَجَازُهُ سُفْيَانُ (الثَّوْرِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ إِذَا كَانَ) الرَّاوي (مُتَحَفِّظًا) ضَابِطًا (مُبَيِّرًا بَيْنَ
الْأَلْفَافِ) وَمَعْنَاهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

(وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِذَا رَوَى أَحَدُهُمْ مِثْلَ هَذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ ثُمَّ قَالَ: مِثْلَ
حَدِيثٍ قَبْلَهُ مِثْلُهُ كَذَا، وَاخْتَارَ الْخَطِيبُ هَذَا.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ نَحْوَهُ فَأَجَازُهُ الثَّوْرِيُّ) أَيْضًا كَمِثْلِهِ، (وَمَنْعَهُ شُعْبَةُ) وَقَالَ: هُوَ شَكٌّ، بَلْ هُوَ
أَوَّلَى مِنَ الْمَنْعِ فِي مِثْلِهِ، (وَابْنُ مَعِينٍ) أَيْضًا وَإِنْ جَوَّزَهُ فِي مِثْلِهِ.

(قَالَ الْخَطِيبُ: فَرَّقَ ابْنُ مَعِينٍ بَيْنَ مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ يَصِحُّ عَلَى مَنْعِ الرَّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، فَأَمَّا
عَلَى جَوَازِهَا فَلَا فَرْقَ قَالَ الْحَاكِمُ:) إِنَّ مِمَّا (يَلْزَمُ الْحَدِيثِيَّ مِنَ) الضَّبْطِ، وَ (الِاتِّقَانِ
أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَقُولَ مِثْلُهُ إِلَّا إِذَا) عَلِمَ أَنَّهَا (اتَّفَقَا فِي
اللَّفْظِ وَيَحِلُّ) أَنْ

-

[তাদরিবুর রাবী]

সুফিয়ান (আস-সাওরী এবং ইবনে মাঈন এটিকে অনুমোদিত বলেছেন, যদি) রাবী (সতর্ক) ও নির্ভুল হন (এবং শব্দাবলী ও তাদের অর্থের মধ্যে) পার্থক্য করতে সক্ষম হন। যদি এমনটি না হয়, [তবে এটি অনুমোদিত নয়]।

(এবং একদল উলামা ছিলেন, যখন তাদের কেউ এমনটি বর্ণনা করতেন, তখন তিনি ইসনাদ উল্লেখ করে বলতেন: এর পূর্ববর্তী হাদিসের অনুরূপ, যার মতন এইরকম। আর খতীব এটিই গ্রহণ করেছেন।)

আর যখন কেউ ‘এর প্রায় একই’ (নাহ্লাহ) বলেন, তখন সাওরী) এর ‘অনুরূপ’ (মিসলাহ)-এর মতোই এটিকেও অনুমোদন করেছেন। (কিন্তু শু’বা এটিকে নিষেধ করেছেন) এবং বলেছেন: এটি সন্দেহ। বরং এটি ‘অনুরূপ’ (মিসলাহ) বলার চেয়েও নিষেধাজ্ঞার জন্য অধিক উপযুক্ত। (এবং ইবনে মাঈনও) [নিষেধ করেছেন], যদিও তিনি ‘অনুরূপ’ (মিসলাহ) বলার ক্ষেত্রে এটিকে বৈধ বলেছেন।

(খতীব বলেছেন: ইবনে মাঈন ‘অনুরূপ’ (মিসলাহ) এবং ‘প্রায় একই’ (নাহ্লাহ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন, তা অর্থগত বর্ণনার নিষেধাজ্ঞার ভিত্তিতে সঠিক। কিন্তু যদি অর্থগত বর্ণনা বৈধ হয়, তবে কোনো পার্থক্য নেই। হাকিম বলেছেন:) নিশ্চয়ই (হাদীস বিশারদের জন্য) নির্ভুলতা এবং (দক্ষতার) জন্য যা আবশ্যিক, তা হলো ‘অনুরূপ’ (মিসলাহ) ও ‘প্রায় একই’ (নাহ্লাহ)-এর মধ্যে পার্থক্য করা। সুতরাং ‘অনুরূপ’ (মিসলাহ) বলা বৈধ নয়, (কেবল তখনই যখন) তিনি জানেন যে উভয়টি (শব্দগতভাবে অভিন্ন)। এবং (এটি) বলা বৈধ

(ص: 559) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّانِي عَشَرَ: إِذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ وَبَعْضَ الْمُنِّ ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَرَادَ السَّامِعُ رِوَايَتَهُ بِكَمَالِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ، فَمَنْعَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَأَجَازَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ وَالسَّامِعُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، وَالْإِحْتِيَاطُ أَنْ يَفْتَتِرَ عَلَى الْمَذْكُورِ ثُمَّ يَقُولَ: قَالَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ هَكَذَا وَيُسَوِّقُهُ بِكَمَالِهِ، وَإِذَا جُوزَ إِطْلَاقُهُ فَالْتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْإِجَازَةِ الْقَوِيَّةِ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِفْرَادِهِ بِالْإِجَازَةِ.

[تدريب الراوي]

يَقُولَ (نَحْوَهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَاهُ) .

[الثَّانِي عَشَرَ إِذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ وَبَعْضَ الْمَتْنِ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُتِمِّهِ]
(الثَّانِي عَشَرَ: إِذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ وَبَعْضَ الْمَتْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ) وَلَمْ يُتِمِّهِ، أَوْ
قَالَ بِطَوِيلِهِ (أَوْ الْحَدِيثَ) أَوْ أَضْمَرَ، أَوْ ذَكَرَ (فَأَرَادَ السَّامِعُ رِوَايَتَهُ) عَنْهُ (بِكَمَالِهِ فَهُوَ
أَوَّلَى بِالْمَنْعِ مِنْ) مَسْأَلَةٍ (مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ) السَّابِقَةِ ; لِأَنَّهُ إِذَا مَنَعَ هُنَاكَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَأَلَ
فِيهَا جَمِيعَ الْمَتْنِ قَبْلَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَلَا يُنْكَرُ هُنَا، وَلَمْ يَسْبِقْ إِلَّا بَعْضُ الْحَدِيثِ
مِنْ بَابِ أَوَّلَى. وَبِذَلِكَ جَزَمَ قَوْمٌ.

(فَمَنَعَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ) الْإِسْفَرَايْنِيُّ، (وَأَجَازَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثَ
وَالسَّامِعُ مِثْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ) ، قَالَ: (وَالِإِحْتِيَاطُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَذْكُورِ، ثُمَّ يَقُولَ:
قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَهُوَ هَكَذَا) ، أَوْ وَتَمَامُهُ كَذَا، (وَيُسَوِّقُهُ بِكَمَالِهِ) .

وَفَصَلَ ابْنُ كَثِيرٍ فَقَالَ: إِنْ كَانَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ

ثِيَابِي: যখন (মুহাদ্দিস) সনদ এবং মতন-এর কিছু অংশ উল্লেখ করে বলেন: "আর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন", তখন শ্রোতা যদি তা পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করতে চায়, তাহলে তা (পূর্ববর্তী) 'অনুরূপ' ও 'এরকম' (মাসআলা) এর চেয়েও বেশি নিষেধাজ্ঞার যোগ্য। উস্তাদ আবু ইসহাক এটি নিষেধ করেছেন। আর ইসমাঈলী এটিকে জায়েজ (বৈধ) বলেছেন যদি মুহাদ্দিস ও শ্রোতা সেই হাদিসটি সম্পর্কে অবগত থাকে। সতর্কতা হলো বর্ণিত অংশের উপর সীমাবদ্ধ থাকা, অতঃপর বলা: "তিনি বলেছেন এবং হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, আর তা এই রূপ..." এবং পূর্ণাঙ্গভাবে তা বর্ণনা করা। আর যদি এর অবাধ ব্যবহার জায়েজ করা হয়, তাহলে সঠিক মত হলো যে, যে অংশটি শাইখ উল্লেখ করেননি, তার ক্ষেত্রে এটি শক্তিশালী ইজাযা (বর্ণনার অনুমতি) এর মাধ্যমে হবে এবং এর জন্য আলাদাভাবে ইজাযার প্রয়োজন নেই।

[তাদরিবুর রাবী]

তিনি বলেন: (যখন তা অর্থানুগ হয় তখন 'অনুরূপ' (বলা যেতে পারে))।

[দ্বাদশ: যখন সনদ ও মতন-এর কিছু অংশ উল্লেখ করে, তারপর বললেন: “আর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন” কিন্তু তা পূর্ণ করেননি]

(দ্বাদশ: যখন সনদ ও মতন-এর কিছু অংশ উল্লেখ করে, তারপর বললেন: "আর হাদিসটি উল্লেখ করেছেন") কিন্তু তা পূর্ণ করেননি, অথবা বললেন: "সম্পূর্ণভাবে" (অথবা শুধু "হাদিসটি"), অথবা ইঙ্গিত দিলেন, অথবা উল্লেখ করলেন; তখন শ্রোতা যদি তাঁর থেকে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করতে চায়, তাহলে এটি পূর্ববর্তী ‘অনুরূপ’ ও ‘এরকম’ মাসআলার চেয়েও বেশি নিষেধাজ্ঞার যোগ্য; কারণ, যখন সেখানে (পূর্ববর্তী মাসআলায়) নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যেখানে পূর্বেই অন্য সনদসহ পুরো মতন উল্লেখ করা হয়েছিল, তখন এখানে (যেখানে শুধু কিছু হাদিসের অংশ উল্লেখ করা হয়েছে) আরও বেশি নিষিদ্ধ হবে—এটি স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট। একদল এই মত নিশ্চিত করেছেন।

(উস্তাদ আবু ইসহাক) ইসফারায়িনী এটি নিষেধ করেছেন। (আর ইসমাইলী এটিকে জায়েজ (বৈধ) বলেছেন যদি মুহাদ্দিস ও শ্রোতা সেই হাদিসটি সম্পর্কে অবগত থাকে), তিনি বলেছেন: (আর সতর্কতা হলো বর্ণিত অংশের উপর সীমাবদ্ধ থাকা, তারপর বলা: "তিনি বলেছেন এবং হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, আর তা এই রূপ..." অথবা "এবং এর পূর্ণাঙ্গ রূপ এই রকম", (এবং পূর্ণাঙ্গভাবে তা বর্ণনা করা)।

ইবনে কাসীর পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন: "যদি উল্লেখিত হাদিসটি এর পূর্বে শাইখের কাছে থেকে শোনা হয়ে থাকে..."

(ص: 560) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الثَّالِثَ عَشَرَ:

قَالَ الشَّيْخُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَكْسُهُ وَإِنْ جَاذَتِ الرَّوَايَةُ بِالْمَعْنَى، لِاخْتِلَافِهِ، وَالصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَوَازُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِهِ هُنَا مَعْنَى، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَالْخَطِيبِ.

[تدريب الراوي]

فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا.

(وَإِذَا جُوزَ إِطْلَاقُهُ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْإِجَازَةِ الْقَوِيَّةِ) الْأَكِيدَةُ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ
(فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ) فَجَازَ لِهَذَا مَعَ كَوْنِهِ أَوَّلَهُ سَمَاعًا إِدْرَاجَ الْبَاقِي عَلَيْهِ، (وَلَا
يَفْتَقِرُ إِلَى إِفْرَادِهِ بِالْإِجَازَةِ).

[الثَّالِثَ عَشَرَ تَغْيِيرُ قَالَ النَّبِيِّ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ الْعَكْسُ]

(الثَّالِثَ عَشَرَ: قَالَ الشَّيْخُ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَكْسُهُ، وَإِنْ جَازَتْ الرِّوَايَةُ
بِالْمَعْنَى)، وَكَانَ أَحْمَدُ إِذَا كَانَ فِي الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ
الْمُحَدِّثُ رَسُولِ اللَّهِ، ضَرَبَ وَكَتَبَ رَسُولِ اللَّهِ.

وَعَلَّلَ ابْنُ الصَّلَاحِ ذَلِكَ (لَاخْتِلَافِهِ) أَيِ اخْتِلَافِ مَعْنَى النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ
مَنْ أُوْحِيَ إِلَيْهِ لِلتَّبْلِيغِ، وَالنَّبِيُّ مَنْ أُوْحِيَ إِلَيْهِ لِلْعَمَلِ فَقَطْ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَالصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ) وَإِنْ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ (لَا
يَخْتَلِفُ بِهِ هُنَا مَعْنَى) إِذِ الْمَقْصُودُ نِسْبَةُ الْقَوْلِ لِقَائِلِهِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِكُلِّ مِنَ
الْمَوْضِعَيْنِ.

ত্রয়োদশ:

শায়খ বলেছেন: সুস্পষ্টভাবে, 'নবী ﷺ বলেছেন' কে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন' দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয নয়, এর বিপরীতও নয়, যদিও অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা (রিওয়ায়েত বিল-মানা) জায়েয। এর কারণ হলো এগুলোর ভিন্নতা। তবে সঠিক হলো, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত, এর অনুমতি রয়েছে; কারণ এখানে এর দ্বারা অর্থের কোনো ভিন্নতা হয় না। এটি আহমদ ইবনে হাম্বল, হাম্মাদ ইবনে সালামা এবং আল-খাতিবের মায়হাব।

-

[তারিবুর রাবী]

সেই মজলিসে বা অন্য কোথাও (যদি হয়), তবে জায়েয, অন্যথায় নয়।

(আর যদি এর অবাধ ব্যবহার অনুমোদিত হয়, তবে এর সঠিকতা হলো যে এটি মজবুত ইজাযাহ পদ্ধতির মাধ্যমে) যা বহু দিক থেকে নিশ্চিত (যা শায়খ উল্লেখ করেননি)। তাই এর জন্য জায়েয হয়েছে, যদিও এর প্রথম অংশ ছিল শ্রবণ, বাকি অংশকে এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা। (এবং এর জন্য পৃথকভাবে ইজাযাহর প্রয়োজন হয় না)।

[ত্রয়োদশ: 'নবী ﷺ বলেছেন' কে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন' বা এর বিপরীত পরিবর্তন]
(ত্রয়োদশ: শায়খ) ইবনুস সালাহ বলেছেন: (সুস্পষ্টভাবে, 'নবী ﷺ বলেছেন' কে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন' দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয নয়, এর বিপরীতও নয়, যদিও অর্থের ভিত্তিতে বর্ণনা (রিওয়ায়েত বিল-মানা) জায়েয)। আর আহমদ (ইবনে হাম্বল) এমন ছিলেন যে, যদি কিতাবে 'নবী ﷺ থেকে' লেখা থাকতো এবং মুহাদ্দিস 'রাসূলুল্লাহ ﷺ' বলতেন, তখন তিনি (নবী) কেটে 'রাসূলুল্লাহ' লিখতেন।

আর ইবনুস সালাহ এর কারণ দর্শিয়েছেন (এর ভিন্নতার কারণে), অর্থাৎ 'নবী' ও 'রাসূল'-এর অর্থের ভিন্নতা; কারণ 'রাসূল' তিনি, যাঁকে প্রচারের জন্য ওহী করা হয়েছে; আর 'নবী' তিনি, যাঁকে কেবল নিজের আমলের জন্য ওহী করা হয়েছে।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) বলেছেন: (তবে সঠিক হলো, এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত, এর অনুমতি রয়েছে; কারণ) যদিও এর মূল অর্থ ভিন্ন (এখানে এর দ্বারা অর্থের কোনো ভিন্নতা হয় না); কারণ উদ্দেশ্য হলো কথাটিকে তার বক্তার সাথে সম্পর্কিত করা, আর তা উভয় ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়।

(ص: 561) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

الرَّابِعَ عَشَرَ:

إِذَا كَانَ فِي سَمَاعِهِ بَعْضُ الْوَهْنِ فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ حَالِ الرَّوَايَةِ وَمِنْهُ إِذَا حَدَّثَهُ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْمَذَاكِرَةِ فَلْيَقُلْ: حَدَّثَنَا مُذَا كَرَّةً كَمَا فَعَلَهُ الْأَيْبَةُ، وَمَنْعَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْحَمْلَ عَنْهُمْ حَالِ الْمَذَاكِرَةِ، وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ ثِقَةٍ وَمَجْرُوحٍ، أَوْ ثِقَتَيْنِ فَلْأَوَّلَى أَنْ يَذْكُرَهُمَا، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ثِقَةٍ فِيهِمَا لَمْ يَحْرُمْ، وَإِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخٍ وَبَعْضَهُ مِنْ آخَرَ فَرَوَى جُمْلَتَهُ عَنْهُمَا مُبَيِّنًا أَنَّ بَعْضَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْضَهُ عَنِ الْآخَرِ جَازٌ، ثُمَّ

يَصِيرُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا مُبَيَّنًا فَلَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِيهِمَا
مَجْرُوحٌ، وَيَجِبُ ذِكْرُهُمَا جَمِيعًا مُبَيَّنًا إِنْ كَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْضُهُ وَعَنِ الْآخَرِ بَعْضُهُ.

[تدريب الراوي]

(وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) كَمَا سَأَلَهُ ابْنُهُ صَالِحٌ عَنْهُ، فَقَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ
بَأْسٌ، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ اتِّبَاعِ اللَّفْظِ دُونَ اللَّزُومِ، (وَحَمَادُ بْنُ
سَلَمَةَ وَالْخَطِيبُ)، وَبَعْضُهُمْ اسْتَدَلَّ لِمَنْعِ «بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي الدُّعَاءِ، عِنْدَ
النُّومِ، وَفِيهِ: " وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ "، فَأَعَادَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ "، فَقَالَ: لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.»
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَا دَلِيلَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَفَاطَ الْأَذْكَارَ تَوْقِيفِيَّةٌ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي اللَّفْظِ سِرٌّ لَا
يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.
قَالَ وَالصَّوَابُ، مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَكَذَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةَ، لَوْ قِيلَ
يَجُوزُ تَغْيِيرُ النَّبِيِّ إِلَى الرَّسُولِ وَلَا يَجُوزُ عَكْسُهُ لَمَّا بَعُدَ؛ لِأَنَّ فِي الرَّسُولِ مَعْنَى زَائِدًا
عَلَى النَّبِيِّ.

[الرَّابِعَ عَشَرَ إِذَا كَانَ فِي سَمَاعِهِ بَعْضُ الْوَهْنِ فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ حَالِ الرِّوَايَةِ]
(الرَّابِعَ عَشَرَ: إِذَا كَانَ فِي سَمَاعِهِ بَعْضُ الْوَهْنِ) أَيِ الضَّعْفِ (فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ)

চতুর্দশ:

যখন তার শ্রবণে কিছু দুর্বলতা থাকে, তখন বর্ণনা করার সময় তা স্পষ্ট করা তার উপর
আবশ্যিক। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো, যখন সে মুখস্থ থেকে স্মরণের মাধ্যমে বর্ণনা করে, তখন সে
বলবে: ‘আমাদেরকে স্মরণের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন’, যেমনটি ইমামগণ করেছেন। আর
একদল আলেম স্মরণের মাধ্যমে বর্ণনা করা থেকে গ্রহণ করা নিষেধ করেছেন। আর যখন
হাদীস নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে হয়, অথবা দুইজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে
হয়, তখন উভয়কে উল্লেখ করাই উত্তম। যদি সে তাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর উপর
সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা হারাম হবে না। আর যখন সে একজন শায়খের নিকট থেকে হাদীসের

কিছু অংশ এবং অন্য শায়খের নিকট থেকে কিছু অংশ শ্রবণ করে, অতঃপর তাদের উভয় থেকে সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করে এই বলে যে, এর কিছু অংশ তাদের একজনের কাছ থেকে এবং কিছু অংশ অন্যজনের কাছ থেকে, তবে তা জায়েজ। অতঃপর এর প্রতিটি অংশ এমন হবে যেন সে তাদের একজনের কাছ থেকে অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং, যদি তাদের মধ্যে কোন দুর্বল বর্ণনাকারী থাকে, তবে তার কোন অংশ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। এবং তাদের উভয়কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যিক, যদি এর কিছু অংশ একজনের থেকে এবং কিছু অংশ অন্যজনের থেকে হয়ে থাকে।

—
[তারবীবুর রাবী]

(আর এটি আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব) যেমন তার পুত্র সালেহ তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমি আশা করি, এতে কোনো অসুবিধা নেই।" আর তার থেকে পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শব্দের অনুসরণকে বাধ্যতামূলক না করে মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) হিসাবে গণ্য করা হয়। (এবং হাম্মাদ ইবনে সালামা ও খতীবের মাযহাব)। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বারা ইবনে আযিবের ঘুমানোর সময়কার দোয়ার হাদীস দ্বারা নিষেধের পক্ষে দলীল পেশ করেছেন, যেখানে ছিল: "ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাজি আরসালতা (আর আপনার সেই নবী যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন)"। অতঃপর তিনি (বারা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা পুনরাবৃত্তি করলে, তিনি (বারা) বললেন: "ওয়া রাসূলিকাল্লাজি আরসালতা (আর আপনার সেই রাসূল যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন)"। তখন তিনি (নবী) বললেন: "না, (বরং বলো) ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাজি আরসালতা।"

ইরাকী বলেছেন: "এতে কোনো দলীল নেই।" কারণ আযকারের শব্দগুলো তৌকিফী (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত)। এবং সম্ভবত সেই শব্দে এমন কোনো রহস্য রয়েছে যা অন্য শব্দ দ্বারা অর্জিত হয় না। এবং সম্ভবত তিনি (নবী সঃ) চেয়েছিলেন যে, উভয় শব্দ (নবী ও রাসূল) একটি স্থানে একত্রিত হোক।

তিনি (ইরাকী) বলেছেন: "সঠিক হলো যা ইমাম নববী বলেছেন।" আর অনুরূপ কথা বলেছেন বুলকিনী। আর বদর ইবনে জামা'আহ বলেছেন: "যদি বলা হয়, 'নবী' শব্দকে 'রাসূল'-এ পরিবর্তন করা জায়েজ, কিন্তু এর বিপরীতটি জায়েজ নয়, তাহলে তা অযৌক্তিক হবে না।" "কারণ 'রাসূল' শব্দের মধ্যে 'নবী' শব্দের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ বিদ্যমান।"

[চতুর্দশ: যখন তার শ্রবণে কিছু দুর্বলতা থাকে, তখন বর্ণনা করার সময় তা স্পষ্ট করা তার উপর আবশ্যিক]

(চতুর্দশ: যখন তার শ্রবণে কিছু দুর্বলতা থাকে) অর্থাৎ, দুর্বলতা (তখন তা স্পষ্ট করা তার উপর আবশ্যিক)।

(ص: 562) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

حَالِ الرَّوَايَةِ فَإِنَّ فِي إِغْفَالِهِ نَوْعًا مِنَ التَّدْلِيلِ، وَذَلِكَ كَأَن يَسْبَحَ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، أَوْ يُحَدِّثَ هُوَ أَوْ الشَّيْخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ حَصَلَ نَوْمٌ أَوْ نَسْخٌ، أَوْ سَبَحَ بِقِرَاءَةِ مُصْحَفٍ أَوْ لَحَانَ. أَوْ كَانَ التَّسْبِيحُ بِخَطِّ مَنْ فِيهِ نَظَرٌ.

(وَمِنْهُ إِذَا حَدَّثَهُ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْمَذَاكِرَةِ) لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا، (فَلْيَقُلْ حَدَّثَنَا فِي الْمَذَاكِرَةِ) وَنَحْوَهُ (كَمَا فَعَلَهُ الْأَيْمَنُ، وَمَنْعَ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ) كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي زُرْعَةَ (الْحَمْلَ عَنْهُمْ حَالِ الْمَذَاكِرَةِ) لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ الْحِفْظَ خَوَانٌ. وَامْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ رِوَايَةِ مَا يَحْفَظُونَهُ إِلَّا مِنْ كُتُبِهِمْ لِذَلِكَ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، (وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ثِقَةً، وَ) الْآخَرُ (مَجْرُوحٌ) كَحَدِيثِ لِأَنْسٍ مَثَلًا، يَرْوِيهِ عَنْهُ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، وَأَبَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ (أَوْ) عَنْ (ثِقَتَيْنِ، فَلِأَوَّلَى أَنْ يَذْكُرَهُمَا) لِيَجَازَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ، لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْآخَرُ، وَحَمِلَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

(فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ثِقَةٍ فِيهِمَا لَمْ يَحْرُمْ)؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اتِّفَاقُ الرَّوَايَتَيْنِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْإِحْتِمَالِ نَادِرٌ بَعِيدٌ، وَمَحْذُورُ الْإِسْقَاطِ فِي الثَّانِي، أَقْلٌ مِنَ الْأَوَّلِ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَكَانَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي مِثْلِ هَذَا رُبَّمَا أَسْقَطَ الْمَجْرُوحَ، وَيَذْكُرُ

-

[তাদরীবুর রাবী]

বর্ণনার অবস্থা) কারণ এতে অবহেলা করা এক প্রকার তাদলিস (দোষ লুকানো)। যেমন, সে কোনো মূল উৎস ছাড়া শুনেছে, অথবা সে বা শাইখ পড়ার সময় অন্য কিছু আলোচনা করছিল, অথবা ঘুম এসে গিয়েছিল বা অনুলিপি করা হয়েছিল, অথবা এমন ব্যক্তির পাঠ শুনেছে যে ভুল পড়ে বা ব্যাকরণগত ভুল করে। অথবা যার হস্তাক্ষরে সন্দেহ আছে, তার থেকে শ্রুত ছিল।

(এর মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, যদি সে সূতির উপর নির্ভর করে আলোচনাচক্রের (মুযাকারাহ) সময় হাদিস বর্ণনা করে) কারণ তারা এতে শিথিলতা দেখান। (তবে সে যেন বলে: তিনি আলোচনাচক্রের সময় আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) বা অনুরূপ কিছু (যেমন ইমামগণ করেছেন)। এবং তাদের মধ্যে একটি দল, যেমন ইবন মাহদী, ইবনুল মুবারক ও আবু যুরআ, (আলোচনাচক্রের সময় তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন) কারণ তারা এতে শিথিলতা দেখান; এবং কারণ সূতি বিশ্বাসঘাতক হতে পারে।

এ কারণে, একটি দল তাদের মুখস্থ করা হাদিস তাদের কিতাব ছাড়া বর্ণনা করা থেকে বিরত ছিলেন, তাদের মধ্যে আহমদ ইবন হাম্বল অন্যতম। (যদি হাদিস দু'জন রাবী থেকে বর্ণিত হয়, তাদের একজন (নির্ভরযোগ্য) এবং অপরজন (দুর্বল বা ঞ্টিযুক্ত)) যেমন, আনাস (রা.)-এর একটি হাদিস, যা তাঁর থেকে সাবিত আল-বুনানী ও আবান ইবন আবি আইয়াশ বর্ণনা করেছেন। (অথবা) যদি (দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হয়, তবে উত্তম হলো তাদের দু'জনকেই উল্লেখ করা) কারণ সম্ভব যে, তাদের একজনের বর্ণনায় এমন কিছু থাকতে পারে যা অন্যজন উল্লেখ করেননি, অথবা একজনের শব্দকে অন্যজনের উপর আরোপিত করা।

(যদি সে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রাবীর উপর নির্ভর করে, তবে তা হারাম হবে না); কারণ বাহ্যিকভাবে দুটি বর্ণনার মধ্যে মিল থাকে, এবং সে যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে তা বিরল ও সুদূর। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (দুর্বল রাবী বাদ দেওয়ার) বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রথমটির (উল্লেখ না করার) চেয়ে কম।

খতীব (বাগদাদী) বলেন: মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ এমন পরিস্থিতিতে কখনো দুর্বল রাবীকে বাদ দিতেন, এবং উল্লেখ করতেন

[تدريب الراوي]

الثِّقَّةُ، ثُمَّ يَقُولُ وَآخِرُ، كِنَايَةٌ عَنِ الْمَجْرُوحِ، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ لَا فَايِدَةَ فِيهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلْ لَهُ فَايِدَةٌ تَكْثِيرُ الطَّرِيقِ (وَإِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخٍ وَبَعْضُهُ) الْآخِرُ (مِنْ) شَيْخٍ (آخِرٍ، فَرَوَى جُمْلَتَهُ عَنْهُمَا مُبَيِّنًا أَنَّ بَعْضَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَبَعْضَهُ عَنِ الْآخِرِ) غَيْرَ مُبَيِّنٍ لِمَا سَمِعَهُ مِنْ كُلِّ شَيْخٍ عَنِ الْآخِرِ (جَازَ، ثُمَّ يَصِيرُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا مُبْهِمًا فَلَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِيهِمَا مَجْرُوحٌ) ; لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرُوحِ. (وَيَجِبُ ذِكْرُهُمَا) حِينَئِذٍ (جَمِيعًا مُبَيِّنًا إِنْ كَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْضُهُ وَعَنِ الْآخِرِ بَعْضُهُ) ، وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُمَا سَاكِتًا عَنْ ذَلِكَ، وَلَا إِسْقَاطُ أَحَدِهِمَا مَجْرُوحًا، كَانَ أَوْ ثِقَّةً. وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: وَكُلُّ قَدْ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا، وَدَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، وَأَنَا أَوْعَى، لِحَدِيثِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

[তাদরিবুর রাবী]

নির্ভরযোগ্য রাবীকে (উল্লেখ করে), তারপর সে বলে, ‘এবং অন্য একজন’, যা দ্বারা দুর্বল রাবীকে বোঝানো হয়। তিনি বলেন: এই কথার কোনো উপকারিতা নেই। আর বুলকিনী বলেছেন: বরং এর উপকারিতা হলো বর্ণনার সূত্র বৃদ্ধি করা। (যদি সে কোনো এক শায়খ থেকে হাদীসের কিছু অংশ এবং) অন্য (শায়খ থেকে) বাকি অংশ শুনে থাকে, তারপর সে উভয় থেকে সম্মিলিতভাবে তা বর্ণনা করে, এই বর্ণনা দিয়ে যে, এর কিছু অংশ তাদের একজনের কাছ থেকে এবং কিছু অংশ অন্যজনের কাছ থেকে শুনেছে) প্রত্যেক শায়খের কাছ থেকে কী শুনেছে তা সুনির্দিষ্ট না করেই, (তবে তা জায়েজ। তারপর এর প্রতিটি অংশ এমন হয়ে যায় যেন সে তা

তাদের একজনের কাছ থেকে অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং, যদি তাদের দুজনের মধ্যে কেউ দুর্বল (মাজরুহ) থাকে, তাহলে এর কোনো অংশ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না); কারণ, এর এমন কোনো অংশ নেই যা ঐ দুর্বল রাবী থেকে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

(তখন তাদের দুজনের) নাম (একত্রে উল্লেখ করা আবশ্যিক, এই বর্ণনা দিয়ে যে, এর কিছু অংশ একজনের কাছ থেকে এবং কিছু অংশ অন্যজনের কাছ থেকে শুনেছে)। এবং এ বিষয়ে নীরব থেকে তাদের দুজনের নাম উল্লেখ করা জায়েজ নয়, আর তাদের একজনের নাম বাদ দেওয়াও জায়েজ নয়, সে দুর্বলই হোক বা নির্ভরযোগ্যই হোক।

এর উদাহরণস্বরূপ সহীহ বুখারীতে যুহরী বর্ণিত 'হাদীসে ইফক' রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: আমাকে উরওয়াহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়াব, আলকামা ইবনু ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবাহ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (যুহরী) বলেন: তাদের প্রত্যেকেই আমাকে আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন, এবং তাদের কারো হাদীস কারো হাদীসের সাথে মিশে গেছে, তবে আমি তাদের কারো হাদীসের চেয়ে কারো হাদীস সম্পর্কে অধিক স্মরণকারী ছিলাম। এরপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন।

(ص: 564) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 1

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اعْتَرَضَ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَسْقَطَ بَعْضَ شَيْئِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ،
وَاقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ، فَقَالَ فِي كِتَابِ الرَّقَاقِ مِنْ صَحِيحِهِ: حَدَّثَنِي أَبُو نَعِيمٍ بِنُصْفٍ مِنْ
هَذَا الْحَدِيثِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، الْحَدِيثُ.»

قَالَ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمُتَنَبِّعَ إِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ بَعْضِهِمْ، وَإِيرَادُ كُلِّ الْحَدِيثِ عَنْ بَعْضِهِمْ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَدْ حَدَّثَ عَنِ الْمَذْكُورِ بِبَعْضِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، فَأَمَّا إِذَا بَيَّنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا بَعْضَ الْحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الْبُخَارِيُّ هُنَا فَلَيْسَ بِمُتَنَبِّعٍ.

وَقَدْ بَيَّنَّ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِئْذَانِ الْبَعْضَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَمْرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَا عَمْرُ بْنُ ذَرٍّ، أَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: أَبَا هَرٍّ الْحَقُّ أَهْلُ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ، إِلَيَّ، قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا انْتَهَى» .

فَهَذَا هُوَ بَعْضُ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الرِّقَاقِ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ وَجَادَةً أَوْ إِجَازَةً، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ شَيْخٍ آخَرَ غَيْرِ أَبِي نُعَيْمٍ، إِمَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَوْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى اتِّصَالِ بَعْضِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، وَلَكِنْ مَا مِنْ قِطْعَةٍ مِنْهُ إِلَّا وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بِالسَّمَاعِ، إِلَّا الْقِطْعَةُ الَّتِي صَرَّحَ فِي الْإِسْتِئْذَانِ بِاتِّصَالِهَا.

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, বুখারী (রহ.) এই রূপের মধ্যে তাঁর কিছু শায়খকে বাদ দিয়েছেন এবং একজনের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সহীহ-এর ‘কিতাবুর রিকাক’ (Kitab al-Riqaq) গ্রন্থে বলেছেন: "আবু নুআইম আমাকে এই হাদীছের অর্ধেক বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনে যার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেন: সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমার পেট মাটিতে ঠেকিয়ে রাখতাম।" হাদীছের বাকি অংশ।

তিনি (ইরাকী) বলেছেন, এর উত্তর হলো: প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ হলো তাদের কাউকে বাদ দেওয়া এবং তাদের কারো থেকে পুরো হাদীস বর্ণনা করা; কেননা সেক্ষেত্রে তিনি এমন কিছু বর্ণনা

করবেন যা তিনি তার কাছ থেকে শোনেননি। কিন্তু যখন তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তিনি তার থেকে হাদীসের শুধুমাত্র কিছু অংশই শুনেছেন, যেমনটি বুখারী (রহ.) এখানে করেছেন, তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

আর বুখারী (রহ.) ‘কিতাবুল ইসতি’যান’ (Kitab al-Isti'zan) গ্রন্থে আবু নুআইম থেকে যা শুনেছিলেন, সেই অংশটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: আবু নুআইম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনে যার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রবেশ করলাম, অতঃপর একটি পেয়ালায় দুধ পেলাম। তিনি বললেন: হে আবু হির (আবু হুরায়রা)! আহলে সুফফার নিকট যাও এবং তাদেরকে আমার কাছে ডাকো। তিনি বলেন, আমি তাদের নিকট গেলাম এবং তাদেরকে ডাকলাম। অতঃপর তারা আসলো এবং অনুমতি চাইলো, তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং তারা প্রবেশ করলো।" (শেষ হলো)।

সুতরাং, এটিই আবু নুআইম-এর সেই হাদীছের অংশ যা তিনি (বুখারী) ‘আর-রিকাক’ (al-Riqaq) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাদীছের বাকি অংশ সম্পর্কে সম্ভাবনা হলো যে, বুখারী (রহ.) তা আবু নুআইম-এর কিতাব থেকে ‘বিজাদাহ’ (وَجَادَاهُ - লিখিত পাঠ খুঁজে পাওয়া) অথবা ‘ইজাজাহ’ (إِجَازَهُ - বর্ণনার অনুমতি) সূত্রে গ্রহণ করেছেন। অথবা তিনি তা আবু নুআইম ব্যতীত অন্য কোনো শায়খ থেকে শুনেছেন, হয় মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল অথবা অন্য কেউ। এবং তিনি তা স্পষ্ট করেননি, বরং ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে হাদীসের কিছু অংশের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করার উপর সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে এর প্রতিটি অংশই সম্ভাব্য; কারণ তা সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সংযুক্ত নয়, কেবল সেই অংশটুকু ব্যতীত যা তিনি ‘আল-ইসতি’যান’ (al-Isti'zan) গ্রন্থে সংযুক্ত বলে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন।

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (الجلال السيوطي)
القسم: علوم الحديث

الكتاب: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)
حقيقه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
الناشر: دار طيبة
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
«التقريب والتيسير» للنووي بأعلى الصفحة، يليه - مفصلاً بفواصل - شرحه
«تدريب الراوي» للسيوطي
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

তাকরীব আন-নওয়াবীর ব্যাখ্যায় তাদরীবুর-রাবী (আল-জালাল আস-সুয়ূতী)

বিভাগ: হাদীস বিজ্ঞান

গ্রন্থ: তাগরিব আন-নওয়াবীর ব্যাখ্যায় তারবিয়াত আল-রাবী

লেখক: আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হি.)

তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: আবু কুতাইবা নাজার মুহাম্মদ আল-ফারিয়াবী

প্রকাশক: দারু তাইবা

খণ্ডের সংখ্যা: ২

[গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্কন মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ]

«আত-তাকরীব ওয়াত-তাইসীর» আন-নওয়াবীর রচিত পৃষ্ঠার শীর্ষে, এরপর - একটি বিভাজক

দ্বারা পৃথক করা হয়েছে - সুয়ূতীর রচিত এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ «তাদরিব আর-রাবী»

শামেলায় প্রকাশের তারিখ: ৮ যুলহিজ্জাহ ১৪৩১

النُّوعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:

مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ: عِلْمُ الْحَدِيثِ شَرِيفٌ، يُنَاسِبُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الشَّيْمِ، وَهُوَ مِنْ عُلُومِ الْآخِرَةِ؛ مَنْ حُرِمَهُ حُرِمَ خَيْرًا عَظِيمًا، وَمَنْ رُزِقَهُ نَالَ فَضْلًا جَزِيلًا؛ فَعَلَى صَاحِبِهِ تَصْحِيحُ النَّيِّةِ، وَتَطْهِيرُ قَلْبِهِ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا، وَاخْتِلَافِ فِي السِّنِّ الَّذِي يَتَصَدَّى فِيهِ لِإِسْمَاعِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَتَى احْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُ جَلَسَ لَهُ فِي أَيِّ سِنٍّ كَانَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْسِكَ عَنِ التَّحْدِيثِ إِذَا خَشِيَ التَّخْلِيطَ بِهِرَمٍ، أَوْ خَرَفٍ أَوْ عَمَى، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ.

[تدريب الراوي]

[النُّوعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ] [شرف علم الحديث]

(النُّوعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:) (مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ: عِلْمُ الْحَدِيثِ شَرِيفٌ) ، وَكَيْفَ لَا وَهُوَ الْوَصْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَالْبَاحِثُ عَنْ تَصْحِيحِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَالذَّبِّ عَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْهُ، وَقَدْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ} [الإسراء: 71] ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ أَشْرَفَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا إِمَامَ لَهُمْ غَيْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِأَنَّ سَائِرَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ. أَمَّا الْفِقْهُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَلِأَنَّ أَوَّلَى مَا فُسِّرَ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى مَا ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَهُوَ عِلْمٌ (يُنَاسِبُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الشَّيْمِ) ، وَيُنَافِرُ ضِدَّ ذَلِكَ، (وَهُوَ مِنْ عُلُومِ الْآخِرَةِ) الْمَحْضَةِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي الْجُمْلَةِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ شَبُؤِيهِ: مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْقَبْرِ فَعَلَيْهِ بِالْأَثَرِ، وَمَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْخَبْرِ فَعَلَيْهِ بِالرَّأْيِ.

(مَنْ حُرِّمَ حُرْمَ خَيْرٍ عَظِيمًا، وَمَنْ رُزِقَهُ نَالَ فَضْلًا جَسِيًّا) ، وَيَكْفِيهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي دَعْوَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: «نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَعَى مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا» .

সাতাশতম প্রকার:

মুহাদ্দিসের আদব (নিয়মাবলী) সম্পর্কিত জ্ঞান: হাদীস শাস্ত্র একটি মহৎ জ্ঞান, যা সচ্চরিত্র ও উত্তম গুণাবলীর সাথে মানানসই, এবং এটি আখেরাতের জ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্ত; যে ব্যক্তি এটি থেকে বঞ্চিত হয়, সে মহা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, আর যাকে এটি প্রদান করা হয়, সে বিপুল মর্যাদা লাভ করে; সুতরাং এর অধিকারী ব্যক্তির উচিত নিয়তকে বিশুদ্ধ করা, এবং তার অন্তরকে পার্থিব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র করা। হাদীস শুনানোর জন্য কোন বয়সে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো, যখন তার কাছে থাকা জ্ঞানের প্রয়োজন হবে, তখন সে যে কোনো বয়সেই এর জন্য বসতে পারবে। এবং তার উচিত হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা, যদি বার্ধক্য, স্মৃতিভ্রম বা অন্ধত্বের কারণে বিভ্রমের আশঙ্কা করে, আর এটি মানুষের ভিন্নতা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

[তারদিবুর রাবী]

[সাতাশতম প্রকার: মুহাদ্দিসের আদব সম্পর্কিত জ্ঞান] [হাদীস শাস্ত্রের মর্যাদা]

(সাতাশতম প্রকার:) (মুহাদ্দিসের আদব সম্পর্কিত জ্ঞান: হাদীস শাস্ত্র মহৎ) , আর তা কেনই বা হবে না, এটি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম; এবং তার কথা ও কর্মের বিশুদ্ধতা অনুসন্ধানকারী এবং তার প্রতি এমন কিছু সম্বন্ধ করা থেকে প্রতিরোধকারী যা তিনি বলেননি। এবং আল্লাহ তায়ালা-এর বাণী: {স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইমামসহ ডাকব} [আল-ইসরা: ৭১] -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হাদীসবিদদের জন্য এর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কারণ তাদের ইমাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ নন, এবং অন্যান্য সকল শরয়ী জ্ঞান এর মুখাপেক্ষী। ফিকাহ (আইনশাস্ত্র) এর মুখাপেক্ষী - তা স্পষ্ট, আর তাফসীর (ব্যাখ্যাশাস্ত্র) এর মুখাপেক্ষী - কারণ আল্লাহ তায়ালা-এর বাণী ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো, যা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে প্রমাণিত।

আর এটি এমন একটি জ্ঞান (যা সচ্চরিত্র ও উত্তম গুণাবলীর সাথে মানানসই) , এবং এর বিপরীত কিছুকে অপছন্দ করে। (এবং এটি সম্পূর্ণরূপে আখেরাতের জ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্ত) , সাধারণভাবে অন্য জ্ঞানের বিপরীতে।

আবু আল-হাসান শাক্বাওয়াইহ বলেছেন: যে ব্যক্তি কবরের জ্ঞান চায়, তার উচিত আছর (হাদীস) এর সাথে লেগে থাকা; আর যে ব্যক্তি রুটির জ্ঞান চায়, তার উচিত রায় (ব্যক্তিগত মতামত) এর সাথে লেগে থাকা।

(যে ব্যক্তি এটি থেকে বঞ্চিত হয়, সে মহা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়; আর যাকে এটি প্রদান করা হয়, সে বিপুল মর্যাদা লাভ করে) , এবং তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই দু'আয় অন্তর্ভুক্ত হয় যেখানে তিনি বলেছেন: «আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সতেজ করুন, যে আমার কথা শুনেছে এবং তা হৃদয়ঙ্গম করেছে»।

(ص: 566) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَحَدٌ إِلَّا وَفِي وَجْهِهِ نُصْرَةٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي، قِيلَ: وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَسُنَّتِي»، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَكَانَ تَلْقِيبَ الْمُحَدِّثِ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَأْخُذٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ لُقِّبَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: سُفْيَانُ، وَابْنُ رَاهَوِيَّةٍ، وَابْنُ بَخَارٍ، وَغَيْرُهُمْ.

(فَعَلَى صَاحِبِهِ تَصْحِيحُ النَّبِيِّ)، وَإِخْلَاصُهَا، (وَتَطْهِيرُ قَلْبِهِ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا) وَأَدْنَسُهَا؛ كَحُبِّ الرِّيَاسَةِ وَنَحْوِهَا، وَلَيْكُنْ أَكْبَرَ هِمِّهِ نَشْرُ الْحَدِيثِ وَالتَّبْلِيغُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: حَدِّثْنَا، قَالَ: حَتَّى تَجِيءَ النَّبِيَّةُ.
وَقِيلَ لِأَبِي الْأَحْوَصِ سَلَامِ بْنِ سُلَيْمٍ: حَدِّثْنَا، فَقَالَ: لَيْسَ لِي نَبِيَّةٌ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّكَ
تُؤَجِّرُ، فَقَالَ:

يُسْنُونِي الْخَيْرَ الْكَثِيرَ وَلَيْتَنِي ... نَجُوتُ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَا

[তাদরিবুর রাবী]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহঃ) বলেছেন: আহলুল হাদীসের (হাদীস বিশারদদের) মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার চেহারা এই হাদীসের কারণে সজীবতা ও উজ্জ্বলতা নেই।

আর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: «হে আল্লাহ, আমার খলীফাদের প্রতি রহম করুন!» জিজ্ঞাসা করা হলো: «আপনার খলীফাগণ কারা?» তিনি বললেন: «যারা আমার পরে আসবে এবং আমার হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণনা করবে।» এই হাদীসটি তাবারানী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

আর মুহাদ্দিসকে ‘আমীরুল মু‘মিনীন’ উপাধি দেওয়া সম্ভবত এই হাদীস থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপাধিতে একটি জামাতকে ভূষিত করা হয়েছে; তাদের মধ্যে রয়েছেন: সুফিয়ান, ইবন রাহাওয়াইহি, বুখারী এবং অন্যান্যরা।

(সুতরাং, এর (হাদীস চর্চাকারীর) উপর হলো নিয়তের বিশুদ্ধতা) এবং তার একনিষ্ঠতা, (এবং দুনিয়াবি উদ্দেশ্য) ও তার কলুষতা থেকে তার অন্তরকে পবিত্র করা; যেমন নেতৃত্বের মোহ ইত্যাদি। এবং তার সর্ববৃহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হাদীসের প্রচার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে (বার্তা) পৌঁছানো; কেননা সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেন: আমি হাবীব ইবন আবী সাবিতকে বললাম: «আমাদেরকে হাদীস বলুন।» তিনি বললেন: «নিয়ত না আসা পর্যন্ত (বলব না)»।

আবুল আহওয়াস সালাম ইবন সুলাইমকে বলা হলো: «আমাদেরকে হাদীস বলুন।» তিনি বললেন: «আমার নিয়ত নেই (অর্থাৎ নিয়ত ঠিক নেই)।» তারা তাঁকে বললেন: «আপনি তো পুরস্কৃত হবেন।» তখন তিনি বললেন:

তারা আমাকে বহু কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, হায়! যদি আমি কেবল ভারসাম্যপূর্ণভাবে মুক্তি পেতাম, না আমার উপর কিছু বর্তাত, না আমার জন্য কিছু থাকত।

(ص: 567) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ لِدُرِّ السُّنَنِ فِي الْقَلْبِ خِيَلًا.
(وَاحْتِلَفَ فِي السُّنَنِ الَّذِي) يَحْسُنُ أَنْ (يَتَصَدَّقَ فِيهِ لِإِسْمَاعِيلِ)؛ فَقَالَ ابْنُ خَلَّادٍ: إِذَا
بَلَغَ الْخَمْسِينَ، لِأَنَّهَا انْتِهَاءُ الْكُهُولَةِ، وَفِيهَا مُجْتَمَعُ الْأَشْدِّ.
قَالَ: وَلَا يُنْكَرُ عِنْدَ الْأَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّهَا حَدُّ الْإِسْتِوَاءِ وَمُنْتَهَى الْكَمَالِ، وَعِنْدَهَا يَنْتَهِي
عَزْمُ الْإِنْسَانِ وَقُوَّتُهُ، وَيَتَوَفَّرُ عَقْلُهُ وَيَجُودُ رَأْيُهُ.
وَأُنْكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ، وَقَالَ: كَمْ مِنَ السَّلَفِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لَمْ يَنْتَهَ إِلَى هَذَا
السُّنَنِ، وَنَشَرَ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ مَا لَا يُحْصَى، كَعَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَجَلَسَ مَالِكٌ لِلنَّاسِ ابْنَ نَيْفٍ وَعَشْرِينَ، وَقِيلَ: ابْنُ سَبْعِ
عَشْرَةِ سَنَةٍ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ وَشُيُوخُهُ أَحْيَاءُ؛ رَبِيعَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ
وَابْنُ هُرْمُزٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُوهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ. وَقَدْ حَدَّثَ
بُنْدَارٌ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ عَشْرَةٍ وَحَدَّثَ الْبُخَارِيُّ وَمَا فِي وَجْهِهِ شَعْرَةٌ، وَهَلُمَّ جَرًّا.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مَا قَالَهُ ابْنُ خَلَّادٍ مَحَلُّهُ فِيمَنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ الْحَدِيثُ لِجَرْدِ السُّنَنِ
مِنْ غَيْرِ بَرَاعَةٍ فِي الْعِلْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعُلُوِّ إِسْنَادِهِ إِلَّا عِنْدَ السُّنَنِ الْمَذْكُورِ، أَمَّا
مَنْ عِنْدَهُ بَرَاعَةٌ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ عَنْهُ قَبْلَ السُّنَنِ الْمَذْكُورِ.
قَالَ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَتَى احْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُ جَلَسَ لَهُ فِي أَبِي سِنٍّ كَانَ).

-

[তাদরীবুর রাবী]

হাম্মাদ ইবনু যায়দ বলেছেন: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই সনদ উল্লেখ করার কারণে অন্তরে অহংকারবোধ জন্ম নেয়।

(যে বয়স সম্পর্কে মতানৈক্য করা হয়েছে) যে বয়সে শোভনীয় যে (সে তাতে হাদীস শোনানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে); ইবনু খাল্লাদ বলেছেন: যখন ৫০ বছর বয়সে পৌঁছে, কারণ এটি মধ্যবয়সের শেষ সীমা, এবং তাতে শক্তির পূর্ণতা ঘটে।

তিনি (আরও) বলেছেন: চল্লিশ বছর বয়সে (হাদীস বর্ণনা) অপছন্দনীয় নয়; কারণ এটি ভারসাম্যের সীমা এবং পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখর, আর এ বয়সেই মানুষের সংকল্প ও শক্তি পূর্ণতা লাভ করে, এবং তার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় ও তার মতামত উৎকৃষ্ট হয়।

কিন্তু কাযী ইয়াদ এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং বলেছেন: পূর্ববর্তী কত আলিম এবং তাদের পরবর্তী অনেকেই এই নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছাননি, অথচ তারা অগণিত হাদীস ও ইলম প্রচার করেছেন; যেমন উমার ইবনু আব্দুল আযীয, সাঈদ ইবনু জুবাইর এবং ইবরাহীম আন-নাখায়ী। ইমাম মালিক বিশোধর্ষ বয়সে মানুষের জন্য (হাদীস শোনানোর) মজলিসে বসেছেন, এবং বলা হয়েছে: সতেরো বছর বয়সে। তখন জনগণ প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত ছিল এবং তাঁর শায়খগণ জীবিত ছিলেন; যেমন রাবী'আ, আয-যুহরী, নাফি', ইবনু মুনকাদির, ইবনু হুরমুয এবং অন্যান্যরা। অনুরূপভাবে ইমাম শাফিঈ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের অন্যান্য ইমামগণও (কম বয়সে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন)। বান্দার আঠারো বছর বয়সে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন যখন তার মুখে একটিও পশম ছিল না, এবং এভাবেই আরও অনেকে।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: ইবনু খাল্লাদ যা বলেছেন, তা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের কাছ থেকে কেবল সনদ উঁচু হওয়ার জন্য হাদীস গ্রহণ করা হয়, ইলমে গভীর জ্ঞান বা দক্ষতা ছাড়া; কারণ, উচ্চতর সনদের জন্য উল্লেখিত বয়সে পৌঁছানোর আগে তার প্রয়োজন হয় না। তবে যার ইলমে গভীর দক্ষতা রয়েছে, তার কাছ থেকে উল্লেখিত বয়সের আগেও (হাদীস) গ্রহণ করা হয়।

তিনি (ইবনুস সালাহ) বলেছেন: (এবং সঠিক মত হলো যে, যখন তার কাছে থাকা ইলমের প্রয়োজন হবে, তখন সে যে কোনো বয়সে মানুষের জন্য (হাদীস শোনানোর মজলিসে) বসতে পারবে।)

فصل:

الأوّل أن لا يحدث بحضرة من هو أوّل منه لِسَنِّهِ أو عَلَيْهِ أو غَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ فِي بَلَدٍ فِيهِ أَوَّلَى مِنْهُ، وَيَنْبَغِي لَهُ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ مَا يَعْلَمُهُ عِنْدَ أَرْجَحِ مِنْهُ أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ؛ فَالَّذِينَ النَّصِيحَةُ. وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ تَحْدِيثِ أَحَدٍ لِكُونِهِ غَيْرَ صَحِيحِ النِّيَّةِ فَإِنَّهُ يُرْجَى صِحَّتُهَا، وَلِيَحْرِصَ عَلَى نَشْرِهِ مُبْتَغِيًا جَزِيلَ أَجْرِهِ.

[تدريب الراوي]

وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْكَ عَنْ التَّحْدِيثِ إِذَا خَشِيَ التَّخْلِيْطَ بِهِمْ، أَوْ خَرَفَ، أَوْ عَمِيَ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، وَضَبَطَهُ ابْنُ خَلَادٍ بِالثَّانَيْنِ، قَالَ: وَالتَّسْبِيْحُ وَالذِّكْرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوَّلَى بِهِ. فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ الْعَقْلِ مُجْتَمِعَ الرَّأْيِ فَلَا بَأْسَ؛ فَقَدْ حَدَّثَ بَعْدَهَا أَنَسُ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فِي آخَرِينَ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: شُرَيْحُ الْقَاضِي، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ فِي آخَرِينَ، وَمِنَ أَتْبَاعِهِمْ: مَالِكٌ، وَاللَيْثُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَخْرَفُ الْكَذَّابُونَ. وَحَدَّثَ بَعْدَ الْبَاءَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ: حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: شَرِيكُ النَّبَرِيِّ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبْرِيُّ، وَالسَّلْفِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

[فصل الأوّل أن لا يحدث بحضرة من هو أوّل منه لِسَنِّهِ أو عَلَيْهِ]
(فصل:

الْأُولَى أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِسِنِّهِ أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ غَيْرِهِ). كَأَنَّهُ يَكُونُ
أَعْلَى سَنَدًا، أَوْ سَمَاعُهُ مُتَّصِلًا وَفِي طَرِيقِهِ هُوَ إِجَازَةٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

পরিচ্ছেদ:

যার বয়স বা জ্ঞানে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ উপস্থিত আছেন, তার সামনে হাদিস বর্ণনা না করাই উত্তম, অথবা অন্য কোনো কারণে। এবং বলা হয়েছে: যে শহরে তার চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তি আছেন, সেখানে তার হাদিস বর্ণনা করা মাকরুহ। যদি তার চেয়ে অধিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়, তবে তার উচিত সেদিকে নির্দেশনা দেওয়া; কারণ দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা।

কারো নিয়ত সঠিক না হওয়ার কারণে তার কাছে হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে না, কারণ তার নিয়ত সঠিক হওয়ার আশা করা যায়। এবং সওয়াবের আশায় হাদিস প্রচারে আগ্রহী হবে।

[তাদরীবুর রাবী]

এবং যদি বার্ষক্য, স্মৃতিভ্রম বা অন্ধত্বের কারণে বিভ্রাট (বর্ণনায় মিশ্রণ) ঘটান আশঙ্কা হয়, তবে হাদিস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা উচিত, এবং এটি মানুষের ভিন্নতার সাথে পরিবর্তিত হয়)। ইবনে খাল্লাদ এর সীমা আশি বছর নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন: তাসবীহ, যিকির এবং কুরআন তেলাওয়াত তার জন্য অধিক উত্তম।

তবে যদি তার বুদ্ধি স্থির এবং মতামত সুসংহত থাকে, তবে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ এরপরও আনাস, সাহল ইবনে সা'দ, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা এবং আরও অনেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবং তাবেয়ীনের মধ্যে: শুরেইহ আল-কাদী, মুজাহিদ, আশ-শাবী এবং আরও অনেকে। এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে: মালিক, আল-লাইস, ও ইবনে উয়াইনা। মালিক বলেছেন: কেবল মিথ্যাবাদীরাই স্মৃতিভ্রষ্ট হয়।

এবং একশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সাহাবীদের মধ্যে হাকিম ইবনে হিয়াম হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবং তাবেয়ীনের মধ্যে: শারীক আন-নামারী। এবং তাদের পরে যারা ছিলেন: আল-হাসান ইবনে আরাফাহ, আবুল কাসিম আল-বাগাবী, আল-কাদী আবুল তাইয়েব আত-তাবারি, আস-সিলফী এবং আরও অনেকে।

[পরিচ্ছেদ: যার বয়স বা জ্ঞানে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ উপস্থিত আছেন, তার সামনে হাদিস বর্ণনা না করাই উত্তম]

(পরিচ্ছেদ:

যার বয়স বা জ্ঞানে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ উপস্থিত আছেন, তার সামনে হাদিস বর্ণনা না করাই উত্তম, অথবা অন্য কোনো কারণে)। যেমন, তার সনদ উচ্চতর হতে পারে, অথবা তার শ্রুতি (সামান্য) অবিচ্ছিন্ন হতে পারে যেখানে তার নিজের ক্ষেত্রে ইজাযা (বর্ণনার অনুমতি) রয়েছে, অথবা এ ধরনের কিছু।

(ص: 569) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

فَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَا يَتَكَلَّمُ بِحَضْرَةِ الشَّعْبِيِّ بِشَيْءٍ.
(وَقِيلَ) أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ (يُكْرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ فِي بَلَدٍ فِيهِ أَوْلَى مِنْهُ).
فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَقُّ.
(وَيَنْبَغِي لَهُ إِذَا طَلِبَ مِنْهُ مَا يَعْلَمُهُ عِنْدَ أَرْجَحَ مِنْهُ أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ؛ فَالَّذِينَ النَّصِيحَةُ)

قَالَ فِي "الِاقْتِرَاحِ": يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عِنْدَ الْإِسْتِوَاءِ، فِيمَا عَدَا الصِّفَةَ الْمُرْجَّحَةَ،
أَمَّا مَعَ التَّفَاوُتِ بَأَن يَكُونَ الْأَعْلَى إِسْنَادًا عَامِيًّا، وَالْأَنْزَلُ عَارِفٌ ضَابِطٌ فَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي
الْإِشَادِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الرَّوَايَةِ عَنْهُ مَا يُوجِبُ خَلَلَاً.

قُلْتُ: الصَّوَابُ إِطْلَاقُ أَنَّ التَّحْدِيثَ بِحَضْرَةِ الْأُولَى لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ، وَلَا خِلَافُ الْأُولَى، فَقَدْ
اسْتَنْبَطَ الْعُلَمَاءُ مِنْ حَدِيثِ: «إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا» الْحَدِيثَ، وَقَوْلُهُ: سَأَلْتُ أَهْلَ
الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُفْتَنُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بَلَدِهِ.

وَقَدْ عَقَدَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ" بَابًا لِذَلِكَ، وَأَخْرَجَ بِإِسْنَادٍ فِيهَا الْوَاقِدِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَأَيُّوبَ بْنَ كَعْبٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانُوا يُفْتُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمَدْخَلِ" بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ

[তাদরীবুর রাবী]

ইব্রাহিম আন-নাখায়ী শাবীর উপস্থিতিতে কিছু বলতেন না।

(এবং বলা হয়েছে) এর চেয়েও জোরালোভাবে (যে, এমন শহরে হাদীস বর্ণনা করা মাকরুহ যেখানে তার চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন)।

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন: যে ব্যক্তি এমনটি করে, সে নির্বোধ।

(এবং তার জন্য উচিত, যখন তার কাছে এমন কিছু জানতে চাওয়া হয় যা সে জানে কিন্তু তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য কারো কাছে তা আছে, তখন তাকে সেদিকে দিকনির্দেশনা দেওয়া; কারণ দীন হলো কল্যাণকামিতা)।

তিনি "আল-ইকতিরাহ" গ্রন্থে বলেছেন: এটি সমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত, এমন বৈশিষ্ট্য ব্যতীত যা একজনকে অধিকতর যোগ্য করে তোলে। কিন্তু যদি তারতম্য থাকে, যেমন যার ইসনাদ উচ্চতর সে সাধারণ মানুষ এবং যার ইসনাদ নিম্নতর সে জ্ঞানী ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, তবে তার কাছে দিকনির্দেশনা দিতে দ্বিধা হতে পারে; কারণ তার থেকে বর্ণনা করার মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা ত্রুটির কারণ হবে।

আমি বলি: সঠিক হলো সাধারণভাবে বলা যে, অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপস্থিতিতে হাদীস বর্ণনা করা মাকরুহ নয়, এবং তা উত্তম হওয়ার পরিপন্থীও নয়। কারণ উলামাগণ এই হাদীস থেকে প্রমাণ করেছেন: «নিশ্চয়ই আমার পুত্র একজন মজুর ছিল»—হাদীসটি, এবং তাঁর এই উক্তি থেকে: "আমি আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি এবং তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং তাঁর শহরে ফতোয়া দিতেন।"

আর মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, এবং তিনি এমন সব ইসনাদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে ওয়াকিদী রয়েছেন যে, আবু বকর,

উমার, উসমান, আলী, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, উবাই ইবনে কা'ব, মু'আয ইবনে জাবাল, এবং যায়দ ইবনে ছাবিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ফতোয়া দিতেন। এবং বাইহাকী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে সহীহ সনদ সহকারে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন; যে তিনি সাঈদ ইবনে-কে বলেছেন:

(ص: 570) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

جُبَيْرٌ: حَدَّثْتُ، قَالَ: أُحَدِّثُ وَأَنْتَ شَاهِدٌ، قَالَ: أَوْلَيْسَ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ تُحَدِّثَ وَأَنَا شَاهِدٌ؛ فَإِنْ أَخْطَأْتُ عَلَّمْتُكَ.

تَنْبِيْهُ

إِذَا كَانَتْ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكِينَ فِي سَمَاعٍ؛ فَالِاسْمَاعُ مِنْهُمْ فَرْضٌ كِفَايَةٌ، وَلَوْ طَلَبَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَاُمْتَنَعَ لَمْ يَأْثُمَ، فَإِنْ انْحَصَرَ فِيهِ أَثِمَ.
(وَلَا يَسْتَنْعِ مِنْ تَحْدِيثِ أَحَدٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحِ النِّيَّةِ؛ فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ (صَحَّتْهَا) بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: طَلَبْنَا الْحَدِيثَ وَمَا لَنَا فِيهِ نِيَّةٌ، ثُمَّ رَزَقَ اللَّهُ النِّيَّةَ بَعْدُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَيَأْتِي عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مَا كَانَ فِي النَّاسِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ؛ فَقِيلَ: يَطْلُبُونَهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ؟
فَقَالَ: طَلَبُهُمْ إِيَّاهُ نِيَّةً.

(وَلِيُخْرِصَ عَلَى نَشْرِهِ مُبْتَغِيًا جَزِيلَ أَجْرِهِ) ؛ فَقَدْ كَانَ فِي السَّلَفِ مَنْ يَتَأَلَّفُ النَّاسَ

-

[তাদরিবুর রাবী]

জুবাইর (কে বলা হলো): বর্ণনা করুন। তিনি বললেন: আমি বর্ণনা করব আর আপনি সাক্ষী (উপস্থিত)? তিনি (জবাবে) বললেন: এটা কি আপনার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত নয় যে, আপনি বর্ণনা করবেন আর আমি উপস্থিত থাকব? কারণ, যদি আপনি ভুল করেন, আমি আপনাকে সংশোধন করে দেব।

তنبیه (দ্রষ্টব্য)

যখন কোনো একটি দল শ্রবণে (হাদীস শ্রবণে) অংশগ্রহণকারী থাকে, তখন তাদের মধ্য থেকে (অন্যদেরকে হাদীস) শোনানো ফরযে কিফায়া। যদি তাদের কারো কাছে (শোনানোর জন্য) চাওয়া হয় আর সে বিরত থাকে, তাহলে সে পাপী হবে না। তবে যদি কেবল সে-ই একমাত্র ব্যক্তি হয় (যে শোনাতে পারে), তাহলে সে পাপী হবে।

(এবং) কারো নিয়ত শুদ্ধ না হওয়ার কারণে তাকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়; কারণ, আশা করা যায় যে তার (নিয়ত) পরবর্তীতে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

মা'মার এবং হাবীব ইবনে আবি সাবিত বলেছেন: আমরা হাদীস অন্বেষণ করেছি আর তাতে আমাদের কোনো নিয়ত (শুদ্ধ উদ্দেশ্য) ছিল না, অতঃপর আল্লাহ পরে আমাদের নিয়ত দান করেছেন।

আর মা'মার বলেছেন: নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ইলম অন্বেষণ করে, তখন ইলম তাকে প্রত্যাখ্যান করে যতক্ষণ না তা আল্লাহর জন্য হয়।

আর সাওরী বলেছেন: মানুষের মধ্যে হাদীস অন্বেষণের চেয়ে উত্তম আর কিছু ছিল না। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো: তারা কি নিয়ত ছাড়াই (তা) অন্বেষণ করে? তিনি বললেন: তাদের তা অন্বেষণ করাই একটি নিয়ত (সদুদ্দেশ্য)।

(এবং) সে যেন হাদীস প্রচারে সচেষ্ট হয়, এর মহান পুরস্কারের প্রত্যাশায়; কারণ, সালাফের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিলেন যিনি মানুষের মন জয় করতেন

(ص: 571) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی - ج 2

فَضْلٌ:

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا أَرَادَ حُضُورَ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَتَطَيَّبَ وَيُسْرِحَ لِحْيَتَهُ وَيَجْلِسَ مُتَمَكِّنًا بِوَقَارٍ، فَإِنْ رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ زَبْرَهُ، وَيُقْبَلُ عَلَى الْحَاضِرِينَ كُلِّهِمْ.

وَيَفْتَتِحُ مَجْلِسَهُ وَيَخْتَتِمُهُ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَدُعَاءٍ يَلِيْقُ بِالْحَالِ، بَعْدَ قِرَاءَةِ قَارِئٍ حَسَنِ الصَّوْتِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلَا
يَسْرُدُ الْحَدِيثَ سَرْدًا يَمْنَعُ فَهْمَ بَعْضِهِ.

[تدريب الراوي]

عَلَى حَدِيثِهِ، مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.
وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ نَشْرِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ: حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ: «بَلَّغُوا
عَنِّي - لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» .
وَحَدِيثُ: «مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِي حَدِيثًا وَاحِدًا يُقِيمُ بِهِ سُنَّةً أَوْ يَرُدُّ بِهِ بِدْعَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ»
، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ.
وَحَدِيثُ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نُغْلَبَ عَلَى
ثَلَاثٍ: أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَنُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ» .

[فَضْلٌ مَا يُسْتَحَبُّ فَعْلُهُ إِذَا أَرَادَ حُضُورَ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ]
(فَضْلٌ:

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا أَرَادَ حُضُورَ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِغُسْلٍ وَوُضُوءٍ، (وَيَتَطَيَّبُ)
وَيَتَبَخَّرَ، وَيَسْتَاكُ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ، (وَيُسْرِحُ لِحْيَتَهُ، وَيَجْلِسُ) فِي صَدْرِ
مَجْلِسِهِ (مُتَبَكِّئًا) فِي جُلُوسِهِ (بِقَارٍ) وَهَيْبَةٍ.

فَضْلٌ:

হাদীসের মজলিসে উপস্থিত হতে চাইলে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, সে পবিত্রতা অর্জন করবে,
সুগন্ধি ব্যবহার করবে, তার দাড়ি আঁচড়ে নেবে এবং সসম্মানে স্থিরভাবে বসবে। যদি কেউ তার
আওয়াজ উঁচু করে, তবে সে তাকে ভর্ৎসনা করবে। আর সে উপস্থিত সকলের প্রতি মনোযোগ
দেবে। এবং সে তার মজলিস শুরু করবে ও শেষ করবে মহান আল্লাহর প্রশংসা, নবীর উপর
সালাত (দরুদ) সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং অবস্থার সাথে মানানসই দোয়ার মাধ্যমে;

(এসব) একজন সুকণ্ঠী ক্বারীর মহান কুরআন থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াতের পর। এবং সে এমনভাবে হাদীস দ্রুত বর্ণনা করবে না যা এর কিছু অংশ বুঝতে বাধা দেয়।

[তা'দরীবুল রাবী]

তার হাদীসের উপর (নির্ভর করতেন), তাদের মধ্যে উরওয়াহ ইবনুয যুবাইরও ছিলেন। হাদীস ও ইলম (জ্ঞান) প্রচারের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে রয়েছে: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস: «আমার পক্ষ থেকে (বার্তা) পৌঁছিয়ে দাও – উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়»।

এবং এই হাদীস: «যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কাছে এমন একটি হাদীস পৌঁছিয়ে দেবে যার মাধ্যমে একটি সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা একটি বিদ'আত প্রতিহত হবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত»; এটি আল-হাকিম 'আল-আরবাইন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এবং বায়হাকীর হাদীস আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে পরাজিত না হতে নির্দেশ দিয়েছেন: সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা এবং মানুষকে সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া»।

[পরিচ্ছেদ: হাদীসের মজলিসে উপস্থিত হতে চাইলে যা করা মুস্তাহাব]

(পরিচ্ছেদ:

হাদীসের মজলিসে উপস্থিত হতে চাইলে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, সে পবিত্রতা অর্জন করবে) গোসল ও ওযুর মাধ্যমে, (এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে) এবং ধূপ ব্যবহার করবে, মিসওয়াক করবে, যেমনটি ইবনুস সাম'আনী উল্লেখ করেছেন, (এবং তার দাড়ি আঁচড়ে নেবে, এবং বসবে) তার মজলিসের সম্মুখভাগে (স্থিরভাবে) তার উপবেশনে (সসম্মানে) ও গাস্তীযের সাথে।

(ص: 572) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: أَحَبُّ أَنْ أُعْظِمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أُحَدِّثُ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ مُتَكَيِّفًا. وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ وَهُوَ قَائِمٌ، أَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَأَسْنَدَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَقَدْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْإِحَادِيثَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ. وَعَنْ ضَرَّارِ بْنِ مُرَّةٍ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُحَدِّثُوا عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ. وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِي مَرَضِهِ فَجَلَسَ وَحَدَّثَ بِهِ؛ فَقِيلَ لَهُ: وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَتَعَنَّ؛ فَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ.

وَعَنْ بَشْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ وَهُوَ يَمْشِي، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ تَوْقِيرِ الْعِلْمِ.

وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: مَجَالِسُ الْعِلْمِ يُحْتَضَرُ بِالْخُشُوعِ وَالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ لِأَحَدٍ، فَقَدْ قِيلَ: إِذَا قَامَ الْقَارِئُ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইমাম মালিক এই কাজ করতেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসকে সম্মান করতে ভালোবাসি, এবং আমি পূর্ণ স্তিরতা সহকারে পবিত্রতা ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করি না। তিনি রাস্তায় বা দাঁড়িয়ে হাদীস বর্ণনা করা অপছন্দ করতেন। এটি বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: তিনি পবিত্রতা ব্যতীত হাদীসসমূহ পাঠ করাকে পছন্দ করতেন।

দিরাব ইবনে মুররাহ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: তাঁরা অপবিত্র অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করা অপছন্দ করতেন।

ইবনুল মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত যে, তাঁর অসুস্থতার কারণে শুয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর তিনি বসলেন এবং হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তখন তাঁকে বলা হলো: "আমরা চাইনি যে আপনি কষ্ট করুন।" তিনি বললেন: "আমি শুয়ে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করা অপছন্দ করি।"

বিশর ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত যে, ইবনুল মুবারাককে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যখন তিনি হাঁটছিলেন, অতঃপর তিনি বললেন: "এটি ইলমের প্রতি শ্রদ্ধার অংশ নয়।" মালিক থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: ইলমের মজলিসসমূহে খুশু (বিনয়), সাকীনাহ (প্রশান্তি) এবং ওয়াকার (গাম্ভীর্য) সহকারে উপস্থিত হতে হয়।

এবং কারো জন্য দাঁড়ানো মাকরুহ। কারণ বলা হয়েছে: যখন হাদীস পাঠকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের জন্য কারো উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়

(ص: 573) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

فَإِنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ بِخَطِيئَةٍ.

(فَإِنْ رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ) فِي الْمَجْلِسِ (زَبْرَهُ) أَيْ انْتَهَرَهُ وَزَجَرَهُ؛ فَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَيَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2] فَمَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ حَدِيثِهِ؛ فَكَأَنَّمَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِهِ. (وَيُقْبَلُ عَلَى الْحَاضِرِينَ كُلِّهِمْ)، فَقَدْ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ أَنْ يُقْبَلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا. (وَيَفْتَتِحُ مَجْلِسَهُ وَيَخْتَتِمُهُ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدُعَاءٍ يَلِيقُ بِالْحَالِ، بَعْدَ قِرَاءَةِ قَارِئٍ حَسَنِ الصَّوْتِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ).

فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَمَعُوا تَذَاكُرُوا الْعِلْمَ وَقَرَأُوا سُورَةً.
(وَلَا يَسْرُدُ الْحَدِيثَ سَرْدًا) عَجَلًا (يُئْنَعُ فَهَمَ بَعْضِهِ) ، كَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَعْجِلُ، وَيَقُولُ: أَحَبُّ أَنْ أَفْهَمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[তাদরীবুর রাবী]

তবে তার উপর একটি গুনাহ লেখা হবে।

(যদি মজলিসে কেউ তার আওয়াজ উঁচু করে) (তবে সে তাকে ধমকাবে), অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করবে ও বাধা দেবে; কেননা মালেকও এমনটি করতেন এবং বলতেন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন: {হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না} [আল-হুজুরাত: ২]। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর হাদীস বর্ণনার সময় তার আওয়াজ উঁচু করে, সে যেন তাঁর আওয়াজের উপর নিজের আওয়াজ উঁচু করলো।

(এবং সে সকল উপস্থিতির দিকে মুখ ফিরাবে), কেননা হাবীব ইবনে আবি সাবিত বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি লোকদেরকে হাদীস বর্ণনা করে, তখন তাদের সকলের দিকে মুখ ফিরানো সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত।

(আর সে তার মজলিস আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত এবং অবস্থার উপযোগী দোয়ার মাধ্যমে শুরু ও শেষ করবে, একজন সুন্দর কণ্ঠের ক্বারী কর্তৃক মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াতের পর)।

আল-হাকিম "আল-মুস্তাদরাক"-এ আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যখন একত্রিত হতেন, তখন তারা ইলম আলোচনা করতেন এবং একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন।

(এবং সে হাদীস দ্রুতগতিতে বর্ণনা করবে না), এমনভাবে (যাতে এর কিছু অংশ বুঝতে বাধাগ্রস্ত হয়), যেমন মালেক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দ্রুত করতেন না এবং বলতেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বুঝতে পছন্দ করি।

فَصَلُّ:

يُسْتَحَبُّ لِلْمُحَدِّثِ الْعَارِفِ عَقْدُ مَجْلِسٍ لِإِمْلَاءِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ أَعْلَى مَرَاتِبِ الرِّوَايَةِ، وَيَتَّخِذُ مُسْتَمْلِيًا مُحَصِّلًا مُتَيَقِّظًا يُبَلِّغُ عَنْهُ إِذَا كَثُرَ الْجُمُعُ عَلَى عَادَةِ الْحِفَاطِ، وَيَسْتَمْلِي مُرْتَفِعًا وَإِلَّا قَائِمًا وَعَلَيْهِ تَبْلِيغُ لَفْظِهِ عَلَى وَجْهِهِ. وَفَائِدَةُ الْمُسْتَمْلِي تَفْهِيمُ السَّامِعِ عَلَى بُعْدٍ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا الْمُبَلِّغَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنِ الْمُسْلِي إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْحَالَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الرَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ.

وَيَسْتَنْصِتُ الْمُسْتَمْلِي النَّاسَ بَعْدَ قِرَاءَةِ قَارِئٍ حَسَنِ الصَّوْتِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُبَسِّطُ وَيُحَمِّدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُصَلِّي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَحَرَّى الْأَبْلَغَ فِيهِ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُحَدِّثِ مَنْ أَوْ مَا ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ أَوْ رَضِيَ عَنْكَ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَكُلَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

. قَالَ الْخَطِيبُ: وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، وَإِذَا ذَكَرَ صَحَابِيًّا: رَضِيَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ ابْنُ صَحَابِيٍّ قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَيَحْسُنُ بِالْمُحَدِّثِ الثَّنَاءُ عَلَى شَيْخِهِ حَالِ الرِّوَايَةِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ كَمَا فَعَلَهُ جَمَاعَاتٌ مِنَ السَّلَفِ، وَلِيُعْتَنَ بِالِدُعَاءِ لَهُ فَهُوَ أَهَمُّ، وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ مَنْ يَزُوي عَنْهُ بِلَقَبٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ حُرْفَةٍ أَوْ أَمْرٍ عُرِفَ بِهَا. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ فِي إِمْلَائِهِ جَمَاعَةً مِنْ شُيُوخِهِ مُقَدِّمًا أَرْجَحَهُمْ، وَيُرَوِّي عَنْ كُلِّ شَيْخٍ حَدِيثًا وَيَخْتَارُ مَا عَلَا سَنَدُهُ وَقَصُرَ مَتْنُهُ، وَالْمُسْتَفَادُ مِنْهُ، وَيُنَبِّهَ عَلَى صِحَّتِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ عُلُوٍّ وَفَائِدَةٍ، وَضَبْطٍ مُشْكِلٍ، وَلِيَجْتَنِبَ مَا لَا تَحْتَبِلُهُ عُقُولُهُمْ وَمَا لَا يَفْهَمُونَهُ، وَيَخْتِمَ الْإِمْلَاءَ بِحَكَايَاتٍ وَنَوَادِرَ وَإِنْشَادَاتٍ بِأَسَانِيدِهَا، وَأَوَّلَاهَا مَا فِي الزُّهْدِ، وَالْأَدَابِ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ. وَإِذَا قَصَرَ الْمُحَدِّثُ أَوْ اشْتَغَلَ عَنِ تَخْرِيجِ الْإِمْلَاءِ اسْتَعَانَ بِبَعْضِ الْحِفَاطِ، وَإِذَا فَرَغَ الْإِمْلَاءُ قَابَلَهُ وَأَثَقَنَهُ.

[تدريب الراوي]

وَأُورِدَ الْبَيْهَقِيُّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَ الْبُخَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَجَعَلَ يُحَدِّثُ، فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتْ: أَلَا تَعْجَبُ إِلَى هَذَا؟ وَحَدِيثُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ أَحْصَاهُ.» وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ» .

وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ عَقِيبُهُ: «إِنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُ فَضْلًا تَفْهَمُهُ الْقُلُوبُ» .

[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ لِلْمَحَدِّثِ عَقْدُ مَجْلِسِ الْإِمْلَاءِ]

(فَصْلٌ:

يُسْتَحَبُّ لِلْمَحَدِّثِ الْعَارِفِ عَقْدُ مَجْلِسٍ لِإِمْلَاءِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ أَعْلَى مَرَاتِبِ الرِّوَايَةِ) ، وَالسَّمَاعُ فِيهِ أَحْسَنُ وَجْهِ التَّحْمِلِ وَأَقْوَاهَا.

رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ " مِنْ طَرِيقِهِ: أَنَبَانَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ مَعْرُوفُ الْخَيَّاطُ، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُنْثِلِي عَلَى النَّاسِ الْأَحَادِيثَ، وَهُمْ يَكْتُبُونَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ.

(وَيَتَّخِذُ مُسْتَمْلِيًا مُحْصِلًا مُتَيَقِّظًا يُبَلِّغُ عَنْهُ إِذَا كَثُرَ الْجَمْعُ عَلَى عَادَةِ الْحُقَاطِ) فِي ذَلِكَ، كَمَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ، وَشُعْبَةَ وَوَكِيعَ وَخَلَائِقَ.

পরিচ্ছেদ:

জ্ঞানী মুহাদ্দিসের জন্য হাদিস শ্রুতিলিখনের (ইমলা) মজলিস আয়োজন করা মুস্তাহাব। কারণ এটি বর্ণনার সর্বোচ্চ পর্যায়। আর তিনি একজন দক্ষ ও সতর্ক 'মুস্তামলি' (শ্রুতলেখক/প্রবক্তা) নিযুক্ত করবেন, যিনি সমবেত জনতা বেশি হলে মুহাদ্দিসের কথা তাদের নিকট পৌঁছে দেবেন, যেমনটি হাফিযগণ করে থাকেন। মুস্তামলি উঁচু স্থানে অবস্থান করে শ্রুতিলিখনের কাজ করবেন, অন্যথায় দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং তার উপর মুহাদ্দিসের শব্দগুলো সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। মুস্তামলির উপকারিতা হলো দূরবর্তী শ্রোতাদেরকে কথা বুঝিয়ে দেওয়া। আর যে

কেবল মুস্তামলির কথা শুনেছে, তার জন্য মুমলির (মূল প্রবক্তার) থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয়, তবে যদি সে অবস্থাটি স্পষ্টভাবে বলে দেয়। এ বিষয়টি চব্বিশতম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন সুমধুর কণ্ঠের ক্বারী কর্তৃক কিছু কুরআন তিলাওয়াতের পর মুস্তামলি লোকদেরকে চুপ থাকতে বলবেন। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলবেন, আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়বেন এবং এর মধ্যে সর্বোচ্চ বাচনভঙ্গি অর্জনের চেষ্টা করবেন। এরপর মুহাদ্দিসকে বলবেন: "আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনি কী বা কাকে উল্লেখ করেছেন?" অথবা "আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন" এবং এর অনুরূপ কিছু। আর যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করবেন, তখনই তাঁর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন।

আল-খাতীব বলেছেন: এবং এর দ্বারা (অর্থাৎ দরুদ দ্বারা) তিনি তার কণ্ঠস্বর উঁচু করবেন। আর যখন কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করবেন, তখন বলবেন: 'রাযিয়াল্লাহু আলাইহি' (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। যদি কোনো সাহাবীর পুত্র হন, তবে বলবেন: 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। হাদিস বর্ণনার সময় মুহাদ্দিসের জন্য তার উস্তাদের যথাযথ প্রশংসা করা উত্তম, যেমনটি সালাফদের অনেকে করেছেন। এবং তার জন্য দু'আ করার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, কারণ এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যার থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে, তাকে উপাধি, বর্ণনা, পেশা বা পরিচিত মায়ের নামে উল্লেখ করতে কোনো অসুবিধা নেই। মুস্তাহাব হলো যে, মুহাদ্দিস তার শ্রুতিলিখনে একাধিক উস্তাদের হাদিস একত্রিত করবেন, তাদের মধ্যে যিনি অধিক নির্ভরযোগ্য তাকে প্রথমে উল্লেখ করে। এবং প্রতিটি উস্তাদ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করবেন, আর এমন হাদিস নির্বাচন করবেন যার সনদ উচ্চ এবং মতন সংক্ষিপ্ত, এবং যা থেকে উপকার লাভ করা যায়। এবং এর বিশুদ্ধতা, এতে বিদ্যমান উচ্চতা (আ'লা সনদ), উপকারিতা এবং কোনো জটিল শব্দের ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দেবেন। আর এমন বিষয় পরিহার করবেন যা তাদের বুদ্ধি ধারণ করতে পারে না বা তারা বুঝতে পারে না। এবং শ্রুতিলিখনের সমাপ্তি করবেন সনদসহ বিভিন্ন গল্প, কৌতুক ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুহদ (বৈরাগ্য), আদাব (শিষ্টাচার) এবং মাকারিমুল আখলাক (উত্তম চরিত্র) সম্পর্কিত বিষয়াদি। যদি মুহাদ্দিস শ্রুতিলিখনের কাজটি সংক্ষেপ করেন বা তা সম্পন্ন করতে ব্যস্ত থাকেন, তবে তিনি কিছু হাফিযের সাহায্য নেবেন। আর যখন শ্রুতিলিখনের কাজ শেষ হবে, তখন তিনি তা মিলিয়ে নেবেন এবং নিখুঁত করবেন।

[তাদরিবুর রাবী]

বায়হাকী এ প্রসঙ্গে বুখারীতে বর্ণিত উরওয়া থেকে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: "আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজরার পাশে বসেছিলেন, আর তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আবু হুরায়রা হাদিস বর্ণনা করতে লাগলেন। যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সালাত শেষ করলেন, তখন বললেন: 'তুমি কি এই ব্যক্তির প্রতি এবং তার হাদিসের প্রতি বিস্মিত হবে না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাদিস বর্ণনা করতেন যে, যদি কেউ তা গণনা করত, তবে তা গুনে শেষ করতে পারত'।"

আর মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মতো দ্রুত হাদিস বর্ণনা করতেন না।"

বায়হাকীর কাছে এর পরেই অন্য একটি বর্ণনায় আছে: "তার হাদিস এমনভাবে পৃথক পৃথক ছিল যা অন্তরসমূহ বুঝতে পারত।"

[পরিচ্ছেদ: মুহাদিসের জন্য হাদিস শ্রুতিলিখনের মজলিস আয়োজন করা মুস্তাহাব]

(পরিচ্ছেদ:

জ্ঞানী মুহাদিসের জন্য হাদিস শ্রুতিলিখনের (ইমলা) মজলিস আয়োজন করা মুস্তাহাব। কারণ এটি বর্ণনার সর্বোচ্চ পর্যায়।), এবং এতে শ্রবণের মাধ্যমে হাদিস গ্রহণ (তাহামুল) পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এটি উত্তম ও শক্তিশালীতম।

ইবনু আদী ও বায়হাকী তার সূত্রে "আল-মাদখাল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: আমাদেরকে অবহিত করেছেন আব্দুল সামাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইবনু বিশর আদ-দিমাশকী, তারা দু'জন বলেছেন: আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনু আম্মার, আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবুল খাত্তাব মা'রুফ আল-খাইয়াত, তিনি বলেছেন: আমি ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি যে, তিনি লোকদেরকে হাদিস শ্রুতিলিখন করাচ্ছিলেন, আর তারা তার সামনে তা লিখছিল।

(আর তিনি একজন দক্ষ ও সতর্ক 'মুস্তামলি' (শ্রুতলেখক/প্রবক্তা) নিযুক্ত করবেন, যিনি সমবেত জনতা বেশি হলে মুহাদিসের কথা তাদের নিকট পৌঁছে দেবেন, যেমনটি হাফিযগণ করে থাকেন) এ বিষয়ে, যেমন মালিক, শু'বা, ওয়াকী' ও আরও অনেকের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[تدريب الراوي]

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ. وَعَلَيَّ يُعَبِّرُ عَنْهُ» .

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتْرَجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ. فَإِنْ كَثُرَ الْجَمْعُ بِحَيْثُ لَا يَكْفِي مُسْتَمِلٍ اتَّخَذَ مُسْتَمِلَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَقَدْ أَمَلَى أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّي فِي رَحْبَةِ غَسَّانَ، وَكَانَ فِي مَجْلِسِهِ سَبْعَةُ مُسْتَمِلِينَ يَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَحَضَرَ عِنْدَهُ نِيفٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ مَحْبَرَةٍ سِوَى النَّظَارَةِ. وَكَانَ يَحْضُرُ مَجْلِسَ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ إِنْسَانٍ. وَلَا يَكُونُ الْمُسْتَمِلِي بَلِيدًا، كَمُسْتَمِلِي يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، حَيْثُ سُئِلَ يَزِيدُ عَنْ حَدِيثٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ عِدَّةٌ، فَصَاحَ الْمُسْتَمِلِي: يَا أَبَا خَالِدٍ عِدَّةُ ابْنٍ مَنْ؟ فَقَالَ لَهُ: ابْنُ فَقَدْتُكَ.

وَمِنْ لَطِيفٍ مَا وَرَدَ فِي الْإِسْتِئْلَاءِ، مَا حَكَاهُ الْمِزِّي فِي تَهْذِيبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَافِظَ يَعْقُوبَ بْنَ سُفْيَانَ الْفَسَوِيَّ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ مَا فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِكَ، قَالَ: غَفَرَ لِي وَأَمَرَني أَنْ أُحَدِّثَ فِي السَّاءِ السَّابِعَةِ كَمَا كُنْتُ أُحَدِّثُ

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

আবু দাউদ ও নাসাই রাফি ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: «আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিনায় জনগণকে ভাষণ দিতে দেখেছি, যখন

দুহার সময় ভালোভাবে উঁচু হয়েছিল, একটি ধূসর খচ্চরের পিঠে। আর আলী (রাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে (বক্তব্য) ব্যাখ্যা করছিলেন»।

সহীহ গ্রন্থে আবু জামরাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং জনগণের মধ্যে অনুবাদকের কাজ করতাম।

যদি জনসমাগম এত বেশি হয় যে একজন ইমলাকারী (মুস্তামলী) যথেষ্ট না হয়, তবে দুজন বা তারও বেশি ইমলাকারী নিয়োগ করা হতো। আবু মুসলিম আল-কাওজী গাসসানের প্রশস্ত ময়দানে ইমলা করতেন, এবং তাঁর মজলিসে সাতজন ইমলাকারী ছিলেন, যাদের প্রত্যেকে তার নিকটবর্তী ব্যক্তিকে (শব্দ) পৌঁছে দিতেন। তাঁর কাছে চল্লিশ হাজারের অধিক দোয়াত উপস্থিত হয়েছিল, দর্শকগণ ছাড়া।

আসেম ইবনে আলী (রহঃ) এর মজলিসে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ উপস্থিত হতেন।

ইমলাকারী (মুস্তামলী) নির্বোধ হবে না, যেমন ইয়াযিদ ইবনে হারুনের ইমলাকারী (এর ঘটনা)। যখন ইয়াযিদকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: আমাদের এটি কয়েকজন (বা 'অনেক জন') বর্ণনা করেছেন। তখন ইমলাকারী চিৎকার করে বলল: হে আবু খালিদ, 'ইদ্দাত' কার পুত্র? তখন তিনি তাকে বললেন: এমন একজনের পুত্র যার তোমাকে হারাতে চাই (অর্থাৎ তোমার নির্বুদ্ধিতার কারণে)।

ইমলা (হাদীস শ্রুতিলিখন) সম্পর্কিত একটি চমৎকার ঘটনা যা বর্ণিত হয়েছে, যা মিয়যী তাঁর 'তাহযীব' গ্রন্থে আবদান ইবনে মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি হাফেজ ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল-ফাসাওয়ীকে স্বপ্নে দেখেছি। আমি বললাম: আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন: তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে আদেশ করেছেন যেন আমি সপ্তম আসমানে হাদীস বর্ণনা করি, যেমন আমি (দুনিয়াতে) বর্ণনা করতাম।

(বাকি শব্দগুলো)

فِي الْأَرْضِ، فَحَدَّثْتُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاجْتَمَعَ عَلَيَّ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَمَلَى عَلَيَّ جِبْرِيلُ،
 وَكَتَبُوا بِأَقْلَامٍ مِنَ الذَّهَبِ.
 وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ التُّسْتَرِيِّ قَالَ: لَمَّا جَاءَنِي يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ رَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّهُ
 يُحَدِّثُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَجِبْرِيلُ يَسْتَمَلِي عَلَيْهِ.
 (وَيَسْتَمَلِي مُرْتَفِعًا) عَلَى كُرْسِيِّ وَنَحْوِهِ، (وَالَّا قَائِمًا) عَلَى قَدَمَيْهِ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ
 لِلْسَّامِعِينَ، (وَعَلَيْهِ) أَيِ الْمُسْتَمَلِي وَجُوبًا (تَبْلِيغُ لَفْظِهِ) أَيِ الْمُسَلِّي وَأَدَاوُهُ (عَلَى وَجْهِهِ)
 مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ.
 (وَفَائِدَةُ الْمُسْتَمَلِي تَفْهِيمُ السَّامِعِ) لَفْظُ الْمُسَلِّي (عَلَى بُعْدٍ) لِيَتَحَقَّقَهُ بِصَوْتِهِ.
 (وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا الْمُبْلَغَ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنِ الْمُسَلِّي؛ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْحَالَ،
 وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا) بِمَا فِيهِ (فِي) النَّوعِ (الرَّابِعِ وَالْعَشْرِينَ).
 (وَيَسْتَنْصِتُ الْمُسْتَمَلِي النَّاسَ) أَيِ أَهْلِ الْمَجْلِسِ، حَيْثُ احْتِيجَ لِلِاسْتِنْصَاتِ، فَبِ
 الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «حَدِيثِ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: اسْتَنْصِتِ
 النَّاسَ»، (بَعْدَ قِرَاءَةِ قَارِئٍ حَسَنٍ الصَّوْتِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ) لِمَا تَقَدَّمَ.

[তারিবার রাবী]

পৃথিবীতে। অতঃপর আমি সপ্তম আকাশে হাদিস বর্ণনা করলাম, ফলে ফেরেশতাগণ আমার
 কাছে একত্রিত হলো এবং জিব্রাইল আমার থেকে শ্রুতিলিপি নিলেন, আর তারা স্বর্ণের কলম
 দিয়ে লিখল।

আহমাদ ইবনে জাফর আত-তুসতারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান
 আমার কাছে এলেন, আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যেন তিনি সপ্তম আকাশে হাদিস বর্ণনা
 করছেন এবং জিব্রাইল তার থেকে শ্রুতিলিপি নিচ্ছেন।

(এবং শ্রুতিলিপিকার উঁচু স্থানে অবস্থান করবে) একটি চেয়ার বা অনুরূপ কিছু উপর,
 (অন্যথায় দাঁড়িয়ে) তার দু'পায়ে ভর করে, যাতে শ্রোতাদের জন্য অধিক প্রভাবশালী হয়।

(এবং তার উপর) অর্থাৎ, শ্রুতিলিপিকারের উপর অত্যাৱশ্যক যে, সে মূল বর্ণনাকারীর (শব্দ) পরিবর্তন ব্যতীত যথাযথভাবে (তার বাক্য) পৌঁছে দেবে।

(এবং শ্রুতিলিপিকারের উদ্দেশ্য হলো) শ্রোতাকে মূল বর্ণনাকারীর শব্দ (দূরত্বে থেকেও) বুঝানো, যাতে সে শ্রুতিলিপিকারের কণ্ঠস্বর দ্বারা তা নিশ্চিত হতে পারে।

(আর যে ব্যক্তি কেবল শ্রুতিলিপিকারের কাছ থেকে শুনেছে, তার জন্য মূল বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করা জায়েজ নয়;) যতক্ষণ না সে অবস্থা পরিস্কার করে। (এবং এটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এর সমস্ত বিবরণ সহ (চব্বিশতম) প্রকারে।

(এবং শ্রুতিলিপিকার মানুষকে চুপ থাকতে বলবে) অর্থাৎ মজলিসের উপস্থিত জনতাকে, যেখানে চুপ থাকার প্রয়োজন হয়। সহীহাইন কিতাবে জারীর (রাঃ)-এর হাদীস থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: «মানুষকে চুপ থাকতে বলো», (একজন সুকণ্ঠী ক্বারী কর্তৃক কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করার পর) যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তার জন্য।

(ص: 577) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

(ثُمَّ يُبْسِلُ) الْمُسْتَتَلِي، (وَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى، وَيُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَتَحَرَّى الْأَبْلَغَ فِيهِ) مِنْ أَلْفَاظِ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي " الرَّوْضَةِ " عَنِ الْمُتَوَلَّى وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ: أَنَّ أْبْلَغَ أَلْفَاظِ الْحَمْدِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ، وَقَالَ: لَيْسَ لِدَلِيلِكَ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لِأَنَّهُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَآخِرُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.

وَنَقَلَ فِي " الرَّؤُضَةِ " عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمُرْوَزِيِّ: أَنَّ أَبْلَغَ أَلْفَاظِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الدَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، ثُمَّ قَالَ: وَالصَّوَابُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ، أَنَّ أَبْلَغَهَا مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حَيْثُ قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَسِيدٌ مَجِيدٌ.

(ثُمَّ يَقُولُ) الْمُسْتَمْلِي (لِلْمُحَدِّثِ) الْمُسْلِي (مَنْ؟) ذَكَرْتَ أَيُّ مِنَ الشُّيُوخِ، (أَوْ مَا ذَكَرْتَ) أَيُّ مِنَ الْأَحَادِيثِ، (رَحِمَكَ اللَّهُ، أَوْ رَضِيَ عَنْكَ، وَمَا أَشْبَهَهُ).

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ: نِلْتُ الْقَضَاءِ، أَوْ قَضَاءِ الْقَضَاةِ، وَالْوِزَارَةِ، وَكَذَا

[তাদরীবুর রাবী]

(এরপর বিসমিল্লাহ পড়বে) মুস্তামলি, (এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে, এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর দরুদ পড়বে, এবং হামদ ও সালাতের শব্দাবলির মধ্য থেকে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বাক্য চয়ন করবে)।

গ্রন্থকার "আর-রাওদাহ" গ্রন্থে মুতাওয়ালাহী এবং খোরাসানের একদল আলেম থেকে উল্লেখ করেছেন যে, হামদের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী শব্দাবলি হলো, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান ইউয়াফী নি'আমাহু ওয়া ইউকাফী'উ মাজীদাহু" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা তাঁর অনুগ্রহসমূহকে পরিপূর্ণ করে এবং তাঁর বর্ধিত দানসমূহকে প্রতিদান দেয়)। এবং তিনি বলেছেন: এর জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই।

বুলক্বিনী (রহ.) বলেছেন: বরং "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" (সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য); কারণ এটি কিতাবের (কুরআনের) সূচনা এবং জান্নাতবাসীদের শেষ প্রার্থনা। সুতরাং এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত।

এবং "আর-রাওদাহ" গ্রন্থে ইবরাহীম আল-মারওয়াযী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সালাতের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী শব্দাবলি হলো, "আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কুল্লামা যাকারাহু যাকিরুন ওয়া গাফালা আন যিকরিহিল গাফিলুন" (হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ

করুন যতক্ষণ তাঁকে স্মরণকারীগণ স্মরণ করেন এবং তাঁর স্মরণ থেকে গাফেলগণ গাফেল থাকে)। অতঃপর তিনি বলেছেন: এবং সঠিক মত, যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত, তা হলো তাঁর মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী হলো সেটাই, যা নবী (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন, যখন তাঁরা বলেছিলেন: আমরা কীভাবে আপনার উপর দরুদ পড়ব? তখন তিনি বললেন: তোমরা বলো: "আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়াবারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ফিল আলামীন, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ" (হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম এবং ইবরাহীমের পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। এবং মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপর বরকত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর বিশ্বজগতে বরকত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মহিমাম্বিত)।

(এরপর বলবে) মুস্তামলি (মুহাদ্দিস) মুমলিকে: (কাকে?) আপনি উল্লেখ করেছেন? অর্থাৎ শাইখদের মধ্য থেকে, (অথবা কী উল্লেখ করেছেন?) অর্থাৎ হাদীসসমূহের মধ্য থেকে, (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, অথবা আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, এবং এ জাতীয় কিছু)। ইয়াহইয়া ইবনু আক্বাম বলেছেন: আমি বিচারকের পদ, অথবা বিচারকদের প্রধান বিচারপতির পদ, এবং মন্ত্রিত্ব লাভ করেছি, এবং এভাবেই

(ص: 578) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَكَذَا، مَا سُرِرْتُ بِشَيْءٍ مِّثْلَ قَوْلِ الْمُسْتَمْلِي، مَنْ ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ.
(وَكَلَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى) الْمُسْتَمْلِي (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
(قَالَ الْخَطِيبُ: وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ وَإِذَا ذَكَرَ صَحَابِيًّا رَضِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ابْنُ صَحَابِيٍّ
قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا).

وَكَذَا يَتَرَحَّمُ عَلَى الْأَيْمَةِ، فَقَدْ رَوَى الْخَطِيبُ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ لَهُ الْقَارِئُ
يَوْمًا: حَدِّثْكُمْ الشَّافِعِيَّ، وَلَمْ يَقُلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ الرَّبِيعُ: وَلَا حَرْفَ حَتَّى يُقَالَ:
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

- 1

(وَيَحْسُنُ بِإِلْحَادِ الثَّنَاءِ عَلَى شَيْخِهِ حَالِ الرَّوَايَةِ) عَنْهُ (بِمَا هُوَ أَهْلُهُ كَمَا فَعَلَهُ
جَمَاعَاتٌ مِنَ السَّلَفِ) كَقَوْلِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ عَوْفُ بْنُ
مُسْلِمٍ.

وَقَوْلِ مَسْرُوقٍ: حَدَّثَنِي الصَّدِيقَةُ بِنْتُ الصَّدِيقِ حَبِيبَةَ حَبِيبِ اللَّهِ الْمُبَرَّأَةِ.
وَقَوْلِ عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي الْبَحْرُ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
وَقَوْلِ شُعْبَةَ: حَدَّثَنِي سَيِّدُ الْفُقَهَاءِ أَيُّوبُ.
وَقَوْلِ وَكَيْعٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং এভাবেই, আমি মুস্তামলির (শ্রোতাদের পুনরাবৃত্তিকারী) এই কথাটি শুনে যতটা আনন্দিত
হয়েছি, অন্য কোনো কিছুতে ততটা হইনি: "আপনি কার কথা উল্লেখ করলেন, আল্লাহ
আপনাকে রহম করুন।"

(এবং যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করা হত, মুস্তামলি (তাঁর প্রতি)
সালাত ও সালাম পাঠাতেন)।

(খতিব বলেছেন: এবং তিনি (মুস্তামলি) এর দ্বারা তাঁর (সালাতের) কণ্ঠস্বর উঁচু করতেন। আর
যখন কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হত, তখন তাঁর জন্য 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' (আল্লাহ তাঁর
প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বলতেন। যদি তিনি কোনো সাহাবীর পুত্র হতেন, তাহলে বলতেন:

'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)।

এবং এভাবেই তিনি ইমামগণের জন্য রহমত কামনা করতেন। কারণ খতিব বর্ণনা করেছেন
যে, রাবী ইবনে সুলাইমানকে একদিন একজন পাঠক বললেন: "আপনাদেরকে শাফিঈ বর্ণনা

করেছেন," কিন্তু তিনি 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলেননি। তখন রাবী বললেন: "(আমি) একটি অক্ষরও (গ্রহণ করব না) যতক্ষণ না 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলা হয়।"

১ -

(এবং মুহাদ্দিসের জন্য উচিত যে, যখন তিনি তাঁর উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, তখন তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা করা) যেমনটি সালাফের অনেক দল করেছেন। যেমন আবু মুসলিম আল-খাওলানির এই উক্তি: আমাকে বর্ণনা করেছেন প্রিয়, বিশ্বস্ত আওফ ইবনে মুসলিম।

এবং মাসরুকের এই উক্তি: আমাকে বর্ণনা করেছেন সিদ্দীকা, সিদ্দীকের কন্যা, আল্লাহর হাবীবের প্রিয়া, যিনি দোষমুক্ত ঘোষিত হয়েছিলেন।

এবং আতার এই উক্তি: আমাকে বর্ণনা করেছেন আল-বাহর (সমুদ্র), অর্থাৎ ইবনে আব্বাস, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

এবং শু'বার এই উক্তি: আমাকে বর্ণনা করেছেন ফুকাহাদের (আইনজ্ঞদের) সর্দার আইয়ুব।

এবং ওয়াকীর এই উক্তি: আমাদের বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, যিনি হাদীসের ক্ষেত্রে 'আমিরুল মুমিনীন' (বিশ্বাসীদের নেতা) ছিলেন।

(ص: 579) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

(وَلْيَعْتَنِ بِالذُّعَاءِ لَهُ فَهُوَ أَهْمٌ) مِنَ الثَّنَاءِ الْمَذْكُورِ. وَيَجْمَعُ فِي الشَّيْخِ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي إِعْظَامِهِ.

قَالَ الْخَطِيبُ: لَكِنْ يَقْتَصِرُ فِي الرَّوَايَةِ عَلَى اسْمٍ مَنْ لَا يُشْكِلُ: كَأَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَنَحْوِهِمْ، وَكَذَا عَلَى نِسْبَةٍ مَنْ هُوَ مَشْهُورٌ بِهَا: كَأَبْنِ عَوْنٍ، وَأَبْنِ جُرَيْجٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخْعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ بِلَقَبٍ) كَغُنْدَرٍ، (أَوْ وَصْفٍ) كَالْأَعْمَشِ، (أَوْ حِرْفَةٍ) كَالْخَيَّاطِ، (أَوْ أَمٍّ) كَأَبْنِ عُثَيْبَةَ، وَإِنْ كُرِهَ ذَلِكَ، إِذَا (عُرِفَ بِهَا)، وَقَصَدَ تَعْرِيفُهُ لَا عَيْبَهُ.

(وَيُسْتَحَبُّ) لِلْمُسْلِمِ (أَنْ يَجْمَعَ فِي إِمْلَائِهِ) الرَّوَايَةَ (عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِهِ) ، وَلَا يَفْتَصِرَ عَلَى شَيْخٍ وَاحِدٍ (مُقَدِّمًا أَرْجَحَهُمْ) بِعُلُوِّ سَنَدٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَا يَزُورِي إِلَّا عَنْ ثِقَاتٍ مِنْ شُيُوخِهِ، دُونَ كَذَّابٍ أَوْ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ.

رَوَى مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ.

(وَيَزُورِي عَنْ كُلِّ شَيْخٍ حَدِيثًا) وَاحِدًا فِي مَجْلِسٍ، (وَيَخْتَارُ) مِنَ الْأَحَادِيثِ (مَا عَلَا سَنَدُهُ، وَقَصَرَ مَتْنُهُ) وَكَانَ فِي الْفِقْهِ أَوْ التَّرْغِيبِ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ:

[তাদরীবুর রাবী]

(এবং তাঁর জন্য দু'আ করার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, কারণ এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ) উল্লিখিত প্রশংসার চেয়ে। এবং শায়খের ক্ষেত্রে তাঁর নাম ও কুনিয়া (উপনাম) উভয়টি উল্লেখ করা উচিত, কারণ এটি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অধিক কার্যকর।

খতীব বলেছেন: তবে বর্ণনার ক্ষেত্রে কেবল তাদের নাম উল্লেখ করা যথেষ্ট যারা পরিচিতি নিয়ে সন্দেহ তৈরি করে না: যেমন আইয়ুব, ইউনুস, মালিক, লাইছ এবং তাঁদের মতো ব্যক্তিবর্গ।

এবং একইভাবে, তাদের পরিচিতি উল্লেখ করা যথেষ্ট যারা সে পরিচিতি দ্বারা প্রসিদ্ধ: যেমন ইবনে আওন, ইবনে জুর্যাইজ, শাবী, নাখঈ, সাওরী, যুহরী এবং এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ।

(যার থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে উপনামে উল্লেখ করায় কোনো অসুবিধা নেই) যেমন গুনদার, (বা বৈশিষ্ট্যসূচক নামে) যেমন আ'মাশ, (বা পেশা দ্বারা) যেমন খাইয়্যাত, (বা মায়ের দিকে সম্পর্কিত করে) যেমন ইবনে উলাইয়া, যদিও তা অপছন্দনীয়, যদি (তিনি সে নামেই পরিচিত হন), এবং উদ্দেশ্য হয় তাকে পরিচিত করানো, তার দোষ প্রকাশ করা নয়।

(এবং এটি মুস্তাহাব) আমলিকারীর জন্য (যে তিনি তাঁর লেখানোর সময়) বর্ণনা (তাঁর শায়খদের একটি দল থেকে একত্রিত করবেন), এবং একজন শায়খের উপর সীমাবদ্ধ থাকবেন না (বরং) (তাদের মধ্যে অধিক শক্তিশালীকে প্রাধান্য দেবেন) উচ্চ সনদ বা অন্য কোনো কারণে। এবং

তিনি তাঁর শায়খদের মধ্যে কেবল বিশ্বস্তদের থেকে বর্ণনা করবেন, মিথ্যাবাদী, ফাসিক বা বিদ'আতীর থেকে নয়।

মুসলিম তাঁর সহীহ-এর ভূমিকায় ইবনে মাহদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: কোনো ব্যক্তি ইমাম হতে পারে না যদি সে যা কিছু শুনেছে তার সবই বর্ণনা করে, এবং কোনো ব্যক্তি ইমাম হতে পারে না যদি সে প্রত্যেকের থেকে বর্ণনা করে।

(এবং প্রতিটি শায়খের থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করবে) একটি মজলিসে, (এবং হাদীছসমূহ থেকে এমনটি নির্বাচন করবে) (যার সনদ উচ্চ, এবং যার মতন সংক্ষিপ্ত) এবং যা ফিকহ বা তারগীব সম্পর্কিত।

আলী ইবনে হুজর বলেছেন:

(ص: 580) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَضِيفْتَنَا مَائَةً لِلْغَرِيبِ ... فِي كُلِّ يَوْمٍ سِوَى مَا يُعَادُ
شَرِيكِيَّةً أَوْ هُشِيَّةً ... أَحَادِيثُ فَقْهِ فَصَارَ جِيَادُ
(و) يَتَحَرَّى (الْمُسْتَفَادَ مِنْهُ، وَيُنَبِّهُ عَلَى صِحَّتِهِ) أَيِ الْحَدِيثِ، أَوْ حُسْنِهِ، أَوْ ضَعْفِهِ، أَوْ
عَلَّتِهِ إِنْ كَانَ مَعْلُولًا، (و) عَلَى (مَا فِيهِ مِنْ عُلْوٍ)، وَجَلَالَةٍ فِي الْإِسْنَادِ، (وَفَائِدَةٍ) فِي
الْحَدِيثِ أَوْ السَّنَدِ، كَتَقْدِيمِ تَارِيخِ سَمَاعِهِ، وَانْفِرَادِهِ عَنْ شَيْخِهِ، وَكَوْنِهِ لَا يُوجَدُ إِلَّا
عِنْدَهُ، (وَضَبْطِ مُشْكِلٍ) فِي الْأَسْمَاءِ، أَوْ غَرِيبٍ، أَوْ مَعْنَى غَامِضٍ فِي الْمَتْنِ.
(وَلِيَجْتَنِبَ) مِنَ الْأَحَادِيثِ (مَا لَا تَحْتَمِلُهُ عُقُولُهُمْ، وَمَا لَا يَفْهَمُونَهُ) كَأَحَادِيثِ
الْصِّفَاتِ، لِمَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَطَا وَالْوَهْمِ وَالْوُقُوعِ فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ.
فَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ: تُحِبُّونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَدَعُوا مَا
يُنْكَرُونَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " الشُّعَبِ " عَنِ الْبِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا حَدَّثْتُمُ النَّاسَ عَنْ رَبِّهِمْ فَلَا تُحَدِّثُوهُمْ بِمَا يَغْرُبُ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ» .

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَالَ الْخَطِيبُ: وَيَجْتَنِبُ أَيْضًا فِي رِوَايَتِهِ لِلْعَوَامِّ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ، وَمَا شَجَرَ بَيْنَ

[হাদিস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

আমাদের কাজ হলো প্রতিদিন একশত বিরল হাদিস ... যা পুনরাবৃত্তি করা হয় না শারিকী বা হুশাইমী সনদ হোক ... ফিকাহ বিষয়ক হাদিসসমূহ যেন উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে। (এবং) সে এর থেকে যা উপকারী (তা) অনুসন্ধান করবে, এবং এর বিশুদ্ধতা (সহীহতা) সম্পর্কে সতর্ক করবে; অর্থাৎ হাদিসটির, অথবা এর হাসান হওয়ার, অথবা যঈফ হওয়ার, অথবা ইল্লতযুক্ত হলে তার ইল্লত সম্পর্কে। (এবং) ইসনাদে (সনদে) এর মধ্যে যে উলু (উচ্চতা) ও মহত্ত্ব রয়েছে, (এবং) হাদিস বা সনদে যে (ফায়দা) উপকারিতা রয়েছে সে সম্পর্কেও সতর্ক করবে; যেমন: তার শোনার তারিখ উল্লেখ করা, এবং তার শায়খ থেকে তার একক বর্ণনা, এবং যে এটি কেবল তার কাছেই পাওয়া যায়। (এবং) নামসমূহের মধ্যে যে কঠিন বিষয় (মুশ্কিল) রয়েছে, অথবা কোনো বিরল (গরীব) শব্দ, অথবা মাতনে (মূল বক্তব্যে) কোনো অস্পষ্ট অর্থ (غامض) থাকলে তা স্পষ্ট করবে।

(এবং) হাদিসসমূহের মধ্য থেকে (সে) এমন বিষয় বর্জন করবে যা তাদের বুদ্ধি (বিবেক) ধারণ করতে পারে না, এবং যা তারা বুঝতে পারে না; যেমন সিফাতের (আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ক) হাদিসসমূহ। কারণ তাদের ভুল, ভ্রান্তি এবং তাশবীহ (সাদৃশ্য দান) ও তাজসীম (শারীরিকতা আরোপ)-এ পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কেননা আলী (রাঃ) বলেছেন: "তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে? মানুষের কাছে তাই বর্ণনা করো যা তারা জানে, আর যা তারা অস্বীকার করে (অগ্রহণযোগ্য মনে করে) তা ছেড়ে দাও।" এটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

এবং ইমাম বায়হাকী "আশ-শুআব"-এ মিকদাদ ইবনু মা'দিকারিব থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «যখন তোমরা মানুষকে তাদের রব সম্পর্কে বর্ণনা করবে, তখন এমন কিছু বর্ণনা করো না যা অপরিচিত বা তাদের জন্য কঠিন।»

এবং ইবনু মাসউদ বলেছেন: "তুমি কোনো সম্প্রদায়কে এমন হাদিস বর্ণনা করো না যা তাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে না, অন্যথায় তা তাদের কারো জন্য ফিতনা (বিপর্যয়) হয়ে দাঁড়াবে।" এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

খতীব বলেছেন: "এবং তিনি জনসাধারণের কাছে বর্ণনার ক্ষেত্রে রুখসাতের (সুবিধার) হাদিসসমূহ, এবং যা সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্য থেকে—

(ص: 581) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

الصَّحَابَةُ، وَالْإِسْرَائِيلِيَّاتِ.

(وَيُخْتَمُ الْإِمْلَاءَ بِحِكَايَاتٍ وَنَوَادِرَ وَإِنْشَادَاتٍ بِأَسَانِيدِهَا) كَعَادَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ لَهُ الْخَطِيبُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: رَوَّحُوا الْقُلُوبَ وَابْتَغُوا لَهَا طَرَفَ الْحِكْمَةِ.

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: هَاتُوا مِنْ أَشْعَارِكُمْ، هَاتُوا مِنْ أَحَادِيثِكُمْ فَإِنَّ الْأُذُنَ مَجَاجَةٌ وَالْقَلْبُ حَمُضٌ.

(وَأُولَاهَا مَا فِي الزُّهْدِ وَالْأَدَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ) هَذَا مِنْ زَوَائِدِ الْمُصَنِّفِ.

(وَإِذَا قَصَرَ الْمُحَدِّثُ) عَنْ تَخْرِيجِ الْإِمْلَاءِ لِقُصُورِهِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، وَعَلَيْهِ،

وَاخْتِلَافِ وُجُوهِهِ، (أَوْ اشْتَغَلَ عَنْ تَخْرِيجِ الْإِمْلَاءِ اسْتَعَانَ بِبَعْضِ الْحَفَاطِ) فِي تَخْرِيجِ

الْحَادِيثُ الَّتِي يُرِيدُ إِمْلَاءَهَا قَبْلَ يَوْمِ مَجْلِسِهِ، فَقَدْ فَعَلَهُ جَمَاعَةُ كَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ
بِشْرَانَ، وَأَبِي الْقَاسِمِ السَّرَّاجِ، وَخَلَائِقِهِ.
(وَإِذَا فَرَغَ الْإِمْلَاءُ قَابَلَهُ وَأَثَقَنَهُ) لِإِصْلَاحِ مَا فَسَدَ مِنْهُ بِزَيْغِ الْقَلَمِ وَطُغْيَانِهِ، وَفِيهِ
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقُ فِي فَرْعِ الْمُقَابَلَةِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ رَخَّصَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَاكَ فِي الرِّوَايَةِ بِدُونِهَا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ.

[তারিপুর রাবী]

সাহাবায়ে কিরাম এবং ইসরাইলিয়াত সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

(এবং ইমলা শেষ করবেন কিছু গল্প, কৌতুক এবং সনদসহ কবিতা আবৃত্তি দ্বারা) এ বিষয়ে ইমামগণের রীতি অনুযায়ী।

আর খতীব (বাগদাদী) তাঁর পক্ষে দলীল পেশ করেছেন যা তিনি আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন: তোমরা অন্তরকে সতেজ করো এবং তার জন্য জ্ঞানের একটি অংশ অন্বেষণ করো।

আর যুহরী (রহ.) তাঁর সঙ্গীদের বলতেন: তোমাদের কবিতা থেকে কিছু আনো, তোমাদের হাদীস থেকে কিছু আনো। কেননা কান বিরক্তিবরণ হয়ে যায় এবং অন্তর ক্লান্ত হয়।

(এবং সেগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে থাকবে যুহদ (বৈরাগ্য), আদব (শিষ্টাচার) ও মাকারিমুল আখলাক (উত্তম চরিত্র) সংক্রান্ত বিষয়সমূহ)। এটি গ্রন্থকারের অতিরিক্ত অংশসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

(যখন মুহাদ্দিস অপারগ হন) ইমলাকৃত হাদীসগুলো তার হাদীসজ্ঞান, এর ত্রুটিসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানের অভাবের কারণে (উদ্ধার করতে), (অথবা তিনি ইমলাকৃত হাদীস বের করার কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন তিনি কিছু হাফিযের সাহায্য নিবেন) মজলিসের দিনের পূর্বে যে হাদীসগুলো ইমলা করতে চান সেগুলোর উদ্ধারে। কেননা আবু হুসাইন ইবনে বিশরান, আবুল কাসিম আস-সাররাজ এবং আরও অনেক ব্যক্তিত্ব এই কাজ করেছেন।

(যখন ইমলা শেষ হবে, তখন তিনি তা মিলিয়ে দেখবেন এবং নির্ভুল করবেন) কলমের বিচ্যুতি ও বাড়াবাড়ির কারণে যা ভুল হয়েছে তা সংশোধন করার জন্য। এবং এ বিষয়ে মুক্বাবালার অধ্যায়ে যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর পূর্ববর্তী হাদীসটি রয়েছে।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: আর ইবনুস সালাহ সেখানে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে এর (মুক্কাবালা) ছাড়া
রিওয়াযাতের অনুমতি দিয়েছেন।

(ص: 582) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ هُنَا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ
النُّسخِ مِنْ أَصْلِ السَّمْعِ وَالنُّسخِ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّيْخِ حِفْظًا؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ خَوَانٌ.
قَالَ: وَلَكِنَّ الْمُقَابَلَةَ لِلْإِمْلَاءِ أَيْضًا إِنَّمَا هِيَ مَعَ الشَّيْخِ أَيْضًا مِنْ حِفْظِهِ، لَا عَلَى أُصُولِهِ.
قُلْتُ: جَرَتْ عَادَتُنَا بِتَخْرِيجِ الْإِمْلَاءِ وَتَخْرِيرِهِ فِي كُرَاسَةٍ، ثُمَّ نُسْلِي حِفْظًا، وَإِذَا نَجَزَ
قَابَلَهُ الْمُسْلِي مَعَنَا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي حَرَزْنَاهُ؛ وَذَلِكَ غَايَةُ الْإِثْقَانِ، وَقَدْ كَانَ الْإِمْلَاءُ
دَرَسَ بَعْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ إِلَى أَوَاخِرِ أَيَّامِ الْحَافِظِ أَبِي الْفَضْلِ الْعِرَاقِيِّ؛ فَافْتَتَحَهُ سَنَةً سِتِّ
وَتِسْعِينَ وَسَبْعِينَ، فَأَمَلَى أَرْبَعِينَ مَجْلِسٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ مَجْلِسًا إِلَى سَنَةِ مَوْتِهِ سَنَةً
سِتِّ وَثَمَانِينَ، ثُمَّ أَمَلَى وَلَدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ - سَنَةً سِتِّ وَعِشْرِينَ - سِتِّينَ مَجْلِسٍ
وَكَسْرًا.

ثُمَّ أَمَلَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةً ثِنْتَيْنِ وَخَمْسِينَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ
مَجْلِسٍ، ثُمَّ دَرَسَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَافْتَتَحَهُ أَوَّلَ سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ، فَأَمَلَيْتُ
ثَمَانِينَ مَجْلِسًا ثُمَّ خَمْسِينَ أُخْرَى.

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْلِي فِي الْأُسْبُوعِ إِلَّا يَوْمًا وَاحِدًا؛ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
«كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَذْكُرُ النَّاسَ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ دِدْنَا أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا
كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَا يَنْعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ

بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّنَا بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا» .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تُبَلِّغِ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلَا تَأْتِ الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ؛ فَإِذَا

[তারাবীহুল রাবী]

এবং তিনি এখানে তা উল্লেখ করেননি, সুতরাং সম্ভবত এটিকে পূর্ববর্তী বক্তব্যের উপর প্রয়োগ করা হবে। আবার এও সম্ভব যে, মূল শ্রুতি (সামা) থেকে প্রাপ্ত পান্ডুলিপি এবং শায়খের মুখস্থ দিক থেকে শ্রুত ইমলা-কৃত পান্ডুলিপির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কারণ স্মৃতি বিভ্রাটপ্রবণ হয়। তিনি বলেন: কিন্তু ইমলা-র মুক্বাবালা (তুলনা) শায়খের সাথে তার মুখস্থ বিদ্যা থেকে হয়, তার মূল উৎস থেকে নয়।

আমি বলি: আমাদের রীতি ছিল যে, আমরা ইমলাকে খুররাসায় (পান্ডুলিপিতে) লিপিবদ্ধ ও পরিমার্জন করতাম, অতঃপর মুখস্থ ইমলা করতাম। যখন তা সম্পন্ন হত, ইমলাকারী আমাদের সাথে আমরা যে মূলটিকে পরিমার্জন করেছি তার সাথে মিলিয়ে দেখতো; আর এটা ছিল ইতক্বানের (পরিশুদ্ধতার) সর্বোচ্চ পর্যায়। ইবনুল সালাহ-র পর হাফিয আবুল ফাদল আল-ইরাক্কীর শেষ দিন পর্যন্ত ইমলা-র ধারা হ্রাস পেয়েছিল; অতঃপর তিনি ৭৯৬ হিজরীতে তা পুনরায় চালু করেন, এবং তার মৃত্যু সন ৮০৬ হিজরী পর্যন্ত চারশত তেরো থেকে উনিশটি সভার (মজলিস) ইমলা করেন। এরপর তার পুত্র মারা যাওয়া পর্যন্ত—৮২৬ হিজরীতে—ছয় শতাধিক সভা এবং তারও কিছু বেশি সভার ইমলা করেন।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজার ৮৫২ হিজরীতে তার মৃত্যু পর্যন্ত এক হাজারেরও অধিক সভার ইমলা করেন। এরপর উনিশ বছর এই ধারা হ্রাস পায়। অতঃপর আমি ৮৭২ হিজরীর শুরুতে তা পুনরায় চালু করি, এবং আমি আশিটি সভা, তারপর আরও পঞ্চাশটি সভার ইমলা করি।

এবং প্রতি সপ্তাহে একদিনের বেশি ইমলা না করা উচিত; শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীসের কারণে, আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: «ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রতি

বৃহস্পতিবার লোকদেরকে উপদেশ দিতেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল: আমরা চাইতাম যে, আপনি আমাদের প্রতিদিন উপদেশ দিতেন। তিনি বললেন: শোনো! আমাকে তা থেকে বিরত রাখে শুধু এই বিষয় যে, আমি তোমাদের বিরক্তির কারণ হতে পছন্দ করি না। আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিরতি দিই, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর বিরক্তি আসার ভয়ে আমাদের উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিরতি দিতেন।»

এবং বুখারী বর্ণনা করেছেন, ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে, তিনি বলেন: «তুমি লোকদেরকে প্রতি জুমু'আয় একবার বর্ণনা করো। যদি না মানো, তবে দুইবার। আর যদি তুমি বেশি করো, তবে তিনবার। আর লোকদেরকে এই কুরআন নিয়ে বিরক্ত করো না। আর কোনো কওমের কাছে এমন সময় যেও না যখন তারা কথোপকথনে রত থাকে যে তুমি তাদের কথা বন্ধ করে দেবে, বরং নীরব থাকো; অতঃপর যখন»

(ص: 583) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النَّوعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ:

مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ: قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ جُمْلٌ مُفَرَّقَةٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ النَّيَّةِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي طَلَبِهِ، وَالْحَذَرُ مِنَ التَّوَصُّلِ بِهِ إِلَى أَغْرَاضِ الدُّنْيَا، وَيَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالتَّسْدِيدَ وَالتَّيْسِيرَ، وَيَسْتَعِينُ الْأَخْلَاقَ الْجَبِيلَةَ وَالْآدَابَ، ثُمَّ لِيُفْرِغَ جَهْدَهُ فِي تَحْصِيلِهِ وَيَغْتَنِمَ إِمْكَانَهُ.

وَيَبْدَأُ بِالسَّعْيِ مِنْ أَرْجَحِ شُيُوخِ بَلَدِهِ إِسْنَادًا وَعِلْمًا وَشُهْرَةً وَدِينًا، وَغَيْرَهُ؛ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ مُهِمَّاتِهِمْ فَلْيَرْحَلْ عَلَى عَادَةِ الْحَفَاطِ الْمُبْتَزِّينَ، وَلَا يَحْمِلْنَهُ الشَّرُّ عَلَى التَّسَاهُلِ فِي التَّحَلُّلِ فَيُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعِينَ مَا يَسْمَعُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْعِبَادَاتِ وَالْآدَابِ؛ فَذَلِكَ زَكَاةُ الْحَدِيثِ وَسَبَبُ حِفْظِهِ.

[تدريب الراوي]

أَمْرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ، وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ.

وَلَمْ أَظْفَرْ لِأَحَدٍ بِتَعْيِينِ يَوْمِ الْإِمْلَاءِ وَلَا وَقْتِهِ؛ إِلَّا أَنَّ غَالِبَ الْحُفَاطِ كَابْنَ عَسَاكِرَ
وَابْنَ السَّنْعَانِيِّ، وَالْخَطِيبِ، كَانُوا يُنْشِئُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاتِهَا، فَتَبِعْتُهُمْ فِي ذَلِكَ،
وَقَدْ ظَفَرْتُ بِحَدِيثٍ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَعْدَ عَصْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ
الْبَيْهَقِيُّ فِي "الشُّعَبِ" عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَلَسَ يُبْلِي خَبْرًا حَتَّى
يُمْسِيَ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ أَعْتَقَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» .

[النُّوعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ]

[يَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى]

(النُّوعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ، قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ جُمْلٌ مُتَفَرِّقَةٌ،
وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي طَلْبِهِ، وَالْحَذَرُ مِنَ التَّوَصُّلِ بِهِ إِلَى
أَغْرَاضِ الدُّنْيَا) .

فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ
غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرَ بِهِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَعْلَمُ عَمَلًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ لِمَنْ
أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى.

আটশতম প্রকার:

হাদীছ শিক্ষার্থীর আদব ও শিষ্টাচার জ্ঞান: এর বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
এবং তার (হাদীছ শিক্ষার্থীর) জন্য নিয়ত শুদ্ধ করা এবং মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইখলাস
বজায় রাখা ওয়াজিব (আবশ্যিক) তার ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে। দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য
এটিকে মাধ্যম বানানো থেকে সতর্ক থাকা, এবং মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক, সঠিক
পথনির্দেশনা ও সহজতা চাওয়া। সে সুন্দর চরিত্র ও শিষ্টাচার অনুশীলন করবে, তারপর এর
অর্জনে তার সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করবে এবং তার সুযোগকে কাজে লাগাবে।

সে তার অঞ্চলের শায়খদের মধ্যে সনদ, জ্ঞান, খ্যাতি ও দ্বীনের দিক থেকে যারা অধিকতর শক্তিশালী তাদের নিকট থেকে শোনা শুরু করবে। যখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে সে ফারেগ হবে, তখন বিশিষ্ট হাফিযদের প্রথা অনুযায়ী সফর করবে। ইলম অর্জনের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা যেন তাকে হাদীছ গ্রহণে শিথিলতা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে, যার ফলে তার কোনো শর্ত ভঙ্গ হয়ে যায়। আর উচিত হলো, ইবাদত ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত যে সকল হাদীছ সে শুনবে, তা আমল করা; কারণ এটাই হাদীছের যাকাত এবং এর সংরক্ষণের উপায়।

-

[তাদরীবুর রাবী]

তারা তোমাকে আদেশ করলে তুমি তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করো, যখন তারা তা শুনতে আগ্রহী হয়।

আমি কাউকে ইমলা (হাদীছ শ্রুতিলিখন) এর দিন বা সময় নির্দিষ্ট করতে দেখিনি; তবে অধিকাংশ হাফিয, যেমন ইবনু আসাকির, ইবনুস সামআনী এবং খতীব (বাগদাদী), জুমার নামাযের পর ইমলা করতেন। আমি এই বিষয়ে তাদের অনুসরণ করেছি। আমি এমন একটি হাদীছও পেয়েছি যা জুমার দিনের আসরের পর ইমলার মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ দেয়। এটি ইমাম বায়হাকী "আশ-শু'আব" গ্রন্থে আনাস (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «যে ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করে, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত হাদীছ শ্রুতিলিখন (ইমলা) করার জন্য বসে, সে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে ইসমাইলের সন্তানদের মধ্য থেকে আটজন দাসকে মুক্ত করেছে»।

[আটাশতম প্রকার: হাদীছ শিক্ষার্থীর আদব ও শিষ্টাচার জ্ঞান]

[তার (হাদীছ শিক্ষার্থীর) জন্য নিয়ত শুদ্ধ করা এবং মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইখলাস বজায় রাখা ওয়াজিব]

(আটাশতম প্রকার: হাদীছ শিক্ষার্থীর আদব ও শিষ্টাচার জ্ঞান। এর বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তার (হাদীছ শিক্ষার্থীর) জন্য নিয়ত শুদ্ধ করা এবং মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইখলাস বজায় রাখা ওয়াজিব তার ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এটিকে মাধ্যম বানানো থেকে সতর্ক থাকা)।

আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: («যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করে যা দ্বারা মহান আল্লাহর

সম্ভৃষ্টি চাওয়া হয়, কিন্তু সে তা দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে অর্জন করে না, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুস্রাণও পাবে না») ।

হাম্মাদ ইবনু সালামাহ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হাদীছ অশ্বেষণ করে, তাকে (শয়তান) ধোঁকা দেয় ।

সুফিয়ান আস-সাওরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: আমি মহান আল্লাহর সম্ভৃষ্টি অশ্বেষণকারী ব্যক্তির জন্য হাদীছ অশ্বেষণ অপেক্ষা উত্তম আর কোনো আমল জানি না ।

(ص: 584) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمِنْ أَقْرَبِ الْوُجُوهِ فِي إِصْلَاحِ النَّيِّةِ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ نُجَيْدٍ أَنَّهُ: سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ بْنَ حَمْدَانَ، وَكَانَا عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ، فَقَالَ لَهُ: بِأَيِّ نِيَّةٍ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الصَّالِحِينَ.

(وَيَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالتَّسْديدَ) لِذَلِكَ، (وَالْتَّيسِيرَ) وَالْإِعَانَةَ عَلَيْهِ، (وَيَسْتَعِيلُ الْأَخْلَاقَ الْجَمِيلَةَ وَالْأَدَابَ) الرَّضِيَّةَ.

فَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ: مَنْ طَلَبَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ طَلَبَ أَعْلَى أُمُورِ الدِّينِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ.

(ثُمَّ لِيُفْرِغَ جَهْدَهُ فِي تَحْصِيلِهِ وَيَغْتَنِمَ إِمْكَانَهُ).

فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «أَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ».

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: لَا يُنَالُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنْ يَطْلُبُهُ بِالتَّمَلُّلِ وَغَنَى النَّفْسِ فَيُفْلِحُ، وَلَكِنْ مَنْ طَلَبَهُ بِذِلَّةِ النَّفْسِ، وَضِيقِ الْعَيْشِ، وَخِدْمَةِ الْعِلْمِ، أَفْلَحَ.

[তাদরীবুর রাবী]

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এতে (হাদীস অধ্যয়নে) নিয়্যতকে বিশুদ্ধ করার অন্যতম সহজ উপায় হলো, যা আমরা আবু আমর ইবনু নুজাইদ থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি আবু জাফর ইবনু হামদানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন – আর তাঁরা উভয়েই সৎকর্মশীল বান্দা ছিলেন – অতঃপর তিনি তাকে বললেন: আমি কোন নিয়্যতে হাদীস লিখব? তিনি বললেন: আপনারা কি দেখেন না যে, সৎকর্মশীলদের স্মরণ করা হলে রহমত অবতীর্ণ হয়? (তিনি) বললেন: হ্যাঁ। (তিনি) বললেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন সৎকর্মশীলদের শিরোমণি।

(এবং এর জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাওফীক ও তাসদীদ [সঠিক পথপ্রদর্শন] প্রার্থনা করবে), (এবং সহজীকরণ) ও এর উপর সাহায্য (চাইবে), (আর উত্তম চরিত্র ও আদব [শিষ্টাচার] অবলম্বন করবে) যা পছন্দনীয়।

আবু আসিম আন-নাবিল বলেছেন: যে এই হাদীস অন্বেষণ করে, সে দ্বীনের সর্বোচ্চ বিষয় অন্বেষণ করে; সুতরাং তাকে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হতে হবে।

(তারপর তার জন্য [হাদীস] অর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং তার সুযোগকে কাজে লাগাবে)।

সহীহ মুসলিম-এ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে মারফু‘ সূত্রে বর্ণিত আছে: «যা তোমার উপকারে আসে তার প্রতি আগ্রহী হও, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং অক্ষম হয়ে যেও না।»

ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর বলেছেন: শরীরের আরামের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যায় না।

শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন: যে এই জ্ঞানকে বিরক্তি ও আত্মতুষ্টি নিয়ে অন্বেষণ করে, সে সফল হয় না; বরং যে আত্মবিনয়, অভাবগ্রস্ত জীবন এবং জ্ঞানের সেবার মাধ্যমে তা অন্বেষণ করে, সে সফল হয়।

[تدريب الراوي]

(وَيَبْدَأُ بِالسَّاعِ مِنْ أَرْجَحِ شُيُوخِ بَلَدِهِ إِسْنَادًا، وَعِلْمًا، وَشُهْرَةً، وَدِينًا، وَغَيْرَهُ) إِلَى أَنْ يَفْرَغَ مِنْهُمْ، وَيَبْدَأُ بِأَفْرَادِهِمْ فَمَنْ تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ أَخَذَهُ عَنْهُ أَوَّلًا؛ (فَإِذَا فَرَغَ مِنْ مُهَيَّاتِهِمْ) وَسَاعِ عَوَالِيهِمْ (فَلْيُزَحَلْ) إِلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ (عَلَى عَادَةِ الْحَفَاطِ الْمُبَرِّزِينَ) وَلَا يَزَحَلْ قَبْلَ ذَلِكَ.

قَالَ الْخَطِيبُ: فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّحْلَةِ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: تَحْصِيلُ عُلُومِ الْإِسْنَادِ، وَقَدَمُ السَّاعِ.

وَالثَّانِي: لِقَاءُ الْحَفَاطِ، وَالْمَذَاكَرَةُ لَهُمْ، وَالْإِسْتِفَادَةُ مِنْهُمْ.

فَإِذَا كَانَ الْأَمْرَانِ مَوْجُودَيْنِ فِي بَلَدِهِ وَمَعْدُومَيْنِ فِي غَيْرِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الرَّحْلَةِ، أَوْ مَوْجُودَيْنِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا فَلْيُحْصَلْ حَدِيثُ بَلَدِهِ ثُمَّ يَزَحَلْ.

قَالَ: وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الرَّحْلَةِ فَلَا يَتْرُكُ أَحَدًا فِي بَلَدِهِ مِنَ الرُّوَاةِ إِلَّا وَيَكْتُبُ عَنْهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَإِنْ قُلْتُ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: ضَيِّعْ وَرَقَةً وَلَا تُضَيِّعَنَّ شَيْخًا.

[قُلْتُ: لَيْسَ الْمُرَادُ تَكْثِيرَ الشُّيُوخِ لِلصِّبَةِ الْعَاطِلِ؛ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَحْصِيلُ الْفَائِدَةِ عِنْدَ مَنْ كَانَتْ].

وَالْأَصْلُ فِي الرَّحْلَةِ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ "، وَالْخَطِيبُ فِي " الْجَامِعِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «بَلَّغْنِي حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

[তাদরিবুর রাবী]

(এবং সে তার শহরের সনদ, জ্ঞান, খ্যাতি, দীন ও অন্যান্য দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ শায়খদের কাছ থেকে শ্রবণ শুরু করবে) যতক্ষণ না সে তাদের (থেকে শ্রবণ) সম্পন্ন করে। এবং সে তাদের একক (বর্ণনা) দিয়ে শুরু করবে, সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এককভাবে (জ্ঞান) ধারণ করে, তার কাছ থেকে প্রথমে তা গ্রহণ করবে; (যখন সে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পন্ন

করবে) এবং তাদের উচ্চ সনদসমূহ শ্রবণ করবে, (তখন সে যাত্রা করবে) অন্যান্য সকল শহরে (শ্রেষ্ঠ হাফেজদের প্রথানুযায়ী)। এর পূর্বে সে সফর করবে না।

আল-খাতীব বলেছেন: নিশ্চয়ই সফরের উদ্দেশ্য দুটি:

প্রথমত: উচ্চ সনদ অর্জন এবং প্রাথমিক শ্রবণ (ফিদামুস সামা) হাসিল করা।

এবং দ্বিতীয়ত: হাফেজদের সাথে সাক্ষাৎ, তাদের সাথে আলোচনা এবং তাদের থেকে উপকৃত হওয়া।

যদি উভয় উদ্দেশ্য তার শহরেই বিদ্যমান থাকে এবং অন্য কোথাও না থাকে, তবে সফরের কোনো ফায়দা নেই। অথবা যদি উভয় স্থানেই বিদ্যমান থাকে, তবে সে তার শহরের হাদিস সংগ্রহ করবে, অতঃপর সফর করবে।

তিনি বলেছেন: যখন সে সফরের সংকল্প করবে, তখন তার শহরের কোনো বর্ণনাকারীকে বাদ দেবে না, বরং তার থেকে যা সহজলভ্য হয়, তা সে লিপিবদ্ধ করবে, যদিও তা স্বল্প হয়।

কেননা তাদের কেউ কেউ বলেছেন: একটি পাতা নষ্ট করো, কিন্তু একজন শায়খকে হারিয়ে না।

[আমি বলি: উদ্দেশ্য নিষ্ফল খ্যাতির জন্য শায়খদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো যার কাছে ফায়দা রয়েছে, তার কাছ থেকে তা অর্জন করা।]

আর সফরের মূল ভিত্তি হলো যা বাইহাকী তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে এবং আল-খাতীব তাঁর "আল-জামি" গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল সূত্রে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস পৌঁছেছিল

(ص: 586) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

صلى الله عليه وسلم لم أَسْمَعْهُ، فَأَبْتَعْتُ بَعِيرًا فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي، وَسِرْتُ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ؛ فَقُلْتُ لِلْبَّوَابِ: قُلْ لَهُ: جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ؛

فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَأَتَانِي فَقَالَ لِي: جَابِرُ! فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَامَ يُطَاطِئُ ثَوْبَهُ حَتَّى لَقِيَنِي، فَأَعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ، فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلْعَنِي عَنْكَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِصَاصِ لَمْ أَسْمَعْهُ فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ - أَوْ قَالَ النَّاسَ - عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، قُلْنَا: مَا بُهْمًا؟ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنَادِيهِمْ رَبُّهُمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدِّيَانُ، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ، قُلْنَا كَيْفَ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا؟ قَالَ: " بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ » .

وَاسْتَدَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِرَحْلَةِ مُوسَى إِلَى الْخَضِرِ، وَقِصَّتُهُ فِي الصَّحِيحِ. وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاذِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى مَسْلَمَةَ بِنِ مَخْلَدٍ فَأَلْفَاهُ نَائِبًا، فَقَالَ: أَيْقِظُوهُ، قَالُوا: بَلْ نَتْرُكُهُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، قَالَ: لَسْتُ فَاعِلًا، فَأَيْقِظُوا مَسْلَمَةَ لَهُ فَرَحَبَ بِهِ وَقَالَ: انْزِلْ، قَالَ: لَا، حَتَّى تُرْسِلَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لِحَاجَةٍ لِي إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُقْبَةَ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ وَجَدَ مُسْلِمًا عَلَى عَوْرَةٍ فَسَتَرَهُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوُوءَةً مِنْ قَبْرِهَا»؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: قَدْ

[তাদরীবুর রাবী]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি তা শুনিনি। সুতরাং আমি একটি উট কিনলাম, তাতে আমার হাওদা বাঁধলাম এবং এক মাস পথ চললাম যতক্ষণ না আমি সিরিয়ায় (শাম) পৌঁছলাম। তারপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে উনায়সের কাছে গেলাম; আমি দারোয়ানকে বললাম: তাকে বলো: জাবির দরজায় এসেছে। সে তার (আবদুল্লাহ ইবনে উনায়সের) কাছে গিয়ে তাকে বলল: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ? সে আমার কাছে এসে আমাকে বলল: জাবির! আমি বললাম: হ্যাঁ। সে ফিরে গিয়ে তাকে খবর দিল। তিনি নিজের কাপড় সামলাতে সামলাতে

দাঁড়ালেন যতক্ষণ না আমার সাথে দেখা হলো। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন এবং আমি তাকে আলিঙ্গন করলাম। আমি বললাম: কিসাস (প্রতিশোধ) সম্পর্কিত একটি হাদিস আমার কাছে আপনার সূত্রে পৌঁছেছে, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, কিন্তু আমি তা শুনিনি। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে আপনি অথবা আমি তা শোনার আগেই মারা যেতে পারি। তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ বান্দাদের—অথবা তিনি বলেছেন: মানুষদের—উলঙ্গ, খতনাবিহীন এবং 'বুহমান' অবস্থায় একত্রিত করবেন।" আমরা বললাম: 'বুহমান' কী? তিনি বললেন: তাদের সাথে কিছুই থাকবে না। তারপর তাদের রব এমন এক স্বরে তাদের ডাকবেন যা দূরের লোকও শুনতে পাবে যেমন কাছের লোক শুনতে পায়: আমিই বাদশাহ, আমিই প্রতিফলদাতা। জান্নাতবাসীদের মধ্যে কারো জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা উচিত নয় এবং জাহান্নামবাসীদের মধ্যে কারো জন্য অন্যের কাছে কোনো জুলুমের দাবি থাকা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করা উচিত নয়, যতক্ষণ না আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিই, এমনকি একটি চড় মারারও। আমরা বললাম: কীভাবে (প্রতিশোধ নেওয়া হবে), অথচ আমরা তো আল্লাহর কাছে উলঙ্গ, খতনাবিহীন এবং 'বুহমান' অবস্থায় আসব? তিনি বললেন: "নেকীসমূহ ও গুনাহসমূহের মাধ্যমে।"

বায়হাকীও মুসা (আ.)-এর খিদর (আ.)-এর কাছে সফরের মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন, আর তার কাহিনী সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

আইয়াশ ইবনে আব্বাস থেকে ওয়াহিব ইবনে আবদুল্লাহ আল-মা'আফিরের সূত্রেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার সাহাবীদের একজন মাসলামা ইবনে মাখলাদের কাছে এলেন এবং তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেন। তিনি বললেন: তাকে জাগাও। তারা বলল: বরং আমরা তাকে জাগা পর্যন্ত রেখে দিই। তিনি বললেন: আমি তা করব না। সুতরাং তারা মাসলামাকে তার জন্য জাগিয়ে দিল। তিনি তাকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন: নেমে এসো (অবস্থান করো)। তিনি বললেন: না, যতক্ষণ না আপনি উকবা ইবনে আমিরের কাছে আমার একটি প্রয়োজনের জন্য লোক পাঠান। সুতরাং তিনি উকবার কাছে লোক পাঠালেন এবং উকবা তার কাছে এলেন। তিনি বললেন: আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: «যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো গোপনীয় বিষয় বা দুর্বলতা দেখতে পায় এবং তা ঢেকে রাখে, সে যেন কবর থেকে একটি জীবন্ত প্রোথিত কন্যাশিশুকে উদ্ধার করল»? উকবা বললেন: অবশ্যই

[تدريب الراوي]

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.
وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ أَبَاهُ عَمَّنْ طَلَبَ الْعِلْمَ، تَرَى لَهُ أَنْ يَلْزَمَ رَجُلًا عِنْدَهُ عِلْمٌ
فَيَكْتُبَ عَنْهُ، أَوْ تَرَى لَهُ أَنْ يَرْحَلَ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا الْعِلْمُ فَيَسْمَعَ مِنْهُمْ؟ قَالَ:
يَرْحَلَ يَكْتُبُ عَنِ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، يُشَامُّ النَّاسَ يَسْمَعُ
مِنْهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: أَرْبَعَةٌ لَا تَأْنَسُ مِنْهُمْ رُشْدًا، وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يَكْتُبُ فِي بَلَدِهِ وَلَا
يَرْحَلَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدَهَمَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِرَحْلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
(وَلَا يَحْمِلُنَّهُ الشَّرُّ) وَالْحِرْصُ (عَلَى التَّسَاهُلِ فِي التَّحْمِيلِ فَيُخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهِ)
السَّابِقَةِ، فَإِنَّ شَهْوَةَ السَّمَاعِ لَا تَنْتَهِي، وَنَهْمَةُ الطَّلَبِ لَا تَنْقُضِي، وَالْعِلْمُ

[তাদরীবুর রাবী]

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বলতে শুনেছি।

আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ তাঁর পিতাকে জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন,
আপনি কি মনে করেন তার উচিত একজন জ্ঞানীর সান্নিধ্য অবলম্বন করে তার থেকে লেখা,
নাকি আপনি মনে করেন তার উচিত সেসব স্থানে সফর করা যেখানে জ্ঞান রয়েছে এবং তাদের
থেকে শোনা? তিনি বললেন: সে যেন কুফাবাসী, বসরার অধিবাসী, মাদীনাবাসী ও
মক্কাবাসীদের থেকে লিখতে সফর করে। সে যেন মানুষের কাছে যায় এবং তাদের থেকে
শোনে।

ইবনু মাঈন বলেন: চার প্রকার ব্যক্তি যাদের থেকে আপনি সঠিক পথের সন্ধান পাবেন না। তাদের মধ্যে তিনি এমন একজন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন যে নিজ শহরে বসে লেখে এবং হাদীস অশ্বেষণে সফর করে না।

ইব্রাহিম ইবনু আদহাম বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হাদীস বিশারদদের সফরের মাধ্যমে এই উম্মতের উপর থেকে বিপদ তুলে নেন।

(অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা) ও লোভ যেন তাকে (হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে) শিথিলতা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ না করে, ফলে সে পূর্বোক্ত শর্তাবলী থেকে কোনোটিতে ত্রুটি করে বসে। কারণ শোনার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না, এবং অশ্বেষণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। আর জ্ঞান

(ص: 588) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

كَالْبَحَارِ الَّتِي يَتَعَدَّرُ كَيْلُهَا، وَالْمَعَادِنِ الَّتِي لَا يَنْقُطِعُ نَيْلُهَا. أَخْرَجَ الْمُرُوزِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ شُعَيْبٍ بِنِ الْحَبَابِ، حَدَّثَنِي عَمِّي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ، حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو بَكْرٍ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ: نَزَلَ عَلَيَّ أَبُو الْعَالِيَةِ الرَّيَاحِيُّ فَأَقْلَلْتُ عَنْهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ شُعَيْبٌ: السَّمَاعُ مِنَ الرِّجَالِ أَرْزَاقٌ. (وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمَلَ مَا يَسْمَعُهُ مِنْ أَحَادِيثِ الْعِبَادَاتِ وَالْأَدَابِ) وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ (فَذَلِكَ زَكَاةُ الْحَدِيثِ وَسَبَبُ حِفْظِهِ) فَقَدْ قَالَ بِشْرُ الْحَافِي: يَا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ أَدُّوا زَكَاةَ هَذَا الْحَدِيثِ، اعْمَلُوا مِنْ كُلِّ مِائَتِي حَدِيثٍ بِخُمُسَةِ أَحَادِيثٍ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمَلَائِيُّ: إِذَا بَلَغَكَ شَيْءٌ مِنَ الْخَبَرِ فَأَعْمَلْ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً، تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ.

وَقَالَ وَكَيْعٌ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْفَظَ الْحَدِيثَ فَأَعْمَلْ بِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ: كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا إِلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ حَتَّى مَرَّي. [فِي الْحَدِيثِ] «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأُعْطِيَ أَبَا طَيْبَةَ دِينَارًا، فَاخْتَجَمْتُ وَأُعْطِيتُ الْحَجَّامَ دِينَارًا».

[তারীখুর রাবী]

এমন সমুদ্রের মতো যার পরিমাপ করা কঠিন, এবং এমন খনির মতো যার প্রাপ্তি শেষ হয় না। মারওয়াযী তাঁর 'কিতাবুল ইলম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: ইবনু শুয়াইব ইবনুল হাবহাব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার চাচা সালিহ ইবনু আব্দুল কাবীর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার চাচা আবু বাকর ইবনু শুয়াইব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, কাতাদা থেকে। তিনি বলেন: আমি শুয়াইব ইবনুল হাবহাবকে বললাম: আবুল আলিয়া আর-রিয়াহী আমার কাছে এলেন, কিন্তু আমি তার থেকে কম হাদীস গ্রহণ করলাম। শুয়াইব বলেন: পুরুষদের (আলেমেদের) থেকে শ্রুতি হলো রিযিক। (ইবাদত ও আদব সংক্রান্ত) এবং আমলের ফযীলত সম্পর্কিত যে হাদীস সে শোনে, তা তার ব্যবহার করা উচিত। (কারণ এটি হাদীসের যাকাত এবং তা স্মরণ রাখার কারণ)। যেমন বিশর আল-হাফী বলেছেন: হে হাদীস সংগ্রাহকগণ! এই হাদীসের যাকাত আদায় করো। প্রতি দুইশত হাদীসের মধ্যে পাঁচটি হাদীসের উপর আমল করো।

আমর ইবনু কায়েস আল-মুলাঈ বলেছেন: যখন তোমার কাছে কোনো খবর (হাদীস) পৌঁছায়, তখন অন্তত একবার হলেও তার উপর আমল করো, তাহলে তুমি তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ওয়াকী' বলেছেন: যদি তুমি হাদীস মুখস্থ করতে চাও, তাহলে তার উপর আমল করো।

ইব্রাহিম ইবনু ইসমাইল ইবনু মুজাম্মি' বলেছেন: আমরা হাদীস মুখস্থ করার জন্য তার উপর আমল করে সাহায্য নিতাম।

আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন: আমি এমন কোনো হাদীস লিখিনি যার উপর আমি আমল করিনি, যদিও তা আমার উপর দিয়ে একবারই অতিক্রম করেছে।

[হাদীসে এসেছে] «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন এবং আবু তায়বাহকে এক দিনার দিয়েছেন। তাই আমিও রক্তমোক্ষণ করিয়েছি এবং রক্তমোক্ষণকারীকে এক দিনার দিয়েছি»।

فصل:

وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْظَمَ شَيْخُهُ وَمَنْ يَسْمَعُ مِنْهُ؛ فَذَلِكَ مِنْ إِجْلَالِ الْعِلْمِ وَأَسْبَابِ الْإِنْتِفَاعِ،
وَيَعْتَقَدُ جَلَالَتهُ شَيْخَهُ وَرُجْحَانَهُ وَيَتَحَرَّى رِضَاهُ، وَلَا يُطَوِّلُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يُضْجِرُهُ،
وَلَيْسَتْ شِرْهُ فِي أُمُورِهِ وَمَا يَشْتَغِلُ فِيهِ، وَكَيْفِيَّةِ اشْتِغَالِهِ، وَيَنْبَغِي لَهُ إِذَا ظَفَرَ بِسَمَاعٍ أَنْ
يُرْشِدَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِنَّ كِتْمَانَهُ لَوْمٌ يَقَعُ فِيهِ جَهْلَةُ الطَّلَبَةِ فَيُخَافُ عَلَى كَاتِبِهِ عَدَمُ
الْإِنْتِفَاعِ، فَإِنَّ مِنْ بَرَكَاتِ الْحَدِيثِ إِفَادَتَهُ، وَنَشْرَهُ يُسْنُّ، وَلِيَحْذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ أَنْ
يَبْنَعَهُ الْحَيَاءُ وَالْكِبَرُ مِنَ السَّعْيِ التَّامِّ فِي التَّحْصِيلِ وَأَخْذِ الْعِلْمِ مِمَّنْ دُونَهُ فِي نَسَبٍ
أَوْ سِنٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَلِيَصْبِرَ عَلَى جَفَاءِ شَيْخِهِ، وَلِيُعْتَنَ بِأَلْمِهِمْ، وَلَا يُضَيِّعُ وَقْتَهُ فِي
الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الشُّيُوخِ لِمُجَرَّدِ اسْمِ الْكَثْرَةِ، وَلِيَكْتُبَ وَلِيَسْمَعَ مَا يَقَعُ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ
جُزْءٍ بِكَمَالِهِ، وَلَا يَنْتَخِبُ فَإِنْ احْتَجَّ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ قَصَرَ عَنْهُ اسْتَعَانَ بِحَافِظٍ.

[تدريب الراوي]

[فصلٌ وينبغي للمحدث تعظيم شيخه]

(فصل:

وَيَنْبَغِي) لِلطَّالِبِ (أَنْ يُعْظَمَ شَيْخُهُ وَمَنْ يَسْمَعُ مِنْهُ؛ فَذَلِكَ مِنْ إِجْلَالِ الْعِلْمِ وَأَسْبَابِ
الْإِنْتِفَاعِ بِهِ).

وَقَدْ قَالَ الْمَغِيرَةُ: كُنَّا نَهَابُ إِبْرَاهِيمَ كَمَا نَهَابُ الْأَمِيرَ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْقَرَ لِلْمُحَدِّثِينَ مِنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ»؛ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَضَعْفَهُ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ وَقَفُّهُ عَلَى عُمَرَ.

وَأُورِدَ فِي الْبَابِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجَلِّ كَبِيرَنَا
وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفَ لِعَالِنَا حَقَّهُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَأَسْنَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَدْتُ عَامَّةَ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِنْ كُنْتُ لَا آتِي بَابَ أَحَدِهِمْ فَأَقِيلُ بِبَابِهِ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي عَلَيْهِ لَأُذِنَ لِي، لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَبْتَغِي بِذَلِكَ طِيبَ نَفْسِيهِ.

فَضْلُ:

আর উচিত যে, সে তার শাইখকে এবং যার থেকে শ্রবণ করে, তাকে সম্মান করবে; কেননা তা ইলমকে সম্মান করা এবং উপকৃত হওয়ার উপায়সমূহের অন্যতম। এবং তার শাইখের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগণ্যতা বিশ্বাস করবে এবং তার সম্ভৃষ্টি অন্বেষণ করবে। তাকে দীর্ঘ সময় দিয়ে বিরক্ত করবে না। এবং তার বিষয়াদি, যা নিয়ে সে ব্যস্ত আছে এবং তার ব্যস্ততার ধরণ সম্পর্কে তার পরামর্শ গ্রহণ করবে। আর যখন সে কোনো শ্রবণের সুযোগ পায়, তখন উচিত হল অন্যদেরকেও এর দিকে পথ দেখানো; কারণ তা গোপন করা নীচতা, যা অজ্ঞ শিক্ষার্থীরা করে থাকে। তাই যে গোপন করে, তার জন্য উপকৃত না হওয়ার ভয় থাকে। কারণ হাদীসের বরকতের মধ্যে অন্যতম হলো তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং এর প্রচার কল্যাণকর। এবং সে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে যে, লজ্জা ও অহংকার যেন তাকে জ্ঞান অর্জনে পূর্ণ চেষ্টা করা এবং বংশ, বয়স বা অন্য কোনো দিক থেকে তার চেয়ে নিম্নস্তরের কারো থেকে ইলম গ্রহণ করা থেকে বিরত না রাখে। এবং তার শাইখের কর্কশ আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে। এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হবে। এবং কেবল সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অনেক শাইখের কাছে গিয়ে নিজের সময় নষ্ট করবে না। এবং তার কাছে আসা কোনো কিতাব বা জুয (অংশ) সম্পূর্ণভাবে লিখবে ও শুনবে, এবং নির্বাচিত অংশ নেবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তবে সে নিজেই এর দায়িত্ব নেবে। আর যদি সে এতে অপারগ হয়, তাহলে একজন হাফিযের (স্মরণকারীর) সাহায্য নেবে।

-

[তাদরিবুর রাবী]

[পরিচ্ছেদ: মুহাদ্দিসের জন্য তার শাইখকে সম্মান করা উচিত]

(পরিচ্ছেদ: আর উচিত) একজন শিক্ষার্থীর জন্য (যে সে তার শাইখকে এবং যার থেকে শ্রবণ করে, তাকে সম্মান করবে; কেননা তা ইলমকে সম্মান করা এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার উপায়সমূহের অন্যতম)।

মুগীরাহ বলেছেন: আমরা ইবরাহীমকে এমনভাবে ভয় করতাম, যেমনভাবে আমরা আমীরকে ভয় করতাম।

বুখারী বলেছেন: আমি ইয়াহইয়া ইবনে মার্কিন-এর চেয়ে বেশি মুহাদ্দিসদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কাউকে দেখিনি।

এবং হাদীসে রয়েছে: «তোমরা যার থেকে জ্ঞান অর্জন করো, তার প্রতি বিনয়ী হও»; এটি বাইহাকী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে যঈফ বলেছেন। আর তিনি বলেছেন: বিশুদ্ধ মত হলো এটি উমর (রাঃ)-এর উক্তি হিসেবে মাওকুফ।

এবং এই পরিচ্ছেদে তিনি উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে মারফু' সূত্রে হাদীস এনেছেন: «সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের আলেমের হক্কে চেনে না», এটি আহমদ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সনদ সহকারে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অধিকাংশ জ্ঞান আনসারদের এই গোত্রের কাছে পেয়েছি। আমি তাদের কারো দরজায় আসতাম এবং তার দরজায় বিশ্রাম নিতাম। যদি আমি চাইতাম যে, আমাকে তার কাছে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক, তবে আমার জন্য অনুমতি দেওয়া হতো, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আমার আত্মীয়তার কারণে। কিন্তু আমি এর মাধ্যমে তার আত্মিক সন্তুষ্টি কামনা করতাম।

(ص: 590) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَأَسْنَدَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: مَا دَقَّقْتُ عَلَى مُحَدِّثٍ بَابَهُ قَطُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [الحجرات: 5].
(وَيَعْتَقِدُ جَلَالَهٗ شَيْخَهُ وَرُجْحَانَهُ) عَلَى غَيْرِهِ، فَقَدْ رَوَى الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي قَالَ: سَبَعْتُ السَّلَفَ يَقُولُونَ: مَنْ لَا يَعْرِفُ لِأُسْتَاذِهِ لَا يُفْلِحُ.

(وَيَتَحَرَّى رِضَاهُ) ، وَيَحْذَرُ سَخَطَهُ، (وَلَا يُطَوِّلُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يُضْجِرُهُ) بَلْ يَقْنَعُ بِمَا يُحْدِثُهُ بِهِ، فَإِنَّ الْإِضْجَارَ يُغَيِّرُ الْأَفْهَامَ وَيُفْسِدُ الْأَخْلَاقَ وَيُحِيلُ الطَّبَاعَ. وَقَدْ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى سَاءَ خُلُقُهُ.

وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ حَدِيثٍ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِنْ كَلَّفْتَنِي مَا لَمْ أُطِقْ ... سَاءَكَ مَا سَرَّكَ مِنِّي مِنْ خُلُقٍ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيُخْشَى عَلَى فَاعِلٍ ذَلِكَ أَنْ يُحْرَمَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ. قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ الرَّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ. (وَلَيْسَتْ شَرْهُ فِي أُمُورِهِ) الَّتِي تَعْرِضُ لَهُ، (وَمَا يَشْتَغِلُ فِيهِ،

[তাদরীবুর রাবী]

আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমি কখনো কোনো মুহাদিসের দরজায় টাকা দেইনি, কারণ মহান আল্লাহর বাণী: {যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত যতক্ষণ না তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আসো, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত} [আল-হুজুরাত: ৫] ।

(এবং তার শিক্ষকের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব) অন্যের উপর বিশ্বাস রাখবে। আল-খলীলী তার 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে আবু ইউসুফ আল-কাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি সালাফদের বলতে শুনেছি: যে তার ওস্তাদের মর্যাদা জানে না, সে সফল হয় না।

(এবং তার সন্তুষ্টি অশ্বেষণ করবে), এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে সাবধান থাকবে। (এবং তাকে বিরক্ত করে এমনভাবে তার সময় দীর্ঘায়িত করবে না)। বরং সে যা বর্ণনা করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। কারণ বিরক্ত করা উপলব্ধিকে পরিবর্তন করে, চরিত্র নষ্ট করে এবং স্বভাবকে ভিন্ন করে তোলে।

ইসমাঈল ইবন আবী খালিদ মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু লোকেরা তাকে এমনভাবে বিরক্ত করতে লাগল যে, তার চরিত্র খারাপ হয়ে গেল।

আমরা ইবন সীরীন থেকে বর্ণনা করেছি যে, এক ব্যক্তি তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল যখন তিনি উঠতে চাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন:

তুমি যদি আমাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করো যা আমি সহ্য করতে পারি না ... তাহলে আমার যে চরিত্র তোমাকে আনন্দ দেয়, তা তোমাকে খারাপ লাগবে।

ইবন আস-সালাহ বলেছেন: এরূপকারীর জন্য আশঙ্কা করা হয় যে, সে উপকার লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

তিনি বলেছেন: এবং আমরা আয-যুহরী থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন: যখন মজলিস দীর্ঘায়িত হয়, তখন তাতে শয়তানের অংশ থাকে।

(এবং তার সেই সকল বিষয়ে শিক্ষকের পরামর্শ নেবে) যা তার সামনে আসে, (এবং সে যা নিয়ে কাজ করে,

(ص: 591) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَكَيْفِيَّةِ اشْتِغَالِهِ) ، وَعَلَى الشَّيْخِ نُصْحُهُ فِي ذَلِكَ.

(وَيُنَبِّغِي لَهُ) أَيْ لِلطَّالِبِ (إِذَا ظَفَرَ بِسَمَاعٍ) لِشَيْخٍ (أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ) مِنَ الطَّلَبَةِ.

(فَإِنَّ كِتْمَانَهُ) عَنْهُمْ (لَوْمْ يَقَعُ فِيهِ جَهْلَةُ الطَّلَبَةِ، فَيُخَافُ عَلَى كَاتِبِهِ عَدَمُ الْإِنْتِفَاعِ،

فَإِنَّ مِنْ بَرَكََةِ الْحَدِيثِ إِفَادَتَهُ) كَمَا قَالَ مَالِكٌ، (وَنَشْرُهُ يُسْنُّ) .

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: مَنْ بَخَلَ بِالْحَدِيثِ وَكْتَمَ عَلَى النَّاسِ سَمَاعَهُمْ لَمْ يُفْلِحْ، وَكَذَا قَالَ

إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةَ.

وَقَالَ ابْنُ الْبَارِكِ: مَنْ بَخَلَ بِالْعِلْمِ ابْتُلِيَ بِثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَمُوتَ فَيَذْهَبَ عِلْمُهُ، أَوْ

يَنْسَى، أَوْ يَتَّبَعَ السُّلْطَانَ.

وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: «إِخْوَانِي تَنَاصَحُوا فِي الْعِلْمِ، وَلَا يَكْتُمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَإِنَّ خِيَانَةَ الرَّجُلِ فِي عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ.»
قَالَ الْخَطِيبُ: وَلَا يَحْرُمُ الْكُتْمُ عَمَّنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَوْ لَا يَقْبَلُ الصَّوَابَ إِذَا أُرْشِدَ إِلَيْهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا نُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْكُتْمِ.
وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ لِأَبِي عُبَيْدَةَ: لَا تَرُدَّنَّ عَلَى مُعْجَبٍ خَطَأً فَيَسْتَفِيدَ مِنْكَ عِلْمًا، وَيَتَّخِذَكَ بِهِ عَدُوًّا.

[তাদরীবুর রাবী]

এবং তার (ছাত্রের) অধ্যয়ন পদ্ধতি), আর এ বিষয়ে শায়খের উপর তাকে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য।

(এবং তার (ছাত্রের) উচিত) অর্থাৎ যখন একজন ছাত্র কোনো শায়খের কাছ থেকে (হাদীস) শ্রবণের সুযোগ পায়, তখন (তার উচিত) অন্যান্য ছাত্রদেরকে সেদিকে (অর্থাৎ সেই শায়খের নিকট) পথনির্দেশ করা। (কেননা তাদের কাছ থেকে) তা গোপন রাখা (একটি নীচতা), যাতে মূর্খ ছাত্ররা পতিত হয়। ফলে যে গোপন করে, তার জন্য উপকৃত না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (কারণ হাদীসের বরকতের মধ্যে এটিও একটি যে, তা দ্বারা (অন্যদের) উপকার করা) যেমন মালিক (রহ.) বলেছেন, (এবং তা প্রচার করা বরকতময়)।

ইবনু মাজিন বলেছেন: যে হাদীসের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে এবং মানুষের কাছ থেকে তাদের (হাদীস) শ্রবণ গোপন রাখে, সে কখনো সফল হবে না। এ কথা ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহও বলেছেন।

ইবনু'ল মুবারক বলেছেন: যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে, তাকে তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়: হয় সে মারা যায় এবং তার জ্ঞানও চলে যায়, অথবা সে ভুলে যায়, অথবা সে সুলতানের (শাসকের) অনুগামী হয়।

খতীব (বাগদাদী) এ প্রসঙ্গে তাঁর সনদ সহকারে ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «আমার ভাইয়েরা, জ্ঞানের বিষয়ে একে অপরকে উপদেশ দাও, এবং তোমাদের কেউ যেন অন্যের কাছ থেকে (জ্ঞান) গোপন না করে। কেননা, কোনো ব্যক্তির জ্ঞানে খেয়ানত করা তার সম্পদে খেয়ানত করার চেয়েও গুরুতর।»

খতীব (বাগদাদী) বলেছেন: এমন ব্যক্তির কাছ থেকে (জ্ঞান) গোপন করা হারাম নয়, যে এর উপযুক্ত নয়, অথবা যাকে সঠিক পথ দেখানো হলে সে তা গ্রহণ করে না, কিংবা অনুরূপ কোনো কারণে। আর ইমামগণ থেকে (জ্ঞান) গোপন করা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এর ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা হবে।

খলীল (ইবনু আহমদ) আবু উবায়দাহকে বলেছেন: কোনো অহংকারী ব্যক্তির ভুল শুধরে দিও না, পাছে সে তোমার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে এবং এর কারণে তোমাকে শত্রু বানিয়ে নেয়।

(ص: 592) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

(وَلِيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مَنْ أَنْ يَنْنَعَهُ الْحَيَاءُ أَوْ الْكِبَرُ مِنَ السَّعْيِ التَّامِّ فِي التَّحْصِيلِ
وَأَخْذِ الْعِلْمِ مِمَّنْ دُونَهُ فِي نَسَبٍ أَوْ سِنٍّ أَوْ غَيْرِهِ) .

فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ دَقَّ عِلْمُهُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعَمَ النِّسَاءِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَنْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي
الدِّينِ.

وَقَالَ وَكَيْعٌ: لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَتَّى يَكْتُبَ عَنْهُ هُوَ فَوْقَهُ وَعَمَّنْ هُوَ
مِثْلُهُ وَعَمَّنْ هُوَ دُونَهُ.

وَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَكْتُبُ عَنْهُ هُوَ دُونَهُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّ الْكَلِمَةَ الَّتِي فِيهَا نَجَاتِي
لَمْ تَقَعْ لِي.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْأَصْعِيِّ قَالَ: مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ التَّعْلِيمِ سَاعَةً

[রাবী প্রশিক্ষণ]

(এবং সে যেন চরম সতর্কতার সাথে এই বিষয়ে সাবধান থাকে যে, লজ্জা বা অহংকার যেন তাকে পূর্ণরূপে জ্ঞান অর্জনে এবং বংশ, বয়স বা অন্য কোনো দিক থেকে তার চেয়ে নিম্নস্তরের কারো কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণে বাধা না দেয়)।

বুখারী (রহঃ) মুজাহিদ থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন: "লজ্জিত ব্যক্তি ও অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।"

এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন: "যার চেহারা কোমল (অর্থাৎ অতিরিক্ত লজ্জাশীল), তার জ্ঞানও অগভীর।"

এবং আয়েশা (রাঃ) বলেছেন: "আনসারী নারীরা কতই না চমৎকার! লজ্জা তাদের দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত রাখেনি।"

এবং ওয়াকী' (রহঃ) বলেছেন: "হাদীসশাস্ত্রের কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মহৎ হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার চেয়ে উচ্চপদস্থ, তার সমকক্ষ এবং তার চেয়ে নিম্নপদস্থ সকলের কাছ থেকে (জ্ঞান) লিপিবদ্ধ করে।"

এবং ইবনুল মোবারক (রহঃ) তার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের কাছ থেকেও (জ্ঞান) লিপিবদ্ধ করতেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "হয়তো যে কথাটির মধ্যে আমার মুক্তি নিহিত আছে, সেটি এখনো আমার কাছে পৌঁছায়নি।"

এবং বায়হাকী (রহঃ) আসমাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্য হলেও শিক্ষার অপমান সহ্য করে না..."

(ص: 593) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]
بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَدًا.

وَرَوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا تَتَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِثَلَاثٍ، وَلَا تَتْرُكُهُ لِثَلَاثٍ، لَا تَتَعَلَّمْ لِتُبَارِي بِهِ، وَلَا تُرَائِي بِهِ، وَلَا تُبَاهِي بِهِ، وَلَا تَتْرُكُهُ حَيَاءً مِنْ طَلَبِهِ، وَلَا زَهَادَةً فِيهِ، وَلَا رِضًا بِجَهَالَةٍ.

(وَلْيَصْبِرْ عَلَى جَفَاءِ شَيْخِهِ، وَلْيَعْتَنِ بِأَلْمِهِمْ، وَلَا يُضَيِّعْ وَقْتَهُ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنَ الشُّيُوخِ لِمَجَرَّدِ اسْمِ الْكَثْرَةِ) وَصِيَّتُهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ: إِذَا كَتَبْتَ فَقَبِّشْ، وَإِذَا حَدَّثْتَ فَفَتِّشْ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: كَأَنَّهُ أَرَادَ: اكْتُبِ الْفَائِدَةَ مِمَّنْ سَمِعْتَهَا، وَلَا تُؤَخِّرْ حَتَّى تَنْظُرَ هَلْ هُوَ أَهْلٌ لِلْأَخْذِ عَنْهُ أَمْ لَا؟ فَرُبَّمَا فَاتَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الرِّوَايَةِ أَوْ الْعَمَلِ فَفَتِّشْ حِينَئِذٍ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِيعَابَ الْكِتَابِ، وَتَرْكَ انْتِخَابِهِ، أَوْ اسْتِيعَابَ مَا عِنْدَ الشَّيْخِ وَقْتُ التَّحْمُلِ، وَيَكُونُ النَّظَرُ فِيهِ حَالِ الرِّوَايَةِ.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ قَصْدُ الْمُحَدِّثِ تَكْثِيرُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَجَمْعُ أَطْرَافِهِ فَتَكْثُرُ بِذَلِكَ

-

[তাদরীবুর রাবী]

সে চিরকাল অজ্ঞতার লাঞ্ছনায় ডুবে রইল।

হযরত উমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: তোমরা তিনটি কারণে ইলম শিখো না এবং তিনটি কারণে তা ছেড়ে দিও না। তর্ক-বিতর্ক করার জন্য, লোকদেখানো উদ্দেশ্যে এবং গর্ব করার জন্য ইলম শিখো না। আর ইলম অশ্বেষণে লজ্জাবোধ করে, তাতে বিরাগ হয়ে অথবা অজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হয়ে তা ছেড়ে দিও না।

(এবং সে যেন তার শিক্ষকের রূঢ় আচরণে ধৈর্য ধারণ করে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যত্নশীল হয় এবং শুধুমাত্র সংখ্যার আধিক্য দেখানোর জন্য অধিক শায়খের কাছে গিয়ে তার সময় নষ্ট না করে)। এই উপদেশ; কারণ তাতে কোনো লাভ নেই।

ইবন আস-সালাহ (রহ.) বলেছেন: এবং এর অন্তর্ভুক্ত নয় আবু হাতিম (রহ.)-এর এই উক্তি: যখন তুমি লেখো, তখন সবকিছু লিপিবদ্ধ করো; আর যখন হাদিস বর্ণনা করো, তখন যাচাই-বাছাই করো।

আল-ইরাকী (রহ.) বলেছেন: যেন তিনি (আবু হাতিম) বলতে চেয়েছেন: তুমি যার কাছ থেকে কোনো ফায়দা শুনেছ, তা লিখে রাখো এবং এই ভেবে বিলম্ব করো না যে, সে কি তার কাছ থেকে গ্রহণ করার যোগ্য কিনা। কারণ সম্ভবত তার মৃত্যু, সফর অথবা অন্য কোনো কারণে সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অতএব, যখন বর্ণনার বা আমলের সময় আসবে, তখন তা যাচাই-বাছাই করো।

এবং সম্ভবত তিনি (আবু হাতিম) কিতাবের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করার এবং তা থেকে বাছাই বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন, অথবা শিক্ষকের কাছ থেকে (হাদিস) গ্রহণ করার সময় তাঁর কাছে যা আছে, তার সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন এবং বর্ণনা করার সময় তা বিবেচনা করার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন: আর কখনো মুহাদ্দিসের উদ্দেশ্য হয় হাদিসের সূত্রাবলী বৃদ্ধি করা এবং এর বিভিন্ন অংশ একত্রিত করা। ফলে এর দ্বারা তা বৃদ্ধি পায়।

(ص: 594) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

شُيُوخُهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ.

فَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَ مِنْ سِتِّينَ وَجْهًا مَا عَقَلْنَاهُ.

(وَلْيَكْتُبْ وَلْيَسْمَعْ مَا يَقَعُ لَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ جُزْءٍ بِكَمَالِهِ وَلَا يَنْتَخِبْ) فَرُبَّمَا اخْتِاجَ بَعْدَ

ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا انْتِخَابُهُ فَيَنْدَمُ.

وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَا انْتَخَبْتُ عَلَى عَالَمٍ قَطُّ إِلَّا نَدِمْتُ.

وَقَالَ: مَا جَاءَ مِنْ مُنْتَقَى خَيْرٍ قَطُّ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَاحِبُ الْإِنْتِخَابِ يَنْدَمُ، وَصَاحِبُ الْمَشْجِ لَا يَنْدَمُ.
(فَإِنْ أَحْتَاجَ إِلَيْهِ) أَيُّ إِلَى الْإِنْتِخَابِ لِكَوْنِ الشَّيْخِ مُكْثَرًا، وَفِي الرِّوَايَةِ عُسْرًا، أَوْ كَوْنِ
الطَّالِبِ غَرِيبًا لَا يُمَكِّنُهُ طَوْلُ الْإِقَامَةِ (تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ)، وَانْتَخَبَ عَوَالِيَهُ وَمَا تَكَرَّرَ مِنْ
رَوَايَاتِهِ، وَمَا لَا يَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ (فَإِنْ قَصَرَ عَنْهُ) لِقَلَّةِ مَعْرِفَتِهِ (اسْتَعَانَ) عَلَيْهِ
(بِحَافِظٍ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيُعَلِّمُ فِي الْأَصْلِ عَلَى أَوَّلِ إِسْنَادِ الْأَحَادِيثِ الِئْتِخَابَةَ بِخَطِّ عَرِيضٍ
أَحْمَرَ، أَوْ بِصَادٍ مَمْدُودَةٍ أَوْ بِطَاءٍ مَمْدُودَةٍ، أَوْ نَحْوِ

-

[তাদরীবুর রাবী]

তাঁর উস্তাদগণ এবং এতে কোনো সমস্যা নেই।

আবু হাতিম (রহ.) বলেছেন: যদি আমরা ষাটটি উপায়ে হাদিস না লিখতাম, তবে আমরা তা অনুধাবন করতে পারতাম না।

(এবং সে পূর্ণ কিতাব বা জুয থেকে যা পায়, তা লিখবে ও শুনবে, এবং নির্বাচন করবে না।) কেননা, পরবর্তীতে হয়তো সে এমন কিছু বর্ণনা করার প্রয়োজন অনুভব করতে পারে যা সে নির্বাচন করেনি, ফলে সে অনুতপ্ত হবে।

ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেছেন: আমি কখনো কোনো আলেমের কাছ থেকে (কিছু) নির্বাচন করিনি, অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া।

তিনি আরও বলেছেন: নির্বাচিত কিছু থেকে কখনো কোনো কল্যাণ আসেনি।

ইবনু মা'ঈন (রহ.) বলেছেন: যিনি নির্বাচন করেন, তিনি অনুতপ্ত হন। আর যিনি সম্পূর্ণরূপে লেখেন (মাশজ), তিনি অনুতপ্ত হন না।

(যদি তার নির্বাচনের প্রয়োজন হয়)—অর্থাৎ, যদি শায়খের বর্ণনা বেশি হয় এবং বর্ণনায় কষ্টসাধ্যতা থাকে, অথবা যদি শিক্ষার্থী মুসাফির হয় এবং দীর্ঘকাল অবস্থান করা তার পক্ষে সম্ভব না হয় (তবে সে নিজেই এই কাজটি করবে), এবং তার আওয়ালী (উচ্চ সনদযুক্ত বর্ণনা) এবং তার বর্ণনাসমূহের মধ্যে যা পুনরাবৃত্তি হয়েছে, আর যা অন্যের কাছে পাওয়া যায় না, তা নির্বাচন করবে। (যদি সে এর থেকে অক্ষম হয়) তার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে (তবে সে কোনো হাফিযের) সাহায্য নেবে।

ইবনুস সালাহ (রহ.) বলেছেন: মূল পাণ্ডুলিপিতে নির্বাচিত হাদিসসমূহের সনদের শুরুতে মোটা লাল রেখা দিয়ে, অথবা লম্বা 'সাদ' (ص) অক্ষর দিয়ে, অথবা লম্বা 'তা' (ط) অক্ষর দিয়ে, অথবা অনুরূপ কোনো চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করবে।

(ص: 595) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

فَصْلٌ:

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سَمَاعِهِ وَكُتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ، فَلْيَتَعَرَّفْ صِحَّتَهُ وَضَعْفَهُ وَفَقْهَهُ وَمَعَانِيَهُ وَلُغَتَهُ وَإِعْرَابَهُ وَأَسْمَاءَ رِجَالِهِ مُحَقَّقًا كُلَّ ذَلِكَ، مُعْتَنِيًا بِإِثْقَانٍ مُشْكِلَهَا حِفْظًا وَكِتَابَةً مَقْدِّمًا الصَّحِيحِينَ، ثُمَّ "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ"، وَ "التِّرْمِذِيِّ"، وَ "النَّسَائِيِّ"، ثُمَّ "السُّنَنِ الْكُبْرَى" لِلْبَيْهَقِيِّ، وَلِيَحْرِضَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصَنَّفْ مِثْلُهُ. ثُمَّ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ. ثُمَّ مِنَ الْمَسَانِيدِ "مُسْنَدُ أَحْمَدَ" بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ مِنَ الْعِلَالِ كِتَابُهُ، وَكِتَابُ الدَّارَقُطْنِيِّ. وَمِنَ الْأَسْمَاءِ "تَارِيخُ الْبُخَارِيِّ" وَ "ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ"، وَكِتَابُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ. وَمِنْ ضَبْطِ الْأَسْمَاءِ كِتَابُ ابْنِ مَأْكُولٍ، وَلِيَعْتَنَ بِكُتُبِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ، وَشُرُوحِهِ، وَلِيَكُنَ الْإِثْقَانُ مِنْ شَأْنِهِ، وَلِيَذْكَرَ بِمَحْفُوظِهِ، وَيُبَاحِثَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ.

[تدريب الراوي]

ذَلِكَ؛ وَفَائِدَتُهُ سُهولةُ الْكَشْفِ لِأَجْلِ الْمَعَارَضَةِ أَوْ لِاحْتِمَالِ ذَهَابِ الْفَرْعِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ.

[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سَمَاعِهِ وَكُتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ]
(فَصْلٌ:

وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ (أَنْ يَفْتَصِرَ) مِنَ الْحَدِيثِ (عَلَى سَمَاعِهِ وَكَتَبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ) فَيَكُونُ قَدْ أَتَعَبَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْفَرَ بِطَائِلٍ، وَلَا حُصُولٍ فِي عِدَادِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ: الرِّيَاسَةُ فِي الْحَدِيثِ بِلَا دِرَايَةِ رِيَاسَةٍ نَذْلَةٌ. قَالَ الْخَطِيبُ: هِيَ اجْتِنَاعُ الطَّلَبَةِ عَلَى الرَّاوي لِلِسَمَاعِ [مِنْهُ] عِنْدَ عُلُوِّ سِنِّهِ؛ فَإِذَا تَمَيَّزَ الطَّالِبُ بِفَهْمِ الْحَدِيثِ وَمَعْرِفَتِهِ تَعَجَّلَ بَرَكَاتُ ذَلِكَ فِي شَبِيبَتِهِ.

(فَلْيَتَعَرَّفْ صِحَّتَهُ) وَحُسْنَهُ، (وَضَعْفَهُ، وَفَقْهَهُ، وَمَعَانِيَهُ، وَلُغَتَهُ، وَإِعْرَابَهُ، وَأَسْمَاءَ رِجَالِهِ، مُحَقِّقًا كُلَّ ذَلِكَ، مُعْتَنِيًا بِإِثْقَانٍ مُشْكِلَهَا حِفْظًا وَكِتَابَةً مُقَدِّمًا) فِي السَّمَاعِ وَالضَّبْطِ، وَالتَّفْهَمِ وَالْمَعْرِفَةِ (الصَّحِيحَيْنِ، ثُمَّ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ) وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنِ جِبَانَ، (ثُمَّ "السُّنَنِ الْكُبْرَى" لِلْبَيْهَقِيِّ، وَلِيُخْرِصَ عَلَيْهِ فَلَـهُ يُصَنَّفُ) فِي بَابِهِ (مِثْلُهُ

فَضْلٌ:

এবং উচিত নয় যে, সে কেবল হাদীস শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে তার পরিচিতি ও উপলব্ধি ছাড়া, অতএব, তার উচিত এর বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা, এর ফিকহ (আইনগত দিক), এর অর্থসমূহ, এর ভাষা, এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ (ই‘রাব) এবং এর বর্ণনাকারীদের নাম যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা, এর জটিল বিষয়সমূহ মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করে পূর্ণতা সাধনে যত্নবান হওয়া, (এক্ষেত্রে) সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) কে অগ্রাধিকার দেবে, অতঃপর "সুনানে আবী দাউদ", "তিরমিযী" এবং "নাসাই" কে, অতঃপর বায়হাকী এর "আস-সুনানুল কুবরা" কে। এবং এর প্রতি বিশেষ যত্নবান হবে, কেননা এর মতো গ্রন্থ আর রচিত হয়নি। অতঃপর যা প্রয়োজন হয়। অতঃপর মুসনাদ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের "মুসনাদ আহমদ" এবং অন্যান্য, অতঃপর 'ইলাল (হাদীসের ত্রুটি বিষয়ক) গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর (ইমাম আহমদের) কিতাব এবং দারাকুতনী-এর কিতাব। আর আসমা (ব্যক্তি নাম ও পরিচিতি) বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে "তারীখুল বুখারী" এবং "ইবনে আবী খায়সামাহ" (এর কিতাব), আর ইবনে আবী হাতিম-এর কিতাব। আর নামসমূহের শুদ্ধতার ক্ষেত্রে ইবনে মাকুলা-এর কিতাব। এবং হাদীসের অপরিচিত শব্দাবলী (গরীবুল

হাদীস) বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের প্রতি যত্নবান হবে। এবং তার স্বভাব হবে পূর্ণতা ও দক্ষতা অর্জন করা। এবং সে তার মুখস্থকৃত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করবে এবং জ্ঞানীদের সাথে বিতর্ক করবে (গভীরভাবে আলোচনা করবে)।

[তাদরীবুর রাবী]

এটি (প্রয়োজন); আর এর উপকারিতা হলো, (অন্যান্য কিতাবের সাথে) তুলনা করার সুবিধার জন্য সহজে (তথ্য) খুঁজে পাওয়া অথবা মূল অনুলিপি হারানোর সম্ভাবনা থাকলে সেদিকে ফিরে যাওয়া।

[পরিচ্ছেদ: এবং ছাত্রের জন্য উচিত নয় যে, সে কেবল হাদীস শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে তার পরিচিতি ও উপলব্ধি ছাড়া]

(পরিচ্ছেদ:

এবং উচিত নয়) ছাত্রের জন্য (সীমিত থাকা) হাদীসের ক্ষেত্রে (কেবল এর শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার মাঝেই, এর পরিচিতি ও উপলব্ধি ছাড়া) তাহলে সে নিজেকে অহেতুক ক্লান্ত করবে কোনো লাভ অর্জন ছাড়াই, এবং আহলে হাদীসের মধ্যে গণ্য হতেও সক্ষম হবে না।

আর আবু আসিম আন-নাবীল বলেছেন: হাদীসের ক্ষেত্রে জ্ঞান (দিরায়া) ছাড়া নেতৃত্ব (রিয়াসাত) হল একটি নীচ নেতৃত্ব।

খতীব বলেছেন: এটি হলো বর্ণনাকারীর বার্ষক্যে উপনীত হলে তার নিকট থেকে শোনার জন্য ছাত্রদের একত্রিত হওয়া; অতএব, যখন কোনো ছাত্র হাদীসের উপলব্ধি ও জ্ঞান দ্বারা নিজেকে আলাদা করতে পারে, তখন সে তার যৌবনেই এর বরকত দ্রুত লাভ করে।

(অতএব, তার উচিত এর বিশুদ্ধতা) এবং এর 'হাসান' (সুন্দর) হওয়া (চিনতে পারা), (এবং এর দুর্বলতা, এর ফিকহ, এর অর্থসমূহ, এর ভাষা, এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, এবং এর বর্ণনাকারীদের নাম যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা, এর জটিল বিষয়সমূহ মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করে পূর্ণতা সাধনে যত্নবান হওয়া, এবং অগ্রাধিকার দেওয়া) শ্রবণ, নির্ভুলতা, উপলব্ধি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে (সহীহাইনকে, অতঃপর সুনানে আবী দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈকে) এবং ইবনে খুযাইমা, এবং ইবনে হিব্বানকে, (অতঃপর বায়হাকী এর "আস-সুনানুল কুবরা" কে, এবং এর প্রতি বিশেষ যত্নবান হবে, কেননা তার বিষয়ে) এর মতো (গ্রন্থ আর রচিত হয়নি)

[تدريب الراوي]

ثُمَّ مَا تَمَسَّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، ثُمَّ مِنَ الْمَسَانِيدِ، وَالْجَوَامِعِ.
فَأَهْمُ الْمَسَانِيدِ (مُسْنَدُ أَحْمَدَ، وَ) يَلِيهِ سَائِرُ الْمَسَانِيدِ (وغيره).
وَأَهْمُ الْجَوَامِعِ الْمُوطَّأُ، ثُمَّ سَائِرُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الْأَحْكَامِ، كِتَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ،
وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِمْ.
(ثُمَّ مِنْ) كُتُبِ (الْعِلَلِ: كِتَابُهُ) أَبِي أَحْمَدَ، (وَكِتَابُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَمِنْ) كُتُبِ (الْأَسْمَاءِ:
تَارِيخُ الْبُخَارِيِّ) الْكَبِيرِ، (وَ) تَارِيخُ (ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَكِتَابُ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ) فِي الْجَرَحِ
وَالْتَّعْدِيلِ.
(وَمِنْ) كُتُبِ (ضَبْطِ الْأَسْمَاءِ: كِتَابُ ابْنِ مَأْكُولٍ، وَلِيَعْتَزَّ بِكُتُبِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ، وَ)
كُتُبِ (شُرُوحِهِ) أَبِي الْحَدِيثِ.
(وَلِيَكُنِ الْإِتِّقَانُ مِنْ شَأْنِهِ) بِأَنْ يَكُونَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ اسْمٌ مُشْكِلٌ أَوْ كَلِمَةٌ غَرِيبَةٌ بَحَثَ
عَنْهَا وَأَوْدَعَهَا قَلْبَهُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: الْحِفْظُ الْإِتِّقَانُ.
(وَلِيُذَاكِرَ بِمَحْفُوظِهِ وَيُبَاحِثَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ) فَإِنَّ الِذِّكْرَ تُعِينُ عَلَى دَوَامِهِ.

[তাদরীবুর রাবী]

অতঃপর যা প্রয়োজন হয়, তারপর মুসনাদ গ্রন্থাবলী) এবং জাওয়ামি'সমূহ।

সুতরাং মুসনাদ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো (মুসনাদে আহমদ এবং) এর পরে
আসে অন্যান্য মুসনাদ (এবং অন্যান্য)।

আর জাওয়ামি'সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল-মুয়াত্তা। তারপর আহকাম (মাসায়েল) বিষয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী, যেমন ইবনে জুরাইজ, ইবনে আবি আরুবাহ, সাঈদ ইবনে মানসূর, আব্দুর রায়যাক, ইবনে আবি শাইবাহ এবং অন্যান্যদের কিতাব। (তারপর) ইলল (ত্রুটি) বিষয়ক (গ্রন্থাবলী থেকে): (তাঁর) অর্থাৎ আহমদের কিতাব, (এবং দারাকুতনী'র কিতাব। আর) আসমা (নাম) বিষয়ক (গ্রন্থাবলী থেকে): আল-বুখারী'র আত-তারীখ আল-কাবীর, (এবং) ইবনে আবি খাইসামার আত-তারীখ এবং ইবনে আবি হাতিমের আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল বিষয়ক (কিতাব)।

(এবং) আসমা (নাম) এর সুবিন্যস্তকরণ বিষয়ক (গ্রন্থাবলী থেকে): ইবনে মাকুলা'র কিতাব। আর গরীবুল হাদীস (হাদীসের বিরল শব্দ) বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং এর (অর্থাৎ হাদীসের) ব্যাখ্যাগ্রন্থাবলীর প্রতি যত্নবান হতে হবে।

(আর পারদর্শী হওয়া যেন তার স্বভাবে পরিণত হয়) এভাবে যে, যখনই তার সামনে কোনো জটিল নাম বা অপরিচিত শব্দ আসে, সে যেন তা অনুসন্ধান করে এবং হৃদয়ে ধারণ করে। ইবনে মাহদী বলেছেন: মুখস্থ করা হলো পারদর্শিতা (ইতকান)।

(আর সে যেন তার মুখস্থ করা বিষয়গুলো স্মরণ করে এবং জ্ঞানীদের সাথে পর্যালোচনা করে) কারণ আলোচনা (পুনরালোচনা) তা স্থায়ী করতে সাহায্য করে।

(ص: 597) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

فَصْلٌ:

وَلَيْسَتْ غِلٌّ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَّصْنِيفِ إِذَا تَأَهَّلَ لَهُ، وَلِيُعْتَنَ بِالتَّصْنِيفِ فِي شَرْحِهِ وَبَيَانِ مُشْكَلِهِ مُتَّقِنًا وَاضِحًا فَقَلَّمَا يَبْهَرُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا. وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَصْنِيفِ الْحَدِيثِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا تَصْنِيفُهُ عَلَى الْأَبْوَابِ؛ فَيَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ مَا حَضَرَهُ فِيهِ، وَالثَّانِيَّةُ تَصْنِيفُهُ عَلَى الْمَسَانِيدِ فَيَجْمَعُ فِي تَرْجَمَةٍ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا عِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِهِ صَحِيحِهِ وَضَعِيفِهِ.

وَعَلَى هَذَا لَهُ أَنْ يُرْتَّبَهُ عَلَى الْحُرُوفِ أَوْ عَلَى الْقَبَائِلِ فَيَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَلِأَقْرَبٍ؛ نَسَبًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى السَّوَابِقِ فَبِالْعَشْرَةِ ثُمَّ أَهْلِ

بَدَرٍ ثُمَّ الْحَدِيثِيَّةِ، ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَتْحِ، ثُمَّ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ
النِّسَاءِ بَادِئًا بِأَمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْ أَحْسَنِهِ تَصْنِيفُهُ مُعَلَّلًا بِأَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ
أَوْ بَابٍ طَرَقَهُ وَاخْتَلَفَ رَوَاتِهِ، وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا حَدِيثَ الشُّيُوخِ كُلِّ شَيْخٍ عَلَى الْفِرَادَةِ:
كَمَا لِكَ وَسُفْيَانَ وَغَيْرِهِمَا.

وَالْتَّرَاجُمُ: كَمَا لِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. وَالْأَبْوَابُ
كَرُوبِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ.
وَلِيَحْذَرُ إِخْرَاجَ تَصْنِيفِهِ إِلَّا بَعْدَ تَهْذِيبِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَتَكْرِيرِهِ النَّظَرَ فِيهِ، وَلِيَحْذَرُ مِنْ
تَصْنِيفِ مَا لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهُ، وَيُنَبِّغِي أَنْ يَتَحَرَّى الْعِبَارَاتِ الْوَاضِحَةِ، وَالْأَصْطِلَاحَاتِ
الْمُسْتَعْمَلَةِ.

[تدريب الراوي]

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَذَاكُرُوا هَذَا الْحَدِيثَ؛ فَإِنْ لَا تَفْعَلُوا يَدْرُسُ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ حَيَاتَهُ مَذَاكَرَتُهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَذَاكَرَةُ الْعِلْمِ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ.
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَذَاكَرَةُ الْحَدِيثِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.
وَقَالَ الرَّهْرِيُّ: آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَقِلَّةُ الْمَذَاكَرَةِ، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمُدْخَلِ ".
وَلَيْكُنْ حِفْظُهُ لَهُ بِالتَّدْرِيجِ قَلِيلًا قَلِيلًا؛ فَفِي الصَّحِيحِ: «خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا
تُطِيقُونَ» .
وَقَالَ الرَّهْرِيُّ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ جُمْلَةً فَاتَهُ جُمْلَةٌ، وَإِنَّمَا يُدْرِكُ الْعِلْمَ حَدِيثٌ وَحَدِيثَانِ.

[فَصْلٌ يَشْتَغِلُ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَّصْنِيفِ إِذَا تَأَهَّلَ لَهُ]
(فَصْلٌ)

وَلَيْسَتْغُلُ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَّصْنِيفِ إِذَا تَأَهَّلَ لَهُ) مُبَادِرًا إِلَيْهِ، (وَلْيُعْتَنِ بِالتَّصْنِيفِ فِي شَرْحِهِ وَبَيَانِ مُشْكِلِهِ مُتَّقِنًا وَاضِحًا؛ فَقَلْبًا يَنْهَرُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا).

পরিচ্ছেদ:

যখন সে এর যোগ্য হবে, তখন যেন তাকরীজ (হাদীসের উৎস উল্লেখ) ও তাসনিফ (সংকলন)-এ আত্মনিয়োগ করে। এবং তার ব্যাখ্যা ও এর জটিল অংশগুলো সুনিপুণ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার মাধ্যমে সংকলনে যত্নবান হয়। কেননা যে এটি করে না, সে হাদীস শাস্ত্রে খুব কমই পারদর্শী হয়। হাদীস সংকলনে উলামায়ে কেরামের দুটি পদ্ধতি রয়েছে: এদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম হলো 'আবওয়াব' (অধ্যায়) অনুযায়ী সংকলন করা; এক্ষেত্রে প্রত্যেক অধ্যায়ে তিনি সে সম্পর্কিত যা উপস্থিত পান, তা উল্লেখ করেন। আর দ্বিতীয়টি হলো 'মাসানিদ' (সাহাবী-ভিত্তিক বর্ণনা) অনুযায়ী সংকলন করা; এক্ষেত্রে প্রত্যেক সাহাবীর জীবনবৃত্তান্তের অধীনে তার থেকে বর্ণিত সহীহ ও যযীফ সকল হাদীস একত্রিত করা হয়।

এবং এর ভিত্তিতে, তিনি এটিকে বর্ণানুক্রমিকভাবে অথবা গোত্রানুসারে বিন্যস্ত করতে পারেন; যেমন, বনী হাশিম দিয়ে শুরু করা, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটতম বংশের দিকে ক্রমান্বয়ে। অথবা পূর্ববর্তীতার ভিত্তিতে, প্রথমে আশারা মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন), তারপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর হুদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর ফাতহ (মক্কা বিজয়ের) ও এর মধ্যবর্তী সময়ের মুহাজিরগণ, তারপর কমবয়সী সাহাবীগণ, তারপর নারীগণ, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের জননীগণ) দিয়ে শুরু করে। এবং এর মধ্যে উৎকৃষ্টতম হলো 'মুআল্লাল' (ত্রুটিপূর্ণ হাদীস-সংক্রান্ত) পদ্ধতিতে সংকলন করা, যেখানে প্রতিটি হাদীস বা অধ্যায়ে তার সূত্রগুলি এবং বর্ণনাকারীদের ভিন্নতা একত্রিত করা হয়। এবং তারা শায়খদের হাদীসগুলোও একত্রিত করেন, প্রতিটি শায়খের জন্য আলাদাভাবে: যেমন মালিক, সুফিয়ান ও অন্যান্যদের।

এবং তারাজিম (শিরোনামসমূহ/সাহাবীদের জীবনীর অধীনে) উদাহরণস্বরূপ: মালিক (রহঃ) নাফি' (রহঃ) থেকে, তিনি ইবনে উমর (রাঃ) থেকে, এবং হিশাম (রহঃ) তার পিতা (উরওয়া রহঃ) থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে। আর অধ্যায়সমূহ যেমন: মহান আল্লাহর দর্শন, এবং সালাতে হাত উঠানো।

এবং সংকলিত গ্রন্থটিকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না সেটিকে পরিমার্জন, সম্পাদনা এবং বারবার পর্যালোচনা করা হয়। এবং এমন বিষয়ে সংকলন করা থেকে সতর্ক

থাকবে, যার জন্য সে যোগ্য নয়। এবং স্পষ্ট অভিব্যক্তি ও প্রচলিত পরিভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত।

-

[তাদরীবুর রাবী]

আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেছেন: তোমরা এই হাদীসটি পরস্পর আলোচনা করো; কারণ যদি তোমরা তা না করো, তবে তা বিলীন হয়ে যাবে।

এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন: তোমরা হাদীস পরস্পর আলোচনা করো, কারণ এর জীবন তার আলোচনাতেই।

এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: এক ঘণ্টা ইলম আলোচনা করা এক রাত জাগরণের চেয়ে উত্তম।

এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) বলেছেন: হাদীস আলোচনা করা কুরআন তেলাওয়াতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

এবং যুহরি (রহঃ) বলেছেন: ইলমের ক্ষতি হলো বিস্মৃতি এবং আলোচনার অভাব। এই উভয় বর্ণনা বাইহাকী 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এবং এর সংরক্ষণ যেন ধীরে ধীরে হয়, অল্প অল্প করে; কেননা সহীহ (হাদীস) গ্রন্থে আছে: «তোমরা আমলগুলো থেকে ততটুকু গ্রহণ করো, যতটুকু তোমরা সামর্থ্য রাখো।»

এবং যুহরি (রহঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি একবারে সম্পূর্ণ ইলম চাইতে যায়, তার থেকে তা সম্পূর্ণই হারিয়ে যায়। ইলম তো কেবল একটি একটি করে, দুটি দুটি করে হাদীসের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

[পরিচ্ছেদ: তাকরীজ (হাদীসের উৎস উল্লেখ) ও তাসনিফ (সংকলন)-এ আত্মনিয়োগ করা যখন এর যোগ্য হয়]

(পরিচ্ছেদ:

যখন সে এর যোগ্য হয়, তখন যেন তাকরীজ (হাদীসের উৎস উল্লেখ) ও তাসনিফ (সংকলন)-এ আত্মনিয়োগ করে), এর প্রতি সচেষ্টিত হয়ে, (এবং তার ব্যাখ্যা ও এর জটিল অংশগুলো সুনিপুণ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার মাধ্যমে সংকলনে যত্নবান হয়; কেননা যে এটি করে না, সে হাদীস শাস্ত্রে খুব কমই পারদর্শী হয়)।

[تدريب الراوي]

قَالَ الْخَطِيبُ: لَا يَتَسَهَّرُ فِي الْحَدِيثِ وَيَقِفُ عَلَى غَوَامِضِهِ، وَيَسْتَبِينُ الْخَفِيِّ مِنْ فَوَائِدِهِ إِلَّا مَنْ جَمَعَ مُتَفَرِّقَهُ، وَأَلْفَ مُتَشَتِّتَتِهِ، وَضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُقْوِي النَّفْسَ، وَيُثَبِّتُ الْحِفْظَ، وَيُذَكِّي الْقَلْبَ، وَيَشْحَذُ الطَّبْعَ، وَيَبْسُطُ اللِّسَانَ، وَيُجِيدُ الْبَيَانَ، وَيَكْشِفُ الْمُشْتَبِهَ، وَيُوضِّحُ الْمُلتَبَسَّ، وَيُكْسِبُ أَيْضًا جَمِيلَ الذِّكْرِ، وَيُخَلِّدُهُ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

يَمُوتُ قَوْمٌ فَيُحْيِي الْعِلْمُ ذِكْرَهُمْ ... وَالْجَهْلُ يُلْحِقُ أَمْوَاتًا بِأَمْوَاتٍ
قَالَ: وَكَانَ بَعْضُ شَيْوِخِنَا يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْفَائِدَةَ فَلْيَكْسِرْ قَلَمَ النِّسْخِ، وَلْيَأْخُذْ قَلَمَ التَّخْرِيجِ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: بِالتَّصْنِيفِ يَطَّلِعُ عَلَى حَقَائِقِ الْعُلُومِ وَدَقَائِقِهِ وَيُثَبِّتُ مَعَهُ، لِأَنَّهُ يَضْطَرُّ إِلَى كَثْرَةِ التَّفْتِيشِ، وَالْمُطَالَعَةِ، وَالتَّحْقِيقِ، وَالْمُرَاجَعَةِ، وَالْإِطْلَاقِ عَلَى مُخْتَلَفِ كَلَامِ الْأَنْسَةِ، وَمُتَفَقِّهِ، وَوَاضِحِهِ مِنْ مُشْكِلِهِ، وَصَحِيحِهِ مِنْ ضَعِيفِهِ، وَجَزَلِهِ مِنْ رَكِيبِهِ، وَمَا لَا اعْتِرَاضَ فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِهِ يَتَّصِفُ الْمُحَقِّقُ بِصِفَةِ الْمُجْتَهِدِ.
قَالَ الرَّبِيعُ: لَمْ أَرِ الشَّافِعِيَّ أَكْلًا بِنَهَارٍ وَلَا نَائِمًا بِلَيْلٍ لَا هَتَمًا بِهِ بِالتَّصْنِيفِ.

(وَاللُّعْلَمَاءُ فِي تَصْنِيفِ الْحَدِيثِ) وَجَنَعِهِ (طَرِيقَانِ:

أَجُودُهُمَا تَصْنِيفُهُ عَلَى الْأَبْوَابِ) الْفِقْهِيَّةِ كَالْكِتَابِ السِّنَّةِ وَنَحْوِهَا، أَوْ غَيْرِهَا كَشُعْبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَالْبُعْثِ وَالنُّشُورِ لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(فَيَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ مَا حَضَرَ) مِمَّا وَرَدَ (فِيهِ) مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِثْبَاتًا

[তাদরিবুর রাবী]

খতীব বলেছেন: হাদিস শাস্ত্রে কেউ পারদর্শী হতে পারে না, এর সূক্ষ্ম বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারে না এবং এর লুক্কায়িত উপকারিতা উন্মোচন করতে পারে না, তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে এর বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্রিত করেছে, বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলিকে সুবিন্যস্ত করেছে এবং এর কিছু অংশকে অন্য অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে; কারণ এটি আত্মাকে শক্তিশালী করে, স্মৃতিকে দৃঢ় করে, হৃদয়কে প্রখর করে, প্রকৃতিকে তীক্ষ্ণ করে, ভাষাকে সাবলীল করে, বর্ণনাকে উন্নত করে, অস্পষ্টকে উদ্ভাসিত করে, দুর্বোধকে স্পষ্ট করে এবং সুন্দর সুনাম অর্জন করায়, যা চিরকাল স্থায়ী হয়, যেমন কবি বলেছেন:

কিছু লোক মারা যায়, অতঃপর জ্ঞান তাদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে ... আর অজ্ঞতা মৃতদেরকে মৃতদের সাথে সংযুক্ত করে।

তিনি বলেছেন: আমাদের কিছু শাইখ বলতেন: যে ব্যক্তি উপকারিতা অর্জন করতে চায়, সে যেন অনুলিপি করার কলম ভেঙে ফেলে এবং তাহরীজের (উৎস উল্লেখের) কলম গ্রহণ করে।

মুসান্নিফ তাঁর শরহুল মুহাযযাব গ্রন্থে বলেছেন: গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকৃত বিষয় ও সূক্ষ্মতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং তা স্মরণ থাকে, কারণ এটি তাকে অধিক অনুসন্ধান, অধ্যয়ন, যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা এবং ইমামগণের বিভিন্ন, ঐকমত্যপূর্ণ, স্পষ্ট ও জটিল, সহীহ ও যঈফ, সুসংহত ও দুর্বল বক্তব্য এবং যে বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই সে সম্পর্কে অবহিত হতে বাধ্য করে। এর মাধ্যমেই গবেষক একজন মুজতাহিদের গুণাবলিতে ভূষিত হন। রাবী' বলেছেন: আমি শাফেঈকে দিনে আহার করতে বা রাতে নিদ্রা যেতে দেখিনি, কেননা তিনি গ্রন্থ রচনায় অত্যধিক মনোযোগ দিতেন।

(হাদিস সংকলন) ও এর একত্রিতকরণে আলেমদের (দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো অধ্যায় অনুযায়ী সংকলন) ফিকহী অধ্যায় অনুসারে, যেমন সিহাহ সিত্তাহ এবং অনুরূপ গ্রন্থাবলি, অথবা অন্যান্য যেমন বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, তাঁরই আল-বা'স ওয়ান নুশূর এবং এজাতীয় গ্রন্থাবলি।

(অতঃপর প্রতিটি অধ্যায়ে যা উপস্থিত হয়েছে) অর্থাৎ যা এসেছে (তা উল্লেখ করা হয়) যা এর বিধানকে ইতিবাচকভাবে নির্দেশ করে।

[تدريب الراوي]

أَوْ نَفِيًّا؛ فَالْأَوَّلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا صَحَّ أَوْ حَسَنَ، فَإِنْ جَمَعَ الْجَمِيعَ فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعِيفِ.

(الثَّانِيَّةُ تَضْيِيفُهُ عَلَى الْمَسَانِيدِ) كُلُّ مُسْنَدٍ عَلَى حَدِّهِ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ مُسْنَدًا نَعِيمٌ بْنُ حَمَّادٍ.

قَالَ الْخَطِيبُ: وَقَدْ صَنَّفَ أَسَدُ بْنُ مُوسَى مُسْنَدًا، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ نَعِيمٍ سِنًّا وَأَقْدَمَ سَمَاءً.

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَعِيمٌ سَبَقَهُ فِي حَدَاثَتِهِ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْمُسْنَدَ عَلَى تَرَاجِمِ الرِّجَالِ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي نَوْعِ الْحُسْنِ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يُقَالُ: إِنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْمُسْنَدَ بِالْكُوفَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْمُسْنَدَ بِالْبَصْرَةِ مُسَدَّدٌ، وَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْمُسْنَدَ بِبَصْرَ أَسَدُ السُّنَّةِ، وَأَسَدٌ قَبْلَهُمَا، وَأَقْدَمُ مَوْتًا.

وَقَالَ الْعَقِيلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ: لَا تَسْمَعُوا كَلَامَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَنِي لِأَنِّي أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْمُسْنَدَ.

(فَيَجْمَعُ فِي تَرْجَمَةٍ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا عِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِهِ صَحِيحِهِ) ، وَحَسَنِهِ، (وَضَعِيفِهِ،

[তাদরীবুর রাবী]

অথবা অস্বীকৃতি; সেক্ষেত্রে সহীহ বা হাসান হাদীসের উপর সীমাবদ্ধ থাকাই অধিকতর সমীচীন। যদি সে সব একত্রিত করে, তাহলে দুর্বল হাদীসের ত্রুটি স্পষ্ট করতে হবে।

(দ্বিতীয়ত, মুসনাদ অনুসারে এর বিন্যাস) প্রতিটি মুসনাদ আলাদাভাবে।

দারাকুতনী বলেছেন: প্রথম মুসনাদ সংকলনকারী হলেন নুআইম ইবনে হাম্মাদ।

খতীব বলেছেন: আসাদ ইবনে মূসা একটি মুসনাদ সংকলন করেছেন, আর তিনি নুআইমের চেয়ে বয়সে বড় ও শ্রবণে প্রাচীনতর ছিলেন।

সুতরাং এটা সম্ভব যে নুআইম তাকে তার নবীনকালে অতিক্রম করে গেছেন।

হাকিম বলেছেন: ইসলামে রাবীদের জীবনী অনুসারে প্রথম মুসনাদ সংকলনকারী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মূসা আল-আবসী এবং আবু দাউদ আত-তায়ালিসী।

এ বিষয়ে হাসান প্রকারের আলোচনায় যা এসেছে তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে আদী বলেছেন: বলা হয়, ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী কুফায় প্রথম মুসনাদ সংকলনকারী, বসরায় প্রথম মুসনাদ সংকলনকারী হলেন মুসাদ্দাদ, এবং মিশরে প্রথম মুসনাদ সংকলনকারী হলেন আসাদুস সুন্নাহ। আর আসাদ তাদের উভয়ের পূর্বে ছিলেন এবং মৃত্যুতে প্রাচীনতর ছিলেন।

উকায়লী, আলী ইবনে আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: আমি ইয়াহইয়া আল-হিম্মানীকে বলতে শুনেছি: তোমরা কুফাবাসীদের কথা শুনো না, কারণ তারা আমাকে হিংসা করে যে আমিই প্রথম মুসনাদ সংকলন করেছি।

(সুতরাং সে প্রতিটি সাহাবীর জীবনীতে তার নিকট থাকা হাদীস, তার সহীহ) এবং তার হাসান, (ও তার যঈফ (অংশ) একত্রিত করবে,

(ص: 600) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَعَلَى هَذَا لَهُ أَنْ يُرْتَّبَهُ عَلَى الْحُرُوفِ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ كَمَا فَعَلَ الطَّبْرَانِيُّ وَهُوَ أَسْهَلُ تَنَاقُلًا، (أَوْ عَلَى الْقَبَائِلِ فَيَبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَأَلْأَقْرَبِ نَسَبًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَلَى السَّوَابِقِ) فِي الْإِسْلَامِ، (فَبِالْعَشْرَةِ) يَبْدَأُ، (ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ ثُمَّ الْحُدَيْبِيَّةِ، ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَتْحِ)، ثُمَّ مَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، (ثُمَّ

أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ) سِنًا كَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الطُّفَيْلِ، (ثُمَّ النِّسَاءِ بَادِرًا بِأُمَّهَاتِ
الْمُؤْمِنِينَ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا أَحْسَنُ.

(وَمِنْ أَحْسَنِهِ) أَيِ التَّصْنِيفِ (تَصْنِيفُهُ) أَيِ الْحَدِيثِ (مُعَلَّلًا بِأَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ
أَوْ بَابٍ طَرْقَهُ وَاخْتَلَفَ رَوَاتِهِ) ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْعِلَلِ أَجَلُ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ.
وَالأَوَّلَى جَعَلَهُ عَلَى الْأَبْوَابِ لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُهُ، وَقَدْ صَنَّفَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ مُسْنَدَهُ مُعَلَّلًا
فَلَمْ يَتِمَّ.

قِيلَ: وَلَمْ يُتِمَّ مُسْنَدُ مُعَلَّلٍ قَطُّ، وَقَدْ صَنَّفَ بَعْضُهُمْ مُسْنَدَ أَبِي هُرَيْرَةَ مُعَلَّلًا فِي
مَائَتِي جُزْءٍ.
تَنْبِيْهُ

مِنْ طُرُقِ التَّصْنِيفِ أَيْضًا جَمْعُهُ عَلَى الْأَطْرَافِ، فَيَذْكُرُ طَرَفَ الْحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى

[তাদরীবুর রাবী]

এবং এর ভিত্তিতে তার জন্য একে হরফ (বর্ণমালা) অনুযায়ী বিন্যস্ত করা সম্ভব) সাহাবীদের
নামসমূহে, যেমনটি তাবারানী করেছেন এবং এটি সহজলভ্যতার জন্য অধিকতর সহজ, (অথবা
গোত্র অনুযায়ী; তখন বনু হাশিম দিয়ে শুরু করবে তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাথে বংশগতভাবে যারা অধিক নিকটবর্তী, তাদের দিয়ে, অথবা ইসলামের
অগ্রগামীদের (সাবেকুন) ভিত্তিতে), (তখন আশারায়ে মুবাশশারাহ (দশজন) দিয়ে শুরু করবে),
(তারপর বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের তারপর হুদাইবিয়ার (শপথ গ্রহণকারীদের), তারপর
তাদের মধ্যবর্তী সময়ে ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে হিজরতকারীদের), তারপর যারা মক্কা
বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছে, (তারপর বয়সে ছোট সাহাবীদের, যেমন সাইব ইবনে
ইয়াজিদ ও আবু তুফাইল), (তারপর মহিলাদের, মুমিনদের মায়েদের (উম্মাহাতুল মুমিনীন)
দিয়ে শুরু করে)।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এটিই উত্তম।

(এবং এর (হাদীস সংকলনের) উত্তম পন্থাগুলোর মধ্যে একটি হলো এটিকে) অর্থাৎ হাদীসকে (মুআল্লাল হিসেবে সংকলন করা – অর্থাৎ, প্রতিটি হাদীস বা পরিচ্ছেদে তার সনদসমূহ এবং রাবীদের ইখতিলাফ (পার্থক্য) একত্রিত করা), কারণ, 'ইলাল' (হাদীসের ত্রুটিসমূহ) সম্পর্কে জ্ঞান হাদীসের প্রকারভেদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এবং উত্তম হলো এটিকে অধ্যয়নভিত্তিক করা, যাতে তা সহজে উপলব্ধ হয়। ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ তাঁর মুসনাদকে 'মুআল্লাল' হিসেবে সংকলন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেননি।

বলা হয়েছে: কোনো মুসনাদ 'মুআল্লাল' হিসেবে কখনোই সম্পূর্ণ করা হয়নি। আর কেউ কেউ আবু হুরায়রাহ (রা)-এর মুসনাদকে 'মুআল্লাল' হিসেবে দুইশত খণ্ডে সংকলন করেছেন।

দ্রষ্টব্য

হাদীস সংকলনের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আরও একটি হলো এটিকে 'আতরফ' (সূচনাংশ) অনুযায়ী একত্রিত করা, তখন হাদীসের সেই সূচনাংশ উল্লেখ করবে যা নির্দেশ করে

(ص: 601) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

بَقِيَّتِهِ وَيَجْمَعُ أَسَانِيْدَهُ، إِمَّا مُسْتَوْعِبًا أَوْ مُقَيَّدًا بِكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.
(وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا حَدِيثَ الشُّيُوخِ كُلِّ شَيْخٍ عَلَى انْفِرَادِهِ، كَمَا لِكَ، وَسُفْيَانَ، وَغَيْرِهِمَا)
كَحَدِيثِ الْأَعْمَشِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَحَدِيثِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ لِلنَّسَائِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا) التَّرَاجِمَ كَمَا لِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا) (الْأَبْوَابَ) بِأَنْ يُفْرَدَ كُلُّ بَابٍ عَلَى حِدَةٍ بِالتَّصْنِيفِ، (كَرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى)؛ أَفْرَدَهُ الْأَجَرِيُّ، (وَرَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ) وَالْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَفْرَدَهُمَا

الْبُخَارِيُّ، وَالْيَبِّيَّةُ أَفْرَدَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ، وَالشَّاهِدُ أَفْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ،
وَالْقُنُوتُ أَفْرَدَهُ ابْنُ مَنْدَه، وَالْبُسْمَلَةُ أَفْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وَيَجْمَعُونَ أَيْضًا الطُّرُقَ لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ كَطُرُقِ حَدِيثِ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» لِلطَّبْرَانِيِّ، وَطُرُقِ
حَدِيثِ «الْحَوْضِ لِلضِّيَاءِ»، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(وَلْيَحْذَرْ مِنْ إِخْرَاجِ تَصْنِيفِهِ) مِنْ يَدِهِ (إِلَّا بَعْدَ تَهْذِيبِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَتَكْرِيرِهِ النَّظَرَ
فِيهِ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ تَصْنِيفِ مَا لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهُ) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْلِحْ، وَضَرَّهُ فِي دِينِهِ
وَعَلَيْهِ وَعَرُضُهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَائِدِهِ (وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى) فِي تَصْنِيفِهِ (الْعِبَارَاتِ

[তাদরীবুর রাবী]

তার অবশিষ্ট অংশ এবং তার সনদসমূহ সংকলন করে, হয় পূর্ণাঙ্গভাবে অথবা নির্দিষ্ট কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে।

(এবং তারা শাইখদের হাদীসও সংকলন করেন, প্রত্যেক শাইখের আলাদাভাবে, যেমন মালিক, সুফিয়ান এবং তাদের ব্যতীত অন্যান্যদের।) যেমন ইসমাঈলীর সংকলিত আ'মশের হাদীস, নাসাঈর সংকলিত ফুযাইল ইবনে ইয়াযের হাদীস এবং এ ধরনের অন্যান্য।

(এবং তারা জীবনী (তরাজিম) সংকলন করেন, (যেমন মালিক নাফি'র সূত্রে ইবনে উমারের থেকে, এবং হিশাম তার পিতা সূত্রে আইশার থেকে), এবং সুহাইল ইবনে আবি সালিহ তার পিতা সূত্রে আবু হুরায়রার থেকে।

(এবং তারা বিভিন্ন অধ্যায়ও সংকলন করেন (এভাবে যে, প্রতিটি অধ্যায়কে আলাদাভাবে গ্রন্থাকারে উপস্থাপন করা হয়), (যেমন আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্পর্কিত); এটি আল-আজুরী এককভাবে সংকলন করেছেন, (এবং সালাতে হাত উঠানো) ও ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সম্পর্কিত; এ দুটিকে বুখারী এককভাবে সংকলন করেছেন, এবং নিয়ত সম্পর্কিত; এটি ইবন আবিদ দুনিয়া এককভাবে সংকলন করেছেন, এবং কসম ও সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার সম্পর্কিত; এটি দারাকুতনী এককভাবে সংকলন করেছেন, এবং কুনূত সম্পর্কিত; এটি ইবন মান্দাহ

এককভাবে সংকলন করেছেন, এবং বাসমাল্লাহ সম্পর্কিত; এটি ইবন আবদুল বার এবং অন্যান্যরা এককভাবে সংকলন করেছেন, এবং এ ধরনের অন্যান্য।

এবং তারা একটি হাদীসের বিভিন্ন সূত্রও সংকলন করেন, যেমন তাবারানীর সংকলিত «যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে» হাদীসের সূত্রসমূহ, এবং জিয়াহ সংকলিত «হাওয় (কাউসার)» হাদীসের সূত্রসমূহ, এবং এ ধরনের অন্যান্য।

(এবং তাকে সতর্ক থাকতে হবে নিজ হাতে সংকলিত রচনা প্রকাশ করা থেকে) তবে তার সংশোধন, সম্পাদনা এবং বারবার পর্যালোচনা করার পর। (এবং তাকে এমন বিষয়ে রচনা করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে যার জন্য সে যোগ্য নয়।) কেননা যে এমনটি করে, সে সফল হয় না এবং তা তার দীন, ইলম ও সম্মানের ক্ষতি করে।

গ্রন্থাকার তার সংযোজনীতে বলেছেন: (এবং উচিত যে সে) তার রচনায় (প্রকাশভঙ্গির)

(ص: 602) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

الْوَضَحَةُ وَالْمَوْجَزَةُ، وَالْأَصْطِلَاحَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ، وَلَا يُبَالِغُ فِي الْإِيجَازِ بِحَيْثُ يُفْضِي إِلَى الْإِسْتِغْلَاقِ، وَلَا فِي الْإِيضَاحِ بِحَيْثُ يَنْتَهِي إِلَى الرَّكَائِةِ، وَلَيْكُنْ اِغْتِنَاؤُهُ مِنَ التَّصْنِيفِ بِمَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَكْثَرُ.

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَصْنِيفٌ يُغْنِي عَنْ مُصَنِّفِهِ، مِنْ جَمِيعِ أَسَالِيْبِهِ، فَإِنْ أَغْنَى عَنْ بَعْضِهَا فَلْيُصَنِّفْ مِنْ جَنْسِهِ، مَا يَزِيدُ زِيَادَاتٍ يَحْتَفِلُ بِهَا مَعَ ضَمِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الْأَسَالِيْبِ.

قَالَ: وَلَيْكُنْ تَصْنِيفُهُ فِيمَا يَعُمُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ وَيَكْثُرُ الْإِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ.

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الْبُخَارِيِّ فِي آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ أَثَرًا لَطِيفًا نَخْتِمُ بِهِ هَذَا النَّوعَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ سَمَاعًا، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُقَدِّسِيُّ، أَخْبَرَنَا عَائِشَةُ

بُنْتُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى بْنُ عَلَاقٍ، أَخْبَرْتَنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ الْخَيْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ الْيُونَانَرِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ السَّمَرَقَنْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ صَالِحٍ بْنَ خَلْفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ عَمَّارَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ مَخْلَدٍ التَّيْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ حَامِدٍ الْبُخَارِيَّ قَالَ: لَمَّا عَزَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ زَيْدٍ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ قَضَاءِ الرَّيِّ، وَرَدَ بُخَارَى، فَحَمَلَنِي مُعَلِّيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْخُتْلَبِيُّ إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: أَسْأَلُكَ أَنْ تُحَدِّثَ هَذَا الصَّبِيَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ مَشَايِخِنَا، فَقَالَ: مَا لِي سَمَاعٌ، قَالَ: فَكَيْفَ وَأَنْتَ فَاقِيهِ؟ قَالَ: لِأَنِّي لَمَّا بَلَغْتُ مَبْلَغَ

-

[তাদরিবুর রাবী]

(স্পষ্ট) ও সংক্ষিপ্ত (এবং ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো)। সে সংক্ষেপণে বাড়াবাড়ি করবে না, যা বিষয়টিকে দুর্বোধ্য করে তোলে; এবং বর্ণনায়ও বাড়াবাড়ি করবে না, যা বিষয়টিকে দুর্বল করে দেয়। তার উচিত হবে এমন বিষয় নিয়ে গ্রন্থনা করা যা পূর্বে খুব বেশি করা হয়নি।

শারহুল মুহাযযাবে তিনি বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো গ্রন্থনা করা যা তার বিষয়বস্তুর সকল দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদি তা কেবল কিছু দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, তাহলে সে একই ধরনের গ্রন্থনা করুক, যা উল্লেখযোগ্য সংযোজন বৃদ্ধি করবে এবং পূর্বের বাদ পড়া পদ্ধতিগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

তিনি বলেন: তার গ্রন্থনা এমন বিষয়ে হওয়া উচিত যা দ্বারা ব্যাপক উপকার সাধিত হয় এবং যার প্রয়োজন অনেক বেশি।

আমরা ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে 'আদাবু তালিবিলা হাদীস' (হাদীস অন্ত্রেষণকারীর আদব) বিষয়ে একটি চমৎকার বর্ণনা পেয়েছি, যা দিয়ে আমরা এই প্রকারের আলোচনা শেষ করব: আমাকে আবু আল-ফাদল আল-আযহারী এবং অন্যান্যরা শ্রবণের মাধ্যমে অবহিত করেছেন, আমি আবু আল-আব্বাস আল-মাকদিসী, আমাদেরকে আয়েশা বিনত আলী অবহিত করেছেন, আমাদেরকে আবু ঈসা ইবনে আল্লাহ্ অবহিত করেছেন, আমাদেরকে ফাতেমা বিনত সা'দ আল-খাইর অবহিত করেছেন, আমাদেরকে আবু নাসর আল-ইউনারতী অবহিত করেছেন,

আমি আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আহমদ আল-সামারকান্দীকে বলতে শুনেছি: আমি আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিহ ইবনে খালাফকে বলতে শুনেছি: আমি আবু যার' আমার ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাখলাদ আত-তামিমিকে বলতে শুনেছি: আমি আবুল মুযাফফার মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হামিদ আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, যখন আবুল আব্বাস ওয়ালিদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে যায়েদ আল-হামাদানীকে রায় শহরের বিচারক পদ থেকে বরখাস্ত করলেন, তখন তিনি বুখারায় এলেন। তখন আমার শিক্ষক আবু ইব্রাহিম আল-খুতুলী আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেন: "আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, আপনি এই বালককে আমাদের শায়খদের থেকে যা শুনেছেন, তা বর্ণনা করুন।" তিনি বললেন: "আমার কাছে (কোনো) শ্রুত (হাদীস) নেই।" (আমার শিক্ষক) বললেন: "আপনি তো একজন ফকীহ (আইনজ্ঞ), তাহলে কিভাবে?" তিনি বললেন: "কারণ, যখন আমি সেই পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম...

(ص: 603) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

الرَّجَالِ تَأَقَّتْ نَفْسِي إِلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ فَقَصَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْبَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، وَأَعْلَمْتُهُ مُرَادِي، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ فِي أَمْرٍ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى مَقَادِيرِهِ، وَأَعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلًا فِي حَدِيثِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكْتُبَ أَرْبَعًا مَعَ أَرْبَعٍ، كَأَرْبَعٍ مِثْلِ أَرْبَعٍ فِي أَرْبَعٍ، عِنْدَ أَرْبَعٍ بِأَرْبَعٍ، عَلَى أَرْبَعٍ عَنْ أَرْبَعٍ لِأَرْبَعٍ، وَكُلُّ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَرْبَعٍ، مَعَ أَرْبَعٍ؛ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ كُلُّهَا هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ وَابْتُلِيَ بِأَرْبَعٍ، فَإِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ وَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَرْبَعٍ. قُلْتُ لَهُ: فَيَسِّرْ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَحْوَالِ هَذِهِ الرُّبَاعِيَّاتِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى كِتَابِهَا هِيَ: أَحْبَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَائِعِهِ، وَالصَّحَابَةُ وَمَقَادِيرُهُمْ، وَالتَّابِعِينَ وَأَحْوَالِهِمْ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ وَتَوَارِيخِهِمْ،

مَعَ أَسْبَاءِ رِجَالِهَا وَكُنَاهُمْ وَأَمَكْنَتِهِمْ وَأَزْمَنَتِهِمْ، كَالْتَّحْيِيدِ مَعَ الْخُطْبِ، وَالِدُّعَاءِ مَعَ التَّرْسُلِ، وَالْبَسْمَلَةِ مَعَ السُّورَةِ، وَالتَّكْبِيرِ مَعَ الصَّلَوَاتِ، مِثْلَ الْمُسْنَدَاتِ، وَالْمُرْسَلَاتِ، وَالْمَوْقُوفَاتِ، وَالْمَقْطُوعَاتِ فِي صَغَرِهِ، وَفِي إِدْرَاكِهِ، وَفِي شَبَابِهِ، وَفِي كُهُولَتِهِ، عِنْدَ شُغْلِهِ، وَعِنْدَ فَرَاغِهِ، وَعِنْدَ فَقْرِهِ، وَعِنْدَ غِنَاهُ، بِالْجِبَالِ، وَالْبَحَارِ، وَالْبُلْدَانِ، وَالْبَرَاري، عَلَى الْأَحْجَارِ وَالْأَصْدَافِ، وَالْجُلُودِ وَالْأَكْتَافِ، إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُمَكِّنُهُ نَقْلَهَا إِلَى الْأَوْرَاقِ، عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، وَعَمَّنْ هُوَ دُونَهُ، وَعَنْ كِتَابِ أَبِيهِ، يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ بِخَطِّ أَبِيهِ دُونَ غَيْرِهِ، لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى طَالِبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَالْعَمَلِ بِمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا، وَنَشَرَهَا بَيْنَ طَالِبِيهَا، وَالتَّأْلِيفِ فِي أَحْيَاءِ ذِكْرِهِ بَعْدَهُ.

-

[তা'দরীবুর রাবী]

বিদ্বানদের নিকট থেকে হাদীস অন্বেষণে আমার মন উদগ্রীব হয়েছিল। অতঃপর আমি মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারীর কাছে গমন করলাম এবং তাঁকে আমার অভিপ্রায় জানালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন: হে আমার পুত্র, কোনো বিষয়ে তার সীমা ও পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করে এবং তার মর্যাদা অনুধাবন না করে প্রবেশ করো না। আর জেনে রাখো, কোনো ব্যক্তি তার হাদীসশাস্ত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুহাদ্দিস হতে পারে না, যতক্ষণ না সে চারটি (মূল বিষয়বস্তু) চারটি বিষয়ের সাথে, চারটি বিষয়ের মতো, চারটি বিষয়ের অনুরূপ, চারটি অবস্থায়, চারটি সময়ে, চারটি স্থানে, চারটি বস্তুর উপর, চারটি উৎস থেকে, চারটি উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করে। আর এই সকল চতুর্ভুজ (চার-চারটি বিষয়ের সমষ্টি) সম্পূর্ণ হয় না চারটি ব্যতীত, চারটি সহ; অতঃপর যখন তার জন্য এই সবগুলো সম্পন্ন হয়, তখন চারটি বিষয় তার জন্য সহজ হয়ে যায় এবং তাকে চারটি বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়। এরপর যদি সে এতে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে চারটি বিষয়ে সম্মানিত করেন এবং আখিরাতে চারটি বিষয়ে প্রতিদান দেন।

আমি তাঁকে বললাম: আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, এই চতুর্ভুজগুলির অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা উল্লেখ করেছেন, তা আমাকে ব্যাখ্যা করুন। তিনি বললেন: হ্যাঁ, যে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তা হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংবাদ

(হাদীস) ও তাঁর শরীয়ত; সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের মর্যাদা; তাবেঈন এবং তাঁদের অবস্থা; এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ও তাঁদের ইতিহাসসমূহ। এর সাথে থাকবে এর বর্ণনাকারীদের নাম, তাঁদের কুনিয়াহ (উপনাম), তাঁদের স্থান এবং তাঁদের সময়কাল। যেমন খুতবার সাথে আল্লাহর প্রশংসা (তাহমীদ), চিঠিপত্রের সাথে দু'আ, সূরার সাথে বিসমিল্লাহ, এবং সালাতের সাথে তাকবীর। এর দৃষ্টান্ত হলো: মুসনাদাত (সনদযুক্ত হাদীস), মুরসালাত (ছেঁড়া সনদের হাদীস), মাওকুফাত (সাহাবীর উক্তি/কর্ম) এবং মাকতূ'আত (তাবেঈর উক্তি/কর্ম)। তার শৈশবে, তার জ্ঞানার্জনের সময়, তার যৌবনে এবং তার প্রৌঢ়ত্বে; তার ব্যস্ততার সময়ে, তার অবসরের সময়ে, তার দারিদ্র্যের সময়ে এবং তার বিত্তের সময়ে; পর্বতসমূহে, সমুদ্রসমূহে, শহরসমূহে এবং মরুভূমিগুলিতে; পাথর ও বিনুকের উপর, চামড়া ও কাঁধের হাড়ের উপর, যতক্ষণ না সে সেগুলিকে কাগজে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়; তার উর্ধ্বতন ব্যক্তি থেকে, তার সমকক্ষ ব্যক্তি থেকে, তার অধস্তন ব্যক্তি থেকে, এবং তার পিতার কিতাব থেকে, যখন সে নিশ্চিত হয় যে তা তারই পিতার হস্তাক্ষরে লিখিত, অন্য কারো নয়; আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায়, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী হয়ে, এবং এর মধ্যে যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা অনুযায়ী আমল করে, এবং যারা এর অন্বেষণকারী তাদের মাঝে তা প্রচার করে, এবং এর আলোচনাকে তার পরেও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য গ্রন্থ রচনা করে।

(ص: 604) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

ثُمَّ لَا تَتِمُّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِلَّا بِأَرْبَعٍ هِيَ مَنْ كَسَبَ الْعَبْدُ: مَعْرِفَةُ الْكِتَابَةِ، وَاللُّغَةِ، وَالصَّرْفِ، وَالنَّحْوِ، مَعَ أَرْبَعٍ هُنَّ مِنْ عَطَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: الصِّحَّةُ، وَالْقُدْرَةُ، وَالْحِرْصُ، وَالْحِفْظُ؛ فَإِذَا صَحَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ هَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ: الْأَهْلُ، وَالْوَلَدُ، وَالْمَالُ، وَالْوَطَنُ، وَابْتُلِيَ بِأَرْبَعٍ: شِمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ، وَمَلَامَةُ الْأَصْدِقَاءِ، وَطَعْنُ الْجُهَلَاءِ، وَحَسَدُ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِذَا صَبَرَ عَلَى هَذِهِ الْمِحَنِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ: بَعْدَ الْقَنَاعَةِ، وَبِهَيْبَةِ

الْبَاقِينَ، وَبِلَذَّةِ الْعِلْمِ، وَبِحَيَاةِ الْأَبَدِ، وَأَثَابَهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَرْبَعٍ: بِالشَّفَاعَةِ لِمَنْ أَرَادَ مِنْ إِخْوَانِهِ، وَبِظِلِّ الْعَرْشِ حَيْثُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَيُسْقَى مَنْ أَرَادَ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِحِوَارِ النَّبِيِّينَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي الْجَنَّةِ؛ فَقَدْ أَعْلَمْتُكَ يَا بُنَيَّ بِمُجْمَلَاتِ جَمِيعِ مَا كُنْتُ سَبَعْتُ مِنْ مَشَايِخِي مُتَفَرِّقًا فِي هَذَا الْبَابِ، فَأَقْبِلِ الْآنَ عَلَى مَا قَصَدْتُنِي لَهُ، أَوْ دَعُ.

[النُّوعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ]

[الكلام في الإسناد]

(النُّوعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ: الْإِسْنَادُ) فِي أَصْلِهِ (خَصِيصَةٌ) فَاضِلَةٌ (لِهَذِهِ الْأُمَّةِ) لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: نَقُلُ الثِّقَّةَ عَنِ الثِّقَّةِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْإِتِّصَالِ، خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ سَائِرِ الْمِلَلِ، وَأَمَّا مَعَ الْإِرْسَالِ وَالْإِعْضَالِ فَيُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ، لَكِنْ لَا يَقْرُبُونَ مِنْ مُوسَى قُرْبَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ يَقْفُونَ بِحَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مُوسَى أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ عَصْرًا، وَإِنَّمَا يَبْلُغُونَ إِلَى شُعُونَ وَنَحْوِهِ.

قَالَ: وَأَمَّا النَّصَارَى فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِفَةِ هَذَا الثَّقَلِ إِلَّا تَحْرِيمُ الطَّلَاقِ فَقَطْ، وَأَمَّا الثَّقَلُ بِالطَّرِيقِ الْمُشْتَبِلَةِ عَلَى كَذَّابٍ أَوْ مَجْهُولِ الْعَيْنِ فَكَثِيرٌ فِي نَقْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

[তাদরীবুর রাবী]

তারপর তার জন্য এই বিষয়গুলো সম্পন্ন হয় না চারটি ব্যতীত, যা বান্দার উপার্জনের ফল: লিখনির জ্ঞান, ভাষা, সরফ (রূপতত্ত্ব) এবং নাহব (ব্যাকরণ)। এর সাথে আরও চারটি যা আল্লাহ তায়া'লার দান: সুস্বাস্থ্য, ক্ষমতা, প্রবল আগ্রহ এবং স্মৃতিশক্তি। যখন তার জন্য এই বিষয়গুলো

সঠিক হয়ে যায়, তখন চারটি তার কাছে সহজ হয়ে যায়: পরিবার, সন্তান, সম্পদ এবং স্বদেশ। আর সে চারটি দ্বারা পরীক্ষিত হয়: শত্রুদের আনন্দ (দুঃখে), বন্ধুদের তিরস্কার, অজ্ঞদের আক্রমণ (বা নিন্দা) এবং আলেমদের ঈর্ষা। যখন সে এই পরীক্ষাগুলোতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ তায়া'লা তাকে দুনিয়াতে চারটি জিনিস দিয়ে সম্মানিত করেন: পরিতৃপ্তির সম্মান দ্বারা, দৃঢ় বিশ্বাসের মহত্ত্ব দ্বারা, ইলমের (জ্ঞানের) স্বাদ দ্বারা এবং চিরস্থায়ী জীবন দ্বারা। আর আখেরাতে তাকে চারটি জিনিস দ্বারা পুরস্কৃত করেন: তার ভাইদের মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করবেন, তাদের জন্য সুপারিশ দ্বারা; আর আরশের ছায়া দ্বারা, যেখানে তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না; আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজ (কওসার) থেকে যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকে পান করাবেন; আর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ইল্লিয়ীনে নবীদের সান্নিধ্য দ্বারা। হে আমার পুত্র, এই অধ্যায়ে আমি আমার শায়খদের (শিক্ষকদের) থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যা কিছু শুনেছিলাম, সেগুলোর সারসংক্ষেপ তোমাকে জানিয়েছি। সুতরাং এখন তুমি যে উদ্দেশ্যে আমার কাছে এসেছ, সেদিকে মনোনিবেশ করো, অথবা ছেড়ে দাও।

[উনত্রিশতম প্রকার: ইসনাদে আ'লী (উচ্চ সনদ) ও ইসনাদে নাযিল (নিম্ন সনদ) এর পরিচয়]
[ইসনাদ (সনদ) প্রসঙ্গে আলোচনা]

(উনত্রিশতম প্রকার: ইসনাদে আ'লী (উচ্চ সনদ) ও ইসনাদে নাযিল (নিম্ন সনদ) এর পরিচয়: ইসনাদ) মূলত (একটি বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য) (এই উম্মতের জন্য), যা অন্যান্য উম্মতের জন্য নেই।

ইবন হায়ম রহ. বলেছেন: বিশ্বস্ত কর্তৃক বিশ্বস্ত থেকে বর্ণনা, যা সংযোগসহকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে, আল্লাহ তায়া'লা এই বৈশিষ্ট্য মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত করেছেন, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জন্য নয়। কিন্তু ইরসাল (সনদ বিচ্ছিন্নতা) ও ই'দাল (গভীর সনদ বিচ্ছিন্নতা) সহকারে বর্ণনা অনেক ইহুদীদের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে তারা মূসা আলাইহিস সালামের (সময়কাল) এতটা নিকটবর্তী নয়, আমরা যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী। বরং তারা এমন পর্যায়ে থামে, যেখানে তাদের ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে ত্রিশেরও বেশি প্রজন্ম ব্যবধান থাকে। আর তারা শিম'উন (শিমোন) বা তার মতো ব্যক্তিদের পর্যন্তই পৌঁছতে পারে।

তিনি (ইবন হাযম) আরও বলেন: আর খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বর্ণনার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র তালাক হারাম হওয়ার বিষয়টিতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মিথ্যাবাদী অথবা অজ্ঞাত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সনদসূত্রে বর্ণনা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

(ص: 605) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النَّوعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ:

مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ: الْإِسْنَادُ خَصِيصَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَسُنَّةٌ بِالِغَةِ مُؤَكَّدَةٌ، وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ، وَلِهَذَا اسْتُجِبَتْ الرَّحْلَةُ.

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَلَا يُبَكِّنُ الْيَهُودُ أَنْ يَبْلُغُوا إِلَى صَاحِبِ نَبِيِّ أَصْلًا، وَلَا إِلَى تَابِعٍ لَهُ، وَلَا يُبَكِّنُ النَّصَارَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى أَعْلَى مِنْ شُعُونَ وَبُولِصَ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَبَّانِيُّ: خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، لَمْ يُعْطَهَا مَنْ قَبْلَهَا: الْإِسْنَادَ، وَالْأَنْسَابَ، وَالْإِعْرَابَ.

وَمِنْ أَدَلَّةِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} [الاحقاف: 4]، قَالَ: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ.

(وَسُنَّةٌ بِالِغَةِ مُؤَكَّدَةٌ)، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَ الرَّهْرِيُّ يَوْمًا بِحَدِيثٍ؛ فَقُلْتُ: هَاتِهِ بِإِسْنَادٍ؛ فَقَالَ الرَّهْرِيُّ: أَتَرُقِي السَّطْحَ بِلَا سَلَمٍ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ.

(وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ) قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَزُحِلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عَمْرِ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ.

النَّوعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ:

مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِيِ وَالتَّازِلِ: الْإِسْنَادُ خَصِيصَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَسُنَّةٌ بِالِغَةِ مُؤَكَّدَةٌ، وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ، وَلِهَذَا اسْتَحَبَّتِ الرَّحْلَةُ.

-

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَلَا يُمَكِّنُ الْيَهُودُ أَنْ يَبْلُغُوا إِلَى صَاحِبِ نَبِيِّ أَصْلًا، وَلَا إِلَى تَابِعٍ لَهُ، وَلَا يُمَكِّنُ النَّصَارَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى أَعْلَى مِنْ شُعُونَ وَبُولِصٍ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَبَّائِيُّ: خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، لَمْ يُعْطِهَا مَنْ قَبْلَهَا: الْإِسْنَادُ، وَالْأَنْسَابُ، وَالْإِعْرَابُ.

وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَيْوُهُ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ} [الأحقاف: 4] .. قَالَ: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ

(وَسُنَّةٌ بِالِغَةِ مُؤَكَّدَةٌ)، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ يَوْمًا بِحَدِيثٍ؛ فَقُلْتُ: هَاتِهِ بِإِسْنَادٍ؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَتَزَقِي السَّطْحَ بِإِسْنَادٍ سَلَمٍ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ.

(وَطَلَبُ الْعُلُوِّ فِيهِ سُنَّةٌ) قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِيِ سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَزُحِلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عَمْرِ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ. উনত্রিশতম প্রকার:

উচ্চ ও নিম্ন ইসনাদ (সনদ) সম্পর্কে জ্ঞান: ইসনাদ (সনদ) এই উম্মাহর এক বিশেষত্ব, এবং এটি একটি সুদৃঢ় ও নিশ্চিত সুন্নাহ। এতে উচ্চতা (উলুভ) অন্বেষণ করা সুন্নাহ, আর এ কারণেই (জ্ঞান অর্জনের জন্য) সফর করা মুস্তাহাব।

-

[তাদরিবুর রাবী]

তিনি বললেন: সাহাবা ও তাবেঈনদের উক্তি প্রসঙ্গে, ইহুদিদের পক্ষে কোনো নবীর সাহাবীর স্তরে পৌঁছানো একেবারেই সম্ভব নয়, এমনকি তাদের কোনো তাবেঈর স্তরেও নয়। আর

নাসারাদের পক্ষে শামউন (সায়মন পিটার) ও বুলুস (পল) এর চেয়ে উচ্চতর স্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

আবু আলী আল-জাইয়ানি বললেন: আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে তিনটি জিনিস দ্বারা বিশেষত্ব দান করেছেন, যা তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দেননি: ইসনাদ (সনদ), আনসাব (বংশপরম্পরা) এবং ইরাব (ব্যাকরণগত পদসঞ্চালন)।

এর প্রমাণাদির মধ্যে রয়েছে যা আল-হাকিম ও অন্যান্যরা মাতুর আল-ওয়ারাক থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী: {অথবা জ্ঞানের কোনো অবশেষ} [আল-আহকাফ: ৪] প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: তা হল হাদীছের ইসনাদ।

(এবং একটি সুদৃঢ় ও নিশ্চিত সুন্নাহ), ইবনুল মুবারক বললেন: ইসনাদ (সনদ) দীনের অংশ। ইসনাদ না থাকলে যে যা ইচ্ছা বলত। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না বললেন: একদিন আল-যুহরি একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন; তখন আমি বললাম: ইসনাদ ছাড়াই সেটি বলুন; তখন আল-যুহরি বললেন: তুমি কি মই ছাড়া ছাদে উঠবে? থাওরি বললেন: ইসনাদ মুমিনের অস্ত্র।

(এবং এতে উচ্চতা অব্বেষণ করা সুন্নাহ), আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন: উচ্চ ইসনাদ অব্বেষণ করা পূর্ববর্তীদের থেকে চলে আসা একটি সুন্নাহ, কারণ আব্দুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) সাহাবীরা কুফা থেকে মদীনায় সফর করতেন উমার (রাঃ)-এর কাছ থেকে শিখতে এবং তাঁর কাছ থেকে শুনতে।

(ص: 606) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ: قُرْبُ الْإِسْنَادِ قُرْبٌ - أَوْ قُرْبَةٌ - إِلَى اللَّهِ.
(وَلِهَذَا اسْتَحَبَّتِ الرَّحْلَةُ) كَمَا تَقَدَّمَ، قَالَ الْحَاكِمُ: وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ، «فِي
الرَّجُلِ الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَتَانَا رَسُولُكَ فَرَعَمَ كَذَا»،
الْحَدِيثُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قَالَ: وَلَوْ كَانَ طَلَبُ الْعُلُوِّ فِي الْإِسْنَادِ غَيْرَ مُسْتَحَبٍّ لَأُنْكِرَ عَلَيْهِ سُؤَالُهُ لِذَلِكَ، وَلَا أَمْرَهُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا أَخْبَرَهُ الرَّسُولُ عَنْهُ.

قَالَ: وَقَدْ رَحَلَ فِي طَلَبِ الْإِسْنَادِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ سَبْعَةٍ مِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِّنْ سَبْعَةٍ مِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عُقْبَةَ، الْحَدِيثُ فِي سِتْرِ الْمُؤْمِنِ.

وَقَالَ الْعَلَايِيُّ: فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِمَا ذَكَرُوهُ نَظَرٌ، لَا يَخْفَى.

أَمَّا حَدِيثُ ضِمَامٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، هَلْ كَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ مَجِيئِهِ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ كَمَا اخْتَارَهُ أَبُو دَاوُدَ، فَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ طَلَبًا لِلْعُلُوِّ، بَلْ كَانَ شَاكًّا فِي قَوْلِ الرَّسُولِ الَّذِي جَاءَهُ، فَرَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى اسْتَثْبَتَ الْأَمْرَ وَشَاهَدَ مِنْ أَحْوَالِهِ مَا حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ بِصِدْقِهِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي كَلَامِهِ: فَرَعَمَ لَنَا أَنَّكَ إِلَى آخِرِهِ، فَإِنَّ الزَّعْمَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مِظَنَّةِ الْكُذْبِ. قُلْنَا: كَانَ أَسْلَمَ فَلَمْ يَكُنْ مَجِيئُهُ أَيْضًا لِطَلَبِ الْعُلُوِّ فِي إِسْنَادٍ، بَلْ لِيَزْتَقِيَ مِنَ الظَّنِّ إِلَى الْيَقِينِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ الَّذِي أَتَاهُمْ لَمْ يُفِدْ خَبْرَهُ إِلَّا الظَّنَّ، وَلِقَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَادَ الْيَقِينَ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ مَا يُحْتَجُّ بِهِ لِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ رِحْلَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي

[তারীখুত তারাবিহ]

মুহাম্মাদ ইবনু আসলাম আত-তুসী রহ. বলেছেন: ইসনাদের নৈকট্য আল্লাহর নৈকট্য – অথবা নৈকট্যের একটি মাধ্যম।

(এ কারণেই সফরকে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় করা হয়েছে) যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-হাকিম রহ. বলেছেন: এর স্বপক্ষে আনাস রাযি.-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়,

«ঐ ব্যক্তির বিষয়ে যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন এবং

বলেছিলেন: আপনার দূত আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং এরূপ দাবি করেছেন» , হাদীসটি। এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: যদি ইসনাদে উচ্চতর সনদ অন্বেষণ অপছন্দনীয় হতো, তাহলে তিনি এর জন্য তার জিজ্ঞাসা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং রাসূল (সা.) তাকে যা জানিয়েছিলেন তার উপরই সীমাবদ্ধ থাকতে তাকে আদেশ করতেন।

তিনি বলেন: একাধিক সাহাবী ইসনাদ অন্বেষণে সফর করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সনদ সহকারে আবু আইযুব (রা.)-এর উকবাহ ইবনু আমির (রা.)-এর কাছে গমনের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণকারীদের মধ্যে উকবাহ (রা.) ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। হাদীসটি মুমিনের দোষ গোপন রাখার বিষয়ে।

আল-আলাই রহ. বলেছেন: তারা যা উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপনে একটি পর্যালোচনা রয়েছে, যা স্পষ্ট।

যিমাম (রা.)-এর হাদীস সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম মতানৈক্য করেছেন যে, তিনি আসার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না?।

যদি আমরা বলি: তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, যেমনটি আবু দাউদ রহ. অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি উচ্চতর সনদ অন্বেষণ ছিল না। বরং তিনি তার কাছে আগত দূতের কথায় সন্দিহান ছিলেন, তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সফর করেছিলেন, যতক্ষণ না তিনি বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং তাঁর (নবীর) অবস্থা থেকে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা তাঁকে তাঁর (নবীর) সত্যতার ব্যাপারে সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিল। এ কারণেই তিনি তাঁর কথায় বলেছিলেন: তিনি আমাদের কাছে দাবি করেছেন যে আপনি..., শেষ পর্যন্ত। কারণ 'যাম' (দাবি/ধারণা) কেবল মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

যদি আমরা বলি: তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাহলেও তাঁর আগমন ইসনাদে উচ্চতর সনদ অন্বেষণের জন্য ছিল না। বরং ধারণা থেকে নিশ্চিত জ্ঞানে উন্নীত হওয়ার জন্য ছিল; কারণ তাদের কাছে যে দূত এসেছিলেন তার সংবাদ কেবল ধারণা প্রদান করেছিল, আর নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত জ্ঞান দান করেছিল।

তিনি বলেন: আর অনুরূপভাবে এই মতের স্বপক্ষে যা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় সাহাবী ও তাবেঈদের একটি দলের সফর সম্পর্কে

(ص: 607) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

وَهُوَ أَقْسَامٌ: أَجْلُهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ نَظِيفٍ.

[تدريب الراوي]

سَمِعَ أَحَادِيثَ مُعَيَّنَةٍ إِلَى الْبِلَادِ لَا دَلِيلَ فِيهِ أَيْضًا؛ لِحَوَازِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ لَمْ تَتَّصِلْ إِلَى مَنْ رَحَلَ بِسَبَبِهَا مِنْ جِهَةٍ صَحِيحَةٍ، فَكَانَتِ الرَّحْلَةُ لِتَحْصِيلِهَا لَا لِلْعُلُوِّ فِيهَا.

قَالَ: نَعَمْ لَا رَيْبَ فِي اتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى الرَّحْلَةِ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ الْإِسْنَادُ الْعَالِي.

[أقسام العلو]

[الأول أَجْلُهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ] (وَهُوَ) أَيِ الْعُلُوِّ (أَقْسَامٌ) خَمْسَةٌ (أَجْلُهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ) (بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ نَظِيفٍ) بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مَعَ ضَعْفٍ، فَلَا التَّفَاتِ إِلَى هَذَا الْعُلُوِّ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الْكَذَّابِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِمَّنْ ادَّعَى سَمَاعًا مِنَ الصَّحَابَةِ، كَابْنِ هُدَبَةَ، وَدِينَارٍ، وَخِرَاشٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ سَالِمٍ، وَيَعْلَى بْنِ الْأَشَدِّقِ، وَأَبِي الدُّنْيَا الْأَشَجِّ.

قَالَ الدَّهَبِيُّ: مَتَى رَأَيْتَ الْمُحَدِّثَ يَفْرَحُ بِعَوَالِي هَؤُلَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ عَامِيٌّ بَعْدُ. وَأَعْلَى مَا يَقَعُ لَنَا وَلِأَصْرَابِنَا فِي هَذَا الزَّمَنِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ الْمُتَّصِلَةِ بِالسَّمَاعِ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، وَبِإِلَاجَازَةٍ فِي الطَّرِيقِ أَحَدٌ

عَشْرَ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ، وَبِضَعْفٍ يَسِيرٍ غَيْرِ وَاهٍ عَشْرَةٌ، وَلَمْ يَقَعْ لَنَا بِذَلِكَ إِلَّا أَحَادِيثٌ
قَلِيلَةٌ جِدًّا فِي مُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ الصَّغِيرِ:
أَخْبَرَنِي مُسْنَدُ الدُّنْيَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُقْبِلٍ الْحَلَبِيُّ إِجَازَةً مُكَاتَبَةً مِنْهُ، فِي رَجَبٍ

وَهُوَ أَقْسَمُ: أَجْلَهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ نَظِيفٍ

[তারীবুর রাবী]

নির্দিষ্ট কিছু হাদীস শ্রবণের জন্য বিভিন্ন দেশে গমন করার ব্যাপারেও কোনো প্রমাণ নেই;
কারণ হতে পারে সেই হাদীসগুলো ভ্রমণকারীর কাছে সহীহ সূত্রে পৌঁছায়নি, তাই তার ভ্রমণ
ছিল সেসব হাদীস সংগ্রহ করার জন্য, তার উচ্চতা (সনদের সংক্ষিপ্ততা) অর্জনের জন্য নয়।
তিনি বললেন: হ্যাঁ, প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের হাদীস বিশারদদের এ বিষয়ে কোনো
সন্দেহ নেই যে, উচ্চ সনদের অধিকারী ব্যক্তির কাছে (হাদীস সংগ্রহের জন্য) সফর করা
সর্বসম্মত।

[আল-উলুউ-এর প্রকারভেদ]

[প্রথমটি: সর্বোত্তম হলো সংখ্যাগত দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
নিকটবর্তী হওয়া]

(আর এটি) অর্থাৎ আল-উলুউ (উচ্চতা) (পাঁচ প্রকারের)। (এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো) সংখ্যাগত
দিক থেকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হওয়া) (সহীহ ও পরিচ্ছন্ন
সনদ দ্বারা)। দুর্বলতার সাথে হলে তার বিপরীত, সে ক্ষেত্রে এই উলুউ (উচ্চতার) দিকে কোনো
মনোযোগ দেওয়া হবে না, বিশেষত যদি তাতে কিছু পরবর্তী যুগের মিথ্যাবাদী থাকে, যারা
সাহাবীদের কাছ থেকে শোনার দাবি করেছিল, যেমন ইবনে হুদবাহ, দীনার, খিরাশ, নু'আইম
ইবনে সালিম, ইয়া'লা ইবনুল আশদাক এবং আবুদু দুনিয়া আল-আশাজ্জ।

আদ-যাহাবী বলেন: যখন তুমি কোনো মুহাদ্দিসকে এদের 'আওয়ালী (উচ্চ সনদ) নিয়ে
আনন্দিত হতে দেখবে, তখন বুঝে নিও যে, সে এখনও একজন সাধারণ মানুষ (আলেম নয়)।
আমাদের এবং আমাদের মতো লোকদের জন্য এই যুগে শ্রবণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সহীহ ও
মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) হাদীসের সর্বোচ্চ যে সনদ পাওয়া যায়, তাতে আমাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বারোজন রাবী থাকেন। আর ইজাযাহ (অনুমতি) পদ্ধতির

মাধ্যমে একাদশতম (এগারোজন), এবং এটি অনেক। আর সামান্য দুর্বলতা, যা গুরুতর নয়, সহ দশজন রাবী। তবে এই ধরনের (সর্বোচ্চ) সনদ আমরা খুব কম হাদীসেই পেয়েছি, যা মু'জামুত তাবারানী আস-সাগীর-এ বিদ্যমান:

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন দুনিয়ার মুসনিদ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুকবিল আল-হালাবী, তার কাছ থেকে লিখিত ইজাযাহ (অনুমতি) সহ, রজব মাসে

(ص: 608) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

سَنَةَ ثَمَانِيَاءَ وَتِسْعَةَ وَسِتِّينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُقَدِّسِيِّ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْقَاسِمِ الصَّيْدَلَانِيِّ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، أَخْبَرْتَنَا أُمُّ إِبْرَاهِيمَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو الْفَضْلِ الثَّقَفِيُّ سَمَاعًا عَنْهُمَا قَالَا، أَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ رِيذَةَ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُمَاحٍ سَنَةَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو زِيَادُ بْنُ طَارِقٍ، وَكَانَ قَدْ أَتَتْ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَزُولٍ زُهَيْرَ بْنَ صُرْدٍ الْجُشَمِيَّ يَقُولُ: «لَمَّا أَسْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَوْمَ هَوَازَنَ، وَذَهَبَ يُفَرِّقُ السَّبْيَ وَالنِّسَاءَ فَأَتَيْتُهُ فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ هَذَا الشَّعْرَ:

أَمُنْ عَلَىنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ ... فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَزْجُوهُ وَنَنْتَظِرُ
أَمُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ ... مُشْتَتَّتٌ شَمْلُهَا فِي دَهْرٍهَا غَيْرُ
يَا خَيْرَ طِفْلِ وَمَوْلُودٍ وَمُنْتَخَبٍ ... فِي الْعَالَمِينَ إِذَا مَا حَصَلَ الْبَشَرُ
أَبَقْتُ لَنَا الدَّهْرَ هَتَّافًا عَلَى حَزَنِ ... عَلَى قُلُوبِهِمُ الْغَمَاءُ وَالْغَمْرُ
إِنْ لَمْ تَدَارِكْهُمْ نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا ... يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حِلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ

اُمْنٌ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ... وَإِذْ يُزَيِّنُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذُرُ
لَا تَجْعَلْنَا كَمَنْ شَأْلَتْ نَعَامَتُهُ ... وَاسْتَبِقْ مِنَّا فَإِنَّا مَعَشَرُ زُهْرٍ
إِنَّا لَنَشْكُرُ لِلنُّعَى إِذَا كُفِرْتُ ... وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ مَدَّخَرُ
فَأَلْبِسِ الْعَفْوَ مَنْ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهُ ... مِنْ أُمَّهَاتِكَ إِنَّ الْعَفْوَ مُشْتَهَرُ
يَا خَيْرَ مَنْ مَرَحَتْ كُمْتُ الْجِيَادِ بِهِ ... عِنْدَ الْهَيْجِ إِذَا مَا اسْتَوْقَدَ الشَّرُّ

[তাদরীব আল-রাবী]

আটশো উনসত্তর (৮৬৯) সনে, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবি উমার আল-মাক্কাদিসী থেকে— এবং তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি তাঁর থেকে ইজাযাহ (অনুমতি) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন— এবং তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল কাসিম আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে আল-কাসিম আস-সাইদালানী থেকে— এবং তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে উম্মু ইবরাহীম বিনতে আব্দুল্লাহ এবং আবুল ফাদল আস-সাকাফী তাঁদের থেকে শ্রবণের মাধ্যমে খবর দিয়েছেন, তাঁরা দু'জন বলেছেন: আমাদেরকে আবু বকর ইবনে রীধাহ বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে আবুল কাসিম আত-তাবরানী বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবনে রুমা হিস ২৭৪ সনে বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে আবু আমর যিয়াদ ইবনে তারিক বর্ণনা করেছেন— এবং তাঁর বয়স একশত বিশ বছর হয়েছিল। তিনি বলেছেন: আমি আবু জারওয়াল যুহাইর ইবনে সুরদ আল-জুশামীকে বলতে শুনেছি: "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুনাইন দিবসে, অর্থাৎ হাওয়াজিন দিবসে বন্দী করলেন, এবং তিনি বন্দিনী ও নারীদের বণ্টন করতে গেলেন, তখন আমি তাঁর কাছে এসে এই কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলাম:

উদারতার সাথে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে আল্লাহর রাসূল ... কারণ, আপনিই সেই ব্যক্তি যার কাছে আমরা আশা রাখি এবং যার প্রতীক্ষায় আমরা থাকি।

একটি (উচ্চ) বংশের উপর অনুগ্রহ করুন যাকে ভাগ্য আঘাত করেছে ... যার ঐক্য তার সময়ে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

হে শ্রেষ্ঠ শিশু, শ্রেষ্ঠ জন্মপ্রাপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ মনোনীত ব্যক্তি ... জগতে, যখন মানবজাতি একত্র হবে।

ভাগ্য আমাদের জন্য দুঃখের মধ্যে ক্রন্দন রেখে গেছে ... তাদের অন্তরে রয়েছে শোক ও গভীর বেদনা।

যদি আপনার ছড়ানো নিয়ামত তাদের কাছে না পৌঁছায় ... হে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সহনশীল ব্যক্তি, যখন তাঁকে পরীক্ষা করা হয়।

সেই নারীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যাদেরকে আপনি দুধ পান করেছেন ... এবং যখন আপনার কর্ম ও বর্জন আপনাকে শোভিত করে।

আমাদেরকে এমন করবেন না যার সৌভাগ্য চলে গেছে ... এবং আমাদের থেকে কিছু বাঁচিয়ে রাখুন, কারণ আমরা এক মহিমাম্বিত গোষ্ঠী।

নিশ্চয়ই আমরা নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যখন তা অস্বীকার করা হয় ... এবং এই দিনের পরেও আমাদের কাছে সঞ্চয় (কৃতজ্ঞতা) রয়েছে।

অতএব, আপনার দুধ-মায়াদের মধ্য থেকে তাদের ক্ষমা পরিধান করান যাদেরকে আপনি দুধ পান করেছেন ... কারণ ক্ষমা প্রসিদ্ধ।

হে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যার দ্বারা লালচে-কালো বর্ণের অশ্বরা আনন্দে ছোটে ... যুদ্ধক্ষেত্রে যখন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।

(ص: 609) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

إِنَّا نُوَمِّلُ عَفْوَ مِنْكَ تَلْبَسُهُ

هَذِي الْبَرِيَّةُ إِذْ تَعْفُو وَتَنْتَصِرُ ... فَاعْفُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا أَنتَ رَاهِبُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ يُهْدِي لَكَ الظُّفَرَ

قَالَ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الشَّعْرَ قَالَ: مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عُمَارِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْرَابِيُّ فِي مُعْجَمِهِ، عَنِ ابْنِ رُمَاحَسَ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ قَانِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَوَاصِ، عَنِ ابْنِ رُمَاحَسَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ يَوْمُ هَوَازِنَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَسَيَاقَهُ أَتَمُّ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الضَّيَّاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى شَرْطِ الْحَسَنِ.
وَأَمَّا الذَّهَبِيُّ فَقَالَ فِي "الْبَيْزَانِ": "عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رُمَاحَسَ الْقَيْسِيُّ الرَّمْلِيُّ، كَانَ مُعَبَّرًا مَا رَأَيْتُ لِمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ جَرَحًا.

[তাদরীবুর রাবী]

নিশ্চয় আমরা আপনার কাছ থেকে এমন ক্ষমা প্রত্যাশা করি যা এই সৃষ্টি পরিধান করে, যখন আপনি ক্ষমা করেন এবং বিজয় লাভ করেন ... সুতরাং ক্ষমা করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন সে বিষয়ে যা আপনি কিয়ামত দিবসে ভয় করেন, যখন তিনি আপনাকে বিজয় দান করবেন।

তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কবিতা শুনলেন, তখন বললেন: "যা আমার এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের জন্য (ছিল), তা তোমাদের জন্য।" আর কুরাইশরা বলল: "যা আমাদের জন্য (ছিল), তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।" আনসারগণ বললেন: "যা আমাদের জন্য (ছিল), তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।"

এই হাদীসটি এই সূত্রে হাসান গরীব। এটি 'উশারী (দশ রাবীকৃত)। আবু সাঈদ আল-আ'রাবী তার 'মু'জাম'-এ ইবনু রুমাহিসের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। এবং আবুল হুসাইন ইবনু কানি' উবাইদুল্লাহ ইবনু আলী আল-খাওয়াসের সূত্রে ইবনু রুমাহিসের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

এর একটি শাহীদ (সমর্থনকারী বর্ণনা) ইবনু ইসহাকের ‘আল-মাগাযী’ গ্রন্থে রয়েছে, তিনি বলেছেন: আমাকে বর্ণনা করেছেন আমার ইবনু শু’আইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি বলেছেন: যখন হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো, অর্থাৎ হাওয়াযিনের দিন, তখন তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করলেন এবং তার ধারাবাহিক বর্ণনাটি অধিক সম্পূর্ণ।

আর আদ-দিয়া’ এটিকে আল-মুখতারাহ গ্রন্থে যুহায়রের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এর সমর্থনে আমার ইবনু শু’আইবের হাদীস উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, তাঁর মতে এটি হাসান হাদীসের শর্তে উত্তীর্ণ।

আর যাহাবী (আয-যাহাবী) ‘আল-মীযান’ গ্রন্থে বলেছেন: উবাইদুল্লাহ ইবনু রুমাহিস আল-কায়সী আর-রামলী, তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। আমি অগ্রবর্তীদের মধ্যে তার সম্পর্কে কোনো ত্রুটি (জারহ) দেখতে পাইনি।

(ص: 610) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الثَّانِي: الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَثُرَ بَعْدَهُ الْعَدَدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[تدريب الراوي]

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ لِحَدِيثِهِ هَذَا عِلَّةً قَادِحَةً؛ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ، رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُرْدٍ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ زُهَيْرٍ، فَعَمَدَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى الْإِسْنَادِ فَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلَيْنِ.

وَبِهِ إِلَى الطَّبْرَانِيِّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ فَرُوحِ الْأَنْصَارِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي عَمْرُو بْنُ أَبَانَ بْنِ مُفَضَّلٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ: «أَرَانِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْوُضُوءَ: أَخَذَ رُكُوعًا فَوَضَعَهَا عَلَى يَسَارِهِ، وَصَبَّ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدَارَ الرُّكُوعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِيَصَاحِهِ؛ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ مَسَحْتَ أَذُنَيْكَ؛ فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ، لَيْسَ هُمَا مِنَ

الْوَجْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا غُلَامُ هَلْ رَأَيْتَ أَوْ فَهِمْتَ، أَوْ أُعِيدُ عَلَيْكَ؟ فَقُلْتُ: قَدْ كَفَانِي، قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ» .

قَالَ الدَّهَبِيُّ فِي "الْبَيْزَانِ":

[هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ] انفرد به الطبراني عن جعفر، وعمر بن أبان لا يُدرى مَنْ هُوَ.

وَالْحَدِيثُ ثُبَانِيٌّ لَنَا لَهُ عَلَى ضَعْفِهِ.

[الثاني القُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ]

(الثَّانِي: الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ) كَالْأَعْمَشِ، وَهَشِيمٍ، وَابْنِ

দ্বিতীয়: হাদীসের ইমামদের মধ্য থেকে কোনো ইমামের নিকটবর্তী হওয়া, যদিও তার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশি হয়।

[তাদরীবুর রাবী]

তিনি বললেন, অতঃপর আমি এই হাদীসে একটি গুরুতর 'ইল্লাত' (ত্রুটি) দেখেছি; ইবনু আব্দুল বার্র এই বিষয়ে বলেছেন, এটি উবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, যিয়াদ ইবনু তারিকের সূত্রে, তিনি যিয়াদ ইবনু সুরদ ইবনু যুহাইরের সূত্রে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা যুহাইর থেকে। অতঃপর উবাইদুল্লাহ সনদটি থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দু'জন বর্ণনাকারীকে বাদ দিয়েছেন।

এরই সূত্রে তাবরানী থেকে (বর্ণিত), আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জা'ফর ইবনু হুমাইদ ইবনু আব্দিল কারীম ইবনু ফাররুখ আল-আনসারী আদ-দিমাশকী, আমাকে আমার মায়ের দাদা আমার ইবনু আবান ইবনু মুফাদদাল আল-মাদানী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «আনাস ইবনু মালিক আমাকে ওয়ু দেখালেন: তিনি একটি পানির পাত্র (রাকওয়া) নিলেন এবং তার বাম পাশে রাখলেন, এবং তার ডান হাতে পানি ঢেলে তা তিনবার ধুলেন, অতঃপর তিনি পানির পাত্রটি তার ডান হাতের উপর ঘোরালেন, অতঃপর তিনি তিনবার তিনবার করে ওয়ু করলেন (প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধুলেন), এবং তার মাথা তিনবার মাসাহ করলেন, এবং তার কানের ছিদ্রের জন্য নতুন পানি নিলেন; আমি তাকে বললাম: আপনি আপনার কান দু'টো মাসাহ করেছেন; তিনি বললেন: হে বালক, এ দু'টো (কান) মাথার অংশ, মুখের অংশ নয়। অতঃপর

তিনি বললেন: হে বালক, তুমি কি দেখেছ বা বুঝেছ, নাকি আমি তোমাকে আবার দেখাবো?
আমি বললাম: আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। তিনি বললেন: এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ু করতে দেখেছি।"

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন:

[এই দিক থেকে এই হাদীসটি গরীব (একক বর্ণনার) হাদীস।] তাবরানী জা'ফর থেকে এটি
এককভাবে বর্ণনা করেছেন, আর আমার ইবনু আবান কে, তা জানা যায় না।

এবং এই হাদীসটি, এর দুর্বলতা সত্ত্বেও, আমাদের জন্য আটটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

[দ্বিতীয়: হাদীসের ইমামদের মধ্য থেকে কোনো ইমামের নিকটবর্তী হওয়া]

(দ্বিতীয়: হাদীসের ইমামদের মধ্য থেকে কোনো ইমামের নিকটবর্তী হওয়া) যেমন আল-
আ'মাশ, হুশাইম, এবং ইবনু

(ص: 611) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الثَّالِثُ: الْعُلُوُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْمُعْتَمَدَةِ، وَهُوَ مَا
كَثُرَ اعْتِنَاءُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِهِ مِنَ الْمُوَافَقَةِ وَالْإِبْدَالِ، وَالْمُسَاوَاةِ وَالْمُصَافَحَةِ؛ فَالْمُوَافَقَةُ أَنْ
يَقَعَ لَكَ حَدِيثٌ عَنْ شَيْخٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ بِعَدَدٍ أَقَلِّ مِنْ عَدَدِكَ إِذَا رَوَيْتَهُ عَنْ
مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَالْبَدَلُ أَنْ يَقَعَ هَذَا الْعُلُوُّ عَنْ مِثْلِ شَيْخٍ مُسْلِمٍ.
وَقَدْ يُسَمَّى هَذَا مُوَافَقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْخٍ مُسْلِمٍ.
وَالْمُسَاوَاةُ فِي أَغْصَارِنَا قَلَّةٌ عَدَدِ إِسْنَادِكَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قَارَبَهُ بِحَيْثُ يَقَعُ بَيْنَكَ
وَبَيْنَ صَحَابِيٍّ مَثَلًا مِنَ الْعَدَدِ مِثْلُ مَا وَقَعَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَبَيْنَهُ. وَالْمُصَافَحَةُ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ
الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِكَ؛ فَيَكُونُ لَكَ مُصَافَحَةٌ كَأَنَّكَ صَافَحْتَ مُسْلِمًا فَأَخَذْتَهُ عَنْهُ.
فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخٍ شَيْخِكَ كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِكَ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخٍ
شَيْخِ شَيْخِكَ فَالْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ، وَهَذَا الْعُلُوُّ تَابِعٌ لِلزُّوْلِ؛ فَالْزُّوْلُ مُسْلِمٍ
وَشِبْهِهِ لَمْ تَعْلُ أَنْتَ.

[تدريب الراوي]

جُرَيْجٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَشُعْبَةَ، وَغَيْرِهِمْ مَعَ الصَّحْحَةِ أَيْضًا، (وَإِنْ كَثُرَ بَعْدَهُ الْعَدَدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[الثالث العُلُوُّ الْمُقَيَّدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخُمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ]

(الثَّالِثُ: الْعُلُوُّ الْمُقَيَّدُ) بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخُمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْكُتُبِ (الْمُعْتَمَدَةِ) ، وَسَمَاهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عُلُوُّ التَّنْزِيلِ.

وَلَيْسَ بِعُلُوٍّ مُطْلَقٍ إِذِ الرَّاوي لَوْ رَوَى الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ كِتَابٍ مِنْهَا وَقَعَ أَنْزَلَ مِمَّا لَوْ رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهَا، وَقَدْ يَكُونُ عَالِيًا مُطْلَقًا أَيْضًا.

(وَهُوَ مَا كَثُرَ اعْتِنَاءُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِهِ مِنَ الْمُوَافَقَةِ وَالْإِبْدَالِ وَالْمُسَاوَاةِ وَالْمُصَافَحَةِ؛ فَالْمُوَافَقَةُ أَنْ يَقَعَ لَكَ حَدِيثٌ عَنْ شَيْخٍ مُسْلِمٍ) مَثَلًا (مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ بِعَدَدٍ أَقَلٍّ مِنْ عَدَدِكَ إِذَا رَوَيْتَهُ) بِإِسْنَادِكَ (عَنْ مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَالْبَدَلُ أَنْ يَقَعَ هَذَا الْعُلُوُّ عَنْ) شَيْخٍ غَيْرِ شَيْخِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ (مِثْلُ شَيْخِ مُسْلِمٍ) فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ.

(وَقَدْ يُسَمَّى هَذَا مُوَافَقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْخِ شَيْخِ مُسْلِمٍ) فَهُوَ مُوَافَقَةٌ مُقَيَّدَةٌ.

الثَّالِثُ: الْعُلُوُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخُمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْمُعْتَمَدَةِ، وَهُوَ مَا كَثُرَ اعْتِنَاءُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِهِ مِنَ الْمُوَافَقَةِ وَالْإِبْدَالِ، وَالْمُسَاوَاةِ وَالْمُصَافَحَةِ؛ فَالْمُوَافَقَةُ أَنْ يَقَعَ لَكَ حَدِيثٌ عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ بِعَدَدٍ أَقَلٍّ مِنْ عَدَدِكَ إِذَا رَوَيْتَهُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَالْبَدَلُ أَنْ يَقَعَ هَذَا الْعُلُوُّ عَنْ

مِثْلُ شَيْخِ مُسْلِمٍ

وَقَدْ يُسَمَّى هَذَا مُوَافَقَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْخِ شَيْخِ مُسْلِمٍ

وَالْمُسَاوَاةُ فِي أَغْصَانِنَا قَلَّةٌ عَدَدُ إِسْنَادِكَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قَارَبَهُ بِحَيْثُ يَقَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَحَابِيٍّ مَثَلًا مِنْ الْمُصَافَحَةِ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِكَ؛ فَيَكُونُ لَكَ مُصَافَحَةٌ أَلْعَدَدُ مِثْلُ مَا وَقَعَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَبَيْنَهُ كَأَنَّكَ صَافَحْتَ مُسْلِمًا فَأَخَذْتَهُ عَنْهُ

فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِكَ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ

فَالْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ، وَهَذَا الْعُلُوُّ تَابِعٌ لِلزُّوْلِ؛ فَلَوْلَا نُزُولُ مُسْلِمٍ وَشَبْهُهُ لَمْ تَعْلُ أَنْتَ

[তাদরিবুর রাবী]

জুরাইজ, আওয়াঈ, মালিক, শু'বা এবং অন্যান্যদের থেকেও বিশুদ্ধতার সাথে, (যদিও এর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

[তৃতীয় প্রকার: কুতুবে খামসা অথবা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের বর্ণনা সাপেক্ষে শর্তারোপিত 'উলু']

(তৃতীয় প্রকার: 'উলু') যা (শর্তারোপিত) কুতুবে খামসা অথবা অন্যান্য (নির্ভরযোগ্য) কিতাবের বর্ণনার সাপেক্ষে। ইবনু দাকীকুল ঈদ একে 'উলুউত তানজিল' নামে অভিহিত করেছেন। এটি নিরঙ্কুশ 'উলু' নয়, কারণ রাবি যদি হাদিসটি ঐ কিতাবগুলোর কোনো একটির সূত্রে বর্ণনা করেন, তবে তা ঐ কিতাবগুলোর বাইরের কোনো সূত্রে বর্ণনা করার চেয়ে নিম্নতর হবে। তবে এটি নিরঙ্কুশ 'আলী'ও হতে পারে।

(এটি সেই প্রকার) যা মুওয়াফাকাহ, ইদাল, মুসাওয়াত ও মুসাফাহাত - এই পরিভাষাগুলোর মাধ্যমে বিলম্বিত যুগের আলেমদের দ্বারা বিশেষভাবে পরিচর্যা প্রাপ্ত হয়েছে; সুতরাং, মুওয়াফাকাহ হলো, যখন আপনার নিকট মুসলিমের শায়খের থেকে (উদাহরণস্বরূপ) তাঁর (মুসলিমের) সনদ ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে এমন সংখ্যক রাবির মাধ্যমে কোনো হাদিস আসে যা আপনার মুসলিমের সূত্রে উক্ত শায়খ থেকে বর্ণিত হাদিসের (আপনার সনদের) রাবির সংখ্যা অপেক্ষা কম, আর বদল হলো, এই 'উলু' মুসলিমের শায়খের থেকে ভিন্ন কোনো শায়খের মাধ্যমে আসা, যিনি উক্ত হাদিসে (বর্ণনার ক্ষেত্রে) মুসলিমের শায়খের অনুরূপ। (আর এটিকে মুসলিমের শায়খের শায়খের তুলনায় 'মুওয়াফাকাহ'ও বলা হতে পারে,) সুতরাং, এটি একটি শর্তারোপিত মুওয়াফাকাহ।

(ص: 612) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَقَدْ تُطْلَقُ الْمُوَافَقَةُ وَالْبَدَلُ مَعَ عَدَمِ الْعُلُوبِ بَلْ وَمَعَ النُّزُولِ أَيْضًا، كَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ
الذَّهَبِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هُوَ مُوَافَقَةٌ وَبَدَلٌ، وَلَكِنْ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ.
تَنْبِيهُ

لَمْ أَقِفْ عَلَى تَصْرِيحٍ بِأَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ اسْتِواءُ الْإِسْنَادِ بَعْدَ الشَّيْخِ الْمُجْتَمَعِ فِيهِ أَوْ لَا؟

وَقَدْ وَقَعَ لِي فِي الْإِمْلَاءِ حَدِيثٌ أُمْلِيَتْهُ مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، «لَا
تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ»، الْحَدِيثُ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقَارِي، عَنْ سُهَيْلٍ.
فَقُتَيْبَةُ لَهُ فِيهِ شَيْخَانِ عَنْ سُهَيْلٍ، فَوَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا: وَفِي التِّرْمِذِيِّ
عَنِ الْآخَرِ.

فَهَلْ يُسَمَّى هَذَا مُوَافَقَةً لاجتماعنا معه فِي قُتَيْبَةَ، أَوْ بَدَلًا لِلتَّخَالُفِ فِي شَيْخِهِ،
وَالاجتماعِ فِي سُهَيْلٍ أَوْ لَا، وَلَا يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْمُوَافَقَةِ وَالْبَدَلِ، احْتِمَالَاتٌ: أَقْرَبُهَا
عِنْدِي الثَّلَاثُ.

(وَالْمُسَاوَاةُ فِي أَعْصَارِنَا قِلَّةٌ عَدَدِ إِسْنَادِكَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قَارَبَهُ بِحَيْثُ يَقَعُ

[তারীখুত-রাওয়ী]

এবং কখনও 'মুওয়াফাকাহ' ও 'বাদাল' শব্দদ্বয় 'উলুয়' (উচ্চ সনদ) না থাকা সত্ত্বেও, বরং 'নুযূল' (নিম্ন সনদ) থাকা সত্ত্বেও ব্যবহৃত হয়, যেমনটি যাহাবী ও অন্যদের আলোচনায় দেখা যায়।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটি 'মুওয়াফাকাহ' ও 'বাদাল' বটে, তবে এর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় এটি ঐ নামে অভিহিত হয় না।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আমি এমন কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্যের সন্ধান পাইনি যে, যেখানে শায়খের সাথে একত্রিত হওয়ার পর ইসনাদের সমতা শর্ত করা হয়েছে, নাকি হয়নি?।

আমার ইমলা (শ্রুতলিপি) মজলিসে একটি হাদীস এসেছে যা আমি তিরমিযীর সূত্রে, কুতায়বাহ থেকে, তিনি আবদুল আযীয আদ-দারওয়াদী থেকে, তিনি সুহাইল ইবনু আবী সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে মারফু' হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছিলাম: «তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না», হাদীসটি।

আর মুসলিম তা কুতায়বাহ থেকে, তিনি ইয়াকুব আল-কারী থেকে, তিনি সুহাইল থেকে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং সুহাইল থেকে কুতায়বাহর এই বিষয়ে দুইজন শায়খ রয়েছেন। তাঁদের একজন থেকে সহীহ মুসলিম-এ এসেছে এবং অন্যজন থেকে তিরমিযী-তে এসেছে।

তাহলে, কুতায়বাহর সাথে আমাদের একত্রিত হওয়ার কারণে একে কি 'মুওয়াফাকাহ' বলা হবে? নাকি, তার শায়খের (কুতায়বাহর শায়খ) ক্ষেত্রে ভিন্নতার কারণে এবং সুহাইলে একত্রিত হওয়ার কারণে একে 'বাদাল' বলা হবে? নাকি কোনোটিই নয়, এবং এটি 'মুওয়াফাকাহ' ও 'বাদাল'-এর মাঝের কোনো মধ্যস্থতা হবে না? তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে: আমার নিকট তৃতীয়টিই অধিকতর সঠিক।

(আর আমাদের যুগে 'মুসাওয়াত' হলো তোমার সনদের সংখ্যা সাহাবী অথবা তাঁর কাছাকাছি ব্যক্তির নিকট পর্যন্ত কম হওয়া, এমনভাবে যে তা পড়ে

(ص: 613) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَحَابِيٍّ مَثَلًا مِنَ الْعَدَدِ مِثْلُ مَا وَقَعَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَبَيْنَهُ .
وَهَذَا كَانَ يُوجَدُ قَدِيمًا، وَأَمَّا الْآنُ فَلَا يُوجَدُ فِي حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ، بَلْ يُوجَدُ مُطْلَقُ الْعَدَدِ
كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ.

فَأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةُ أَنْفُسٍ فِي ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ،
وَقَدْ وَقَعَ لِلنَّسَائِيِّ حَدِيثٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَشْرَةُ أَنْفُسٍ،
وَذَلِكَ مُسَاوَاةٌ لَنَا.

وَهُوَ مَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ،
أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هَلَالٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ». .
قَالَ النَّسَائِيُّ: مَا أَعْلَمُ فِي الْحَدِيثِ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا.
وَفِيهِ سِتَّةٌ مِنَ التَّابِعِينَ أَوَّلُهُمْ مَنْصُورٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ؛ قَالَا: ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا زَائِدَةُ بِهِ،
وَقَالَ: حَسَنٌ.

وَالْمَرْأَةُ هِيَ امْرَأَةُ أَبِي أَيُّوبَ، وَهُوَ عُشَارِيُّ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا.
(وَالْمُصَافَحَةُ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخِكَ فَيَكُونَ لَكَ مُصَافَحَةٌ، كَأَنَّكَ صَافَحْتَ مُسْلِمًا
فَأَخَذَتْهُ عَنْهُ) .

[তাদরীবুর রাবী]

আপনার ও একজন সাহাবীর মাঝে সংখ্যার দিক থেকে যেমনটি মুসলিম ও তাঁর (সাহাবীর)
মাঝে সংঘটিত হয়েছিল)।

আর এটি পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোনো সুনির্দিষ্ট হাদিসে তা পাওয়া যায় না; বরং
ইরাকী যেমন বলেছেন, কেবল মোট সংখ্যায় এটি বিদ্যমান।

কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমার ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে
তিনটি হাদিসে দশ জন রাবী রয়েছেন। আর নাসায়ী (রহ.)-এর একটি হাদিসে তাঁর ও নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে দশ জন রাবী রয়েছেন, যা আমাদের জন্য সমতা
(অর্থাৎ আমাদের রাবী সংখ্যার সমান)।

আর এটিই তিনি 'কিতাবুস সালাত'-এ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবন বাশশার সংবাদ দিয়েছেন, আমাদেরকে আব্দুর রহমান সংবাদ দিয়েছেন, আমাদেরকে যায়িদা সংবাদ দিয়েছেন, তিনি মনসুর থেকে, তিনি হিলাল থেকে, তিনি আর-রাবী' ইবন খুসাইম থেকে, তিনি আমর ইবন মাইমুন থেকে, তিনি ইবন আবি লায়লা থেকে, তিনি এক মহিলা থেকে, তিনি আবু আইয়ুব থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (বর্ণনা করেছেন)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «{বলো, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়} [সূরা ইখলাস: ১] কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।»

নাসায়ী (রহ.) বলেন: আমি এই হাদিসে এর চেয়ে দীর্ঘ কোনো সনদ (বর্ণনাসূত্র) জানি না।

আর এতে ছয় জন তাবিঈ রয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন মনসুর।

আর এটি তিরমিযী (রহ.) কুতাইবাহ ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার থেকে বর্ণনা করেছেন; তাঁরা দু'জন বলেছেন: ইবন মাহদী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, যায়িদা এর মাধ্যমে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি (তিরমিযী) বলেছেন: হাদিসটি 'হাসান' (সুন্দর)।

আর সেই মহিলা হলেন আবু আইয়ুব (রা.)-এর স্ত্রী। এবং এটি তিরমিযী (রহ.)-এর জন্যও 'উশারী' (দশ রাবীবিশিষ্ট সনদ)।

(আর 'মুসাফাহা' হলো যখন এই সমতা আপনার শায়খের জন্য সংঘটিত হয়, তখন আপনার জন্য 'মুসাফাহা' হয়, যেন আপনি মুসলিমের সাথে করমর্দন করেছেন এবং তাঁর থেকে এটি গ্রহণ করেছেন)।

(ص: 614) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الرَّابِعُ: الْعُلُوُّ بِتَقْدِمِ وَفَاةِ الرَّائِي فَمَا أَرْوِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْحَاكِمِ أَعْلَى مِمَّا أَرْوِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ. عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ خَلْفٍ عَنِ الْحَاكِمِ؛ لِتَقْدِمِ وَفَاةِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ خَلْفٍ.

وَأَمَّا عُلوُّهُ بِتَقْدِمِ وَفَاةِ شَيْخِكَ فَحَدَّثَهُ الْحَافِظُ ابْنُ جَوْصَى بِصُحْبَةِ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ وَفَاةِ الشَّيْخِ، وَابْنُ مَنَدَةَ بِثَلَاثِينَ.

[تدريب الراوي]

فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيْخٍ شَيْخِكَ كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِكَ، وَإِنْ كَانَتْ (الْمُسَاوَاةُ
لِشَيْخٍ شَيْخِكَ فَالْمُصَافَحَةُ لِشَيْخٍ شَيْخِكَ، وَهَذَا الْعُلُوُّ تَابِعٌ لِلزُّوْلِ) غَالِبًا، (فَلَوْلَا
زُّوْلُ مُسْلِمٍ وَشَبْهَهُ لَمْ تَعْلُ أَنْتَ) ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَ عُلُوِّهِ أَيْضًا، فَيَكُونُ عَالِيًا مُطْلَقًا.

[الرَّابِعُ الْعُلُوُّ بِتَقْدِيمِ وَفَاةِ الرَّاَوِي]

(الرَّابِعُ: الْعُلُوُّ بِتَقْدِيمِ وَفَاةِ الرَّاَوِي) وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْعَدَدِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (فَمَا أَرْوِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْحَاكِمِ أَعْلَى مِمَّا أَرْوِيهِ عَنْ
ثَلَاثَةٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ خَلْفٍ عَنِ الْحَاكِمِ، لِتَقْدِيمِ وَفَاةِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ خَلْفٍ) .
وَكَذَلِكَ مَنْ سَمِعَ مُسْنَدَ أَحْمَدَ عَلَى الْحَلَاوِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْحَلَبِيِّ، عَنِ النَّجِيبِ،
أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى الْجَمَّالِ الْكِنَانِيِّ، عَنِ الْعُرْضِيِّ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ مَكِّيٍّ؛ لِتَقْدِيمِ وَفَاةِ
الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِينَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْآخِرِينَ.

(وَأَمَّا عُلُوُّهُ بِتَقْدِيمِ وَفَاةِ شَيْخِكَ) لَا مَعَ التِّفَاتِ لِأَمْرِ آخَرَ أَوْ شَيْخٍ آخَرَ، (فَحَدَّهُ
الْحَافِظُ) أَحْمَدُ بْنُ عَمِيرٍ (ابْنُ جَوْصَى) الدِّمَشْقِيُّ (بِضَيْيِ خُسَيْنِ سَنَةً مِنْ تَارِيخِ وَفَاةِ
الشَّيْخِ).

চতুর্থ: বর্ণনাকারীর মৃত্যুর অগ্রবর্তিতা দ্বারা 'উলু (উচ্চতা)' আমি যা তিন ব্যক্তির সূত্রে বায়হাকী থেকে, তিনি হাকিম থেকে বর্ণনা করি, তা আমি তিন ব্যক্তির সূত্রে আবু বকর ইবন খালাফ থেকে, তিনি হাকিম থেকে যা বর্ণনা করি তার চেয়ে উঁচু (আলী)। কারণ বায়হাকীর মৃত্যু ইবন খালাফের মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল।

আর তোমার শাইখের মৃত্যুর অগ্রবর্তিতা দ্বারা তার 'উলু' এর ক্ষেত্রে, হাফিয ইবন জুসা শাইখের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হওয়া দ্বারা এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর ইবন মানদাহ (বলেছেন) ত্রিশ বছর দ্বারা।

-

[তাদরিবুর রাবী]

যদি তোমার শাইখের শাইখের সাথে মুসাওয়াত (সমতা) হয়, তবে তোমার শাইখের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) হবে। আর যদি তোমার শাইখের শাইখের শাইখের সাথে মুসাওয়াত হয়,

তবে তোমার শাইখের শাইখের সাথে মুসাফাহা হবে। আর এই 'উলু' (উচ্চতা) সাধারণত নুযুলের (নিম্নতার) অনুগামী হয়। যদি মুসলিম ও তার সদৃশদের নুযুল না থাকত, তবে তুমি উঁচু হতে না। আর এটি তার 'উলু' (উচ্চতা)-এর সাথেও হতে পারে, ফলে তা মুতলাক্ব 'আলী (পরিপূর্ণ উঁচু) হবে।

[চতুর্থ: বর্ণনাকারীর মৃত্যুর অগ্রবর্তিতা দ্বারা 'উলু']

(চতুর্থ: বর্ণনাকারীর মৃত্যুর অগ্রবর্তিতা দ্বারা 'উলু') যদিও তারা সংখ্যায় সমান হয়।

গ্রন্থকার বলেন: (আমি যা তিন ব্যক্তির সূত্রে বায়হাকী থেকে, তিনি হাকিম থেকে বর্ণনা করি, তা আমি তিন ব্যক্তির সূত্রে আবু বকর ইবন খালাফ থেকে, তিনি হাকিম থেকে যা বর্ণনা করি তার চেয়ে উঁচু (আলী)। কারণ বায়হাকীর মৃত্যু ইবন খালাফের মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল।)

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি মুসনাদে আহমদ আল-হালাবী থেকে, তিনি আবুল আব্বাস আল-হালাবী থেকে, তিনি আন-নজীব থেকে শুনেছেন, সে সেই ব্যক্তির চেয়ে উঁচু (আলী) যে তা আল-জাম্মাল আল-কিনানী থেকে, তিনি আল-উরদি থেকে, তিনি যাইনাব বিনতে মাক্কী থেকে শুনেছেন। কারণ প্রথম তিনজনের মৃত্যু শেষের তিনজনের মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল।

(আর তোমার শাইখের মৃত্যুর অগ্রবর্তিতা দ্বারা তার 'উলু') অন্য কোনো বিষয় বা অন্য কোনো শাইখের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, (সুতরাং এর সংজ্ঞা দিয়েছেন হাফিয়) আহমাদ ইবন উমায়র (ইবন জুসা) আদ-দিমাশকী, (শাইখের মৃত্যুর তারিখ থেকে পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে)।

(ص: 615) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الخَامِسُ: الْعُلُوُّ بِتَقْدُّمِ السَّمَاعِ، وَيَدْخُلُ كَثِيرٌ مِنْهُ فَيَمَّا قَبْلَهُ، وَيَمْتَّازُ بِأَنْ يَسْمَعَ
شَخْصَانِ مِنْ شَيْخٍ؛ وَسَمَاعُ أَحَدِهِمَا مِنْ سِتِّينَ سَنَةً مَثَلًا، وَالْآخَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَتَسَاوَى
الْعَدَدُ إِلَيْهِمَا فَالْأَوَّلُ أَعْلَى.

[تدريب الراوي]

حَدَّثَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (وَابْنُ مَنَدَةَ بِثَلَاثِينَ) تَمْضِي مِنْ مَوْتِهِ.

وَلَيْسَ يَقَعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ أَوْسَعُ.

[الخَامِسُ الْعُلُوُّ بِتَقْدِيرِ السَّبَاعِ]

(الخَامِسُ: الْعُلُوُّ بِتَقْدِيرِ السَّبَاعِ) مِنَ الشَّيْخِ، فَمَنْ سَبَعَ مِنْهُ مُتَقَدِّمًا كَانَ أَعْلَى مِمَّنْ
سَبَعَ مِنْهُ بَعْدَهُ.

(وَيَدْخُلُ كَثِيرٌ مِنْهُ فِيهَا قَبْلَهُ وَيَمْتَنِزُ) عَنْهُ (بِأَنْ يَسْبَعَ شَخْصَانِ مِنْ شَيْخٍ، وَسَبَاعُ
أَحَدِهِمَا مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً مَثَلًا، وَالْآخَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ) سَنَةً (وَتَسَاوَى الْعَدْدُ إِلَيْهِمَا فَالْأَوَّلُ
أَعْلَى) مِنَ الثَّانِي.

وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ اخْتَلَطَ شَيْخُهُ أَوْ خَرِفَ، وَرُبَّمَا كَانَ الْمُتَأَخِّرُ أَرْجَحَ، بِأَنْ يَكُونَ
تَحْدِيثُهُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ الْإِثْقَانِ وَالضَّبْطِ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدُ، إِلَّا أَنْ
هَذَا عُلُوٌّ مَعْنَوِيٌّ، كَمَا سَيَأْتِي.

تَنْبِيْهُ

جَعَلَ ابْنُ طَاهِرٍ

পঞ্চম: শ্রবণের অগ্রবর্তিতার কারণে উপ্ধারোহণ, এবং এর অনেক অংশ পূর্ববর্তী প্রকারের
অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে এটি এই দিক থেকে স্বতন্ত্র যে, দুইজন ব্যক্তি একজন শাইখ থেকে শুনল;
আর তাদের একজনের শ্রবণ যেমন ষাট বছর আগে, এবং অন্যজনের চল্লিশ বছর আগে, আর
তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে (রাবীর) সংখ্যা সমান হলে, প্রথম ব্যক্তি উচ্চতর হবে।

-

[তায়রীবুর রাবী]

এর সীমা নির্ধারণ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ (এবং ইবনে মানদাহের মতে ত্রিশ বছর) যা তার
মৃত্যুর পর অতিবাহিত হয়।

আর এই সময়ের মধ্যে এর চেয়ে উচ্চতর কিছু সংঘটিত হয় না।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: এটি আরও বিস্তৃত।

[পঞ্চম: শ্রবণের অগ্রবর্তিতার কারণে উর্ধ্বারোহণ]

(পঞ্চম: শ্রবণের অগ্রবর্তিতার কারণে উর্ধ্বারোহণ) শাইখ থেকে, সুতরাং যে তার থেকে আগে শুনেছে সে তার থেকে পরে শ্রবণকারীর চেয়ে উচ্চতর হবে।

(এবং এর অনেক অংশ পূর্ববর্তী প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং এটি স্বতন্ত্র) এর থেকে (এই দিক থেকে যে, দুইজন ব্যক্তি একজন শাইখ থেকে শুনল, এবং তাদের একজনের শ্রবণ যেমন ষাট বছর আগে, আর অন্যজনের চল্লিশ) বছর (আগে হল), (আর তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে (রাবীর) সংখ্যা সমান হলে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়জনের চেয়ে উচ্চতর)।

এই বিষয়টি আরও জোরালো হয় সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার শাইখ স্মৃতিভ্রান্ত বা বার্ষিক্যগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং কখনও কখনও পরবর্তী শ্রবণকারী অধিকতর প্রাধান্যযোগ্য হতে পারে, যদি তার প্রথম হাদীস বর্ণনা ইৎকান (পরিপক্বতা) ও যাবত (সংরক্ষণ)-এর পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে হয়, এরপর সে তা অর্জন করে, তবে এটি একটি অর্থগত 'উলুউ' (উচ্চতা), যেমনটি পরবর্তীতে আসবে।

সতর্কীকরণ

ইবনে তাহির করেছেন

(ص: 616) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ قِسْمًا وَاحِدًا، وَزَادَ الْعُلُوُّ إِلَى صَاحِبِي الصَّحِيحَيْنِ، وَمُصَنِّفِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ.

وَجَعَلَهُ ابْنُ طَاهِرٍ اسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الْعُلُوُّ إِلَى الشَّيْخَيْنِ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَنَحْوِهِمْ.

وَالْآخَرُ: الْعُلُوُّ إِلَى كُتُبِ مُصَنَّفَةِ الْأَقْوَامِ كَابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَالْخَطَّابِيِّ.

ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ عُسِرَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَلَمْ يَجِدْهُ غَالِبًا، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ إِبْرَادِهِ، فَمِنْ أَبِي وَجْهِ أَوْرَدَهُ فَهُوَ عَالٍ بِعِزَّتِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَى عَنْ أَمَائِلِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، ثُمَّ رَوَى حَدِيثًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، لِمَعْنَى فِيهِ؛ فَكَانَ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكٍ ثَلَاثَةُ رَجَالٍ.

نُكْتَةٌ

وَقَعَ لَنَا حَدِيثٌ اجْتَمَعَ فِيهِ أَقْسَامُ الْعُلُوِّ:

أَخْبَرْتَنِي أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدِّسِي، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهَا فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَمَانِينَ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ التَّنُوخِيُّ سَمَاعًا، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ثَمَانِينَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُونُسَ الْقَيْسِيِّ، وَأَبِي رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَدِّسِيِّ، قَالَا: أَنَا أَبُو الْمُنْجِي بُنْ

[তারীফুর রাবী]

এবং ইবনে দাকীক আল-ঈদ এটিকে এবং এর পূর্বেরটিকে একটিই প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। আর তিনি 'উলু' (উচ্চ সনদ)-কে সহীহাইন-এর (বুখারী ও মুসলিমের) দুই রচয়িতা এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন।

আর ইবনে তাহির এটিকে দুটি নামে বিভক্ত করেছেন:

প্রথমটি: শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম), আবু দাউদ, আবু হাতিম এবং তাঁদের মতো অন্যান্যদের পর্যন্ত 'উলু' (উচ্চ সনদ)।

এবং দ্বিতীয়টি: ইবনে আবিদ দুনিয়া ও আল-খাত্তাবীর মতো কিছু ব্যক্তির সংকলিত গ্রন্থসমূহের পর্যন্ত 'উলু' (উচ্চ সনদ)।

এরপর তিনি বলেছেন: "এবং জেনে রাখো যে, যে কোনো হাদিস মুহাদ্দিসের জন্য দুষ্প্রাপ্য হয়েছে এবং তিনি সচরাচর তা খুঁজে পাননি, তবে তাঁকে তা বর্ণনা করতেই হবে; এমতাবস্থায় যে কোনো সূত্রেই তিনি তা বর্ণনা করুন না কেন, তার দুষ্প্রাপ্যতার কারণে তা 'আলি' (উচ্চ সনদ) হিসেবে গণ্য হবে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, ইমাম বুখারী ইমাম মালিকের অন্যতম প্রধান শিষ্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি আবু ইসহাক আল-ফায়ারী থেকে ইমাম

মালিক সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে নিহিত কোনো বিশেষ তাৎপর্যের কারণে; ফলে তাঁর (বুখারীর) ও মালিকের মাঝে তিনজন বর্ণনাকারী ছিলেন।"

নুকতা (বিশেষ জ্ঞাতব্য)

আমাদের নিকট এমন একটি হাদিস এসেছে যাতে 'উলু' (উচ্চ সনদের) সকল প্রকার একত্রিত হয়েছে:

উম্মুল ফাদল বিনতে মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, আমার তাঁর নিকট রাবীউল আখির মাসে, আটশত সত্তর (৮৭০) হিজরী সনে পাঠ করার মাধ্যমে। আবু ইসহাক আত-তানখী আমাদেরকে শ্রবণের মাধ্যমে (সংবাদ দিয়েছেন), এবং তাঁর ইত্তিকাল হয়েছিল আটশত (৮০০) হিজরী সনে। তিনি ইসমাঈল ইবনে ইউসুফ আল-কাইসী এবং আবু রাওহ ইবনে আব্দুর রহমান আল-মাকদিসী থেকে (সংবাদ দিয়েছেন)। তাঁরা দুজন বলেছেন: আবু মুনজী ইবনে...

(ص: 617) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

اللَّيْثِيُّ؛ قَالَ: الْأَوَّلُ سَنَةٌ ثَلَاثٌ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ، أَنَا أَبُو الْوَقْتِ السَّجَزِيُّ فِي شُعْبَانَ سَنَةِ خَمْسِمِائَةٍ وَثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ، أَنَا أَبُو الْعَاصِمِ الْفَضِيلُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةِ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي شَرِيحٍ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي صَفَرِ سَنَةِ اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَنِيْفِيُّ - يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ الْبَغَوِيَّ - وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةِ سَبْعٍ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي رَجَبِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، أَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَمَاتَ سَنَةِ سِتِّينَ وَمِائَةٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ آخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا.. أَنَا! كَأَنَّهُ كَرِهَهُ».

هَذَا الْحَدِيثُ اجْتَمَعَ فِيهِ أَنْوَاعُ الْعُلُومِ، أَمَّا الْعَدَدُ فَبَيَّنِي وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اثْنًا عَشَرَ رَجُلًا ثِقَاتٌ بِالسَّيَاحِ الْمُتَّصِلِ، وَهُوَ أَعْلَى مَا يَقَعُ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ الْأَيْمَةِ فَلَأَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ مِنْ كِبَارِ الْأَيْمَةِ الَّذِينَ رَوَى الْأَيْمَةُ السِّتَّةُ عَنْ أَصْحَابِهِمْ، وَلَمْ يَقَعْ حَدِيثُهُ بِعُلُوٍّ إِلَّا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ رَجُلٌ وَاحِدٌ. وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فَأَقَلُّ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ اثْنَانِ، وَهُوَ مُتَقَدِّمُ الْوَفَاةِ، وَبَيَّنِي وَبَيْنَهُ تِسْعَةُ أَنْفُسٍ، وَهُوَ نِهَايَةُ الْعُلُوِّ. وَأَمَّا عُلُوُّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَيْمَةِ الْكُتُبِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ، فَوَقَعَ لِي بَدَلًا عَلِيًّا كَأَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْمَجْدِ،

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

লায়সী; তিনি বলেন: প্রথমটি ৬৬৩ হিজরী সনে। আমাকে [বর্ণনা করেছেন] আবুল ওয়াস্তু আস-সিজযী শা'বান মাসে ৫৩৩ হিজরী সনে। আমাকে [বর্ণনা করেছেন] আবুল আসিম আল-ফুযায়ল ইবনু ইয়াহইয়া আল-আনসারী যিলহাজ্জ মাসে ৪৪৯ হিজরী সনে। আমাদেরকে অবহিত করেছেন আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবী শুরাইহ, তাঁর ওফাত হয়েছিল ৩৯২ হিজরী সনের সফর মাসে। আমাকে [বর্ণনা করেছেন] আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মানিফী – অর্থাৎ আবুল কাসিম আল-বাগাওয়ী – তাঁর ওফাত হয়েছিল ৩১৭ হিজরী সনে। আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আলী ইবনুল জাদ আল-জাওহারী, তাঁর ওফাত হয়েছিল ২৩০ হিজরী সনের রজব মাসে। আমাকে [বর্ণনা করেছেন] শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, এবং তিনি ১৬০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। আলী ইবনুল জাদই তার থেকে সর্বশেষ বর্ণনাকারী ছিলেন; মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, আমি জাবির ইবন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি: “আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি বললেন: কে এ? তখন আমি বললাম: আমি। তখন তিনি বললেন: ‘আমি... আমি!!’ যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।”

এই হাদীসে উচ্চতার (উলুউ) বিভিন্ন প্রকার একত্রিত হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে, আমার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে এতে বারোজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন অবিচ্ছিন্ন শ্রবণের মাধ্যমে, এবং এটিই এ ধরনের উচ্চতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যা পাওয়া যায়। আর কিছু ইমামের তুলনায়, কারণ শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ সেই মহান ইমামদের অন্যতম যাঁর থেকে ছয় ইমাম তাঁদের শায়েখদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীস উচ্চতার সাথে আসেনি, কেবল বুখারী ও আবু দাউদের কিতাব ব্যতীত, এবং তাদের (বুখারী ও আবু দাউদের) ও তাঁর (শু'বা'র) মাঝে অনেক হাদীসে মাত্র একজন ব্যক্তি রয়েছে।

আর অবশিষ্ট জামা'আতের ক্ষেত্রে, তাদের ও তাঁর মাঝে সর্বনিম্ন দুইজন রয়েছে। এবং তাঁর ওফাত আগে হয়েছিল। আর আমার ও তাঁর মাঝে নয়জন ব্যক্তি রয়েছেন, এবং এটিই উচ্চতার চরম সীমা।

আর কিতাবসমূহের ইমামদের তুলনায় তাঁর উচ্চতার ক্ষেত্রে, বুখারী তা আবু আল-ওয়ালীদ থেকে, তিনি শু'বা থেকে সংকলন করেছেন। ফলে এটি আমার জন্য একটি উচ্চতর বদল হিসেবে এসেছে, যেন আমি তা আবুল হাসান ইবনু আবিল মাজদের থেকে শুনেছি।

(ص: 618) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَأَبِي إِسْحَاقَ التَّنُوخِيُّ وَغَيْرِهِمَا، مِنْ شُيُوخِ شَيْوْخَنَا فِي الصَّحِيحِ.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَعَنْ يَحْيَى
بْنِ يَحْيَى، وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ شَمِيلٍ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِثْنَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ،
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُهْزِ بْنِ أَاسِدٍ.
وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ.
وَالزُّمَيْدِيُّ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ نَضْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

وَالنَّسَائِيُّ عَنْ حَيِّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، عَنْ بَشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ.
وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ.
كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ.

فَوَقَعَ لِي بَدَلًا لَهُمْ عَالِيًا بِثَلَاثِ دَرَجَاتٍ؛ فَكَأَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ مُضَرَ رَاوِي
صَحِيحٍ مُسْلِمٍ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي رَجَبِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِائَةٍ، وَمِنْهُ سَمِعَ النَّوَوِيُّ
صَحِيحَ مُسْلِمٍ.

وَمِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُقَيَّرِ رَاوِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ
وَسِتِّمِائَةٍ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

এবং আবু ইসহাক আত-তানুখি ও তাঁদের ব্যতীত, যারা আমাদের শিক্ষকদেরও শিক্ষক ছিলেন
সহীহ (হাদীস) বর্ণনায়।

আর মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমাইর থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ
ইবনু ইদরীস থেকে; এবং ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আবু বাকর ইবনু আবি শাইবা থেকে,
তাঁরা উভয়ই ওয়াকী' থেকে; এবং ইসহাক ইবনু ইবরাহীম থেকে, তিনি নাদর ইবনু শুমাইল ও
আবু আমির আল-আকাদী থেকে; এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না থেকে, তিনি ওয়াহব ইবনু জারীর
থেকে; এবং আব্দুর রহমান ইবনু বিশর ইবনু আল-হাকাম থেকে, তিনি বাহয ইবনু আসাদ
থেকে।

আর আবু দাউদ (বর্ণনা করেছেন) মুসাদ্দাদ থেকে, তিনি বিশর ইবনু আল-মুফাদ্দাল থেকে।
এবং তিরমিযী (বর্ণনা করেছেন) সুওয়াইদ ইবনু নাসর থেকে, তিনি ইবনু আল-মুবারাক থেকে।
এবং নাসায়ী (বর্ণনা করেছেন) হুমাইদ ইবনু মাস'আদা থেকে, তিনি বিশর ইবনু আল-মুফাদ্দাল
থেকে।

এবং ইবনু মাজাহ (বর্ণনা করেছেন) ইবনু আবি শাইবা থেকে, তিনি ওয়াকী' থেকে।

তাঁরা সকলেই শু'বা থেকে।

সুতরাং, আমার নিকট তাঁদের চেয়ে তিন ধাপ উচ্চ সনদবিশিষ্ট বিকল্প (বর্ণনা) এসেছে; যেন আমি তা আবু ইসহাক ইবনু মুদার থেকে শুনেছি, যিনি সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর ওফাত হয়েছিল ৬৬৪ হিজরির রজব মাসে। তাঁর থেকেই আন-নাওয়াউই সহীহ মুসলিম শুনেছেন।

এবং আবু আল-হাসান ইবনু আল-মুকাযির থেকে, যিনি সুনানে আবি দাউদের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর ওফাত হয়েছিল ৬৪৩ হিজরি সনে।

(ص: 619) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

وَأَمَّا النَّزُولُ فَضِدُّ الْعُلُوِّ؛ فَهُوَ خُمُسَةُ أَقْسَامٍ تُعْرَفُ مِنْ ضِدِّهَا، وَهُوَ مَفْضُولٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ عَلَى الصَّوَابِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَفَضْلُهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْعُلُوِّ؛ فَإِنْ تَبَيَّرَ بِفَائِدَةٍ فَهُوَ مُخْتَارٌ.

[تدريب الراوي]

وَمِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْبُخَارِيِّ رَاوِي التِّرْمِذِيِّ وَكَانَتْ وَفَائِدُهُ سَنَةً تِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةً، وَمِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الْعِرَاقِيِّ رَاوِي النَّسَائِيِّ وَكَانَتْ وَفَائِدُهُ سَنَةً تِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةً، وَمِنْ أَبِي السَّعَادَاتِ رَاوِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَكَانَتْ وَفَائِدُهُ سَنَةً سِتٍّ وَسِتِّمِائَةً.

[أقسام النزول]

(وَأَمَّا النَّزُولُ فَضِدُّ الْعُلُوِّ فَهُوَ خُمُسَةُ أَقْسَامٍ) أَيْضًا (تُعْرَفُ مِنْ ضِدِّهَا) ، فَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ ضِدُّهُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ النَّزُولِ، (وَهُوَ مَفْضُولٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ عَلَى الصَّوَابِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ) .

قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: النَّزُولُ شُؤْمٌ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: الْإِسْنَادُ النَّازِلُ قُرْحَةٌ فِي الْوَجْهِ.

(وَفَضَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْعُلُوِّ) حَكَاهُ ابْنُ خَلَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ النَّظَرِ، لِأَنَّ الْإِسْنَادَ كُلَّمَا زَادَ عَدْدُهُ زَادَ الْاجْتِهَادُ فِيهِ، فَيَزِيدُ دَادُ الثَّوَابِ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ، ضَعِيفُ الْحُجَّةِ.

وَأَمَّا النَّزُولُ فَضِدُّ الْعُلُوِّ؛ فَهُوَ خُصَّةٌ أَقْسَامٍ تُعْرَفُ مِنْ ضِدِّهَا، وَهُوَ مَفْضُولٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ عَلَى الصَّوَابِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَفَضَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْعُلُوِّ؛ فَإِنْ تَبَيَّرَ بِفَائِدَةٍ فَهُوَ مُخْتَارٌ

[তারিবুর রাবী]

এবং আবু আল-হাসান ইবনে আল-বুখারী থেকে, যিনি তিরমিযীর বর্ণনাকারী ছিলেন এবং তাঁর ওফাত হয়েছিল ছয় শত নব্বই হিজরী সনে, এবং ইসমাঈল ইবনে আহমদ আল-ইরাকী থেকে, যিনি নাসায়ী-এর বর্ণনাকারী ছিলেন এবং তাঁর ওফাত হয়েছিল ছয় শত নব্বই হিজরী সনে। এবং আবু আস-সা'আদাত থেকে, যিনি সুনানে ইবনে মাজাহ-এর বর্ণনাকারী ছিলেন এবং তাঁর ওফাত হয়েছিল ছয় শত ছয় হিজরী সনে।

[নুযূলের প্রকারভেদ]

(আর 'নুযূল' হল 'উলু'-এর বিপরীত। সুতরাং এটি পাঁচ প্রকারের) আরও (যা এর বিপরীত থেকে জানা যায়), সুতরাং 'উলু'-এর প্রতিটি প্রকারের বিপরীত হল 'নুযূল'-এর একটি প্রকার। (আর এটি অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত, সঠিক মতানুযায়ী বর্জনীয় এবং এটিই জমহুর-এর মত)।

ইবনুল মাদীনী বলেছেন: 'নুযূল' অশুভ।

এবং ইবনে মাঈন বলেছেন: নাযিল (অধোগামী) সনদ মুখে ব্রণের ন্যায়।

(এবং তাদের কেউ কেউ একে 'উলু'-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন) ইবনে খাল্লাদ কিছু আহলুন-নজর (চিন্তাবিদ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, কারণ সনদের সংখ্যা যত বাড়ে, তাতে ইজতিহাদ (গবেষণা) তত বাড়ে, ফলে এতে সওয়াবও বৃদ্ধি পায়।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: আর এটি একটি দুর্বল মত, যার প্রমাণও দুর্বল।

[تدريب الراوي]

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لِأَنَّ كَثْرَةَ الْمَشَقَّةِ لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً لِنَفْسِهَا، وَمُرَاعَاةُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ مِنَ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصِّحَّةُ أُولَى.

(فَإِنْ تَمَيَّزَ) الْإِسْنَادُ النَّازِلُ (بِفَائِدَةٍ) كَزِيَادَةِ الثِّقَّةِ فِي رَجَالِهِ عَلَى الْعَالِي، أَوْ كَوْنِهِمْ أَحْفَظَ أَوْ أَفْقَهَ، أَوْ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِالسَّيَاحِ، وَفِي الْعَالِي حُضُورٌ أَوْ إِجَازَةٌ أَوْ مُنَاوَلَةٌ، أَوْ تَسَاهُلٌ بَعْضُ رَوَاتِهِ فِي الْحَمْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فَهُوَ مُخْتَارٌ).

قَالَ وَكِيعٌ لِأَصْحَابِهِ: الْأَعْمَشُ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَمْرُ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالُوا: الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَقْرَبُ؛ فَقَالَ: الْأَعْمَشُ شَيْخٌ، وَأَبُو وَائِلٍ شَيْخٌ، وَسُفْيَانٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، فَقِيهٌ، عَنْ فَقِيهٍ، عَنْ فَقِيهٍ، عَنْ فَقِيهٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَيْسَ جُودَةُ الْحَدِيثِ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بَلْ جُودَةُ الْحَدِيثِ صِحَّةُ الرَّجَالِ.

وَقَالَ السَّلَفِيُّ: الْأَصْلُ الْأَخْذُ عَنِ الْعُلَمَاءِ، فَزُوْلُهُمْ أُولَى مِنَ الْعُلُوِّ عَنِ الْجَهْلَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ النَّقَلَةِ، وَالنَّازِلُ حَيْثُ يُدْهِمُ الْعَالِي فِي الْمَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ وَالتَّحْقِيقِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْعُلُوِّ الْمُتَعَارَفِ إِطْلَاقُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

[তাদরীবুর রাবী]

ইবনু দাকীকিল ঈদ বলেছেন: কারণ অধিক কষ্ট স্বয়ং উদ্দেশ্য নয়, বরং বর্ণনার উদ্দেশ্যমূলক অর্থ – যা হল বিশুদ্ধতা – তা রক্ষা করাই অধিক উত্তম।

যদি নাযিল (নিম্নক্রমের) ইসনাদ কোনো সুবিধা দ্বারা পৃথক হয় – যেমন এর রাবীদের মধ্যে আলীর (উচ্চক্রমের) রাবীদের চেয়ে নির্ভরযোগ্যতা বেশি হওয়া, অথবা তাদের অধিক মুখস্থকারী বা অধিক ফকীহ হওয়া, অথবা এর (নাযিল ইসনাদ) শ্রবণের মাধ্যমে মুত্তাসিল

হওয়া, অথচ আলীতে (উচ্চক্রমের ইসনাদে) উপস্থিতি (হাদীস মজলিসে) বা ইজাযত (বর্ণনার অনুমতি) বা মুনাওয়ালা (লিখিত হাদীস প্রদান) থাকে, অথবা এর কিছু বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণে শিথিলতা থাকা ইত্যাদি (সুবিধা বিদ্যমান থাকে) – তাহলে তা (নাযিল ইসনাদ) পছন্দনীয়।

ওয়াকী' তাঁর সাথীদের বললেন: তোমাদের কাছে আল-আ'মাশ আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে (বর্ণিত হাদীস) অধিক পছন্দনীয়, নাকি সুফিয়ান মানসূর থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে (বর্ণিত হাদীস)? তখন তারা বলল: আল-আ'মাশ আবু ওয়াইল থেকে (বর্ণিত হাদীস) নিকটবর্তী (ইসনাদের দিক থেকে)। তখন তিনি বললেন: আল-আ'মাশ একজন শায়খ, এবং আবু ওয়াইলও একজন শায়খ। আর সুফিয়ান মানসূর থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামাহ থেকে (বর্ণিত হাদীস) হলো, একজন ফকীহ থেকে একজন ফকীহ, একজন ফকীহ থেকে একজন ফকীহ (এর বর্ণনা)।

ইবনু মুবারক বলেছেন: হাদীসের উৎকৃষ্টতা ইসনাদের নিকটবর্তী হওয়ার মধ্যে নয়, বরং হাদীসের উৎকৃষ্টতা রাবীদের বিশুদ্ধতার (নির্ভরযোগ্যতার) মধ্যে।

এবং সালাফী বলেছেন: মূলনীতি হলো আলেমদের থেকে (জ্ঞান) গ্রহণ করা, তাই তাদের (আলেমদের) থেকে নিম্নক্রমের ইসনাদে গ্রহণ করা, জাহেলদের থেকে উচ্চক্রমের ইসনাদে গ্রহণ করার চেয়ে অধিক উত্তম। বর্ণনাকারীদের মধ্যে যারা গভীর গবেষক, তাদের মতানুসারে, এই অবস্থায় নাযিল (নিম্নক্রমের ইসনাদ)ই প্রকৃতপক্ষে তাহকীক (গবেষণা) ও বিবেচনার দিক থেকে আলী (উচ্চক্রমের ইসনাদ)।

ইবনুস সালাহ বলেছেন: এটা সেই প্রচলিত 'উলুও' (উচ্চক্রমের ইসনাদ) এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যার প্রয়োগ আহলে হাদীসদের মধ্যে প্রচলিত।

(ص: 621) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النَّوعُ الثَّلَاثُونَ:

الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ وَغَيْرُهُ، وَمَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ.

وَمِنْهُ الْمُتَوَاتِرُ الْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَلَا يَذْكُرُهُ الْمُحَدِّثُونَ، وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي رِوَايَاتِهِمْ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ مَنْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ ضَرُورَةً عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَحَدِيثُ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» مُتَوَاتِرٌ، لَا حَدِيثُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .

[تدريب الراوي]

وَإِنَّمَا هُوَ عَلُوٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَا بِنِ حِبَّانَ تَفْصِيلٍ حَسَنٍ، وَهُوَ أَنَّ النَّظَرَ إِنْ كَانَ لِلْسَّنَدِ فَالشُّيُوخُ أُولَى، وَإِنْ كَانَ لِلْمَتْنِ فَالْفُقَهَاءُ.

[النَّوعُ الثَّلَاثُونَ الْمَشْهُورُ]

(النَّوعُ الثَّلَاثُونَ: الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ).

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمَعْنَى الشُّهُرَةِ مَفْهُومٌ، فَكَتَفِي بِذَلِكَ عَنْ حَدِيثِهِ. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَمْ يَذْكُرْ لَهُ ضَابِطًا، وَفِي كُتُبِ الْأُصُولِ الْمَشْهُورَةِ: وَيُقَالُ لَهُ الْمُسْتَفِيزُ الَّذِي تَزِيدُ نَقْلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْمَشْهُورُ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، سَبِي بِذَلِكَ لَوْضُوحِهِ، وَسَبَّاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُسْتَفِيزِ لِانْتِشَارِهِ، مِنْ فَاضِ الْمَاءِ يَفِيضُ فَيَضًا.

وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بَيْنَهُمَا: بِأَنَّ الْمُسْتَفِيزَ يَكُونُ فِي ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ سَوَاءً، وَالْمَشْهُورُ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ.

(هُوَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ، وَغَيْرُهُ) أَيْ حَسَنٌ وَضَعِيفٌ، (وَمَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً، وَ) مَشْهُورٌ (بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ) مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعَامَّةِ.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا اشتهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَهَذَا يُطْلَقُ عَلَى مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا،

ত্রিশতম প্রকার:

মশহুর হাদীস দুটি প্রকারের: সহীহ এবং গায়রে সহীহ (অন্যান্য)। আর মশহুর হলো হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিশেষভাবে এবং তাদের ও অন্যদের (যেমন উলামা ও সাধারণ মানুষ) মধ্যে মশহুর।

এর অন্তর্ভুক্ত মুতাওয়াতির, যা ফিকহ ও এর উসূলসমূহে পরিচিত। তবে মুহাদ্দিসগণ এর উল্লেখ করেন না। আর এটি দুর্লভ, তাদের বর্ণনাগুলোতে এটি প্রায় পাওয়া যায় না। এটি হলো এমন বর্ণনা যা এমন ব্যক্তির বর্ণনা করেছেন যাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে অনিবার্য জ্ঞান অর্জিত হয়, তাদের মতো অন্যদের থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আর "যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান তৈরি করে নেয়" – এই হাদীসটি মুতাওয়াতির, "নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল" – এই হাদীসটি নয়।

-

[তাদরীবুর রাবী]

এটি কেবল অর্থের দিক থেকে উচ্চতা।

শাইখুল ইসলাম বলেন: ইবনে হিব্বানের একটি সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হলো, যদি সনদ (বর্ণনাসূত্র) এর দিকে দৃষ্টি হয়, তবে শাইখগণ (উস্তাদগণ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। আর যদি মতন (মূল পাঠ) এর দিকে দৃষ্টি হয়, তবে ফকীহগণ (আইনজ্ঞগণ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

[ত্রিশতম প্রকার: মশহুর]

(ত্রিশতম প্রকার: হাদীসের মশহুর)।

ইবনে সালাহ বলেন: প্রসিদ্ধি বা মশহুরের অর্থ সুপরিচিত, তাই এর সংজ্ঞা প্রদান থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

আল-বুলকিনী বলেন: তিনি এর কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড উল্লেখ করেননি। আর প্রসিদ্ধ উসূলের কিতাবসমূহে (বলা হয়েছে): একে মুসতাহীদও বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের অধিক হয়।

শাইখুল ইসলাম বলেন: মশহুর হলো সেটি যার সূত্রসংখ্যা দু'জনের অধিক হলেও সুনির্দিষ্ট (সীমাবদ্ধ), তবে তা তাওয়াতুরের সীমায় পৌঁছায়নি। এর স্পষ্টতার কারণে এর এমন নামকরণ হয়েছে। আর ফকীহগণের একটি দল এর ব্যাপকতার কারণে এটিকে মুসতাহীদ নামে অভিহিত করেছেন, যেমন "ফা-দ্বাল মা-উ ইয়াফীদু ফাইদ্বান" (পানি প্রবাহিত হওয়া)।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করেছেন: এই বলে যে, মুসতাহফীদ তার শুরু ও শেষে সমান থাকে (বর্ণনাকারীর সংখ্যা), আর মশহুর এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ (বা ব্যাপকতর)। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর বিপরীত মত দিয়েছেন।

(এটি দুটি প্রকার: সহীহ এবং অন্যান্য) অর্থাৎ হাসান ও যঈফ। (এবং হাদীস বিশারদগণের মধ্যে বিশেষভাবে মশহুর, এবং) মশহুর (তাদের ও অন্যদের মধ্যে) যেমন উলামা ও সাধারণ মানুষ।

আর কখনও কখনও মশহুর দ্বারা বোঝানো হয় যা মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, আর এটি এমন হাদীসের উপর প্রয়োগ হয় যার একটি বা ততোধিক সনদ রয়েছে,

(ص: 622) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

بَلْ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلًا.

وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا الْقِسْمِ الزُّرْكَشِيُّ: "التَّذَكُّرَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهَرَةِ"، وَأَلْفَتْ فِيهِ كِتَابًا مُرْتَبًّا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ اسْتَدْرَكْتُ فِيهِ مِمَّا فَاتَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ. مِثَالُ الْمَشْهُورِ عَلَى الْإِصْطِلَاحِ وَهُوَ صَحِيحٌ حَدِيثٌ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ».

وَحَدِيثٌ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

وَمِثْلُهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الصَّلَاحِ بِحَدِيثٍ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». فَاغْتَرَضَ: بِأَنَّ الشُّهُرَةَ إِنَّمَا طَرَأَتْ لَهُ مِنْ عِنْدِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَوَّلَ الْإِسْنَادِ فَرَدَّ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمِثَالُهُ وَهُوَ حَسَنٌ حَدِيثٌ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

فَقَدْ قَالَ الْمِزِّيُّ: إِنَّ لَهُ طُرُقًا يَرْتَقِي بِهَا إِلَى رُتْبَةِ الْحَسَنِ.

وَمِثَالُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، مَثَّلَ بِهِ الْحَاكِمُ.

[তাদরীবুর রাবী]

বরং যার কোনো সনদই পাওয়া যায় না।

আর জারকাশী এই অংশে সংকলন করেছেন: "আত-তায়কিরাহ ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ"। আর আমি এ বিষয়ে অভিধানিক বর্ণানুক্রমিক একটি গ্রন্থ রচনা করেছি, যেখানে তাঁর থেকে বাদ পড়া বহু বিষয় সংযোজন করেছি।

পরিভাষাগতভাবে মশহুর অথচ সহীহ এমন একটি হাদীসের উদাহরণ হলো: «নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জ্ঞানকে এভাবে উঠিয়ে নেন না যে, তিনি তা (মানুষের অন্তর থেকে) ছিনিয়ে নেবেন»।

এবং এই হাদীসটি: «যে জুমুআর দিনে আসে, সে যেন গোসল করে নেয়»।

হাকিম ও ইবনুস সালাহ এটিকে «নিশ্চয় আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল» হাদীসটির মাধ্যমে উদাহরণ দিয়েছেন।

তবে আপত্তি করা হয়েছে এই বলে যে, এর প্রসিদ্ধি তো কেবল ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ থেকে এবং সনদের শুরু থেকে আরম্ভ হয়েছে, তাই যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, এর উদাহরণ (মশহুর হিসেবে) প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এর আরেকটি উদাহরণ যা হাসান (হাদীস) তা হলো: «জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয»।

কারণ মিয়্যা বলেছেন: এর এমন বহু সূত্র রয়েছে যার দ্বারা এটি হাসানে উন্নীত হয়েছে।

এর আরেকটি উদাহরণ যা যঈফ (দুর্বল) তা হলো: «দুই কান মাথার অংশ», হাকিম এটি দ্বারা উদাহরণ দিয়েছেন।

(ص: 623) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً حَدِيثُ أَنَسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِجْلِ وَذِكْوَانَ» .

أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْبِيِّ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ. وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ أَبِي مَجْلَزٍ، وَعَنْ أَبِي مَجْلَزٍ غَيْرُ سُلَيْمَانَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ جَمَاعَةً، وَهُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَسْتَعْرِبُهُ غَيْرُهُمْ، لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى رِوَايَةِ التَّيْبِيِّ عَنْ أَنَسٍ كَوْنُهَا بِلاَ وَاسِطَةٍ.

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعَوَامِرِ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» .

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: «أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ» ، صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ» الْحَدِيثُ، حَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ. «لَا غَيْبَةَ لِفَاسِقٍ» ، حَسَنُهُ بَعْضُ الْحَفَازِ، وَضَعَفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

[তাদরিবুর রাবী]

আর বিশেষভাবে হাদীসবিদগণের নিকট প্রসিদ্ধের উদাহরণ হল আনাস (রা.)-এর হাদীস: «নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস রুকু'র পর কুনূত পাঠ করেছেন, রিয়েল ও যাকওয়ানের উপর বদদোয়া করে।»

এটি শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন সুলাইমান আত-তাইমী থেকে, তিনি আবু মিজলাজ থেকে, তিনি আনাস (রা.) থেকে।

আবু মিজলাজ ব্যতীত অন্যরাও আনাস (রা.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং সুলাইমান ব্যতীত অন্যরাও আবু মিজলাজ থেকে, এবং সুলাইমান থেকে একটি জামা'আত (দল)। এটি হাদীসবিদদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তবে অন্যেরা এটিকে অপরিচিত মনে করতে পারে, কারণ তাইমী কর্তৃক আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহে সাধারণত কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকে না।

আর হাদীসবিদ, আলেমগণ ও সাধারণ মানুষের নিকট প্রসিদ্ধের উদাহরণ হল: «মুসলিম (প্রকৃতপক্ষে) সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।»

আর ফকীহদের (ইসলামী আইনজ্ঞদের) নিকট প্রসিদ্ধের উদাহরণ হল: «আল্লাহর নিকট হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত হল তালাক।» আল-হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন।
 «যাকে কোনো বিষয়ে জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর সে তা গোপন করল» (এই) হাদীসটি, তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন।
 «ফাসিকের জন্য কোনো গীবত (পরনিন্দা) নেই।» কিছু হাফিয এটিকে হাসান বলেছেন, আর বায়হাকী ও অন্যান্যরা এটিকে দুর্বল বলেছেন।

(ص: 624) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

«لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»، ضَعْفُهُ الْحُفَاطُ.

«اسْتَأْكَوَا عَرْضًا وَادَّهِنُوا غِبًّا وَاکْتَحَلُوا وَثْرًا».

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: بَحَثْتُ عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَلَا ذِكْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ.

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: «رُفِعَ عَنْ أُمِّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا

عَلَيْهِ»، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ بِلَفْظٍ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ».

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ النُّحَاةِ: «نِعْمَ الْعَبْدُ صُهِيبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ».

قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا يُوجَدُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ.

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْعَامَّةِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

«مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ»، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

«الْبَرَكَةُ مَعَ أَكْبَرِكُمْ»، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

«মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও নামায নেই» - হাফিজগণ এটিকে দুর্বল বলেছেন।

«তোমরা মেসওয়াক করো আড়াআড়িভাবে, এক দিন পরপর তেল মাখো এবং বিজোড় সংখ্যকবার সুরমা লাগাও»।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: আমি এটি খুঁজে দেখেছি কিন্তু এর কোনো ভিত্তি পাইনি এবং কোনো হাদিস গ্রন্থে এর উল্লেখও পাইনি।

উসূলবিদদের নিকট প্রসিদ্ধ একটি উদাহরণ হলো: «আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে বিষয়ে তাদের বাধ্য করা হয়েছে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে» - ইবনু হিব্বান ও হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন এই শব্দে: «নিশ্চয় আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন»।

নাহ্‌বিদদের নিকট প্রসিদ্ধ একটি উদাহরণ হলো: «সুহাইব কতই না উত্তম বান্দা! যদি সে আল্লাহকে ভয় না করতো তবুও তাঁর অবাধ্য হতো না»।

ইরাকী ও অন্যান্যরা বলেছেন: এর কোনো ভিত্তি নেই এবং এই শব্দে কোনো হাদিস গ্রন্থে এটি পাওয়া যায় না।

সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি উদাহরণ হলো: «যে ভালো কাজের পথ দেখায়, সে সেই কাজকারীর সমান সওয়াব পায়» - এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

«মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার একটি সদাকা» - ইবনু হিব্বান এটিকে সহীহ বলেছেন।

«তোমাদের বড়দের সাথে বরকত রয়েছে» - ইবনু হিব্বান ও হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন।

(ص: 625) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

«لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْبُعَايْنَةِ»، صَحَّاحُهُ أَيْضًا.

«الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ»، حَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ.

«الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»، حَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا.

«اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ».

«نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ» .
«مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ» .
«الْخَيْرُ عَادَةٌ» .
«عَرِّفُوا وَلَا تُعَنِّفُوا» .
«جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا» .
«أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

[তারবীবুর রাবী]

«সংবাদ প্রত্যক্ষ করার সমতুল্য নয়», তাঁরা দুজন এটিও সহীহ বলেছেন।
«যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে আমানতদার», তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন।
«তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে», তিরমিযী এটিকেও হাসান বলেছেন।
«আমার উম্মতের মতপার্থক্য রহমত»।
«মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম»।
«যাকে কোনো কিছুতে বরকত দেওয়া হয়েছে, সে যেন তা আঁকড়ে ধরে»।
«কল্যাণ একটি অভ্যাস»।
«জ্ঞান দান করো, তবে কঠোরতা করো না»।
«হৃদয়গুলো এমনভাবে সৃষ্টি যে, যারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তাদের ভালোবাসে»।
«আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন মানুষের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলি», আর এগুলোর সবগুলিই দুর্বল (যঈফ)।

(ص: 626) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» .

«كُنْتُ كَنْزًا لَا أُعْرَفُ» .

«الْبَادِنَجَانُ لِمَا أَكَلَ لَهُ» .

«يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ» .

«مَنْ بَشَّرَنِي بِآذَارٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ» .

وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا، وَكِتَابُنَا الَّذِي أَشْرَفْنَا إِلَيْهِ كَافِلٌ بِبَيَانِ هَذَا النَّوعِ مِنَ
الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ وَالْمَوْقُوفَاتِ بَيَانًا شَافِيًّا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(وَمِنْهُ) أَبِي مِنَ الْمَشْهُورِ (الْمُتَوَاتِرِ الْمَعْرُوفِ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَلَا يَذْكُرُهُ الْمُحَدِّثُونَ)
بِاسْمِهِ الْخَاصِّ الْمُسْتَعْرِ بِمَعْنَاهُ الْخَاصِّ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْخَطِيبِ؛ فَفِي كَلَامِهِ مَا يُشْعِرُ
بِأَنَّهُ اتَّبَعَ فِيهِ غَيْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قِيلَ: وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ حَزْمٍ.

وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ بِاسْمِهِ الْمُسْتَعْرِ بِمَعْنَاهُ، بَلْ وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ تَوَاتُرًا

-

[তাদরীবুর রাবী]

«যে নিজেকে চিনল, সে তার প্রতিপালককে চিনল»।

«আমি এক গুপ্ত সম্পদ ছিলাম, যা পরিচিত ছিল না»।

«বেগুন যে উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়, তা সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করে»।

«তোমাদের রোজার দিনই তোমাদের কোরবানির দিন»।

«যে আমাকে আযারের (মার্চ মাসের) সুসংবাদ দেবে, আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেব»।

এবং এগুলোর সবগুলোই বাতিল, যার কোনো ভিত্তি নেই। আর আমাদের কিতাব, যার প্রতি
আমরা ইঙ্গিত করেছি, এই ধরনের হাদিস, আসার ও মাওকুফাতের পর্যাণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিতে
সক্ষম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(এবং এর মধ্যে একটি) অর্থাৎ, মাহশূর (প্রসিদ্ধ) হাদিসসমূহের মধ্যে (মুতাওয়াতিরও রয়েছে,
যা ফিকহ ও এর উসূলের (নীতিশাস্ত্রের) মধ্যে পরিচিত, কিন্তু মুহাদিসগণ) এর বিশেষ অর্থ
জ্ঞাপক নিজস্ব নামে উল্লেখ করেন না। যদিও আল-খাতিবের কথায় এটি এসেছে; তবে তার

কথায় এমন কিছু আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এতে আহলে হাদিস ব্যতিরেকে অন্যদের অনুসরণ করেছেন; ইবনুস সালাহ এটি বলেছেন।
 বলা হয়েছে: আল-হাকিম, ইবনু আবদিল বার এবং ইবনু হাযম এটি উল্লেখ করেছেন।
 আল-ইরাকী জবাব দিয়েছেন যে, তারা এটি এর অর্থ জ্ঞাপক নিজস্ব নামে উল্লেখ করেননি, বরং তাদের কথায় তা তাওয়াতিউর হিসেবে এসেছে

(ص: 627) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذًا، وَأَنَّ الْحَدِيثَ الْفُلَانِيَّ مُتَوَاتِرٌ.
 (وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي رِوَايَاتِهِمْ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ مَنْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ
 ضُرُورَةً) بِأَنْ يَكُونُوا جَمْعًا لَا يُبْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ، (عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ) أَيْ
 الْإِسْنَادِ (إِلَى آخِرِهِ) ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ عَنْ رَجَالِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ
 عَدَدٌ مُعَيَّنٌ فِي الْأَصَحِّ.
 قَالَ الْقَاضِي الْبَاقِلَانِيُّ: وَلَا يَكْفِي الْأَرْبَعَةُ، وَمَا فَوْقَهَا صَالِحٌ، وَتَوَقَّفَ فِي الْخَمْسَةِ.
 وَقَالَ الْإِصْطَخَرِيُّ: أَقَلُّهُ عَشْرَةٌ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ جُمُوعِ الْكَثَرَةِ.
 وَقِيلَ: اثْنَا عَشَرَ عِدَّةً نُقْبَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
 وَقِيلَ: عَشْرُونَ.
 وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ.
 وَقِيلَ: سَبْعُونَ عِدَّةً أَصْحَابِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
 وَقِيلَ: ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ وَأَهْلِ بَدْرٍ، لِأَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ مِنْ
 الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَفَادَ الْعِلْمَ.

(وَحَدِيثُ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» مُتَوَاتِرٌ) ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: رَوَاهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ نَفْسٍ.

[তাদরীবুর রাবী]

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এমনভাবে বর্ণিত যে, অমুক হাদীসটি মুতাওয়াতির।

(এবং এটি বিরল, তাদের বর্ণনাসমূহে এর অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে, আর এটি তা-ই যা এমন ব্যক্তির বর্ণনা করেছেন যাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অনিবার্য জ্ঞান লাভ হয়) এইভাবে যে, তারা এমন একটি দল যাদের মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া অসম্ভব, (তাদেরই মতো বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী থেকে এর প্রথম থেকে) অর্থাৎ সনদের (শেষ পর্যন্ত); আর তাই এর বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান না করেই এর উপর আমল করা ওয়াজিব। এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, এতে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বিবেচনা করা হয় না।

আল-ক্বায়ী আল-বাকিল্লানী বলেছেন: চারজন যথেষ্ট নয়, এবং তার উপরের সংখ্যা গ্রহণযোগ্য, আর তিনি পাঁচজনের ক্ষেত্রে নীরব ছিলেন।

আল-ইসতাকরী বলেছেন: এর সর্বনিম্ন সংখ্যা দশ, এবং এটিই মনোনীত মত, কারণ এটিই আধিক্যের প্রথম সমষ্টি।

এবং বলা হয়েছে: বারো (জন), বনী ইসরাঈলের নকী(ব)দের সংখ্যা।

এবং বলা হয়েছে: বিশ (জন)।

এবং বলা হয়েছে: চল্লিশ (জন)।

এবং বলা হয়েছে: সত্তর (জন), মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গীদের সংখ্যা।

এবং বলা হয়েছে: তিনশো তেরো (জন), তালুতের সঙ্গী এবং বদরের অধিবাসীগণের সংখ্যা, কারণ উল্লিখিত প্রমাণসমূহে উল্লেখিত প্রতিটি সংখ্যা জ্ঞান (প্রত্যয়) দান করেছে।

(এবং হাদীস “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়” এটি মুতাওয়াতির)। ইবন আস-সালাহ বলেছেন: এটি বাষটি জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

এবং অন্যরা বলেছেন: এটি একশোরও বেশি লোক বর্ণনা করেছেন।

[تدريب الراوي]

وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْمُصَنَّفِ: رَوَاهُ نَحْوُ مِائَتَيْنِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَثْنِ بَعِيدُهُ، وَلَكِنَّهُ فِي مُطْلَقِ الْكُذِبِ، وَالْخَاصُّ بِهَذَا الْمَثْنِ رِوَايَةُ بَضْعَةٍ وَسَبْعِينَ صَحَابِيًّا: الْعَشْرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، أَسَامَةُ "قا"، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ "خ م"، أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ "طب"، الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ "طب"، بُرَيْدَةُ "عد"، جَابِرُ بْنُ حَابِسٍ "نع"، جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ "م"، حُذَيْفَةُ بْنُ أَسَدٍ "طب"، حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ "طب"، خَالِدُ بْنُ عَرْفَةَ "حم"، رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ "طب"، زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ "حم"، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ "خل"، السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ "طب"، سَعْدُ بْنُ الْبَدْحَاسِ "خل"، سَفِينَةُ "عد"، سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخَزَاعِيُّ "قط"، سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ "قط"، سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ "خ"، صَهْبِيُّ بْنُ سِنَانٍ "طب"، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى "قا"، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُعْبٍ "نع"، ابْنُ الزُّبَيْرِ "قط"، ابْنُ عَبَّاسٍ "طب"، ابْنُ عُمَرَ "حم"، ابْنُ عَمْرٍو "خ"، ابْنُ مَسْعُودٍ "ت ن"، عُبَيْدَةُ بْنُ غَزْوَانَ "طب"، الْعُرْسُ بْنُ عُمَيْرَةَ "طب"، عَفَّانُ بْنُ حَبِيبٍ "ك"، عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ "حم"، عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ "طب"، عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ "بز"، عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ "طب"، عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ "طب"، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ "طب"، عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجَهَنِيِّ "طب"، قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ "حم"، كَعْبُ بْنُ قُطَيْبَةَ "خل"، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ "طب"، مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ "خل"، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ "حم"، الْمُخِيزَةُ بْنُ شُعْبَةَ "نع"، الْمُنْقَعُ التَّيْبِيُّ "خل"، نُبَيْطُ بْنُ شَرِيطٍ "طب"، وَائِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ "عد"، يَزِيدُ بْنُ أَسَدٍ "قط"، يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ "مي"، أَبُو أُمَامَةَ "طب"، أَبُو الْحَمْرَاءِ "طب"، أَبُو ذَرٍّ "قط"، أَبُو رَافِعٍ "قط"، أَبُو رِمَّةَ "قط"، أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ "حم"، أَبُو قَتَادَةَ، أَبُو

قِرْصَافَة " عد ", أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيِّ " خل ", أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ " طب ", أَبُو مُوسَى الْغَافِقِيُّ

[তাদরীবুর রাবী]

মুসান্নিফের শারহে মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত আছে: তিনি প্রায় দুইশত জনের থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

ইরাকী বলেছেন: এই নির্দিষ্ট মতনটিতে এমনটি নেই, বরং তা সাধারণ মিথ্যাচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই মতনটির জন্য নির্দিষ্ট হলো সত্তরোর্থ সাহাবীর বর্ণনা: জালালের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন, উসামাহ "ক্বা", আনাস ইবনু মালিক "খ ম", আওস ইবনু আওস "ত্বব", বারা' ইবনু আযিব "ত্বব", বুরাইদাহ "আদ", জাবির ইবনু হাবিস "না", জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ "ম", হুযাইফাহ ইবনু আসাদ "ত্বব", হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান "ত্বব", খালিদ ইবনু আরফাতাহ "হাম", রাফি' ইবনু খাদীজ "ত্বব", যায়দ ইবনু আরকাম "হাম", যায়দ ইবনু ছাবিত "খাল", সায়িব ইবনু ইয়াযীদ "ত্বব", সা'দ ইবনুল মিদহাস "খাল", সাফীনাহ "আদ", সুলায়মান ইবনু খালিদ আল-খুযাঈ "ক্বত", সালমান আল-ফারিসী "ক্বত", সালামাহ ইবনুল আকওয়া "খ", সুহাইব ইবনু সিনান "ত্বব", আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা "ক্বা", আব্দুল্লাহ ইবনু যু'ব "না", ইবনু যুবাইর "ক্বত", ইবনু আব্বাস "ত্বব", ইবনু উমার "হাম", ইবনু আমর "খ", ইবনু মাসউদ "ত ন", উতবাহ ইবনু গায়ওয়ান "ত্বব", আল-উরস ইবনু উমায়রাহ "ত্বব", আফফান ইবনু হাবীব "ক", উকবাহ ইবনু আমির "হাম", আম্মার ইবনু ইয়াসির "ত্বব", ইমরান ইবনু হুসাইন "বায", আমর ইবনু হুরাইস "ত্বব", আমর ইবনু আবসাহ "ত্বব", আমর ইবনু আওফ "ত্বব", আমর ইবনু মুররাহ আল-জুহানী "ত্বব", কায়স ইবনু সা'দ ইবনু উবাদাহ "হাম", কা'ব ইবনু কুতবাহ "খাল", মু'আয ইবনু জাবাল "ত্বব", মু'আবিয়াহ ইবনু হাইদাহ "খাল", মু'আবিয়াহ ইবনু আবী সুফিয়ান "হাম", মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ "না", আল-মুনকা আত-তামিমী "খাল", নুবাইত ইবনু শারীত "ত্বব", ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা "আদ", ইয়াযীদ ইবনু আসাদ "ক্বত", ইয়া'লা ইবনু মুররাহ "মী", আবু উমামাহ "ত্বব", আবুল হামরা "ত্বব", আবু যার "ক্বত", আবু রাফি' "ক্বত", আবু রিমছাহ "ক্বত", আবু সাঈদ আল-খুদরী "হাম", আবু ক্বাতাদাহ, আবু ক্বিরসাফাহ "আদ", আবু কাবশাহ আল-আনমারী "খাল", আবু মূসা আল-আশ'আরী "ত্বব", আবু মূসা আল-গাফিকী

[تدريب الراوي]

" حم "، أَبُو مَيْمُونٍ الْكُرْدِيُّ " طب "، أَبُو هُرَيْرَةَ، وَالِدُ أَبِي الْعُشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ " خل
 "، وَالِدُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ " بز "، عَائِشَةُ " قط "، أُمُّ أَيْمَنَ " قط "، وَقَدْ أَعْلَمْتُ عَلَى
 كُلِّ وَاحِدٍ رَمَزَ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ مِنَ الْأَكْبَةِ؛ " حم " فِي مُسْنَدِهِ لِأَحْمَدَ، وَ " طب "
 لِلطَّبْرَانِيِّ، وَ " قط " لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَ " عد " لِابْنِ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ "، وَ " بز " لِلسُّنَنِ
 الْبَزَّارِ، وَ " قا " لِابْنِ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِهِ، وَ " خل " لِلْحَافِظِ يُونُسَ بْنِ خَلِيلٍ فِي كِتَابِهِ
 الَّذِي جَمَعَ فِيهِ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَ " نع " لِأَبِي نُعَيْمٍ، وَ " مي " لِلسُّنَنِ الدَّارِمِيِّ، وَ
 " ك " لِلسُّنَنِ دُرِّ الْحَاكِمِ، وَ " ت " لِلتِّرْمِذِيِّ، وَ " ن " لِلنَّسَائِيِّ، وَ " خ م " لِلْبُخَارِيِّ
 وَمُسْلِمٍ. (لَا حَدِيثُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ») أَي لَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ
 فِي نَوْعِ الشَّاذِّ.

- 1

تَنْبِيهَاتُ

الْأَوَّلُ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مَا ادَّعَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ عِزَّةِ الْمُتَوَاتِرِ، وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ
 غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الْإِطْلَاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وَأَحْوَالِ
 الرِّجَالِ، وَصِفَاتِهِمْ الْمُقْتَضِيَةِ لِإِبْعَادِ الْعَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَّأُوا عَلَى الْكَذِبِ، أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمْ
 اتِّفَاقًا.

قَالَ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وَجُودَ كَثْرَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ، أَنَّ
 الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ الْمُتَدَاوِلَةَ بِأَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا الْمَقْطُوعَ عَنْهُمْ بِصِحَّةِ
 نِسْبَتِهَا إِلَى مُؤَلِّفِهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدًا تُحِيلُ
 الْعَادَةَ تَوَاطُّوهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ أَفَادَ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ بِصِحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ.

قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ كَثِيرٌ.
قُلْتُ: قَدْ أَلْفْتُ فِي هَذَا النَّوعِ كِتَابًا لَمْ أُسَبِّقْ إِلَى مِثْلِهِ سَيِّئُهُ: "الْأَزْهَارُ الْمُتَنَاشِرَةُ"

-

হাদিস বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ (তাদরিবুর রাবী)

"হাম" (আহমাদ), আবু মায়মুন আল-কুরদি; "তাব" (তাবরানি), আবু হুরায়রা, আবু আল-উশারার আদ-দারিমি'র পিতা; "খাল" (ইউসুফ ইবনু খালিল), আবু মালিক আল-আশজাজি'র পিতা; "বায়" (বায়যার), আয়িশা; "কুত" (দারাকুতনি), উম্মু আয়মান। আর আমি প্রত্যেকটির উপর সেই ইমামের প্রতীক চিহ্নিত করেছি যিনি তার হাদিস বর্ণনা করেছেন; "হাম" আহমাদ-এর মুসনাদে, "তাব" তাবরানি-এর (মু'জামে), "কুত" দারাকুতনি-এর (সুনানে), "আদ" ইবনু আদি-এর "আল-কামিল" কিতাবে, "বায়" বায়যার-এর মুসনাদে, "কা" ইবনু কানি'-এর মু'জামে, "খাল" হাফিজ ইউসুফ ইবনু খালিল-এর সেই কিতাবে যেখানে তিনি এই হাদিসের সনদসমূহ একত্রিত করেছেন, "নু" আবু নু'আইম-এর (হিলয়াতুল আওলিয়াতে), "মি" দারিমি-এর মুসনাদে, "কাফ" হাকিম-এর মুসতাদরাকে, "তা" তিরমিযি-এর (সুনানে), "নুন" নাসাঈ-এর (সুনানে), এবং "খা-মিম" বুখারি ও মুসলিম-এর (সহীহায়)। (হাদিস «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» এর ক্ষেত্রে নয়) অর্থাৎ, এটি মুতাওয়াতি'র নয়, যেমনটি এর পূর্বে শায় (বিরল) প্রকারের আলোচনায় এর তাহকীক (যাচাই) করা হয়েছে।

1 -

গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যসমূহ

প্রথমত: শাইখুল ইসলাম বলেছেন: ইবনুস সালাহ মুতাওয়াতি'র (হাদিস)-এর দুর্বলতা সম্পর্কে যে দাবি করেছেন, এবং অন্যরা এর অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে যা দাবি করেছেন, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য; কারণ, এটি বহুসংখ্যক সনদ, বর্ণনাকারীদের অবস্থা, এবং তাদের এমন গুণাবলী সম্পর্কে কম জ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা সাধারণত মিথ্যাচারে তাদের একমত হওয়া বা আকস্মিকভাবে তাদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব করে তোলে।

তিনি বলেছেন: হাদিসসমূহে মুতাওয়াতি'র হাদিসের প্রচুর পরিমাণে অস্তিত্ব প্রমাণ করার সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হলো এই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলেম সমাজের হাতে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ, যেগুলোর লেখকগণের প্রতি তাদের নিসবত (সম্পর্ক) সহীহ হওয়া সম্পর্কে তারা নিশ্চিত, যখন একটি হাদিস বর্ণনা করার উপর একমত হয় এবং এর সনদসমূহ

এত বেশি হয় যে সাধারণত তাদের মিথ্যাচারে একমত হওয়া অসম্ভব, তখন তা এর বর্ণনাকারীর প্রতি এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে।
 তিনি বলেছেন: প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এমন অনেক উদাহরণ বিদ্যমান।
 আমি বলি: আমি এই প্রকারের উপর একটি কিতাব রচনা করেছি, যার মতো আর কোনো কিতাব আমার পূর্বে রচনা হয়নি। আমি এর নাম দিয়েছি: "আল-আযহার আল-মুতানাসিরাহ

(ص: 630) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ " مُرْتَبًا عَلَى أَبْوَابٍ، أوردتُ فِيهِ كُلَّ حَدِيثٍ بِأَسَانِيدٍ مَنْ خَرَجَهُ وَطَرَقَهُ.

ثُمَّ لَخَّصْتُهُ فِي جُزْءٍ لَطِيفٍ سَمَّيْتُهُ: " قَطْفُ الْأَزْهَارِ "، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى عَزْوِ كُلِّ طَرِيقٍ لِمَنْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْأَثَرِ، وَأوردتُ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً.

مِنْهَا: حَدِيثُ الْحَوْضِ مِنْ رِوَايَةِ نَيْفٍ وَخَمْسِينَ صَحَابِيًّا.

وَحَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ رِوَايَةِ سَبْعِينَ صَحَابِيًّا.

وَحَدِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَةِ نَحْوِ خَمْسِينَ.

وَحَدِيثُ: «نَظَرَ اللَّهُ امْرَأً سَبَعَ مَقَالَتِي» مِنْ رِوَايَةِ نَحْوِ ثَلَاثِينَ.

وَحَدِيثُ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ»، مِنْ رِوَايَةِ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ.

وَحَدِيثُ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»، مِنْ رِوَايَةِ عَشْرِينَ.

وَكَذَا حَدِيثُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

وَحَدِيثُ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا».

وَحَدِيثُ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে," অধ্যায় অনুসারে বিন্যস্ত, আমি এতে প্রতিটি হাদীস এনেছি, যারা তা বর্ণনা করেছেন তাদের সনদসহ এবং তার সূত্রাবলি সহ।

অতঃপর আমি এটিকে একটি ছোট অংশে সংক্ষিপ্ত করেছি, যার নাম দিয়েছি: "কাতফুল আযহার", এতে আমি প্রতিটি সূত্রের উৎস উল্লেখ করেছি তাদের জন্য যারা এটি ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং এতে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছি।

তন্মধ্যে: হাউয সম্পর্কিত হাদীসটি পঞ্চাশের অধিক সাহাবীর বর্ণনায়।

এবং মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসটি সত্তর জন সাহাবীর বর্ণনায়।

এবং সালাতে উভয় হাত উত্তোলন সংক্রান্ত হাদীসটি প্রায় পঞ্চাশ জনের বর্ণনায়।

এবং এই হাদীসটি: «আল্লাহ তাকে উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে» প্রায় ত্রিশ জনের বর্ণনায়।

এবং এই হাদীসটি: «কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে», সাতাশ জনের বর্ণনায়।

এবং এই হাদীসটি: «যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন», বিশ জনের বর্ণনায়।

এবং অনুরূপভাবে এই হাদীসটি: «প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তু হারাম»।

এবং এই হাদীসটি: «ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল»।

এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সম্পর্কিত হাদীসটি।

(ص: 631) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ: «كُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ» .

وَحَدِيثُ: «الْبَزْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» .

وَحَدِيثُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» .

وَحَدِيثُ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
كُلُّهَا مُتَوَاتِرَةٌ، فِي أَحَادِيثَ جَمَّةٍ أَوْدَعْنَاهَا كِتَابَنَا الْمَذْكُورَ، وَبِاللهِ الْحَمْدُ.

الثَّانِي: قَدْ قَسَمَ أَهْلُ الْأَصُولِ الْمُتَوَاتِرِ إِلَى:

لَفْظِي: وَهُوَ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ.

وَمَعْنَوِي: وَهُوَ أَنْ يَنْقُلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةً تَشْتَرِكُ فِي أَمْرِ، يَتَوَاتَرُ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرِكُ.

كَمَا إِذَا نَقَلَ رَجُلٌ عَنْ حَاتِمٍ مَثَلًا أَنَّهُ أَعْطَى جَمَلًا، وَآخَرَ أَنَّهُ أَعْطَى فَرَسًا، وَآخَرَ أَنَّهُ أَعْطَى دِينَارًا، وَهَلُمَّ جَرًّا؛ فَيَتَوَاتَرُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرِكُ بَيْنَ أَخْبَارِهِمْ، وَهُوَ الْإِعْطَاءُ، لِأَنَّ وُجُودَهُ مُشْتَرِكٌ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْقَضَايَا.

قُلْتُ: وَذَلِكَ أَيْضًا يَتَأْتِي فِي الْحَدِيثِ، فَمِنْهُ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ كَالْأُمَثَلَةِ السَّابِقَةِ، وَمِنْهُ مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ كَأَحَادِيثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ.

فَقَدْ رَوَى عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ مِائَةِ حَدِيثٍ، فِيهِ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ لِكِنَّهَا فِي قَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ؛ فَكُلُّ قَضِيَّةٍ مِنْهَا لَمْ تَتَوَاتَرَ، وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرِكُ فِيهَا وَهُوَ

-

[তাদরিবুল রাবী]

এবং হাদীস: «প্রত্যেককে সে কাজের জন্য সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।»

এবং হাদীস: «মানুষ তার পছন্দের মানুষের সাথে থাকবে।»

এবং হাদীস: «নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের আমল করে।»

এবং হাদীস: «যারা রাতের অন্ধকারে মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য পরিপূর্ণ আলোর সুসংবাদ দাও।»

এই সবগুলোই মুতাওয়াতির, যা আমরা আমাদের উল্লিখিত কিতাবে অসংখ্য হাদীসের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছি, এবং আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা।

দ্বিতীয়ত: উসূল বিশারদগণ মুতাওয়াতিরকে ভাগ করেছেন:

১. লাফযী (শব্দগত): যা এমন হাদীস যার শব্দ মুতাওয়াতির।

২. মানাবী (অর্থগত): যার অর্থ হলো এমন একটি জামাত (গোষ্ঠী) কর্তৃক বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা যাদের মিথ্যাচারে একমত হওয়া অসম্ভব, এবং ঘটনাগুলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অংশীদার হয়, তখন সেই সাধারণ অংশটি মুতাওয়াতির হয়।

যেমন, যদি একজন ব্যক্তি হাতেম সম্পর্কে বর্ণনা করে যে, তিনি একটি উট দান করেছেন, অন্যজন বর্ণনা করে যে, তিনি একটি ঘোড়া দান করেছেন, এবং আরেকজন বর্ণনা করে যে, তিনি একটি দিনার দান করেছেন, এবং এভাবেই চলতে থাকে; তখন তাদের বর্ণনার মধ্যে সাধারণ অংশটি (যা হলো দান করা) মুতাওয়াতির হয়ে যায়, কারণ এর অস্তিত্ব এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে সাধারণ।

আমি বলি: আর এটি হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এর কিছু হাদীস আছে যার শব্দ পূর্বোক্ত উদাহরণগুলোর মতো মুতাওয়াতির, এবং কিছু হাদীস আছে যার অর্থ মুতাওয়াতির, যেমন দোয়ায় হাত তোলার হাদীসসমূহ।

তাঁর থেকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় একশ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেখানে তিনি দোয়ায় হাত তুলেছেন, আমি এগুলিকে একটি অংশে সংকলিত করেছি কিন্তু এগুলি বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত; সুতরাং এর প্রতিটি ঘটনা এককভাবে মুতাওয়াতির নয়, কিন্তু এদের মধ্যে সাধারণ অংশটি হলো

(ص: 632) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

الرَّفْعُ عِنْدَ الدُّعَاءِ، تَوَاتَرَ بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ.

[النُّوعُ الْحَادِي وَالْثَلَاثُونَ الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ]

(النَّوعُ الْحَادِي وَالْثَلَاثُونَ: الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ: إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَبَّهَهُ مِمَّنْ يَجْمَعُ حَدِيثَهُ) مِنَ الْأُئِمَّةِ كَقَتَادَةَ (رَجُلٌ بِحَدِيثِ سَيِّ غَرِيبًا فَإِنْ انْفَرَدَ) عَنْهُمْ (اِثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ سَيِّ غَرِيبًا فَإِنْ رَوَاهُ) عَنْهُمْ (جَمَاعَةٌ سَيِّ مَشْهُورًا) ؛ كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَنْدَةَ.

وَأَمَّا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ؛ فَإِنَّهُمْ خَصُّوا الثَّلَاثَةَ فَمَا فَوْقَهَا بِالْمَشْهُورِ، وَالْاِثْنَيْنِ بِالْعَزِيزِ، لِعَزِّتِهِ أَيْ قُوَّتِهِ بِبَحِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، أَوْ لِقَلَّةِ وَجُودِهِ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدْ ادَّعَى ابْنُ حَبَّانَ أَنَّ رِوَايَةَ اِثْنَيْنِ عَنِ اِثْنَيْنِ لَا تُوجَدُ أَصْلًا؛ فَإِنْ أَرَادَ رِوَايَةَ اِثْنَيْنِ فَقَطْ فَيُسَلِّمُ، وَأَمَّا صُورَةُ الْعَزِيزِ الَّتِي جَوَّزَهَا فَمَوْجُودَةٌ، بِأَنْ لَا يَرْوِيهِ أَقَلُّ مِنَ اِثْنَيْنِ عَنْ أَقَلِّ مِنَ اِثْنَيْنِ. مِثَالُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ خَرِيطٍ مِنْ حَدِيثِ

-

[তাদরীবুর রাবী]

দোয়ায় হাত তোলা, সামগ্রিক বিবেচনায় তাওয়াজুুর স্তরের।

[একত্রিশতম প্রকার: গারীব ও আযীয]

(একত্রিশতম প্রকার: গারীব ও আযীয: যদি যুহরী এবং তার মতো ব্যক্তি, যাদের হাদীস সংগৃহীত হয়) ইমামদের মধ্য থেকে, যেমন ক্বাতাদাহ (থেকে কোনো একজন ব্যক্তি একটি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেন, তাহলে তাকে গারীব বলা হয়। যদি তাদের থেকে) দুইজন বা তিনজন (এককভাবে বর্ণনা করেন, তাহলে তাকে আযীয বলা হয়। যদি তাদের থেকে) একটি জামাত (দল) (বর্ণনা করেন, তাহলে তাকে মাশহুর বলা হয়)। ইবনুল সালাহ ইবন মানদাহ'র কথা থেকে গ্রহণ করে এমনটাই বলেছেন।

তবে শাইখুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা; তারা তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারীকে মাশহুর এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং দু'জনকে আযীয এর জন্য, এর 'ইয্যাহ' (শক্তি) অর্থাৎ অন্য সনদ থেকে আসার কারণে এর শক্তি, অথবা এর স্বল্প প্রাপ্যতার কারণে।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: ইবন হিব্বান দাবি করেছেন যে, দু'জনের থেকে দু'জনের বর্ণনা মূলত পাওয়া যায় না। যদি তিনি কেবল (শুধুমাত্র) দু'জনের বর্ণনাকে উদ্দেশ্য করেন, তবে তা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু আযীয-এর যে রূপ তিনি জায়েজ বলেছেন তা বিদ্যমান, এই অর্থে যে, দু'জনের কম ব্যক্তি দু'জনের কম ব্যক্তি থেকে এটি বর্ণনা করেননি।
এর উদাহরণ হলো আনাস (রা)-এর হাদীস থেকে যা শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী (...) হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন

(ص: 633) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النَّوعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ:

الْغَرِيبُ، وَالْعَزِيزُ: إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَبَّهَهُ، مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ رَجُلٌ بِحَدِيثِ سَيِّ غَرِيبًا؛ فَإِنْ انْفَرَدَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ سَيِّ عَزِيزًا؛ فَإِنْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ سَيِّ مَشْهُورًا، وَيَدْخُلُ فِي الْغَرِيبِ مَا انْفَرَدَ رَاوٍ بِرِوَايَتِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِي مَتْنِهِ أَوْ إِسْنَادِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَفْرَادُ الْبُلْدَانِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْغَالِبُ، وَإِلَى غَرِيبٍ مَتْنًا وَإِسْنَادًا كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِمَتْنِهِ وَاحِدٌ، وَغَرِيبٍ إِسْنَادًا كَحَدِيثٍ رَوَى مَتْنُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِرِوَايَتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، وَفِيهِ يَقُولُ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يُوجَدُ غَرِيبٌ مَتْنًا لَا إِسْنَادًا إِلَّا إِذَا اشْتَهَرَ الْفَرْدُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الْمُنْفَرِدِ كَثِيرُونَ صَارَ غَرِيبًا مَشْهُورًا، غَرِيبًا مَتْنًا لَا إِسْنَادًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدٍ طَرَفِيهِ كَحَدِيثِ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .

[تدريب الراوي]

أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ» الْحَدِيثُ.

وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ: شُعْبَةُ، وَسَعِيدٌ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُكَيْيَةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ.

(وَيَدْخُلُ فِي الْغَرِيبِ مَا انْفَرَدَ رَأَوْ بِرِوَايَتِهِ) ؛ فَلَمْ يَزَوْهُ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِثَالُهُ فِي قِسْمِ الْأَفْرَادِ، (أَوْ بِزِيَادَةٍ فِي مَتْنِهِ أَوْ إِسْنَادِهِ) لَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ. مِثَالُهُمَا: حَدِيثُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَمِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَرَّقَهُمَا، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِحَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ فِيهِ غَرَابَةُ الْمَتْنِ حَيْثُ جَعَلَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَاهُ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، هَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ هِشَامٍ. (وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَفْرَادُ الْبُلْدَانِ) الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي نَوْعِ الْأَفْرَادِ. (وَيَنْقَسِمُ) أَيِ الْغَرِيبِ (إِلَى صَحِيحٍ) كَأَفْرَادِ الصَّحِيحِ، (وَ) إِلَى (غَيْرِهِ)

একত্রিশতম প্রকার:

গারীব (الغريب) ও আযীয (العزیز): যখন যুহরী এবং তাঁর মতো (হাদীস সংগ্রাহক) ব্যক্তির থেকে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) কোনো হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেন, তখন তাকে 'গারীব' বলা হয়; আর যদি দুইজন বা তিনজন (রাবী) এককভাবে বর্ণনা করেন, তবে তাকে 'আযীয' বলা হয়; যদি একটি জামাআত (অনেক রাবী) তা বর্ণনা করেন, তবে তাকে 'মাশহূর' বলা হয়। 'গারীব'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তা, যা একজন রাবী এককভাবে বর্ণনা করেন অথবা যার মতন (মূল পাঠ) বা ইসনাদে (সনদ) এমন কোনো অতিরিক্ত অংশ থাকে যা অন্য কেউ উল্লেখ করেননি। এতে দেশসমূহের আফরাদ (অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের একক বর্ণনাকারীগণ) অন্তর্ভুক্ত হয় না। এটি (গারীব) সহীহ ও গায়রে সহীহতে বিভক্ত হয়, এবং গায়রে সহীহ এর মধ্যে অধিক প্রচলিত। এটি মতন ও ইসনাদ উভয় দিক থেকে গারীব হতে পারে, যেমন যখন এর মতন এককভাবে একজন বর্ণনা করেন। এবং ইসনাদের দিক থেকে গারীব, যেমন এমন হাদীস যার মতন সাহাবীগণের একটি জামাআত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একজন সাহাবী থেকে এককভাবে অন্য একজন সাহাবী তা বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিরমিযী বলেন: "এই দিক থেকে

গারীব"। ইসনাদ নয়, শুধু মতনের দিক থেকে গারীব পাওয়া যায় না, তবে যদি একক বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ হন; তখন যদি অনেক লোক সেই একক বর্ণনাকারীর থেকে বর্ণনা করেন, তবে তা 'গারীব মাশহূর' হয়ে যায়, ইসনাদ নয়, মতনের দিক থেকে গারীব হয়, এর উভয় প্রান্তের একটির সাপেক্ষে, যেমন হাদীস «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল)।

[তাদরীবুর রাবী]

আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أُوْنَ أَحَبَّ » "তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।" হাদীসটি।

আনাস (রা.) থেকে কাতাদাহ এবং আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব তা বর্ণনা করেছেন। কাতাদাহ থেকে শু'বাহ এবং সাঈদ তা বর্ণনা করেছেন। আব্দুল আযীয থেকে ইসমাঈল ইবনু উলাইয়্যা এবং আব্দুল ওয়ারিস তা বর্ণনা করেছেন। এবং প্রত্যেকের থেকে একটি জামাআত তা বর্ণনা করেছেন।

(এবং 'গারীব'-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তা, যা একজন রাবী এককভাবে বর্ণনা করেন) অর্থাৎ তার থেকে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি, যেমনটি 'আফরাদ' পরিচ্ছেদে এর উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, (অথবা যার মতন বা ইসনাদে এমন কোনো অতিরিক্ত অংশ থাকে) যা অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।

উভয়ের উদাহরণ: তাবারানী (রহ.) তাঁর 'আল-কাবীর' গ্রন্থে আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়াদী এবং আব্বাদ ইবনু মানসূরের রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেছেন, উভয়কে পৃথক করে। উভয়ই হিশাম ইবনু উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (রা.) থেকে উম্মে যার'-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর মতনে গারাবাত (এককত্ব) রয়েছে, কারণ তারা দুজনই এটিকে হিশাম ইবনু উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর মাহফূয (সংরক্ষিত) হলো যা ঈসা ইবনু ইউনুস হিশাম থেকে, তিনি তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু উরওয়াহ থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবেই শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) এটি সংকলন করেছেন।

অনুরূপভাবে, মুসলিমও সাঈদ ইবনু সালামাহ ইবনু আবিল হুসামের রিওয়ায়াত থেকে হিশাম সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

(এবং এতে দেশসমূহের আফরাদ অন্তর্ভুক্ত হয় না) যা 'আফরাদ' প্রকারের আলোচনায় পূর্বে এসেছে।

(এবং এটি বিভক্ত হয়) অর্থাৎ গারীব (হাদীস), (সহীহ-এ) যেমন সহীহ হাদীসের আফরাদ (একক বর্ণনা), (এবং) অন্যান্যতে (অর্থাৎ গায়রে সহীহতে)।

(ص: 634) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

أَيُّ غَيْرِ الصَّحِيحِ (وَهُوَ الْغَالِبُ) عَلَى الْغَرَائِبِ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا تَكْتُبُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْغَرَائِبَ فَإِنَّهَا مَنَاكِيرُ، وَعَامَّتُهَا عَنِ الضُّعَفَاءِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: شَرُّ الْعِلْمِ الْغَرِيبُ، وَخَيْرُ الْعِلْمِ الظَّاهِرُ الَّذِي قَدْ رَوَاهُ النَّاسُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كُنَّا نَرَى أَنَّ غَرِيبَ الْحَدِيثِ خَيْرٌ فَإِذَا هُوَ شَرٌّ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: الْعِلْمُ الَّذِي يَجِيئُكَ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا: يَغْنِي الْمَشْهُورَ، رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ " .

وَرَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بِحَدِيثٍ، فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ: أَحْسَنْتَ،

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، هَكَذَا حَدَّثْنَا، قُلْتُ: مَا أَرَانِي إِلَّا حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَنْتَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي،

قَالَ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ؛ فَلَيْسَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يُعْرَفُ؛ إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا عُرِفَ وَتَوَاطَأَتْ عَلَيْهِ الْأَلْسُنُ.

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الدِّينَ بِالْكَلامِ تَزُنَّدَقَ، وَمَنْ طَلَبَ

غَرِيبَ الْحَدِيثِ كَذَّبَ، وَمَنْ طَلَبَ الْمَالَ بِالْكَيْمِيَاءِ أَفْلَسَ.

(وَ) يَنْقَسِمُ أَيْضًا (إِلَى غَرِيبٍ مَثْنًا وَإِسْنَادًا كَمَا لَوْ انفَرَدَ بِمُتْنِهِ) رَاوٍ (وَاحِدٌ، وَ) إِلَى (غَرِيبٍ إِسْنَادًا) لَا مَثْنًا، (كَحَدِيثٍ) مَعْرُوفٍ (رَوَى مَتْنُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ)

[তাদরীবুর রাবী]

অর্থাৎ, সহীহ নয় এমন (এবং এটিই গারীব হাদীসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে)।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন: তোমরা এই গারীব হাদীসগুলো লিখো না, কারণ এগুলি মুনকার এবং এগুলির অধিকাংশই দুর্বল রাবীদের সূত্রে বর্ণিত।

এবং ইমাম মালিক বলেন: ইলমের নিকৃষ্টতম অংশ হলো গারীব (অপরিচিত) ইলম, আর ইলমের সর্বোত্তম অংশ হলো সেই প্রসিদ্ধ ইলম যা মানুষ বর্ণনা করেছে।

এবং আব্দুর রায়যাক বলেন: আমরা গারীব হাদীসকে কল্যাণকর মনে করতাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তা অকল্যাণকর।

এবং ইবনু মুবারাক বলেন: যে ইলম বহু সূত্রে তোমার কাছে আসে: অর্থাৎ, প্রসিদ্ধ ইলম, এগুলি ইমাম বাইহাকী তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এবং যুহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী ইবনুল হাসানকে একটি হাদীস বর্ণনা করলাম। যখন আমি শেষ করলাম, তিনি বললেন: আপনি খুব ভালো করেছেন, আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, এভাবেই আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি বললাম: আমার মনে হয় না যে আমি আপনাকে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করেছি যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। তিনি বললেন: এমন কথা বলবেন না; যা পরিচিত নয়, তা ইলমের অন্তর্ভুক্ত নয়; ইলম তো কেবল সেটাই যা পরিচিত এবং যা নিয়ে জিহ্বাগুলো একমত (অর্থাৎ, প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত)।

এবং ইবনু আদী আবু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কালাম (ধর্মতত্ত্ব বা যুক্তিশাস্ত্র) দ্বারা দীন অন্বেষণ করে, সে যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী) হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি গারীব হাদীস অন্বেষণ করে, সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় (বা মিথ্যার শিকার হয়)। এবং যে ব্যক্তি কিমিয়া (আলকেমি) দ্বারা সম্পদ অন্বেষণ করে, সে নিঃস্ব হয়ে যায়।

(এবং) এটি আরও (মাতান ও ইসনাদ উভয় দিক থেকে গারীব)-এ বিভক্ত হয়, (যেমন যদি এর মাতান বর্ণনায়) (একজন) রাবী (একক হয়, এবং) (মাতান নয়, এমন) (ইসনাদের দিক থেকে

গারীব)-এ, (যেমন) পরিচিত (একটি হাদীস যার মাতান) সাহাবীদের একটি দল (বর্ণনা করেছেন)।

(ص: 635) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِرِوَايَتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، وَفِيهِ يَقُولُ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ).
وَمِنْ أَمْثَلَتِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: حَدِيثٌ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ
أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ».

قَالَ الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ: أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
بِوَجْهِ؛ قَالَ: فَهَذَا مِمَّا أَخْطَأَ فِيهِ الثَّقَّةُ.

قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: هَذَا إِسْنَادٌ غَرِيبٌ كُلُّهُ وَالْمَتْنُ صَحِيحٌ.

(وَلَا يُوجَدُ) حَدِيثٌ (غَرِيبٌ مَتْنًا) فَقَطْ (لَا إِسْنَادًا إِلَّا إِذَا اشْتَهَرَ الْفَرْدُ فَرَوَاهُ عَنِ
الْمُنْفَرِدِ كَثِيرُونَ صَارَ غَرِيبًا مَشْهُورًا؛ غَرِيبًا مَتْنًا لَا إِسْنَادًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدٍ طَرَفِيهِ)
الْمُشْتَهَرُ، وَهُوَ الْأَخِيرُ.

(كَحَدِيثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ») كَمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ، وَكَسَائِرِ الْغَرَائِبِ الْمُشْتَبِلَةِ
عَلَيْهَا التَّصَانِيفُ الْمُشْتَهَرَةُ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَطْلَقَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ ثُبُوتَ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِصٍ

একজন অন্য সাহাবী থেকে এর রিওয়াত বর্ণনায় একক হয়েছেন, এবং এ সম্পর্কে তিরমিযী বলেন: এ সূত্রে (সনদে) হাদীসটি গারীব)।

এর উদাহরণস্বরূপ, যেমন ইবনু সাইয়্যিদুন নাস বলেছেন: এমন একটি হাদীস যা বর্ণনা করেছেন আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ, মালিক থেকে, তিনি য়ায়েদ ইবনু আসলাম থেকে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার থেকে, তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে, তিনি বলেছেন: «আমলসমূহ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল»।

খালীলী ‘আল-ইরশাদ’ গ্রন্থে বলেছেন: আব্দুল মাজীদ এতে ভুল করেছেন এবং এটি য়ায়েদ ইবনু আসলাম থেকে কোনো সূত্রে সংরক্ষিত নয়; তিনি বলেন: অতএব, এটি বিশ্বস্ত রাবীর ভুলের একটি উদাহরণ।

ইবনু সাইয়্যিদুন নাস বলেছেন: এই সনদটি সম্পূর্ণরূপে গারীব, তবে মতন সহীহ।

(কোনো হাদীস পাওয়া যায় না যা) কেবল (মতন হিসেবে ‘গারীব’ (একক)) (সনদ হিসেবে নয়), তবে যখন একক বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ হয়ে যান এবং তার থেকে অনেকেই বর্ণনা করেন, তখন তা ‘গারীব-মশহূর’ হয়ে যায়; (এক্ষেত্রে তা) মতন হিসেবে গারীব থাকে, সনদ হিসেবে নয়, এর প্রসিদ্ধ দুই প্রান্তের একটির তুলনায়, যা শেষোক্ত)।

(যেমন হাদীস: «নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল») যেমনটি এর পূর্বে তাহকীক করা হয়েছে, এবং অন্যান্য গারীব হাদীসের মতো যা প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইরাকী বলেন: ইবনু সাইয়্যিদুন নাস এ প্রকারের অস্তিত্বকে কোনো প্রকার নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন

لَهُ بِمَا ذَكَرَ، وَلَمْ يُثَبِّتْهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَا كَانَ إِسْنَادُهُ مَشْهُورًا جَادَّةً لِعِدَّةٍ مِنَ
الْأَحَادِيثِ، بِأَنْ يَكُونُوا مَشْهُورِينَ بِرِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، وَيَكُونُ الْمَتْنُ غَرِيبًا
لَا تُفَرِّدُهُمْ بِهِ.

قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي تَنْثِيلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَكَى قَوْلَ ابْنِ طَاهِرٍ:
وَالْخَامِسُ مِنَ الْغَرَائِبِ أَسَانِيدُ وَمُتُونٌ، تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ بَلَدٍ لَا تُوجَدُ إِلَّا مِنْ رِوَايَتِهِمْ،
وَسُنَنٌ يَنْفَرِدُ بِالْعَمَلِ بِهَا أَهْلُ مِصْرٍ، لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي غَيْرِ مِصْرِهِمْ.
قَالَ: وَهَذَا النَّوعُ يَشْمَلُ الْغَرِيبَ كُلَّهُ سَنَدًا وَمَتْنًا، أَوْ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ.
قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ لَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مَالِكًا عَنْ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ
الرَّجُلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ؛ فَقَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ خَلَّلْ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تَخَلَّلْ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ حَاضِرًا، فَعَجِبَ مِنْ جَوَابِ مَالِكٍ، وَذَكَرَ لَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا بِسَنَدٍ مِصْرِيٍّ صَحِيحٍ،
وَزَعَمَ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ، فَاسْتَعَادَ مَالِكُ الْحَدِيثَ، وَاسْتَعَادَ السَّائِلُ، فَأَمَرَهُ
بِالتَّخْلِيلِ، انْتَهَى.

قَالَ: وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهْيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو
الْمَعَاوِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ.

[তাদরিবুর রাবী]

তার জন্য যা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি তার দৃষ্টান্ত দেননি। সুতরাং, সম্ভবত তিনি এমন ইসনাদ বোঝাতে চেয়েছেন যা একাধিক হাদীসের জন্য একটি সুপরিচিত পদ্ধতি ছিল, এই অর্থে যে, তারা একে অপরের থেকে বর্ণনা করার জন্য সুপরিচিত ছিল, এবং মূল পাঠ (মত্ন) তাদের দ্বারা এককভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে গারীব (বিরল) ছিল।

তিনি বলেছেন: আর তার কথায় এমন কিছু পাওয়া গেছে যা তার দৃষ্টান্ত প্রদানের দাবি করে।

কারণ তিনি যখন ইবনে তাহিরের উক্তি বর্ণনা করেছেন: "আর গারীবের (বিরল) পঞ্চম প্রকার হলো এমন ইসনাদ ও মত্ন যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকেরা এককভাবে বর্ণনা করেছে এবং

তাদের বর্ণনা ছাড়া তা পাওয়া যায় না, এবং এমন সুন্নাহ যা মিশরীয়রা (একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকেরা) এককভাবে আমল করে, তাদের অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও তা আমল করা হয় না।" তিনি বলেছেন: আর এই প্রকারটি সকল প্রকার গারীবকে (বিরল) অন্তর্ভুক্ত করে, হোক তা সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রেই, অথবা দুটির একটিতে অন্যটি ছাড়া।

তিনি বলেছেন: আর ইবনে আবি হাতেম তার নিজস্ব সনদসহ উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি মালিককে ওয়ুর সময় পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তিনি তাকে বললেন: 'যদি চাও, খিলাল করো; আর যদি না চাও, খিলাল করো না।' এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মালিকের জবাবে বিস্মিত হলেন। এবং তিনি তাকে এই বিষয়ে একটি সহীহ মিশরীয় সনদসহ হাদীস উল্লেখ করলেন এবং দাবি করলেন যে এটি তাদের কাছে সুপরিচিত। তখন মালিক হাদীসটি পুনরায় শুনতে চাইলেন, এবং প্রশ্নকারীও (পুনরায় জানতে চাইল), ফলে তিনি তাকে খিলাল করার নির্দেশ দিলেন। শেষ হলো।

তিনি বলেছেন: আর উল্লেখিত হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন ইবনে লাহিয়াহর সূত্রে, ইয়াজিদ ইবনে আমর আল-মআফিরী থেকে, তিনি আবু আবদুর রহমান আল-হুবুলি থেকে, তিনি মুস্তাওরিদ ইবনে শাদাদ থেকে।

(ص: 637) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النوع الثاني والثلاثون:

غريب الحديث. هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلّة استعمالها. وهو فنّ مهمّ. والخوض فيه صعب. فليتحَرَّ خائضه، وكان السلف يتتَبَّتون فيه أشدَّ تثبُّت. وقد أكثر العلماء التصنيف فيه؛ قيل: أوّل من صنّفه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر، وبعدها أبو عبيدٍ فاستقصى وأجاد، ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيدٍ، ثم الخطابي، فهذه أمّهاته، ثم بعدها كتب كثيرةٌ فيها زوائد وفوائد كثيرةٌ، ولا يُقلدُ منها إلا ما كان مصنّفوها أئمةً أجلةً، وأجودُ تفسيره ما جاء مفسراً في رواية.

النوع الثالث والثلاثون:

الْمُسْلَسِلُ: هُوَ مَا تَتَابَعَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ عَلَى صِفَةٍ أَوْ حَالَةٍ لِلرُّوَاةِ تَارَةً وَلِلرِّوَايَةِ تَارَةً أُخْرَى.

وَصِفَاتُ الرُّوَاةِ إِمَّا أَقْوَالٌ أَوْ أَفْعَالٌ وَأَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُهَا كَمُسْلَسِلِ التَّشْبِيكِ بِالْيَدِ وَالْعَدِّ فِيهَا، وَكَاتِّفَاقِ أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ أَوْ صِفَاتِهِمْ أَوْ نِسْبَتِهِمْ؛ كَأَحَادِيثِ رَوَيْنَاهَا كُلُّ رِجَالِهَا دِمَشْقِيُّونَ، وَكَمُسْلَسِلِ الْفُقَهَاءِ، وَصِفَاتِ الرِّوَايَةِ كَالْمُسْلَسِلِ بِـ (سَبْعَتُ) ، أَوْ بِـ (أَخْبَرْنَا) ، أَوْ (أَخْبَرْنَا فُلَانٌ وَاللَّهِ) . وَأَفْضَلُهُ مَا دَلَّ عَلَى الْإِتِّصَالِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ زِيَادَةُ الضَّبْطِ، وَقَلَمًا يَسْلَمُ عَنْ خَلَلٍ فِي التَّسْلُسِلِ، وَقَدْ يَنْقَطِعُ تَسْلُسُلُهُ فِي وَسْطِهِ كَمُسْلَسِلِ أَوَّلِ حَدِيثٍ سَبْعَتُهُ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ فِيهِ.

[تدريب الراوي]

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيْعَةٍ. وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةٍ بَلْ تَابَعَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ لِتَوْثِيْقِهِ لِابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ. فَزَالَتِ الْغَرَابَةُ عَنِ الْإِسْنَادِ بِمُتَابَعَةِ اللَّيْثِ وَعَمْرُو لِابْنِ لَهِيْعَةٍ، وَالْمَتْنُ غَرِيبٌ فَائِدَةٌ

قَدْ يَكُونُ الْحَدِيثُ أَيْضًا عَزِيزًا مَشْهُورًا، قَالَ الْحَافِظُ الْعَلَايُّ فِيهَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ: حَدِيثُ «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الْحَدِيثُ، عَزِيزٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ عَنْهُ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ عَنْهُ سَبْعَةٌ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو حَازِمٍ، وَطَاوُسٌ، وَالْأَعْرَجُ، وَهَبَانٌ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أُمِّ بُرْثَنٍ.

[النُّوعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ غَرِيبُ الْحَدِيثِ]

(النُّوعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ غَرِيبُ) الْفَاطِ (الْحَدِيثُ هُوَ مَا وَقَعَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ مِنْ لَفْظَةٍ غَامِضَةٍ بَعِيدَةٍ مِنَ الْفَهْمِ لِقَلَّةِ اسْتِعْمَالِهَا، وَهُوَ فَنٌّ مُهِمٌّ) يَقْبُحُ جَهْلُهُ بِأَهْلِ

বত্রিশতম প্রকার:

গরীবুল হাদীস। এটি এমন হাদীস যার মূল পাঠে (মতন) এমন একটি অস্পষ্ট শব্দ থাকে যা এর স্বল্প ব্যবহারের কারণে সহজে বোধগম্য নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা। এতে অনুপ্রবেশ কঠিন। অতএব, যিনি এতে প্রবেশ করেন, তার সতর্ক থাকা উচিত। সালফে সালেহীনরা এ বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন। উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বলা হয়, প্রথম যিনি এটি সংকলন করেন তিনি হলেন নাদ্ব ইবনু শুমাইল, এবং বলা হয় আবু উবাইদাহ মা'মার। তাদের পর আবু উবাইদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেন এবং চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। এরপর ইবনু কুতাইবাহ আবু উবাইদের বাদ যাওয়া বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেন, এরপর খাত্তাবী। এগুলো এর মৌলিক গ্রন্থ। এরপর এ বিষয়ে আরও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেখানে অতিরিক্ত বিষয় ও বহু উপকারিতা রয়েছে। এবং এগুলোর মধ্যে কেবল সেই গ্রন্থগুলো অনুসরণ করা উচিত যার রচয়িতাগণ সম্মানিত ইমাম ছিলেন। আর এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা তাই যা কোনো বর্ণনায় ব্যাখ্যা সহকারে এসেছে।

তেরিশতম প্রকার:

মুসালসাল: এটি এমন হাদীস যার সনদ-বর্ণনাকারীরা ধারাবাহিকভাবে একটি নির্দিষ্ট গুণ বা অবস্থা রক্ষা করেন, কখনও বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে এবং কখনও বর্ণনার ক্ষেত্রে। বর্ণনাকারীদের গুণাবলী হয় উক্তি (কথা), অথবা কর্ম, এবং এছাড়া আরও বহু প্রকার রয়েছে, যেমন হাতের আঙুল পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে (تشبيك) এবং তাতে গণনা করা সংক্রান্ত মুসালসাল হাদীস। এবং যেমন বর্ণনাকারীদের নাম, গুণাবলী বা বংশপরিচয় (নিসবাত) এর ক্ষেত্রে মিল থাকা; যেমন এমন হাদীস যা আমরা বর্ণনা করেছি, যার সকল বর্ণনাকারী দামেস্কবাসী ছিলেন, এবং ফকীহদের মুসালসাল হাদীস। আর বর্ণনার গুণাবলী যেমন 'আমি শুনেছি' (সামি'তু), অথবা 'তিনি আমাদের জানিয়েছেন' (আখবারানা), অথবা 'অমুক আমাদের জানিয়েছেন, আল্লাহর কসম' (আখবারানা ফুলানুন ওয়াল্লাহি) - এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে মুসালসাল হওয়া। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো যা সনদের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। এর উপকারিতার মধ্যে একটি হলো (বর্ণনাকারীর) দৃঢ়তা (দাবত) বৃদ্ধি। তবে মুসালসালের ধারাবাহিকতায় ত্রুটিমুক্ত থাকা বিরল। এবং কখনও এর ধারাবাহিকতা মাঝপথে ছিন্ন হয়ে যায়,

যেমন 'আমি যা প্রথম হাদীস শুনেছি' শীর্ষক মুসালসাল হাদীসটির ক্ষেত্রে, যা এ বিষয়ে সহীহ মত।

[তাদরীবুর রাবী]

তিরমিযী বলেছেন: এটি 'গরীব' হাদীস, আমরা ইবনু লাহী'আহ-এর হাদীস ছাড়া এটি জানি না। তবে ইবনু লাহী'আহ এটি এককভাবে বর্ণনা করেননি, বরং লায়স ইবনু সা'দ এবং আমর ইবনুল হারিস তাকে অনুসরণ করেছেন (মুতাবা'আত করেছেন)।

যেমন ইবনু আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনু ওয়াহাব থেকে, তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব থেকে, উল্লিখিত তিন জন থেকে।

এবং ইবনুল কাত্তান এটিকে সহীহ বলেছেন কারণ তিনি ইবনু ওয়াহাবের ভাগ্নেকে নির্ভরযোগ্য (তাওসীক) আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং, লায়স ও আমর কর্তৃক ইবনু লাহী'আহকে অনুসরণ করার কারণে সনদের 'গারাবাত' (একক বর্ণনা) দূরীভূত হয়েছে, কিন্তু মতন (মূল পাঠ) 'গরীব' রয়ে গেছে।

উপকারিতা:

হাদীস কখনও 'আজিজ' (দুর্লভ) এবং 'মাশহূর' (প্রসিদ্ধ) উভয়ই হতে পারে। হাফিয আলায়ী বলেছেন, যা আমি তার নিজের হাতে লেখা দেখেছি: «আমরাই সর্বশেষ, (কিন্তু) কিয়ামতের দিন অগ্রগামী» — এই হাদীসটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'আজিজ'। এটি তাঁর থেকে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন। এবং এটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 'মাশহূর'। সাত জন এটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন: আবু সালামাহ ইবনু আবদির রহমান, আবু হাযিম, তাউস, আল-আ'রাজ, হাম্মাম, আবু সালিহ, এবং আব্দুর রহমান, উম্মু বুরথুনের আযাদকৃত গোলাম।

[বত্রিশতম প্রকার: গরীবুল হাদীস]

(বত্রিশতম প্রকার: গরীব) আলফাযিল (হাদীস) হলো এমন হাদীস যার মূল পাঠে এমন একটি অস্পষ্ট শব্দ থাকে যা এর স্বল্প ব্যবহারের কারণে সহজে বোধগম্য নয়, এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা। এর জ্ঞান না থাকা এর (বিশেষজ্ঞ)দের জন্য নিন্দনীয়।

[تدريب الراوي]

الْحَدِيثِ، (وَالْخَوْضُ فِيهِ صَعْبٌ) حَقِيقٌ بِالتَّحَرِّيِّ، جَدِيرٌ بِالتَّوَقُّيِّ، (فَلْيَتَحَرَّ خَائِضُهُ)، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَى تَفْسِيرِ كَلَامِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُجَرَّدِ الظُّنِّ، (وَكَانَ السَّلَفُ يَتَثَبَّتُونَ فِيهِ أَشَدَّ تَثَبُّتٍ).

فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَرْفٍ مِنْهُ فَقَالَ: سَلُوا أَصْحَابَ الْغَرِيبِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّنِّ. وَسُئِلَ الْأَصْعَعِيُّ عَنْ مَعْنَى حَدِيثِ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ»؛ فَقَالَ: أَنَا لَا أَفْسِرُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ الْعَرَبَ تَزْعُمُ أَنَّ السَّقْبَ اللَّزِيْقُ. (وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءُ التَّصْنِيفَ فِيهِ قِيلَ: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَهُ النَّضْرُ بْنُ شَيْلٍ)؛ قَالَهُ الْحَاكِمُ.

(وَقِيلَ أَبُو عُبَيْدَةَ) مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثُمَّ النَّضْرُ، ثُمَّ الْأَصْعَعِيُّ، وَكُتِبَ هُمَا صَغِيرَةً قَلِيلَةً. (وَ) أَلْفَ (بَعْدَهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ) الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ، (فَاسْتَقْصَى وَأَجَادَ) وَذَلِكَ بَعْدَ الْبَائَتَيْنِ.

(ثُمَّ) تَتَّبَعَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ (بُنُ قُتَيْبَةَ) الدِّينَوْرِيُّ (مَا فَاتَ أَبَا عُبَيْدٍ) فِي كِتَابِهِ الْمَشْهُورِ.

[তাদরীবুর রাবী]

হাদীস, (এবং এতে গভীরভাবে প্রবেশ করা কঠিন) যা চরম সতর্কতার দাবিদার, এবং আত্মরক্ষার যোগ্য। (অতএব, এতে প্রবেশকারী যেন সতর্কতা অবলম্বন করে), এবং আল্লাহকে ভয় করে, যেন সে কেবল ধারণার ভিত্তিতে তাঁর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর না হয়। (আর সাল্লাফগণ এতে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতেন)।

আমাদের কাছে আহমদ (ইবনু হাম্বল) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে এর একটি শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: "গারীবুল হাদীসের পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করো, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় ধারণার ভিত্তিতে কথা বলতে অপছন্দ করি।"

এবং আসমাঈকে হাদীসের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: «প্রতিবেশী তার নিকটবর্তী বস্তুর অধিক হকদার», তখন তিনি বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের ব্যাখ্যা করি না, তবে আরবরা দাবি করে যে 'সাকাব' মানে নিকটবর্তী।"

(আর উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। বলা হয়েছে: সর্বপ্রথম যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তিনি হলেন নযর ইবনু শুমাইল); এ কথা হাকিম বলেছেন।

(এবং বলা হয়েছে: আবু উবায়দাহ) মা'মার ইবনুল মুসান্না, তারপর নযর, তারপর আসমাঈ। আর তাদের গ্রন্থগুলো ছিল ছোট ও স্বল্প।

(এবং) তাদের পরে (আবু উবাইদ) আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, (তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন এবং চমৎকার কাজ করেছেন) আর তা ছিল ২০০ হিজরির পর।

(তারপর) আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম (ইবনু কুতাইবা) আদ-দীনওয়ারী অনুসরণ করেন (যা আবু উবাইদ বাদ দিয়েছিলেন) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে।

(ص: 639) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

(ثُمَّ) تَتَّبَعَ أَبُو سُلَيْمَانَ (الْخَطَّابِيُّ) مَا فَاتَهُمَا فِي كِتَابِهِ الْمَشْهُورِ، وَنَبَّهَ عَلَى أَغْلِيظِ لَهْمَا، فَهَذِهِ أُمَمَاتُهُ) أَيُّ أَصُولُهُ.

(ثُمَّ) أَلْفَ (بَعْدَهَا كُنْتُ كَثِيرَةً فِيهَا زَوَائِدُ وَفَوَائِدُ كَثِيرَةٌ، وَلَا يُقَلَّدُ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ مُصَنَّفُوهَا أَيْمَةً أَجَلَةً)، ك "مَجْمَعُ الْغَرَائِبِ" لِعَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيِّ، وَ "غَرِيبُ

الْحَدِيثِ " لِقَاسِمِ السَّرْقَسِيِّ، وَ " الْفَائِقُ " لِلزَّمْخَشَرِيِّ، وَ " الْغَرِيبَيْنِ " لِلْهَرَوِيِّ، وَذَيْلُهُ لِلْحَافِظِ أَبِي مُوسَى الْمَدِينِيِّ، ثُمَّ " النَّهْيَاةُ " لِابْنِ الْأَثِيرِ، وَهِيَ أَحْسَنُ كُتُبِ الْغَرِيبِ وَأَجْمَعُهَا وَأَشْهَرُهَا الْآنَ، وَأَكْثَرُهَا تَدَاوُلًا، وَقَدْ فَاتَهُ الْكَثِيرُ، فَذَيْلَ عَلَيْهِ الصَّفِيُّ الْأَرْمَوِيُّ بِذَيْلٍ لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ، وَقَدْ شَرَعْتُ فِي تَلْخِيصِهَا تَلْخِيصًا حَسَنًا مَعَ زِيَادَاتٍ جَيَّةٍ، وَاللَّهُ أَسْأَلُ الْإِعَانَةَ عَلَى إِتْمَامِهَا.

(وَأَجُودُ تَفْسِيرِهِ مَا جَاءَ مُفَسِّرًا) بِهِ (فِي رِوَايَةٍ)، كَحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ، فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ: «خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَمَا هُوَ، قَالَ الدُّخُّ». فَالِدُّخُّ هَاهُنَا الدُّخَانُ، وَهُوَ لُغَةٌ فِيهِ، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

[তাদরীবুর রাবী]

(তারপর) আবু সুলায়মান খাতাবী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাদের (পূর্ববর্তীদের) যা ছুটে গিয়েছিল, তা অনুসরণ করেন এবং তাদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করেন। (সুতরাং এগুলো তার মূলগ্রন্থসমূহ), অর্থাৎ তার মূলনীতিসমূহ।

(তারপর) এর পরে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেগুলোতে অনেক অতিরিক্ত বিষয় ও উপকারিতা রয়েছে। তবে, কেবল সেসব গ্রন্থ অনুসরণ করা হবে, যার রচয়িতারা ছিলেন প্রখ্যাত ইমাম। যেমন, আব্দুল গাফির আল-ফারিসী রচিত "মাজমাউল গারাইব", কাসিম আস-সারকাসতি রচিত "গারীবুল হাদীস", যামাখশারী রচিত "আল-ফায়েক", হারাবী রচিত "আল-গারীবাইন" এবং এর পরিশিষ্ট হাফিয় আবু মুসা আল-মাদিনী কর্তৃক রচিত। তারপর ইবনুল আসির রচিত "আন-নিহায়াহ"। আর এটি গারীবুল হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম, সর্বাধিক ব্যাপক ও বর্তমানে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং বহুল প্রচারিত। তবে তিনি (ইবনুল আসির) অনেক কিছু বাদ দিয়েছিলেন। তাই সাফী আল-আরমাভী এর উপর একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন, যা আমরা পাইনি। আর আমি এর একটি সুন্দর সারসংক্ষেপ তৈরিতে হাত দিয়েছি, অনেক অতিরিক্ত বিষয়সহ। এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে এর সমাপ্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

(আর এর সর্বোত্তম তাফসীর হল যা কোনো বর্ণনায় এর ব্যাখ্যাসহ এসেছে), যেমন সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবনে সায়েদকে বলা উক্তি: «আমি তোমার জন্য কিছু গোপন রেখেছি, তা কী? সে বলল: আদ-দুঃখ।» অতএব, এখানে 'আদ-দুঃখ' মানে 'ধোঁয়া'। আর এটি এই অর্থে একটি শব্দ (ভাষা), যা জাওহারী এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। কারণ আবু দাউদ ও তিরমিযী যুহরী থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 640) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبَاءً، وَخَبَاءً لَهُ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]». قَالَ الْبُحَيْرِيُّ: وَالسِّرُّ فِي كَوْنِهِ خَبَاءً لَهُ الدُّخَانُ، أَنَّ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُهُ بِجَبَلِ الدُّخَانِ؛ فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تَفْسِيرِ الدُّخَانِ هُنَا. وَقَدْ فَسَّرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا. فَقِيلَ: الْجَبَاعُ وَهُوَ تَخْلِيْطٌ فَاحِشٌ. وَقِيلَ: نَبْتُ مَوْجُودٍ فِي النَّخِيلِ، وَهُوَ غَيْرُ مُرْصٍ.

[النوع الثالث والثلاثون المُسلسلُ]

(النوع الثالث والثلاثون) : (المُسلسلُ وَهُوَ مَا تَتَابَعَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ) وَاحِدًا فَوَاحِدًا، (عَلَى صِفَةٍ) وَاحِدَةٍ، (أَوْ حَالَةٍ) وَاحِدَةٍ (لِلرُّوَاةِ تَارَةً وَلِلرِّوَايَةِ تَارَةً أُخْرَى. وَصِفَاتُ الرُّوَاةِ) وَأَحْوَالُهُمْ أَيْضًا، (إِمَّا أَقْوَالٌ أَوْ أَفْعَالٌ)، أَوْ هُمَا مَعًا. وَصِفَاتُ الرِّوَايَةِ إِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِصَيِّغِ الْأَدَاءِ أَوْ بِزَمَنِهَا أَوْ مَكَانِهَا.

(و) لَهُ (أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُهَا) فَأُلْسِلَ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ الْفِعْلِيَّةِ (كُمُسْلَسِلِ التَّشْبِيكِ بِأَيْدِي) وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «شَبَّكَ بِيَدِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ:

-
[তাদরীবুর রাবী]

এই হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ তাকে বললেন: «আমি তোমার জন্য একটি গোপন বিষয় রেখেছি,» এবং তার জন্য গোপন রাখা হয়েছিল: {যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে} [সূরা দুখান: ১০]।

মাদিনী বলেছেন: তাকে ধোঁয়াটি গোপন রাখার রহস্য হলো এই যে, ঈসা ﷺ তাকে ধোঁয়ার পাহাড়ে হত্যা করবেন। সুতরাং এখানে 'দুখান'-এর তাফসীর এটিই সঠিক। অনেকেই এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন এবং তারা ভুল করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন: সহবাস, যা একটি জঘন্য ভুল ব্যাখ্যা।

এবং কেউ কেউ বলেছেন: খেজুর গাছে পাওয়া এক প্রকার উদ্ভিদ, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

[তেত্রিশতম প্রকার: মুসালসাল]

(তেত্রিশতম প্রকার): (মুসালসাল হলো এমন হাদীস যার বর্ণনাকারীগণ একের পর এক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে), একজন থেকে আরেকজন, (একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য) এর উপর, (অথবা একটি অভিন্ন অবস্থা) এর উপর (কখনো বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে এবং কখনো বর্ণনার ক্ষেত্রে)। (আর বর্ণনাকারীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ) এবং তাদের অবস্থাসমূহও (হয় উক্তি অথবা কর্ম), অথবা উভয়ই একসাথে। আর বর্ণনার বৈশিষ্ট্যসমূহ হয় বর্ণনার পদ্ধতি, অথবা এর সময়, অথবা এর স্থানের সাথে সম্পর্কিত হয়।

(এবং) এ দু'টি ছাড়া (এর আরও অনেক প্রকার রয়েছে)। সুতরাং বর্ণনাকারীদের কর্মগত অবস্থার সাথে মুসালসাল হলো (যেমন হাতের আঙ্গুল পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে মুসালসাল)। আর এটি আবু হুরায়রাহ রা.-এর হাদীস: «আবু কাসিম ﷺ আমার হাত ধরে আঙ্গুল পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং বললেন:

[تدريب الراوي]

" خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ » الْحَدِيثُ.

فَقَدْ تَسْلَسَلَ لَنَا تَشْبِيكٌ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ رَوَاتِهِ بِيَدٍ مِنْ رَوَاهُ عَنْهُ.

(وَالْعَدِّ فِيهَا) وَهُوَ حَدِيثُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَى آخِرِهِ، مُسْلَسَلٌ بَعْدَ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ فِي يَدِ كُلِّ رَاٍ، وَكَذَلِكَ الْمُسْلَسَلُ بِالْمُصَافَحَةِ، وَالْأَخْذُ بِالْيَدِ، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى رَأْسِ الرَّاِوِي.

وَالْمُسْلَسَلُ بِأَحْوَالِهِمُ الْقَوْلِيَّةِ: كَحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «يَا مُعَاذُ إِنِّي أُحِبُّكَ، فَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»، تَسْلَسَلَ لَنَا بِقَوْلِ كُلِّ مِنْ رَوَاتِهِ: «وَأَنَا أُحِبُّكَ فَقُلْ».

وَالْمُسْلَسَلُ بِهِمَا مَعًا: حَدِيثُ أَنَسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلُوهُ وَمُرِّهِ، وَقَبْضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِحْيَتِهِ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلُوهُ وَمُرِّهِ»، وَكَذَا كُلُّ رَاٍ مِنْ رَوَاتِهِ.

وَالْمُسْلَسَلُ بِصِفَاتِهِمُ الْقَوْلِيَّةِ: كَالْمُسْلَسَلِ بِقِرَاءَةِ سُورَةِ الصَّافِّ، وَنَحْوِهِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَصِفَاتُ الرُّوَاةِ الْقَوْلِيَّةِ وَأَحْوَالُهُمُ الْقَوْلِيَّةُ مُتَقَارِبَةٌ بَلْ مُتَمَاثِلَةٌ. (و) الْمُسْلَسَلُ بِصِفَاتِهِمُ الْفِعْلِيَّةِ، (كَاتِّفَاقِ أَسْبَاءِ الرُّوَاةِ)، كَالْمُسْلَسَلِ

[রাবী প্রশিক্ষণ]

"আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিনে জমিন সৃষ্টি করেছেন।" —এই হাদিস।

সুতরাং, আমাদের কাছে এর সূত্র পরস্পরাগত হয়েছে যে, এর প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার বর্ণনাদাতার হাতের সাথে হাত মিলিয়ে (হাদিস বর্ণনা করেছেন)।

(এবং এর মধ্যে গণনা করে) এবং তা হলো “আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ...” শেষ পর্যন্ত এই হাদিস। এটি প্রত্যেক রাবীর হাতে পাঁচটি শব্দের পর সূত্রবদ্ধ (মুসালসাল)। অনুরূপভাবে মুসাফাহার মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ হাদিস (মুসালসাল বিল-মুসাফাহা), এবং হাত ধরে (বর্ণিত হাদিস), এবং রাবীর মাথার উপর হাত রেখে (বর্ণিত হাদিস)।

এবং তাদের বাচনিক অবস্থা দ্বারা সূত্রবদ্ধ (মুসালসাল বিল-আহওয়ালিল ক্বাওলিইয়্যাহ): যেমন মু'আয ইবন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস, যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন: “হে মু'আয, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং প্রত্যেক সালাতের শেষে বলো: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিকর, আপনার শুকর এবং আপনার উত্তম ইবাদতের উপর সাহায্য করুন।” আমাদের কাছে এটি তার প্রতিটি রাবীর এই কথা দ্বারা সূত্রবদ্ধ হয়েছে যে: “এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমি বলো।”

এবং উভয়টি (বাচনিক ও কর্মগত) দ্বারা একত্রে সূত্রবদ্ধ (মুসালসাল বিহিমা মা'আন): আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বান্দা ঈমানের মিষ্টতা পাবে না, যতক্ষণ না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে—তার ভালো-মন্দ, তার মধুর ও তিক্ত উভয়টার প্রতি।” আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাড়ি ধরলেন এবং বললেন: “আমি তাকদীরের প্রতি ঈমান এনেছি—তার ভালো-মন্দ, তার মধুর ও তিক্ত উভয়টার প্রতি।” অনুরূপভাবে এর প্রতিটি রাবীও (তা করেছেন)।

এবং তাদের বাচনিক গুণাবলী দ্বারা সূত্রবদ্ধ (মুসালসাল বিসিফাতিল ক্বাওলিইয়্যাহ): যেমন সূরা আস-সাফ পাঠের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ হাদিস (মুসালসাল বিক্বিরাআতি সূরাতিস সাফ), এবং এর অনুরূপ।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: আর বর্ণনাকারীদের বাচনিক গুণাবলী এবং তাদের বাচনিক অবস্থা কাছাকাছি, বরং অভিন্ন।

(এবং) তাদের কর্মগত গুণাবলী দ্বারা সূত্রবদ্ধ (মুসালসাল বিসিফাতিল ফি'লিয়্যাহ), (যেমন রাবীদের নামের মিল থাকা), যেমন সূত্রবদ্ধ (মুসালসাল)

-

[تدريب الراوي]

بِالْمُحَدِّثِينَ، (أَوْ صِفَاتِهِمْ أَوْ نِسْبَتِهِمْ) .

فَالثَّانِي: (كَحَادِيثِ رَوَيْنَاهَا كُلُّ رَجَالِهَا دَمَشْقِيِّونَ) ، أَوْ مِصْرِيِّونَ، أَوْ كُوفِيِّونَ، أَوْ عِرَاقِيِّونَ.

(وَالْأَوَّلُ (كَمُسْلَسِلِ الْفُقَهَاءِ) مُطْلَقًا، أَوْ الشَّافِعِيِّينَ، أَوْ الْحَفَظِ، أَوْ النُّحَاةِ، أَوْ الْكُتَّابِ، أَوْ الشُّعْرَاءِ، أَوْ الْمُعَبِّرِينَ.

(وَصِفَاتُ الرِّوَايَةِ) الْمُتَعَلِّقَةُ بِصِيغِ الْأَدَاءِ (كَالْمُسْلَسِلِ بِسَبْعَتْ) فَلَانًا، (أَوْ أَخْبَرَنَا فَلَانٌ، أَوْ أَخْبَرَنَا فَلَانٌ وَاللَّهِ) ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَبْعَتْ فَلَانًا يَقُولُ ذَلِكَ، كُلُّ رَاوٍ مِنْهُمْ. وَالْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّمَانِ، كَالْمُسْلَسِلِ بِرِوَايَتِهِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَقِصِّ الْأَطْفَالِ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَبِالْمَكَانِ كَالْمُسْلَسِلِ بِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ فِي الْمُتَزَمِ.

وَقَدْ جَمَعْتُ كِتَابًا فِيهَا وَقَعَ فِي سَمَاعَاتِي مِنَ الْمُسْلَسَلَاتِ بِأَسَانِيدِهَا، وَجَمَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا.

(وَأَفْضَلُهُ مَا دَلَّ عَلَى الْإِتِّصَالِ) فِي السَّمَاعِ، وَعَدَمِ التَّدْلِيلِ.

(وَمِنْ فَوَائِدِهِ) اشْتِمَالُهُ عَلَى (زِيَادَةِ الضَّبْطِ) مِنَ الرُّوَاةِ.

-

[তারিখ আর-রাউই]

মুহাম্মাদগণ দ্বারা, (অথবা তাদের গুণাবলী দ্বারা অথবা তাদের বংশ/পরিচয় দ্বারা)।

সুতরাং দ্বিতীয়টি: (যেমন এমন হাদিসসমূহ যা আমরা বর্ণনা করেছি যার সকল বর্ণনাকারী দামেস্কবাসী), অথবা মিশরীয়, অথবা কুফাবাসী, অথবা ইরাকী।

(এবং) প্রথমটি (যেমন ফকীহগণের মুসালসাল) নিরঙ্কুশভাবে, অথবা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীগণের, অথবা হাফিযগণের, অথবা ব্যাকরণবিদগণের, অথবা লেখকগণের, অথবা কবিগণের, অথবা দীর্ঘজীবীগণের।

(এবং বর্ণনার গুণাবলী) যা বর্ণনার পদ্ধতিসমূহের সাথে সম্পর্কিত (যেমন মুসালসাল বি-সামি'তু - আমি অমুককে শুনেছি), (অথবা আখবারানা ফুলান - অমুক আমাদের অবহিত করেছেন, অথবা আখবারানা ফুলান ওয়াল্লাহি - অমুক আমাদের অবহিত করেছেন, আল্লাহর শপথ), অথবা আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি অমুককে বলতে শুনেছি, তাদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী দ্বারা।

এবং যা সময়ের সাথে সম্পর্কিত, যেমন ঈদুল ফিতরের দিনে তার বর্ণনা দ্বারা মুসালসাল, এবং বৃহস্পতিবার নখ কাটা দ্বারা, এবং অনুরূপ।

এবং স্থানের সাথে সম্পর্কিত যেমন মুলতায়ামে দু'আ কবুল হওয়া দ্বারা মুসালসাল।

আর আমি আমার শ্রুত মুসালসাল হাদিসসমূহকে কেন্দ্র করে তার সনদসমূহ সহ একটি কিতাব সংকলন করেছি, এবং মানুষ এ বিষয়ে অনেক সংকলন করেছে।

(এবং এর সর্বোত্তম হলো যা শ্রবণে নিরবচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত দেয়) এবং তাদলিস না থাকা।

(এবং এর উপকারিতাগুলোর মধ্যে) বর্ণনাকারীদের থেকে (ضبطের অতিরিক্ততা) অন্তর্ভুক্ত থাকা।

(ص: 643) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النُّوعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ:

نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ. هُوَ فَنٌّ مُهِمٌّ صَعْبٌ، وَكَانَ لِلشَّافِعِيِّ فِيهِ يَدٌ طَوِيلَةٌ وَسَابِقَةٌ أُولَى، وَأَدْخَلَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لِخَفَاءِ مَعْنَاهُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ النَّسْخَ رَفَعَ الشَّارِعُ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرٌ؛ فَبْنَاهُ مَا عُرِفَ بِتَصْرِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُودَهَا»، وَمِنْهُ مَا عُرِفَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»، وَمِنْهُ مَا عُرِفَ بِالتَّأْرِيخِ، وَمِنْهُ مَا عُرِفَ بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ كَحَدِيثِ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ لَكِنْ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخٍ.

[تدريب الراوي]

(وَقَلَّمَ يَسْلَمُ عَنْ خَلَلٍ فِي التَّسْلُسِ، وَقَدْ يَنْقَطِعُ تَسْلُسُهُ فِي وَسْطِهِ) ، أَوْ أَوَّلِهِ، أَوْ آخِرِهِ، (كَمُسْلَسٍ أَوَّلِ حَدِيثٍ سَبْعَتُهُ) ، وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ» .

فَإِنَّهُ انْتَهَى فِيهِ التَّسْلُسُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَانْقَطَعَ فِي سَمَاعِ سُفْيَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، وَانْقَطَعَ فِي سَمَاعِ عَمْرٍو مِنْ أَبِي قَابُوسَ، وَفِي سَمَاعِ أَبِي قَابُوسَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِي سَمَاعِ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ فِيهِ) .

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ كَامِلَ السَّلْسَلَةِ فَوَهَمَ فِيهِ.
فَأَيَّدَهُ

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مِنْ أَصْلَحِ مُسْلَسٍ يُرَوَّى فِي الدُّنْيَا الْمُسْلَسُ بِقِرَاءَةِ سُورَةِ الصَّفِّ.
قُلْتُ: وَالْمُسْلَسُ بِالْحِفَافِ، وَالْفُقَهَاءُ أَيْضًا.
بَلْ ذَكَرَ فِي " شَرْحِ النُّخْبَةِ " أَنَّ الْمُسْلَسَ بِالْحِفَافِ مِمَّا يُفِيدُ الْعِلْمَ الْقُطْعِيَّ.

[النَّوعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ]

(النَّوعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ) : (نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ، وَهُوَ فَنٌّ مُهِمٌّ) .

فَقَدْ مَرَّ عَلَى عَلِيِّ قَاصٍّ، فَقَالَ: تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ:

চৌত্রিশতম প্রকার:

হাদীসের নাসিখ ও মানসুখ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন শাস্ত্র। ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর এ বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কিছু হাদীসবিদ এর অর্থগত অস্পষ্টতার কারণে এর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়কেও এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তবে নির্বাচিত মত হলো, নাসিখ (রহিতকরণ) হলো শরীয়তপ্রণেতা কর্তৃক তাঁর পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে তাঁরই পরবর্তী কোনো বিধান দ্বারা তুলে দেওয়া। এর কিছু জানা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা: «আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো», এবং এর কিছু জানা যায় সাহাবীর উক্তি দ্বারা: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ দুটি বিষয় ছিল আগুন স্পর্শ করা জিনিস থেকে অযু না

করা», এবং এর কিছু জানা যায় তারিখ দ্বারা। এর কিছু জানা যায় ইজমার (ঐকমত্যের) ইঙ্গিত দ্বারা, যেমন চতুর্থবার মদ পানকারীকে হত্যার হাদীস। ইজমা নিজে নাসিখও নয়, মানসুখও নয়, তবে এটি নাসিখের উপর প্রমাণ করে।

-

[তাদরীবুর রাবী]

(এবং এর ধারাবাহিকতা খুব কমই ত্রুটিমুক্ত থাকে, এবং এর ধারাবাহিকতা মাঝখানে) অথবা শুরুতে, অথবা শেষে ছিন্ন হতে পারে, (যেমন ‘আমি যে প্রথম হাদীসটি শুনেছি’ এর ধারাবাহিকতা), আর এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর হাদীস: «দয়ালুদের প্রতি দয়া করেন পরম দয়ালু»।

কারণ এর ধারাবাহিকতা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এবং সুফিয়ানের আমর ইবনে দীনার থেকে শ্রবণে এটি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, এবং আমরের আবু কাবুস থেকে শ্রবণে এটি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, এবং আবু কাবুসের আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে শ্রবণে, এবং আবদুল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণেও (এ বিষয়ে যা সহীহ, সেই মতে)।

কিছু লোক এটিকে সম্পূর্ণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন এবং তারা এতে ভুল করেছেন।

ফায়দা

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: দুনিয়াতে বর্ণিত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক (মুসালসাল) হাদীস হলো সূরা আস-সাফ পাঠের ধারাবাহিকতা সহকারে বর্ণিত হাদীস।

আমি বলি: এবং হাফেজ ও ফকীহদের দ্বারা বর্ণিত ধারাবাহিক (মুসালসাল) হাদীসও।

বরং তিনি "শারহুন নুখবা"-তে উল্লেখ করেছেন যে, হাফেজদের দ্বারা বর্ণিত ধারাবাহিক (মুসালসাল) হাদীস সেইসবের অন্তর্ভুক্ত যা নিশ্চিত জ্ঞান দেয়।

[চৌত্রিশতম প্রকার: হাদীসের নাসিখ ও মানসুখ]

(চৌত্রিশতম প্রকার): (হাদীসের নাসিখ ও মানসুখ, এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র)।

একদা একজন কিসসাকার (উপদেশদাতা) আলী (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি (আলী) বললেন: তুমি কি নাসিখকে মানসুখ থেকে চিনতে পারো? লোকটি বলল: না। তখন তিনি বললেন:

[تدريب الراوي]

هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ؛ أَسْنَدَهُ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ، وَأَسْنَدَ نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَأَسْنَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنَّمَا يُفْتِي مَنْ عَرَفَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ،
قَالُوا: وَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ، عُمَرُ.

(صَعْبٌ) فَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ
الْحَدِيثِ مِنْ مَنْسُوخِهِ.

(وَكَانَ لِلشَّافِعِيِّ فِيهِ يَدٌ طَوِيلٌ، وَسَابِقَةٌ أُولَى)؛ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لِابْنِ وَارَةَ وَقَدْ
قَدِمَ مِنْ مِصْرَ: كَتَبْتَ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَزَطْتَ، مَا عَلِمْنَا الْمُجْمَلَ مِنْ
الْمُفَسِّرِ، وَلَا نَاسِخَ الْحَدِيثِ مِنْ مَنْسُوخِهِ حَتَّى جَالَسْنَا الشَّافِعِيَّ.
(وَأَدْخَلَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ) مِمَّنْ صَنَّفَ فِيهِ (مَا لَيْسَ مِنْهُ لِخَفَاءٍ مَعْنَاهُ) أَيِ
النَّسْخِ وَشَرْطِهِ.

(وَالْمُخْتَارُ) فِي حَدِّهِ (أَنَّ النَّسْخَ رَفَعُ الشَّارِعِ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرُ).
فَالْمُرَادُ بِرَفْعِ الْحُكْمِ قَطْعُ تَعَلُّقِهِ عَنِ الْمُكَلِّفِينَ، وَاحْتِرَازَ بِهِ عَنْ بَيَانِ الْمُجْمَلِ،
وَبِإِضَافَتِهِ لِلشَّارِعِ عَنْ إِخْبَارِ بَعْضِ مَنْ شَاهَدَ النَّسْخَ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ
نَسْخًا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ التَّكْلِيفُ بِهِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا بِإِخْبَارِهِ.

[তাদরীবুর রাবী]

তুমি ধ্বংস হয়েছো এবং অন্যদেরও ধ্বংস করেছো; আল-হাযিমী তাঁর কিতাবে এটি সনদসহ
বর্ণনা করেছেন, এবং ইবনে আক্বাস (রা.) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এবং হুয়াইফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন: ফতোয়া কেবল সেই দিতে পারে যে নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসুখ (রহিতকৃত বিধান) সম্পর্কে জানে। তারা বলল: কে জানে তা? তিনি বললেন: উমর (রা.)।

(কঠিন) আমরা যুহরি (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছি যে তিনি বলেছেন: ফকীহদের জন্য হাদীসের নাসিখ (রহিতকারী) থেকে মানসুখ (রহিতকৃত বিধান) চিনতে পারা কঠিন ও অক্ষমকারী বিষয়।

(এবং এই বিষয়ে শাফিয়ী (রহ.)-এর ছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অগ্রণী ভূমিকা); ইমাম আহমদ (রহ.) ইবনে ওয়ারাকে বলেছিলেন যখন তিনি মিশর থেকে এসেছিলেন: তুমি কি শাফিয়ী (রহ.)-এর কিতাবাদি লিখেছো? তিনি বললেন: না। (ইমাম আহমদ) বললেন: তুমি তো ত্রুটি করেছো! আমরা মুজমাল (অস্পষ্ট) থেকে মুফাস্সার (সুস্পষ্ট) চিনতে পারিনি, এবং হাদীসের নাসিখ (রহিতকারী) থেকে মানসুখ (রহিতকৃত বিধান) চিনতে পারিনি, যতক্ষণ না আমরা শাফিয়ী (রহ.)-এর মজলিসে বসেছি।

(এবং এতে কিছু আহলে হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন) যারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন (এমন বিষয় যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, এর অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার কারণে), অর্থাৎ নসখ (রহিতকরণ) এবং তার শর্তাবলির (অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার কারণে)।

(এবং এর সংজ্ঞায় নির্বাচিত মত হল) (যে, নসখ হল শারী' (বিধানদাতা)-এর পক্ষ থেকে তাঁরই পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে তাঁরই পরবর্তী কোনো বিধান দ্বারা তুলে নেওয়া)।

সুতরাং, 'বিধান তুলে নেওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুকাল্লাফীন (শরী'আতের বিধান পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ) থেকে এর সম্পর্ক ছিন্ন করা। এর মাধ্যমে মুজমাল (অস্পষ্ট)-এর ব্যাখ্যা থেকে পার্থক্য করা হয়েছে। এবং এটিকে শারী'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করার মাধ্যমে এমন সাহাবীদের বর্ণনা থেকে পার্থক্য করা হয়েছে যারা নসখ প্রত্যক্ষ করেছেন; কারণ (সাহাবীদের) সেই বর্ণনা নসখ হবে না, যদিও পূর্ব থেকে যার কাছে (আসল বিধান) পৌঁছেনি, তার জন্য সেটির দায়িত্ব কেবলমাত্র শারী'-এর জানানোর মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

وَبِالْحُكْمِ عَنْ رَفْعِ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُسَيِّ نَسْخًا.
وَبِالتَّقْدِيمِ عَنِ التَّخْصِصِ الْمُتَّصِلِ بِالتَّكْلِيفِ، كَالِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ.
وَبِقَوْلِنَا: بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأَخِّرٍ، عَنْ رَفْعِ الْحُكْمِ بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ، أَوْ زَوَالِ تَكْلِيفِهِ بِجُنُونٍ
وَنَحْوِهِ، وَعَنِ انْتِهَائِهِ بِانْتِهَاءِ الْوَقْتِ.
كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ مُلَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» ؛
فَالصَّوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَيْسَ نَسْخًا.
(فَبِنُهُ مَا عُرِفَ) النَّسْخُ فِيهِ (بِتَضَرُّيْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، كَ)
«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا» (، «وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ» ، الْحَدِيثُ، أَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ.
(وَمِنْهُ مَا عُرِفَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: كَ «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ») رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرٍ.
وَكَقَوْلِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ: «كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْغُسْلِ» .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

রাবীর প্রশিক্ষণ

এবং মৌলিক বৈধতার বিধান (ইবাহাতুল আসলিয়াহ) অপসারণের হুকুম দ্বারা (যা হয়), তবে এটিকে নসখ বলা হয় না।

এবং তাকলীফ (শর'ঈ দায়িত্ব)-এর সাথে সংযুক্ত তাখসীস (নির্দিষ্টকরণ)-এর অগ্রবর্তিতা দ্বারা, যেমন ইস্তিসনা (ব্যতিক্রম) এবং এ জাতীয় বিষয়।

এবং আমাদের এই উক্তি দ্বারা: 'তাঁর থেকে আসা একটি পরবর্তী হুকুম দ্বারা', মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)-এর মৃত্যুর কারণে হুকুমের বিলোপ, অথবা পাগল হয়ে যাওয়া বা এ জাতীয় কারণে তার দায়িত্বের অবসান, এবং সময় শেষ হওয়ার কারণে তার সমাপ্তি থেকে (নসখকে) আলাদা করা হয়।

যেমন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী: «তোমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হবে, এবং তোমাদের জন্য ইফতার করা অধিক সহায়ক হবে, সুতরাং তোমরা ইফতার করো»; অতএব, সেই দিনের পর রোযা রাখা নসখ নয়।

(অতএব, এর মধ্যে কিছু এমন) যা (নসখ) পরিচিত হয়েছে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে), যেমন (তাঁর বাণী): «আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করো।», «এবং আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যা ইচ্ছে খাও। এবং আমি তোমাদেরকে জুরুফ (বিশেষ পাত্র)-এর ব্যবহার থেকে নিষেধ করেছিলাম», —সম্পূর্ণ হাদীসটি। এটি মুসলিম বুরাইদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

(এবং এর মধ্যে কিছু এমন যা সাহাবীর উক্তি দ্বারা পরিচিত হয়েছে): যেমন «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সর্বশেষ দুটি নির্দেশের একটি ছিল আগুন স্পর্শ করা জিনিস থেকে (খাওয়ার পর) ওয়ু পরিত্যাগ করা।» এটি আবু দাউদ ও নাসাই জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং উবাই ইবনে কা'বের উক্তি যেমন: «ইসলামের শুরুতে, 'পানি থেকে পানি' (অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল) একটি রুখসত (শিথিলতা) ছিল, অতঃপর গোসলের নির্দেশ দেওয়া হয়।» এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন।

(ص: 646) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَشَرَطَ أَهْلُ الْأُصُولِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُخْبَرَ بِتَأْخُرِهِ؛ فَإِنْ قَالَ: هَذَا نَاسِخٌ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ النَّسْخُ، لِحُجُوزِ أَنْ يَقُولَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَإِطْلَاقُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْضَحُ وَأَشْهَرُ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ بِالِاجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ، إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ مَعْرِفَةِ التَّأْرِيخِ، وَالصَّحَابَةُ أَوْعُ مِنْ أَنْ يَحْكُمَ أَحَدٌ مِنْهُمْ

عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِنَسْخٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ تَأْخُرَ النَّاسِخِ عَنْهُ، وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ أَيْضًا.

(وَمِنْهُ مَا عُرِفَ بِالتَّارِيخِ) كَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ»؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ»؛ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَا صَحِبَهُ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرِ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ شَدَّادٍ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ.

(وَمِنْهُ مَا عُرِفَ بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ: كَحَدِيثِ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ)، وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ».

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ.

[তাদরিবুর রাবী]

উসূলবিদগণ এর জন্য এই শর্তারোপ করেছেন যে, (বর্ণনাকারী) সেটির বিলম্বিত হওয়ার সংবাদ দেবে। যদি সে বলে: ‘এটি নাসিখ (রহিতকারী)’, তাহলে এর দ্বারা নসখ (রহিতকরণ) প্রমাণিত হবে না, কারণ (সম্ভাবনা রয়েছে যে) সে ইজতিহাদ (স্বতন্ত্র গবেষণা) এর ভিত্তিতে তা বলেছে।

ইরাকী (রহ.) বলেছেন: আহলে হাদীসের প্রয়োগ অধিকতর স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ। কারণ, ইজতিহাদ (স্বতন্ত্র গবেষণা) ও রায় (মত)-এর মাধ্যমে নসখ (রহিতকরণ) এর দিকে ফেরা যায় না; বরং তারিখ (কালানুক্রম) জানার মাধ্যমেই এর দিকে ফেরা যায়। আর সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এত বেশি পরহেজগার ছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউই কোনো শরঈ হুকুমকে নাসিখের (রহিতকারী বিধানের) পূর্বাপর না জেনে নসখ দ্বারা রদ করতেন না। আর শাফিঈ (রহ.)ও এ বিষয়টি সাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন।

(এবং সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা তারিখ (কালানুক্রম) দ্বারা জানা যায়), যেমন শাদ্দাদ ইবন আওস (রা.) থেকে মারফু' (নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন) হাদীস: «সিঙ্গা লাগানেওয়ালা এবং যার সিঙ্গা লাগানো হলো, উভয়ের রোজা ভেঙে গেছে»; এটি আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

শাফিঈ (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, এটি ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীস দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়েছে: «নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ও রোজা রেখে সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন»; এটি মুসলিম সংকলন করেছেন। কারণ, ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তো তাঁর (নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে বিদায় হজ্জের সময়, দশম হিজরী সালে ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আর শাদ্দাদ (রা.)-এর হাদীসের কোনো কোনো সূত্রে এসেছে: সেটি অষ্টম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের সময়কালে ছিল।

(এবং সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা ইজমা' (ঐক্যমত)-এর ইঙ্গিত দ্বারা পরিচিত): যেমন চতুর্থবারে মদ্যপানকারীকে হত্যা করার হাদীস; আর এটিই মু'আবিয়া (রা.)-এর হাদীস থেকে আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন: «যে মদ পান করবে, তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি সে চতুর্থবারে (পুনরায়) তা পান করে, তাহলে তাকে হত্যা করো»।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) 'শারহু মুসলিম'-এ বলেছেন: ইজমা' (ঐক্যমত) এর নসখ (রহিতকরণ)-এর উপর প্রমাণ বহন করে।

(ص: 647) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَإِنْ كَانَ ابْنُ حَزْمٍ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَخِلَافُ الظَّاهِرِيَّةِ لَا يَقْدَحُ فِي الْجَمَاعِ.
نَعَمْ: وَرَدَ نَسْخُهُ فِي السُّنَّةِ أَيْضًا، كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ» .
 قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا.
 قَالَ: فَرَفَعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُحْصَةً. انْتَهَى.
 وَمَا عَلَّقَهُ التِّرْمِذِيُّ أَسَنَدَهُ الْبَزَّازُ فِي مُسْنَدِهِ.
 وَقَبِيصَةُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الصَّحَابَةِ وَقَالَ: وَلِدَ أَوَّلَ سَنَةٍ مِنَ الْهَجْرَةِ، وَقِيلَ عَامَ الْفَتْحِ.
 فَالْبِثَالُ الصَّحِيحُ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا حَاجِبِينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ» .
 قَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا.

[তাদরিব আল-রাবী]

যদিচ ইবনু হাযম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তবে যাহিরিয়াদের ভিন্নমত ইজমা'কে প্রশ্নবিদ্ধ করে না।

হ্যাঁ: এর রহিতকরণ সুন্নাহতেও বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি তিরমিযী উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনায়, মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির থেকে, জাবির (রা.) থেকে: নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «যদি সে মদ পান করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত করো। আর যদি চতুর্থবার পান করে, তবে তাকে হত্যা করো।» অতঃপর এর পরে এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলো, যে চতুর্থবার মদ পান করেছিল; তখন তিনি তাকে প্রহার করলেন, কিন্তু হত্যা করেননি।

তিনি (তিরমিযী) বলেছেন: অনুরূপভাবে যুহরীও ক্বাবীসাহ ইবনু যু'আইব থেকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ধরনেরই বর্ণনা করেছেন।

তিনি (তিরমিযী) বলেছেন: অতঃপর হত্যার বিধান রহিত করা হয়েছিল এবং এটি ছিল একটি রুখসাত (বিশেষ অনুমোদন/উপশম)। [সমাপ্ত]।

এবং যা তিরমিযী তালীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তা বায্যার তাঁর মুসনাদে পূর্ণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

আর ক্বাবীসাহকে ইবনু আদিল-বার সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: ‘তিনি হিজরতের প্রথম বছরে জন্মগ্রহণ করেন,’ এবং বলা হয়েছে ‘মক্কা বিজয়ের বছর’।

সুতরাং এর সঠিক উদাহরণ হলো যা তিরমিযী জাবির (রা.)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্ব করেছি, অতঃপর আমরা নারীদের পক্ষ থেকে তালবিয়াহ পড়তাম এবং শিশুদের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করতাম»।

তিরমিযী বলেছেন: আহলুল ইলম (জ্ঞানীরা) ইজমা‘ করেছেন যে, নারীর পক্ষ থেকে অন্য কেউ তালবিয়াহ পাঠ করবে না।

(ص: 648) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النُّوعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ:

مَعْرِفَةُ الْمُصَحِّفِ: هُوَ فَنٌّ جَلِيلٌ وَإِنَّمَا يُحَقِّقُهُ الْحَذَّاقُ، وَالِدَّارِقُطْنِيُّ مِنْهُمْ، وَلَهُ فِيهِ تَصْنِيفٌ مُفِيدٌ، وَيَكُونُ تَصْحِيفٌ لَفْظٌ وَبَصَرٌ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ؛ فَمِنَ الْإِسْنَادِ الْعَوَامُّ بَنُ مَرَّاجِمٍ " بِالرَّاءِ وَالْجِيمِ " صَحَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ؛ فَقَالَهُ بِالرَّايِ وَالْحَاءِ، وَمِنَ الثَّانِي حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ» أَيِ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ يُصَلِّي فِيهَا، صَحَّفَهُ ابْنُ لَهْيَعَةَ؛ فَقَالَ: اخْتَجَمَ. وَحَدِيثُ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» صَحَّفَهُ الصُّوِّيُّ فَقَالَ: شَيْئًا بِالْمُعْجَمَةِ، وَيَكُونُ تَصْحِيفٌ سَبْعَ كَحَدِيثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، رَوَاهُ بَعْضُهُمْ؛ فَقَالَ: وَاصِلُ الْأَحْدَبِ، وَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى: نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ، نَحْنُ مِنْ عَنْزَةِ صَلَّى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[تدريب الراوي]

ثُمَّ الْحَدِيثُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالنَّسخِ بِإِلْجَمَاعٍ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ، إِلَّا إِذَا عُرِفَ صِحَّتُهُ؛ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَلَطَ، صَرَّحَ بِهِ الصَّيْرَفِيُّ.
(وَالْإِجْمَاعُ لَا يُنسخُ) أَيُّ لَا يَنْسَخُهُ شَيْءٌ، (وَلَا يَنْسَخُ) هُوَ غَيْرُهُ، (وَلَكِنْ يَدُلُّ عَلَى نَاسِخٍ) أَيُّ عَلَى وُجُودِ نَاسِخٍ غَيْرِهِ.

[النَّوعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ مَعْرِفَةُ الْمُصْحَفِ]

(النَّوعُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ الْمُصْحَفِ: هُوَ فَنٌّ جَلِيلٌ) مُهِمٌّ، (وَإِنَّمَا يُحَقِّقُهُ الْحَذَّاقُ) مِنَ الْحَفَاطِ، (وَالدَّارِقُطْنِيُّ مِنْهُمْ، وَلَهُ فِيهِ تَصْنِيفٌ مُفِيدٌ)، وَكَذَلِكَ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ.
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يُعْرِى عَنِ الْخَطَأِ وَالتَّضْحِيفِ.
(وَيَكُونُ تَضْحِيفٌ لَفْظٌ)، وَيُقَابِلُهُ تَضْحِيفُ الْمَعْنَى، (وَبَصَرٌ) وَمُقَابِلُهُ تَضْحِيفُ السَّعِ.
وَيَكُونُ (فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، فَمِنْ) التَّضْحِيفِ فِي (الْإِسْنَادِ الْعَوَامُ بُنُ مَرَّاجِمٍ، بِالرَّاءِ وَالْجِيمِ، صَحَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَالَهُ) مُزَاجِمٍ (بِالزَّايِ وَالْحَاءِ).

পঁয়ত্রিশতম প্রকার:

মুসাহহাফের (বিকৃত পাঠের) জ্ঞান: এটি একটি মহৎ শাস্ত্র, যা কেবল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই আয়ত্ত করতে পারেন, এবং দারা কুতনী তাঁদের অন্যতম, এ বিষয়ে তাঁর একটি উপকারী রচনা রয়েছে। তাসহিফ (বিকৃতি) শাব্দিক বা চাক্ষুষ হতে পারে, যা ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র) ও মাতন (মূল পাঠ) উভয় ক্ষেত্রেই ঘটে। ইসনাদের ক্ষেত্রে: আল-আওয়াম ইবনু মুরা জিম "রা ও জিম অক্ষর দিয়ে" [নামটি] ইবনু মাজীন ভুল পাঠ করে "যা ও হা অক্ষর দিয়ে" [মুজাহিম] বলেছেন।
দ্বিতীয়টির (মাতনের) ক্ষেত্রে: যায়দ ইবনু সাবিতের হাদীস « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَرَ » (অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একটি চাটাই বা অনুরূপ কিছু দিয়ে একটি কক্ষ তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন), ইবনু লাহিআহ এটি ভুল পাঠ করে বলেছেন: اخْتَجَمَ (তিনি শিঙা লাগিয়েছিলেন)।
এবং হাদীস « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ » (যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করলো এবং শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম দ্বারা তাকে অনুসরণ করলো) আস-সুলী এটি ভুল পাঠ করে شَيْئًا

(শাই'আন) বলেছেন, যা 'শিন' অক্ষর দিয়ে। এবং তাসহিফ শ্রুতিগতও হতে পারে, যেমন আসিম আল-আহওয়াল থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে, কিছু রাবী এটি বর্ণনা করে ওয়াসিল আল-আহদাব বলেছেন। এবং তা অর্থগতও হতে পারে, যেমন মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্নার উক্তি: আমরা এমন এক জাতি যাদের সম্মান রয়েছে, আমরা আনাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছেন।

-

[তাদরীবুর রাবী]

অতঃপর, কোন হাদীসের আমল পরিত্যাগ করার ইজমার মাধ্যমে তার উপর নাসখ (রহিতকরণ)-এর হুকুম দেওয়া যাবে না, যদি না তার বিশুদ্ধতা জ্ঞাত হয়; অন্যথায়, এটি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সাযরাফী এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

(এবং ইজমা নাসখ হয় না) অর্থাৎ, কোন কিছু একে নাসখ করে না, (এবং ইজমা) অন্য কিছুকে নাসখ করে না, (বরং তা নাসিখের ইঙ্গিত দেয়) অর্থাৎ, এর বাইরে অন্য কোন নাসিখের অস্তিত্বের উপর।

[পঁয়ত্রিশতম প্রকার: মুসাহহাফের জ্ঞান]

(পঁয়ত্রিশতম প্রকার: মুসাহহাফের জ্ঞান: এটি একটি মহৎ শাস্ত্র) গুরুত্বপূর্ণ, (এবং এটি কেবল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই আয়ত্ত করেন) হাফিযগণের মধ্যে, (এবং দারা কুতনী তাঁদের অন্যতম, এ বিষয়ে তাঁর একটি উপকারী রচনা রয়েছে), এবং আবু আহমাদ আল-আসকারীও অনুরূপ। আহমাদ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন: ভুল ও তাসহিফ থেকে কে মুক্ত?

(এবং তাসহিফ শাব্দিক হয়), এর বিপরীতে রয়েছে অর্থগত তাসহিফ, (এবং চাক্ষুষ) এর বিপরীতে রয়েছে শ্রুতিগত তাসহিফ।

এবং তা (ইসনাদ ও মাতনে) হয়, ইসনাদের তাসহিফের মধ্যে রয়েছে আল-আওয়াম ইবনু মুরা জিম, 'রা' ও 'জিম' অক্ষর দিয়ে, ইবনু মাদ্দিন এটি ভুল পাঠ করে মুজাহিম (যা 'যা' ও 'হা' অক্ষর দিয়ে) বলেছেন।

[تدريب الراوي]

وَعُتْبَةُ ابْنُ النُّدَرِ، بِالنُّونِ الْمُضْمُومَةِ وَالْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ، صَحَّفَهُ ابْنُ جَرِيرٍ
الطَّبْرِيُّ بِالْمَوْحَدَةِ وَالْمُعْجَمَةِ.

(وَمِنَ الثَّانِي) أَيِ التَّضْحِيفِ فِي الْمَتْنِ، (حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ احْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ») وَهُوَ بِالرَّاءِ (أَيِ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ، أَوْ نَحْوِهِ يُصَلِّي
فِيهَا؛ صَحَّفَهُ ابْنُ لَهْيَعَةَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الهَاءِ (فَقَالَ: احْتَجَمَ) بِالْبَيْمِ.
(وَحَدِيثُ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَالٍ») بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ
لَفْظِ الْعَدَدِ، (صَحَّفَهُ الصُّوِّيُّ فَقَالَ: شَيْئًا بِالْمُعْجَمَةِ) وَالتَّحْتِيَّةِ.
وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ «تُعِينُ صَانِعًا» بِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ، صَحَّفَهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِالْمُعْجَمَةِ
وَالْتَّحْتِيَّةِ.

وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْخُطْبَ»،
بِالْمُعْجَمَةِ، صَحَّفَهُ وَكَبِعُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وَكَذَا صَحَّفَهُ ابْنُ شَاهِينَ أَيْضًا؛ فَقَالَ بَعْضُ
الْمَلَاحِينِ وَقَدْ سَبَعَهُ: فَكَيْفَ يَا قَوْمُ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ؟ .
وَحَدِيثُ: «أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ»، بِالْبَاءِ التَّحْتِيَّةِ، صَحَّفَهُ أَبُو مُوسَى

[তারাবীর বর্ণনাকারীর প্রশিক্ষণ]

আর উতবাহ ইবনুন-নুদার (النُّدَرِ), নুন (ن) পেশযুক্ত এবং তাশদীদযুক্ত ও ফাতহাযুক্ত
অচিহ্নিত দাল (د) দ্বারা; ইবনু জারীর আত-তাবারী তাকে এক-বিন্দুযুক্ত (বা) এবং বিন্দুযুক্ত
(যা) অক্ষর দ্বারা বিকৃত করেছেন।

আর দ্বিতীয় প্রকারের (অর্থাৎ মতনের মধ্যে বিকৃতির) একটি উদাহরণ হলো, যায়েদ ইবনু
সাবিতের হাদীস: «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একটি ঘের তৈরি
করেছিলেন» (اِحْتَجَرَ)। আর এটি রা (ر) অক্ষর দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ, তিনি চাটাই বা অনুরূপ
কিছু দিয়ে একটি কক্ষ (ঘের) তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন; ইবনু

লাহীয়া — লাম (ل) ফাতহাযুক্ত এবং হা (ه) কাসরাযুক্ত — এটিকে বিকৃত করে বলেছেন: «اَحْتَجَمَ» (অর্থাৎ শিক্ষা লাগিয়েছেন), যা মীম (م) অক্ষর দ্বারা গঠিত।

এবং হাদীস: «যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করলো এবং এর সাথে শাওয়ালের ছয়টি সিয়ামকে অনুসরণ করলো» (سِتًّا), এখানে সংখ্যাবাচক শব্দটি অচিহ্নিত সীন (س) এবং তা (ت) অক্ষর দ্বারা গঠিত; আস-সুলী এটিকে বিকৃত করে বলেছেন: «শাইআন» (شَيْئًا), যা বিন্দুযুক্ত শীন (ش) এবং নিচের বিন্দুযুক্ত ইয়া (ي) অক্ষর দ্বারা গঠিত।

এবং আবু যার (রা)-এর হাদীস: «তুমি একজন কারিগরকে সাহায্য করো» (مَنْعًا), এটি অচিহ্নিত সদ (ص) এবং নুন (ن) অক্ষর দ্বারা গঠিত; হিশাম ইবনু উরওয়াহ এটিকে বিকৃত করে বলেছেন, বিন্দুযুক্ত দদ (ض) এবং নিচের বিন্দুযুক্ত ইয়া (ي) অক্ষর দ্বারা গঠিত (অর্থাৎ مَضًا)।

এবং মু'আবিয়া (রা)-এর হাদীস: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভিষাপ দিয়েছেন যারা খুতবাকে (الْخُطْبَ) টুকরো টুকরো করে», এখানে খুতব শব্দটি খা (خ) অক্ষর দ্বারা গঠিত; ওয়াকী' এটিকে বিকৃত করে অচিহ্নিত হা (ح) ফাতহাযুক্ত দ্বারা (অর্থাৎ الْخُطْبَ) বলেছেন, অনুরূপভাবে ইবনু শাহীনও এটিকে বিকৃত করেছেন; ফলে কিছু নাবিক তা শুনে বললেন: «হে লোকেরা, তাহলে কীভাবে (কাষ্ঠখণ্ড কাটবো), যখন প্রয়োজন তীব্র?»।

এবং হাদীস: «অথবা একটি ছাগল যা ডাকতে থাকে» (تَيْعَرُ), এটি নিচের বিন্দুযুক্ত ইয়া (ي) অক্ষর দ্বারা গঠিত; আবু মূসা এটিকে বিকৃত করেছেন

(ص: 650) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، بِالنُّونِ.

وَصَحَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ: «زُرْ غِبًّا تَزِدُّ حُبًّا»؛ فَقَالَ: «زُرْ غِبًّا تَزِدُّ حُبًّا»، ثُمَّ فَسَّرَهُ بِأَنَّ قَوْمًا كَانُوا لَا يُؤَدُّونَ زَكَاةَ زُرُوعِهِمْ، فَصَارَتْ كُلُّهَا حِنَاءً.

(وَيَكُونُ تَضْحِيفَ سَبْعٍ) بِأَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ وَاللَّقَبُ، أَوْ الْإِسْمُ وَالْأَبُ، عَلَى وَزْنِ
اسْمٍ آخَرَ، وَلَقَبِهِ، أَوْ اسْمٍ آخَرَ وَاسْمٍ أَبِيهِ، وَبِالْحُرُوفِ مُخْتَلِفَةٍ شَكْلًا وَنُطْقًا، فَيَشْتَبِهُ
ذَلِكَ عَلَى السَّمْعِ.

(كَحَدِيثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: وَاصِلُ الْأَحْدَبِ) أَوْ عَكْسُهُ، وَحَدِيثٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، رَوَاهُ شُعْبَةُ فَقَالَ: مَا لِكَ بُنِ عَرْفَطَةَ.

(وَيَكُونُ) التَّضْحِيفُ (فِي الْمَعْنَى كَقَوْلِ) أَبِي مُوسَى (مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى) الْعَنْزِيُّ الْمَلَقَّبُ
بِالزَّمِنِ، أَحَدِ شُيُوخِ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ (نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ، نَحْنُ مِنْ عَنْزَةٍ صَلَّى إِلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنْزَةٍ،
فَتَوَهَّمَهُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى قَبِيلَتِهِمْ؛ وَإِنَّمَا الْعَنْزَةُ هُنَا الْحَرْبَةُ تُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَعْرَابِيِّ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
إِلَى شَاةٍ، صَحَّفَهَا عَنْزَةً، بِسُكُونِ النُّونِ، ثُمَّ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى عَلَى وَهْبِهِ فَأَخْطَأَ مِنْ وَجْهَيْنِ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَبَعَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ التَّحْلِيقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، قَالَ:
مَا حَلَقْتُ رَأْسِي قَبْلَ الصَّلَاةِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً؛ فَهَمَّ مِنْهُ تَحْلِيقُ الرَّأْسِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ
تَحْلِيقُ النَّاسِ حَلَقًا.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَكَثِيرٌ مِنَ التَّضْحِيفِ الْمُنْقُولِ عَنِ الْأَكَابِرِ الْجُلَّةِ لَهُمْ فِيهِ أَعْذَارٌ لَمْ
يُنْقَلْهَا نَاقِلُوهُ.

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না, নূন অক্ষর সহকারে (লিখিত)।

কেউ কেউ হাদীস বিকৃত করে পড়েছেন: «মাঝে মাঝে দেখা করো, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে»;

তখন তারা বলেছেন: «আমাদের শস্য হেনা (মেহেদি) বৃদ্ধি করে», এরপর এর ব্যাখ্যা

দিয়েছেন যে, এক সম্প্রদায় তাদের ফসলের যাকাত আদায় করতো না, ফলে তাদের সকল

শস্য মেহেদি হয়ে গিয়েছিল।

(এবং শ্রুতিগত বিকৃতি হতে পারে) এইভাবে যে, নাম ও উপাধি, অথবা নাম ও পিতার নাম, অন্য কোনো নাম ও উপাধি কিংবা অন্য কোনো নাম ও তার পিতার নামের একই ওজনের হয়, অথচ অক্ষরগুলো আকৃতি ও উচ্চারণে ভিন্ন হয়, তখন শ্রবণে তা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

(যেমন: আ'সিম আল-আহওয়াল থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, যা কেউ কেউ বর্ণনা করে বলেছেন: ওয়াসিল আল-আহদাব) অথবা এর উল্টো, এবং খালিদ ইবনুল আলকামা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস, যা শু'বা বর্ণনা করে বলেছেন: মালিক ইবনু আরফাতা।

(এবং বিকৃতি) অর্থগত (হতে পারে, যেমন) আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আল-আনযী (যিনি আয-যামিন নামে পরিচিত এবং ছয় ইমামের অন্যতম শাইখ ছিলেন) এর উক্তি: (আমরা একটি সম্মানিত জাতি, আমরা আনাজা গোত্রের লোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন)। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আনযা'র (ছোট বর্শা) দিকে সালাত আদায় করেছেন, কিন্তু তিনি ভুল বুঝেছিলেন যে, তিনি তাদের গোত্রের দিকে সালাত আদায় করেছেন; অথচ এখানে 'আনযা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ছোট বর্শা যা তাঁর সামনে স্থাপন করা হতো।

এর চেয়েও বিস্ময়কর হলো যা হাকিম একজন বেদুঈন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, সে দাবি করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছাগলের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন, সে 'আনযা' (বর্শা)-কে 'আনযা' (নূন সাকিন সহকারে, অর্থাৎ ছাগল) হিসেবে বিকৃত করেছিল, এরপর সে তার ভ্রমের ভিত্তিতে অর্থগতভাবে বর্ণনা করেছে, ফলে সে দুই দিক থেকে ভুল করেছে।

এর মধ্যে একটি হলো এই যে, কেউ কেউ জুমার দিন সালাতের পূর্বে 'তাহলিক' (বৃত্তাকারে বসা) থেকে নিষেধ সংক্রান্ত হাদীস শুনেছেন, তখন তিনি বললেন: "আমি চল্লিশ বছর ধরে সালাতের পূর্বে আমার মাথা কামাইনি।" তিনি এর থেকে মাথার চুল কামানো বুঝেছিলেন, অথচ উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বৃত্তাকারে বসা।

ইবনুল সালাহ বলেছেন: মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ থেকে বর্ণিত অনেক বিকৃতির ক্ষেত্রে তাদের এমন সব ওয়র (যুক্তি) ছিল, যা তাদের বর্ণনাকারীরা উল্লেখ করেননি।

مَعْرِفَةُ مُخْتَلَفِ الْحَدِيثِ وَحُكْمِهِ. هَذَا فَنٌّ مِنْ أَهَمِّ الْأَنْوَاعِ، وَيَضْطَرُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا فَيُؤَفِّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ الْأَثَمَةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ، وَالْأُصُولِيُّونَ الْعَوَاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي، وَصَنَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَلَمْ يَقْصِدْ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِيفَاءَهُ، بَلْ ذَكَرَ جُمْلَةً يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى طَرِيقِهِ، ثُمَّ صَنَّفَ فِيهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَأَتَى بِأَشْيَاءَ حَسَنَةٍ وَأَشْيَاءَ غَيْرِ حَسَنَةٍ، لِكُونَ غَيْرِهَا أَقْوَى وَأَوْلَى، وَتَرَكَ مُعْظَمَ الْمُخْتَلَفِ. وَمَنْ جَمَعَ مَا ذَكَرْنَا لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ إِلَّا النَّادِرُ فِي الْأَحْيَانِ، وَالْمُخْتَلَفُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: يُمَكِّنُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا: فَيَتَعَيَّنُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا. وَالثَّانِي: لَا يُمْكِنُ بَوَاحٍ، فَإِنْ عَلِمْنَا أَحَدَهُمَا نَاسِخًا قَدِّمْنَاهُ، وَإِلَّا عَمِلْنَا بِالرَّاجِحِ كَالْتَرَجِيحِ بِصِفَاتِ الرُّوَاةِ وَكَثَرَتِهِمْ فِي خَمْسِينَ وَجْهًا.

[تدريب الراوي]

تَنْبِيْهُ

قَسَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَذَا النَّوعَ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا غَيَّرَ فِيهِ النَّقْطُ؛ فَهُوَ الْمُصَحَّفُ. وَالْآخَرُ: مَا غَيَّرَ فِيهِ الشَّكْلُ مَعَ بَقَاءِ الْحُرُوفِ، فَهُوَ الْمُحَرَّفُ. فَائِدَةٌ

أُورِدَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ "التَّصْحِيفِ" كُلَّ تَصْحِيفٍ وَقَعَ لِلْعُلَمَاءِ، حَتَّى فِي الْقُرْآنِ. مِنْ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَرَأَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي التَّفْسِيرِ، جَعَلَ السَّفِينَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا هُوَ جَعَلَ السَّقَايَةَ، فَقَالَ: أَنَا وَأَخِي أَبُو بَكْرٍ لَا نَقْرَأُ لِعَاصِمٍ. قَالَ: وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ فِي التَّفْسِيرِ: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: 1]، قَالَهَا: (الم) يَعْنِي كَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ.

[النُّوعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ مَعْرِفَةُ مُخْتَلَفِ الْحَدِيثِ]
 (النُّوعُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ مُخْتَلَفِ الْحَدِيثِ وَحُكْمِهِ: هَذَا فَنٌّ مِنْ أَهَمِّ الْأَنْوَاعِ،
 وَيَضْطَرُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي
 الْمَعْنَى ظَاهِرًا، فَيُؤَفَّقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا)

ছত্রিশতম প্রকার:

মুখতালিফ আল-হাদীস (পরস্পরবিরোধী হাদীস) এর জ্ঞান এবং এর বিধান। এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র, যার জ্ঞান সকল মতবাদের আলেমদের জন্য অপরিহার্য। এটি হলো এমন যে, দুটি হাদীস বাহ্যত অর্থে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, তখন সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় অথবা একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই জ্ঞান কেবল সেসব ইমামদের জন্য পরিপূর্ণ হয় যারা হাদীস ও ফিকহের সমন্বয় করেন, এবং উসুলবিদদের জন্য যারা অর্থের গভীরে প্রবেশ করেন। ইমাম শাফেঈ রহ. এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তবে তিনি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে চাননি, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন; বরং তিনি এমন কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে এর পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করা যায়। এরপর ইবন কুতায়বা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি কিছু উত্তম বিষয় এবং কিছু অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিষয় উপস্থাপন করেছেন, কারণ সেগুলোর চেয়ে অন্যগুলো অধিক শক্তিশালী ও অগ্রাধিকারযোগ্য। এবং তিনি অধিকাংশ মুখতালিফ হাদীস উল্লেখ করেননি।

এবং যে ব্যক্তি আমরা যা উল্লেখ করেছি তা একত্রিত করবে, মাঝে মাঝে বিরল ছাড়া তার উপর কোনো সমস্যা থাকবে না। এবং মুখতালিফ (পরস্পরবিরোধী) দুই প্রকার: প্রথমত: যেগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব; এক্ষেত্রে উভয়টির উপর আমল করা নির্ধারিত ও ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত: যেগুলোর মধ্যে কোনোভাবেই সমন্বয় সম্ভব নয়। যদি আমরা সেগুলোর মধ্যে একটিকে 'নাসিখ' (রহিতকারী) বলে জানি, তবে সেটিকে অগ্রাধিকার দেবো, অন্যথায়, আমরা 'রাজিব' (প্রাধান্যপ্রাপ্ত)টির উপর আমল করবো, যেমন রাবীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ৫০টি পদ্ধতিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

-

[তাদরীবুর রাবী]

দ্রষ্টব্য

শায়খুল ইসলাম এই প্রকারকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথমত: যেটিতে নুকতা পরিবর্তন করা হয়েছে; সেটি হলো 'মুসাহহাফ' (বর্ণের নুকতার ভুল)।
দ্বিতীয়ত: যেটিতে অক্ষরের আকার বা হরকত (শকল) পরিবর্তন করা হয়েছে, অক্ষরগুলো
অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও; সেটি হলো 'মুহাররাফ' (হরকতের ভুল)।

ফায়দা

দারাকুতনী তাঁর "আত-তাসহীফ" গ্রন্থে আলেমদের কর্তৃক সংঘটিত সকল 'তাসহীফ' (নুকতার ভুল) উল্লেখ করেছেন, এমনকি কুরআনের ক্ষেত্রেও।

তার মধ্যে একটি হলো: উসমান ইবন আবী শায়বা যা বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সঙ্গীদের কাছে তাফসীর পড়ার সময় বললেন, "তিনি তার ভাইয়ের মালপত্রে নৌকা রাখলেন।" তখন তাকে বলা হলো: "আসলে তো এটি 'তিনি সিফায়া (পানপাত্র) রাখলেন' হবে।" তিনি বললেন: "আমি এবং আমার ভাই আবু বকর আসিমের কিরাআত পড়ি না।"

তিনি আরও বললেন, এবং তিনি তাদের কাছে তাফসীরে পড়লেন: "আপনি কি দেখেননি আপনার রব হস্তীবাহিনীর সাথে কেমন আচরণ করেছেন?" [আল-ফীল: ১], তিনি এটি (الم) রূপে পড়লেন, অর্থাৎ সূরা বাকারার শুরু মতো।

[ছত্রিশতম প্রকার: মুখতালিফ আল-হাদীস এর জ্ঞান]

(ছত্রিশতম প্রকার: মুখতালিফ আল-হাদীস (পরস্পরবিরোধী হাদীস) এর জ্ঞান এবং এর বিধান: এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র, যার জ্ঞান সকল মতবাদের আলেমদের জন্য অপরিহার্য। এবং এটি হলো এমন যে, দুটি হাদীস বাহ্যত অর্থে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, তখন সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় অথবা একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।)

(ص: 652) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

فَيَعْمَلُ بِهِ دُونَ الْآخِرِ، (وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ الْأَيْمَةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفَقْهِ،
وَالْأَصُولِيُّونَ الْعَوَاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي) الدَّقِيقَةُ.

(وَصَنَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ) وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ، (وَلَمْ يَقْصِدْ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِيفَاءَهُ)، وَلَا إِفْرَادَهُ بِالتَّأْلِيفِ (بَلْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْهُ) فِي كِتَابِ "الْأُمِّ"، (يُنَبِّئُهُ بِهَا عَلَى طَرِيقِهِ) أَيِ الْجَمْعِ فِي ذَلِكَ.

(ثُمَّ صَنَّفَ فِيهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ، فَأَتَى فِيهِ بِأَشْيَاءَ حَسَنَةٍ، وَأَشْيَاءَ غَيْرِ حَسَنَةٍ) قَصَرَ فِيهَا بَاعُهُ، (لِكُونِ غَيْرِهَا أَوْلَى وَأَقْوَى) مِنْهَا، (وَتَرَكَ مُعْظَمَ الْمُخْتَلِفِ).

ثُمَّ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَالطَّحَاوِيُّ كِتَابَهُ مُشْكِلَ الْأَثَارِ.

وَكَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ كَلَامًا فِيهِ، حَتَّى قَالَ: لَا أَعْرِفُ حَدِيثَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ؛ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بَيْنَهُمَا.

(وَمَنْ جَمَعَ مَا ذَكَرْنَا) مِنَ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالْغُوصِ عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ، (لَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ) مِنْ ذَلِكَ (إِلَّا النَّادِرُ فِي الْأَحْيَانِ، وَالْمُخْتَلِفُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: يُمَكِّنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) بِوَجْهِ صَحِيحٍ، (فَيَتَعَيَّنُ) وَلَا يُصَارُّ إِلَى التَّعَارُضِ وَلَا النَّسْخِ، (وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا).

[তারাবীহুর রাবী]

ফলে সে এর উপর আমল করে, অন্যটির উপর নয়। (এতে কেবল ঐসকল ইমামগণই পূর্ণতা লাভ করেন, যারা হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী এবং ঐসকল উসূলবিদগণ যারা সূক্ষ্ম অর্থ উপলব্ধিতে গভীর জ্ঞানী)।

(এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ গ্রন্থ রচনা করেছেন), আর তিনিই এ বিষয়ে প্রথম আলোচনা করেছেন। (তবে তিনি (রহিমাহুল্লাহ) এর পূর্ণাঙ্গতা সাধন বা) একে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে রচনা করার ইচ্ছা করেননি, (বরং তিনি এর কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন) "আল-উম্ম" গ্রন্থে, (এর মাধ্যমে তিনি তাঁর পদ্ধতির উপর ইঙ্গিত করেছেন), অর্থাৎ এক্ষেত্রে একত্রীকরণের বিষয়ে। (এরপর ইবন কুতাইবা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, এতে তিনি কিছু উত্তম বিষয় এবং কিছু অনুত্তম বিষয় নিয়ে এসেছেন), যেখানে তাঁর বিচক্ষণতা সীমিত ছিল, (কেননা সেগুলোর চেয়ে অন্যগুলো অধিক উত্তম ও শক্তিশালী ছিল), (এবং তিনি অধিকাংশ মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়কে ছেড়ে দিয়েছেন)।

তারপর এ বিষয়ে ইবন জারীর গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং তাহাবী তাঁর গ্রন্থ 'মুশকিলুল আ-ছার' রচনা করেছেন।

আর ইবন খুযাইমাহ এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুবক্তা ছিলেন। এমনকি তিনি বলেছেন: "আমি পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীস জানি না; সুতরাং যার কাছে এমনটি আছে, সে যেন আমার কাছে তা নিয়ে আসে, আমি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করব।"

(আর যে ব্যক্তি আমরা যা উল্লেখ করেছি) – হাদীস, ফিকহ, উসূল এবং সূক্ষ্ম অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান – তা একত্রিত করেছে, (তার কাছে) এর মধ্যে (কেবল কদাচিৎ বিরল বিষয়ই অস্পষ্ট থাকে)। আর মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয় দুই প্রকার: এক প্রকার হলো – (যার মধ্যে সঠিক উপায়ে সমন্বয় সাধন সম্ভব), (তাহলে সেটাই অবশ্যকরণীয়); এবং পরস্পর বিরোধিতা বা রহিতকরণের দিকে ধাবিত হওয়া যাবে না, (এবং উভয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব)।

(ص: 653) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَمِنْ أَمْثَلَةِ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ: حَدِيثُ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .

وَحَدِيثُ: «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ» .
فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُهُ طَهَارَةُ الْقُلَّتَيْنِ، تَغْيِيرُ أَمْرٍ لَا، وَالثَّانِي: ظَاهِرُهُ طَهَارَةُ غَيْرِ الْمُتَغَيَّرِ، سَوَاءٌ كَانَ قُلَّتَيْنِ أَمْ أَقَلَّ، فَخُصَّ عُمُومُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ.

وَفِي غَيْرِهَا: حَدِيثُ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» ، «وَفَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» ، مَعَ حَدِيثِ: «لَا عُدْوَى وَلَا طِيْرَةٌ» ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ.

وَقَدْ سَلَكَ النَّاسُ فِي الْجَمْعِ مَسَالِكَ:

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ مُخَالَطَةَ الْمَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَبًا لِإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ، وَقَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ، كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا الْمَسْئَلُ هُوَ الَّذِي سَلَكَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

الثَّانِي: أَنَّ نَفْيَ الْعُدْوَى بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، وَالْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ،

[তারবীবুর রাবী]

আহকাম বিষয়ক হাদীসসমূহে এর দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে রয়েছে: হাদীস: «যখন পানি দুই কুল্লাহ পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাকি ধারণ করে না»।

এবং হাদীস: «আল্লাহ পানিকে পবিত্রকারী রূপে সৃষ্টি করেছেন; স্বাদ, রং বা গন্ধ পরিবর্তনকারী বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু তাকে অপবিত্র করে না»।

সুতরাং, প্রথমটির বাহ্যিক অর্থ হলো দুই কুল্লাহ পরিমাণ পানি পবিত্র, পরিবর্তিত হোক বা না হোক। আর দ্বিতীয়টির বাহ্যিক অর্থ হলো অপরিবর্তিত পানি পবিত্র, তা দুই কুল্লাহ হোক বা তার কম হোক। সুতরাং, উভয়ের ব্যাপকতাকে একে অপরের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এবং এইগুলি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে: হাদীস: «কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেন সুস্তের উপর তার (রোগ) না আনে», «আর কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করো যেমন তুমি সিংহ থেকে পলায়ন করো», হাদীস: «কোনো রোগ সংক্রমণ নেই এবং কোনো অশুভ লক্ষণও নেই» এর সাথে। আর এই সবগুলিই সহীহ (প্রমাণিত)।

এবং মানুষ এই হাদীসগুলো সমন্বয় সাধনে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে:

প্রথমত: এই রোগসমূহ তাদের নিজস্ব প্রকৃতিতে সংক্রামক নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ ব্যক্তির সাথে মেলামেশাকে তার রোগ সংক্রমণের কারণ বানিয়েছেন। এবং কখনও কখনও এই কার্যকারণ তার ফল প্রদান থেকে পিছিয়ে থাকে, যেমন অন্যান্য কারণসমূহের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। আর এই পদ্ধতিই ইবনুস সালাহ গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: যে, সংক্রামকতার নিষেধ তার ব্যাপক অর্থেই বিদ্যমান, এবং পলায়নের নির্দেশ হলো 'সাদুয যারায়ি' (অকল্যাণের পথ বন্ধ করা) নীতির অন্তর্ভুক্ত।

[تدريب الراوي]

لَعَلَّا يَتَّفِقَ لِلَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ; ابْتِدَاءً لَا بِالْعُدْوَى
الْمُنْفِئَةِ، فَيُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعُدْوَى، فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ،
فَأَمَرَ بِتَجَنُّبِهِ حَسَبًا لِلْمَادَّةِ، وَهَذَا الْمَسْلُكُ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ اثْبَاتَ الْعُدْوَى فِي الْجَذَامِ وَنَحْوِهِ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ نَفْيِ الْعُدْوَى،
فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا عُدْوَى» أَيُّ إِلَّا مِنَ الْجَذَامِ وَنَحْوِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْدِي شَيْءٌ
شَيْئًا إِلَّا فِيمَا تَقَدَّمَ تَبْيِينِي لَهُ أَنَّهُ يُعْدِي؛ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِيُّ.
الرَّابِعُ: أَنَّ الْأَمَرَ بِالْفِرَارِ رِعَايَةٌ لِخَاطِرِ الْمَجْذُومِ، لِأَنَّهُ إِذَا رَأَى الصَّحِيحَ تَعْظُمُ
مُصِيبَتُهُ، وَتَزْدَادُ حَسْرَتُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ: «لَا تُدِيرُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ» ؛ فَإِنَّهُ
مَحْبُولٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَفِيهِ مَسَالِكٌ أُخَرُ.
(و) الْقِسْمُ (الثَّانِي: لَا يُمَكِّنُ) الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (بَوَجْهِ؛ فَإِنْ عَلِمْنَا أَحَدَهُمَا نَاسِخًا)
بِطَرِيقَةٍ مِمَّا سَبَقَ (قَدَّمَناهُ، وَإِلَّا عَلِمْنَا بِالرَّاجِحِ) مِنْهُمَا، (كَالْتَرَجِيحِ بِصِفَاتِ الرُّوَاةِ) أَيُّ
كَوْنِ رُوَاةٍ أَحَدِهِمَا أَتَقَنَ وَأَحْفَظَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا سَيُذَكَّرُ، (وَكَثَرَتْهُمْ) فِي أَحَدٍ
الْحَدِيثَيْنِ (فِي خُبْسَيْنِ وَجْهًا) مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ، ذَكَرَهَا الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْإِعْتِبَارُ فِي
النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ "، وَوَصَّلَهَا غَيْرُهُ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ مِائَةٍ، كَمَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فِي
نُكْتَتِهِ.

[তাদরীবুর রাবী]

যাতে তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির এমন কিছু না ঘটে, আল্লাহর তা‘আলার পূর্বনির্ধারণক্রমে;
(এটা ঘটবে) সূচনা হিসেবে, যা অস্বীকারকৃত সংক্রমণ দ্বারা নয়। ফলে সে ধারণা করবে যে, তা

তার সংস্পর্শের কারণে হয়েছে এবং সংক্রমণের সত্যতা বিশ্বাস করবে, এতে সে সংকটে পড়বে। সুতরাং বিষয়টি গোড়া থেকে নির্মূল করার জন্য তাকে তা বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এই পদ্ধতিটিই শাইখুল ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয়: কুষ্ঠরোগ ও অনুরূপ ক্ষেত্রে সংক্রমণের প্রমাণ, সংক্রমণের সাধারণ অস্বীকার থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর উক্তি «لَا يُدْرِي» (কোনো সংক্রমণ নেই) এর অর্থ হবে: কুষ্ঠরোগ ও অনুরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত। যেন তিনি বলেছেন: কোনো জিনিসই অন্য কোনো জিনিসকে সংক্রমিত করে না, তবে যা আমি পূর্বে স্পষ্ট করে দিয়েছি যে তা সংক্রমিত করে। এ কথা বলেছেন কাযী আবু বকর আল-বাকিল্লানী।

চতুর্থ: পলায়ন করার নির্দেশ কুষ্ঠরোগীর মনের যত্নস্বরূপ। কারণ, সে যখন সুস্থ ব্যক্তিকে দেখে, তখন তার বিপদ আরও গুরুতর হয় এবং তার আক্ষেপ বেড়ে যায়। এবং একে সমর্থন করে এই হাদীস: «لَا تُدْرِي وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَجْدُومِينَ» (কুষ্ঠরোগীদের প্রতি দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকো না); কেননা এটি এই অর্থের উপরই প্রযোজ্য। এবং এতে অন্যান্য পথও রয়েছে।

(এবং) দ্বিতীয় (প্রকার: উভয়কে) কোনোভাবে একত্রিত করা (সম্ভব নয়)। যদি আমরা পূর্বোক্ত কোনো পদ্ধতিতে উভয়ের একটিকে নাসিখ (রদকারী) বলে জানি, তাহলে আমরা তাকে প্রাধান্য দেব। অন্যথায়, আমরা তাদের মধ্যে অধিক শক্তিশালী (রাজিহ)টির উপর আমল করব। (যেমন, বর্ণনাকারীদের গুণাবলী দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া) অর্থাৎ, উভয়ের কোনো একটির বর্ণনাকারীগণ অধিক নিপুণ ও অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন হওয়া, এবং এমন আরও বিষয় যা পরে উল্লেখ করা হবে। (এবং তাদের) (বর্ণনাকারীদের) আধিক্য (উভয় হাদীসের কোনো একটিতে) প্রাধান্য দেওয়ার পঞ্চাশটি পদ্ধতি রয়েছে। আল-হাজিমী তাঁর "আল-ই-তিবার ফিন-নাসিখ ওয়াল-মানসুখ" গ্রন্থে সেগুলো উল্লেখ করেছেন, এবং অন্যরা তা একশোরও অধিক পর্যন্ত বাড়িয়েছেন, যেমনটি আল-ইরাকী তাঁর 'নুকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

(ص: 655) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَقَدْ رَأَيْتَهَا مُنْقَسِمَةً إِلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: التَّرْجِيحُ بِحَالِ الرَّاوي، وَذَلِكَ بِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: كَثْرَةُ الرُّوَاةِ، كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكُذِبِ وَالْوَهْمِ عَلَى الْأَكْثَرِ أَبْعَدُ مِنْ احْتِمَالِهِ عَلَى الْأَقَلِّ.

ثَانِيهَا: قِلَّةُ الْوَسَائِطِ، أَيْ عُلُوُّ الْإِسْنَادِ حَيْثُ الرَّجَالُ ثِقَاتٌ، لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكُذِبِ وَالْوَهْمِ فِيهِ أَقَلُّ.

ثَالِثُهَا: فَقْهُ الرَّاوي، سَوَاءً كَانَ الْحَدِيثُ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى أَوِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ إِذَا سَمِعَ مَا يَمْتَنِعُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ بَحَثَ عَنْهُ حَتَّى يَطْلُعَ عَلَى مَا يَزُولُ بِهِ الْإِشْكَالُ؛ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ.

رَابِعُهَا: عِلْمُهُ بِالنَّحْوِ، لِأَنَّ الْعَالِمَ بِهِ يَتِمَكَّنُ مِنَ التَّحْفُظِ عَنْ مَوَاقِعِ الزَّلَلِ مِمَّا لَا يَتِمَكَّنُ مِنْهُ غَيْرُهُ.

خَامِسُهَا: عِلْمُهُ بِاللُّغَةِ.

سَادِسُهَا: حِفْظُهُ، بِخِلَافِ مَنْ يَعْتَدِلُ عَلَى كُتَّابِهِ.

سَابِعُهَا: أَفْضَلِيَّتُهُ فِي أَحَدِ الثَّلَاثَةِ، بِأَنْ يَكُونَ فَقِيهَيْنِ، أَوْ نَحْوِيَيْنِ، أَوْ حَافِظَيْنِ، وَأَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ.

ثَامِنُهَا: زِيَادَةُ ضَبْطِهِ، أَيْ اعْتِنَاؤُهُ بِالْحَدِيثِ وَاهْتِمَامُهُ بِهِ.

تَاسِعُهَا: شُهْرَتُهُ، لِأَنَّ الشُّهُرَةَ تَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْكُذِبِ كَمَا تَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ التَّقْوَى. عَاشِرُهَا إِلَى الْعَشْرِينَ: كَوْنُهُ وَرِعًا، أَوْ حَسَنَ الْإِعْتِقَادِ، أَيْ غَيْرَ مُبْتَدِعٍ، أَوْ جَلِيسًا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، أَوْ أَكْثَرَ مُجَالَسَةٍ لَهُمْ، أَوْ ذَكَرًا، أَوْ حُرًّا.

[তারিপুর রাবী]

আমি সেটিকে সাতটি ভাগে বিভক্ত পেয়েছি:

প্রথমত: রাবীর অবস্থা দ্বারা তারজীহ (অগ্রাধিকার প্রদান), আর তা কয়েকটি দিক থেকে হয়:

প্রথমটি: বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য, যেমনটি গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। কারণ, অধিকাংশ বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে মিথ্যা ও ভুলের সম্ভাবনা অল্প সংখ্যক বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনার চেয়ে বেশি দূরবর্তী।

দ্বিতীয়টি: ওয়াসিত্ব (মধ্যস্থতাকারী)-এর স্বল্পতা, অর্থাৎ সনদ উঁচু হওয়া, যেখানে রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ, এতে মিথ্যা ও ভুলের সম্ভাবনা কম।

তৃতীয়টি: রাবীর ফিকাহ (শরীয়তের জ্ঞান), হাদিসটি শাঙ্গিক হোক বা অর্থগতভাবে বর্ণিত হোক; কারণ ফকিহ যখন এমন কিছু শোনে যা বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব, তখন তিনি এর উপর গবেষণা করেন যতক্ষণ না এমন কিছু জানতে পারেন যা দ্বারা সমস্যাটি দূরীভূত হয়; সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।

চতুর্থটি: নাহ্ (আরবী ব্যাকরণ) বিষয়ে তার জ্ঞান, কারণ যিনি নাহ্ জানেন, তিনি এমন ভুলের স্থান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন যা অন্য কেউ পারে না।

পঞ্চমটি: ভাষা বিষয়ে তার জ্ঞান।

ষষ্ঠটি: তার মুখস্থ রাখার ক্ষমতা (হিফজ), তার লেখার উপর নির্ভরকারীর ব্যতিক্রম।

সপ্তমটি: তিনটির কোনো একটিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব, যেমন তারা দুজন ফকিহ বা নাহ্‌বিদ বা হাফেজ, এবং তাদের একজন এতে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অষ্টমটি: তার বাড়তি সংরক্ষণ ক্ষমতা (দাবত), অর্থাৎ হাদিসের প্রতি তার যত্ন ও মনোযোগ।

নবমটি: তার প্রসিদ্ধি, কারণ প্রসিদ্ধি মানুষকে মিথ্যা থেকে বিরত রাখে, যেমন তাকওয়া (আল্লাহভীতি) তাকে তা থেকে বিরত রাখে।

দশম থেকে বিংশতি: তার পরহেজগার হওয়া, অথবা সুদৃঢ় আকিদার অধিকারী হওয়া, অর্থাৎ বিদআতী না হওয়া, অথবা আহলে হাদিস বা অন্যান্য আলেমগণের সাহচর্যে থাকা, অথবা তাদের সাথে অধিক সময় কাটানো, অথবা পুরুষ হওয়া, অথবা স্বাধীন হওয়া,

أَوْ مَشْهُورَ النَّسَبِ، أَوْ لَا لَبَسَ فِي اسْمِهِ بِحَيْثُ يُشَارِكُهُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَصَعِبَ التَّنْيِيزُ بَيْنَهُمَا، أَوْ لَهُ اسْمٌ وَاحِدٌ، وَلِلذَلِكَ أَكْثَرُ وَلَمْ يَخْتَلِطْ، أَوْ لَهُ كِتَابٌ يَرْجَعُ إِلَيْهِ. حَادِي عَشْرِينَهَا: أَنْ تَثْبُتَ عَدَالَتُهُ بِالْإِخْبَارِ، بِخِلَافِ مَنْ تَثْبُتَ بِالتَّزْكِيَةِ، أَوْ الْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ، أَوْ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِنْ قُلْنَا بِهِمَا.

ثَانِي عَشْرِينَهَا إِلَى سَابِعِ عَشْرِينَهَا: أَنْ يَعْمَلَ بِخَبْرِهِ مَنْ زَكَّاهُ، وَمَعَارِضُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ مَنْ زَكَّاهُ، أَوْ يُتَّفَقَ عَلَى عَدَالَتِهِ. أَوْ يُذَكَّرُ سَبَبُ تَعْدِيلِهِ. أَوْ يَكْثُرُ مُزَكُّوهُ، أَوْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ، أَوْ كَثِيرِي الْفَحْصِ عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ.

ثَامِنُ عَشْرِينَهَا: أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، كَتَقْدِيمِ خَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّوْمِ لِمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا عَلَى خَبَرِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فِي مَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَمُ مِنْهُ.

تَاسِعُ عَشْرِينَهَا: أَنْ يُبَاشَرَ مَا رَوَاهُ الثَّلَاثُونَ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ.

وَقِيلَ: عَكْسُهُ، لِقُوَّةِ أَصَالَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَعْرِفَتِهِ.

وَقِيلَ: إِنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ إِلَى إِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِ لَمْ يُرَجَّحْ بِالتَّأخيرِ، لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ رِوَايَتِهِ عَنْهُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِهِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ الْمُتَأَخِّرِ رُجِّحَ.

الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ: كَوْنُهُ أَحْسَنَ سِيَاقًا وَاسْتِقْصَاءً لِحَدِيثِهِ، أَوْ أَقْرَبَ مَكَانًا، أَوْ أَكْثَرَ مُلَازِمَةً لِشَيْخِهِ، أَوْ سَمِعَ مِنْ مَشَايخِ بَلَدِهِ، أَوْ مُشَافَهًا مُشَاهِدًا لِشَيْخِهِ حَالَ الْأَخْذِ، أَوْ لَا يُجِيزُ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى، أَوِ الصَّحَابِيُّ مِنْ أَكَابِرِهِمْ، أَوْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ فِي الْأَقْضِيَّةِ، أَوْ مُعَاذٌ وَهُوَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، أَوْ زَيْدٌ وَهُوَ

[তাদরীবুর রাবী]

অথবা প্রসিদ্ধ বংশের অধিকারী, অথবা তার নামে কোনো অস্পষ্টতা না থাকা, এমনভাবে যে, কোনো দুর্বল রাবী তার সাথে অংশীদার হয় এবং তাদের দু'জনের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন

হয়; অথবা তার একটি মাত্র নাম আছে এবং এ কারণে তিনি অধিক বর্ণনা করেছেন ও কোনো ভুলভ্রান্তি ঘটাননি; অথবা তার এমন কিতাব আছে যা থেকে সাহায্য নেওয়া যায়।

এর একুশতম (শর্ত): তার ন্যায়পরায়ণতা (عدالة) ইখবারের (خبر প্রদানের) মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া, এর ব্যতিক্রম সে ব্যক্তি যার ন্যায়পরায়ণতা তাযকিয়ার (প্রশংসাপত্রের) মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, অথবা তার বর্ণনা অনুসারে আমল করার মাধ্যমে, অথবা তার থেকে বর্ণনা করার মাধ্যমে, যদি আমরা এই দুটিকে গ্রহণ করি।

এর বাইশতম থেকে সাতাশতম (শর্ত): যে ব্যক্তি তাকে তাযকিয়া (প্রশংসাপত্র) দিয়েছে, সে তার বর্ণনা অনুসারে আমল করবে এবং তার বিরোধীর বর্ণনা অনুসারে তাযকিয়া প্রদানকারী ব্যক্তি আমল করেনি; অথবা তার ন্যায়পরায়ণতার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; অথবা তার তাদীল (প্রশংসা) করার কারণ উল্লেখ করা হয়; অথবা তার তাযকিয়াকারীদের সংখ্যা বেশি হয়; অথবা তারা আলেম হন; অথবা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অনুসন্ধানকারী হন।

এর আটাত্ততম (শর্ত): সে ঘটনার মূল ব্যক্তি হওয়া, যেমন নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঐ হাদীসকে অগ্রগণ্য করা যা জুনুব অবস্থায় সকাল করা ব্যক্তির সিয়াম (রোযা) সম্পর্কে ছিল, ফাদল ইবনুল আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসের উপর; কারণ তিনি তার চেয়ে অধিক অবগত ছিলেন। এর উনত্রিশতম: তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা সরাসরি অনুভব করা। এর ত্রিশতম: তার ইসলাম গ্রহণের বিলম্ব।

এবং বলা হয়েছে: এর বিপরীতটাই (অগ্রগণ্য), অগ্রগামী মৌলিকতা ও জ্ঞানের শক্তির কারণে।

এবং বলা হয়েছে: যদি তার মৃত্যু বিলম্বকারী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হয়, তবে সে বিলম্বের কারণে অগ্রগণ্য হবে না, কেননা তার থেকে বর্ণনা বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি সে (মৃত্যুতে) অগ্রগামী হয় অথবা জানা যায় যে, তার অধিকাংশ বর্ণনা বিলম্বকারী রাবীর বর্ণনার চেয়ে অগ্রগামী, তবে সে অগ্রগণ্য হবে।

এর একত্রিশতম থেকে চল্লিশতম (শর্ত): তার হাদীসের বিন্যাস ও ব্যাপকতা উত্তম হওয়া; অথবা স্থানগতভাবে অধিক নিকটবর্তী হওয়া; অথবা তার শায়খের (শিক্ষকের) অধিক সান্নিধ্য লাভকারী হওয়া; অথবা নিজ শহরের শায়খদের থেকে শ্রবণ করা; অথবা জ্ঞান গ্রহণের সময় তার শায়খের কাছ থেকে সরাসরি (মুখোমুখি) শোনা ও প্রত্যক্ষ করা; অথবা অর্থানুসারে বর্ণনাকে জায়েয না মনে করা; অথবা সাহাবী তাদের (শ্রেষ্ঠ) বড়দের অন্তর্ভুক্ত হওয়া; অথবা

আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি বিচারিক বিষয়াবলিতে (أقضية) প্রাজ্ঞ ছিলেন; অথবা মু'আয, যিনি হালাল ও হারাম (জায়েয ও না-জায়েয) বিষয়ে প্রাজ্ঞ ছিলেন; অথবা যায়দ, যিনি

(ص: 657) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

فِي الْفَرَائِضِ، أَوْ الْإِسْنَادُ حِجَازِيٌّ، أَوْ رَوَاتُهُ مِنْ بَلَدٍ لَا يَرْضَوْنَ التَّذْلِيلَ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّرْجِيحُ بِالتَّحْمِيلِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: الْوَقْتُ، فَيُرْجَّحُ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَحَمَّلِ الْحَدِيثَ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى مَنْ كَانَ
بَعْضُ تَحْمِيلِهِ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَهُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ قَبْلَهُ. وَالتَّحْمِيلُ بَعْدَهُ
أَقْوَى لِتَأْهِلِهِ لِلضَّبْطِ.

ثَانِيهَا وَثَالِثُهَا: أَنْ يَتَحَمَّلَ بِحَدَّثِنَا، وَالْآخَرُ عَرْضًا، أَوْ عَرْضًا وَالْآخَرُ كِتَابَةً، أَوْ مُنَاوَلَةً
أَوْ وَجَادَةً.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: التَّرْجِيحُ بِكَيْفِيَّةِ الرِّوَايَةِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: تَقْدِيمُ الْمُحْكِيِّ بِلَفْظِهِ عَلَى الْمُحْكِيِّ بِمَعْنَاهُ، وَالْمَشْكُوكُ فِيهِ عَلَى مَا عُرِفَ أَنَّهُ
مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى، ثَانِيهَا: مَا ذُكِرَ فِيهِ سَبَبُ وَرُودِهِ عَلَى مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى
اهْتِمَامِ الرَّاوي بِهِ حَيْثُ عَرَفَ سَبَبَهُ.

ثَالِثُهَا: أَنْ لَا يُنْكِرَهُ رَاوِيهِ وَلَا يَتَرَدَّدَ فِيهِ.

رَابِعُهَا إِلَى عَاشِرِهَا: أَنْ تَكُونَ الْفَاطَةُ دَالَّةً عَلَى الْإِتِّصَالِ، كَحَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ، أَوْ اتَّفَقَ عَلَى
رَفْعِهِ أَوْ وَصْلِهِ؛ أَوْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ لَمْ يَضْطَرْبْ لَفْظُهُ، أَوْ رَوَى بِالْإِسْنَادِ وَعَزَى
ذَلِكَ لِكِتَابٍ مَعْرُوفٍ، أَوْ عَزِيزٍ، وَالْآخَرُ مَشْهُورٌ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: التَّرْجِيحُ بِوَقْتِ الْوُرُودِ وَذَلِكَ بِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا وَثَانِيهَا: بِتَقْدِيمِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الْمَكِّيِّ، وَالذَّالِّ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الذَّالِّ عَلَى الضَّعْفِ كَ («بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا») ، ثُمَّ شَهْرَتُهُ:
فَيَكُونُ الذَّالُّ عَلَى الْعُلُوِّ مُتَأَخِّرًا.

[তাদরীবুল রাবী]

ফারায়েজে, অথবা ইসনাদ হিজায়ী, অথবা এর রাবীগণ এমন দেশ থেকে এসেছেন যারা
তাদলিস পছন্দ করেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়: তাহামুলের (হাদিস গ্রহণের) মাধ্যমে তারজিহ (অগ্রাধিকার), এবং এর
কয়েকটি দিক রয়েছে:

প্রথমত: সময়। সুতরাং, তাদের মধ্যে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যিনি হাদিস গ্রহণ করেছেন
বালিগ হওয়ার পর, তার উপর যার কিছু গ্রহণ বালিগ হওয়ার পূর্বে ছিল, অথবা কিছু তার
পরেও ছিল, এই সম্ভাবনার কারণে যে, এটি পূর্বের কোনো কিছু হতে পারে। আর বালিগ
হওয়ার পর গ্রহণকারী অধিক শক্তিশালী, কেননা সে দাবতের (স্মৃতিশক্তির নির্ভুলতার) জন্য
যোগ্য।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়ত: এই যে, একজন 'হাদাছানা' (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) এর
মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন, আর অন্যজন 'আরদ' (পঠিত), অথবা একজন 'আরদ' এবং অন্যজন
'কিতাবাতান' (লিখিত), অথবা 'মুনাওয়ালাহ' (হস্তান্তর), অথবা 'ওয়াজাদাহ' (প্রাপ্তি) এর মাধ্যমে
গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: রিওয়ায়াতের পদ্ধতির মাধ্যমে তারজিহ, এবং এর কয়েকটি দিক রয়েছে:
প্রথমত: শব্দগতভাবে বর্ণিত হাদিসকে অর্থগতভাবে বর্ণিত হাদিসের উপর প্রাধান্য দেওয়া,
এবং যে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, তাকে এমন কিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া যা অর্থগতভাবে বর্ণিত
বলে জানা গেছে। দ্বিতীয়ত: যাতে হাদিস আগমনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে তার
উপর প্রাধান্য দেওয়া যাতে তা উল্লেখ করা হয়নি; কারণ এটি রাবীর আগ্রহের প্রমাণ দেয়,
যেহেতু তিনি এর কারণ জানতেন।

তৃতীয়ত: এই যে, এর রাবী তা অস্বীকার করবেন না এবং তাতে দ্বিধা করবেন না।

চতুর্থ থেকে দশম পর্যন্ত: এই যে, এর শব্দগুলো ইতিসাল (সূত্রের ধারাবাহিকতা) নির্দেশ করবে,
যেমন 'হাদাছানা' (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন) ও 'সামি'তু' (আমি শুনেছি), অথবা

এর 'রাফ' (রাসূল (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্তকরণ) অথবা 'ওয়াসল' (সূত্র সংযুক্তকরণ) বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে; অথবা এর ইসনাদে (সনদে) মতভেদ হয়নি, অথবা এর শব্দে কোনো অস্থিরতা নেই, অথবা ইসনাদের সাথে বর্ণনা করেছেন এবং তা কোনো প্রসিদ্ধ বা বিরল গ্রন্থের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন, এবং অন্যটি প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ অধ্যায়: ওয়ারুদের (হাদিস আগমনের) সময়ের মাধ্যমে তারজিহ, এবং এর কয়েকটি দিক রয়েছে:

প্রথমত ও দ্বিতীয়ত: মাক্কীর উপর মাদানীকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এবং যা মুত্তফা (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে, তাকে দুর্বলতা নির্দেশকারী হাদিসের উপর প্রাধান্য দিয়ে, যেমন («ইসলাম অপরিচিত রূপে শুরু হয়েছিল»), অতঃপর এর প্রসিদ্ধি: সুতরাং উচ্চ মর্যাদা নির্দেশকারী (হাদিস) পরবর্তী হবে।

(ص: 658) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

ثَالِثُهَا: تَرْجِيحُ الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّخْفِيفِ، لِذَلَالَتِهِ عَلَى التَّأَخُّرِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغْلِظُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ زَجْرًا عَنْ عَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ مَالَ لِلتَّخْفِيفِ. كَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْحَاصِلِ، وَالْمِنْهَاجِ، وَرَجَّحَ الْأَمْدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا عَكْسَهُ؛ وَهُوَ تَقْدِيمُ الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّغْلِيزِ وَهُوَ الْحَقُّ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَوَّلًا بِالإِسْلَامِ فَقَطَّ، ثُمَّ شَرَعَتِ الْعِبَادَاتُ شَيْئًا فَشَيْئًا. رَابِعُهَا: تَرْجِيحُ مَا تُحِيلَ بَعْدَ الإِسْلَامِ عَلَى مَا تُحِيلَ قَبْلَهُ، أَوْ شُكَّ، لِأَنَّهُ أَظْهَرَ تَأَخُّرًا. خَامِسُهَا وَسَادِسُهَا: تَرْجِيحُ غَيْرِ الْمُؤَرِّخِ عَلَى الْمُؤَرِّخِ بِتَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ، وَتَرْجِيحُ الْمُؤَرِّخِ بِمُقَارِبِ بَوَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ الْمُؤَرِّخِ. قَالَ الرَّازِيُّ: وَالتَّرْجِيحُ بِهَذِهِ السِّتَّةِ أَيْ إِفَادَتُهَا لِلرُّجْحَانِ غَيْرُ قَوِيَّةٍ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: التَّرْجِيحُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا إِلَى الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ: تَرْجِيحُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَالْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى الْمُخَصَّصِ؛ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ بَعْدَ التَّخْصِصِ عَلَى بَاقِي أَفْرَادِهِ، وَالْمُطْلَقِ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ، وَالْحَقِيقَةِ عَلَى الْمَجَازِ، وَالْمَجَازِ الْمُشَبَّهِ لِلْحَقِيقَةِ عَلَى غَيْرِهِ، وَالشَّرْعِيَّةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَالْعُزْفِيَّةِ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ، وَالْمُسْتَغْنِي عَلَى الْإِضْمَارِ. وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ اللَّبْسُ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَى وَضْعِهِ لِمُسَبَّاهُ، وَالْمُؤَمِّي لِلْعَلَّةِ، وَالْمُنْطَوِي، وَمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ، وَالْمُنْصُوصِ عَلَى حُكْمِهِ مَعَ تَشْبِيهِهِ بِحَالٍ آخَرَ، وَالْمُسْتَفَادِ عُمُومِهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ عَلَى التَّكْرَرِ الْمُنْفِيَّةِ، أَوْ مِنَ الْجَمْعِ الْمَعْرِفِ عَلَى (مِنْ) وَ (مَا) ، أَوْ مِنَ الْكُلِّ؛ وَذَلِكَ

-

[তাদরীবুর রাবী]

তৃতীয়টি হলো: লঘুতা/সহজীকরণ নির্দেশক (বর্ণনা) কে প্রাধান্য দেওয়া, কারণ এটি বিলম্বে (ঘটনার) ইঙ্গিত বহন করে; যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রারম্ভিক অবস্থায় জাহেলিয়াতের রীতি-নীতি থেকে বারণ করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করতেন, তারপর তিনি লঘুতার (সহজীকরণের) দিকে ঝুঁকেছিলেন।

আল-হাসিল ও আল-মিনহাজ গ্রন্থের রচয়িতা এমনই বলেছেন। তবে আল-আমিদী, ইবনুল হাজিব ও অন্যান্যরা এর বিপরীত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন; আর তা হলো কঠোরতা নির্দেশক (বর্ণনা) কে অগ্রগণ্য করা, এবং এটিই সঠিক, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে শুধুমাত্র ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, তারপর ধাপে ধাপে ইবাদতসমূহ বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।

চতুর্থটি হলো: ইসলাম গ্রহণের পরে যা সংগৃহীত হয়েছে, তাকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সংগৃহীত অথবা সন্দেহযুক্ত বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া, কারণ এটি বিলম্বের অধিক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠটি হলো: অ-তারিখযুক্তকে (যে বর্ণনায় তারিখ উল্লেখ নেই) অগ্রগামী তারিখ উল্লেখকারী (বর্ণনার) উপর প্রাধান্য দেওয়া, এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের কাছাকাছি তারিখ উল্লেখকারীকে অ-তারিখযুক্তের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

আল-রাযী বলেছেন: আর এই ছয়টি দ্বারা প্রাধান্য নির্ণয় — অর্থাৎ এগুলোর প্রাধান্যতা নির্দেশ করার ক্ষমতা — শক্তিশালী নয়।

পঞ্চম অধ্যায়: খবরের শব্দ দ্বারা প্রাধান্য নির্ণয়, আর তা কয়েকটি উপায়ে হয়:

প্রথমটি থেকে পঁয়ত্রিশতমটি পর্যন্ত (নিম্নরূপ): খাস (নির্দিষ্ট) কে আম (সাধারণ) এর উপর প্রাধান্য দেওয়া, এবং যে আমকে (সাধারণকে) খাছ করা হয়নি, তাকে খাছকৃত (নির্দিষ্টকৃত) আম-এর উপর (প্রাধান্য দেওয়া); কারণ তা খাছ করার পর তার অবশিষ্ট এককসমূহের উপর তার নির্দেশনা দুর্বল হয়ে যায়, এবং মুতলাক (অনির্দিষ্ট) কে সেই বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া যা কোনো কারণবশত এসেছে, এবং হাকীকত (আক্ষরিক অর্থ) কে মাজাজ (রূপক অর্থ) এর উপর, এবং হাকীকত সদৃশ মাজাজকে (রূপক অর্থকে) অন্যটির উপর, এবং শরয়ী (পরিভাষা) কে অন্যান্য পরিভাষার উপর, এবং উরফি (প্রচলিত) কে লুগবী (ভাষাগত) এর উপর, এবং অপ্রকাশিত (দমীর) এর থেকে অমুখাপেক্ষী (স্পষ্ট) কে, এবং যেখানে অস্পষ্টতা গ্রহণযোগ্য, এবং যার নামকরণের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, এবং যে (শব্দ) ইল্লত (কারণ)-এর দিকে ইঙ্গিত করে, এবং মানতুককে (স্পষ্টত উচ্চারিত বাক্যকে), এবং মাফহুমুল মুওয়াফাকাহ (সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুধাবন) কে মাফহুমুল মুখালাফাহ (বৈপরীত্যপূর্ণ অনুধাবন) এর উপর, এবং যার হুকুমের উপর স্পষ্ট نص (দলিল) আছে, তার অন্য একটি স্থানের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও, এবং যার ব্যাপকতা শর্ত ও জাযা (প্রতিফল) থেকে গৃহীত, তাকে নাফী-এর সাথে উল্লেখিত নাকেরা (অনির্দিষ্ট) এর উপর, অথবা মু'আররাফ বিল-জাম' (নির্দিষ্ট বহুবচন) কে 'মিন' ও 'মা' এর উপর, অথবা সামগ্রিক অর্থ থেকে (গৃহীত ব্যাপকতাকে); আর তা

(ص: 659) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

-

[تدريب الراوي]

مِنَ الْجِنْسِ الْمَعْرِفِ، وَمَا خِطَابُهُ تَكْلِيفِيٌّ عَلَى الْوَضْعِيِّ، وَمَا حُكْمُهُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى، وَمَا قَدَّمَ فِيهِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ، أَوْ دَلَّ الْإِشْتِقَاقُ عَلَى حُكْمِهِ، وَالْمُقَارِنِ لِلتَّهْدِيدِ، وَمَا تَهْدِيدُهُ أَشَدُّ، وَالْمُؤَكَّدِ بِالتَّكْرَارِ وَالْفَصِيحِ، وَمَا بَلُغَةُ قُرَيْشٍ، وَمَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ

بَوَجْهَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَبَغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ مُعَارَضَةً، كَ (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا)، وَالنَّصِّ وَالْقَوْلِ، وَقَوْلِ قَارَنِهِ الْعَمَلُ، أَوْ تَفْسِيرِ الرَّاوي، وَمَا قُرِنَ حُكْمُهُ بِصِفَةٍ عَلَى مَا قُرِنَ بِاسْمٍ، وَمَا فِيهِ زِيَادَةٌ.

الْقِسْمُ السَّادِسُ: التَّرْجِيحُ بِالْحُكْمِ وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: تَقْدِيمُ النَّاقِلِ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ عَلَى الْمُقَرَّرِ لَهَا.

وَقِيلَ: عَكْسُهُ.

ثَانِيهَا: تَقْدِيمُ الدَّالِّ عَلَى التَّحْرِيمِ عَلَى الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالْوُجُوبِ.

ثَالِثُهَا: تَقْدِيمُ الْأَحْوَطِ.

رَابِعُهَا: تَقْدِيمُ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ.

الْقِسْمُ السَّابِعُ: التَّرْجِيحُ بِأَمْرِ خَارِجِيٍّ كَتَقْدِيمِ (مَا) وَافْقَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، أَوْ سُنَّةُ أُخْرَى، أَوْ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ، أَوْ الْقِيَاسِ، أَوْ عَمَلِ الْأُمَّةِ أَوْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَوْ مَعَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ، أَوْ مُنْقَطِعٌ، أَوْ لَمْ يُشْعَرْ بِنَوَعٍ قَدَحٍ فِي الصَّحَابَةِ، أَوْ لَهُ نَظِيرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى حُكْمِهِ، أَوْ اتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ.

فَهَذِهِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ مُرْجِحٍ، وَثَمَّ مُرْجِحَاتٌ أُخَرُ لَا تَنْحَصِرُ وَمَثَارُهَا غَلْبَةُ الظَّنِّ.

[রাবী প্রশিক্ষণ]

সুনির্দিষ্ট প্রকারের; এবং যার সম্বোধন বিধিগত (তাকলিফী) ঘোষণাভিত্তিক (ওয়াদ'ঈ) বিষয়ের উপর প্রাধান্য রাখে; এবং যার বিধানের অর্থ বোধগম্য; এবং যাতে কারণ (ইল্লাত) পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; অথবা শব্দগত উৎস (ইশতিকাক) যার বিধান নির্দেশ করে; এবং যা হুমকির সাথে যুক্ত; এবং যার হুমকি অধিক কঠোর; এবং যা পুনরাবৃত্তি ও সুস্পষ্টতার দ্বারা জোরদার করা হয়েছে; এবং যা কুরাইশদের ভাষায়; এবং যা দুই বা ততোধিক উপায়ে উদ্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করে; এবং কোনো মাধ্যম ছাড়া; এবং যার সাথে বিরোধিতা উল্লেখিত হয়েছে, যেমন: (আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো); এবং সুস্পষ্ট পাঠ (নাস্স) ও উক্তি (কাওল); এবং এমন উক্তি যার সাথে আমল (কার্য) সংযুক্ত

ছিল; অথবা রাবীর ব্যাখ্যা; এবং যার বিধান গুণবাচক বিশেষণের (সিফাত) সাথে যুক্ত, নামের (ইসম) সাথে যুক্ত বিষয়ের উপর প্রাধান্য পায়; এবং যাতে বৃদ্ধি আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: বিধানের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার এবং তা কয়েকটি উপায়ে হয়:

প্রথমত: মৌলিক নির্দোষতা (আসলুল বারআহ) স্থাপনকারীর উপর নতুন বিধান বর্ণনাকারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এবং বলা হয়েছে: এর বিপরীত।

দ্বিতীয়ত: হারাম নির্দেশকারী বিষয়কে বৈধতা ও বাধ্যতা নির্দেশকারীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া।

তৃতীয়ত: অধিক সতর্কতামূলক বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া।

চতুর্থত: হাদ (শারীরিক দণ্ড) নাকচকারী বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: বাহ্যিক বিষয়ের দ্বারা অগ্রাধিকার, যেমন: যা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অথবা অন্য কোনো সুন্নাহ; অথবা শরীয়ত যা গ্রহণ করেছে; অথবা কিয়াস; অথবা উম্মাহর আমল; অথবা খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল; অথবা এর সাথে অন্য একটি মুরসাল হাদীস রয়েছে; অথবা মুনকাতি হাদীস; অথবা যা সাহাবীদের প্রতি কোনো প্রকারের ত্রুটি আরোপ করে না; অথবা এর এমন একটি সমার্থক বিষয় আছে যার বিধানের উপর ঐকমত্য রয়েছে; অথবা শায়খাইন (বুখারী ও মুসলিম) এর বর্ণনা/উল্লেখের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সুতরাং এগুলো একশতটিরও অধিক অগ্রাধিকার নির্ণায়ক, এবং আরো এমন অগণিত অগ্রাধিকার নির্ণায়ক বিষয় রয়েছে এবং সেগুলোর মূল ভিত্তি হলো প্রবল ধারণা (গালাবাতুজ যন)।

(ص: 660) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

فَوَائِدُ

الْأُولَى: مَنَعَ بَعْضُهُمُ التَّرْجِيحَ فِي الْأَدْلَةِ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيِّنَاتِ، وَقَالَ: إِذَا تَعَارَضَا لَزِمَ التَّخْيِيرُ أَوْ الْوُقُوفُ.

وَأُجِيبَ: بِأَنْ مَالِكًا يَرَى تَرْجِيحَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ مُسْتَنَدَةٌ إِلَى تَوْقِيفَاتٍ تَعْبُدِيَّةٍ؛ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ.

الثَّانِيَّةُ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ لِأَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ تَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى يَظْهَرَ.

الثَّالِثَةُ: التَّعَارُضُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِخَلَلٍ فِي الْإِسْنَادِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا تَعَارُضَ.

الرَّابِعَةُ: مَا سَلِمَ مِنَ الْمَعَارِضَةِ فَهُوَ مُحْكَمٌ، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ الْحَاكِمُ فِي "عُلُومِ الْحَدِيثِ" بَابًا وَعَدَّهُ مِنَ الْأَنْوَاعِ. وَكَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي "النُّخْبَةِ".

قَالَ الْحَاكِمُ: وَمِنْ أَمْثَلَتِهِ: حَدِيثُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ». .

وَحَدِيثُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ». .

وَحَدِيثُ: «إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَأُوا بِالصَّلَاةِ». .

وَحَدِيثُ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». .

-

[তাদরীবুর রাবী]

উপকারিতাসমূহ

প্রথমত: তাদের কেউ কেউ বাইয়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমাণ) এর উপর কিয়াস করে দলিলসমূহে অগ্রাধিকার প্রদানকে (তারজীহ) নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: যদি তারা পরস্পর বিরোধী হয়, তবে তাখয়ীর (পছন্দ করার অধিকার) অথবা ওয়াকফ (স্থগিত করা) আবশ্যিক।

আর এর জবাব দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, ইমাম মালেক এক বাইয়্যিনাকে অপর বাইয়্যিনার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করাকে বৈধ মনে করেন। আর যারা তা মনে করেন না, তারা বলেন:

বাইয়্যিনা তা'আব্বুদি (ইবাদত-মূলক) নির্দেশনা/নির্ভরশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং এই কারণে শাহাদাত (সাক্ষ্য) শব্দ ছাড়া এটি গৃহীত হয় না।

দ্বিতীয়ত: যদি দুই হাদীসের মধ্যে কোনো একটির জন্য অগ্রাধিকার প্রদানকারী (মুরজ্বিহ) না পাওয়া যায়, তবে তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে যতক্ষণ না তা স্পষ্ট হয়।

তৃতীয়ত: দুই খবরে (বর্ণনা) এর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা (তা'আরফ) কেবল মুজতাহিদের ধারণার তুলনায় ইসনাদের (বর্ণনাসূত্র) দুর্বলতার কারণে হয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোনো বিরোধিতা নেই।

চতুর্থত: যা বিরোধ থেকে সুরক্ষিত, তা হলো মুহকাম (সুদৃঢ়/অকাট্য)। এবং আল-হাকিম 'উলুমুল হাদীস' গ্রন্থে এর জন্য একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এটিকে প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে শাইখুল ইসলাম 'আন-নুখবাহ' গ্রন্থেও (এটি করেছেন)। আল-হাকিম বলেছেন: এবং এর উদাহরণসমূহের মধ্যে রয়েছে: হাদীস: «নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ তৈরি করে।»

এবং হাদীস: «আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ছাড়া সালাত এবং খেয়ানতের (আত্মসাৎ করা) সম্পদ থেকে সাদাকাহ কবুল করেন না।»

এবং হাদীস: «যদি রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তবে সালাত দ্বারা শুরু করো।»

এবং হাদীস: «ইসলামে শিগার (বিনিময় বিবাহ) নেই।»

(ص: 661) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النُّوعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ:

مَعْرِفَةُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ، وَمِثَالُهُ مَا رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ» ؛ فذَكَرُ سُفْيَانُ وَأَبِي إِدْرِيسَ زِيَادَةَ وَهُمْ؛ فَأَلَوْهُمْ فِي سُفْيَانَ مِمَّنْ دُونَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لِأَنَّ ثِقَاتٍ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ،

وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ، وَفِي أَبِي إِدْرِيسٍ مِنَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لِأَنَّ ثِقَاتٍ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ فَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا إِدْرِيسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِسَمَاعِ بُسْرِ مِنْ وَاثِلَةَ. وَصَنَّفَ الْخَطِيبُ فِي هَذَا كِتَابًا فِي كَثِيرٍ مِنْهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْخَالِيَّ عَنِ الزَّائِدِ إِنْ كَانَ بِحَرْفِ (عَنْ)، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مُنْقَطِعًا، وَإِنْ صَرَّحَ فِيهِ بِسَمَاعٍ أَوْ إِخْبَارٍ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَوْجَدَ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى الْوَهْمِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الظَّاهِرُ مِمَّنْ لَهُ هَذَا أَنْ يَذْكُرَ السَّمَاعَيْنِ؛ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حِيلَ عَلَى الزِّيَادَةِ.

[تدريب الراوي]

قَالَ: وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ كِتَابًا كَبِيرًا.

[النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد]

(النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد ومثاله ما روى) عَبْدُ اللَّهِ (بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) بِضَمِّ الْمَوْحَدَةِ، وَبِالْمُهْمَلَةِ، وَأَبُوهُ مُصَغَّرَةٌ، (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ) الْخَوْلَانِيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ) بَنَ الْأَسْقَعِ، (يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ) الْغَنَوِيَّ، (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ») : وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. (فَذَكَرَ سُفْيَانُ وَأَبِي إِدْرِيسَ) فِي هَذَا الْإِسْنَادِ (زِيَادَةُ وَهُمْ، فَأَلَوْهُمْ فِي سُفْيَانَ مِمَّنْ دُونَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لِأَنَّ ثِقَاتٍ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ يَزِيدَ) نَفْسِهِ؛ مِنْهُمْ: ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَغَيْرُهُمْ. (وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ) بَيْنَهُمَا، (وَ) الْوَهْمُ (فِي أَبِي إِدْرِيسَ مِنَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لِأَنَّ ثِقَاتٍ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ)، عَنْ بُسْرِ، عَنْ وَاثِلَةَ، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا

সাঁইত্রিশতম প্রকার:

মুত্তাসিল (পরম্পরায়ুক্ত) ইসনাদে বর্ধিত অংশের জ্ঞান, এর উদাহরণ হলো ইবনু আল-মুবারাক কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস, তিনি বলেন: আমাদের কাছে সুফিয়ান হাদিস বর্ণনা করেছেন,

তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ থেকে, তিনি বলেন, আমাকে বুস্র ইবনু উবাইদুল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবু ইদ্রিসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ওয়াসিলাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মারসাদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: «তোমরা কবরের উপর বসো না»; সুফিয়ান ও আবু ইদ্রিসের উল্লেখ একটি ভুলবশত সংযোজন (জিয়াদাতু ওয়াহম); সুফিয়ানের ক্ষেত্রে ভুলটি ইবনু আল-মুবারাকের নিম্নস্তরের বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে হয়েছে। কারণ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এটি ইবনু আল-মুবারাক থেকে, তিনি ইবনু ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে (ইবনু আল-মুবারাক ও ইবনু ইয়াজিদের মাঝে) 'ইখবার' (সংবাদ প্রদান) স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। আর আবু ইদ্রিসের ক্ষেত্রে ভুলটি ইবনু আল-মুবারাকের পক্ষ থেকে হয়েছে, কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ ইবনু ইয়াজিদ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু আবু ইদ্রিসকে উল্লেখ করেননি। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুস্রের ওয়াসিলা থেকে সরাসরি শোনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

আল-খাতিব এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার অনেক অংশেই পর্যালোচনা প্রয়োজন; কারণ, যদি অতিরিক্ত বর্ণনাকারী বিহীন (মূল) সনদটি ('আন' বর্ণ) দ্বারা হয় (অর্থাৎ 'আন' শব্দ ব্যবহার করে বর্ণিত হয়, যা সরাসরি শোনার প্রমাণ নয়), তাহলে এটিকে 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে গণ্য করা উচিত। আর যদি তাতে সরাসরি শোনা (সামা') অথবা সংবাদ প্রদান (ইখবার) স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়, তবে এটি সম্ভব যে সে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তার মাধ্যমে শুনেছে, অতঃপর সরাসরি তার কাছ থেকে শুনেছে; তবে যদি এমন কোনো ইঙ্গিত না পাওয়া যায় যা ভুল নির্দেশ করে। আর বলা যেতে পারে যে, যার এই বিষয়টি জানা আছে, তার উচিত দুটি শ্রুতিই উল্লেখ করা; সুতরাং যদি সে দুটি উল্লেখ না করে, তাহলে এটি অতিরিক্ত (বর্ণনাকারী) হিসেবে গণ্য হবে।

-

[তাদরিবুল রাবি]

তিনি বলেন: উসমান ইবনু সাঈদ আদ-দারিমি এই বিষয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

[সাঁইত্রিশতম প্রকার: মুত্তাসিল ইসনাদে বর্ধিত অংশের জ্ঞান]

(সাঁইত্রিশতম প্রকার: মুত্তাসিল ইসনাদে বর্ধিত অংশের জ্ঞান। এর উদাহরণ হলো যা বর্ণনা করেছেন) আব্দুল্লাহ (ইবনু আল-মুবারাক বলেন: আমাদের কাছে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন,

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ থেকে, বুস ইবনু উবাইদুল্লাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন) (প্রথম অক্ষর 'বা' যম্মাহ্ সহ এবং মধ্যম অক্ষর 'সিন' ডটবিহীন, আর তার পিতার নাম ক্ষুদ্র রূপে), (তিনি বলেন: আমি আবু ইদ্রিস) আল-খাওলানিকে (শুনেছি, তিনি বলেন: আমি ওয়াসিলা) ইবনুল আসকা'কে (শুনেছি, তিনি বলেন: আমি আবু মারসাদ) আল-গানাভিকে (শুনেছি, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: «তোমরা কবরের উপর বসো না»): এবং সেগুলোর দিকে ফিরে সালাত আদায় করো না।

(এই ইসনাদে সুফিয়ান ও আবু ইদ্রিসের উল্লেখ) একটি ভুলবশত সংযোজন (জিয়াদাতু ওয়াহম), সুতরাং সুফিয়ানের ক্ষেত্রে ভুলটি ইবনু আল-মুবারাকের নিম্নস্তরের বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে হয়েছে। কারণ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এটি ইবনু আল-মুবারাক থেকে, তিনি ইবনু ইয়াজিদ থেকে নিজেই বর্ণনা করেছেন; তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইবনু মাহদি, হাসান ইবনুর রাবী, হাম্মাদ ইবনুস সারী এবং অন্যান্যরা।

(এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের দুজনের মাঝে ইখবার) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, (আর) ভুলটি (আবু ইদ্রিসের ক্ষেত্রে ইবনু আল-মুবারাকের পক্ষ থেকে হয়েছে, কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এটি ইবনু ইয়াজিদ থেকে), বুস থেকে, ওয়াসিলা থেকে বর্ণনা করেছেন, (কিন্তু আবু

(ص: 662) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

إِدْرِيسَ) ، مِنْهُمْ: عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَغَيْرُهُمْ .
(وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ) فِيهِ بِالْإِخْبَارِ (بِسَمَاعِ بُسْرِ مِنْ وَاثِلَةَ) ، وَقَدْ حَكَّمَ الْأَيْمَّةَ عَلَى ابْنِ
الْمُبَارَكِ بِالْوَهْمِ فِي ذَلِكَ ، كَالْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ .

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: وَكَثِيرًا مَا يُحَدِّثُ بُسْرٌ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ فَعَلِطَ ابْنُ الْمُبَارَكِ،
وَعَلَّنَ أَنَّ هَذَا مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ وَائِلَةَ، وَقَدْ سَمِعَ هَذَا بُسْرٌ مِنْ وَائِلَةَ
نَفْسِهِ، ثُمَّ الْحَدِيثُ عَلَى الْوُجْهِينِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ.
(وَصَنَّفَ الْخَطِيبُ فِي هَذَا) النَّوعِ (كِتَابًا) سَمَّاهُ: " تَبْيِيزُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ "،
(فِي كَثِيرٍ مِنْهُ نَظَرٌ لِأَنَّ) الْإِسْنَادَ (الْخَالِي عَنْ) الرَّاوي (الزَّائِدِ إِنْ كَانَ بِحَرْفٍ عَنْ)
وَنَحْوَهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي الْإِتِّصَالَ؛ (فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مُنْقَطِعًا) وَيُعَلَّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي
ذَكَرَ فِيهِ الرَّاوي الزَّائِدُ، لِأَنَّ الرِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَّةِ مَقْبُولَةٌ (وَإِنْ صَرَّحَ فِيهِ بِسَمَاعٍ أَوْ
إِخْبَارٍ) أَوْ تَحْدِيثٍ (احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ) ، اللَّهُمَّ (إِلَّا
أَنْ تُوْجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْوَهْمِ) كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْبَيْتِ السَّابِقِ.
(وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ) أَيْضًا (الظَّاهِرُ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ هَذَا

-

[তাদরীবুর রাবী]

ইদ্রীসের) থেকে। তাদের মধ্যে রয়েছেন: আলী ইবনু হুজর, আল-ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম, ঈসা ইবনু ইউনুস এবং অন্যান্যরা।

(এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'ইখবার' (সংবাদ) এর মাধ্যমে এতে সুস্পষ্ট করেছেন) (বুসরের ওয়াসিলা থেকে শ্রবণের বিষয়টি)। তবে ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের মতো ইমামগণ ইবনু মুবারকের এই বিষয়ে ভুল (ওয়াহম) করার ফায়সালা দিয়েছেন।

এবং আবু হাতিম আর-রাযী বলেছেন: বুসর প্রায়শই আবু ইদ্রিসের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। ফলে ইবনু মুবারক ভুল করেছেন এবং ভেবেছেন যে এটি এমন একটি বর্ণনা যা আবু ইদ্রিস, তিনি ওয়াসিলা থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ বুসর এটি ওয়াসিলা থেকে সরাসরি শুনেছেন। অতঃপর, এই হাদীসটি উভয় সূত্রেই মুসলিম ও তিরমিযীর নিকট বিদ্যমান।

(এবং খতীব এই) ধরনের উপর (একটি গ্রন্থ) রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন: "তাময়ীযুল মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ"। (তার গ্রন্থের অনেক অংশে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে, কারণ) সনদ (যা বিহীন) বর্ণনাকারী (অতিরিক্ত থেকে, যদি 'আন' (عن) হরফ দ্বারা হয়) এবং এর মতো অন্য শব্দ দ্বারা (বর্ণিত হয়) যা সংযুক্তি নিশ্চিত করে না; (তাহলে উচিত হলো

সেটিকে 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে গণ্য করা) এবং তাতে ত্রুটি নির্ণয় করা হবে সেই সনদ দ্বারা যেখানে অতিরিক্ত বর্ণনাকারীর উল্লেখ আছে, কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। (আর যদি তাতে 'শোনা' (سَمِعَ) অথবা 'সংবাদ দেওয়া' (أَخْبَرَ) অথবা 'বর্ণনা করা' (حَدَّثَ) এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়, তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে, তিনি তা এক ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর (মূল শায়খের) সূত্রে শুনেছেন, এরপর তিনি সরাসরি তাঁর (মূল শায়খের) কাছ থেকে শুনেছেন), তবে (যদি এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যা ভুল (ভ্রম) নির্দেশ করে), যেমনটি আবু হাতিম পূর্ববর্তী উদাহরণে উল্লেখ করেছেন, তাহলে ভিন্ন কথা। (এবং আরও বলা যেতে পারে) যে, (যার ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে তার বাহ্যিক অবস্থা হলো)

(ص: 663) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النُّوعُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ:

الْمَرَّاسِيلُ الْخَفِيَّةُ إِرسَالُهَا هُوَ فَنُّ مُهِمٍّ عَظِيمٌ الْفَائِدَةُ، يُدْرِكُ بِالِاتِّسَاعِ فِي الرِّوَايَةِ وَجَمْعِ الطَّرِيقِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ. وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ كِتَابٌ وَهُوَ مَا عُرِفَ إِرسَالُهُ لِعَدَمِ اللَّقَاءِ أَوْ السَّمْعِ، وَمِنْهُ مَا يُحْكَمُ بِإِرسَالِهِ لِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِزِيَادَةِ شَخْصٍ، وَهَذَا الْقِسْمُ مَعَ النَّوعِ السَّابِقِ يُعْتَرِضُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخِرِ وَقَدْ يُجَابُ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ.

[تدريب الراوي]

أَنْ يَذْكُرَ السَّمَاعَيْنِ؛ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حُمِلَ عَلَى الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ.

[النُّوعُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ الْمَرَّاسِيلُ الْخَفِيَّةُ إِرسَالُهَا]

(النُّوعُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ، الْمَرَّاسِيلُ الْخَفِيَّةُ إِرسَالُهَا) أَيِ انْقِطَاعُهَا، (هُوَ فَنُّ مُهِمٍّ عَظِيمٌ الْفَائِدَةُ يُدْرِكُ بِالِاتِّسَاعِ فِي الرِّوَايَةِ وَجَمْعِ الطَّرِيقِ) لِلْأَحَادِيثِ، (مَعَ الْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ، وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ كِتَابٌ) سَمَاءُ: "التَّفْصِيلُ لِمُبْهَمِ الْمَرَّاسِيلِ".

وَأَصْلُ الْإِرْسَالِ، ظَاهِرٌ: كِرَوَايَةِ الرَّجُلِ عَمَّنْ لَمْ يُعَاصِرْهُ، كِرَوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَالِكٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
وَخَفِيٌّ: وَهُوَ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا.

(وَهُوَ مَا عُرِفَ إِزْسَالُهُ لِعَدَمِ اللَّقَاءِ) لِمَنْ رَوَى عَنْهُ مَعَ الْمُعَاصَرَةِ، (أَوْ) لِعَدَمِ (السَّيِّعِ)
مَعَ ثُبُوتِ اللَّقَاءِ، أَوْ لِعَدَمِ سَيِّعِ ذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ مَعَ سَيِّعِ غَيْرِهِ، وَيُعْرَفُ مَا ذُكِرَ إِمَّا
بِنَصِّ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ، أَوْ بِوَجْهِ صَحِيحٍ؛ كِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، فِي بَعْضِ طُرُقِ
الْحَدِيثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

كَحَدِيثِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ مِنْ رَوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، مَرْفُوعًا:
«رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ» .

আঠাশতম প্রকার:

আল-মারাসিল আল-খাফিয়্যু ইরসালুহা (গোপন মুরসাল হাদিস) এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও
অত্যন্ত উপকারী শাস্ত্র, যা রেওয়াতের ব্যাপকতা, বিভিন্ন সনদ একত্রিতকরণ এবং পূর্ণাঙ্গ
জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। এ বিষয়ে আল-খাতিবের একটি গ্রন্থ রয়েছে। এটি এমন
বিষয় যার ইরসাল (সনদ বিচ্ছিন্নতা) জ্ঞাত হয় সাক্ষাতের অভাবের কারণে অথবা শ্রবণের
অভাবের কারণে। এর মধ্যে এমনও রয়েছে যার ইরসাল হিসেবে রায় দেওয়া হয় অন্য একটি
সূত্রে অতিরিক্ত এক ব্যক্তির উল্লেখ আসার কারণে। এই প্রকার এবং পূর্ববর্তী প্রকার উভয়ই
একে অপরের উপর আপত্তিমূলক হতে পারে এবং পূর্বোক্ত উপায়ে এর জবাব দেওয়া যেতে
পারে।

-

[তাদরিবুর রাবী]

(বর্ণনাকারী) উভয় শ্রবণের উল্লেখ করবে; যদি সে তা উল্লেখ না করে, তবে (হাদিসটিকে)
উল্লেখিত অতিরিক্ত (ব্যক্তির উপস্থিতি) হিসেবে গণ্য করা হবে।

[আঠাশতম প্রকার: আল-মারাসিল আল-খাফিয়্যু ইরসালুহা (গোপন মুরসাল হাদিস)]

(আঠাশতম প্রকার, আল-মারাসিল আল-খাফিয়্যু ইরসালুহা) অর্থাৎ এর ইনকিতা' (সনদের
বিচ্ছিন্নতা)। (এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত উপকারী শাস্ত্র যা উপলব্ধি করা যায় রেওয়াতের

ব্যাপকতা ও হাদিসের বিভিন্ন সনদ একত্রিতকরণের মাধ্যমে), (পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সাথে। এ বিষয়ে আল-খাতিবের একটি গ্রন্থ রয়েছে) যার নাম দিয়েছেন: "আত-তাফসিলু লি-মুবহামিল মারাসিল"।

ইরসালের মূল হলো, প্রকাশ্য প্রকার: যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কারো থেকে বর্ণনা করে যার যুগ সে পায়নি, যেমন আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং মালিক, ইবনুল মুসায়্যাব থেকে।

এবং খাফি (গোপন): যা এখানে উল্লিখিত।

(এবং এটি এমন যার ইরসাল জানা যায় সাক্ষাতের অভাবের কারণে) যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও, (অথবা) সাক্ষাতের নিশ্চিত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও (শ্রবণের) অভাবের কারণে, অথবা অন্য বিষয় শ্রবণ করা সত্ত্বেও সেই নির্দিষ্ট খবরটি শ্রবণ না করার কারণে। এবং উল্লিখিত বিষয় জানা যায় হয় কিছু ইমামের সুস্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে, অথবা কোনো সহীহ উপায়ে; যেমন হাদিসের কিছু সনদে বর্ণনাকারীর নিজের সম্পর্কে তা বলে দেওয়া এবং অনুরূপ বিষয় দ্বারা।

যেমন ইবনে মাজাহ কর্তৃক উমার ইবনে আব্দুল আজিজ থেকে উকবা ইবনে আমির সূত্রে মারফু' হিসেবে বর্ণিত হাদিস: «আল্লাহ পাহাদারদের প্রহরীকে রহম করুন।»

(ص: 664) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النُّوعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ:

مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَهَذَا عِلْمٌ كَبِيرٌ عَظِيمٌ الْفَائِدَةُ؛ فِيهِ يُعْرَفُ الْمُتَّصِلُ مِنَ الْمُرْسَلِ، وَفِيهِ كُتِبَ كَثِيرَةٌ وَمِنْ أَحْسَنِهَا وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدُ "الِاسْتِيعَابُ" لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ؛ لَوْلَا مَا شَأْنُهُ بِذِكْرِ مَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَحَكَايَتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ. وَقَدْ جَمَعَ الشَّيْخُ ابْنُ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيُّ فِي الصَّحَابَةِ كِتَابًا حَسَنًا جَمَعَ كُتُبًا كَثِيرَةً وَضَبَطَ وَحَقَّقَ أَشْيَاءَ حَسَنَةً، وَقَدْ اخْتَصَرْتُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ.

[تدريب الراوي]

فَإِنَّ عُمَرَ لَمْ يَلْقَ عُقْبَةَ، كَمَا قَالَ الْبِرِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ.
 وَكَأَحَادِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ
 عُمَرَ بْنَ مُرَّةَ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ: هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.
 (وَمِنْهُ مَا يُحْكَمُ بِإِسَالِهِ لِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِزِيَادَةِ شَخْصٍ) بَيْنَهُمَا كَحَدِيثِ رَوَاهُ
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثْرِيجَ، عَنْ حُذَيْفَةَ
 مَرْفُوعًا: «إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ». .
 فَهُوَ مُنْقَطِعٌ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي
 شَيْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ.
 وَرَوَى أَيْضًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.
 (وَهَذَا الْقِسْمُ مَعَ النَّوعِ السَّابِقِ) وَهُوَ الْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ (يُعْتَرِضُ بِكُلِّ مِنْهُمَا
 عَلَى الْآخِرِ) ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ الْحُكْمُ لِلزَّائِدِ، وَرُبَّمَا كَانَ لِلنَّاقِصِ، وَالزَّائِدُ وَهُمْ، وَهُوَ
 يَشْتَبِهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَا يُدْرِكُهُ إِلَّا النُّقَادُ، (وَقَدْ يُجَابُ بِنَحْوِ مَا
 تَقَدَّمَ) .

[النَّوعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ]

[تعريف الصحابي]

النَّوعُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: (مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: هَذَا عِلْمٌ كَبِيرٌ جَلِيلٌ

উনচল্লিশতম প্রকার:

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পরিচিতি, এবং এটি একটি বিশাল ও অত্যন্ত উপকারী
 জ্ঞান; এর মাধ্যমে মুত্তাসিল (পরম্পরা যুক্ত) ও মুরসাল (পরম্পরা বিযুক্ত) হাদীসের পার্থক্য
 জানা যায়, এবং এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক উপকারী গ্রন্থ
 হলো ইবনে আবদিল বার-এর "আল-ইসতিআব"; যদি না তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে
 সংঘটিত বিষয়াবলী উল্লেখ করে এবং ঐতিহাসিকদের থেকে বর্ণনা করে এটিকে কলঙ্কিত
 করতেন।

শায়খ ইবনুল আসীর আল-জাজারী সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে একটি সুন্দর গ্রন্থ সংকলন করেছেন, যেখানে তিনি বহু গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং অনেক বিষয়কে সঠিক ও নির্ভরযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর আমি আল্লাহর প্রশংসার সাথে তা সংক্ষিপ্ত করেছি।

-

[তারীবুর রাবী]

কেননা উমার (রা) উকবাহর সাথে সাক্ষাৎ করেননি, যেমন আল-মিযযী ‘আল-আত্বরাফ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এবং আবু উবাইদাহ তার পিতা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মতো; কেননা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, আমরা ইবনে মুররাহ আবু উবাইদাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনি কি আব্দুল্লাহ থেকে (কিছু) স্মরণ করতে পারেন? তিনি বললেন: না।

(এবং এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা মুরসাল হিসেবে গণ্য হয়, কারণ তা অন্য সূত্রে একজন ব্যক্তির অতিরিক্ত সহকারে এসেছে) তাদের মাঝে, যেমন হাদীসটি আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি যায়দ ইবনে ইয়ুসাইগ থেকে, তিনি হুযাইফাহ থেকে মারফু’ হিসেবে: «যদি তোমরা আবু বকরকে এর দায়িত্ব দাও, তবে তিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত»।

অতএব এটি দুটি স্থানে মুনকাতি’ (বিচ্ছিন্ন); কারণ তিনি আব্দুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আব্দুর রাযযাক) বলেছেন: নু’মান ইবনে আবু শাইবাহ আমাকে সাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং তিনি সাওরী থেকে, তিনি শারিক থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন।

(এবং এই প্রকার পূর্ববর্তী প্রকারের সাথে) যা মুত্তাসিল সনদসমূহে অতিরিক্ত (রাবী) (উভয়টি একে অপরের উপর আপত্তি উত্থাপন করে), কারণ কখনো অতিরিক্ত (রাবীযুক্ত) বর্ণনার পক্ষে রায় হয়, আবার কখনো কম (রাবীযুক্ত) বর্ণনার পক্ষে। আর অতিরিক্তটি বিভ্রম (ভ্রম), এবং এটি অনেক হাদীসবিদের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হয়, আর সমালোচকরা ছাড়া কেউই এটি উপলব্ধি করতে পারে না। (এবং এর উত্তর পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে সেভাবে দেওয়া যেতে পারে)।

[উনচল্লিশতম প্রকার: সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পরিচিতি]

[সাহাবীর সংজ্ঞা]

উনচল্লিশতম প্রকার: (সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) পরিচিতি: এটি একটি বিশাল ও মহৎ জ্ঞান)

(ص: 665) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

عَظِيمُ الْفَائِدَةِ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْمُتَّصِلُ مِنَ الْمُرْسَلِ، وَفِيهِ كُتِبَ كَثِيرَةٌ مُؤَلَّفَةٌ كِتَابِ " الصَّحَابَةِ " لِابْنِ حِبَّانَ، وَهُوَ مُخْتَصَرٌ فِي مُجَلَّدٍ، وَكِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْدَةَ، وَهُوَ كَبِيرٌ جَلِيلٌ، وَذَيْلٌ عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ، وَكِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَكِتَابِ الْعُسْكُرِيِّ.

(وَمِنْ أَحْسَنِهَا وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدَ " الْإِسْتِيعَابُ " لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ لَوْلَا مَا شَأْنُهُ بِذِكْرِ مَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَحِكَايَتِهِ عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ).

وَالْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْإِكْثَارُ وَالتَّخْلِيطُ فِيمَا يَرُودُ مِنْهُ، وَذَيْلٌ عَلَيْهِ ابْنُ فَتْحُونٍ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ (وَقَدْ جَمَعَ الشَّيْخُ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (ابْنُ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيُّ فِي الصَّحَابَةِ كِتَابًا حَسَنًا) سَمَّاهُ: " أَسْدُ الْغَابَةِ "، (جَمَعَ فِيهِ كُتُبًا كَثِيرَةً) وَهِيَ كِتَابُ ابْنِ مَنْدَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي نُعَيْمٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَزَادَ مِنْ غَيْرِهَا أَسْمَاءً فِي هَذَا، (وَضَبَطَ وَحَقَّقَ أَشْيَاءَ حَسَنَةً) عَلَى مَا فِيهِ مِنَ التَّكْرَارِ

[তাদরীবুর রাবী]

অত্যন্ত উপকারী, এবং এর মাধ্যমেই মুত্তাসিলকে মুরসাল থেকে চিহ্নিত করা যায়। এতে ইবনু হিব্বানের "আস-সাহাবাহ" গ্রন্থের ন্যায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা এক খণ্ডে সংক্ষিপ্ত।

(তদ্রূপ) আবু আবদুল্লাহ ইবনু মানদাহর গ্রন্থ, যা সুবিশাল ও মর্যাদাপূর্ণ, এবং আবু মূসা আল-মাদীনী তার উপর যাইল (পরিশিষ্ট) রচনা করেছেন। (আর রয়েছে) আবু নু'আইম আল-আসফাহানীর গ্রন্থ এবং আল-আসকারীর গ্রন্থ।

আর এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও অধিক উপকারী গ্রন্থ হলো ইবনু আবদিল-বার্ এর "আল-ইসতী'আব", যদি না এটি সাহাবিদের মধ্যকার বিরোধ উল্লেখ এবং আখবারিয়ীদের সূত্রে সেগুলোর বর্ণনার কারণে ভ্রুটিপূর্ণ না হতো।

আখবারিয়ীদের বর্ণনায় অতিরিক্ততা ও বিভ্রান্তিই ছিল তাদের সাধারণ প্রবণতা। ইবনু ফাতহুন এর উপর যাইল (পরিশিষ্ট) লিখেছেন।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ইবনুস সালাহর উক্তির অতিরিক্ত হিসেবে বলেন: শাইখ আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আল-আসীর আল-জাজারী সাহাবিদের বিষয়ে একটি চমৎকার গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তিনি এর নামকরণ করেছেন: "উসদুল গাবাহ"। তিনি এতে অনেক গ্রন্থ একত্রিত করেছেন, যেমন: ইবনু মানদাহ, আবু মূসা, আবু নু'আইম এবং ইবনু আবদিল-বার্ এর গ্রন্থসমূহ। তিনি এতে অন্য সূত্র থেকে আরও নাম যোগ করেছেন এবং এতে পুনরাবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক সুন্দর বিষয়কে বিন্যস্ত ও যাচাই (তাহকীক) করেছেন।

(ص: 666) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

بِحَسَبِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْاِسْمِ اَوْ الْكُنْيَةِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَقَدْ اخْتَصَرْتُه بِحَمْدِ اللَّهِ) وَلَمْ يَشْتَهَرْ هَذَا الْمُخْتَصَرُ، وَقَدْ اخْتَصَرَهُ

الذَّهَبِيُّ اَيْضًا فِي كِتَابٍ لَطِيفٍ سَمَّاهُ: "التَّجْرِيدُ".

وَلِشَيْخِ الْاِسْلَامِ فِي ذَلِكَ: "الْاِصَابَةُ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ"، كِتَابٌ حَافِلٌ، وَقَدْ اخْتَصَرْتُه

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

فَائِدَةٌ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: " الْأَخْبَارِيَّيْنِ " جَمْعُ أَخْبَارِيٍّ، عَدَّةُ ابْنِ هِشَامٍ مِنْ لَحْنِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ:
الصَّوَابُ الْخَبَرِيُّ، أَيْ لِأَنَّ النِّسْبَةَ إِلَى جَمْعٍ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدِ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ
التَّصْرِيفِ، تَقُولُ فِي الْفَرَائِضِ فَرَضِيٌّ.
وَوُكِّلَتْهُ: أَنَّ الْمُرَادَ النِّسْبَةَ إِلَى هَذَا النَّوعِ، وَخُصُوصِيَّةَ الْجَمْعِ مُلْغَاءً، مَعَ أَنَّهَا مُؤَدِّيَّةٌ إِلَى
الثَّقَلِ، قَالَ: وَمِنْ اللَّحْنِ أَيْضًا قَوْلُهُمْ: لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ صُحُفِي بِضَمَّتَيْنِ، وَالصَّوَابُ
بِفَتْحَتَيْنِ، رَدًّا إِلَى صَحِيفَةٍ، ثُمَّ فَعَلَ بِهَا مَا فَعَلَ بِحَنِيفَةٍ.

[তাদরীবুর রাবী]

নাম অথবা কুনিয়াতের (উপনামের) ভিন্নতা অনুযায়ী।

গ্রন্থকার বলেছেন: (এবং আমি তা আল্লাহর প্রশংসার সাথে সংক্ষিপ্ত করেছি) কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সংকলনটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। ইমাম যাহাবীও একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে তা সংক্ষেপ করেছেন, যার নাম দিয়েছেন: "আত-তাজরীদ"।

এবং শাইখুল ইসলামের এ বিষয়ে রয়েছে: "আল-ইসাবাহ ফি তাময়ীযিস সাহাবাহ" নামক একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থ, এবং আমি তা সংক্ষেপ করেছি, আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

ফায়দা

গ্রন্থকারের উক্তি: "আল-আখবারিয়ীন" হচ্ছে "আখবারী"-এর বহুবচন। ইবন হিশাম এটিকে আলেমগণের একটি ব্যাকরণগত ত্রুটি হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন: বিশুদ্ধ রূপ হলো "আল-খাবারী"। অর্থাৎ, বহুবচনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধ) একবচনের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, যেমনটি সরফ (রূপতত্ত্ব) শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনি "আল-ফরায়েদ"-এর ক্ষেত্রে "ফারযী" বলেন।

আর এর সূক্ষ্মতা হলো: উদ্দেশ্য হলো এই প্রকারের প্রতি নিসবত করা, এবং বহুবচনের বৈশিষ্ট্য বাতিল হয়ে যায়, যদিও তা উচ্চারণে ভারিত্ব সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন: এবং ব্যাকরণগত ত্রুটির মধ্যে আরও একটি হলো তাদের উক্তি: "সুহফী" (দু'টি যাম্মা সহকারে) ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞান গ্রহণ করা হয় না। অথচ বিশুদ্ধ রূপ হলো "সাহাফী" (দু'টি ফাতহা সহকারে), যা "সাহীফা" (পৃষ্ঠা/লিপি)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, অতঃপর এর সাথে তাই করা হয়েছে যা "হানীফা"-এর সাথে করা হয়েছিল।

فُرُوعُ:

أَحَدُهَا اخْتِلَفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ؛ فَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ كُلُّ مُسْلِمٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَنْ أَصْحَابِ الْأُصُولِ أَوْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ صَحَابِيًّا إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ غَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزَوَتَيْنِ؛ فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَضْعِيفٌ؛ فَإِنْ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُعَدَّ جَرِيرُ الْبَجَلِيِّ وَشَبْهُهُ صَحَابِيًّا، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُمْ صَحَابَةٌ. ثُمَّ تُعَرَفُ صُحْبَتُهُ بِالْتِّوَاتِرِ وَالْإِسْتِفَاضَةِ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ قَوْلِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.

[تدريب الراوي]

[فُرُوعُ الْأَوَّلِ الْاِخْتِلَافُ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ]

فُرُوعُ

(أَحَدُهَا، اخْتِلَفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ، فَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ كُلُّ مُسْلِمٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَنَقَلَهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ. وَأُورِدَ عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ فَاعِلُ الرُّؤْيَا الرَّائِي الْأَعْمَى كَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ بِلَا خِلَافٍ وَلَا رُؤْيَا لَهُ.

وَمَنْ رَأَاهُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَرَسُولٍ قَبِضَ فَلَا صُحْبَةَ لَهُ. وَمَنْ رَأَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدَّفْنِ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِأَبِي ذُوَيْبٍ خُوَيْلِدِ بْنِ خَالِدِ الْهُذَلِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَا صُحْبَةَ لَهُ.

وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمَّةِ؛ فَإِنَّهُ كُشِفَ لَهُ عَنْهُمْ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَغَيْرُهَا، وَرَأَاهُمْ.

وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَيْضًا، مَنْ صَحِبَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ، كَابْنِ خَطْلٍ وَنَحْوِهِ.

فَالأَوَّلَى أَنْ يُقَالَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى إِسْلَامِهِ.
أَمَّا مَنْ ارْتَدَّ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ مُسْلِمًا؛ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: فِي دُخُولِهِ فِيهِمْ نَظَرٌ، فَقَدْ
نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مُحِبَّةٌ لِلْعَمَلِ.
قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُحِبَّةٌ لِلصُّحْبَةِ السَّابِقَةِ، كَقُرَّةِ بْنِ هُبَيْرَةَ، وَالْأَشْعَثِ بْنِ

فَرْعُونَ:

প্রথমটি হলো সাহাবীর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে; মুহাদ্দিসদের নিকট প্রসিদ্ধ মত হলো, তিনি (সাহাবী) হলেন প্রত্যেক মুসলিম যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন।

উসূলবিদদের বা তাদের কারো কারো মতে, সাহাবী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি অনুগামী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সঙ্গ লাভ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত যে, সাহাবী গণ্য করা হবে না এমন ব্যক্তিকে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক বা দুই বছর অবস্থান করেনি অথবা তাঁর সাথে এক বা দুটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি; যদি তাঁর থেকে এটি সহীহ হয়, তবে তা দুর্বল মত; কারণ এর দাবি অনুযায়ী জারীর আল-বাজালী এবং তাঁর মতো ব্যক্তির সাহাবী হিসেবে গণ্য হবেন না, অথচ তাঁরা যে সাহাবী, তাতে কোনো মতভেদ নেই। অতঃপর, সাহাবীত্ব তওয়াফুর (অসংখ্য সূত্রে প্রমাণিত), ইস্তিফাদার (ব্যাপক প্রচার), অথবা কোনো সাহাবীর উক্তি দ্বারা, অথবা ন্যায়পরায়ণ হলে তাঁর নিজের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়।

[তাদরিবুর রাবী]

[শাখা-প্রশাখা: প্রথমটি সাহাবীর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ]

ফুরুউ (শাখা-প্রশাখা)

(প্রথমটি হলো, সাহাবীর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকট প্রসিদ্ধ মত হলো, তিনি (সাহাবী) হলেন প্রত্যেক মুসলিম যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। এভাবেই বলেছেন ইবনুস সালাহ এবং তিনি এটি বুখারী ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, যদি رؤية (দেখা)-এর কর্তা (فاعل) হয় (চক্ষুবিশিষ্ট) দ্রষ্টা, তাহলে ইবনু উম্মি মাকতুম ও তাঁর মতো অন্ধ ব্যক্তির, যাদের দেখার ক্ষমতা নেই, তারা সাহাবী হবেন না, অথচ তারা নিঃসন্দেহে সাহাবী।

এবং যে ব্যক্তি তাঁকে কাফের অবস্থায় দেখেছে, অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর ইসলাম গ্রহণ করেছে, যেমন কায়সারের দূত, তার জন্য কোনো সাহাবীত্ব নেই।

এবং যে ব্যক্তি তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর দাফনের পূর্বে দেখেছে— আর আবু যু'আইব খুওয়াইলিদ ইবনু খালিদ আল-হুযালী এর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছিল—তার জন্যও কোনো সাহাবীত্ব নেই।

আর যদি رؤية (দেখা)-এর কর্তা (فاعل) হন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে এর মধ্যে সকল উম্মত শামিল হয়ে যাবে; কারণ ইসরা ও অন্যান্য রাতে তাঁর জন্য তাদের (উম্মতের) পর্দা উন্মোচিত হয়েছিল এবং তিনি তাদের দেখেছিলেন।

এবং এর উপর আরও আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গ লাভ করেছে অতঃপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছে, যেমন ইবনু খাতাল ও তাঁর মতো ব্যক্তির।

অতএব, উত্তম হলো বলা: যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসলিম অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছে এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে।

আর যে ব্যক্তি তাঁর (রাসূলুল্লাহর) পর মুরতাদ হয়েছিল, অতঃপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে; আল-ইরাকী বলেছেন: তাদের (সাহাবীদের)

অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিবেচনা প্রয়োজন, কারণ ইমাম শাফিঈ ও আবু হানিফা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রিদ্বাহ (ধর্মত্যাগ) আমলকে ধ্বংস করে দেয়।

তিনি (ইরাকী) বলেছেন: এবং বাহ্যত এটি পূর্বের সাহাবীত্বকেও বাতিল করে দেয়, যেমন কুররা ইবনু হুযায়রা, এবং আশ'আস ইবনু

قَيْسٍ، أَمَّا مَنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، فَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهِ فِي الصُّحْبَةِ، وَجَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ بِبَقَاءِ اسْمِ الصُّحْبَةِ لَهُ. قَالَ: وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَقَبُهُ فِي حَالِ النُّبُوَّةِ أَوْ أَعْمُ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَدْخُلَ مَنْ رَأَاهُ قَبْلَهَا وَمَاتَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ؛ كَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ مَنْدَهٍ فِي الصَّحَابَةِ، وَكَذَا لَوْ رَأَاهُ قَبْلَهَا، ثُمَّ أَدْرَكَ الْبُعْثَةَ وَأَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ أَرْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الرُّوْيَةِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ذِكْرُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ وَلَدَّهُ إِبْرَاهِيمَ دُونَ مَنْ مَاتَ قَبْلَهَا، كَالْقَاسِمِ.

قَالَ: وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الرُّوْيِ التَّيْبِيزُ، حَتَّى لَا يَدْخُلَ مَنْ رَأَاهُ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ، وَالْأَطْفَالُ الَّذِينَ حَنَّكَهُمْ وَلَمْ يَرَوْهُ بَعْدَ التَّيْبِيزِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ؟ لَمْ يَذْكُرُوهُ أَيْضًا؛ إِلَّا أَنَّ الْعَلَاءِيَّ قَالَ فِي الْمَرَّاسِيلِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ نَوْفَلٍ حَنَّكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا لَهُ وَلَا صُحْبَةَ لَهُ، بَلْ وَلَا رُؤْيَا أَيْضًا، وَكَذَا قَالَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، حَنَّكَهُ وَدَعَا لَهُ، وَلَا تُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَا بَلْ هُوَ تَابِعِيٌّ.

وَقَالَ فِي النُّكْتِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَيْمَةِ ابْنِ مَعِينٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَغَيْرِهِمْ اشْتَرَاطُهُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُثَبِّتُوا الصُّحْبَةَ لِأَطْفَالٍ حَنَّكَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مَسَحَ وَجُوهُهُمْ، أَوْ تَفَلَ فِي أَفْوَاهِهِمْ، كَمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ

[তাদরীবুর রাবী]

কায়স, তবে যারা তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামে ফিরে এসেছেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারহ, তাদের সাহাবিয়াত-এর অন্তর্ভুক্তিতে কোনো বাধা নেই, এবং শায়খুল ইসলাম এ বিষয়ে ও এর পূর্ববর্তী বিষয়ে তাঁর জন্য সাহাবী নামটি বহাল থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

তিনি বলেন: আর প্রশ্ন হলো, তাঁর (নবীর) সাথে সাক্ষাৎ কি নবুওয়াতের অবস্থাতেই শর্ত, নাকি এর চেয়েও ব্যাপক, যাতে নবুওয়াতের পূর্বে তাঁকে যারা দেখেছে এবং হানিফী ধর্মের ওপর

মৃত্যুবরণ করেছে, তারা অন্তর্ভুক্ত হবে; যেমন যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল? অথচ ইবনে মান্দাহ তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অনুরূপভাবে, যদি কেউ নবুওয়াতের পূর্বে তাঁকে দেখে থাকে, অতঃপর নবুওয়াত লাভ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তাঁকে (নবীকে) আর দেখতে না পায়?

ইরাকী বলেন: আমি এমন কাউকে দেখিনি যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।

তিনি বলেন: আর নবুওয়াতের পরে দেখার বিষয়টি বিবেচ্য হওয়ার প্রমাণ হলো, তারা (আলেমগণ) সাহাবীদের মধ্যে তাঁর (নবীর) পুত্র ইব্রাহীমের উল্লেখ করেছেন, তবে যারা নবুওয়াতের পূর্বে মারা গেছে, যেমন কাসিম, তাদের উল্লেখ করেননি।

তিনি বলেন: আর দেখার ক্ষেত্রে কি তামীয (জ্ঞান) শর্ত, যাতে অপ্রাপ্তবয়স্করা, যারা তাঁকে দেখেছে কিন্তু বুঝতে পারেনি, এবং যে শিশুদেরকে তিনি তাহনিক করিয়েছেন কিন্তু তামীযের পর আর দেখেনি, তারা অন্তর্ভুক্ত হবে না? নাকি এটি শর্ত নয়? তারা এটিও উল্লেখ করেননি; তবে আলায়ী 'আল-মারাসিল' গ্রন্থে বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আল-হারিস ইবনে নাওফালকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহনিক করিয়েছিলেন এবং তার জন্য দু'আ করেছিলেন, কিন্তু তার সাহাবিয়াত নেই, এমনকি দেখাও নেই, অনুরূপভাবে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি তালহা আল-আনসারী সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তাকে তাহনিক করিয়েছিলেন এবং তার জন্য দু'আ করেছিলেন, কিন্তু তার দেখার বিষয়টি জানা যায় না, বরং তিনি একজন তাবেয়ী। আর 'আন-নুকাত' গ্রন্থে তিনি বলেন: ইবনে মা'ঈন, আবু যুর'আহ, আবু হাতিম, আবু দাউদ এবং অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্যের প্রকাশ্য অর্থ হলো এটির শর্তারোপ, কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব শিশুকে তাহনিক করিয়েছিলেন, অথবা তাদের মুখে হাত বুলিয়েছিলেন, অথবা তাদের মুখে থুথু দিয়েছিলেন – যেমন মুহাম্মদ ইবনে হাতিব এবং আব্দুর রহমান ইবনে উসমান – তাদের জন্য তারা সাহাবিয়াত সাব্যস্ত করেননি।

(ص: 669) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

التَّيْبِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَنَحْوِهِمْ.
 قَالَ: وَلَا يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِلَّا لَخَرَجَ مَنْ أُجْمِعَ عَلَى عَدِّهِ فِي الصَّحَابَةِ،
 كَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَنَحْوِهِمْ.
 قَالَ: وَالظَّاهِرُ اشْتِرَاطُ رُؤْيَيْهِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ؛ فَلَا يُطْلَقُ اسْمُ الصُّحْبَةِ عَلَى مَنْ رَأَاهُ مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ.
 قَالَ: وَقَدْ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الْأَثِيرِ مُؤْمِنِي الْجَنِّ فِي الصَّحَابَةِ دُونَ مَنْ رَأَاهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ،
 وَهُمْ أَوْلَى بِالذِّكْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ.
 قَالَ: وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ، لِأَنَّ الْجِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَافِّينَ الَّذِينَ شَبِلَتْهُمْ الرِّسَالَةُ وَالْبُعْثَةُ؛
 فَكَانَ ذِكْرُ مَنْ عُرِفَ اسْمُهُ مِنْ رَأَاهُ حَسَنًا؛ بِخِلَافِ الْمَلَائِكَةِ.
 قَالَ: وَإِذَا نَزَلَ عِيسَى صَلى الله عليه وسلم وَحَكَمَ بِشَرْعِهِ فَهَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ
 الصُّحْبَةِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ رَأَاهُ فِي الْأَرْضِ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ، انْتَهَى.
 (وَعَنْ أَصْحَابِ الْأَصُولِ أَوْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ (عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ) لَهُ،
 وَالْأَخْذِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَنْ وَقَدَ عَلَيْهِ وَانْصَرَفَ بِلاَ مُصَاحِبَةٍ وَلَا مُتَابَعَةٍ؛ قَالُوا: وَذَلِكَ
 مَعْنَى الصَّحَابِيِّ لُغَةً.
 وَرُدَّ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الصُّحْبَةِ، لَا مِنْ قَدْرِ مِنْهَا مَخْصُوصٍ، وَذَلِكَ
 يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَحِبَ غَيْرَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، يُقَالُ: صَحِبْتُ فُلَانًا حَوْلًا وَشَهْرًا
 وَيَوْمًا وَسَاعَةً.

[তাদরীবুর রাবী]

আত-তাইমি, উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মার এবং তাদের মতো অন্যান্য।

তিনি বলেন: সহীহ (প্রমাণিত) মতানুযায়ী, সাবালকত্ব শর্ত নয়; অন্যথায় যাদেরকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে, তারা বাদ পড়ে যেতেন, যেমন হাসান, হুসাইন, ইবনু যুবাইর এবং তাদের মতো অন্যান্য।

তিনি বলেন: দৃশ্যত, 'আলমুল শাহাদাহ' (এই পার্থিব জগত)-এ তাঁকে দেখা শর্ত; অতএব, ফিরিশতা এবং নবীগণ যারা তাঁকে দেখেছেন, তাদের উপর 'সাহাবাত' (সাহাবী) নামটি প্রযোজ্য হবে না।

তিনি বলেন: ইবনুল আসীর জিন্নদের মধ্যে যারা মুমিন, তাদের সাহাবী হিসেবে গণ্য করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, ফিরিশতাদের মধ্যে যারা তাঁকে দেখেছেন তাদের ক্ষেত্রে নয়, অথচ তারা (ফিরিশতারা) এদের (জিন্নদের) চেয়েও উল্লেখের অধিক যোগ্য।

তিনি বলেন: এটি যেমন সে (ইবনুল আসীর) ধারণা করেছে তেমন নয়, কারণ জিন্নরা মুকাল্লাফীন (শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য) এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের প্রতি রিসালাত (নবুওয়াতের বার্তা) ও বা'সাত (প্রেরণ) প্রসারিত হয়েছে; সুতরাং যারা তাঁকে দেখেছেন এবং যাদের নাম জানা আছে, তাদের উল্লেখ করা উত্তম; ফিরিশতাদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।

তিনি বলেন: ঈসা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন অবতরণ করবেন এবং তাঁর শরীয়ত দ্বারা বিচার করবেন, তখন কি তাঁর উপর 'সাহাবাত' (সাহাবী) নামটি প্রযোজ্য হবে, কারণ এটি প্রমাণিত যে তিনি পৃথিবীতে তাঁকে দেখেছেন? দৃশ্যত হ্যাঁ। (উক্তি) সমাপ্ত।

(এবং উসূলবিদগণ বা তাদের কারো কারো মতে, 'সাহাবী' তিনি, যার মেলামেশা দীর্ঘ হয়েছে) তাঁর সাথে (অনুসরণের পদ্ধতিতে) তাঁর জন্য, এবং তাঁর থেকে (জ্ঞান) গ্রহণ করে; পক্ষান্তরে যারা তাঁর কাছে এসেছিল এবং সঙ্গ বা অনুসরণ ব্যতীত চলে গেছে (তারা সাহাবী নয়); তারা বলেন: এটিই ভাষাগতভাবে 'সাহাবী' শব্দের অর্থ।

কিন্তু (এই মত) ভাষাবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, 'সাহাবী' শব্দটি 'সুহবাত' (সঙ্গ) থেকে উদ্ভূত, এর নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ থেকে নয়; এবং এটি যে কেউ কারো সঙ্গ দিয়েছে, কম হোক বা বেশি হোক, তার উপর প্রযোজ্য হয়। বলা হয়: আমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গ দিয়েছি এক বছর, এক মাস, এক দিন, এক মুহূর্ত।

(ص: 670) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ (أَوْ بَعْضِهِمْ) مِنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مُوَافِقُونَ لِمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَصَحَّحَهُ الْأَمْدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُوَافَقَةً مَا ذُكِرَ عَنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: لِمَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، «عَنْ مُوسَى السَّيْلَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ آخِرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَدْ بَقِيَ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَمَّا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَا آخِرُ مَنْ بَقِيَ».

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ أَرَادَ إِثْبَاتَ صُحْبَةٍ خَاصَّةٍ لَيْسَتْ لِأُولَئِكَ. (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعَدُّ صَحَابِيًّا إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، أَوْ غَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزَوَتَيْنِ).

وَوَجْهُهُ: أَنَّ لِصُحْبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَفًا عَظِيمًا، فَلَا تُنَالُ إِلَّا بِاجْتِمَاعِ طَوِيلٍ يَظْهَرُ فِيهِ الْخُلُقُ الْمَطْبُوعُ عَلَيْهِ الشَّخْصُ؛ كَالْغَزْوِ الْمُشْتَبِلِ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَالسَّنَةِ الْمُشْتَبِلَةِ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْمِرَاجُ. (فَإِنْ صَحَّ) هَذَا الْقَوْلُ (عَنْهُ فَضْعِيفٌ، فَإِنْ كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُعَدَّ جَرِيرُ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (الْبَجَلِيُّ، وَشَبْهُهُ) مِمَّنْ فَقَدَ مَا اشْتَرَطَهُ كَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ (صَحَابِيًّا، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُمْ صَحَابَةٌ).

[তাদরীবুর রাবী]

লেখকের উক্তি "(অথবা তাদের কেউ কেউ)" তার অতিরিক্ত সংযোজন; কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই হাদীসবিদদের থেকে পূর্বে বর্ণিত মতের সাথে একমত, এবং আল-আমিদী ও ইবনুল হাজিব এটিকে সঠিক বলেছেন, এবং কতিপয় হাদীসবিদদের থেকে মূলনীতিবিদদের উল্লিখিত মতের সাথে ঐকমত্য রয়েছে: যেমন ইবনু সা'দ "আত-তাবাকাত" গ্রন্থে আলী ইবনু মুহাম্মাদ থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি মূসা আস-সাইলানী থেকে একটি উত্তম সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মূসা আস-সাইলানী বলেন: আমি আনাস ইবনু মালিকের নিকট এসে তাকে বললাম: আপনিই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ অবশিষ্ট ব্যক্তি?

তিনি বললেন: কিছু বেদুঈন অবশিষ্ট আছে, তবে তাঁর (বিশেষ) সাহাবীদের মধ্যে আমিই সর্বশেষ অবশিষ্ট ব্যক্তি।

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং এর জবাব হলো: তিনি এক বিশেষ সাহচর্য বোঝাতে চেয়েছেন যা তাদের (বেদুঈনদের) ছিল না।

(সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাহাবী হিসেবে গণ্য করতেন না শুধুমাত্র তাকে ছাড়া যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক বা দুই বছর অবস্থান করেছে, অথবা তাঁর সাথে এক বা দুটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে)।

এর কারণ হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের এক মহান মর্যাদা রয়েছে, সুতরাং তা অর্জিত হয় না দীর্ঘ সাহচর্য ছাড়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তির স্বভাবগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়; যেমন যুদ্ধ, যা কষ্টকর ভ্রমণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা এক প্রকার আযাব (কষ্টের অংশ), এবং বছর, যা চারটি ঋতুকে অন্তর্ভুক্ত করে যার দ্বারা মেজাজের পরিবর্তন ঘটে। (যদি) এই উক্তিটি (তাঁর থেকে) সঠিক হয়, তাহলে তা দুর্বল, কারণ এর দাবি হলো জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী এবং তার মতো যারা তিনি শর্ত করেছেন তা পূরণ করেননি, যেমন ওয়াইল ইবনু হুজর, তাদেরকে (সাহাবী) গণ্য না করা, অথচ তারা যে সাহাবী, সে বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই।

(ص: 671) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فَفِي الْإِسْنَادِ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ: وَقَدْ اعْتَرِضَ بِأَنَّ جَرِيرًا أَسْلَمَ فِي أَوَّلِ الْبُعْثَةِ، لِمَا رَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُهُ لِأُبَايِعَهُ؛ فَقَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا جَرِيرُ؟ قَالَ:

جُئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَى يَدَيْكَ، فَدَعَانِي إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ» الْحَدِيثُ.
 قَالَ: وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَصِينِ بْنِ عُمَرَ الْأَحْمَسِيِّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْفُورِيَّةُ فِي جَوَابِ (لَبَّأ)، بِدَلِيلِ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَفَرَضُهَا مُتَرَاخٍ عَنِ الْبُعْثَةِ.
 وَالصَّوَابُ مَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ تَوْفِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَا قَالَ الْوَاقِدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْخَطِيبُ، وَغَيْرُهُمْ.
 فَائِدَةٌ
 فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ قَوْلُ رَابِعٍ: أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ وَرَوَى عَنْهُ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ.

[তাদরীবুর রাবী]

আল-ইরাকি বলেছেন: ইবনে আল-মুসায়্যিব থেকে এটি সহীহ নয়; কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনে উমার আল-ওয়াকিদী রয়েছেন, যিনি হাদীসে দুর্বল।

তিনি বলেছেন: আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, জারীর নবুওয়াতের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যেমন তাবরানি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন আমি তাঁর কাছে বাইয়াত করার জন্য এসেছিলাম। তিনি বললেন: হে জারীর, কী জন্য এসেছ? তিনি (জারীর) বললেন: আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি। তখন তিনি আমাকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আর ফরয সালাত কায়েম করতে ও ফরয যাকাত আদায় করতে» —হাদীসটি।

তিনি বলেছেন: আর উত্তর হলো যে, হাদীসটি সহীহ নয়; কারণ এটি হুসাইন ইবনে উমার আল-আহমাসির বর্ণনা, আর তিনি ‘মুনকারুল হাদীস’ (দুর্বল বর্ণনাকারী)। আর যদি তা প্রমাণিতও হয়, তাহলেও তাতে কোনো প্রমাণ নেই, কারণ (لَبَّأ)-এর উত্তরে তাৎক্ষণিকতা অপরিহার্য হয়, সালাত ও যাকাতের উল্লেখের প্রমাণে, অথচ এ দুটির ফরয হওয়া নবুওয়াতের অনেক পরে।

আর সঠিক মত হলো যা তাঁর থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আমি সূরা মায়েদা নাযিল হওয়ার পরেই কেবল ইসলাম গ্রহণ করেছি।" এটি আবু দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। আর বুখারীর "তারীখুল কাবীর"-এ রয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কথাই ওয়াকিদী, ইবনে হিব্বান, খতীব এবং অন্যান্যরাও বলেছেন।

ফায়দা

সাহাবীর সংজ্ঞা সম্পর্কে চতুর্থ একটি মত হলো: যে তার সাহচর্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং সে তাঁর থেকে (হাদীস) বর্ণনা করেছে; এটি আল-হাফিয বলেছেন।

(ص: 672) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَخَامِسٌ: أَنَّهُ مَنْ رَأَاهُ بِالْغَا، حَكَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ شَاذٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَسَادِسٌ: أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ زَمَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ؛ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْبَصْرِيِّ، وَعَدَّ مِنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ الْجَيْشَانِيُّ أَبَا تَيْبٍ، وَلَمْ يَزَحَلْ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السَّيْرِ، وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الْقَوْلَ الْقَرَائِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ.

وَكَذَا مِنْ حُكْمٍ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبَوِيهِ، وَعَلَيْهِ عَمِلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ مُنْدَهٍ فِي كِتَابَيْهِمَا.

وَشَرَطَ الْمَاوَرَدِيُّ فِي الصَّحَابِيِّ أَنْ يَتَخَصَّصَ بِالرَّسُولِ وَيَتَخَصَّصَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ثُمَّ تُعَرَّفُ صُحْبَتُهُ) إِمَّا (بِالتَّوَاتُرِ) كَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَبَقِيَّةِ الْعَشْرَةِ فِي خَلْقٍ مِنْهُمْ. (وَالِاسْتِفَاضَةِ) وَالشُّهُرَةِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، كِضَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَعُكَّاشَةَ بْنِ مُحْصَنٍ.

(أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ) عَنْهُ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ: كَحَمَّةَ بْنِ أَبِي حَمَّةَ الدَّوْسِيِّ الَّذِي مَاتَ بِأَصْبَهَانَ
مَبْطُونًا؛ فَشَهِدَ لَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ لَهُ
بِالشَّهَادَةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "تَارِيخِ أَصْبَهَانَ"، وَرَوَيْنَا قِصَّتَهُ فِي مُسْنَدِ
الطَّبَّالِيسِيِّ، وَمُعْجَمِ الطَّبْرَانِيِّ.

[তাদরীবুর রাবী]

এবং পঞ্চমটি হলো: যে ব্যক্তি তাঁকে (নবীকে) প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় দেখেছেন। এটি ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, যা শায় (বিরল), যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবং ষষ্ঠটি হলো: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ লাভ করেছেন এবং তিনি মুসলিম ছিলেন, যদিও তিনি তাঁকে (রাসূলকে) দেখেননি। এটি বলেছেন ইয়াহইয়া ইবনু উসমান ইবনু সালিহ আল-মিসরী। তিনি এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনু মালিক আল-জাইশানী আবু তামিমকে, যিনি সীরাতিবিদদের ঐকমত্যে উমরের খেলাফতকাল ব্যতীত মদিনায় হিজরত করেননি। এই অভিমত বর্ণনা করেছেন এমন পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন আল-কারাফী তাঁর শারহুত তানকীহ গ্রন্থে।

অনুরূপভাবে, যার ইসলাম তার পিতামাতার অনুসরণে বিবেচিত হয়েছে; এবং এর উপর ভিত্তি করে ইবনু আবদিল-বার এবং ইবনু মানদাহ তাঁদের কিতাবদ্বয়ে আমল করেছেন।

আল-মাওয়াদী সাহাবীর ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, তিনি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হবেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হবেন।

(এরপর তাঁর সাহাবিয়াত পরিচিত হয়) হয় (তাওয়াতুর দ্বারা) যেমন আবু বকর, উমর এবং বাকি দশজন সাহাবীর মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের মতো।

(এবং ইস্তিফাদা দ্বারা), যা তাওয়াতুরের চেয়ে কম প্রসিদ্ধি বা ব্যাপকতা। যেমন যিমাম ইবনু সা'লাবাহ এবং উক্বাশাহ ইবনু মিহসান।

(অথবা কোনো সাহাবীর উক্তি দ্বারা) যে ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি সাহাবী হওয়ার কথা বলেছেন।

যেমন হুমামাহ ইবনু আবী হুমামাহ আদ-দাওসী, যিনি ইস্পাহানে পেটের পীড়ায় মারা গিয়েছিলেন পেটের পীড়ায়। আবু মুসা আল-আশ'আরী তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শাহাদাতের ফায়সালা দিতে শুনেছেন। আবু নু'আইম তাঁর "তারীখে ইস্পাহান" গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর ঘটনা মুসনাদে তায়ালিসী এবং মু'জামে তাবরানী গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

(ص: 673) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَزَادَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ هَذَا: أَنْ يُخْبِرَ أَحَادُ التَّابِعِينَ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ، بِنَاءً عَلَى قَبُولِ التَّرْكِيبَةِ مِنْ وَاحِدٍ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.

(أَوْ قَوْلِهِ) هُوَ: أَنَا صَحَابِيٌّ (إِذَا كَانَ عَدْلًا) إِذَا أُمِكنَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَإِنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ».

يُرِيدُ انْخِرَامَ ذَلِكَ الْقَرْنِ، قَالَ ذَلِكَ سَنَةٌ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَشَرَطَ الْأُصُولِيُّونَ فِي قَبُولِهِ أَنْ تُعْرَفَ مُعَاصَرَتُهُ لَهُ، وَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ احْتِمَالُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ؛ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا بِدَعْوَى رُتْبَةٍ يُثْبِتُهَا لِنَفْسِهِ، وَبِهَذَا جَزَمَ الْأَمِدِيُّ، وَرَجَّحَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ.

فَأَيَّدَهُ

قَالَ الدَّهْيِيُّ فِي "الْبَيْزَانِ": رَتَّنُ الْهِنْدِيُّ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا رَتَّنُ، شَيْخٌ دَجَّالٌ بِلَا رَيْبٍ، ظَهَرَ بَعْدَ السِّتِمَائَةِ، فَادَّعَى الصُّحْبَةَ وَالصَّحَابَةَ لَا يَكْذِبُونَ، وَهَذَا جَرِيءٌ عَلَى

[তাদরীবুর রাবী]

শায়খুল ইসলাম ইবনে হাজার এর পর আরও যোগ করেছেন: কোনো কোনো তাবিঈর পক্ষ থেকে এটি বর্ণনা করা যে, অমুক সাহাবী ছিলেন, একজন থেকে সুপারিশ গ্রহণ করার উপর ভিত্তি করে, আর এটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত।

(অথবা তার উক্তি) যে, 'আমি সাহাবী' (যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয়), যদি তা সম্ভব হয়; কারণ, যদি সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের একশ বছর পর এই দাবি করে, তাহলে তা গৃহীত হবে না, যদিও এর পূর্বে তার ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত উক্তির কারণে: «তোমরা কি তোমাদের এই রাতটি দেখছো? কারণ, একশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ভূপৃষ্ঠে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।»

তিনি সেই শতকের (প্রজন্মের) বিলুপ্তি বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি এ কথা তাঁর ওফাতের বছরে বলেছেন।

উসূলবিদগণ এটি গ্রহণ করার জন্য শর্তারোপ করেছেন যে, তার (রাসূলের সাথে)

সমসাময়িকতা পরিচিত হতে হবে। আর এই মাসআলার মূলে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাকে বিশ্বাস করা হবে না; কারণ সে এমন এক মর্যাদার দাবিদার, যা সে নিজের জন্য প্রমাণ করতে চায়। আর এ ব্যাপারে ইমাম আল-আমিদী নিশ্চিত মত দিয়েছেন, এবং আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য

আল-যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন: রাতান আল-হিন্দী, এবং তুমি জানো কি রাতান কী ছিল! নিঃসন্দেহে একজন প্রতারক শায়খ। সে ছয়শ হিজরীর পর আবির্ভূত হয়েছিল, এবং সাহাবিয়াতের দাবি করেছিল, অথচ সাহাবীগণ মিথ্যা বলেন না। আর এ তো দুঃসাহস দেখিয়েছে

(ص: 674) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

اللَّهُ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ أَلْفَتْ فِي أَمْرِهِ جُزْءًا.

[الثَّانِي الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيَّرُهُمْ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ]
قَالَ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143] الْآيَةُ، أَيُّ عُدُولًا.
وَقَالَ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110] ، وَالْخُطَابُ فِيهَا
لِلْمُؤَدِّينَ حِينَئِذٍ.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ الْفَحْصِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ: أَنَّهُمْ حَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ؛ فَلَوْ
ثَبَتَ تَوَقُّفٌ فِي رِوَايَتِهِمْ لَانْحَصَرَتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّا
اسْتُرْسَلْتُ عَلَى سَائِرِ الْأَعْصَارِ.
وَقِيلَ: يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ: بَعْدَ وَقُوعِ الْفِتَنِ.
وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: عُدُولٌ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا.
وَقِيلَ: إِذَا انْفَرَدَ.
وَقِيلَ: إِلَّا الْمُقَاتِلَ وَالْمُقَاتَلَ.

[তাদরীবুর রাবী]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিষয়ে। এবং আমি এ বিষয়ে একটি অংশ রচনা করেছি।

[দ্বিতীয়ত: সকল সাহাবীই আ‘দিল (নির্ভরযোগ্য/ন্যায়পরায়ণ), ফিতনায় জড়িত হোক বা না
হোক, নির্ভরযোগ্য আলেমদের ইজমা (ঐকমত্য) অনুযায়ী।]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: {এবং এভাবেই আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি}

[সূরা বাকারা: ১৪৩] আয়াতটি, অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ (আ‘দিল) হিসেবে।

এবং আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: {তোমরা শ্রেষ্ঠতম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে} [সূরা আলে ইমরান: ১১০]। এতে সম্বোধন করা হয়েছে সেই সময়ের বিদ্যমান মানুষদেরকে।

এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আমার প্রজন্ম (আমার যুগের লোকেরা)», এটি শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণনা করেছেন।

ইমামুল হারামাইন বলেছেন: তাদের ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) যাচাই না করার কারণ হলো: তারা শরীয়তের ধারক-বাহক; সুতরাং যদি তাদের বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা প্রমাণিত হতো, তাহলে শরীয়ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেত এবং তা অন্যান্য যুগে প্রসারিত হতে পারত না।

এবং বলা হয়েছে: তাদের ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) সম্পর্কে শর্তহীনভাবে অনুসন্ধান করা ওয়াজিব।

এবং বলা হয়েছে: ফিতনা সংঘটিত হওয়ার পর (অনুসন্ধান করা ওয়াজিব)।

এবং মু‘তামিলারা বলেছে: তারা (সবাই) ন্যায়পরায়ণ, তবে যারা আলী (রাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করেছে তারা ব্যতীত।

এবং বলা হয়েছে: যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন (তখন অনুসন্ধান করা ওয়াজিব)।

এবং বলা হয়েছে: যারা যুদ্ধ করেছে এবং যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে, তারা ব্যতীত।

(ص: 675) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الثَّانِي: الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، مَنْ لَابَسَ الْفِتْنِ وَغَيَّرَهُمْ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ. وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا أَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَائِشَةُ. وَأَكْثَرُهُمْ فُتْنًا تُرْوَى: ابْنُ عَبَّاسٍ. وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: انْتَهَى عِلْمُ الصَّحَابَةِ إِلَى سِتَّةٍ: عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَبِي وَزَيْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنُ مَسْعُودٍ، ثُمَّ انْتَهَى عِلْمُ السِّتَّةِ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ.

وَمِنَ الصَّحَابَةِ الْعِبَادِلَةُ وَهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ؛ وَلَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ؛ وَكَذَا سَائِرُ مَنْ يُسَمَّى عَبْدَ اللَّهِ، وَهُمْ نَحْوُ مَائَتَيْنِ

وَعِشْرِينَ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ. وَاخْتَلَفَ فِي عَدَدِ طَبَقَاتِهِمْ، وَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَبَقَةً.

[تدريب الراوي]

وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِصَوَابٍ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ، وَحَمْلًا لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الاجْتِهَادِ الْمَأْجُورِ فِيهِ كُلُّ مَنْهُمْ.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ الْبُزْهَانِ: لَسْنَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا: "الصَّحَابَةُ عُدُولٌ" كُلَّ مَنْ رَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مَا أَوْ زَارَهُ لِمَامًا، أَوْ اجْتَمَعَ بِهِ لِمَامٌ وَانْصَرَفَ، وَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ الَّذِينَ لَا زَمُوهُ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ.

قَالَ الْعَلَايِيُّ: وَهَذَا قَوْلٌ غَرِيبٌ يُخْرِجُ كَثِيرًا مِنَ الشُّهُورِيِّينَ بِالصُّحْبَةِ وَالرِّوَايَةِ عَنِ الْحُكْمِ بِالْعَدَالَةِ، كَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ وَقَدْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُقَمْ عِنْدَهُ إِلَّا قَلِيلًا وَانْصَرَفَ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يُعْرِفْ إِلَّا بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَمَنْ لَمْ يُعْرِفْ مِقْدَارَ إِقَامَتِهِ مِنْ أَعْرَابِ الْقَبَائِلِ، وَالْقَوْلُ بِالتَّعْصِيمِ هُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ. (وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا أَبُو هُرَيْرَةَ) رَوَى خَمْسَةَ آلَافٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ حَدِيثًا. اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ مِنْهَا عَلَى ثَلَاثِينَ وَخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِثَلَاثَةِ وَتِسْعِينَ، وَمُسْلِمٌ بِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَثَمَانِينَ.

দ্বিতীয়ত: সাহাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য ('আদুল')। ফিতনার সাথে জড়িত ছিলেন এমন এবং অন্যান্য সকলেই, যাদের ঐক্যমত্য ধর্তব্য, তাদের ইজমা অনুসারে।

এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী হলেন আবু হুরায়রা, অতঃপর ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আনাস ইবনু মালিক এবং আয়েশা। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক ফাতওয়া যার থেকে বর্ণিত, তিনি হলেন ইবনু আব্বাস। মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

সাহাবায়ে কেরামের ইলম ছয়জনের উপর এসে সমাপ্ত হয়েছিল: উমার, আলী, উবাই, য়ায়েদ, আবু দারদা এবং ইবনু মাসউদ। অতঃপর এই ছয়জনের ইলম আলী ও আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ)-এর উপর এসে সমাপ্ত হয়েছিল।

এবং সাহাবীগণের মধ্যে 'আবাদিলাগণ (আব্দুল্লাহ নামধারীরা) হলেন: ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, ইবনু আয-যুবাইর এবং ইবনু আমর ইবনুল 'আস; ইবনু মাসউদ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নন। একইভাবে অন্যান্য যারা আব্দুল্লাহ নামে পরিচিত, তাঁরা প্রায় দুইশত বিশ জন। আবু যুর'আ আর-রাযী বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছিল এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে, যাঁরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন।

তাঁদের 'তবাকা' (স্তর/শ্রেণী)-এর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হাকিম তাঁদেরকে বারোটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

[তাদরীবুর রাবী]

এবং এসব কিছুই সঠিক নয়; তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে এবং এতে তাঁদের প্রত্যেককে সওয়াবপ্রাপ্ত ইজতিহাদের উপর ধারণ করে (কথাটি বলা হয়েছে)।

এবং মাযিরী তাঁর 'শারহুল বুরহান' গ্রন্থে বলেছেন: আমরা আমাদের এই কথা দ্বারা – "সাহাবীগণ নির্ভরযোগ্য ('আদুল)" – সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বোঝাই না, যিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো একদিন দেখেছেন অথবা হালকাভাবে সাক্ষাৎ করেছেন, অথবা কোনো উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে ফিরে গেছেন। বরং আমরা তাঁদেরকে বোঝাই, যাঁরা তাঁর সাথে লেগে ছিলেন, তাঁকে সম্মান করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন।

আলায়ী বলেছেন: "এবং এটি একটি অদ্ভুত উক্তি যা সুহবত ও রিওয়াযাতের কারণে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তিকে 'আদালত (নির্ভরযোগ্যতা) এর বিধান থেকে বাইরে নিয়ে যায়, যেমন ওয়া'ইল ইবনু হুজর, মালিক ইবনু হুয়াইরিস এবং উসমান ইবনু আবিল 'আস ও অন্যান্য যারা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করেছিলেন এবং তাঁর কাছে অল্পকাল অবস্থান করে ফিরে গিয়েছিলেন। একইভাবে যারা কেবল একটি হাদিস বর্ণনা করার জন্য পরিচিত, এবং যারা উপজাতীয় বেদুইনদের মধ্যে থেকে, যাদের অবস্থানের সময়কাল জানা যায় না (তাদেরও বাদ দেয়)। ব্যাপকতার উক্তিই হলো যা জুমহুর (অধিকাংশ আলেম) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এটিই গ্রহণযোগ্য।"

(এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা) তিনি পাঁচ হাজার তিনশত চুয়াত্তরটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এই হাদিসগুলির মধ্যে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) তিনশত পঁচিশটি হাদিসে একমত হয়েছেন। আর বুখারী এককভাবে নিরানব্বইটি এবং মুসলিম এককভাবে একশত ঊননব্বইটি (হাদিস) বর্ণনা করেছেন।

(ص: 676) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةِ رَجُلٍ، وَهُوَ أَحْفَظُ الصَّحَابَةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ، أَسَدُهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي
الْمَدْخَلِ " .

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ فِي جَنَازَتِهِ وَيَقُولُ: كَانَ يَحْفَظُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَدِيثَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا أَنْسَاهُ، قَالَ: ابْسُطْ
رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ. فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ» .

وَفِي " الْمُسْتَدْرَكِ » عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: ادْعُوا فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِي وَأَمَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
ثُمَّ دَعَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا
يُنْسَى "؛ فَأَمَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ:
سَبَقَكُمَا الْغُلَامُ الدَّوْسِيُّ» .

(ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ عُمَرَ) رَوَى الْفَيْ حَدِيثٍ وَسِتِّبَائَةٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا.
(وَابْنُ عَبَّاسٍ) رَوَى الْفَا وَسِتِّبَائَةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا.

-

[তাওযীহুর রাবী/الراوي]

তাঁর থেকে আটশতেরও অধিক লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক মুখস্থকারী ছিলেন।

শাফিঈ বলেছেন: আবু হুরায়রা তাঁর যুগে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক মুখস্থকারী ছিলেন। বায়হাকী তাঁর "আল-মাদখাল" গ্রন্থে এটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে উমার তাঁর জানাযার সময় তাঁর প্রতি রহমতের দোয়া করতেন এবং বলতেন: তিনি মুসলমানদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ করেছিলেন। এটি ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন।

সহীহ গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: «আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে হাদীস শুনি, কিন্তু তা ভুলে যাই। তিনি বললেন: তোমার চাদর বিছাও। অতঃপর আমি তা বিছিয়ে দিলাম। তখন তিনি তাঁর উভয় হাতে (কিছু) ভরে দিলেন, অতঃপর বললেন: এটিকে জড়ো করো। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।»

এবং "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে য়ায়েদ বিন সাবিত থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: «আমি, আবু হুরায়রা এবং অন্য একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা দোয়া করো। অতঃপর আমি ও আমার সঙ্গী দোয়া করলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' বললেন। এরপর আবু হুরায়রা দোয়া করলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দুই সঙ্গীর চাওয়া বস্তুর অনুরূপ চাই এবং এমন জ্ঞান চাই যা ভুলানো যায় না।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' বললেন। তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও অনুরূপ চাই। তখন তিনি বললেন: দাউসী যুবক তোমাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে গেছে।»

(অতঃপর) আব্দুল্লাহ (ইবনে উমার) দুই হাজার ছয়শ ত্রিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(এবং ইবনে আব্বাস) এক হাজার ছয়শ ষাটটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[تدريب الراوي]

(وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) رَوَى أَلْفًا وَخُمُسِيَّةً وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا.
(وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رَوَى أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَسِتًّا وَثَمَانِينَ حَدِيثًا.
(وَعَائِشَةُ) أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَوَتْ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَعَشْرَةَ.
وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يَزِيدُ حَدِيثُهُ عَلَى أَلْفٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ فَإِنَّهُ
رَوَى أَلْفًا وَمِائَةً وَسَبْعِينَ حَدِيثًا.
فَإِذْ

السَّبَبُ فِي قِلَّةِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ تَقْدِيرِهِ وَسَبْقِهِ
وَمُلَازَمَتِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ وَقَاتُهُ قَبْلَ انْتِشَارِ الْحَدِيثِ، وَاعْتِنَاءِ
النَّاسِ بِسَمَاعِهِ وَتَحْصِيلِهِ وَحِفْظِهِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَهْذِيبِهِ.
قَالَ: وَجُمْلَةُ مَا رُوِيَ لَهُ مِائَةُ حَدِيثٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا.
(وَأَكْثَرُهُمْ فَتْيَا تُرَوَّى) عَنْهُ (ابْنُ عَبَّاسٍ)؛ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
(وَعَنْ مَسْرُوقٍ) أَنَّهُ (قَالَ): انْتَهَى عِلْمُ الصَّحَابَةِ إِلَى سِتَّةٍ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ،

[তাদরিবুর রাবী]

(এবং জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ) এক হাজার পাঁচশত চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(এবং আনাস ইবনে মালিক) দুই হাজার দুইশত ছিয়াশিটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(এবং আয়িশা), উম্মুল মু'মিনীন, দুই হাজার দুইশত দশটি (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

এই সকল সাহাবী ব্যতীত এমন কোনো সাহাবী নেই যার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের বেশি, তবে আবু সাঈদ আল-খুদরী ব্যতীত; কারণ তিনি এক হাজার একশত সত্তরটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাঃ) থেকে কম হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ, নবী কারীম (সাঃ)-এর সাথে তাঁর অগ্রগামিতা, পূর্ববর্তী অবস্থান এবং অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য সত্ত্বেও, হল এই যে, হাদীসের ব্যাপক প্রচার এবং মানুষের তা শোনা, সংগ্রহ করা ও মুখস্থ করার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পূর্বেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। এ কথা গ্রন্থকার তাঁর 'তাহযীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি (গ্রন্থকার) বলেন: তাঁর থেকে মোট একশত বিয়াল্লিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(এবং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফতওয়া যার থেকে বর্ণিত হয়েছে,) তিনি হলেন (ইবনে আব্বাস); এ কথা আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন।

(এবং মাসরূক থেকে বর্ণিত) যে, তিনি (বলেছেন: সাহাবীদের ইলম (জ্ঞান) ছয়জনের কাছে শেষ হয়েছে: উমার, এবং আলী,

(ص: 678) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَأَبِي (ابْنِ كَعْبٍ، وَزَيْدٍ) ابْنِ ثَابِتٍ، (وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، ثُمَّ انْتَهَى عِلْمُ السِّتَّةِ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ) ابْنِ مَسْعُودٍ.
وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْهُ نَحْوَهُ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ بَدَلَ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَقَدْ اسْتَشْكَلَ بَأَنَّ أَبَا مُوسَى وَزَيْدَ بَنِ ثَابِتٍ تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ؛
فَكَيْفَ انْتَهَى عِلْمُ السِّتَّةِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ؟
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ضَمًّا عَلَيْهِمَا إِلَى عَلَيْهِمَا، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَفَاةُ مَنْ ذَكَرَ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ الْعِلْمُ يُؤْخَذُ عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَكَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يُشَبِّهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ،
وَكَانَ عَلِيٌّ وَالْأَشْعَرِيُّ وَأَبِي يُشَبِّهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ فَتَوَى مُطْلَقًا سَبْعَةٌ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةُ.
 قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فُتَيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ.
 قَالَ: وَيَلِيهِمْ عَشْرُونَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، وَأَبُو مُوسَى، وَمُعَاذٌ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ،
 وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَلْمَانَ، وَجَابِرٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ،
 وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعِمْرَانُ بْنُ

[তাদরীবুর রাবী]

এবং উবাই ইবনে কা'ব, এবং যায়দ ইবনে সাবেত, এবং আবুল দারদা, এবং ইবনে মাসউদ।
 অতঃপর এই ছয়জনের জ্ঞান আলী এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে এসে শেষ হয়।
 শা'বী (রহ.)ও তার (বর্ণনা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি আবুল দারদার পরিবর্তে
 আবু মুসা আল-আশ'আরীর কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, আবু মুসা এবং যায়দ ইবনে সাবেতের ওফাত ইবনে মাসউদ ও
 আলীর পরে হয়েছিল; তাহলে কীভাবে ছয়জনের জ্ঞান ইবনে মাসউদ ও আলীর কাছে এসে
 শেষ হলো?।

ইরাকী (রহ.) বলেন: এর উত্তরে বলা যায় যে, উদ্দেশ্য হলো তাদের জ্ঞানকে এই দুজনের
 জ্ঞানের সাথে একত্র করা, যদিও উল্লিখিতদের ওফাত দেরিতে হয়েছে।

শা'বী (রহ.) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছয়জন সাহাবী থেকে ইলম
 (জ্ঞান) গ্রহণ করা হতো। উমার, আবদুল্লাহ এবং যায়দের জ্ঞান একে অপরের সদৃশ ছিল, এবং
 তারা একে অপরের থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। আর আলী, আল-আশ'আরী এবং উবাইয়ের
 জ্ঞান একে অপরের সদৃশ ছিল, এবং তারা একে অপরের থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন।

ইবনে হায়ম (রহ.) বলেন: নিরঙ্কুশভাবে সর্বাধিক ফতোয়াদাতা সাহাবী ছিলেন সাতজন: উমার,
 আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, যায়দ ইবনে সাবেত এবং আয়েশা।

তিনি বলেন: এদের প্রত্যেকের ফতোয়া থেকে একটি বিশাল খণ্ড (বই) সংকলন করা সম্ভব।

তিনি বলেন: এবং তাদের পরে (ফতোয়াদানের দিক থেকে) বিশজন রয়েছেন: আবু বকর,
 উসমান, আবু মুসা, মু'আয, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু হুরায়রা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে

.....

[تدريب الراوي]

حُصَيْنٍ، وَأَبُو بَكْرَةَ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةُ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ.

قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فُتَيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ صَغِيرٌ.

قَالَ: وَفِي الصَّحَابَةِ نَحْوُ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ نَفْسًا يُقَلُّونَ فِي الْفُتَيَا جِدًّا، لَا يُرَوَى عَنْ

الوَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ وَالْمَسْأَلَتَانِ وَالثَّلَاثُ، كَأَبِي بَنْ كَعْبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي

طَلْحَةَ، وَالْمِقْدَادِ، وَسَرْدَ الْبَاقِينَ.

(وَمِنْ الصَّحَابَةِ الْعِبَادِلَةُ، وَهُمْ) أَرْبَعَةٌ، عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ عُمَرَ) بْنُ الْخَطَّابِ، (وَ) عَبْدُ اللَّهِ

(ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ) عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَ) عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ، وَلَيْسَ

ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ) قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ، وَهُوَ لَا عَاشُوا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى عَلَيْهِمْ؛ فَإِذَا اجْتَمَعُوا

عَلَى شَيْءٍ فَقِيلَ: هَذَا قَوْلُ الْعِبَادِلَةِ.

وَقِيلَ: هُمْ ثَلَاثَةٌ بِإِسْقَاطِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ.

وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَهْذِيبِهِ عَنْهُ: أَنَّهُ ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَسْقَطَ ابْنُ الْعَاصِ

فَوَهُمُ.

نَعَمْ وَقَعَ لِلزَّافِعِيِّ فِي الدِّيَاتِ، وَلِلزَّمَخْشَرِيِّ فِي الْمِفْصَلِ، أَنَّ الْعِبَادِلَةَ: ابْنُ مَسْعُودٍ،

وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَلَطَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْإِصْطِلَاحِ.

(وَكَذَا سَائِرُ مَنْ يُسَمَّى عَبْدَ اللَّهِ) مِنَ الصَّحَابَةِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ الْعِبَادِلَةُ (وَهُمُ

—
তাদরীবুর রাবী

হুসায়েন, আবু বাকরাহ, উবাদা ইবনুস সামিত, মুআবিয়া, ইবনুজ যুবাইর এবং উম্মু সালামাহ।
তিনি বলেন: তাদের প্রত্যেকের ফতোয়া থেকে একটি ছোট অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব।

তিনি বলেন: সাহাবীদের মধ্যে প্রায় একশ বিশ জন এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা ফতোয়া প্রদানে
খুব কম ছিলেন। তাদের কারো থেকে একটি, দুটি বা তিনটি মাসআলা ছাড়া বর্ণনা করা হয় না,
যেমন উবাই ইবনু কা'ব, আবুদ দারদা, আবু তালহা এবং মিকদাদ। (তিনি) অন্যদেরও তালিকা
করেছেন।

(এবং সাহাবীদের মধ্যে আবাদিলাহ ছিলেন) চারজন: আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ইবনুল খাত্তাব,
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনুজ যুবাইর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস। ইবনু
মাসউদ তাদের অন্তর্ভুক্ত নন – এটি আহমদ ইবনু হাম্বল বলেছেন।

বাইহাকী বলেন: কারণ তার (ইবনু মাসউদের) মৃত্যু আগে হয়েছিল, আর এঁরা (অন্য চারজন)
জীবিত ছিলেন যতক্ষণ না তাদের ইলমের প্রয়োজন হয়েছিল; তাই যখন তারা কোনো বিষয়ে
একমত হতেন, তখন বলা হতো: এটি আবাদিলাহদের অভিমত।

এবং বলা হয়েছে: তারা তিনজন, ইবনুজ যুবাইরকে বাদ দিয়ে, এবং আল-জাওহারী ‘আস-
সিহাহ’ গ্রন্থে এর উপরই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

কিন্তু সংকলক তার ‘তাহযীব’ গ্রন্থে তার (জাওহারীর) থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইবনু
মাসউদকে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনুল আসকে বাদ দিয়েছেন – তা ভুল।

হ্যাঁ, রাফি'ঈর ‘আদ-দিয়াত’ গ্রন্থে এবং যামাখশারীর ‘আল-মুফাস্সাল’ গ্রন্থে পাওয়া যায় যে,
আবাদিলাহ হলেন: ইবনু মাসউদ, ইবনু উমর এবং ইবনু আব্বাস। এবং তারা পরিভাষাগত
দিক থেকে এতে ভুল করেছেন।

(এবং এভাবেই সাহাবীদের মধ্যে অন্য যারা আব্দুল্লাহ নামে পরিচিত), তাদের উপর
আবাদিলাহ উপাধি প্রয়োগ করা হয় না (এবং তারা

[تدريب الراوي]

نَحْنُ مَائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ) نَفْسًا، كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَخْذًا مِنَ الْإِسْتِيعَابِ، وَزَادَ عَلَيْهِ ابْنُ فَتْحُونِ جَمَاعَةً يَبْلُغُونَ بِهِمْ نَحْنُ ثَلَاثِيَاةَ رَجُلٍ.
(قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ) فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لَهُ: أَلَيْسَ يُقَالُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ حَدِيثٍ؟

[قَالَ]: وَمَنْ قَالَ ذَا، قَلَقَلِ اللَّهُ أَنْيَابَهُ، هَذَا قَوْلُ الزَّنَادِقَةِ، وَمَنْ يُحْصِي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ) فَقِيلَ لَهُ: هَؤُلَاءِ أَيْنَ كَانُوا وَأَيْنَ سَمِعُوا؟ قَالَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَمَنْ بَيْنَهُمَا، وَالْأَعْرَابُ، وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ حَجَّةَ الْوُدَاعِ، كُلُّ رَأَى وَسَمِعَ مِنْهُ بِعَرَفَةَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ، وَلَا هُوَ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ الْمَشْهُورَةِ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِهِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ.

قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْدَانَ الْعُكْبَرِيِّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَامِعِ الرَّازِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ يُقَالُ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا أَسْنَدَهُ الْمَدِينِيُّ عَنْهُ قَالَ: تُوْفِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ رَأَى

প্রায় দু'শত বিশ জন) ব্যক্তি। এমনই বলেছেন ইবনুস সালাহ 'আল-ইস্তিযাব' থেকে গ্রহণ করে, আর ইবনু ফাতহুন এর উপর একদল যোগ করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের সংখ্যা প্রায় তিনশত ব্যক্তিতে পৌঁছেছে।

(আবু যুরআহ আর-রাযী বলেছেন) এমন এক ব্যক্তির জবাবে যিনি তাকে বলেছিলেন: এমনটি কি বলা হয় না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস চার হাজার?

[তিনি বললেন]: আর যে এ কথা বলে, আল্লাহ তার দাঁতগুলো নড়বড়ে করে দিন। এ হল যিন্দিকদের কথা। আর কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গণনা করতে পারে? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে, যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে শুনেছেন।) তখন তাকে বলা হলো: এরা কোথায় ছিলেন এবং কোথায় শুনেছিলেন? তিনি বললেন: মদীনার অধিবাসী, মক্কার অধিবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানের লোকেরা, আর বেদুঈনরা, এবং যারা তাঁর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁকে দেখেছিলেন এবং তাঁর থেকে আরাফাতে শুনেছিলেন।

আল-ইরাকী বলেছেন: আবু যুরআহ থেকে বর্ণিত এই উক্তির কোনো সনদ আমি পাইনি, আর তা প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থসমূহেও নেই; বরং আবু মুসা আল-মাদীনী এটি তাঁর 'যাইল' গ্রন্থে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি: আল-খাতীব তাঁর সনদ সহ এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাকে বর্ণনা করেছেন আবুল কাসিম আল-আযহারী, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হামদান আল-উকবারী, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু বকর আব্দুল আযীয ইবনু জাফর, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু বকর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু জামি' আর-রাযী, আমি আবু যুরআহকে শুনেছি, এবং একজন ব্যক্তি তাকে বলেছিলেন: এমনটি কি বলা হয় না—তারপর তিনি হুবহু তা উল্লেখ করেছেন।

আল-ইরাকী বলেছেন: এর কাছাকাছি যা আল-মাদীনী তাঁর থেকে সনদ সহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন এবং যারা তাঁকে দেখেছিলেন

[تدريب الراوي]

وَسَمِعَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى مِائَةِ أَلْفِ إِنْسَانٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَهَذَا لَا تَحْدِيدَ فِيهِ، وَكَيْفَ يُسَكِّنُ الإِطْلَاعَ عَلَى تَحْرِيرِ ذَلِكَ مَعَ تَفَرُّقِ الصَّحَابَةِ فِي الْبُلْدَانِ وَالْبَوَادِي وَالْقُرَى، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فِي قِصَّةِ تَخْلُفِهِ عَنْ تَبُوكَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرٌ لَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يَعْنِي الدِّيَّانَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: رَوَى السَّاجِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ سِتُّونَ أَلْفًا، ثَلَاثُونَ أَلْفًا بِالْمَدِينَةِ، وَثَلَاثُونَ أَلْفًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالَ: وَمَعَ هَذَا فَجَمِيعُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحَابَةِ لَمْ يَبْلُغْ مَجْمُوعُ مَا فِي تَصَانِيفِهِمْ عَشْرَةَ آلَافٍ، مَعَ كَوْنِهِمْ يَذْكُرُونَ مَنْ تُوُفِّيَ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ عَاصَرَهُ، أَوْ أَدْرَكَهُ صَغِيرًا.

(وَاخْتَلَفَ فِي عَدَدِ طَبَقَاتِهِمْ) بِاعْتِبَارِ السَّبْقِ إِلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ الْهَجْرَةِ، أَوْ شُهُودِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ؛ فَجَعَلَهُمُ ابْنُ سَعْدٍ خَمْسَ طَبَقَاتٍ، (وَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَبَقَةً) : الْأُولَى: قَوْمٌ أَسْلَمُوا بِمَكَّةَ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ.

الثَّانِيَّةُ: أَصْحَابُ دَارِ النَّدْوَةِ.

الثَّالِثَةُ: مُهَاجِرَةُ الْحَبَشَةِ.

[তাদরীবুর রাবী]

আর তাঁর থেকে এক লক্ষেরও অধিক পুরুষ ও নারী (হাদীস) শুনেছেন, তবে এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। সাহাবীগণ দেশ, মরুময় অঞ্চল ও গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সত্ত্বেও

কীভাবে এর নির্ভুল পরিসংখ্যান জানা সম্ভব? আর ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব ইবনে মালিক (রা.) তাবুক যুদ্ধ থেকে তাঁর অনুপস্থিতির ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সংখ্যায় এত বেশি যে, কোনো একটি স্মারক গ্রন্থ (বা রেজিস্ট্রার, অর্থাৎ দীওয়ান) তাঁদেরকে একত্রিত করতে পারে না।"

আল-ইরাকী (রহ.) বলেছেন: আস-সাজী (রহ.) আল-মানাক্বিব গ্রন্থে উত্তম সূত্রে ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইত্তিকাল করেন, তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এর মধ্যে ত্রিশ হাজার ছিল মদীনায় এবং ত্রিশ হাজার আরবের বিভিন্ন গোত্রে ও অন্যান্য স্থানে।

তিনি (আল-ইরাকী) বলেছেন: এতদসত্ত্বেও, যারা সাহাবীগণের জীবনী সংকলন করেছেন, তাঁদের রচনাবলিতে উল্লেখিত মোট সংখ্যা দশ হাজারেও পৌঁছায়নি, অথচ তাঁরা এমন সাহাবীগণকেও উল্লেখ করেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইত্তিকাল করেছেন, অথবা তাঁর সমসাময়িক ছিলেন, কিংবা তাঁকে শিশুকালে দেখেছিলেন।

(আর তাঁদের স্তর সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে) ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তিতা, হিজরত, অথবা মর্যাদাপূর্ণ ঘটনাবলিতে উপস্থিত থাকার বিবেচনায় (এই স্তরভেদ করা হয়েছে); ফলে ইবনে সা'দ (রহ.) তাঁদেরকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন, (আর আল-হাকিম (রহ.) তাঁদেরকে বারোটি স্তরে বিভক্ত করেছেন):

প্রথম স্তর: এমন একদল লোক যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যেমন চার খলীফা।

দ্বিতীয় স্তর: দারুন নাদওয়ায় (একত্রিত হওয়া) সাহাবীগণ।

তৃতীয় স্তর: হাবশার মুহাজিরগণ।

(ص: 682) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الثَّالِثُ: أَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ؛ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْكُوفَةِ تَقْدِيمَ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ خُزَيْمَةَ؛ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ: أَصْحَابُنَا مَجْبِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، ثُمَّ تَبَأَمُ الْعَشْرَةُ، ثُمَّ

أَهْلُ بَدْرٍ، ثُمَّ أَحَدٍ، ثُمَّ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، وَمِمَّنْ لَهُمْ مَزِيَّةُ أَهْلِ الْعَقَبَتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ،
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وَهُمْ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَطَائِفَةٍ، وَفِي
قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَعَطَاءٍ: أَهْلُ بَدْرٍ.

[تدريب الراوي]

الرَّابِعَةُ: أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى.

الخَامِسَةُ: أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَكْثَرُهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ.

السادسة: أَوَّلُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَيْهِ بِقَبَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ.

السَّابِعَةُ: أَهْلُ بَدْرٍ.

الثَّامِنَةُ: الَّذِينَ هَاجَرُوا بَيْنَ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَّةِ. التَّاسِعَةُ: أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ.

العَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَفَتْحِ مَكَّةَ؛ كَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

الحَادِيَةُ عَشْرَةَ: مُسْلِمَةُ الْفَتْحِ.

الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: صَبِيحَانِ وَأَطْفَالٌ رَأَوْهُ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَغَيْرِهَا.

[الثَّالِثُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ

السُّنَّةِ]

(الثَّالِثُ: أَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ)

وَمِمَّنْ حَكَى الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ؛ قَالَ: وَلَا مُبَالَاةَ بِأَقْوَالِ أَهْلِ

التَّشْيِيعِ وَلَا أَهْلِ الْبِدْعِ.

وَكَذَلِكَ حَكَى الشَّافِعِيُّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى ذَلِكَ، رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي

الْإِعْتِقَادِ.

وَحَكَى الْمَازِرِيُّ عَنِ الْخَطَّابِيِّ تَفْضِيلَ عُمَرَ، وَعَنِ الشَّيْخَةِ تَفْضِيلَ عَلِيٍّ، وَعَنْ

ضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان ثم ر الثالث: أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر علي؛ هذا قول جمهور أهل السنة. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزيمة؛ قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجيعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، ومن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصار، والسابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي: أهل بيعة الرضوان، وفي قول محمد بن كعب وعطاء: أهل بدر

[তাদরিবুর রাবী]

الرابعة: أصحاب العقبة الأولى

الخامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار

السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقاء قبل أن يدخل المدينة

السابعة: أهل بدر

التاسعة: أهل بيعة الرضوان الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية

العاشر: من هاجر بين الحديبية وفتح مكة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص

الحادية عشرة: مسلمة الفتح

الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح في حجة الوداع وغيرها

[তৃতীয়: সাহাবিগণের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে শ্রেষ্ঠ আবু বকর, তারপর উমর (আল্লাহ তাঁদের উভয় থেকে সন্তুষ্ট হোন), আহলে সুন্নাহর ইজমা অনুসারে]

(তৃতীয়: তাদের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে শ্রেষ্ঠ আবু বকর, তারপর উমর (আল্লাহ তাঁদের উভয় থেকে সন্তুষ্ট হোন), আহলে সুন্নাহর ইজমা অনুসারে।) .

যারা এ বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত্য) বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন আবুল আব্বাস আল-কুরতুবি; তিনি বলেছেন: শিয়া এবং বিদআতপন্থী লোকদের বক্তব্য গ্রাহ্য নয়।

একইভাবে, শাফিঈ (রহ.) সাহাবী ও তাবেঈনদের এ বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী তাঁর থেকে 'আল-ই'তিকাদ' গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন।

আর মাযিরী খাতাবিয়াদের থেকে উমরকে প্রাধান্য দেওয়ার এবং শিয়াদের থেকে আলীকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, এবং

[تدريب الراوي]

الرَّائِدِيَّةُ تَفْضِيلَ الْعَبَّاسِ، وَعَنْ بَعْضِهِمُ الْإِمْسَاكَ عَنِ التَّفْضِيلِ.
وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّهُ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ خَيْرٌ، وَعَلِيٌّ أَفْضَلُ، وَهَذَا تَهَافُتٌ
مِنَ الْقَوْلِ.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضُ: أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ وَطَائِفَةً ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِمَّنْ بَقِيَ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى
هَؤُلَاءِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذَا الْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُرْصٍ وَلَا مَقْبُولٍ.
(ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ؛ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَكَافَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَالْأَشْعَرِيُّ، وَالْبَاقِلَانِيُّ، وَكَثِيرٌ
مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ.

لِقَوْلِ ابْنِ عَمَرَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ
عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِلَفْظٍ أَصْرَحَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَوْعِ
الْمَرْفُوعِ.

(وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْكُوفَةِ تَقْدِيمَ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
بُنُ خُزَيْمَةَ)، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَلَكِنَّ آخِرَ قَوْلَيْهِ مَا سَبَقَ.
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ التَّوَقُّفُ بَيْنَهُمَا؛ حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ عَنِ الْمَدَوْنَةِ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: رَجَعَ مَالِكٌ عَنِ التَّوَقُّفِ إِلَى تَفْضِيلِ عُثْمَانَ.

[তাদরীবুর রাবী]

রাওয়ান্দিয়াহ (সম্প্রদায়ের মতে) আব্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব, আর তাদের কারো কারো মতে (শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে) নীরবতা অবলম্বন করা।

আর খাতাবী তার কিছু উস্তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আবু বকর উত্তম, আর আলী শ্রেষ্ঠ।" এটি একটি পরস্পরবিরোধী উক্তি।

আর কাযী ইয়ায বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্দুল বার এবং একদল এই মতে গেছেন যে, তাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছেন, তারা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা তাঁর (রাসূলের) পরে জীবিত ছিলেন; তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তির কারণে: "আমি এদের উপর সাক্ষী।"

গ্রন্থকার বলেছেন: আর এই সাধারণীকরণ সন্তোষজনক নয় এবং গ্রহণযোগ্যও নয়।

(তারপর উসমান, তারপর আলী; এটি আহলুস সুন্নাহর অধিকাংশের অভিমত), এবং এই মতে গেছেন মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, এবং সকল আহলে হাদীস ও ফিকহবিদ, আশ'আরী, বাকিল্লানী, এবং অনেক মুতাকাল্লিমীন (ধর্মতত্ত্ববিদ)।

ইবনে উমরের এই উক্তির কারণে: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বকরের সাথে কাউকে সমকক্ষ মনে করতাম না, তারপর উমরকে, তারপর উসমানকে।" এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। আর তাবারানী এটি আরো স্পষ্ট শব্দে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি মারফু' প্রকারের আলোচনায় পূর্বে এসেছে।

(আর খাতাবী কুফার আহলুস সুন্নাহর থেকে উসমানের উপর আলীকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, এবং আবু বকর ইবনে খুযাইমাহ এই মত দিয়েছেন), এবং এটি সুফিয়ান সাওরী থেকেও একটি বর্ণনা, কিন্তু তার সর্বশেষ অভিমত পূর্বে বর্ণিতটিই।

আর মালিক থেকে তাদের দুজনের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বনের কথা বর্ণিত হয়েছে; মাযিরী 'আল-মুদাওয়ানা' থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

আর কাযী ইয়ায বলেছেন: মালিক নীরবতা অবলম্বন থেকে উসমানের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ফিরে এসেছেন।

[تدريب الراوي]

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَتَوَقَّفَ أَيْضًا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ.

ثُمَّ التَّفْضِيلُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ الْبَاقِلَانِي، وَصَاحِبِ الْمِفْهَمِ ظَنِّي.

وَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: قَطْعِي.

(قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ) عَبْدُ الْقَاهِرِ التَّيْمِي (الْبُغْدَادِيُّ) أَصْحَابُنَا مُجْبِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، ثُمَّ تَمَامُ الْعَشْرَةِ (الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ؛ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

(ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ) وَهُمْ ثَلَاثِيئَةٌ وَبِضْعَةُ عَشَرَ؛ رَوَى ابْنُ مَاجَهَ «عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: جَاءَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَيَكُفُّ؟ قَالَ: خِيَارُنَا، قَالَ: كَذَلِكَ عِنْدَنَا هُمْ خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ» .

(ثُمَّ أَهْلُ (أَحَدٍ، ثُمَّ) أَهْلُ (بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ) بِالْحُدَيْبِيَّةِ؛ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِّنْ بَايَعِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» ، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

(وَمِمَّنْ لَهُ مَرْيَّةٌ: أَهْلُ الْعَقَبَتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ) مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، (وَهُمْ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ فِي قَوْلِ) سَعِيدِ (بْنِ الْمُسَيَّبِ وَطَائِفَةٍ) ،

[তাদরীবুর রাবী]

আল-কুরতুবী বলেছেন: আর এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত, আল্লাহ তায়ালা চাইলে।

ইমামুল হারামাইনও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

অতঃপর তাঁর মতে, এবং বাকিল্লানীর মতে ও আল-মুফহিম প্রণেতার মতে, (শ্রেষ্ঠত্বের)

অগ্রাধিকার ধারণাভিত্তিক।

আর আশ'আরী বলেছেন: সুনিশ্চিত।

(আবু মানসূর) আব্দুল কাহির আত-তামিমী আল-বাগদাদী বলেছেন: আমাদের সাথীগণ একমত যে, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন চার খলীফা, অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অবশিষ্ট দশ জন; সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনু যায়দ ইবনু আমর ইবনু নুফাইল, তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ, আয-যুবাইর ইবনু আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।

(অতঃপর বদরের অংশগ্রহণকারীগণ), আর তাঁরা ছিলেন তিনশো তেরো জনের কিছু বেশি; ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন, রাফি ইবনু খাদীজ (রা) থেকে, তিনি বলেন: জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: "তোমাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের তোমরা কী মনে করো?" তিনি বললেন: "তাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠজন।" তিনি (জিবরীল) বললেন: "আমাদের কাছেও তাঁরা ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজন।" (অতঃপর) উহুদের অংশগ্রহণকারীগণ, (অতঃপর) হুদায়বিয়ার বাইআতুর রিদওয়ানের অংশগ্রহণকারীগণ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে গাছের নিচে বাইআত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" ইমাম তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন। (এবং যাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন: আনসারদের মধ্য থেকে আক্বাবাহর দুই শপথের অংশগ্রহণকারীগণ, এবং প্রথম অগ্রবর্তীগণ) মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্য থেকে, (আর তাঁরা হলেন যারা দুই কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করেছেন - এই মতানুসারে) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও একটি দলের।

(ص: 685) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

مِنْهُمْ: ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ.

(وَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ) الْقُرْظِيُّ (وَعَطَاءُ) ابْنِ يَسَارٍ (أَهْلُ بَدْرٍ)، رَوَى ذَلِكَ سَنِيْدٌ عَنْهُمْ، بِسَنَدٍ فِيهِ مَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ، وَسَنِيْدٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

وَرَوَى الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَنْ ذَكَرَ عَبْدُ بْنُ حَبِيدٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ
 بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ.
 وَرَوَى سُنَيْدٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى الْحَسَنِ أَنَّهُمْ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ.
 فَوَائِدُ

الْأَوَّلُ: وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ تَفْضِيلِ أَعْيَانٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، كُلُّ وَاحِدٍ فِي أَمْرٍ مَخْصُوصٍ.
 فَارَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا، «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ
 عَمْرٌ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلَيَّ، وَأَعْلَمُهُم بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ
 جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَوُهُمْ أَبِي بْنُ كَعْبٍ، وَلِكُلِّ أَمَةٍ أَمِينٌ؛ وَأَمِينُ هَذِهِ
 الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

-
 তাদরীবুর রাবী

তাদের মধ্যে ছিলেন: ইবনুল হানাফিয়াহ, ইবনু সীরীন, ও ক্বাতাদাহ।

(এবং শা'বীর মতে, তারা হলেন বাই'আতুর রিদওয়ানের আহল (অংশগ্রহণকারী), আর মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব) আল-কুরযী (এবং আত্বা) ইবনু ইয়াসারের মতে (তারা হলেন আহলু বাদর)। সুনাইদ এগুলি তাঁদের দুজনের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, এমন সনদের মাধ্যমে যাতে একজন মাজহুল (অজ্ঞাত) ও একজন দ্বা'ঈফ (দুর্বল) বর্ণনাকারী রয়েছে, আর সুনাইদও নিজেও দুর্বল।

এবং পূর্বোক্ত দুটি মত তাফসীরে আবদ ইবনু হুমাইদ, আবদুর রাযযাক এবং তাঁদের সুনান গ্রন্থসমূহে সাঈদ ইবনু মানসূর তাঁদের বর্ণিত ব্যক্তিদের থেকে সহীহ আসানীদ (বিশুদ্ধ সনদসমূহ)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

এবং সুনাইদ সহীহ সনদে হাসান পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন যে, তারা হলেন যারা ফাতহ (মক্কা বিজয়)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ফাওয়াইদ (উপকারিতা/শিক্ষণীয় বিষয়)

প্রথম: কতিপয় হাদীসে সাহাবাদের মধ্যে বিশেষ কিছু ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে।

তিরমিযী আনাস (রা.) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, «আমার উম্মাতের প্রতি আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দয়ালু আবু বকর; আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ় উমার; লজ্জায় তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী উসমান; বিচার-ফায়সালায় তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী আলী; হালাল-হারাম সম্পর্কে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মু'আয ইবনু জাবাল; ফারাইদ (উত্তরাধিকার আইন) সম্পর্কে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পারদর্শী যায়দ ইবনু সাবিত; এবং তিলাওয়াতে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উবাই ইবনু কা'ব। আর প্রতিটি উম্মাতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত) থাকেন; এই উম্মাতের আমীন হলেন আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ।»

(ص: 686) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ حَدِيثًا: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ»، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بَلْفِظٍ: «أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدٌ».

الثَّانِيَّةُ: اخْتَلَفَ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَائِشَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: ثَالِثُهَا الْوَقْفُ. وَالْأَصَحُّ تَفْضِيلُ فَاطِمَةَ، فَهِيَ بَضْعَةٌ مِنْهُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيِّاتِ، وَبَالَغَ فِي تَصْحِيحِهِ.

وَفِي الصَّحِيحِ فِي فَاطِمَةَ: «سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ».

وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَذَا مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ لِيُسَلِّمَ عَلَيَّ، يُبَشِّرُنِي أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأُمَّهُمَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

وَفِي مُسْنَدِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ: «مَرْيَمُ خَيْرُ نِسَاءِ عَالَمِهَا، وَفَاطِمَةُ خَيْرُ نِسَاءِ عَالَمِهَا».

[তাদরীবুর রাবী]

এবং তিরমিযী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন: «তোমাদের মধ্যে ফরয বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলেন য়ায়েদ।» আর হাকিম এই শব্দে একে সহীহ বলেছেন: «আমার উম্মতের মধ্যে ফরয বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী হলেন য়ায়েদ।»

দ্বিতীয় বিষয়টি: ফাতিমা ও আয়েশার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তিনটি মতভেদ রয়েছে; তৃতীয়টি হলো নীরবতা অবলম্বন (কোনো পক্ষকে শ্রেষ্ঠ না বলা)।

এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো ফাতিমার শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ তিনি তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) একটি অংশ। সুবকী ‘আল-হালাবিয়াত’ গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলেছেন এবং এর বিশুদ্ধতা প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন।

এবং সহীহ হাদীসে ফাতিমা সম্পর্কে এসেছে: «তিনি এই উম্মতের নারীদের নেত্রী।»

এবং নাসায়ী হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «এ হলেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতা, যিনি তাঁর রবের কাছে আমার উপর সালাম প্রেরণের অনুমতি চেয়েছেন, তিনি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, হাসান ও হুসাইন জান্নাতবাসীদের যুবকদের নেতা, এবং তাদের মাতা জান্নাতবাসিনী নারীদের নেত্রী।»

এবং হারিস ইবনু আবী উসামার ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে সহীহ সূত্রে এসেছে, কিন্তু এটি মুরসাল: «মারিয়াম তাঁর সমসাময়িক যুগের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং ফাতিমা তাঁর সমসাময়িক যুগের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।»

(ص: 687) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الرَّابِعُ: قِيلَ أَوْلُهُمْ إِسْلَامًا أَبُو بَكْرٍ، وَقِيلَ: عَلِيٌّ.
وَقِيلَ زَيْدٌ، وَقِيلَ خَدِيجَةُ وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، وَادَّعَى الثَّعْلَبِيُّ فِيهِ
الْإِجْمَاعَ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيمَنْ بَعْدَهَا.

وَالْأَوْرَعُ أَنْ يُقَالَ: مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ: أَبُو بَكْرٍ، وَمِنَ الصَّبِيَّانِ: عَلِيٌّ، وَمِنَ النِّسَاءِ: خَدِيجَةُ، وَمِنَ الْمَوَالِي: زَيْدٌ، وَمِنَ الْعَبِيدِ: بِلَالٌ، وَآخِرُهُمْ مَوْتًا: أَبُو الطَّفِيلِ مَاتَ سَنَةَ مِائَةٍ، وَآخِرُهُمْ قَبْلَهُ: أَنَسٌ.

[تدريب الراوي]

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظٍ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا فَاطِمَةُ» .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَالْمُرْسَلُ يُفَسِّرُ الْمُتَّصِلَ.

الثَّالِثَةُ: أَفْضَلُ أَزْوَاجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ، وَعَائِشَةُ.

وَفِي التَّفْضِيلِ بَيْنَهُمَا أَوْجُهُ حَكَاهَا الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ.

ثَالِثُهَا: الْوَقْفُ.

وَاخْتَارَ السُّبُكِيُّ فِي الْحَلَقِيَّاتِ تَفْضِيلَ خَدِيجَةَ، ثُمَّ عَائِشَةَ، ثُمَّ حَفْصَةَ، ثُمَّ الْبَاقِيَّاتِ سَوَاءً.

[الرَّابِعُ أَوَّلُ الصَّحَابَةِ إِسْلَامًا]

(الرَّابِعُ: قِيلَ أَوَّلُهُمْ إِسْلَامًا أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيقُ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ فِي آخِرِينَ.

وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ «عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِهِ، وَقَوْلُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ، قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ» .

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ؟ فَقَالَ: أَمَّا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانَ:

الرَّابِعُ: বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন আবু বকর, এবং বলা হয়েছে: আলী।

এবং বলা হয়েছে য়ায়েদ, এবং বলা হয়েছে খাদীজা, আর এটিই একদল গবেষকের নিকট সঠিক। সা'লাবী (ثعلبی) এই বিষয়ে ইজমা' (ঐকমত্য) দাবি করেছেন যে, মতানৈক্য তাঁর (খাদীজা) পরের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে।

এবং অধিকতর সতর্কতা হলো বলা যে: স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে: আবু বকর, শিশুদের মধ্যে: আলী, নারীদের মধ্যে: খাদীজা, মুক্তদাসদের (মাওয়ালী) মধ্যে: য়ায়েদ, এবং দাসদের মধ্যে: বিলাল। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী: আবু তুফাইল, তিনি একশ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। এবং তাঁর পূর্বে সর্বশেষে (মৃত্যুবরণকারী): আনাস।

-

[তারিবুর রাবী]

আর তিরমিযী এটি 'মাউসুলান' (নিরবচ্ছিন্ন সনদ সহ) বর্ণনা করেছেন আলী (রা)-এর হাদীস থেকে এই শব্দে: «তার নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মারইয়াম, এবং তার নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ফাতিমা»।

শাইখুল ইসলাম বলেছেন: 'মুরসাল' (বিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত হাদীস) 'মুত্তাসিল' (নিরবচ্ছিন্ন সনদযুক্ত হাদীস)-এর ব্যাখ্যা করে।

তৃতীয়: তাঁর (সা) স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন খাদীজা ও আয়েশা।

এবং তাদের উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এমন অনেক অভিমত আছে যা গ্রন্থকার 'রাওয়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় অভিমত: ওয়াকফ (নীরবতা অবলম্বন)।

এবং সুবকী (আল-সুবকী) 'আল-হালাবিয়্যাত' গ্রন্থে খাদীজাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়াকে নির্বাচন করেছেন, অতঃপর আয়েশাকে, অতঃপর হাফসাকে, অতঃপর অবশিষ্ট স্ত্রীগণ সমান।

[চতুর্থ: সাহাবীগণের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী]

(চতুর্থ: বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আবু বকর) আস-সিদ্দিক; এটি বলেছেন ইবনে আব্বাস, হাসসান, শাবী, এবং নাখা'ঈ সহ আরো অনেকে।

এবং এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে রয়েছে যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন «আমর ইবনে আবাসা থেকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায়, এবং তাঁর (আমর ইবনে আবাসা) নবী (সা)-কে বলা: আপনার

সাথে এই বিষয়ে কে আছেন? তিনি (নবী সা) বললেন: একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন দাস। (বর্ণনাকারী) বলেন: সেই দিন তাঁর (নবী সা)-এর সাথে ছিলেন আবু বকর ও বিলাল তাঁদের মধ্যে যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন»।

এবং হাকিম "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে মুজালিদ ইবনে সাঈদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: শা'বীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: প্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? তখন তিনি বললেন: তুমি কি হাসসান-এর এই উক্তি শোনোনি:

(ص: 688) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

إِذَا تَذَكَّرْتُ شَجَوًا مِنْ أَخِي ثِقَّةٍ ... فَادْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اتَّقَاهَا وَأَعَدَّهَا ... بَعْدَ النَّبِيِّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا
وَالثَّانِي التَّالِي الْمَحْمُودَ مَشْهُدُهُ ... وَأَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَقَ الرُّسُلَا
وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ
أَسْلَمَ؟ ، الْحَدِيثُ.

(وَقِيلَ: عَلِيٌّ) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِسَنَدٍ
ضَعِيفٍ عَنْهُ مَرْفُوعًا.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مَوْقُوفًا.
وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَسَلْمَانَ قَالَا: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَلِيٍّ؛ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي» ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ
سَلْمَانَ.

وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ فِيهِ مَجْهُولٌ وَانْقِطَاعٌ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا.

[তাদরিবুর রাবী]

যদি আমি আমার বিশ্বস্ত ভাইয়ের কোনো দুঃখ স্মরণ করি... তবে তোমার ভাই আবু বকরকে স্মরণ করো তাঁর কৃতকর্মের জন্য।

নবীর পরে তিনিই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার ও ন্যায়পরায়ণ... এবং যা তিনি বহন করেছিলেন তার প্রতি সর্বাধিক বিশ্বস্ত।

আর তিনি দ্বিতীয় অনুসারী, যার মর্যাদা প্রশংসিত... এবং মানুষের মধ্যে তিনিই প্রথম, যিনি রাসূলগণকে বিশ্বাস করেছিলেন।

তাবরানী তাঁর 'আল-কাবীর' গ্রন্থে শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (শা'বী) বলেছেন:

"আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করলেন।"

এবং তিরমিযী আবু নাদরাহর সূত্রে আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: আবু বকর বলেছেন: "আমি কি প্রথম মুসলিম নই?" (সম্পূর্ণ হাদীসটি)।

(এবং বলা হয়েছে: আলী) ইবনে আবি তালিব, তাবরানী এটি সহীহ সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং দুর্বল সূত্রে তাঁর থেকে মারফু' হিসেবে।

এবং তিরমিযী তাঁর থেকে অন্য একটি সূত্রে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এবং তাবরানী এমন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে ইসমাঈল আস-সুদী রয়েছে, আবু যার এবং সালমান থেকে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাত ধরলেন এবং বললেন: 'নিশ্চয়ই এ ব্যক্তিই আমার প্রতি প্রথম ঈমান এনেছে'।" এবং এটি সালমান থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এবং আহমদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে এমন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে একজন অজ্ঞাতনামা রাবী এবং ইনকিতা' (সূত্র বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু' হিসেবে।

(ص: 689) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَرَوَى بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ: " أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى ". وَرَوَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ،
وَالْبُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنَسٍ، وَيَعْلَى بْنُ مُرَّةَ، وَعَفِيفُ الْكِنْدِيِّ، وَخُزَيْمَةُ بْنُ
ثَابِتٍ، وَحَبَّابُ بْنُ الْأَرْتِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَلَائِيُّ قَالَ: نُبَيِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَأَسْلَمَ عَلَيَّ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.
وَادَّعَى الْحَاكِمُ إِجْمَاعَ أَهْلِ التَّارِيخِ عَلَيْهِ، وَنُوزَعَ فِي ذَلِكَ.
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ فِي قَصِيدَةٍ يَبْدُحُهُ فِيهَا:
إِنَّ عَلِيًّا لَيَمِينٌ نَقِيبَتُهُ ... بِالصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ مَشْهُورُ
صَهْرِ النَّبِيِّ وَخَيْرُ النَّاسِ مُفْتَخِرًا ... فَكُلُّ مَنْ رَامَهُ بِالْفَخْرِ مَفْخُورُ
صَلَّى الطَّهَوْرَ مَعَ الْأُمَمِيِّ أَوْلَهُمْ ... قَبْلَ الْمَعَادِ وَرَبُّ النَّاسِ مَكْفُورُ
(وَقِيلَ: زَيْدُ) بْنُ حَارِثَةَ قَالَهُ الرَّهْرِيُّ.
(وَقِيلَ: خَدِيجَةُ) أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ).
وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالزُّهْرِيِّ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَابْنِ إِسْحَاقَ (وَادَّعَى
الشُّعْلَبِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِنَّ بَعْدَهَا).
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ خَدِيجَةَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ ثُمَّ عَلَيٌّ بَعْدَهَا، ثُمَّ ذَكَرَ

[তাদরীবুর রাবী]

এবং অন্য এক সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আমিই প্রথম সালাত
আদায়কারী।" এবং এটি য়ায়েদ ইবন আরকাম, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু আইয়্যুব,
আনাস, ইয়া'লা ইবন মুররাহ, আফীফ আল-কিনদী, খুযাইমাহ ইবন সাবিত, খাব্বাব ইবনুল
আরাত, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ, এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এবং আল-হাকিম তাঁর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে মুসলিম আল-মুলাইয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মঙ্গলবার ইসলাম গ্রহণ করেন।"

আল-হাকিম এ বিষয়ে ইতিহাসবিদগণের ইজমা‘ (ঐকমত্য) দাবি করেছেন, তবে এ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে।

এবং কা‘ব ইবন যুহায়র তাঁর এক কাসীদাহে তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন:

নিশ্চয়ই আলী সৌভাগ্যবান গুণাবলীসম্পন্ন ... সৎকর্মসমূহে সুপরিচিত।

নবীর জামাতা এবং গর্বের সাথে শ্রেষ্ঠ মানব ... যে কেউ তাঁকে গৌরবের সাথে কামনা করে, সেও সম্মানিত হয়।

তিনিই তাঁদের মধ্যে প্রথম যিনি নিরক্ষর (নবী)-এর সাথে পবিত্র সালাত আদায় করেছেন ...

পুনরুত্থানের পূর্বেই, যখন মানুষের প্রতিপালককে অস্বীকার করা হচ্ছিল।

(এবং বলা হয়েছে: য়ায়েদ) ইবন হারিসা। এ কথা যুহরী বলেছেন।

(এবং বলা হয়েছে: খাদীজাহ) উম্মুল মু‘মিনীন।

মুসান্নিফ (গ্রন্থকার) ইবন আস-সালাহ-এর উপর অতিরিক্ত করে বলেছেন: (এবং এটিই বহু সংখ্যক মুহাক্কিক (গবেষক) এর নিকট সঠিক)।

এবং এটি ইবন আব্বাস ও যুহরী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এটি কাতাদাহ ও ইবন ইসহাকের মত। (এবং আস-সা‘লাবী এ বিষয়ে ইজমা‘ দাবি করেছেন এবং বলেছেন যে, মতপার্থক্য শুধু তাঁর পরের ব্যক্তি নিয়ে)।

এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে, এবং তাবরানী ইবন আব্বাস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

এবং ইবন আব্দুল বার্র বলেছেন: তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, খাদীজাহই প্রথম ঈমান গ্রহণকারী, তারপর তাঁর পরে আলী। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন

(ص: 690) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ.
ثُمَّ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ أَنَّ عَلِيًّا أَخْفَى إِسْلَامَهُ مِنْ أَبِي طَالِبٍ، وَأَظْهَرَ أَبُو
بَكْرٍ إِسْلَامَهُ، وَلِذَلِكَ شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ.

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْاِثْنَيْنِ، وَصَلَّتْ خَدِيجَةُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ
مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، وَصَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الثَّلَاثَةِ».

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَوَّلُ مَنْ آمَنَ خَدِيجَةُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، ثُمَّ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ
فَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، وَدَعَا إِلَى اللَّهِ فَأَسْلَمَ بِدَعَائِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ; فَكَانَ هَؤُلَاءِ
الْثَّمَانِيَّةَ الَّذِينَ سَبَقُوا إِلَى الْإِسْلَامِ.

وَذَكَرَ عُمَرُ بْنُ شُبَّهَةَ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ بْنَ الْعَاصِ أَسْلَمَ قَبْلَ عَلِيٍّ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ أَوَّلُهُمْ إِسْلَامًا.

وَحَكَى الْمَسْعُودِيُّ قَوْلًا: أَنَّ أَوَّلَهُمْ خَبَّابُ بْنُ الْأَرْتِّ، وَعَنْ آخَرَ أَنَّ أَوَّلَهُمْ بِلَالٌ.
وَنَقَلَ الْمَاوَرِدِيُّ فِي أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَسْعَدَ
الْحَمِيرِيُّ.

-

[তাদরিবুর রাবী]

নিশ্চয়ই সহীহ মত হলো যে, আবু বকরই সর্বপ্রথম তাঁর ইসলাম প্রকাশ করেন।

এরপর মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরায়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রাঃ) তাঁর ইসলাম আবু তালিবের কাছে গোপন রেখেছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) তাঁর ইসলাম প্রকাশ করেছিলেন। আর এ কারণেই মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল।

আর তাবারানী তাঁর আল-কাবীর গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদিল্লাহ ইবনু আবী রাফি' থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার সকালে সালাত আদায় করেন এবং খাদীজা (রাঃ) সোমবার দিনের শেষে সালাত আদায় করেন, আর আলী (রাঃ) মঙ্গলবার সালাত আদায় করেন।’’ আর ইবনু ইসহাক বলেন: সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন খাদীজা (রাঃ), এরপর আলী (রাঃ), এরপর যায়দ ইবনু হারিসা (রাঃ), এরপর আবু বকর (রাঃ) যিনি তাঁর ইসলাম প্রকাশ করেন এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানের মাধ্যমে উসমান ইবনু আফফান (রাঃ), যুবাইর ইবনু আওয়াম (রাঃ), আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ), সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ত্বালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) মুসলিম হন। এরাই ছিলেন সেই আটজন, যারা ইসলামের দিকে অগ্রগামী ছিলেন।

আর উমার ইবনু শাক্বাহ উল্লেখ করেছেন যে: খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনু আস (রাঃ) আলীর (রাঃ) পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আর অন্যেরা বলেছেন: তিনিই তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন।

আর মাস‘উদী একটি মত বর্ণনা করেছেন: যে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন খাক্বাব ইবনু আরত (রাঃ), এবং অন্য একজনের মতে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন বিলাল (রাঃ)।

আর মাওয়াদী তাঁর আ‘লামুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে ইবনু কুতাইবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: যে, সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন আবু বকর ইবনু আস‘আদ আল-হিমইয়ারী (রাঃ)।

(ص: 691) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَنَقَلَ ابْنُ سَبْعٍ فِي الْخَصَائِصِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَوَّلَهُمْ
إِسْلَامًا.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَرَقَّةُ بْنُ نَوْفَلٍ، لِحَدِيثِ
الصَّحِيحَيْنِ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ (وَالأَوْرَعُ أَنْ يُقَالَ:) أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ (مِنْ الرِّجَالِ
الْأَحْرَارِ أَبُو بَكْرٍ، وَمِنْ الصَّبْيَانِ عَلِيٌّ، وَمِنْ النِّسَاءِ خَدِيجَةُ، وَمِنْ الْمَوَالِي زَيْدٌ، وَمِنْ
الْعَبِيدِ بِلَالٌ) .

قَالَ الْبَزْمَاوِيُّ: وَيُحْكَى هَذَا الْجَمْعُ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ
[قُلْتُ: أَخْرَجَ عَنْهُ الْحَاكِمُ] .

قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: وَأَوَّلُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ بَعْدَ خَدِيجَةَ لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجَةُ الْعَبَّاسِ.
(وَأَخْرَهُمْ) أَيِ الصَّحَابَةِ (مَوْتًا) مُطْلَقًا (أَبُو الطُّفَيْلِ) عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ (مَاتَ سَنَةَ
مِائَةٍ) مِنَ الْهَجْرَةِ.

قَالَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ خِيَّاطٍ.
وَقَالَ خَلِيفَةُ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ الْحَاكِمِ: إِنَّهُ تَأَخَّرَ بَعْدَ الْمِائَةِ.

[তাদরীবুর রাবী]

ইবনু সাব' তার 'আল-খাসাইস' গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনু আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন যে,
তিনি বলেছেন: আমি তাদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলাম।

আর আল-ইরাকী বলেছেন: বলা উচিত যে, পুরুষদের মধ্যে প্রথম ঈমান গ্রহণকারী হলেন
ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল, সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর ওহীর সূচনা সম্পর্কিত হাদীসের
কারণে।

ইবনুস সালাহ বলেছেন এবং গ্রন্থকার তাঁর অনুসরণ করেছেন (আর অধিক সতর্কতাপূর্ণ মত
হলো বলা): স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন আবু বকর, শিশুদের মধ্যে
আলী, নারীদের মধ্যে খাদীজা, মাওয়ালীদের মধ্যে যায়দ এবং দাসদের মধ্যে বিলাল।

আল-বার্মাবী বলেছেন: এই সমন্বিত উক্তিটি আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[আমি বলি: আল-হাকিম তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।]

ইবনু খালুওয়াইহ বলেছেন: খাদীজার পর প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নারী হলেন আব্বাসের স্ত্রী
লুবাবা বিনতে আল-হারিস।

(আর তাদের মধ্যে সর্বশেষ) অর্থাৎ সাহাবীগণের মধ্যে (মৃত্যু বরণকারী) সাধারণভাবে (আবু তুফাইল) আমির ইবনু ওয়াছিলা আল-লাইছী (তিনি হিজরী একশো সনে ইন্তেকাল করেন)। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন, এবং আল-হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে খলীফা ইবনু খাইয়্যাতের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আর খলীফা, আল-হাকিমের বর্ণনা ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন: তিনি একশো সনের পরেও জীবিত ছিলেন।

(ص: 692) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

[تدريب الراوي]

وَقِيلَ: مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَةٍ، قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ. وَجَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو زَكْرِيَّا بْنُ مَنْدَةَ أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ. وَقَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ: كُنْتُ بِمَكَّةَ سَنَةَ عَشْرِ وَمِائَةٍ، فَرَأَيْتُ جِنَازَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَا. فَقَالُوا: هَذَا أَبُو الطُّفَيْلِ. وَصَحَّ الدَّهْبِيُّ أَنَّهُ سَنَةَ عَشْرِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ آخِرَ الصَّحَابَةِ مَوْتًا مُطْلَقًا، فَجَزَمَ بِهِ مُسْلِمٌ وَمُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ، وَابْنُ مَنْدَةَ وَالْمِزِّيُّ فِي آخِرِينَ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَأَاهُ غَيْرِي».

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَمَا حَكَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، عَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ مِنْ أَنَّ عِكْرَاشَ بْنَ ذُوَيْبٍ تَأَخَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ الْجَمَلِ مِائَةَ سَنَةٍ. فَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَالَّذِي أَوْقَعَ ابْنَ دُرَيْدٍ فِي ذَلِكَ ابْنُ قُتَيْبَةَ؛ فَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَهُوَ إِمَّا بَاطِلٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الْمِائَةَ بَعْدَ الْجَمَلِ، لَا أَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَهَا مِائَةَ سَنَةٍ.

وَأَمَّا قَوْلُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: إِنَّ آخِرَهُمْ مَوْتًا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ

-
[তা'দরিবুর রাবী]

এবং বলা হয়েছে: তিনি একশো দুই (১০২) হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এটি মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ আয-যুবাইরি বলেছেন।

ইবনে হিব্বান, ইবনে কানি' এবং আবু যাকারিয়া ইবনে মান্দাহ দৃঢ়ভাবে অভিমত দিয়েছেন যে, তিনি একশো সাত (১০৭) হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ওয়াহব ইবনে জারীর ইবনে হাযিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: "আমি একশো দশ (১১০) হিজরীতে মক্কায় ছিলাম, তখন একটি জানাজা দেখলাম এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল: ইনি আবু তুফাইল।" এবং যাহাবী এটিকে একশো দশ (১১০) হিজরীতে সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি যে সর্বশেষে ইন্তেকালকারী সাহাবী ছিলেন, সে বিষয়ে মুসলিম, মুসআব আয-যুবাইরি, ইবনে মান্দাহ এবং মিয়াযি সহ আরও অনেকেই দৃঢ়ভাবে মত দিয়েছেন।

এবং সহীহ মুসলিমে আছে, «আবু তুফাইল (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, এবং আমার ছাড়া পৃথিবীর বুকে আর কোনো ব্যক্তি নেই যিনি তাকে দেখেছেন।»

ইরাকী বলেছেন: "আর কতিপয় পরবর্তী আলিম ইবনে দুরাইদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন যে, ইকরাশ ইবনে জুয়াইব এর পরেও জীবিত ছিলেন এবং তিনি উটের যুদ্ধ (জামাল)-এর পর একশো বছর বেঁচে ছিলেন, এটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। এবং ইবনে দুরাইদকে এতে পতিত করেছেন ইবনে কুতাইবা; কারণ তিনি এর পূর্বেও এ কথা বলেছেন, আর এটি হয় বাতিল, নতুবা এর ব্যাখ্যা এই যে, তিনি উটের যুদ্ধের পর শতবর্ষ পূর্ণ করেছেন, শতবর্ষ বেঁচে ছিলেন এমন নয়।"

আর জারীর ইবনে হাযিমের এই উক্তি প্রসঙ্গে: "তাদের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তেকালকারী হলেন সাহল ইবনে সা'দ"; প্রকাশ্যত তিনি বুঝিয়েছেন

-
[تدريب الراوي]

بِالْمَدِينَةِ، وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلٍ سَهْلٍ: لَوْ مِتَّ لَمْ تَسْمَعُوا أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ خِطَابُهُ بِهَذَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ.

(وَأَخْرَجَهُمْ) مَوْتًا (قَبْلَهُ أَنْسُ) بَنُ مَالِكٍ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةً ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ.

وَقِيلَ: اثْنَتَيْنِ.

وَقِيلَ: إِحْدَى.

وَقِيلَ: تِسْعِينَ.

وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِهَا.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مَاتَ بَعْدَهُ مِمَّنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا أَبَا الطُّفَيْلِ.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: بَلْ مَاتَ بَعْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بِلَا خِلَافٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ، وَقَدْ
رَأَاهُ وَحَدَّثَ عَنْهُ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.

وَكَذَا تَأَخَّرَ بَعْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ الْمَازِنِيِّ فِي قَوْلٍ مَنْ قَالَ: وَفَاتُهُ سَنَةُ سِتٍّ وَتِسْعِينَ.
وَأَخْرَجُ الصَّحَابَةَ مَوْتًا بِالْمَدِينَةِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَهُ: ابْنُ الْمَدِينِيِّ،

وَالْوَاقِدِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ قَانِعٍ، وَابْنُ مَنْدَةَ.

وَادَّعَى ابْنُ سَعْدٍ نَفْيَ الْخِلَافِ فِيهِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ.

-
[তাদরীবুর রাবী]

মদীনায়, এবং এটি সাহল-এর উক্তি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে: "যদি আমি মারা যাই, তাহলে
তোমরা এমন কাউকে শুনবে না যে বলবে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন।" তাঁর এই বক্তব্য কেবল মদীনার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যেই ছিল।

(এবং তাঁদের মধ্যে) মৃত্যুর দিক থেকে (তাঁর পূর্বে সর্বশেষ ছিলেন আনাস) ইবনু মালিক, তিনি
বসরায় ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

এবং বলা হয়েছে: ৯২ হিজরীতে।

এবং বলা হয়েছে: ৯১ হিজরীতে।

এবং বলা হয়েছে: ৯০ হিজরীতে।

এবং তিনি সেখানকার (বসরা) সর্বশেষ ইন্তেকালকারী।

ইবনু আব্দুল বার বলেছেন: "আমি এমন কাউকে জানি না যে তাঁর (আনাস) পরে ইন্তেকাল করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, আবুত তুফাইল ব্যতীত।"

এবং ইরাকী বলেছেন: "বরং তাঁর (আনাস) পরে মাহমূদ ইবনুর রাবী' ৯৯ হিজরীতে বিনা মতানৈক্যে ইন্তেকাল করেছেন। এবং তিনি তাঁকে (রাসূলকে) দেখেছেন ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেমন সহীহ বুখারীতে আছে।"

এবং একইভাবে তাঁর (আনাস) পরে আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর আল-মাযিনীও জীবিত ছিলেন, যারা বলেছেন যে তাঁর ওফাত ৯৬ হিজরীতে হয়েছিল, তাদের মতে।

মদীনায় সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী হলেন সাহল ইবনু সা'দ আল-আনসারী। এই উক্তি করেছেন: ইবনুল মাদীনী, আল-ওয়াকিদী, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির, ইবনু হিব্বান, ইবনু কানি' এবং ইবনু মানদাহ।

এবং ইবনু সা'দ এতে কোনো মতানৈক্য না থাকার দাবি করেছেন। এবং তাঁর ওফাত ৮৮ হিজরীতে হয়েছিল।

(ص: 694) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَقِيلَ: إِحْدَى وَتِسْعِينَ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: بَلْ مَاتَ بِبُضْرَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: بِالْأُسْكُنْدَرِيَّةِ.

وَقِيلَ: السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ ثَمَانِينَ.

وَقِيلَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ السَّائِبَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ بِلَا خِلَافٍ، وَقَدْ تَأَخَّرَ
بَعْدَهُ.

وَقِيلَ مَاتَ بِقُبَاءٍ.

وَقِيلَ: بِسَكَّةَ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَقِيلَ: ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعٍ، وَقِيلَ:
سَبْعٍ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ، وَقِيلَ: تِسْعٍ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ تَأَخَّرَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الَّذِي عَقَلَ الْمَجَّةَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا
سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ؛ فَهُوَ إِذَا آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا بِهَا.

وَآخِرُهُمْ بِسَكَّةَ، تَقَدَّمَ أَنَّهُ أَبُو الطُّفَيْلِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَدِينِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا.

وَقِيلَ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَالْمَشْهُورُ وَفَاتُهُ بِالْمَدِينَةِ.

وَقِيلَ: ابْنُ عُمَرَ، قَالَهُ قَتَادَةُ، وَأَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حِبَّانَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعٍ
وَسَبْعِينَ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

এবং বলা হয়েছে: (মৃত্যু হয়েছিল) একানব্বই (হিজরী সনে)।

কাতাদা বলেছেন: বরং তিনি মিশরে মৃত্যুবরণ করেছেন।

এবং ইবনু আবী দাউদ বলেছেন: আল-ইসকান্দারিয়ায়।

এবং বলা হয়েছে: আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ, এ কথা বলেছেন আবু বকর ইবনে আবী দাউদ,
এবং তাঁর মৃত্যু আশি হিজরী সনে হয়েছিল।

এবং বলা হয়েছে: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, এ কথা বলেছেন কাতাদা ও অন্যান্যরা।

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং এটি একটি দুর্বল অভিমত, কেননা আস-সাইব মাদীনায় কোনো
মতবিরোধ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং তিনি (জাবিরের) পরেও মৃত্যুবরণ করেছেন।

এবং বলা হয়েছে, তিনি কুন্বায়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

এবং বলা হয়েছে: মাক্কায়, এবং তাঁর মৃত্যু বাহাত্তর হিজরী সনে হয়েছিল; এবং বলা হয়েছে: তেহাত্তর, এবং বলা হয়েছে: চুয়াত্তর, এবং বলা হয়েছে: সাতাত্তর, এবং বলা হয়েছে: আটাত্তর, এবং বলা হয়েছে: উনআশি হিজরী সনে।

আল-ইরাকী বলেছেন: এবং এই তিনজনের পর মাহমূদ ইবনে আর-রাবী‘ (মৃত্যুর দিক থেকে) বিলম্বিত হয়েছিলেন, যিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) লালা (শৈশবে) সুরণ করতে পেরেছিলেন, এবং তিনি নিরানব্বই হিজরী সনে মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন; সুতরাং তিনি তখন মাদীনায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ।

এবং মাক্কায় তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন, পূর্বে যেমন উল্লেখিত হয়েছে, আবুত তুফাইল; এবং এটি ইবনুল মাদীনী, ইবনে হিব্বান ও অন্যান্যদের অভিমত।

এবং বলা হয়েছে: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনু আবী দাউদ এ কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ মৃত্যু মাদীনায় হয়েছিল।

এবং বলা হয়েছে: ইবনু উমার, কাতাদা ও আবূশ শাইখ ইবনে হিব্বান এ কথা বলেছেন, এবং তিনি তেহাত্তর হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন; এবং বলা হয়েছে: চুয়াত্তর (হিজরী সনে)।

(ص: 695) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَأَخْرَهُم بِالْكُوفَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ، وَقِيلَ: سَبْعٌ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: أَبُو جُحَيْفَةَ.

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ فَإِنَّهُ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي وَفَاةِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، فَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ.

فَإِنْ صَحَّ الثَّانِي فَهُوَ آخِرُهُمْ مَوْتًا بِهَا، وَابْنُ أَبِي أُوْفَى آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ
الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَآخِرُهُمْ بِالشَّامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ الْمَازِنِيُّ، قَالَهُ خَلَّائِقُ. وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ.
وَقِيلَ: سِتِّ وَتِسْعِينَ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِمَّنْ صَلَّى لِلْقِبْلَتَيْنِ.

وَقِيلَ: آخِرُهُمْ بِالشَّامِ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. فَوَفَاتُهُ سَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِينَ ; وَقِيلَ: إِحْدَى وَثَمَانِينَ.

وَحَكَى الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ الْقَوْلَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَى بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ
أَدْرَكَ رَجُلًا بَعْدَهُمَا يُقَالُ لَهُ الْهَدَارُ، رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَجْهُولٌ اهـ.

وَقِيلَ: آخِرُهُمْ بِالشَّامِ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، قَالَهُ أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ مَنْدَةَ وَمَوْتُهُ بِدِمَشْقَ،
وَقِيلَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ.

وَقِيلَ: بِحِمِصٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ.

-

[তাদরীবুর রাবী]

আর কূফায় তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা, তিনি ছিয়াশি
হিজরীতে ইস্তিকাল করেন। এবং বলা হয়েছে: সাতাশি হিজরীতে, এবং বলা হয়েছে: আটাশি
হিজরীতে।

ইবনুল মাদীনী বলেছেন: আবু জুহাইফা।

আর প্রথমটিই অধিক বিশুদ্ধ, কারণ তিনি তিরাশি হিজরীতে ইস্তিকাল করেন।

আর আমার ইবনে হুরাইথের ইস্তিকাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, সুতরাং বলা হয়েছে: পঁচাশি
হিজরীতে, এবং বলা হয়েছে: আটানব্বই হিজরীতে।

যদি দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে তিনিই সেখানে তাদের মধ্যে সর্বশেষ ইস্তিকালকারী। আর
ইবনে আবি আওফা ছিলেন বায়আতুর রিদওয়ানের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বশেষ
ইস্তিকালকারী, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

আর শামে (সিরিয়ায়) তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র আল-মাযিনী, এমনটি
বহু লোক বলেছেন। আর তিনি আটাশি হিজরীতে ইস্তিকাল করেন।

এবং বলা হয়েছে: ছিয়ানব্বই হিজরীতে, আর তিনি ছিলেন দুই কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকালকারী।

এবং বলা হয়েছে: শামে (সিরিয়ায়) তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন আবু উমামা আল-বাহিলী, এটা হাসান আল-বাসরী ও ইবনে উয়াইনা বলেছেন।

আর প্রথমটিই বিশুদ্ধ। সুতরাং তার ইন্তেকাল ছিয়াশি হিজরীতে; এবং বলা হয়েছে: একাশি হিজরীতে।

আর খালীলী 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে কোনোরূপ প্রাধান্য না দিয়ে উভয় মত উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেছেন: শামের কিছু লোক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদের উভয়ের পরে আল-হাদ্দার নামক এক ব্যক্তিকে পেয়েছিলেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন, আর সে মাজহুল ছিল।

এবং বলা হয়েছে: শামে (সিরিয়ায়) তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন ওয়াসিলা ইবনুল আসকা'য়, এটা আবু যাকারিয়া ইবনে মানদাহ বলেছেন। আর তার ইন্তেকাল দামেস্কে হয়েছিল, এবং বলা হয়েছে: বাইতুল মুকাদাসে।

এবং বলা হয়েছে: হিমসে, পঁচাশি হিজরীতে।

(ص: 696) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

.....

[تدريب الراوي]

وَقِيلَ: ثَلَاثٌ، وَقِيلَ: سِتٌّ.

وَأَخْرَهُمْ بِحُصِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ.

وَأَخْرَهُمْ بِالْجَزِيرَةِ الْعُرْسُ بْنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ.

وَأَخْرَهُمْ بِفَلَسْطِينَ أَبُو أَبِي عَبْدِ بْنِ حَرَامٍ، رَبِيبُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

وَقِيلَ: مَاتَ بِدِمَشْقَ. وَقِيلَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ.

وَأَخْرَهُمْ بِبَصْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ، مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ.

وَقِيلَ: خُمْسٌ، وَقِيلَ: سَبْعٌ، وَقِيلَ: ثَمَانٍ، وَقِيلَ: تِسْعٌ، قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ.
وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِسَفْطِ الْقُدُورِ، وَتُعْرَفُ الْآنَ بِسَفْطِ أَبِي تُرَابٍ.
وَقِيلَ بِالْيَمَامَةِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَلَا يَصِحُّ، فَعَلَى هَذَا هُوَ آخِرُ الْبَدْرِيِّينَ مَوْتًا.
وَآخِرُهُمْ بِالْيَمَامَةِ الْهَرَمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَةٍ أَوْ مِائَةٍ أَوْ بَعْدَهَا.
وَآخِرُهُمْ بِبَرْقَةِ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ.
وَقِيلَ بِإِفْرِيقِيَّةَ، وَقِيلَ: بِأَنْطَابُلُسَ، وَقِيلَ: بِالشَّامِ.
وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ.
وَآخِرُهُمْ بِالْبَادِيَةِ سَكْمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَهُ أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ مَنْدَه.
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ.
وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَقِيلَ: أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَهَذَا آخِرُ مَا ذَكَرَهُ

[রাবীর প্রশিক্ষণ]

এবং বলা হয়েছে: তিনজন, এবং বলা হয়েছে: ছয়জন।

এবং হিমসের শেষ ব্যক্তি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর।

এবং জাজিরায় তাঁদের শেষ ব্যক্তি হলেন আল-উরস ইবনে উমাইরা আল-কিন্দি।

এবং ফিলিস্তিনে তাঁদের শেষ ব্যক্তি হলেন আবু উবাইয়্যা আব্দ ইবনে হারাম, যিনি উবাদা ইবনে আস-সামিতের পালকপুত্র।

এবং বলা হয়েছে: তিনি দামেস্কে ইন্তেকাল করেছেন। এবং বলা হয়েছে: বাইতুল মাকদিসে।

এবং মিশরে তাঁদের শেষ ব্যক্তি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আল-হারিস ইবনে জায' আয-যুবায়দি, তিনি ছিয়াশি (৮৬) সনে ইন্তেকাল করেন।

এবং বলা হয়েছে: পঁচাশি (৮৫) সনে, এবং বলা হয়েছে: সাতাশি (৮৭) সনে, এবং বলা হয়েছে: আটাশি (৮৮) সনে, এবং বলা হয়েছে: উননব্বই (৮৯) সনে, এটি আত-তাহাবী বলেছেন।

এবং তাঁর ওফাত হয়েছিল সাফত আল-কুদুরে, যা এখন সাফত আবু তুরাব নামে পরিচিত।

এবং বলা হয়েছে: ইয়ামামায়।

এবং বলা হয়েছে: তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তবে তা সঠিক নয়। সুতরাং, এই মতে, তিনিই বদী সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তেকালকারী।

এবং ইয়ামামায় তাঁদের শেষ ব্যক্তি হলেন আল-হিরমাস ইবনে যিয়াদ আল-বাহিলী একশ দুই (১০২) সনে, অথবা একশ (১০০) সনে, অথবা এর পরে।

এবং বারকাতে তাঁদের শেষ ব্যক্তি হলেন রুওয়াইফি ইবনে সাবিত আল-আনসারী।

এবং বলা হয়েছে: ইফরিকিয়ায়, এবং বলা হয়েছে: আন্তাবুলুসে, এবং বলা হয়েছে: আশ-শামে।

এবং তিনি তেষটি (৬৩) সনে ইন্তেকাল করেন, এবং বলা হয়েছে: ছিয়াসটি (৬৬) সনে।

এবং বাদিয়ায় তাঁদের শেষ ব্যক্তি হলেন সালামাহ ইবনে আল-আকওয়া। আবু যাকারিয়া ইবনে মানদাহ এটি বলেছেন।

এবং সঠিক মত হলো যে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেছেন।

এবং তিনি চুয়াত্তর (৭৪) সনে ইন্তেকাল করেন, এবং বলা হয়েছে: চৌষটি (৬৪) সনে, আর এটিই তাঁর উল্লিখিত সর্বশেষ তথ্য।

(ص: 697) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

الخَامِسُ: لَا يُعْرَفُ أَبُ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ، وَلَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ صَحَابَةٌ مُهَاجِرُونَ إِلَّا بَنُو مُقَرَّرٍ وَسَيَّائُونَ فِي الْإِخْوَةِ. وَلَا أَرْبَعَةٌ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَالِدُونَ إِلَّا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَإِلَّا: أَبُو عَتِيْقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

[تدريب الراوي]

ابْنُ الصَّلَاحِ.

وَأَخْرَهُمْ بِخَرَّاسَانَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحَصِيْبِ.

وَأَخْرَهُمْ بِسِجِسْتَانَ الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ هُوْدَةَ، ذَكَرَهُمَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ مَنْدَةَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِي بُرَيْدَةَ نَظْرٌ. فَإِنَّ وَفَاتَهُ سَنَةٌ ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ، وَقَدْ تَأَخَّرَ بَعْدَهُ أَبُو بَرَزَةَ
الْأَسْلَمِيُّ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةٌ أَرْبَعٌ وَسَبْعِينَ.
وَأَخْرَهُمُ بِالطَّائِفِ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وَأَخْرَهُمُ بِأَصْبَهَانَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ. قَالَ أَبُو الشَّيْخِ وَأَبُو نُعَيْمٍ.
وَأَخْرَهُمُ بِسَرَ قَنْدَ قَتْمُ بْنُ الْعَبَّاسِ.

[الخَامِسُ لَا يُعْرِفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْتَدًّا وَأَبُوهُ]
(الخَامِسُ: لَا يُعْرِفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْتَدًّا وَأَبُوهُ) أَبُو مَرْثَدٍ بْنُ الْحَصِينِ
الْغَنَوِيُّ.
قُلْتُ: أَغْرُبُ مِنْ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ هَانِيٍّ،
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ: مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ بْنَ
الْأَخْنَسِ السُّلَمِيِّ شَهِدَ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدَّهُ بَدْرًا.
قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا شَهِدَ هُوَ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ بَدْرًا مُسْلِمِينَ إِلَّا الْأَخْنَسَ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا نَعْرِفُ سَبْعَةَ إِخْوَةٍ شَهِدُوا بَدْرًا مُسْلِمِينَ إِلَّا بَنُو

পঞ্চম: পিতা ও পুত্র বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কাউকে মার্সাদ ও তাঁর পিতা
ব্যতীত আর জানা যায় না। আর মুকররিনের বংশধরগণ ব্যতীত সাতজন মুহাজির সাহাবী
ভাইয়ের অস্তিত্বও জানা যায় না, যাদের আলোচনা ভাইদের প্রসঙ্গে আসবে। আর পরপর চারটি
প্রজন্ম যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু
আসমা বিনতে আবি বকর ইবনু আবি কুহাফা, এবং আবু আতীক মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর
ইবনু আবি কুহাফা ব্যতীত অন্য কাউকে জানা যায় না, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

-

[তাদরিবুর রাবী]

ইবনুস সালাহ।

খোরাসানে তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন বুরাইদা ইবনুল হুসাইব।

সিজিস্তানে তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন আল-আদা ইবনু খালিদ ইবনু হাওয়া। তাঁদের দু'জনকেই উল্লেখ করেছেন আবু যাকারিয়া ইবনু মানদাহ।

আল-ইরাকী বলেছেন: বুরাইদা সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা রয়েছে। কেননা তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল তিহাতুর হিজরীতে, অথচ তাঁর পরে আবু বারযাহ আল-আসলামী জীবিত ছিলেন, এবং তিনি সেখানে চুয়াত্তর হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তায়েফে তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন ইবনু আব্বাস।

ইম্পাহানে তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন আন-নাবিগা আল-জাদী। এ কথা বলেছেন আবু শাইখ ও আবু নু'আইম।

সমরকন্দে তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন কুসাম ইবনুল আব্বাস।

[পঞ্চম: পিতা ও পুত্র বদরে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কাউকে মার্সাদ ও তাঁর পিতা ব্যতীত আর জানা যায় না।]

(পঞ্চম: পিতা ও পুত্র বদরে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কাউকে মার্সাদ ও তাঁর পিতা ব্যতীত আর জানা যায় না।) তিনি হলেন আবু মার্সাদ ইবনুল হুসাইন আল-গানাভী।

আমি বলি: এর চেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় হল যা বাগাওয়া তাঁর 'মু'জামুস সাহাবা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে ইবনু হানী বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে ইবনু বুকাইর বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে লাইস বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ ইবনু আবি হাবীব থেকে যে: মা'ন ইবনু ইয়াযিদ ইবনুল আখনাস আস-সুলামী, তিনি এবং তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি (বাগাওয়া) বলেন: আর আমরা আল-আখনাস ব্যতীত এমন কাউকে জানি না যে, তিনি, তাঁর পুত্র এবং তাঁর পৌত্র মুসলিম অবস্থায় বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইবনুল জাওয়াযী বলেছেন: আমরা সাতজন মুসলিম ভাইকে জানি না যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বানু

[تدريب الراوي]

عَفْرَاءَ: مُعَادٌ، وَمُعَوِّذٌ، وَإِيَّاسٌ، وَخَالِدٌ، وَغَافِلٌ، وَعَامِرٌ، وَعَوْفٌ.

قَالَ: وَلَمْ يَشْهَدْهَا مُؤْمِنٌ ابْنُ مُؤْمِنَيْنِ إِلَّا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ.

قَالَ: وَمِنْ غَرِيبِ ذَلِكَ: امْرَأَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ وَعَمَّانٌ شَهِدُوا بَدْرًا، أَخَوَانِ وَعَمٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَخَوَانِ وَعَمٌّ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَهِيَ أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخَوَاهَا الْمُسْلِمَانِ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ وَمُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالْعَمُّ الْمُسْلِمُ مَعْمَرُ بْنُ الْحَارِثِ؛ وَأَخَوَاهَا الْمُشْرِكَانِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَأَبُو عَزِيزٍ، وَالْعَمُّ الْمُشْرِكُ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ.

(وَلَا يُعْرَفُ (سَبْعَةُ إِخْوَةٍ صَحَابَةٌ مُهَاجِرُونَ إِلَّا بَنُو مُقَرَّرٍ وَسَيَّاتُونَ) فِي النَّوعِ الثَّالِثِ وَالْأَرْبَعِينَ (فِي الْإِخْوَةِ)، وَهُنَاكَ ذَكَرَهُمُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَيَأْتِي مَا عَلَيْهِ مِنْ اعْتِرَاضٍ، فَإِنَّ أَوْلَادَ الْحَارِثِ بْنِ قَبِيسٍ السَّهْمِيِّ كُلَّهُمْ صَحِبُوا وَهَاجَرُوا وَهُمْ سَبْعَةٌ أَوْ تِسْعَةٌ.

(وَلَا أَرْبَعَةٌ أَذْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَالِدُونَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيقِ (ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَإِلَّا أَبُو عَتِيقٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ أَسْمَةَ وَلِدَ لَهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَذَلِكَ، إِذْ حَارِثَةُ وَالِدُ زَيْدٍ صَحَابِيٍّ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُنْذِرِيُّ

-

[তাদরিবুর রাবী]

আফরা: মু'আয, মু'আওভিয়, ইয়াস, খালিদ, গাফিল, আমির ও আওফ।

তিনি বলেন: 'আম্মার ইবনে ইয়াসির ব্যতীত দু'জন মু'মিনের সন্তান একজন মু'মিন (ব্যক্তি) এই যুদ্ধে (বদর) উপস্থিত হননি।

তিনি বলেন: আর এর এক বিস্ময়কর বিষয় হলো, একজন মহিলা যার চার ভাই ও দুই চাচা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে দুই ভাই ও একজন চাচা ছিলেন মুসলিমদের পক্ষে, এবং দুই ভাই ও একজন চাচা ছিলেন মুশরিকদের সাথে। আর তিনি হলেন উম্মু আবান বিনতে উতবা ইবনে রাবী'আহ। তার মুসলিম দুই ভাই হলেন আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা ও

মুস'আব ইবনে উমাইর, এবং মুসলিম চাচা হলেন মা'মার ইবনে আল-হারিথ; আর তার মুশরিক দুই ভাই হলেন ওয়ালিদ ইবনে উতবা ও আবু আযীয, এবং মুশরিক চাচা হলেন শায়বাহ ইবনে রাবী'আহ।

(আর) পরিচিত (নয় সাতজন মুহাজির সাহাবী ভাই—বানু মুকাররিন ব্যতীত—এবং তারা আসবে) তেতাল্লিশতম প্রকারের মধ্যে (ভাইদের প্রসঙ্গে), এবং সেখানে ইবনুস সালাহ তাদের উল্লেখ করেছেন। এর উপর যে আপত্তি আছে, তা (পরে) আসবে, কারণ হারিস ইবনে কাইস আস-সাহমীর সকল সন্তানই সাহাবী ছিলেন এবং হিজরত করেছিলেন, আর তারা ছিলেন সাতজন অথবা নয়জন।

(এবং পরপর চার পুরুষ যারা নবী ﷺ-কে পেয়েছেন এমন কেউ নেই আব্দুল্লাহ ইবনে আসমা বিনতে আবি বকর) আস-সিদীক (ইবনে আবি কুহাফা ব্যতীত, এবং আবু আতীক মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর ইবনে আবি কুহাফা ব্যতীত), আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার বলেন: তারা উল্লেখ করেছেন যে, নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় উসামার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। সুতরাং, এই অনুযায়ী, সেটিও অনুরূপ হবে, যেহেতু যায়েদের পিতা হারিসা একজন সাহাবী ছিলেন, যেমনটি মুনযিরী নিশ্চিতভাবে বলেছেন।

(ص: 699) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ج 2

النَّوعُ الْأَرْبَعُونَ:

مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم - هُوَ وَمَا قَبْلَهُ أَصْلَانِ عَظِيمَانِ ; بِهِمَا يُعْرَفُ الْمُرْسَلُ، وَالْمُتَّصِلُ. وَاحِدُهُمْ: تَابِعِيٌّ وَتَابِعٌ، قِيلَ: هُوَ مَنْ صَحِبَ الصَّحَابِيَّ، وَقِيلَ: مَنْ لَقِيَهُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

قَالَ الْحَاكِمُ: هُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ طَبَقَةً. الْأُولَى: مَنْ أَدْرَكَ الْعَشْرَةَ. قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرُهُمَا. وَغَلَطَ فِي ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَكْثَرَ الْعَشْرَةِ، وَقِيلَ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ مِنْ غَيْرِ سَعْدٍ.

وَأَمَّا قَيْسٌ فَسَبِعَهُمْ وَرَوَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُشَارِكْهُ فِي هَذَا أَحَدٌ، وَقِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

وَيَلِيهِمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ. وَمِنَ التَّابِعِينَ: الْمُخَضَرُمُونَ، وَاحِدُهُمْ: مُخَضَرَمٌ "بِفَتْحِ الرَّاءِ"، وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَزَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ، وَعَدَّهُمْ مُسْلِمٌ عَشْرِينَ نَفْسًا. وَهُمْ أَكْثَرُ، وَمِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْهُ: أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ وَالْأَحْنَفُ. وَمِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ: الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةُ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَسَلِيمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَجَعَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَدَلَ أَبِي سَلَمَةَ، وَجَعَلَ أَبُو الرِّنَادِ بَدَلَهُمَا أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: أَفْضَلُ التَّابِعِينَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قِيلَ: فَعَلَقْمَةُ وَالْأَسْوَدُ؟ فَقَالَ: هُوَ وَهَمَّا. وَعَنْهُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِمْ مِثْلَ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَقَيْسٍ. وَعَنْهُ: أَفْضَلُهُمْ قَيْسٌ، وَأَبُو عُثْمَانَ، وَعَلَقْمَةُ، وَمَسْرُوقٌ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ خَفِيفٍ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: أَفْضَلُ التَّابِعِينَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ: أُوَيْسٌ، وَالْبَصْرَةِ: الْحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: سَيِّدَتَا التَّابِعِيَّاتِ: حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَتَلِيَهُمَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ، وَقَدْ عَدَّ قَوْمٌ طَبَقَةً فِي التَّابِعِينَ، وَلَمْ يَلْقُوا الصَّحَابَةَ، وَطَبَقَةً وَهُمْ صَحَابَةٌ. فَلْيَنْتَفِظْ لِدَلِيلِكَ.

[تدريب الراوي]

فِي مُخْتَصَرِ مُسْلِمٍ، وَحَدِيثُ إِسْلَامِهِ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَكَذَا زَيْدٌ وَأُسَامَةُ. قَالَ: وَكَذَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَكُوْعِ الْأَرْبَعَةُ ذَكَرُوا فِي الصَّحَابَةِ، وَطَلْحَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِشَةَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ فِي أَمَثَلَةٍ أُخْرَى لَا تَصِحُّ. فَوَائِدُ:

لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بَلْ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ، وَلَا مَنْ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ
مِنْ وَجْهِ يَصْحُحُ إِلَّا وَاحِدٌ بَصْرِيٌّ، رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُمَارَةَ حَدِيثٌ: «لَا يَلِجُ النَّارَ
أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». .
أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

[النوع الأربعون مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ]

(النَّوعُ الْأَرْبَعُونَ: مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، هُوَ وَمَا قَبْلَهُ أَصْلَانِ عَظِيمَانِ
بِهِمَا يُعْرَفُ الْمُرْسَلُ وَالْمُتَّصِلُ، وَأَحَدُهُمْ تَابِعِيٌّ وَتَابِعٌ) وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ: (قِيلَ): أَيْ
قَالَ الْخَطِيبُ: (هُوَ مَنْ صَحِبَ صَحَابِيًّا) وَلَا يُكْتَفَى فِيهِ بِمُجَرَّدِ اللَّقْيِ، بِخِلَافِ الصَّحَابِيِّ
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَرَفِ مَنْزِلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا جُمْلَاءَ بِهِ
يُؤَثَّرُ

চল্লিশতম প্রকার:

তাবেয়ীনদের পরিচিতি (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) - এটি এবং এর পূর্ববর্তীটি দুটি মহান মূলনীতি; এ দুটি দ্বারা মুরসাল ও মুত্তাসিল হাদিস পরিচিত হয়। তাদের একজন হলেন 'তাবেয়ী' বা 'তাবে'। বলা হয়েছে: তিনি হলেন যিনি কোনো সাহাবীর সঙ্গ লাভ করেছেন।

আবার বলা হয়েছে: যিনি তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং এটিই অধিকতর সুস্পষ্ট।

আল-হাকিম বলেছেন: তারা পনেরোটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর: যারা আশারায়ে মুবাশশারাহ-কে পেয়েছেন। কায়েস ইবনে আবি হাজিম, ইবনুল মুসায়্যিব এবং অন্যান্য। ইবনুল মুসায়্যিবের ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন, কারণ তিনি উমরের খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আশারায়ে মুবাশশারাহ-র অধিকাংশের নিকট থেকে শোনেননি। বলা হয়েছে, সা'দ ব্যতীত অন্যদের থেকে তার শোনাটা প্রমাণিত নয়।

আর কায়েসের ক্ষেত্রে, তিনি তাদের থেকে শুনেছেন এবং তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে তার কোনো অংশীদার নেই। বলা হয়েছে: তিনি আব্দুর রহমানের থেকে শোনেননি।

তাদের পরে আসেন তারা, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবীদের সন্তানদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাবেয়ীনদের মধ্যে রয়েছেন: মুখাদ্ভারামুন। তাদের একজন হলেন 'মুখাদ্ভারাম' ("রা" অক্ষরের উপর ফাতহা সহ)। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি জাহেলিয়াত যুগ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন, ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁকে দেখেননি। মুসলিম বিশজন ব্যক্তিকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে তারা আরও বেশি। যাদেরকে তিনি উল্লেখ করেননি তাদের মধ্যে রয়েছেন: আবু মুসলিম আল-খাওলানি এবং আল-আহনাফ।

তাবেয়ীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন: সাতজন ফকীহ: ইবনুল মুসায়্যিব, আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, উরওয়াহ, খারিজাহ ইবনে যায়েদ, আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান, উবাইদুল্লাহ ইবনে উতবাহ, এবং সুলায়মান ইবনে ইয়াসার। ইবনুল মুবারক আবু সালামাহ-র পরিবর্তে সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর আবু যিনাদ তাদের দুজনের পরিবর্তে আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তাবেয়ীনদের মধ্যে ইবনুল মুসায়্যিব শ্রেষ্ঠ। প্রশ্ন করা হলো: তাহলে আলকামাহ ও আল-আসওয়াদ? তিনি বললেন: তিনি এবং তারা দুজনও। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত: আমি তাদের মধ্যে আবু উসমান আন-নাহদি ও কায়েসের মতো কাউকে জানি না। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত: তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কায়েস, আবু উসমান, আলকামাহ, এবং মাসরুক। আবু আব্দুল্লাহ ইবনে খাফিফ বলেছেন: মদীনার লোকেরা বলেন: তাবেয়ীনদের মধ্যে ইবনুল মুসায়্যিব শ্রেষ্ঠ। কুফার লোকেরা বলেন: উয়াইস। এবং বসরার লোকেরা বলেন: আল-হাসান।

ইবনে আবি দাউদ বলেছেন: তাবেয়ী নারীদের দুই সর্দার হলেন: হাফসাহ বিনতে সিরিন এবং আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান। তাদের পরে উম্মুদ দারদা। কিছু লোক তাবেয়ীনদের মধ্যে এমন একটি স্তরকে গণনা করেছেন যারা সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেননি, এবং এমন একটি স্তরকে যারা সাহাবী ছিলেন। অতএব, এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

[তাদরীবুর রাবী]

মুসলিমে সংক্ষিপ্তাকারে, এবং হাকিমের মুস্তাদরাকে তার ইসলাম গ্রহণের হাদিসটি রয়েছে, তেমনি যায়েদ ও উসামার ক্ষেত্রেও।

তিনি বলেন: এবং তেমনি ইয়াস ইবনে সালামাহ ইবনে আমর ইবনুল আকওয়া – এই চারজন সাহাবীদের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছেন, এবং তালহা ইবনে মুআবিয়া ইবনে জাহিমাহ ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস – অন্যান্য উদাহরণে যারা সহীহ নয়।

উপদেয় বিষয়সমূহ:

সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল রহিম নামের কেউ নেই, এমনকি তাবেয়ীনের মধ্যেও না। আর ইসমাইল নামেরও কেউ নেই যা সহীহ রূপে প্রমাণিত, শুধুমাত্র একজন বসরায়ী ছাড়া, যার থেকে আবু বকর ইবনে উমারা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন: "সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে সালাত আদায়কারী কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" এটি ইবনে খুজাইমাহ বর্ণনা করেছেন।

[চল্লিশতম প্রকার: তাবেয়ীনের পরিচিতি (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)]

(চল্লিশতম প্রকার: তাবেয়ীনের পরিচিতি (আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন), এটি এবং এর পূর্ববর্তীটি দুটি মহান মূলনীতি, এ দুটি দ্বারা মুরসাল এবং মুত্তাসিল পরিচিত হয়, এবং তাদের একজন হলেন তাবেয়ী ও তাবে) এবং এর সংজ্ঞার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে: (বলা হয়েছে): অর্থাৎ আল-খতীব বলেছেন: (তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি একজন সাহাবীর সঙ্গ লাভ করেছেন) এবং এর জন্য শুধুমাত্র সাক্ষাৎ লাভই যথেষ্ট নয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবীর ক্ষেত্রে যেমনটি যথেষ্ট, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার কারণে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ প্রভাব ফেলে।